উদ্বোধন।

‘ उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्निबोधत । ”

১০ম বর্ষ।

১৩১৪ মাঘ হইতে ১৩১৫ পৌষ।

মাসিক পত্র।

—:o:—

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য—(সডাক) ২ টাকা।

২১শে পৌষ, ১৩১৫ সাল।

কলিকাতা,
১২, ১৩ নং, গোপালচন্দ্র নিয়োগীর লেন,
উদ্বোধন কার্য্যালয় হইতে
স্বামী সত্যকাম কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

PRINTED BY
S. N. Bhattacharji,
AT THE
B. I. Printing Works,
HOWRAH

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণচরিত

শ্রীগুরুদাস বর্ম্মন্‌।] [পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।

ভগবান্‌ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অদ্ভুত বালব্রহ্মচারী ভক্তগণ—যাঁহারা তাঁহার ব্যাকুল আহ্বানে সংসারে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের সকলেরই জীবনে এক বিশেষত্ব ছিল। তাঁহারা অতি শৈশবাবস্থা হইতেই দিবানিশি প্রাণের ভিতর এক অনির্ব্বচনীয় অভাব বোধ করিতেন। পিতা মাতা হয়ত মহা ঐশ্বর্য্যশালী—ঐহিক সম্পদের এবং সুখরাশির হয়ত কোন অপ্রতুল নাই তথাপি এমন সংসারে জন্মিয়াও রামকৃষ্ণদেবের বালক ভক্তের জন্মাবধি এক মহা অভাব। এদিকে বালক বালকের মতই হয়ত অন্যান্য বালকদের সহিত মহানন্দে ক্রীড়ায় মগ্ন, আবার পরক্ষণেই হয়ত মনের উচাটন ভাব আসিল; মনে ক্রমাগত উঠিতে লাগিল, "কৈ, আমার ত এখানে কেউ নেই, আমি ত এখানকার নই, এরা কে? এরা কি আমার খেলার সঙ্গী? না, না, কখনই না। তবে আমি কেন এখানে?" এইরূপ চিন্তায় আত্মহারা হইয়া বালক হয়ত এক পার্শ্বে গিয়া উজ্জ্বল, প্রাণস্পন্দনপূর্ণ, গভীর নীল আকাশের পানে একদৃষ্টে তাকাইয়া বসিয়া রহিল। মাত্র তিন চারি বৎসরের বালক, তখন হইতেই তাহার মনে উদয়—পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগ্নী ইহারা তাহার কেহই নহে! তাহার প্রাণে কি এক অনির্ব্বচনীয় বস্তুর আকাঙ্ক্ষা জাগিয়াছে—কিছুতেই যেন তাহা মিটিতেছে না। দিন দিন যতই দেহের পরিবর্ত্তনের সহিত যৌবনের সঞ্চার হইতে লাগিল ততই যেন সেই আকাঙ্ক্ষাও পরিবর্দ্ধিত হইয়া সমগ্র হৃদয়কে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতে লাগিল। দেবতার মনলোভা কিন্নরকণ্ঠনিঃসৃত সঙ্গীত—তাহাতেও প্রাণ শান্ত হয় না। তাহাতে বরং সেই সর্ব্বগ্রাসী বিরাট্‌ অভাব যেন কোটিগুণে জাগিয়া উঠে। প্রাণ আর কিছুই চায় না। এই বিষম অভাব স্রোতে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বালক ভক্তেরা সদা ভাসমান ছিলেন। রামকৃষ্ণদেবের সংস্পর্শে আসিবামাত্র তাঁহাদের সেই অভাবতিমিরাচ্ছন্ন হৃদয়জগতে যেন কোটি সূর্য্যের জ্যোতি প্রকাশ পাইল। তাই যোগানন্দ, ব্রহ্মানন্দ, বিবেকানন্দ

ঘন ঘন তাঁহার নিকট যাতায়াত করিতে লাগিলেন আর প্রাণে প্রাণে বুঝিলেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দেবসঙ্গই তাঁহাদের জীবনের একমাত্র অভাব ছিল। এই সকল শুদ্ধসত্ত্ব বালব্রহ্মচারীদের সহিত রামকৃষ্ণদেব পঞ্চমবর্ষীয় বালকবৎ ক্রীড়াও করিতেন, আবার কখন বা স্বয়ং যে সমস্ত সাধনা করিয়াছিলেন, তাঁহাদেরও তৎসমুদয় শিক্ষা দিতেন।

প্রতিদিন সূর্য্যোদয় হইতে রাত্রিকাল পর্য্যন্ত শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নিকট অবিরাম অসীম জনতা। যত দিন যাইতেছে, জনতাও ততই বাড়িতেছে। তাঁহার প্রাণস্পর্শী বাক্যস্রোতেরও বিরাম নাই। একদিন তিনি বহুলোক পরিবেষ্টিত হইয়া ঈশ্বরপ্রসঙ্গ করিতেছেন, সকলেই নিবিষ্টচিত্তে তাঁহার দিকে তাকাইয়া তাঁহার কথা শুনিতেছেন, কেবল বিবেকানন্দ অন্যমনস্ক এবং অপর একব্যক্তির সহিত গল্পে মগ্ন। ইহা দেখিয়া তিনি তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "ওরে শোন্ না, কথা শোন্ না।"

বিবেকানন্দ কহিলেন, "কথা কি শুনব, তোমার কথা শুনতে ত আসিনে।"

রামকৃষ্ণদেব কহিলেন, "কথা শুন্‌বিনি ত কেন আসিস্?"

বিবেকানন্দ কহিলেন, "তোমায় ভালবাসি, তাই তোমায় দেখতে আসি।"

এই কথা শুনিবামাত্র তিনি উঠিয়া বিবেকানন্দের হস্ত ধরিয়া তুলিলেন, এবং দৃঢ় আলিঙ্গনপাশে বদ্ধ করিয়া অনেকক্ষণ রাখিলেন। পরে সকলকে বুঝাইয়া কহিলেন, "এরি নাম অহৈতুক ভালবাসা। দেখ, আমার কাছে কিছুই প্রত্যাশা করেনা, তবু ভালবাসে। আর ভালবাসে বলে তাই দেখতে আসে। একেই বলে অকারণ ভালবাসা. ভগবানের ওপর এই রকম ভালবাসা চাই। কেন ভালবাসি তা জানিনি, ভালবাসি বলে ভালবাসি।" বিবেকানন্দ যেমন রামকৃষ্ণদেবকে না দেখিয়া থাকিতে পারিতেন না, তিনিও তদ্রূপ বিবেকানন্দের অদর্শনে অস্থির হইয়া পড়িতেন, একাকী বসিয়া বালকের ন্যায় ক্রন্দন করিতেন, আবার কখন বা মা কালীর মন্দির মধ্যে যাইয়া মাকে বলিতেন, "তাকে এনে দে মা, তাকে না দেখে আমার প্রাণ অস্থির হয়েছে। তুই মা তাকে এনে দে।" তিনি এইরূপ রোদন করিলেই তাঁহার সর্ব্বত্যাগী বালক ভক্ত তখনি আসিয়া উপস্থিত হইতেন।

বিবেকানন্দ মূর্ত্তিপূজা মানেন না, সেজন্য তিনি রামকৃষ্ণদেবের সহিত

প্রায় তর্ক বিতর্ক করিতেন। একদিন রামকৃষ্ণদেবের নিকট অনেক লোক বসিয়া আছেন, বিবেকানন্দের সহিত তাঁহার অনেক তর্ক বিতর্ক চলিতেছে, রামকৃষ্ণদেব কহিলেন, "তুই আমার মাকে মানিস্ নি ত এখানে আসিস্ কেন?"

বিবেকানন্দ কহিলেন, "তা আসব না কেন? আস্‌ব, তাই বলে তোমার কালীকে মানতে হবে কি?"

রামকৃষ্ণদেব কহিলেন, "আচ্ছা দেখিস্, এর পর আমার মাকে মানবি, আর মা মা করে চক্ষের জল মুছবি,—তবে ঠিক হবে।" বিবেকানন্দ ইহার কোন উত্তর না দিয়া কোন প্রয়োজন বশতঃ প্রকোষ্ঠের বাহিরে চলিয়া গেলেন। রামকৃষ্ণদেব, যাঁহারা ঘরে ছিলেন, তাঁহাদিগকে সম্বোধিয়া কহিলেন, "দেখ, এই ছেলেটী সাকার মানেনা, আর আমায় বলে, 'তোমার ভাবটাব গুলো কিছু নয়, ও মাথার ব্যায়রাম।' কিন্তু বড় ভাল, শুদ্ধসত্ত্ব; এর পরে যখন দেখবে, তখন সব মানবে। প্রত্যক্ষ জ্ঞান না হলে কিছুই বিশ্বাস করতে চায় না, কিন্তু খুব জ্ঞানী, আর অনেক পড়েছে।" তিনি এই সকল কথা বলিতেছেন, এমন সময় বিবেকানন্দ ঘরে পুনঃপ্রবেশ করিয়া রামকৃষ্ণদেবের নিকট উপবেশন করিলেন। রামকৃষ্ণদেব তাঁহার নিকট সরিয়া আসিয়া হস্তদ্বারা তাঁহার বক্ষঃস্থল স্পর্শ করিলেন। মুহূর্ত্ত মধ্যে বালক সম্পূর্ণ বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইলেন, অনেকক্ষণ পরে বলিয়া উঠিলেন, "ওগো, তুমি আমায় কি করে দিলে? আমার যে বাপ মা আছে।" রামকৃষ্ণদেব অমনি তাঁহার বক্ষঃস্থলে পুনরায় হস্ত দিয়া কহিলেন, "তবে এখন থাক্, তবে এখন থাক্।" ভগবান্ কি বস্তু দেখিবেন, প্রত্যক্ষ অনুভব করিবেন, ইহাই বিবেকানন্দের আন্তরিক ভাব ছিল এবং রামকৃষ্ণদেবের নিকট এই প্রত্যক্ষ অনুভূতির জন্য প্রার্থনা করিতেন। সেই জন্য প্রভু তাঁহার বক্ষে হস্ত দিয়া তাঁহার সমাধি অবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন।

এই সময় হইতেই রামকৃষ্ণদেব তাঁহার আহূত বালক ভক্তদিগকে পরস্পরের সহিত পরিচয় করাইয়া দিতে লাগিলেন। তাঁহাদেরও তদবধি পরস্পরের মধ্যে এমন অসীম ভালবাসা জন্মিল যে, শোণিতসম্পর্কীয় আত্মীয়দের মধ্যেও তত ভালবাসা হয় না। দিনান্তে পরস্পরের সাক্ষাৎ না হইলে সে দিনটী যেন বৃথা যায়, আবার দেখা হইলেই রামকৃষ্ণদেব সম্বন্ধে আলোচনা চলে। তাঁহার অপার ভালবাসা তাঁহাদিগকে

কাজ, প্রত্যেক ভাব, প্রত্যেক ঘটনার কথা উত্থাপন করিয়া আনন্দ স্ফুর্ত্তি করিতে থাকে। একদিন জনৈক ভক্ত বিবেকানন্দের পূর্ব্বোক্ত ঘটনা উত্থাপন করাতে বিবেকানন্দ বলিয়াছিলেন যে, রামকৃষ্ণদেব তাঁহার বক্ষ স্পর্শ করিবা-মাত্র তাঁহার ভাবান্তর হইল, পা হইতে ঝি ঝি করিয়া কি এক প্রকার স্নায়বীয় স্রোত উর্দ্ধ দিকে উঠিতে লাগিল, আর সঙ্গে সঙ্গে দৃশ্যমান বস্তুসমূহ শূন্যে বিলীন হইতে লাগিল। এই অবস্থায় তিনি কতক্ষণ ছিলেন, তাহা কিছুই তাঁহার স্মরণ নাই, কিন্তু কিছুক্ষণ পরে তাঁহার মনে হইল, তিনি বুঝি শূন্যে মিশাইয়া যাইবেন। পিতা মাতার জীবদ্দশায় তাঁহার মৃত্যু হইলে তাঁহারা সন্তপ্ত হইবেন, এই ভাবনা মনে উদয় হওয়াতেই তিনি পূর্ব্বোক্তরূপ বাক্য উচ্চারণ করিয়াছিলেন। রামকৃষ্ণদেব বক্ষে হস্ত স্পর্শ করিয়া ঐ ভাব প্রশমিত করিয়া দিয়াছিলেন বটে, কিন্তু সেই অবধি তাঁহার মনে নূতন নূতন ভাবের উদয় হইতে লাগিল, তাঁহার মনে হইতে লাগিল—যেন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কীটাণু হইতে অনন্ত আকাশ পর্য্যন্ত সেই এক মহান্ লক্ষ্যের দিকে ছুটিয়াছে, প্রত্যেক বস্তুই যেন তাঁহাকে সেই মহান্ অনাদি পুরুষের দিকে অগ্রসর করাইয়া দিতেছে। তিনি সদা সর্ব্বদা এই ঐশীভাবের নেশায় সমাচ্ছন্ন রহিলেন। এই অপূর্ব্ব ভাব তাঁহার ন্যূনাধিক একমাস কাল ছিল। তিনি এই ভাবে এতই বিভোর থাকিতেন যে, তাঁহার আত্মীয়গণ ভাবিয়াছিলেন যে, হয়ত তিনি কোন প্রকার বায়ুরোগগ্রস্ত হইয়াছেন এবং দিন কয়েক তাঁহার সেই ভাবের চিকিৎসাও করা হইয়াছিল।

রামচন্দ্রের বাটীতে এই সময়ে একজন ছাপরানিবাসী ব্যক্তি একটী সামান্য কার্য্য উপলক্ষে আসিয়া বাস করিতে থাকেন; ইঁহার নাম লাটু। আসিবার দুই চারিদিন পরে একদিন প্রাতঃকালে তিনি শুনি[illegible] দক্ষিণেশ্বরে রাসমণির দেবালয়ে একজন পরমহংস সাধু বাস কর[illegible] শুনিয়াই মহা উৎসাহে আহারাদির পর বেলা দশটার সময় পদব্রজে দক্ষিণেশ্বর যাত্রা করিলেন। দক্ষিণেশ্বর কোন্ দিকে যাইতে হয় শুনিয়াছেন, কিন্তু কতদূর জানেন না, কাহাকে জিজ্ঞাসাও করেন নাই, রাস্তার লোককে জিজ্ঞাসা করিয়া পথ চলিতেছেন। গ্রীষ্মকাল, পথশ্রান্তি ও আতপতাপে কাতর; মনে মনে বিরক্ত হইয়া ভাবিতেছেন, "এরা কেমন লোক, কতদূর তা বলে দিলে না! আর কতদূর যেতে হবে?" ঠিকানা জিজ্ঞাসা করিতে [illegible] উদ্যানের দ্বারদেশে আসিয়া দ্বারবান[illegible]

জিজ্ঞাসিলেন, "এখানে কোন পরমহংস আছেন ?" দ্বারবান বলিল, "আছেন, ঐ উত্তর পশ্চিমের ঘরে থাকেন।" আরও অগ্রসর হইলে অল্প দূর হইতে লাটু দেখিলেন, লাল পেড়ে কাপড় পরা এক ব্যক্তি উত্তর পশ্চিমের বারাণ্ডায় পাদচারণ করিতেছেন। দুই জনের চক্ষু মিলিল। লাটু ভাবিয়াছিলেন, গৈরিকধারী পরমহংস দেখিবেন, কিন্তু একথা আর তখন মনে উদয় হইল না; নিকটে আসিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন।

রামকৃষ্ণদেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথা থেকে আসছ ?"

লাটু উত্তর করিলেন "সিমলে রামচন্দ্র দত্তের বাড়ী থেকে।"

রামকৃষ্ণদেব অতি সমাদর পূর্ব্বক তাঁহাকে আপনার ঘরে লইয়া গেলেন, এবং পথশ্রান্তি দূর করিবার জন্য কিঞ্চিৎ জলযোগ করিতে দিয়া তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন। লাটু যাঁহার সহিত আলাপ করিতেছেন, তিনি কে, তিনিই পরমহংস কি না, এসকল কোন প্রশ্নই তাঁহার মনে উদয় হইল না, কেবল তাঁহার নিকট বসিয়া বাক্যালাপেই মহাতৃপ্তি বোধ করিতে লাগিলেন। রামকৃষ্ণদেব কথাপ্রসঙ্গে একবার বলিয়া উঠিলেন,—আহা, রাম আমায় বড় ভালবাসে। কেবল এই কথা শুনিয়া লাটু একবার ভাবিলেন, তবে ইনিই সেই সাধু হইবেন। কিন্তু ইনি সেই সাধু হউন আর নাই হউন, তাঁহাকে বড়ই আপনার জন বলিয়া বোধ হইতে লাগিল, এবং ইনি পরমহংস না হইলেও লাটুর আর পরমহংস অনুসন্ধানের ইচ্ছা হইল না।

বৈকালে গৃহে প্রত্যাগমন করিবার জন্য লাটু উঠিয়া দাঁড়াইলে রামকৃষ্ণদেব কহিলেন, "দেখ, আর হেঁটে যেয়োনা, পয়সা দিচ্ছি, গাড়ি কি নৌকা কোরে যাও।"

লাটু বলিলেন, "পয়সা কাজ নেই, আমার কাছে পয়সা আছে।"

রামকৃষ্ণদেব হাসিয়া বলিলেন, "ঠিক্ আছে ত ? না থাকে, লজ্জা কোরোনা।"

লাটু হাসিতে হাসিতে জামার জেবে পয়সা বাজাইয়া বলিলেন, "দেখুন, আমার কাছে পয়সা আছে;" এবং রামকৃষ্ণদেবের পদধূলি লইলেন।

রামকৃষ্ণদেব কহিলেন, "আবার এস।"

লাটু বলিলেন, "আজ্ঞে হ্যাঁ আসব।"

রামকৃষ্ণদেব পুনরায় বলিলেন, "হ্যাঁ এসো।"

সেদিন আবাসে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে রামচন্দ্রের সহিত লাটুর কেবল পরমহংসদেবের কথাই হইয়াছিল। দুই তিন দিবস পরে একদিন লাটু প্রাতর্ভোজন না করিয়াই দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া উপস্থিত। রামকৃষ্ণদেব ভোজনে বসিতেছিলেন, লাটুকে দেখিয়া তাঁহার নিকটে আসিলেন, বলিলেন, "কি গো, এসেছ, বেশ হয়েছে। আহার কোরে আসনি ত?" যেন রামকৃষ্ণদেব তাঁহারই আগমনপ্রতীক্ষা করিতেছিলেন।

লাটু উত্তর করিলেন, "আজ্ঞে, না।"

রামকৃষ্ণদেব কহিলেন, "তবে বেশ হয়েছে, এখানে প্রসাদ পাও।"

লাটু বাঙ্গালীর হাতের রান্না খান না। রামচন্দ্রের বাটীতে থাকেন বটে কিন্তু তাঁহার অন্ন ভোজন করেন না, স্বহস্তে পাক করিয়া আহার করেন। এখানে সমস্ত অন্নব্যঞ্জনই বাঙ্গালীস্পৃষ্ট, কেমন করিয়া ভোজন করিবেন? সুতরাং তিনি এখানে আহার করিবেন না স্থির করিলেন। রামকৃষ্ণদেব 'এখানে প্রসাদ পাও', বলিয়া তৎক্ষণাৎ আপনি আর একখানি কলাপাতা আনিয়া আপনার সম্মুখে পাতিলেন, তাহা গঙ্গাজলে ধৌত করিলেন, পানের জন্য একটী ঘটিতে গঙ্গাজল দিলেন। লাটু এই সমস্ত উদ্যোগ দেখিয়া বলিলেন, "আপনি কেন এত কষ্ট কচ্ছেন? আমি খাব না।"

রামকৃষ্ণদেব কহিলেন, "কেন খাবে না? গঙ্গাজলে রান্না, তার উপর ।বে মায়ের প্রসাদ। কেন খাবে না? খাবে বই কি। বোস, খাও। ।সাদ খেতে কোন দোষ নেই, বোস খাও।"

লাটু বলিলেন, "না মশাই, আমি খাব না। আপনি আহার করুন।"

রামকৃষ্ণদেব বলিলেন, "তা কি হয়? কেন খাবে না? প্রসাদ খেতে দোষ কি?"

লাটু হঠাৎ বলিলেন, "তবে আপনার প্রসাদ যদি হয় ত খাব।"

লাটুর মনে পূর্ব্বাপর উদয় না হইয়া তাঁহার জিহ্বা যেন আপনা আপনি এই কথা বলিয়া ফেলিল, কিন্তু লাটু তাহার জন্য ক্ষুব্ধ নহেন। বরং মুখ হইতে ঐ বাক্য নির্গত হইলে পর অস্ফুটভাবে মনে উদয় হইল যে, রামকৃষ্ণদেবের প্রসাদ হইলে তাহাতে আর বাঙ্গালীস্পর্শ জনিত দোষ থাকিবে না। লাটু আহার করিতে সম্মত হইলেন। রামকৃষ্ণদেব তখনি আপনার

অন্ন হইতে কিঞ্চিৎ আহার করিয়া লাটুর পাতায় তুলিয়া দিলেন এবং তাঁহাকে আহার করিতে বলিলেন। লাটু ভোজনে বসিলে রামকৃষ্ণদেব কহিলেন, "খুব পেট ভোরে খা। পায়েস বেশি করে দি।" এই বলিয়া একটী বাটিতে করিয়া পায়সান্ন এবং লুচি ও মিষ্টান্ন দিলেন এবং লাটুকে পরিতোষ পূর্ব্বক আহার করাইলেন। লাটুর পিতা মাতা ভাই ভগ্নী কেহই নাই, সুতরাং ক্রমশঃ শ্রীরামকৃষ্ণদেবই তাঁহার সর্ব্বস্ব হইয়া পড়িলেন। রামকৃষ্ণদেব প্রথমে তাঁহাকে দেখিয়াই চিনিয়াছিলেন যে, তিনি তাঁহার একজন আহূত ভক্ত।

কিছুদিন পরে রামচন্দ্রের সহিত লাটু একদিন তাঁহার নিকট গমন করিলে তিনি রামচন্দ্রকে বলিলেন, "দেখ রাম, ঐ ছেলেটী বড়ই শুদ্ধসত্ত্ব, ওকে আমার কাছে রেখে দেও।"

রামচন্দ্র কহিলেন, "লাটু কিছু আমার বস্তু নয়, আপনি ওঁকে বলুন, ওঁর ইচ্ছা হলেই হবে। আর আপনার কাছে থাকা, এ ত অতি সৌভাগ্যের কথা।" লাটু তদবধি পরমহংসদেবের নিকট অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। ইনিই পরে সন্ন্যাস লইয়া অদ্ভুতানন্দ নামে অভিহিত হইয়াছেন।

পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে, ব্রহ্মানন্দ তাঁহার পিতার সাংসারিক গোলযোগের সময় হইতে দক্ষিণেশ্বরে অবস্থিতি করিতেছেন। একদিন তাঁহার পিতা তাঁহার অন্বেষণে তথায় আগমন করিয়া দেখিলেন, পরমহংসদেবের নিকট সমাজের অতি মহাশয় ব্যক্তিরা আসিয়া থাকেন এবং তাঁহার প্রিয় পুত্রকে পরমহংসদেব অতিশয় ভালবাসেন। উপস্থিত ভদ্রলোকদের মধ্যে অনেকেই আইনজ্ঞ ও উচ্চপদস্থ ব্যক্তি। তাঁহাকেও প্রায় সর্ব্বদাই মামলা মোকদ্দমা করিতে হয়। তাঁহাদের সহিত তাঁহার আইনসংক্রান্ত পরামর্শে বিশেষ সুবিধা হওয়াতে তথায় মধ্যে মধ্যে গমনাগমন করিতে লাগিলেন কিছু দিন পরে তিনি বিপন্মুক্ত হইয়া ভাবিলেন, হয়ত তাঁহার ভক্তপুত্রে সাধুসহবাস এবং সাধুসেবার গুণেই এই মহা বিপদ্ হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন; সুতরাং তাঁহার পুত্রের দক্ষিণেশ্বরে অবস্থিতির পক্ষে আর কোন আপত্তি তুলিলেন না। রামকৃষ্ণদেবও তাঁহার মনোভাব বুঝিয়া একদিন সুযোগমত কহিলেন, "হ্যাগা, রাখালকে আমায় দেওনা, আমি ওকে বড় ভালবাসি; আর রাখালও এখানে থাকতে বড় ভালবাসে।"

ব্রহ্মানন্দের পিতা যেন কৃতার্থ বোধ করিলেন, কহিলেন, "সে কি, মশাই রাখাল ত আপনারি ছেলে, আমি ত নিমিত্ত মাত্র। তা আপনার কাছে থাকবে,এ ত পরম সৌভাগ্যের কথা। বেশ কথা, আমার কোন আপত্তি নেই, থাকুন না ; তবে আপনার ইচ্ছে হলে এক আধবার আমার ওখানে পাঠিয়ে দেবেন।" ব্রহ্মানন্দের আর আনন্দের সীমা পরিসীমা রহিল না, তিনি পরমানন্দে রামকৃষ্ণদেবের নিকট অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। রামকৃষ্ণদেব মধ্যে মধ্যে তাঁহাকে জোর করিয়া পিত্রালয়ে পাঠাইতেন কিন্তু তিনি পি৲ালয়ে দুই এক দিনের অধিক থাকিতে পারিতেন না।

রাসমণির দেবালয় প্রতিষ্ঠার দিন প্রতিবৎসর তথায় একটী উৎসব হইত। এই সময়ে সেই উৎসবের দিন পড়িয়াছে এবং রাসমণির দৌহিত্র ও অন্যান্য পরিবারবর্গ উৎসব উপলক্ষে দেবালয়ে আগমন করিয়াছেন। পরমহংস-দেবের ভাগিনেয় হৃদযানন্দ শ্যামা পূজা করিতেছেন। মথুরের পুত্র ত্রৈলোক্য-নাথের এক অষ্টম বা নবমবর্ষীয়া কন্যা শ্যামা পূজা দর্শন করিতে মন্দির-মধ্যে এই সময় উপস্থিত হইল। কন্যাটী রূপে যেন সাক্ষাৎ পার্ব্বতী। পূজার সময় মন্দির মধ্যে তাহার অকস্মাৎ আগমনে হৃদয়ের মনে এক অভিনব ভাবের উদয় হইল। বালিকার পদে পুষ্পাঞ্জলি দিয়া হৃদয়ের কুমারী পূজা করিবার প্রবল বাসনা জন্মিল, অমনি তাহার পদে সচন্দন পুষ্পাঞ্জলি দিলেন। পূজান্তে বালিকা অন্দরে গমন করিলে তাহার মাতা তাহার পদে চন্দনচিহ্নের কারণ জিজ্ঞাসিলেন। বালিকা আনুপূর্ব্বিক সমস্ত কহিল। পূজারী ঠাকুর
কন্যার পায়ে পুষ্পাঞ্জলি দিয়াছেন! মহা অকল্যাণের কথা! কি
বনাশ! মাতা শিরে করাঘাত করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। মহা
স্থুল পড়িয়া গেল। ত্রৈলোক্যনাথ কন্যার বিপদাশঙ্কায় ক্রোধান্ধ হইলেন
বং তৎক্ষণাৎ হৃদয়কে দেবালয় হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিবার জন্য দ্বার-
নের উপর আজ্ঞা দিলেন। ব্রাহ্মণের দ্বারা শূদ্রাণীর পদ পূজিত হইলে
শূদ্রাণীর কোন অকল্যাণের সম্ভাবনা হয়, ক্রোধান্ধ হইয়া সেই ব্রাহ্মণের
মাননা এবং দ্বারবান দ্বারা তাঁহাকে বহিষ্কৃত করিয়া দিলে তাহাতে কোন
রাধ হইতে পারে কি না, এ বিবেচনায় আর তাঁহার সময় হইল না।
য় এই সামান্য কারণে ঘোরতর অবমানিত হইয়া রামকৃষ্ণদেবের নিকট
য়া সমস্ত কহিলেন। রামকৃষ্ণদেব কহিলেন, "তুই বা কেন অমন করলি ?
ন কি করবি।"

হৃদয় কহিলেন, "কেন মামা, তার ভাবনা কি? যেখানে দু চোখ যায়, সেখানে যাব। আর তুমিও চল, তোমারও আর এখানে থাকা উচিত নয়। আর মান থাকবে না, তোমায় আবার কবে অপমান করবে। তুমিও চল মামা।"

রামকৃষ্ণদেব কহিলেন, "আমি কোথায় যাব? আমি যাব না।" হৃদয় ক্ষুন্নমনে প্রস্থান করিলেন। কিছুক্ষণ পরে একজন দ্বারবান্ আসিয়া রামকৃষ্ণদেবকে জানাইল যে, তাঁহারও স্থানান্তরে চলিয়া যাইবার আদেশ হইয়াছে। রামকৃষ্ণদেব দ্বিরুক্তি না করিয়া আসন পরিত্যাগ করিয়া এক-বস্ত্রেই উদ্যানের দ্বারাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। অর্দ্ধপথে ত্রৈলোক্য তাঁহাকে দেখিয়া তাঁহার নিকট দ্রুত আগমন করিলেন এবং করযোড়ে কহিলেন, "মশাই? আপনি কোথায় যাচ্ছেন?"

রামকৃষ্ণদেব কহিলেন, "যেতে বল্লে তাই যাচ্ছি।"

অতি কাতর ভাবে বিনয় করিয়া ত্রৈলোক্য তাঁহাকে ফিরাইলেন, কহিলেন, "কর্ত্তাটীর অমঙ্গল না হয়, আপনি বলুন।"

রামকৃষ্ণদেব কহিলেন, "মার ইচ্ছে, অমঙ্গল হবে না।"

এখন হইতে তাঁহার আহূত ভক্তগণ তাঁহার সেবায় নিযুক্ত হইতে লাগিলেন এবং আপাততঃ শ্রীলাটু, যিনি পরে অদ্ভুতানন্দ নামে অভিহিত হন, এবং হরিশ তাঁহার নিকট রহিলেন। তাঁহার অন্যান্য আহূত নবীন ভক্তগণ মধ্যে মধ্যে আসিয়া দুই চারি দিন তথায় অবস্থিতি করিতেন। রামকৃষ্ণদেব ইঁহাদের দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিতেন—ঈশ্বরকোটী ও জীবকোটী। ঈশ্বরকোটী নিত্যমুক্ত—তাঁহারা যখন যখন ঈশ্বর অবতীর্ণ হন, তাঁহার লীলার সহায়তার জন্য তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া থাকেন। তাঁহাদের আর একটী বিশেষ লক্ষণ এই যে, তাঁহারা—নির্ব্বিকল্প সমাধি লাভ করিয়াও দেহ রক্ষা করিতে পারেন। কিন্তু সাধারণ মানবের নির্ব্বিকল্প সমাধি লাভের পর একুশ দিন পর্য্যন্ত দেহ থাকে।

রামকৃষ্ণদেব তাঁহার চিরকুমার সাঙ্গোপাঙ্গদের জীবনে এই কিশোর বয়স হইতেই আপনার ভাবরাশি বপন করিতে লাগিলেন। তিনি বলিতেন, অগ্রে ঈশ্বর লাভ, তৎপরে অন্য কার্য্য। আহার সম্বন্ধে তাঁহার এই উপদেশ ছিল যে, "দিনের বেলা বাকস্ ঠাসা করে খেতে হয়, আর রাত্রে এক কোণ

থালি রেখে খেতে হয়।" যাঁহারা এইরূপে রাত্রে তাঁহার নিকট থাকিতেন, তাঁহাদিগকে তিনি বিশেষভাবে সাধন শিক্ষা দিতেন। তাঁহাদের কি ভাবে চালাইতেন, তাহার একটু মোটামুটি আভাস দেওয়া যাইতেছে। রাত্রে পূর্ব্বোক্তমত অল্পস্বল্প আহার করাইয়া নিজ গৃহে শয়ন করাইয়া কিছুক্ষণ নানা প্রকার কথাবার্ত্তার পর হয়ত কহিলেন, "আর বকিস্ নি, এখন একটু ঘুমো।" আপনিও শয়ন করিলেন, একজনকে কহিলেন, "ওরে, মশারিটা ফেলে দে।" সে বালক মশারি ফেলিয়া যেমন গুঁজিয়া দিতে গেল, অমনি রামকৃষ্ণদেব চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "ওরে, কি করিস্ রে, প্রাণ যায় যে রে। অমন করে মশারি গুঁজিসনি, হাঁপিয়ে মরি।"

ভগবান্ রামকৃষ্ণ জগদম্বার নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন, "মা, আমাকে ভাবমুখে রাখিস মা।" তাই তিনি অনন্ত ভাবের প্রস্রবণ, আর যেমন যেমন ভাব উদয় হইত, তেমনি তেমনি ক্রিয়াও তাঁহার মধ্যে প্রকাশ পাইত। তাই তাঁহার জীবনে গভীর অদ্বৈতবোধ নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের ন্যায় প্রতি কার্য্যে সহজসিদ্ধ হইলেও মধুময় ভক্তি ও ভাবুকতার আবরণে উহা সর্ব্বদা আচ্ছাদিত থাকিত। তাই তাঁহার সমক্ষে ভাবের বিরোধি কোন কার্য্যের অনুষ্ঠানে তাঁহার শারীরিক যন্ত্রণা হইত। তাঁহার সমক্ষে কেহ কাপড়ের থান ছিঁড়িলে তাঁহার বোধ হইত, যেন তাঁহার বক্ষোদেশ বিদীর্ণ করা হইতেছে। মশারি ফেলিয়া তাহা শয্যার নীচে আবদ্ধ করিলে তাই তাঁহার প্রাণে অবিরাম মুক্তভাবের প্রবাহ, যাহাতে সমগ্র জগতের সহিত তাঁহার একত্বজ্ঞান বিজড়িত থাকিত, তাহা যেন সহসা বন্ধ হইয়া যাইত, তাঁহার শ্বাস প্রশ্বাস যেন রুদ্ধ হইবার উপক্রম হইত।

যাহা হউক, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথায় বালক অবাক্ হইয়া মশারিটী না গুঁজিয়াই শয়ন করিল, আর তাঁহারও হৃদয়ে আপনাপনি মুক্তভাবের ফোয়ারা চলিতে লাগিল। রামকৃষ্ণদেব করতালি দিয়া 'হরি বোল, হরি বোল' বলিতে লাগিলেন। কতক্ষণ তিনি ঐরূপ করিলেন, তাহা বলা যায় না। তবে বালকগণের কিঞ্চিৎ মাত্র তন্দ্রা আসিয়াছে, এমন সময় রামকৃষ্ণদেবের কোমল করস্পৃষ্ট হইয়া একজন জাগ্রত হইয়া বসিলেন। রামকৃষ্ণদেব তাঁহাকে কহিলেন, "দেখ্, তিন জন জাগে,—যোগী, রোগী, আর ভোগী। ঘুমুবি কিরে। যা, অমুক জায়গায় বসে ধ্যান কর্ গে যা। তার্ পর কেমন ধ্যান করলি এসে বলিস।" এই বলিয়া তাঁহাকে কেমন করিয়া এবং কি

ধ্যান করিতে হইবে, তাহা বলিয়া দিলেন এবং তাঁহার বক্ষঃস্থল হস্তদ্বারা স্পর্শ করিলেন। বালক নিশীথের আঁধারে প্রভুনির্দ্দিষ্ট স্থানে যাইয়া পদ্মাসনে গভীর ধ্যানমগ্ন হইলেন। রামকৃষ্ণদেব আর একজনের নিকট যাইয়া তাঁহার গাত্রে হস্ত দিয়া কহিলেন, "ওরে ঘুমুলি নাকি রে? ওঠ্, ওঠ্, এই দিকে আয়," বলিয়া তাঁহাকে কিয়দ্দূরে লইয়া গেলেন। এইরূপ সকলকে একে একে জাগরিত করিয়া আপনাপন অধিকার মত ধ্যানের উপদেশ দিলেন। নিশাবসানের দুই চারি দণ্ড পূর্ব্বে বালকেরা ধ্যানান্তে একে একে তাঁহার নিকট আগমন করিয়া দেখিলেন, রামকৃষ্ণদেব গভীর সমাধিস্থ। সমাধি ভঙ্গের সময় কহিতে লাগিলেন, "তামুক খাব, তামুক খাব।" এইরূপ একএকটী সামান্য বাসনা অবলম্বন করিয়া, তিনি আপনার ব্রহ্মসমাহিত চিত্তকে স্থূলজগতে আনয়ন করিতেন। পরে এক একজনকে অন্তরালে লইয়া গিয়া কাহার ধ্যানে কি প্রকার দর্শনাদি হইল, আপনি বলিয়া তৎপরে জিজ্ঞাসিলেন, "কেমন রে, এই রকম দেখলি, না?" বালকেরা সবিস্ময়ে কহিলেন, "আজ্ঞে হঁ্যা।" রামকৃষ্ণদেব কহিলেন, "বেশ, বেশ, তোর খুব শিগ্‌গির হবে।" তাহার পর আবার তাঁহাদিগকে শয়ন করিতে আজ্ঞা দিয়া আপনি পূর্ব্ববৎ করতালি দিয়া "হরিবোল, হরিবোল, হরি ওঁ হরি ওঁ" বলিতে বলিতে শয্যায় শয়ন করিলেন। আবার বালকদের একটু একটু করিয়া তন্দ্রা আসিতেছে, কিন্তু সকলেই যেন ধ্যানেই আছেন, এইরূপ বোধ করিতেছেন। যেন তাঁহারা দেবলীলায় দেব দেবীর সঙ্গে নানাবিধ অপূর্ব্ব লীলায় মগ্ন! হঠাৎ সে তন্দ্রা ভাঙ্গিল, সকলে দেখিলেন, ঊষার ঈষদুজ্জ্বল ছটায় দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া দিগম্বর প্রভুদেব মধুর গান করিয়া নৃত্য করিতেছেন। নৃত্য করিতে করিতে ঘরের মধ্যদেশে আসিলেন, অমনি বালকেরা তাঁহাকে ঘেরিয়া তাঁহার সহিত নৃত্য করিতে লাগিলেন। তৎপরে সকলে যাইয়া প্রাতঃকৃত্য সমাধা করিলেন।

রামকৃষ্ণদেব আজন্ম জানেন, ধর্ম্ম আদান প্রদানের বস্তু। তিনি সমগ্র জগৎকে ধর্ম্মদানের ব্রত লইয়া ধরাধামে অবতীর্ণ, সেই মহাকার্য্যের সহায়তার জন্যই তাঁহার বালব্রহ্মচারীদের তিনি ধরাধামে আনয়ন করিয়াছেন, এবং সেই মহাকার্য্যের ভার দিবার জন্যই সেই যুবা শিষ্যগণকে সমস্ত রাত্রি জাগিয়া কঠোর সাধনা করাইতেন। দ্বাদশবর্ষ নিজের সাধনার সময় রামকৃষ্ণদেব চেষ্টা করিয়াও নিদ্রা যাইতে পারেন নাই, এই সময়ে গাহিতেন—

ঘুম ভেঙ্গেছে আর কি ঘুমাই, যোগে যাগে জেগে আছি।
(এখন) যোগনিদ্রা তোরে পেয়ে মা, ঘুমেরে ঘুম পাড়ায়েছি॥

বোধ হয়, তিনি কার্য্যেও তাহাই করিতেন।

ভক্ত বিশ্বনাথ উপাধ্যায় মহাশয়ের উপর নেপালরাজের কাষ্ঠ ব্যবসায়ের ভার। বিগত কয়েক বর্ষ ঐ কারবারে কোনও লাভ হয় নাই। কার্য্যটী যে বিশেষ ক্ষতিজনক, তাহা নহে, কিন্তু কোন প্রকার অসাবধানতা বশতঃ প্রতি বৎসরই বর্ষার সময় রাত্রে অনেক গুলি কাঠ ভাগীরথীর স্রোতের সহিত ভাসিয়া যাইত সুতরাং ব্যবসায়ে লোকসান আরম্ভ হইল। উপাধ্যায় মহাশয় ভাবিলেন, কিছু কাল পরে প্রকৃত লাভের অংশ লোকসানে ভুক্তান হইয়া যাইতে পারে এবং সেই আশায় কয়েক বৎসর ধরিয়া রাজসরকারে কোন প্রকার হিসাব নিকাশ দেন নাই। এদিকে নেপালের দরবারে কয় বৎসর কলিকাতার কাঠের কারবারের কোনও হিসাবপত্র না যাওয়াতে চতুর রাজমন্ত্রীর মনে বিশ্বনাথের উপর সন্দেহ জন্মিল এবং তিনি গোপনে অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। গুপ্তচরেরা নানা প্রকার সংবাদ আনিলে পর তিনি বিশ্বনাথকে হিসাব দিবার জন্য কাঠমাড়ুতে আহ্বান করিলেন।

লাভের কড়ি লোকসানে ভুক্তান হইবার পূর্ব্বেই মন্ত্রীর দরবারে হিসাব দাখিল করিবার আজ্ঞা পাইয়া ভক্ত বিশ্বনাথ অকুল পাথারে পড়িলেন, সন্ধান পাইলেন যে, মন্দলোক দ্বারা মন্ত্রীসকাশে তাঁহার দুর্নাম রটনা হইয়াছে। মন্দ লোকে মিথ্যা প্রমাণ যোগাড় করিয়া রাজমন্ত্রীর নিকট যদি তাঁহাকে চোর সাব্যস্ত করে, তাহা হইলে মন্ত্রীর ক্রোধে পড়িয়া যে তাঁহার কি পরিণাম হইবে, তাহা ভাবিয়া না পাইয়া তাঁহার প্রাণ উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। কিন্তু বীরহৃদয় বিশ্বনাথ মনে মনে স্থির করিলেন, প্রকৃত হিসাব দাখিল করিয়া সত্য কথা যাহা তাহাই প্রকাশ করিয়া বলিবেন যে, অসাবধানতা বশতঃ অনেক কাষ্ঠ ভাসিয়া গিয়াছে। ইহাতে ফল যাহাই হউক, তিনি কখনই সত্যভ্রষ্ট হইবেন না, ইহাই স্থির করিলেন। এইরূপ চিন্তা করিয়া নেপাল যাত্রার অব্যবহিত পূর্ব্বে একবার তাঁহার রামকৃষ্ণদেবকে দর্শন করিবার জন্য বিশ্বনাথ দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইলেন। রামকৃষ্ণদেব তাঁহাকে দেখিয়া কহিলেন, "কাপ্তেন, আজ তোমায় এত বিমর্ষ দেখ্ছি, কেন? কি হয়েছে? এ কয় দিন আসনি কেন?"

কাপ্তেন আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ঘটনা কহিলেন।

রামকৃষ্ণদেব বলিলেন, "তবে এখন কি করবে?"

কাপ্তেন কহিলেন, "গুরুজী, একটা দোষ হয়েছে বলে মিথ্যা কিছু বলতে পারব না। সমস্ত সত্যি কথা বলব, ঠিক হিসাব দেব, তার পর মন্ত্রী মহারাজ যা সঙ্গত হয়, তাই করবেন। কিন্তু মন্দ লোকে যদি মিথ্যা সাক্ষী দিয়ে চোর প্রমাণ করে, তাহলেই মন্ত্রীমহারাজ সর্ব্বনাশ করবেন। এই ভাবনায় আমার প্রাণ আকুল হয়েছে গুরুজী; তাই আপনার শরণাপন্ন হতে এসেছি।"

রামকৃষ্ণদেব কহিলেন, "ভয় কি, তুমি চুরী করনি, তোমায় কে কি করবে? তুমি নিশ্চিন্ত থাক। তুমি সত্য পথে আছ, মা নিশ্চয় তোমায় রক্ষা করবেন। ঘটনা যা হয়েছে, মন্ত্রীকে বোল, সত্যি কথা শুনলে মন্ত্রীর দয়া হবে। কাপ্তেন, তুমি ভেবনা; কোন ভয় কোরোনা; মা তোমার মঙ্গল করবেন।"

রামকৃষ্ণদেবের আশ্বাসবাণী শুনিয়া বিশ্বনাথ প্রকৃতিস্থ হইলেন এবং নিঃশঙ্কচিত্তে নেপাল যাত্রা করিলেন। কাঠমাণ্ডুতে উপস্থিত হইয়া দুর্দ্দান্ত রাজমন্ত্রীর সাক্ষাতে বিশ্বনাথ নির্ভীক অন্তরে প্রকৃত ঘটনা সমুদয় বিবৃত করিয়া হিসাব দাখিল করিলেন। মন্ত্রীমহারাজের চিত্তাকাশে মিথ্যা সংবাদে যে কুজ্ঝটিকার সঞ্চার হইয়াছিল, কাপ্তেনের সরল সত্য কথার প্রভাবে তাহা বিদূরিত হইল, মন্ত্রী পরম সন্তোষের সহিত তাঁহাকে কর্ণেল উপাধিযুক্ত এবং রাজপ্রতিনিধির পদে অভিষিক্ত করিয়া কলিকাতায় পাঠাইলেন। বিশ্বনাথ এইরূপে জয়লাভ করিয়া কলিকাতায় পঁহুছিবামাত্র মহা আনন্দে শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে দর্শন করিতে আসিলেন।

রামকৃষ্ণদেব তাঁহাকে দেখিয়াই হাসিতে হাসিতে কহিলেন, "কি গো, কাপ্তেন যে! সব মঙ্গল ত?"

কাপ্তেন রামকৃষ্ণদেবের পাদস্পর্শ করিয়া প্রণামপূর্ব্বক হাসিতে হাসিতে কহিলেন, "আজ্ঞে হাঁ, সব মঙ্গল, আর কাপ্তেন নেই, কর্ণেল হয়েছি।"

রামকৃষ্ণদেব উচ্চ হাস্য করিয়া কহিলেন, "সে আবার কি?" বিশ্বনাথের নিকট সমস্ত সংবাদ শুনিয়া কহিলেন, "তা বেশ হয়েছে, আমি কিন্তু তোমায় সেই কাপ্তেন বলেই ডাকব।" তাহার পর নানা কথাবার্ত্তার পর বিশ্বনাথ প্রণাম করিয়া বিদায় লইলেন।

দিবসে আহারাদির পর রামকৃষ্ণদেব এক এক দিন রাখালকে বলেন, "ওরে রাখাল, পান সাজ্ না; পান সাজা নেই যে।" রাখাল স্পষ্ট উত্তর করিলেন, "পান সাজতে জানিনি।" রামকৃষ্ণদেব কহিলেন, "সে কি রে, পান সাজবি, তার আবার জানা জানি কি? পান সাজাও কি আবার শিখতে হয়? যা, পান সেজে আন্।" রাখাল উত্তর করিলেন, "পার্ বো না।" রাখালের চোট্পাট্ উত্তর শুনিয়া রামকৃষ্ণদেব হাসিয়া উঠিলেন, আবার বলিলেন, "সে কি রে, পারবিনি কি? এমন কথাও ত শুনিনি. পান সাজতে—তাও জানিনি পার্বিনি। যা, একটা পান সেজে নিয়ে আয়।" রাখালের ভাব যেন রাজপুত্র, পিতা রামকৃষ্ণের সহিত তাঁহার খেলাধূলা ও আনন্দ করিবারই সম্পর্ক, আদরে কখন কাঁধে চড়েন, কখন কোলে বসেন, কত রকম খেলা করেন, সুতরাং রামকৃষ্ণদেব পান সাজিতে জিদ করাতে বালক একটু বিরক্তভাবে কহিলেন, "পারব না মশাই।" রামকৃষ্ণদেব আরও হাসিতে লাগিলেন। এই রূপে কাজ করিতে বলিয়া রাখালকে বিরক্ত করিতেন ও মহা আনন্দ করিতেন, কিন্তু আর কেহ তাঁহার রাখালকে কোনপ্রকার কর্ম্ম করিতে অনুরোধ করিতে দেখিলে তাহাকে বলিতেন, "ওরে, ও দুধের ছেলে, ওকে তোরা কোন কাজ করতে বলিসনি। ওকে কোন কাজ করতে দেখলে আমার কষ্ট হয়, আর ওর প্রকৃতি বড় কোমল, ও কি কোন কাজ করতে পারে?" আবার লাটুকে প্রভু যখন যাহা করিতে বলেন, লাটু তাহাতেই রাজি, বিরুক্তি নাই। একদিন কাহাকেও বলিলেন, "দেখ, একখানি বর্ণপরিচয় প্রথম ভাগ এন ত, নোটোকে পড়াব, একেবারে আমার মত মুর্খু থাকবে, একটু একটু পড়ুক, কেমন?" তিনি বলিয়াছেন—পড়াশুনা করা উচিত, সুতরাং পুস্তক আনীত হইলে আহারান্তে বিশ্রামের পর লাটু পুস্তক লইয়া প্রভুর নিকট পড়িতে বসিলেন। রামকৃষ্ণদেব বই খুলিয়া প্রত্যেক অক্ষরের নীচে অঙ্গুলি দিয়া বলিতে লাগিলেন, "বল্, ক।" লাটু বলিলেন, "কা।" খ—খা, গ—গা। রামকৃষ্ণদেব হাসিয়া কহিলেন, "ওরে কা খা, গা, নয়, ক, খ, গ, ঘ, ঙ বল।" লাটু বলিলেন, "কা খা গা ঘা ঙা।" রামকৃষ্ণদেব ও অন্যান্য সকলেই হাসিতে লাগিলেন। লাটুও হাসিতে লাগিলেন। হাসির ঘটায় আর পড়ান হইল না। দুই তিন দিন এই প্রকার চেষ্টা করিয়া রামকৃষ্ণদেব কহিলেন, "না রে, তোর হবে না।" কিন্তু তাহার পরে তাঁহার কাছে কিছিই

আসিতেন, লাটুর পড়ার নকল করিয়া শুনাইতেন আর মহা হাসি পড়িয়া যাইত।

ক্রমশঃ।

সাংখ্যদর্শন।

চতুর্থ স্তবক।

[শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি-এ লিখিত।]

মৃত্যুগতি ও কর্ম্মাশয়।—স্বপ্নতত্ত্ব প্রসঙ্গে অজ্ঞানকল্প নিদ্রাবস্থাতেও ভাবী দৃশ্য স্ফুরণের যৌক্তিকতা আলোচিত হইয়াছে। অধুনা সাংখ্যমতে মৃত্যুগতি বিচারিত হইতেছে। সাংখ্যশাস্ত্র মতে কর্ম্ম অনাদি, জীবও অনাদি। যে কর্ম্মের ফল বর্ত্তমান জন্মে আরূঢ় হয়, তাহার নাম "দৃষ্টজন্ম-বেদনীয়" কর্ম্ম; আর যাহার ফল ভাবী জন্মে আরূঢ় হইবে, তাহার নাম "অদৃষ্টজন্মবেদনীয়" কর্ম্ম। অনাদিকাল হইতে জীবপ্রবাহ চলিয়া আসিতেছে; সুতরাং কর্ম্মপ্রবাহও প্রত্যেক জীবে অনাদি কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। অনন্ত ভোগবিচিত্রতা বশতঃ কর্ম্মসংস্কারও প্রতিজীবে প্রভিন্ন হইয়া সৃষ্টি জগতের বিচিত্রতা উৎপাদন করিয়াছে। প্রকৃতির বহুধা পরিণাম বশতঃ কর্ম্মাশয়ের আনন্ত্য হইবার বাধা নাই। এই কর্ম্মের গতি অতিশয় জটিল; তাই গীতামুখে অবগত হওয়া যায়,—"গহনা কর্ম্মণোগতিঃ"।

ইন্দ্রিয়াদির প্রতিনিয়ত যে চেষ্টা পরিলক্ষিত হয়, তাহা কখনো বা ইচ্ছাপূর্ব্বিকা; ইহাই পুরুষকার। আর যে সকল কর্ম্মে স্পষ্ট ইচ্ছা দেখা যায় না, যেন বলপূর্ব্বক নিয়োজিত হইয়া করিতে হয়, সেই সকল কর্ম্মকে দৈব বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। মানবাদিতে চেষ্টা প্রায়ই পুরুষকার রূপে প্রস্ফুরিত হয়; পশ্বাদিতে যে চেষ্টা পরিদৃষ্ট হয়, তাহা প্রায়ই অদৃষ্টজাতকর্ম্ম। ইংরেজীতে এই কর্ম্মগুলিকে Instinct (স্বতঃ-সংস্কার) বলে। এই কর্ম্মাদি প্রারব্ধ, ক্রিয়মান ও সঞ্চিত রূপে ত্রিধা বর্ণিত হয়। যাহার ফল আরম্ভ হইয়াছে—যাহার ভাবী ফল বিষয়ে বাধা দিবার কোনই সাধ্য নাই, তাহা প্রারব্ধ। ভোগ ব্যতীত ইহার ক্ষয় হয় না। ক্রিয়মান কর্ম্ম অর্থে যাহা বর্ত্তমান জন্মে নূতন কৃত হইতেছে। পুরুষকারের

তারতম্যানুসারে ক্রিয়মান কর্ম্মের গতি বিভিন্ন হয়; এই ক্রিয়মান কর্ম্ম আগামী জন্মের কর্ম্মাশয় প্রস্তুত করে। সঞ্চিত কর্ম্ম কি না—যাহার ফল এখনও আরম্ভ হয় নাই। সমাধি দ্বারা ক্রিয়মান ও সঞ্চিত কর্ম্মের বিনাশ হয়; কিন্তু কোনরূপেই প্রারব্ধ কর্ম্মের বিনাশ হইতে পারে না।

প্রত্যেক কর্ম্মই অন্তঃকরণে 'সংস্কার' রূপে বর্ত্তমান থাকে। ইহাই ভাবী বাসনার বীজ। আম্র দর্শনের পর 'আম্রের' জ্ঞান হইল; উহার রূপরসাদি স্মরণে রসনেন্দ্রিয়ের কম্পন হইল। পরে আম্র আস্বাদনের পর ইন্দ্রিয়ে যে 'বেগ' হইল, স্নায়ুতে যে স্পন্দন হইল, তাহা স্মৃতিরূপে চিত্তবৃত্তিতে রহিয়া গেল। পুনরায় আম্র দর্শনে সেই স্মৃতি আবার আম্রগ্রহণরূপ কর্ম্মের কারণ হইয়া দাঁড়াইল। যদি আম্র আস্বাদনে তীব্র আনন্দের সঞ্চার হইয়া থাকে, তবে এই আম্রাস্বাদনবৃত্তি বারবার জাগরূক হইবে; হয়ত জীবনে কৃত সমস্ত কর্ম্মাপেক্ষা এই 'আম্র আস্বাদনবৃত্তি' প্রবলাতিপ্রবলা হইয়া দাঁড়াইবে। যদি মানবশরীরে সেই আস্বাদনবৃত্তির চরিতার্থতা না হয়, তবে যে শরীর গ্রহণে ঐ বৃত্তির চরিতার্থতা হয়, সে শরীর গ্রহণ করিতেই হইবে—হয় ত আঁবের পোকা রূপে শরীর গ্রহণ করিতে হইবে। ইহাই 'জাত্যন্তর পরিণাম'। ইন্দ্রিয়-সমূহের পুনঃপুনঃ স্পন্দনে মনের 'সংস্কার' গঠিত হয়—এবিষয়ে কোন দর্শনে মতদ্বৈধ নাই। তবে সংস্কার তীব্র না হইলে সেগুলি সঞ্চিত কর্ম্মরূপে কর্ম্মাশয়ে (কর্ম্মের পুঁটুলীতে) বর্ত্তমান থাকে। আর সংস্কার তীব্র হইলে তাহাই ভাবী প্রারব্ধ হইয়া দাঁড়ায়। এই প্রারব্ধকর্ম্ম হয়ত জন্মজন্মান্তর ভোগ করাইয়া তবে নিবৃত্ত হয়। প্রত্যেক জীবনের আলোচনায় দৃষ্ট হয়, সেই জীবনে কোন একটী সংস্কার নিরতিশয় প্রবল। বুঝিতে হইবে, পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের কৃত কর্ম্মের সংস্কার সঞ্চিত হইয়া এ জন্মে উহা দৃঢ়ভাব ধারণ করিয়াছে, সেই সংস্কার-চালিত বেগ প্রশমনে জীবের সাধ্য নাই। কিন্তু ক্রিয়মান বা সঞ্চিত কর্ম্ম পুরুষকার প্রভাবে প্রতিহত হইতে পারে। নিরতিশয় প্রবল সংস্কার —যাহা এ ভোগ-দেহের কারণ, তাহার গতিরোধে কেহই সমর্থ হন না। এই জন্যই শাস্ত্রে অবগত হওয়া যায়, "না ভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম্ম"। এই কর্ম্মকে প্রারব্ধ কর্ম্ম বলিয়াই বুঝিতে হইবে।

রূপ রসাদির বোধ' প্রতি জীবেই হইয়া থাকে। কিন্তু তাহার কোন একটি 'বোধ' হয়ত কোন জীবনে তীব্রাতিতীব্র বেগ জন্মায়। বুঝিতে হইবে,

পূর্ব্বসংস্কারই ঐ বেগের কারণ। নতুবা সকলেরই কর্ম্মেন্দ্রিয়ের সমান বেগ থাকিত। তাহা যখন জন্মে না, তখন বুঝিতে হইবে, 'সংস্কার' প্রবৃত্তি জীবে প্রভিন্ন। 'বোধ'ই কর্ম্মাশয়ের চালক। আবার জন্মজন্মান্তরের সঞ্চিত কর্ম্মাশয়, 'বোধ' প্রভিন্নরূপে জন্মায়; সুতরাং কর্ম্মাশয় অনাদি। কারণ, 'বোধ' ভিন্ন কর্ম্মাশয়ের বেগ হয় না; কর্ম্মাশয়ের বেগ ভিন্ন—বোধের ইতর-বিশেষ হয় না; এই জন্য বীজাঙ্কুর ন্যায়ে উভয়ই অনাদি। একটী স্ত্রী দর্শনে কেহ বা মাতৃ-মূর্ত্তি স্মরণ করিয়া ভক্তিতে আর্দ্রচিত্ত হয়; কেহ ভগ্নীভাবে, কেহ বা কামভাবে অভিভূত হয়। পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত সংস্কারই এই ভাবান্তরের কারণ বলিয়া অনুমিত হয়। ইহাই সাংখ্যাচার্য্যগণের অভিমত।

প্রারব্ধকর্ম্মের স্বরূপ কি? এই বিষয় সংক্ষেপে আলোচিত হইতেছে। মানুষ বর্ত্তমান জন্মে যে সকল কার্য্য করে, মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে, সেই সমস্ত সংস্কার মুহূর্ত্তমধ্যে উচ্চাবচ ভাবে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া ভাসমান হয়। শরীরের অবসন্নতা বশতঃ—অংংবৃত্তির ক্ষীণতা বশতঃ, সংস্কারগুলি খুব পরিষ্কার রূপে ভাসমান হইয়া উঠে। এই সংস্কারগুলির মধ্যে পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের সঞ্চিত সংস্কারও বর্ত্তমান থাকে। মানুষের বর্ত্তমান জীবনের যে সংস্কার গুলি তীব্রাতিতীব্র হইয়া তখন মনে ভাসমান হয়, অবান্তর সংস্কারগুলির সঙ্গে সঙ্গে সেই তীব্র সংস্কার লইয়া সূক্ষ্মদেহ এই পাঞ্চভৌতিক দেহ পরিত্যাগ করে। সুতরাং মৃত্যুকালের তীব্র সংস্কারই সেই সংস্কারানুযায়ী দেহধারণের কারণ। এই জন্য গীতামুখেও উক্ত হইয়াছে, "যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং" ইত্যাদি। অর্থাৎ মনুষ্য মৃত্যুকালে যে ভাবনা ভাবিত হইয়া দেহ পরিত্যাগ করে, পরজন্মে তদনুরূপ শরীর ধারণ করে। মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে কোন প্রধান-বৃত্তিক-সংস্কারযুক্ত অবান্তর সংস্কারনিবহের আশয়ই (পুঁটুলিই) কর্ম্মাশয় বলিয়া সাংখ্যশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। এই কর্ম্ম অনুসারে উচ্চাবচ লোকাদি গমন হয়,—কারণ, সংস্কারগুলি—সূক্ষ্ম শরীরে সূক্ষ্মভাবে বেগযুক্ত থাকে; এই জন্য শুভ কর্ম্মবশেই স্বর্গ নরকাদি ভোগ হওয়া কিছু আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। সুতরাং সাংখ্যমতে বেদান্তোক্ত ঈশ্বরের 'নিমিত্ততা' স্বীকারের প্রয়োজনাভাব—কর্ম্মই স্বতাশক্তিবিশিষ্ট নিরপেক্ষ শক্তি। এই জন্যই সাংখ্যাচার্য্যেরা বলিয়াছেন, "নেশ্বরাধিষ্ঠিতে ফলনিষ্পত্তিঃ কর্ম্মণা তৎসিদ্ধেঃ"। কেবল কর্ম্মই যখন ফল লাভের কারণ, তখন ঈশ্বরাধিষ্ঠান বা ঈশ্বরনিমিত্ততা স্বীকারের কোন প্রয়োজন দেখা যায় না।

সাংখ্যোক্ত অতি প্রাচীন 'কর্ম্মবাদ' বৌদ্ধ ধর্ম্মের আদিভিত্তি। এই কর্ম্মবাদ ভারতীয় অন্যান্য দর্শন গ্রহণ করিয়াছেন। এ বিষয়ে ভারতীয় অন্য কোন দর্শন শ্রেষ্ঠস্থান পাইতে পারে না। বেদান্তদর্শন এই কর্ম্মবাদের উপর 'ঈশ্বরাধিষ্ঠাতৃত্ব' স্বীকার করিয়াছেন মাত্র।

পরলোক।—স্বর্গ নরকাদি ভোগ সাংখ্যশাস্ত্রানুমোদিত। জীবকুলে উচ্চনীচ যোনিতে জন্মগ্রহণাদিও প্রসঙ্গক্রমে ইঁহারা সমর্থন করেন। ব্রহ্মলোক ও বিষ্ণুলোকাদির সংস্থানও এই শাস্ত্রে উক্ত দৃষ্ট হয়। পুরাণোক্ত যমলোকাদির বর্ণনা, স্বর্গের অতুল ঐশ্বর্য্যের প্রসঙ্গ, জন্মান্তরবাদ, ভূতপ্রেতাদি রূপ যোনি লাভ এই শাস্ত্র হইতেই বিস্তারলাভ করিয়াছে। মহাভারত পুরাণাদিতে বর্ণিত সৃষ্টিতত্ত্ব ও অন্যান্য অনেক বিষয়ও সাংখ্যমতে অনুপ্রাণিত দেখিতে পাওয়া যায়। সর্ব্বশাস্ত্রসম্মত ভূতশুদ্ধি, আসনশুদ্ধি, প্রাণায়াম, অঙ্গন্যাস ও করন্যাসাদি এই শাস্ত্রেরই শাখা প্রশাখা। এইরূপে আমরা দেখিতে পাই, সাংখ্যমহামহী-রুহের শীতচ্ছায়ায় ভারতীয় যাবতীয় ধর্ম্মমত বিশ্রাম লাভ করিতেছে। এই শাস্ত্রোক্ত মনোবিজ্ঞান (Psychology) বেদান্ত শাস্ত্রও গ্রহণ করিয়াছেন। কিঞ্চিৎ বিশিষ্টতা থাকিলেও বেদান্তের কর্ম্মবাদ সাংখ্যোক্ত কর্ম্মবাদেরই প্রতিধ্বনি মাত্র। সাংখ্যশাস্ত্র নিরীশ্বর হইয়াও ভারতে যে এত সমাদৃত হইয়াছে, তাহার কারণ বোধ হয়, ইহার যোগ-বিভূতির প্রসারতা—সেশ্বর সাংখ্য বা যোগসূত্রে যাহার বিস্তৃত বর্ণনা রহিয়াছে।

সাংখ্য ও বেদান্ত।—সাংখ্য ও বেদান্ত শাস্ত্রের বিচারপ্রণালীর ও সিদ্ধান্ত-নির্ণয়ের কতকটা আভাস দেওয়া যাইতেছে। বেদান্তশাস্ত্রের অভিমত এই যে, ব্রহ্মই জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ। বেদান্তভাষ্যকার "ঈক্ষতের্না-শব্দম্" সূত্রে ইহাই প্রতিপাদন করিয়াছেন যে, অবৈদিক প্রধানের 'প্রকৃতির' অচেতনত্ব নিবন্ধন তাহার দ্বারা ঈক্ষা অর্থাৎ চিন্তা বা আলোচনাপূর্ব্বিকা সৃষ্টি হইতে পারে না। সাংখ্যের প্রকৃতিপুরুষবাদ বেদে সমর্থিত হয় না। সাংখ্যাচার্য্যগণ বলেন, কপিলঋষি অভ্রান্ত, কারণ, শ্রুতিই বলিয়াছেন, "ঋষিং প্রসূতং কপিলং যস্তমগ্রে,জ্ঞানৈর্বিভর্ত্তি জায়মানঞ্চ পশ্যেৎ" যে দেব আদিপ্রসূত কপিলদেবকে জন্মমাত্র ঋষি ও জ্ঞানী করিয়াছেন,সেই পরমাত্মাকে দর্শন করিবে। সেই পরমজ্ঞানী কপিলদেবোক্ত মত যদি বেদান্তবিরোধী হয়, তবে বুঝিতে হইবে,তোমরা শ্রুতিনিচয়ের বিরুদ্ধ অর্থ করিয়া প্রধানবাদের নিরাশ করিতে যাইয়া উপহাসাস্পদ হইতেছ। ইহার উত্তরে ভাষ্যকার বলিতেছেন, স্মৃতি,

অন্যান্য প্রকৃতি নির্ণয়েও কপিলের ন্যায় সমানার্হ। তাঁহাদের মত বেদ-বিরুদ্ধ নহে, বরং বেদান্তসম্মিত। যেখানে শ্রুতি স্মৃতি বিরোধ, সেখানে শ্রুতিরই প্রাধান্য। বিশেষতঃ সেই শ্রুতিশীর্ষ বেদান্তমত যখন কপিলতুল্য অন্যান্য ঋষিগণ কর্তৃক সমর্থিত হইয়াছে—তখন বেদ-বিরুদ্ধ-অর্থকারী কপিল-মত সমাদৃত হইতে পারে না। যে কপিলদেব শ্রুতিতে প্রশংসিত হইয়াছেন, তিনি যে অবৈদিক প্রধানবাদ প্রচার করিবেন, একথা অসম্ভব। বেদবিরুদ্ধ নানাজীববাদ ও প্রধানবাদ লোকে এবং বেদে অপ্রসিদ্ধ। "মহতঃ পরমব্যক্তং" ইত্যাদি শ্রুতিতে 'মহৎ' বাক্যের উল্লেখ আছে বটে, কিন্তু তাহা সাংখ্য-তত্ত্বকে সমর্থন করে না। মহৎ দ্বারা সমষ্টিবুদ্ধি ও অব্যক্ত দ্বারা কর্মবীজই অনুমিত হয়। কর্মবীজ কিনা কারণ শরীর,—যাহার ব্যক্তাবস্থা এই স্থূল শরীর? এইরূপ অর্থ না করিলে শ্রুতিনিবহের পারম্পর্য্য সম্বন্ধ থাকে না। সাংখ্যের 'অব্যক্ত' ধ্যান ধারণা দ্বারা জানা যায়, কিন্তু বেদ তাঁহাকে জানিতে বলেন নাই। এই কথা "জ্ঞেয়ত্বাবচনাচ্চ" সূত্রেই সিদ্ধান্তিত হইয়াছে। সুতরাং সাংখ্যোক্ত অব্যক্তদ্বারা ত্রিগুণময়ী প্রকৃতির নির্দ্দেশ হয় নাই। শ্রুত্যুক্ত "অজামেকাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণাং" মন্ত্রে অজা শব্দ যে প্রধানার্থে প্রযুক্ত হইয়াছে, একথাও বলা যায় না। কারণ, অন্য শ্রুতিতে স্থূল সৃষ্টির উপাদান তেজঃ, জল ও ক্ষিতি ক্রমে লোহিত শুক্ল কৃষ্ণ রূপে উক্ত হইয়াছে। ছান্দোগ্যশ্রুতিতে দৃষ্ট হয়, "যদগ্নে রোহিতং রূপং তেজসস্তদ্রূপং, যচ্ছুক্লং তদপাং, যৎকৃষ্ণং তদন্নস্য"। সাংখ্যকার যদি বলেন, তেজাদি জন্মবান্ পদার্থে 'অজা' শব্দ কখনো প্রযুক্ত হইতে পারে না, তদুত্তরে ভাষ্যকার বলিতেছেন, জায়মানসূক্ষ্মভূতকে অজা বলিয়া কল্পনা করা অন্যায় নহে। কারণ, সূর্য্যাদিতে মধু কল্পনা বেদেই প্রসিদ্ধ আছে। "বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং সরূপাঃ" ইহাদ্বারা সাংখ্যোক্ত জীববহুত্ববাদ কথঞ্চিৎ সমর্থিত হইলেও অন্যান্য বহু শ্রুতিমন্ত্র দ্বারা তাহার নিরাস হয়। এস্থানে সেই মন্ত্রাদির উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। সাংখ্যোক্ত পঞ্চবিংশতিতত্ত্ব "ন সংখ্যোপসংগ্রহাদপি নানাভাবাদতিরেকাচ্চ" (১ অ ৪পা ১১সূ) সূত্রে বিচারিত ও খণ্ডিত হইয়াছে; পাঠকগণ তাহার সমাধান পরিপাটীতে মুগ্ধ হইবেন।

সাংখ্যশাস্ত্র বহুশিষ্টজন:সবিত ও বেদশব্দাদি দ্বারা পরিপুষ্ট; এই জন্য অনেক লোক তাহাতে আশু মুগ্ধ হয় বলিয়া বেদান্তশাস্ত্রে তাহা সম্যক্ আলোচিত ও খণ্ডিত হইয়াছে। সাংখ্য অর্থ জ্ঞান ও যোগ অর্থে ধ্যান, ইহাই

বেদান্তসম্মিত। তুমি বলিয়াছ, চেতন ও সুখস্বরূপ ব্রহ্ম হইতে অচেতন ও দুঃখপূর্ণ সংসারের প্রসূতি হইতে পারে না, কার্য্যে কারণের গুণ থাকে। অবিশুদ্ধ জগতে ব্রহ্মের কোন লক্ষণ দৃষ্ট হয় না, সুতরাং জগৎ ব্রহ্মসম্ভব হইতে পারে না। বেদান্তবাদী বলিতেছেন, ব্রহ্মের যে 'সত্তা' তাহা প্রতি-পদার্থেই আছে—জাত বস্তুমাত্রেই আছে। নাম-রূপ-উপাধি যাহা ত্রিকালে-মিথ্যা, তাহাই তোমার স্থূল দৃষ্টিতে ব্রহ্মগুণ বলিয়া প্রতিভাত হইতেছে। কিন্তু তোমার সত্তাংশে দৃষ্টি নাই। কারণরূপী ব্রহ্মসত্তা তদুৎপন্ন কার্য্যনিবহে অব্যাকৃতরূপেই বর্ত্তমান আছে; ব্রহ্মোপকল্পিত অলীক নামরূপ মিথ্যাভূত কার্য্যে নাই। সুতরাং ব্রহ্মের সত্তাই কার্য্যসত্তায় নিরবচ্ছিন্নভাবে বর্ত্তমান। তুমি যে বলিয়াছিলে, ব্রহ্ম কারণতা কার্য্যে বিদ্যমান নাই, তাহার নিরাস করা হইল। পরন্তু চেতন ও অচেতন ক্রমে চেতন ও অচেতনেরই জনক, ইহা তুমি সর্ব্বত্র দেখাইতে পারিবে না। মনুষ্যশরীরে কেশ নখ রোমাদি জন্মে। গোময় হইতে বৃশ্চিকাদির জন্ম হয়। যদি বল, অচেতন কেশাদি জড় শরীর হইতেই জন্মে, কিন্তু চেতনাধিষ্ঠান ভিন্ন (জীবিতাবস্থা ভিন্ন) জড়শরীরের কেশরোমাদি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে সাংখ্যকার দেখিয়াছেন কি? সুতরাং চেতনাধিষ্ঠান হইতে অচেতনের জন্ম, এ প্রতিজ্ঞার যখন বাধা হইতেছে না, তখন এক চেতন ব্রহ্ম স্থূল বিভক্ত চেতনাচেতন স্থাবরজঙ্গমাত্মক বিশ্বের কারণ হইবার বাধা হইতে পারে না। চেতনাধিষ্ঠান ভিন্ন যখন তোমার প্রকৃতির পরিণমনের কোন উপায় নাই, তখন চেতনই জগৎ-কারণ, প্রকৃতি জগৎ-কারণ হইতে পারে না। বিশেষতঃ প্রকৃতির জগৎ-কারণতা বেদেও অপ্রসিদ্ধ। প্রলয়কালে কার্য্যের দোষ যদি কারণে লিপ্ত হয় ত সে দোষ তোমার প্রকৃতিপ্রলয়েও পরিহার হয় না। রুচকাদি কার্য্য সুবর্ণে লয় হইবার কালে কারণরূপী সুবর্ণ বিকৃত হইতে দেখা যায় না। নিদ্রা অবস্থায়ও দেখা যায়, মানুষ সন্মাত্রাবস্থায় লীন হইয়াও প্রতিদিনই ব্যুত্থিত হয়; লয়কালেও এ নিয়মের ব্যভিচার দৃষ্ট হয় না। স্বাধীন তর্ক-বহুল সাংখ্যের তত্ত্ববহুল অবৈদিকবাদ বেদবিরোধী, শব্দপ্রমাণবিরুদ্ধ সুতরাং শিষ্টগণের অগ্রাহ্য। এইরূপ বহু বহু যুক্তিদ্বারা ভাষ্যকার সাংখ্যমত নিরাসে প্রয়াস পাইয়াছেন।

ক্রমশঃ।

পরিত্যক্ত।

[শ্রীযুক্ত গিরিশ চন্দ্র ঘোষ।]

[বহুদিন হইতে সযত্নে সঞ্চিত হইয়া কতকগুলি কাগজপত্র ক্রমশঃ পাহাড়ের আকার ধারণ করিয়াছিল। এ নিমিত্ত সেগুলি বাছাই করিয়া, উপস্থিত যাহা অনাবশ্যক, তাহা মাননীয়া ভগ্নী নিবেদিতার উপদেশানুযায়ী অগ্নিমুখে আহুতি দিবার সঙ্কল্প করিলাম। 'উদ্বোধনের' পুরাতন পাঠকমাত্রেই অবগত আছেন, কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ভগ্নী নিবেদিতার উদ্বোধনে প্রকাশিত একটী প্রবন্ধে লিখিত হইয়াছিল, কাগজপত্রগুলি ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিয়া যেখানে সেখানে ফেলিয়া দেওয়া অপেক্ষা অগ্নিদগ্ধ করা শ্রেয়ঃ এবং তাহা স্বাস্থ্যের পক্ষেও মঙ্গলজনক। যাহাহউক, সংকল্প কার্য্যে পরিণত করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। কতকগুলি কাগজ একেবারে অনাবশ্যক বোধে পরিত্যাগ করিতে লাগিলাম, কিন্তু সঞ্চয়কালে তাহা কত আবশ্যকই বোধ হইয়াছিল! সহসা পরমহংসদেবের উক্তি স্মরণপথে উদয় হইল,—"বাজার করিবার পূর্ব্বে ফর্দ্দখানি বড়ই মূল্যবান্ হইয়া উঠে, কিন্তু বাজারের কার্য্য শেষ হইয়া গেলে তাহার আর কোন দর নাই।" অক্ষরে অক্ষরে ইহার সত্যতা উপলব্ধি হইল। অন্য কতকগুলি কাগজপরিত্যাগকালীন অতীতের কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনা যেন জীবন্ত হইয়া মানস-রঙ্গমঞ্চে একে একে প্রবেশ ও প্রস্থান করিতে লাগিল। যে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছি, প্রথমে বড় শুষ্ক বলিয়া বোধ হইয়াছিল, কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে বেশ উপাদেয় বলিয়া বোধ হইল। অতীত জীবনের কতকগুলা অসংবদ্ধ ভাঙ্গা ভাঙ্গা পরিচ্ছেদ পাঠ করিয়া বেশ একটু আমোদ উপভোগ করা যায়। যাঁহারা এ কার্য্যে কখনও প্রবৃত্ত হন নাই, তাঁহারা সুবিধা হইলে, হাতে কলমে কৌতূহল নিবারণ করিতে পারেন।

এইরূপে কাগজগুলি বাছিতে বাছিতে হঠাৎ আর একখানি কাগজ হস্তগত হইল। সমস্তটা পড়িয়া বড়ই মিষ্ট লাগায় অগ্নিমুখে অর্পণ করিতে মমতা আসিয়া বাধা প্রদান করিল। ইহা নাট্যসম্রাট্ শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের 'সৎনাম' নাটকের একটী পরিত্যক্ত অংশ। নাটকের রচনা শেষ হইলে, পুস্তকের দীর্ঘতা হ্রাস করিয়া অভিনয় সৌকর্য্যার্থে মাঝে

মাঝে কিয়দংশ বাদ দেওয়া হইয়াছিল। ইহা সেই পরিত্যক্তের একটী দৃশ্যাংশ। 'সংনাম' নাটকে ইহা মুদ্রিত হয় নাই; সুতরাং ইহার অস্তিত্ব এক্ষণে আমার খেয়ালের উপর নির্ভর করিতেছে। কিন্তু যাহা ভাল লাগিয়াছিল বলিয়া, বহুদিন পূর্ব্ব হইতে সযত্নে রক্ষা করিয়া আসিতেছিলাম, তাহাকে স্থায়ী করিবার জন্য শ্রদ্ধাস্পদ গিরিশ বাবুর আদরের "উদ্বোধনে" প্রেরণ করিলাম। এক্ষণে যদি নিম্নপ্রকাশিত গিরিশ চন্দ্রের পরিত্যক্ত বা উপেক্ষিত কয়েক ছত্র উদ্বোধনের পাঠকগণকে কিঞ্চিন্মাত্র প্রীত করিতে সমর্থ হয়, তাহা হইলে কৃপণের ন্যায় সঞ্চয় করিয়া দাতার ন্যায় পুণ্য সঞ্চয় করিলাম, জ্ঞান করিব। ইতি—শ্রীঅবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়—

প্রকাশক—গিরিশ-গ্রন্থাবলী।]

দৃশ্য—রাজপথ।

—:o:—

রণেন্দ্র (সংনামী সম্প্রদায়ের নায়ক), ফকীররাম (সংনামী পরিব্রাজক) এবং নাগরিকগণ।

১ম নাগরিক। ভঙ্গুর শরীর,
স্বপ্নমাত্র মায়া এ সংসার।
মুক্তিলাভ উদ্দেশ্য জীবনে।
অ.ন্দ কিবা ফল?—
আজি বা দুদিন পরে মরণ নিশ্চয়।
নির্ব্বাণ—
নির্ব্বাণ কামনা মাত্র উদ্দেশ্য জীবনে।

রণেন্দ্র। মহাশয়, অতি উচ্চ নির্ব্বাণ কামনা,
কিন্তু মুক্তিলাভ—সাধনসাপেক্ষ ধীর।
সর্ব্বভূতে ব্রহ্মজ্ঞান মুক্তির লক্ষণ;
বিনা আত্মত্যাগ,
সে জ্ঞান না জন্মে কদাচন।
পর পর শিক্ষা প্রয়োজন।
আত্ম সম পরিবার জ্ঞান—
প্রথম সোপান;

আত্মত্যাগ বন্ধুগণ প্রতিবাসী হেতু—
হৃদয়ের দ্বিতীয় বিকাশ ;
পরে, স্বজাতি স্বধর্মী প্রতি গাঢ় অনুরাগ,
আত্মজ্ঞান এ সবারে,
জাতি হেতু, ধর্ম্ম হেতু, আত্ম বিসর্জ্জন ;
পূর্ণ যবে হবে এ সাধন—
সর্ব্বভূতে সম জ্ঞান তৎপরে সম্ভব।
ধারণা কি মনে আপনার
ব্রহ্মজ্ঞান লভে নর এ সাধন বিনা ?
সত্ত্ব-রজ-তম—ত্রিগুণে নির্ম্মিত দেহ,
তমঃ হ'তে রজঃস্ত'র করিয়ে উথান
ক্রমে হয় সত্বগুণ অধিকারী।
সত্বগুণী তমোগুণী—
বাহ্যিক লক্ষণে নিশ্চেষ্ট উভয় ;
তমোগুণী ভয়ে অভিভূত,
নাহি হয় কার্য্যে রত,
আলস্য উপাস্য দেব তার—
মহাভয়ে সতত জড়িত।
সত্বগুণ ভানে—
ঘোর তমঃ বিরাজিত হিন্দুর হৃদয়ে ;
কাপুরুষ, মহাভয়ে নিশ্চেষ্ট সমাপ্ত।
কিন্তু সত্বগুণী নির্ভীকহৃদয়,
করি মানসিক শক্তি-সঞ্চালন,
জনহিতে রত সর্ব্বক্ষণ।
সত্বগুণী নির্ভীক সতত,
কার্য্য বিনা সত্বগুণ না হয় অর্জ্জন
শ্রীকৃষ্ণের উপদেশে পাণ্ডব অর্জ্জুন।
রজোগুণে কৌরবের সনে করি রণ—
হইলেন সত্বগুণ অধিকারী।

ফকীররাম। আর ছাই—এ যে কলি,—দ্বাপরের কথা এখন

কেন? এখন আমরা সকলেই সত্বগুণী। মাবৃলে কথা কই নি, স্ত্রী কেড়ে নিলে কথা কই নি, পুত্রবধে কথা কইনি, পিতৃমাতৃহত্যা তো কাণেই শুনি নি।" দেবদেবীর মন্দির পর্য্যন্ত স্বপ্নজ্ঞান। দেব-দেবীর বৃত্তি উচ্ছেদ দেখ্‌ছি, আর বেদান্ত পাঠ কচ্চি,—স্বপ্ন—স্বপ্ন—মায়া,—কিছুই নয়—ভোজবাজী!

অমরনাথ ভ্রমণ।

জনৈক ব্রহ্মচারী।] [পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।

মেলার বন্দোবস্তের জন্য মহারাজার তরফ হইতে পহেলগ্রামে একজন জজ, একজন তহসিলদার, পুলিশাদি সহ একজন দারগা ও হাঁসপাতালের সরঞ্জাম সহ একজন ডাক্তার আসিয়াছিলেন। বহুতর মজুর ও ঘোড়াও মেলার জন্য মজুত রাখা হইয়াছিল। যখন যাহার সাহায্য প্রয়োজন হইবে, সে ঐ সকলের দ্বারা সাহায্য পাইবে। অন্য অন্য প্রকার সরঞ্জামও অনেক ছিল।

এবার শ্রীনগর হাইকোর্টের চীফ জজ বাবু ঋষিবর মুখোপাধ্যায় মহাশয় মেলার সম্পূর্ণ বন্দোবস্তের ভার লইয়া সস্ত্রীক অমরনাথ দর্শন করিতে আসিয়াছিলেন। ইনি বড়ই সদাশয় ব্যক্তি; প্রতি দিন মেলার মধ্যে ঘুরিয়া সকলেরই অভাব অভিযোগ শুনিতেন এবং সাধ্যমত লোকের কষ্ট দূর করিতে চেষ্টা করিতেন। মেলার সকল লোকও উঁহার সদাশয়তায় উঁহার উপর বড়ই প্রীত ছিলেন—সকলের নিকটই উঁহার প্রশংসা শুনিতাম। যাত্রিগণের মধ্যে কতকগুলি একটু উগ্রপ্রকৃতি সাধু ছিলেন—ঋষিবর বাবু নিজ অমায়িকতাগুণে তাঁহাদিগকেও প্রসন্ন রাখিয়াছিলেন। অপর কয়েক জন বাঙ্গালী স্ত্রী পুরুষ উঁহার সঙ্গে অমরনাথ দর্শনে আসিয়াছিলেন। যে সকল সাধু অমরনাথ দর্শনে আসে, তাহাদিগকে কাশ্মীর মহারাজের ধর্ম্মার্থ বিভাগ হইতে ৪০ দিনের আহারীয়, ও অন্যান্য খরচ বাবদ কিছু টাকা দেওয়া হয়। ৩০ দিনের খাবার শ্রীনগরে ও অবশিষ্ট পহেল গ্রামে পঁহুছিলে প্রদত্ত হয়। মেলার প্রায় এক চতুর্থাংশেরও অধিক সাধু ছিলেন। অবশিষ্ট গৃহস্থ যাত্রী ও মুটে মজুর। পহেলগ্রামে পুলিশ মেলার লোক গণনা করিয়াছিল। তাহাতে মজুরাদি সহ মোট ২৫১০ জন লোক হইয়াছিল।

আর পাঞ্জাব ও কাশ্মীরবাসী যাত্রিসংখ্যা এবং পুরুষ যাত্রীর অপেক্ষা স্ত্রীযাত্রীর সংখ্যা অধিক দেখা গিয়াছিল।

পহেলগ্রামের শেষ প্রান্তে মেলা বসিয়াছিল। চটিতে আসিয়া স্নান আহারান্তে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া অপরাহ্ণ কালে আমি ও মোহান্তজী বেড়াইতে বাহির হইলাম। মেলার স্থান পার হইয়া—প্রায় এক মাইল পাহাড়ের মধ্যে অগ্রসর হইলাম। তাদৃশ শীত বা গ্রীষ্ম না থাকায় আমাদের বেড়াইতে কোনও কষ্ট হইতেছিল না। ঐ সকল পর্ব্বতের পাদদেশে তৃণক্ষেত্র ও সতেজ গুল্ম সকল শোভিত রহিয়াছে—যেন সবুজ বর্ণের মকমলের গদি বিছান আছে। দেখিলেই ইচ্ছা হয়—তাহার উপর শয়ন করিয়া অনন্ত আকাশের পানে চাহিয়া অনন্তের ধ্যানে মগ্ন হই। মোহান্তজী হস্ত পদাদি ধৌত করিবার জন্য নদীতীরে গেলেন—আমি সেই গুল্মসকলের মধ্যে তৃণাসনে উপবেশন করিয়া রহিলাম। পরিশেষে এই স্বাভাবিক সুন্দর কোমল শয্যায় শয়ন করিবার ইচ্ছা দমন করিতে না পারিয়া শয়ন করিলাম।

এই স্থানের পরম রমণীয় দৃশ্য দর্শনাবধি আমার চিত্ত সেই পরমসুন্দর ভূমা পুরুষের দিকে আকৃষ্ট হইতেছিল—শয়ন করিবার পর ঐ চিন্তা এত প্রগাঢ় হইল যে, কিছু ক্ষণের জন্য যেন বাহ্য জগৎ ছাড়িয়া কোথায় চলিয়া গেলাম। তখন কোন বাহ্য বিষয়ই চিত্তে উদয় হইতেছিল না। এমন কি, আমি যে কোথায় আছি, তাহাও বিস্মৃত হইয়া গিয়াছিলাম। মোহান্তজী নদীতে হস্তপাদ প্রক্ষালনান্তর আমাকে চতুর্দ্দিকে খুঁজিয়া না দেখিতে পাইয়া আমায় ডাকিতেছিলেন। তাঁহার ডাক শুনিয়া আমার বাহ্যজ্ঞানের সঞ্চার হইল—স্মরণ হইল, আমরা বেড়াইতে আসিয়াছি। হিমালয়ে যে কত সাধন ও ধ্যানোপযোগী মনোরম প্রদেশ আছে, তাহা পাঠকবর্গের গোচরার্থ আমার জীবনের এই ক্ষুদ্র ঘটনাটী বিবৃত করিলাম। যাহা হউক, এখান হইতে ফিরিয়া আমরা সন্ধ্যার পূর্ব্বেই তাঁবুতে ফিরিলাম, এবং ছড়ির আরতি দর্শন করিয়া বিশ্রামে রত হইলাম।

২৬শে শ্রাবণ একাদশী। প্রত্যেক বৎসর একাদশীর দিবস এখানে একদিন মেলা অপেক্ষা করে, এবারও তাহাই হইল। পহেলগ্রামের নিকটবর্ত্তী ভৃগু, রাম, সীতা ও লক্ষ্মণ কুণ্ড নামক কয়েকটি তীর্থ আছে। এই দিন যাত্রিগণ ঐ সকল তীর্থে স্নান দান করিয়া থাকে। নির্জ্জনে স্নান মানসে

মোহান্তজী ও আরও দুই তিন জন সাধু সঙ্গে ভৃগুকুণ্ডে স্নানে গেলাম। মেলাস্থান হইতে উহা প্রায় এক মাইলের উপর হইবে। সেখানে গিয়া দেখিলাম, প্রায় সমস্ত যাত্রী এই কুণ্ডে স্নান করিতে আসিয়াছে। উহা দেখিয়া আমার নির্জ্জন স্নানের ইচ্ছা একেবারেই দূর হইয়া গেল।

যাহা হউক, কুণ্ড দেখিবার উৎসাহে ভিড় ঠেলিয়া কুণ্ডের সমীপে গেলাম। দেখিলাম—একটি ক্ষীণ নির্ঝরিণী দুই তিন হস্ত প্রশস্ত স্বাভাবিক একটি কুণ্ডে ধীরে ধীরে পতিত হইতেছে। অন্য সময় এই স্থান নির্জ্জনই থাকে—কেবল আজ বিশেষ দিন বলিয়া শত শত লোক স্নান করিতে উপস্থিত হইয়াছে। সংকীর্ণ জলধারায় এত লোক স্নান করিতে গেলে কিরূপ ভিড় হওয়া সম্ভব, তাহা সহজেই অনুমান হইতে পারে।

স্নানের প্রণালী দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। শত শত লোক উৎকণ্ঠিত-ভাবে স্নানের জন্য কুণ্ডের আশে পাশে দাঁড়াইয়াছে এবং যথাসাধ্যানুসারে যে যেরূপ উপায়ে হউক মাথায় জল ঢালিতেছে। কেহ বা ঐ সংকীর্ণ কুণ্ডের মধ্যে বসিয়া পড়িয়া মাথায় জল দিতেছে, তাহাতে অন্যেরা জল ভরিবার সুযোগ পাইতেছে না। কত কত লোক কুণ্ড হইতে নির্গত কর্দ্দমা ক্ত জলেই ছটিতে করিয়া স্নান করিতেছে। লোকের এইরূপ স্নানের আগ্রহাতিশয্য দেখিলে বোধ হয় যে, তাহারা যেন ভাবিয়াছে যে, অমৃতভাণ্ড লুট হইতেছে, পরক্ষণে আর পাওয়া যাইবে না—তাই তাহাদের এত আগ্রহ। ভিড়ের দরুণ আমার আর স্নানের সুযোগ হইল না, জলস্পর্শ করিয়াই প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম।

আবহমান কালের প্রথানুসারে এই একাদশীর দিন হইতে ছড়ির নিকট অমর-কথা আরম্ভ হইল, অনেক লোক উহা শুনিবার জন্য উপস্থিত হইল। আমরাও অমর কথা শ্রবণ করিলাম। এই দিন হইতে অমরনাথ দর্শন না হওয়া পর্য্যন্ত অমরনাথের পাণ্ডারা যাত্রিগণকে প্রতি দিন অমরকথা শুনায় ও সে জন্য দক্ষিণা গ্রহণ করে। অমরকথা শ্রবণান্তে আমরা পর্ব্বত-ভ্রমণে বাহির হইলাম ও সন্ধ্যার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত পর্ব্বতে পর্ব্বতে ভ্রমণ করিয়া ফিরিয়া আসিলাম। এখানকার শোভা এতই মনোহারী, হরিদ্বর্ণের সতেজ তৃণ ও বৃক্ষ উপত্যকা ভূমি হইতে পর্ব্বতগাত্র সমস্ত আচ্ছাদন করিয়া এমন অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করিয়াছে যে, দেখিলেই সর্ব্বদা বেড়াইয়া উহা দেখিতে ইচ্ছা

হয়। বেথিগ্রাম—অনেক সাহেব এখানে আসিয়া চতুর্দ্দিকে খুব পাদচারণা করিতেছে।

পহেলগ্রাম হইতে যাত্রীদের উপর খুব কড়া নিয়ম হইয়া গেল,—ছড়ির আগে কেহ যাইতে পারিবে না এবং শঙ্খধ্বনি বা কোনরূপ উচ্চ শব্দ করিতে পারিবে না। উচ্চধ্বনি হইলে নাকি বরফের পাহাড় হইতে হঠাৎ বরফ পড়িয়া যাত্রীদের প্রাণনাশাশঙ্কা আছে—তাই এই কঠোর নিয়ম এইরূপ বরফপাতকে খুনী বরফ বলে।

পরদিন ২৭শে শ্রাবণ প্রত্যুষকালে আমরা মেলার সহিত পহেলগ্রাম হইতে চন্দনবাড়ী পড়াওয়ের দিকে যাত্রা করিলাম। গিরিসঙ্কট পথে পর্ব্বতের ঘন সন্নিবেশ থাকায় দৃষ্টির সর্ব্বত্রই অবরোধ হইতেছিল। যেদিকে দেখা যায়, সেদিকেই কেবল উচ্চ উচ্চ বৃক্ষাদি পরিবেষ্টিত পর্ব্বতমালা, পথ সংকীর্ণ ও বন্ধুর। এখানকার মৃত্তিকাও যেন ভস্মের মত। মেলা রওনা হইবার কিছুক্ষণ পরেই অল্প অল্প বৃষ্টি হইতে আরম্ভ হইল। পথ ক্রমশঃ অধিকতর কর্দ্দমাক্ত হইতে লাগিল। ক্রমে আকাশ ঘোর ঘনঘটাচ্ছন্ন হইয়া মুষল ধারে বৃষ্টিপাত হইতে লাগিল। পথের মধ্যে কোথাও একটু আশ্রয়স্থান ছিল না—সুতরাং সকলেই ভিজিতে ভিজিতে চলিয়াছে। তার উপর আবার যাত্রী ও অশ্বসমূহের গমনে পথ ক্রমশঃ এরূপ পিচ্ছিল হইতে লাগিল যে, তাহাতে পশ্চাদ্‌গামী লোকের চলিতে যারপর নাই কষ্ট উপস্থিত হইল।

পড়াওয়ে না পৌঁছিলে আর বিশ্রামের দ্বিতীয় স্থান নাই, সুতরাং সেই গিরিশঙ্কটের বন্ধুর, কর্দ্দমময়, পিচ্ছিল পথে অতি সন্তর্পণে চলিয়াছি। বৃষ্টির বিরাম নাই, ছত্রের দ্বারায় কোনও ক্রমে শরীর রক্ষা করিতেছি। পথে ঘোড়া, মুটে ও যাত্রীর ভিড়ের অভাব ছিল না। প্রত্যেকেই ক্লিষ্ট, নিজেকে সামলানই মুস্কিল, আবার অন্যের সাহায্য করে কে? পথ এত পিচ্ছিল যে, প্রত্যেক পদক্ষেপেই মনে হইতেছিল, বুঝি পড়িয়া যাইতে হইবে। এ অবস্থাতেও আমার উৎসাহ কমে নাই। স্ফূর্ত্তির সহিত চলিয়া সর্ব্বাগ্রেই চন্দনবাড়ী পড়াওএ উপস্থিত হইলাম।

চন্দনবাড়ীর একদিকে লম্বোদরী নদী, অপর দিকে আর একটি অজ্ঞাতনামা ছোট নদী—এই স্থানেই উভয় নদীর সঙ্গম। উভয় নদীর মধ্যে তৃণাচ্ছাদিত একটি প্রশস্ত ভূমিখণ্ড। উহার চতুষ্পার্শ্বেই উন্নতকায় শৈলমালা

—পাদ হইতে শিখর পর্য্যন্ত সতেজ দেবদারু ও চিড় বৃক্ষে সমাকীর্ণ হইয়া লোচনতৃপ্তিকারী হরিদ্বর্ণ ধারণ করিয়া রহিয়াছে। পাড়াও ভূমির সমীপেই লম্বোদরী নদীর উপর বিস্তৃত ভাবে বরফ জমিয়াছিল। তন্নিম্ন দিয়া অতি প্রখর বেগে নদী প্রবাহিত হইতেছিল। উহার উপর দিয়া লোক, ঘোড়া চলাচল করিতেছে দেখিয়া বিস্মিত হইলাম। তুষারের উপর চলা যায় শুনা ছিল কিন্তু তাহা পূর্ব্বে কখন দেখি নাই।

ঐ বরফের নিকটেই আমাদের তাম্বু খাটান হইয়াছিল। পথশ্রমে অত্যন্ত ক্লান্ত থাকিলেও আমার বরফের উপর গিয়া দেখিবার বড়ই উৎসাহ হইল। কিন্তু মোহান্তজী নিষেধ করায় নিরস্ত হইয়া উহার নিকটেই নদীগর্ভের এক উচ্চ প্রস্তরখণ্ডের উপর উপবেশন করিয়া বরফ-গহ্বর হইতে নদীর নির্গমন দেখিতে লাগিলাম। সে এক অপরূপ দৃশ্য। আমি যদিও ক্লান্ত ও ঘর্ম্মাক্ত ছিলাম, কিন্তু এখানে কিছুক্ষণ উপবেশনের পরেই সে সমস্ত দূর হইয়া গেল ও পরে শীতে শরীর কাঁপিতে লাগিল। আমি মাথার পাগড়ী খুলিয়াছিলাম বলিয়া শিরঃপীড়া উপস্থিত হইল। বুঝিতে না পারিয়া বরফ গলা জলে স্নান করাতে পীড়া আরও বৃদ্ধি পাইল। পার্ব্বত্য প্রদেশে ভ্রমণ করিতে হইলে অনেক দূর হাঁটিয়া আসিয়া হঠাৎ গাত্রের কাপড় উন্মুক্ত করা উচিত নহে; আর সর্ব্বদাই গায়ে কোন না কোন প্রকার কাপড় আচ্ছাদন রাখিলে ভাল হয়। নতুবা বরফান হাওয়া লাগিয়া অনেক প্রকার ব্যারাম উপস্থিত হইতে পারে।

মোহান্তজী আমাকে আহারান্তে আর এ দিক ও দিক না বেড়াইয়া চুপ করিয়া শয়ন করিয়া থাকিতে বলিলেন। তিনি বলিলেন, একটু বিশ্রাম করিলেই এই শিরঃপীড়া সারিয়া যাইবে। আমি যদিও মোহান্তজীর উপদেশানুযায়ী বিশ্রাম করিতে লাগিলাম,—কিন্তু আমার মনে তুষারক্ষেত্র দেখিবার ঔৎসুক্য জাগিতেছিল। কত কত লোক বরফের উপর দিয়া গিয়া পরপার হইতে কত সুন্দর সুন্দর ফুল লইয়া আসিল। আমার সঙ্গীরাও প্রায় সকলে বেড়াইতে বাহির হইয়া গেল। তাম্বুর মধ্যে শয়ন করিয়া এই সকল কথা উদ্বিগ্নমনে ভাবিতে লাগিলাম। ক্রমে সর্ব্বসন্তাপহারিণী নিদ্রা আমাকে আশ্রয় করিলেন।

নিদ্রাভঙ্গে শরীর বেশ সুস্থ বোধ হওয়াতে, বরফের উপর ভ্রমণেচ্ছা আবার বলবতী হইয়া উঠিল। কিন্তু মোহান্তজীর নিকট বেড়াইবার কথা

বলিলে পাছে তিনি আবার বাধা দেন, এই জন্য মুখ হাত ধুইবার উপলক্ষ করিয়া বরফের দিকে বেড়াইতে বাহির হইলাম।

আমার মনে একটা আশঙ্কা ছিল যে, বরফের উপর বেড়াইতে গেলে যদি বরফ ভাঙ্গিয়া যায়, তবে বড়ই বিপদে পড়িতে হইবে। তাই প্রথমে উহার উপর পা রাখিতে ভয় করিতেছিল কিন্তু দুই চারি পাদক্ষেপেই সে শঙ্কা দূর হইয়া গেল। তখন আমি আহ্লাদের সহিত উহার উপর বেড়াইতে লাগিলাম। ক্রমশঃ নদী পার হইয়া গিয়া পরপারে কিছু দূর পর্ব্বতের উপর আরোহণ করিলাম, দেখিলাম—চারিদিকে কত মনোহর পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়া শোভা বিস্তার করিতেছে। একটী ঝরণা দেখিলাম—তাহার উপরিভাগ বরফাচ্ছন্ন। বরফের উপরটা দেখিতে বিলাতী চিনি বা সোরার মত। উহা সহসা দেখিলে জলেরই অবস্থাবিশেষ বলিয়া অনুমান হয় না—একজাতীয় প্রস্তর বলিয়া বোধ হয়।

আমি ইতস্ততঃ বেড়াইয়া নদীর প্রবেশমুখে গিয়া একটী বরফশূন্য স্থানে উপবেশন করিলাম। তখনও সন্ধ্যা হইবার প্রায় ১॥০।২ ঘণ্টা বিলম্ব ছিল। পার্ব্বত্য নদীর অবিরাম ধ্বনি শুনিতে শুনিতে আমার মনও যেন উহাতে মিশিয়া যাইতে লাগিল। যেন প্রবাহিনী আপন বেগে আমার চিত্তকে ভাসাইয়া লইয়া গেল। আপনা আপনি মনে নানাবিধ ভাবের উদয় হইতে লাগিল। এই প্রখর বেগবতীর উৎপত্তি কোথায়? এত দ্রুত গমনে কোথায় যাইতেছে? অত্যুচ্চ পর্ব্বতশিখরে এত জলই বা কোথা হইতে আসে? এই যে অগণন পর্ব্বতমালা যেন নিষ্প্রয়োজনভাবে মস্তক উন্নত করিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে, উহাদের উৎপত্তির কারণই বা কি? উহাদের দ্বারা জগতের কি কার্য্যই বা সাধিত হইতেছে? ইত্যাদি প্রাকৃতিক তত্ত্বসমূহের মীমাংসার জন্য আমার চিত্ত ব্যাকুল হইতে লাগিল। অত্যুচ্চ পর্ব্বতশিখরে আরোহণ করিলে দৃষ্টি যে প্রকার বিস্তার প্রাপ্ত হয়, আমার মনও তদ্রূপ জগতের সূক্ষ্মতত্ত্বের অনুসন্ধানে উন্নত ভাবশিখরে আরোহণ করিয়া নিজ জ্ঞান প্রশস্ততায় পরম সুখ অনুভব করিতেছিল; ক্রমশঃ জগতের সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর, ক্রমে সূক্ষ্মতম তত্ত্বে আরোহণের ইচ্ছা বলবতী হইতে লাগিল। কিন্তু আকাঙ্ক্ষা অনুরূপ কার্য্য না হওয়ায় চিত্তে ক্ষোভ উপস্থিত হইল।

মন উদাস হইয়া গেল, জগতের ধন, মান, স্ত্রী পুত্রের সুখ, ঐশ্বর্য্যের

চিত্তোন্মাদকারী মোহে বিস্মৃত হইলাম। কেবল ইন্দ্রিয়াদির বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া সেই নিত্যানন্দময় তত্ত্বে একেবারে ডুবিতে পরিলাম না বলিয়া অনুতাপে হৃদয় দগ্ধ হইতে লাগিল। ক্রমশঃ চিত্তবেগ সম্বরণ করিতে না পারিয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলাম। কেবল মনে হইতে লাগিল,—কবে এই ইন্দ্রিয়সংগ্রামে জয়ী হইয়া জগতের তাবৎ ভাব বিস্মৃত হইয়া সেই আনন্দময় তত্ত্বে নিত্য অবস্থিতি করিতে পারিব!!

ভাববেগ কিঞ্চিৎ প্রশমিত হইলে দেখিলাম, সেই তুষারক্ষেত্রের এক প্রান্তে বসিয়া আছি। সন্ধ্যা হয় হয় হইয়াছে। লোকজনও আর সে দিকে আসিতেছে না। তখন অনিচ্ছার সহিত উঠিয়া উদাস মনে ধীরে ধীরে আমাদের তাম্বুর দিকে অগ্রসর হইলাম। তাম্বুতে আসিয়া দেখিলাম, মোহান্তজী ও আর আর সকলে অন্য স্থানে বসিয়া গল্প করিতেছেন। মন উদাসভাবাপন্ন থাকায় তাঁহাদের নিকট আর না গিয়া আরও কিছু শীতবস্ত্র গায়ে দিয়া মেলার মধ্যে বেড়াইতে গেলাম।

মেলার মধ্যে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া দেখিলাম, কি সন্ন্যাসী কি গৃহস্থ, কি ধনী কি দরিদ্র, সকলেই আপন আপন অবস্থানুযায়ী বাসস্থান করিয়া লইয়াছে। যাহাদের তাম্বু আছে, তাহারা তাম্বুতে, যাহাদের তাহা নাই, তাহারা মোটা কাপড়, কম্বল বা লুই খাটাইয়া তাহার নিম্নে অবস্থান করিতেছে। কেহ ছাতার নীচে, কেহ পর্ব্বত কন্দরে, কেহ এক খণ্ড উচ্চ প্রস্তর আশ্রয় করিয়াই বসিয়া আছে। কেবল ধর্ম্মভাব এবং বিশ্বাসবলেই এত কষ্টও কাহারও কষ্ট বলিয়া বোধ হইতেছে না। সকলেই যেন এই কষ্টের মধ্যেও কি এক অপার আনন্দ অনুভব করিতেছে।

পড়াওয়ে পৌঁছিবার কালীন যাত্রিগণ যেরূপ ব্যস্তসমস্ত হইয়া পড়ে, এখন আর সে ভাব নাই। কি সন্ন্যাসী কি গৃহস্থ সকলেই নিজ নিজ পটাবাসের বহির্দ্দেশে আহৃত কাষ্ঠ সহায়ে অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া শান্ত ও তুষ্টভাবে বসিয়া আছে। ইহাই এ স্থানে শীত নিবারণের প্রকৃষ্ট উপায়। এখন সকলকে দেখিয়া বোধ হইল যে, তাহারা সকলেই আপন আপন গৃহে সুখাসীন আছে।

আমি কাহারও সহিত বাক্যালাপ না করিয়া মেলার চতুর্দ্দিকে ভ্রমণান্তে তাঁবুতে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলাম, মোহান্তজী আলো জ্বালিয়া বসিয়া আছেন। আমার গম্ভীরতা দেখিয়া আমার কোন কষ্ট হইয়াছে কি না

জিজ্ঞাসা করিলেন। আমিও তাঁহাকে আমার স্বাচ্ছন্দ্য জ্ঞাপন করিয়া তাঁহার সহিত কথোপকথনে নিযুক্ত হইলাম। অবশেষে আগামী দিবস প্রত্যুষেই পিশুঘাটির উচ্চ চড়াই চড়িতে হইবে বলিয়া শীঘ্র শীঘ্র শয়ন করা গেল।

রাত্রিশেষে উঠিয়া গিরিশঙ্কট পথে আবার চলিতে লাগিলাম। অন্ধকারে পথ দেখা যাইতেছিল না। সেই অন্ধকারের মধ্যে পথিপার্শ্বে বিস্ময়ের সহিত দেখিলাম, জোনাকি পোঁকার পশ্চাৎ দিক্ যেমন জ্বলে, সেইরূপ বনের মধ্যে কি এক জিনিষ জ্বলিতেছে। সঙ্গিগণ বলিল, ঘাস ঐরূপ জ্বলিতেছে। কিন্তু আমি সেই দ্রব্য একটা উঠাইয়া লইয়াছিলাম, দিনের বেলায় নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলাম—উহা একখণ্ড কাষ্ঠবিশেষ। পিশুঘাটির পথে এইরূপ কাষ্ঠ অনেক দেখিতে পাওয়া যায়।

অন্ধকারে চলিতে চলিতে আমরা একবার পথ হারাইয়া গেলাম। তখন যেদিকে দৃষ্টিপাত করি, দেখি—সেই দিকেই গাঢ় তিমিরাচ্ছাদিত বন। অন্ধকার রজনীতে সেই পর্ব্বতসমূহ যেন আঁধারের ভীষণ প্রতিমূর্ত্তি রূপে দণ্ডায়মান আছে। এইরূপে পথ হারাইয়া যাওয়াতে যদিও আমাদের মনে কিছু ভয়ের সঞ্চার হইয়াছিল, তথাপি কিছুক্ষণ অনুসন্ধানের পরই পথ পাইয়া নিশ্চিন্ত হইলাম।

চন্দনবাড়ী হইতে কিছুদূর গিয়াই চড়াই আরম্ভ হইয়াছে। এই চড়াইয়ের নামই পিশুঘাটীর চড়াই। অমর কথায় আছে, এই চড়াইএ দেবতাগণ অসুরগণকে পেষণ করিয়া মারিয়াছিলেন, এই জন্য ইহার নাম পিশুঘাটী হইয়াছে। সত্যই ইহা পেষণ করিবারই স্থান বটে। এই চড়াই এত খাড়া যে, উপর হইতে একখানা পাথর গড়াইয়া পড়িলে মানুষ অনায়াসেই পিষ্ট হইয়া যাইতে পারে। একে ত এই খাড়া চড়াই, তাহার উপর মাটি এমন সড়্‌সড়ে যে, এক জায়গায় পা রাখিলে অন্য জায়গায় চলিয়া যায়। এবার মহারাজা এই পিশুঘাটীর রাস্তা ভাল করিয়া প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন বলিয়া লোকের তাদৃশ কষ্ট হয় নাই।

রজনী প্রভাতের সঙ্গে সঙ্গে আমরা পিশুঘাটীর চড়াইয়ের উপরে পৌঁছিলাম। শরীর শ্রান্ত ক্লান্ত ও ঘর্ম্মাক্ত—বিশ্রাম না করিয়া পাদক্ষেপে সামর্থ্য নাই; এই অবস্থায় এক প্রস্তরখণ্ডের উপর বসিয়া পড়িলাম। দেখিলাম—আমরা একটী অভিনব দেশে আসিয়াছি; যেন ইহার নীচেই পৃথিবী, আমরা যেন পৃথিবী ছাড়াইয়া বহু ঊর্দ্ধে এক নূতন

জগতে আসিয়াছি। মার্ত্তণ্ডের প্রখর তাপ এখানে কিছুমাত্র নাই। সুস্নিগ্ধ সুনির্ম্মল বায়ু নিয়ত প্রবাহিত হইতেছে। ঐই বায়ু এমন নির্ম্মল যে, বোধ হইল, যেন তাহার সহিত কখনও পূতিগন্ধের সংস্পর্শ হয় নাই। পরিষ্কার নীলবর্ণের অনন্ত আকাশ, তাহাতে যেন কখনও ধূলিকণা প্রবেশ করে নাই। রসময়ী ক্ষিতি সদা রসদানে বনস্পতি ফুলের কান্তি বর্দ্ধন করিতেছেন। সুশীতল সুনির্ম্মল বারিরাশি সদাকালের জন্য বর্ত্তমান রহিয়াছে। অতএব বিশ্রান্ত হইতে আমাদের আর অধিকক্ষণ লাগিল না।

আমার বোধ হইল, বন জঙ্গল বৃক্ষাদি পরিশোভিত পৃথিবীকে অতিক্রম করিয়া পুষ্পাদি পরিশোভিত স্বর্গতুল্য একটী প্রদেশে প্রবেশ করিলাম। তখনও সূর্য্যদেব পর্ব্বতের অন্তরালে থাকায় সামান্য অন্ধকারজাল দৃষ্টির বাধা জন্মাইতেছিল, কিন্তু তাহা আর অধিকক্ষণ থাকিল না। আমাদের গমনের সঙ্গে সঙ্গে বাল সূর্য্যের তরুণ কিরণের সহিত বিচিত্র বর্ণের পুষ্পতৃণে পরিশোভিত তুষারমণ্ডিত গিরিশৃঙ্গময় একটী রমণীয় পার্ব্বত্য প্রদেশ নেত্রপথে উদ্ভাসিত হইল।

লম্বোদরী নদী যেন আমাদের সমভিব্যাহারে উপরে উঠিয়া আসিয়াছে এবং আমাদের সমভিব্যাহারেই উপরের দিকে চলিয়াছে। নদীর জল আর দেখা যাইতেছে না, উপরে তুষার জমিয়া রহিয়াছে। কোন কোন স্থানে তুষাররাশি ভগ্ন হওয়ায় নীচে দিয়া প্রখর বেগে উপত্যকা নিনাদিত করিয়া প্রবাহিত হইতেছে দেখা যায়। সর্ব্বত্রই নদী জলময়ী হয়, এখানে কিন্তু উহা তুষারময়ী।

নদীর পরপারে কতকগুলি গরু, ঘোড়া ও মহিষ মহানন্দে বিচরণ করিয়া ঘাস খাইতেছে দেখিলাম। এই প্রদেশবাসী গুজর (গোমহিষ-পালক) দিগের দু এক খানি কুটীরও দেখিতে পাইলাম। তাহারা এই সময় গো প্রভৃতি চরাইবার জন্য এখানে আসিয়াছে। ইহাদিগের দ্বারা প্রজ্বালিত অগ্নির ধূম দূর হইতে দেখিলে হঠাৎ বোধ হয়, যেন কোন মহাপুরুষ ধুনী জ্বালিয়া তপস্যা করিতেছেন।

আমরা লম্বোদরী নদী দক্ষিণ দিকে রাখিয়া উহারই উচ্চ তীর স্বরূপ পর্ব্বতগাত্র দিয়া চলিয়াছি। আমাদের উভয় পার্শ্বস্থ পর্ব্বতমালা উচ্চবৃক্ষাদি-পরিশূন্য ছিল। বিশালকায় পর্ব্বতশ্রেণীর পাদদেশ হইতে শিখর পর্য্যন্ত কেবলই সতেজ হরিদ্বর্ণের তৃণ ও তদুপরি অসংখ্য প্রকার বিচিত্র বর্ণের

পুষ্পরাজি পরিশোভিত। পর্ব্বতদেহের যে দিকে দৃষ্টিপাত করি, সেই দিকই অপূর্ব্ব পুষ্পে পরিপূর্ণ দেখিতে পাই। কেবলই অবিচ্ছিন্ন পুষ্পময় পর্ব্বত। কোন দিকেই নয়নারাম দৃশ্যের বিরাম নাই। মনে হইতে লাগিল, ইহা যেন সুমেরুস্থিত নন্দন কানন।

কত প্রকারই বা ফুল! রংএর সমাবেশই বা কি! শ্বেত, পীত, নীল, লোহিত রঙ্গের যেন অবধি নাই। একটী ফুলের প্রতি লক্ষ্য করিলেই বা কত রং দেখিতে পাওয়া যায়। পৃথিবীতে যত প্রকার রং আছে, তাহার দ্বারা যেন পর্ব্বতমালা চিত্রিত করিয়া রাখিয়াছে। পথিমধ্যে একটী পর্ব্বত অতিক্রম করিবার সময় দেখিলাম, এক অত্যুচ্চ পর্ব্বতের পাদদেশে এক বিস্তীর্ণ তুষারক্ষেত্র বিরাজিত রহিয়াছে। বালসূর্য্যের কিরণ তাহার উপর পতিত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে। যেন রাশি রাশি মণিমুক্তা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। হিমালয় যে রত্নসমূহের আকর, ইহা যেন তাহারই নিদর্শন দিতেছে।

উপরে দৃষ্টিপাত করিলে অমলনীলিমাযুক্ত আকাশভেদকারী, উজ্জ্বল রজতবর্ণের তুষারাচ্ছাদিত শৃঙ্গমালা, নিম্নে বিস্তৃত পর্ব্বত-গাত্র অশেষ সৌন্দর্য্যপূর্ণ পুষ্পসম্ভারে সমাবৃত। স্থানে স্থানে তুষারাচ্ছাদিত সমতল বিস্তীর্ণ ভূভাগ। পাদদেশে তুষারাবৃত প্রবাহিনী কুটিল গতিতে প্রবাহিতা। প্রকৃতির এই অতীব মনোরম শোভাসমাবেশ সন্দর্শন করিয়া চিত্ত স্বতঃই মুগ্ধ হয়।

উক্ত রূপ দৃশ্যের মধ্য দিয়া ক্রমে উচ্চ হইতে উচ্চতর পর্ব্বতে আরোহণ করিতে লাগিলাম এবং যতই অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে লাগিলাম, ততই প্রকৃতির সৌন্দর্য্যের উৎকর্ষ দর্শন করিয়া মোহিত হইতে লাগিলাম। অবশেষে লম্বোদরী নদীর উৎপত্তি স্থান, একটী বৃহৎ সরোবরের নিকট উপস্থিত হইয়া উহার অদৃষ্টপূর্ব্ব দৃশ্য দর্শনে অতিশয় চমৎকৃত হইলাম।

ক্রমশঃ।

স্বামী বিবেকানন্দের পত্র।

(১)

১৭ই ফেব্রুয়ারি, ১৮৯৫।

প্রিয় আ—

* * কার্য্য ভয়ানক কঠিন আর যতই কায বাড়িতেছে, ততই কঠিনতর হইয়া দাঁড়াইতেছে। আমার দীর্ঘকাল বিশ্রামের বড়ই প্রয়োজন হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু তা হইলে কি হয়? এখনি আমার সম্মুখে ইংলণ্ডে বিস্তর কায করিবার রহিয়াছে। * * ধৈর্য্য ধরিয়া থাক বৎস, অভাবনীয়রূপে কার্য্যের উন্নতি হইবে। সকল কার্য্যেই কৃতকার্য্য হইবার পূর্ব্বে শত শত বাধাবিঘ্নের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতে হয়। যাহারা অধ্যবসায়ের সহিত লাগিয়া থাকে, তাহারাই শীঘ্র বা বিলম্বে আলো দেখিতে পাইবে।

আমি এক্ষণে মার্কিণ সভ্যতার কেন্দ্রস্বরূপ নিউইয়র্ককে জাগাইতে সক্ষম হইয়াছি, কিন্তু ইহার জন্য আমাকে ভয়ানক কঠোর চেষ্টা করিতে হইয়াছে। * * আমার যাহা কিছু ছিল, তাহার সবই এই নিউইয়র্ক ও ইংলণ্ডের কার্য্যে ব্যয় করিয়াছি। এখন এমন দাঁড়াইয়াছে যে, কায চলিয়া যাইবে।

হিন্দুভাবগুলি ইংরাজী ভাষায় অনুবাদ করা আর শুষ্ক দর্শন, জটিল পুরাণ ও অদ্ভুত মনোবিজ্ঞানের মধ্য হইতে এমন ধর্ম্ম বাহির করা, যাহা একদিকে সহজ, সরল ও সাধারণের হৃদয়গ্রাহী হইবে আবার অন্য দিকে বড় বড় মণীষিগণের উপযোগী হইবে,—এ যারা চেষ্টা করিয়াছে, তারাই বলিতে পারে, কি কঠিন ব্যাপার। সূক্ষ্ম অদ্বৈততত্ত্বকে জীবন্ত, কবিত্বময়, প্রাত্যহিক জীবনের উপযোগী করিতে হইবে, জটিল, মহাজটিল পৌরাণিক তত্ত্ব সকলের মধ্য হইতে জীবন্ত প্রকৃত চরিত্রের দৃষ্টান্ত সকল বাহির করিতে হইবে আর গোলমেলে যোগশাস্ত্রের মধ্য হইতে বৈজ্ঞানিক ও কার্য্যে পরিণত করিবার উপযোগী মনস্তত্ত্ব বাহির করিতে হইবে—আর এগুলিকে এমন ভাবে প্রকাশ করিতে হইবে যে, একটী শিশুও উহা বুঝিতে পারে। ইহাই আমার জীবন-ব্রত। প্রভুই কেবল জানেন, আমি কতদূর কৃতকার্য্য হইব। কর্ম্মে আমাদের অধিকার, ফলে নহে। বড়ই কঠিন কার্য্য, বৎস, বড়ই কঠিন। যতদিন না শিষ্যগণ অপরোক্ষানুভূতি ও পূর্ণ ত্যাগের ভাব ধারণা করিতে

পারিতেছে, ততদিন এই কামকাঞ্চনের ঘূর্ণিপাকের মধ্যে আপনাকে স্থির রাখিয়া নিজ আদর্শের অনুগামী হইয়া থাকা প্রকৃতই কঠিন ব্যাপার। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, ইহার মধ্যেই অনেকটা কৃতকার্য্য হওয়া গিয়াছে। আমার ভাব না বুঝিবার দরুন আমি মিশনরিগণ বা অন্য কাহাকেও দোষ দিতে পারি না—তাহারা, কামিনী কাঞ্চনের কোন ধার ধারে না, এমন লোক পূর্ব্বে দেখিয়াছে কিনা সন্দেহ। প্রথমে তাহারা উহা বিশ্বাসই করিতে পারে নাই —কিরূপেই বা করিবে? মনে করিও না, ইহাদেরও ভারতবাসীর ন্যায় ব্রহ্মচর্য্য ও পবিত্রতা সম্বন্ধীয় ধারণা। উহারা ধর্ম্ম বলিতে সাহসমাত্র বুঝে লোকেরা এক্ষণে দলে দলে আমার নিকট আসিতেছে। শত শত-ব্যক্তি বুঝিয়াছে যে, এমন লোক যথার্থই আছে, যাহারা নিজেদের দৈহিক সুখবাসনা সমুদয় সংযম করিতে পারে। আর এই সকল ভাবের উপর ভক্তিশ্রদ্ধা ক্রমশঃ বাড়িতেছে। যাহারা অপেক্ষা করে, তাহাদের নিকট সবই আসিয়া থাকে। অনন্তকালের জন্য তোমায় আশীর্ব্বাদ।

ইতি—

তোমারই

বিবেকানন্দ।

---

(২)

(স্থানে স্থানে উদ্ধৃত।)

৫৪১, ডিয়ারবর্ণ এভিনিউ,

চিকাগো

C/O জর্জ্জ ডবলিউ হেল।

কল্যাণবরেষু,

তোমাদের পত্র পাইয়া অতিশয় আনন্দিত হইলাম।—লীলা শুনিয়া বড়ই দুঃখিত। গুরুমারা বিদ্যে করিতে গেলে ঐ রকম হয়। আমার অপরাধ বড় নাই। সে দশ বৎসর আগে এখানে এসেছিল,—বড় খাতির ও সম্মান; এবার আমারই পোহাবারো। গুরুদেবের ইচ্ছা, আমি কি করিব? এতে চটে যাওয়া—র ছেলেমানুসি। যাক্ উপেক্ষিতব্যং তদ্বচনং ভবৎসদৃশানাং মহাত্মনাং। অপি কীটদংশনভীরুকাঃ বয়ং রামকৃষ্ণতনয়াঃ তদ্ধৃদয়রুধির-পোষিতাঃ। "অলোকসামান্যমচিন্ত্যহেতুকং নিন্দন্তি মন্দাঃ চরিতং মহাত্মনাং"

ইত্যাদীনি সংস্মৃত্য ক্ষন্তব্যোঽয়ং জাল্মঃ (১) প্রভুর ইচ্ছা—এদেশের লোকের মধ্যে অন্তর্দৃষ্টি প্রবোধিত হয়। —র কর্ম্ম তাঁর গতি রোধ করে? আমার নামের আবশ্যক নাই—I want to be a voice without a form (২)—প্রভৃতি কাহারও আমাকে সমর্থন করিবার আবশ্যক নাই—কোঽহং তৎপাদ-প্রসরং প্রতিরোদ্ধুং সমর্থয়িতুং বা কে বান্যে—দয়ঃ? তথাপি মম হৃদয়কৃতজ্ঞতা—প্রতি। "যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে"—নৈষঃ প্রাপ্তবান্ তৎপদবীমিতি মত্বা করুণাদৃষ্ট্যা দ্রষ্টব্যোঽয়মিতি। (৩) প্রভুর ইচ্ছায় এখনও নামযশের ইচ্ছা হৃদয়ে আসে নাই। বোধ হয় আসিবেও না। আমি যন্ত্র তিনি যন্ত্রী। তিনি এই যন্ত্রদ্বারা সহস্র সহস্র হৃদয়ে এই দূরদেশে ধর্ম্মভাব উদ্দীপিত করিতেছেন। সহস্র সহস্র নরনারী এদেশে আমাকে অতিশয় স্নেহ, প্রীতি ও ভক্তি করে, শত শত পাদ্রি ও গোঁড়া কৃশ্চান সয়তানের সহোদর মনে করে। মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিং—আমি তাঁহার কৃপায় আশ্চর্য্য। যে সহরে যাই, তোলপাড় হয়। এরা নাম দিয়াছে—Cyclonic Hindu (৪) তাঁর ইচ্ছা মনে রাখিও—I am a voice without a form

ইংলণ্ডে যাব কি যমলাণ্ডে যাব, প্রভু জানেন। তিনি সব যোগাড় করে দেবেন। এদেশে একটা চুরটের দাম এক টাকা। একবার ঠিকাগাড়ী চড়লে ৩৲ টাকা—একটা জামার দাম ১০০৲ টাকা। ৯ টাকা রোজ

(১) তোমাদের ন্যায় মহাত্মাগণের তাহার কথা উপেক্ষা করা উচিত। আমরা রামকৃষ্ণতনয়, তাঁহার হৃদয়ের রক্ত দিয়া তিনি আমাদিগকে পুষ্ট করিয়াছেন, আমরা সামান্য পোকার কামড়ে ভয় পাইব? "মন্দবুদ্ধি ব্যক্তিগণ মহাত্মাগণের অসাধারণ ও যাহার কোন কারণ সহজে নির্দ্দেশ করিতে পারা যায় না, এইরূপ আচরণের নিন্দা করিয়া থাকে," (কুমারসম্ভব) ইত্যাদি বাক্য স্মরণ করিয়া এই মূর্খকে ক্ষমা করা উচিত।

(২) আমি নিরাকার বাণী হইতে চাই।

(৩) তাঁহার প্রভাববিস্তারের গতিতে বাধা দিবার বা সাহায্য করিবার আমি কে?—প্রভৃতিই বা কে? তথাপি—র প্রতি আমার হৃদয় হইতে কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। "যে অবস্থায় অবস্থিত হইয়া গুরুতর দুঃখেও বিচলিত না হয়" (গীতা) এ ব্যক্তি এখনও সেই অবস্থা পায় নাই মনে করিয়া ইহার প্রতি সদয়ভাবে দৃষ্টি করা উচিত।

(৪) ঝড়ের মত সামনে যাহাকে পাইতেছে, নিজশক্তিবলে তাহাকেই উলটিয়া পালটিয়া দেয়, এরূপ শক্তিশালী হিন্দু।

হোটেল—প্রভু সব যুগিয়ে দেন। এদেশের সব বড় বড় লোকের বাড়ীতে যত্ন ক'রে নিয়ে যাচ্ছে। উত্তম খাওয়া পরা সব আসছে—জয় প্রভু, আমি কিছুই জানি না। 'সত্যমেব জয়তে নানৃতং সত্যেনৈব পন্থা বিততো দেবযানঃ।' (১) 'বিগতভীঃ' হওয়া চাই। কাপুরুষ ভয় করে আত্মসমর্থন করে। আমাদের মধ্যে কেহও যেন আমাকে সমর্থন করিতে অগ্রসর না হয়। মান্দ্রাজের খবর সব আমি মধ্যে মধ্যে পাই ও রাজপুতানার। Indian Mirror উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে দিয়ে আমাকে অনেক ঠাট্টা করেছে—কার কথা কার মুখে দিয়ে। সব খবর পাচ্চি। আর দাদা—এমন চক্ষু আছে, যা ৭০০০ ক্রোশ দূরে দেখে—একথা সত্য বটে। চুপে যেও, কালে কালে সব বেরুবে—যতটুকু তাঁর ইচ্ছা। তাঁর একটা কথাও মিথ্যে হয় না। দাদা, কুকুর বেড়ালের ঝগড়া দেখে মানুষে কি দুঃখু করে? তেমনি সাধারণ মানুষের ঈর্ষ্যা হিংসা গুঁতাগুঁতি দেখে তোমাদের মনে কোনও ভাব হওয়া উচিত নয়। দাদা, আজ ছমাস থেকে বলছি যে, পর্দ্দা উঠ্‌ছে, বাবা, সূর্য্যোদয় হচ্চে। পর্দ্দা উঠ্‌ছে—উঠ্‌ছে ধীরে ধীরে slow but sure—কালে প্রকাশ। তিনি জানেন—"মনের কথা কইব কি সই কইতে মানা।" দাদা, এসব লিখিবার নহে, বলিবার নহে। ** হাল ছেড় না, টিপে ধরে থেক—পাকড় ঠিক বটে, তাতে আর ভুল নাই—তবে পারে যাওয়া, আজ আর কাল—এই মাত্র। দাদা, Leader কি বনাতে পারা যায়? Leader জন্মায়। বুঝ্‌তে পারলে কি না? লিডারি করা আবার বড় শক্ত—দাসস্য দাসঃ—হাজারো লোকের মন জোগান। jealousy—selfishness আদপে থাকিবে না—তবে Leader. প্রথম by birth, দ্বিতীয় unselfish—তবে Leader. সব ঠিক হচ্চে, সব ঠিক আসবে, তিনি ঠিক জাল ফেলছেন, ঠিক জাল গুটাচ্চেন—বয়ং অনুসরামঃ বয়মানুসরামঃ। প্রীতিঃ পরমসাধনম্ (২) বুঝ্‌লে কি না? Love

(১) সত্যেরই জয় হয়, মিথ্যা কখনো জিতিতে পারে না; সত্যবলেই দেবযানমার্গ লাভ হয়। (প্রশ্নোপনিষৎ) বেদান্ত মতে মৃত্যুর পর যে বিভিন্ন গতি হয়, তন্মধ্যে দেবযানের দ্বারা গতি অপেক্ষাকৃত শ্রেষ্ঠ গতি। অরণ্যে উপাসনা ও ভিক্ষাপরায়ণ নিষ্কাম সন্ন্যাসিগণেরই এই গতি হয়।

(২) আমরা কেবল তাঁহার পদানুসরণ করিব—প্রীতিই পরম সাধন।

conquers in the long run (১) বিক্ হলে চলবে না—wait wait—সবুরে মেওয়া ফলবেই ফলবে। * * * *

তোমায় বলি ভায়া, যেমন চল্‌ছে চল্‌তে দেও—তবে দেখ—কোনও form যেন necessary না হয়—unity in variety—সার্ব্বজনীন ভাবের যেন কোনও মতে ব্যাঘাত না হয়। Everything must be sacrificed if necessary for that one sentiment universality (২) আমি মরি আর বাঁচি আর দেশে যাই বা না যাই, তোমরা বিশেষ করে মনে রাখিবে যে, সার্ব্বজনীনতা—Perfect acceptance, not tolerance only we preach and perform Take care how you trample on the least rights of others. (৩) ঐ দহে বড় বড় জাহাজ ডুবি হয়ে যায়। পূর্ণ ভক্তি গোঁড়ামি ছাড়া—এইটী দেখাতে হবে মনে রেখ। তাঁর কৃপায় সব ঠিক চলবে। * * * সকলের ইচ্ছা যে Leader হয়—কিন্তু সে যে জন্মায়—ঐটী বুঝ্‌তে না পারাতেই এত অনিষ্ট হয়। * *

* * * আমরা সকলকে চাই—It is not at all necessary that all would have the same faith in our Lord as we have, but we want to unite all the powers of goodness against all the powers of evil (২) * * সন্ন্যাসী আর গৃহস্থ কোন ভেদ থাকিবে না—তবে যথার্থ সন্ন্যাসী। * * ৫।৭টা ছোঁড়াতে মিলে যাদের এক পয়সাও নাই, একটা কার্য্য আরম্ভ কর্‌লে—যা এখন এমন accelerated গতিতে বাড়িতে

---

(১) প্রেম অবশেষে জয়ী হইয়া থাকে।

(৪) যদি প্রয়োজন হয়, তবে 'সার্ব্বজনীনতা" এই ভাব রক্ষার জন্য যাহা কিছু সবই ছাড়িতে হইবে।

(৩) আমরা শুধু "পরধর্ম্মে বিদ্বেষ করিও না"—এই ভাব প্রচার করি না—আমরা সকল ধর্ম্মকে সত্য বলিয়া পূর্ণরূপে গ্রহণ করিয়া থাকি। আর শুধু প্রচার নহে, আমরা ইহা কার্য্যেও পরিণত করিয়া থাকি। বিশেষ সাবধান থাকিও—যেন অপরের ক্ষুদ্রতম অধিকারেও হস্তক্ষেপ করিও না।

(২) আমাদের ঠাকুরের উপর আমাদের যেরূপ বিশ্বাস, সকলেরই যে সেইরূপ থাকিতে হইবে, তাহার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই, কিন্তু আমরা জগতের সমুদয় অহিতকরী শক্তির বিরুদ্ধে সমুদয় কল্যাণকরী শক্তি সমবেত করিতে চাই।

চলিল—এ হুজুক কি প্রভুর ইচ্ছা? যদি প্রভুর ইচ্ছা, তবে তোমরা দলাদলি jealousy পরিত্যাগ করে united action কর। Shameful—আমরা Universal religion করছি দলাদলি করে।

সকলে যদি একদিন এক মিনিট বোঝে যে, আমি বড় হব বল্লেই বড় হওয়া যায় না, যাকে তিনি তোলেন সে ওঠে, যাকে তিনি নীচে ফেলেন সে পড়ে যায়, তা হলে সকল ল্যাটা চুকে যায়। কিন্তু ঐ যে 'অহং'—ফাঁকা অহং'—তার আবার আঙ্গুল নাড়িবার শক্তি নাই, কিন্তু কাউকে উঠ্‌তে দেব না—বল্লে কি চলে? ঐ jealousy, ঐ absence of conjoined action গোলামের জাতের Nature কিন্তু আমাদের ঝেড়ে ফেল্‌তে চেষ্টা করা উচিত। ঐ terrible jealousy characteristic আমাদের, বিশেষ বাঙ্গালীর। কারণ, We are the worthless and most superstitious and most cowardly and lustful of all Hindus (১) পাঁচটা দেশ দেখ্‌লে ঐটী বেশ করে বুঝ্‌তে পাব্‌বে। আমাদের সমাত্মা এই গুণে এদের স্বাধীনতাপ্রাপ্ত কাফ্রিরা—যদি তাদের মধ্যে একজনও বড় হয়, অমনি সবগুলোয় পড়ে তার পিছু লাগে—whiteদের সঙ্গে যোগ দিয়ে তাকে পেড়ে ফেল্‌বার চেষ্টা করে। কাজেই white বা যথেচ্ছা তাদের উপর প্রভুত্ব করে। আমরাও ঠিক ঐ রকম। গোলাম--কীটগুলো—এক পা নড়বার ক্ষমতা নাই—মাগের অাঁচল ধরে তাস খেলে গুড়ুক ফুঁকে জীবনযাপন করে আর যদি কেউ ঐ গুলোর মধ্যে এক পা এগোয়, সবগুলো কেঁউ কেঁউ করে তার পিছু লাগে—হবে হবে।

At any cost, any price, any sacrifice ঐটী আমাদের ভিতর না ঢোকে—আমরা দশজন হই, দুজন হই, do not care—কিন্তু ঐ কয়টী perfect characters হওয়া চাই। * * * 'মাঙ্গনা ভালা না বাপ্‌সে যব্‌ রঘুবীর রাখে টেক্' রঘুবীর টেক্ রাখবেন দাদা—সে বিষয়ে তোমরা নিশ্চিন্ত থেক। * * রাজপুতানা—পঞ্জাব, N. W. P,—মান্দ্রাজ—ঐ সকল দেশে তাঁকে ছড়াতে হবে—রাজপুতানায়—যেখানে "রঘুকুলরীত সদা চলি আই প্রাণ যাও পুনঃ বচন না যাই"—এখনও বাস করে।

(১) সমুদয় হিন্দুদের ভিতর আমরাই সর্বাপেক্ষা অধিক অপদার্থ, কুসংস্কারাচ্ছন্ন, কাপুরুষ ও কামুক।

পাখী উড়্‌তে উড়্‌তে এক যায়গায় পৌঁছায়—যেখান থেকে অত্যন্ত শান্ত ভাবে নীচের দিকে দেখে। সে যায়গায় পৌঁছেছ কি? যিনি সেখানে পৌঁছান নাই, তাঁর অপরকে শিক্ষা দিবার অধিকার নাই। হাত পা ছেড়ে দিয়ে ভেসে যাও—ঠিক পৌঁছে যাবে।

ঠাণ্ডার পো ধীরে ধীরে পালাচ্ছেন—শীতকাল কাটিয়ে দেওয়া গেল। শীতকালে এদেশে সর্ব্বাঙ্গে electricity ভরে যায়। shake hand কর্‌তে গেলে shock লাগে আর আওয়াজ হয়—আঙ্গুল দিয়ে গ্যাস জ্বালান যায়। আর শীতের কথা ত লিখেছি। সারা দেশটা দাব্‌ড়ে বেড়াচ্চি—কিন্তু চিকাগো আমার 'মঠ'—ঘুরে ফিরে আবার চিকাগোয় আসি। এখন পূর্ব্ব-দিকে যাচ্চি—কোথায় যে বেড়া পায় লাগ্‌বে, তিনি জানেন। * * *

* * কেমন আছে? * র তোমাদের উপর সেই প্রীতি আছে কিনা? সে ঘন ঘন আসে কি না? * কেমন আছে, কি কর্‌ছে? তোমরা তার কাছে যাও কি না—তোমরা তাকে শ্রদ্ধাভক্তি কর কিনা? হাঁ হে বাপু, সন্ন্যাসী ফন্ন্যাসী মিছে কথা—মূকং করোতি ইত্যাদি। বাবা, কার ভেতর কি আছে, বুঝা যায় না। তিনি ওকে বড় করেছেন—ও আমাদের পূজ্য। এত দেখে শুনেও যদি তোমাদের বিশ্বাস না হয়, ধিক্‌ তোমাদের। সে তোমাদের ভালবাসে কিনা? তাকে আমাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা প্রীতি ও ভালবাসা দিও। * কে আমার ভালবাসা দিও—তিনি অতি উন্নতচিত্ত ব্যক্তি। * কেমন আছে? তার একটু বিশ্বাস ভক্তি হয়েছে কিনা? * কে আমার প্রীতি সম্ভাষণ দিও। * ঘানিতে ঠিক ঘুর্‌ছে বোধ হয়—ধৈর্য্য ধরিতে কহিবে—ঘানি ঠিক যাবে। সকলকে আমার হৃদয়ের প্রীতি।

অনুরাগৈকহৃদয়ঃ—

বিবেকানন্দঃ।

পুঃ * * কে তাঁহার জন্মজন্মান্তরের দাসের পুনঃ পুনঃ ধূল্যবলুণ্ঠিত সাষ্টাঙ্গ দিবে—তাঁহার আশীর্ব্বাদে আমার সর্ব্বতোমঙ্গল।

ইতি।

কি করি ?

(১)

(জনৈক জিজ্ঞাসু লিখিত।)

কখন কখন এমন সময় উপস্থিত হয় যে, কি করি বুঝিতে পারি না। এমন অবস্থায় পড়ে অনেকে অনেক রকম করে থাকে। কতক কতক তা ভাব্‌লুম, দুচার জনকে জিজ্ঞাসা করলুম, কিন্তু ঠিক এইটা করাই ভাল, একপ কেহই বোঝাতে পার্‌লে না, অথবা আমার মনে ঠিক লাগল না। যাঁহাদের কথা মান্য করি, তাঁহারা উভয় পক্ষের দোষ গুণ বিচার করিয়া বলিলেন, "যেটা তোমার ভাল লাগে, সেইটাই কর।" এখন কি করি ?

এস মন, তোমার সহিত খানিক বিচার করে দেখা যাক।

বিচারবুদ্ধি। প্রথমতঃ, পরমেশ্বর বলে যাঁহাকে মান, তাঁহারই ইচ্ছাতে সব হচ্চে, এ বিষয়ে তোমাতে আমাতে মতভেদ হইবার সম্ভাবনা নাই।

মন। তবে আর মাথাব্যাথা কেন ?

বিচার। মাথাব্যাথা কর্‌তে না হলে ত বাঁচতুম্, কিন্তু মাথাব্যাথা না করে যে পারি নে। ভগবান্ খাওয়াচ্চেন বলি, কিন্তু সাম্‌নের ভাত হাত দিয়ে ত মুখে তুলে দিচ্ছি।

মন। ওটা ভুল,—তাঁরই ভাত তাঁরই হাত; তিনিই খাওয়াচ্ছেন বা খাচ্ছেন।

বিচার। ঠিক, কিন্তু হাতে যদি ব্যাথা হয়, ভগবান্ খাইয়ে দেবেন বলে বসে থাক ? না, একজন কাউকে ডেকে খাইয়ে দিবার বন্দোবস্ত কর ?

মন। অবশ্য দেহ ধারণ করিলেই কার্য্য করিতে হয় কিন্তু তিনিই কার্য্য করাইতেছেন ও কার্য্যের ফলাফল তাঁহারি হাতে।

বিচার। সে কথা ত আমি আগেই মেনে নিয়েছি। হরিদ্বারে একটী সাধু দেখেছিলাম। তাঁহাকে দেখে বোধ হয়েছিল, যতদুর সম্ভব নিক্রিয়। তিনি আহার অন্বেষণ করেন না, কথা বলেন না, এমন কি, মুখে তুলে খাইয়ে না দিলে কখনও কিছু খান না। চুপ করে দিবা রাত্রি যেখানে কেহ রেখে দেয়, সেইখানেই বসে থাকেন। একটি পূজারী তাঁহাকে প্রত্যহ কিছু কিছু খাওয়াইয়া যান। কোনও চেলা আছে বলে বোধ হল না। একজন

একখানি কম্বল দিয়াছে—সেইখানি মাত্র গায়ে থাকে। ঐ সাধু যদি উন্মাদ অথবা অন্য কোনও প্রকার বিকারাপন্ন না হইয়া থাকেন, তবে নিশ্চয়ই তিনি ভগবানের সর্ব্বকর্ত্তৃত্ব উপলব্ধি করিয়া তদনুযায়ী জীবন যাপন করিতেছেন, সন্দেহ নাই। ইহাঁরও যে কর্ম্ম নাই, তাহা বলা যাইতে পারে না; কেন না, তিনি আহার নিশ্চয়ই চর্ব্বণ করেন ও পানীয় গলাধঃকরণ করেন। তবে যতদূর সম্ভব নিষ্ক্রিয় হইয়াছেন বটে। বাপু মন, তুমি কি এই উপায়ে নিজের বিশ্বাস কার্য্যে পরিণত করিতে প্রস্তুত আছ ?

মন। নিশ্চয় না। আমাকে আপাততঃ সংসারে থেকে পিতা, মাতা স্ত্রী, পুত্র, কন্যা ইত্যাদি ভরণপোষণ করিতে হ'বে। আর যাহা করিতে পারি বা নাই পারি এটা যে আমাকে করিতেই হবে, তা সংস্কারই বল আর যাই বল এড়াইতে পারিতেছি না। এখন ভগবান্ আমাকে এই ভাবে চালাচ্ছেন, বিশ্বাস রাখিতে পারিলেই সকল গোল চুকে গেল।

বিচার। আচ্ছা, যদি এই বিশ্বাসই ঠিক হয়ে থাকে, তবে যখন লাবণ্যময়ী পরস্ত্রীর কঙ্কন-ঝঙ্কারে উন্মুখ হইয়া চাহিয়া থাক, যখন অর্থের জন্য মিথ্যা চাটুকারিতা করিতে পরাঙ্মুখ হওনা, যখন পারিবারিক স্বচ্ছন্দতার দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া স্বীয় কামনা তৃপ্তির জন্য ধাবিত হও, তখনও কি বিশ্বাস কর যে, ভগবান্ তোমাকে এরূপে চলিতে বলিতেছেন ?

মন। তাঁহার ইচ্ছা ভিন্ন কিছুই হয় না, নিশ্চয়ই তাঁহার ইচ্ছামত ঐরূপ হয়।

বি। বেশ, একটা দুরভিসন্ধি মনে আসিলে আপাতমধুর বোধ হইলেও ভবিষ্যৎ ফলাফল বিবেচনায় কখন কখন তাহা হইতে নিবৃত্ত হও কি না ?

মন। হাঁ কখন অকার্য্য করিয়া ফেলি, কখন বা করি না।

বি। আবার কখন বা করি কি না করি এই নিয়ে গণ্ডগোল উপস্থিত হয়।

মন। হাঁ।

বি। যদি ভগবানের ইচ্ছায় সকলই হইতেছে বিশ্বাস থাকে, তবে যেটা মধুর লাগে, তাহা ছেড়ে চিন্তার প্রয়োজন ?

মন। তিনি চিন্তা করাইতেছেন, তাই চিন্তা করি।

বি। তা হলে তিনি কার্য্য করান, অকার্য্য করান আবার কার্য্য করিবে কি অকার্য্য করিবে, এ বিষয়ে চিন্তাও করান ?

মন। হাঁ, তিনি সকলই করান।

বি। তাহ'লে এখন একটু চিন্তা করে দেখ, তুমি এক্ষণে কার্য্য করিবে কি অকার্য্য করিবে, কি চিন্তা করিতেই থাকিবে। কোন্‌টা ভগবানের ইচ্ছা, না হয়ে গেলে বলা যায় না। এখন উপায় ?

মন। উপায় ঠিক করিতে পাচ্ছিনে বলেই ত তোমার সঙ্গে বক্‌বক্ করছি।

বি। চটে যেও না, বল্‌চি, স্থির হয়ে শোন। লোকে যে লেখা পড়া, শাস্ত্রচর্চ্চা, পূজা অর্চ্চনা, সাধুসঙ্গ ইত্যাদি করে, তাহার মূল উদ্দেশ্য যাহাতে অকার্য্য ছেড়ে কার্য্যে প্রবৃত্তি হয়, অসৎ ছেড়ে যাহাতে সৎ বস্তুতে আসক্তি হয়। একেবারে নিষ্ক্রিয় অবস্থা আস্‌তে পারে না, সব শাস্ত্রেই তাই বলে। উন্নত লোক মাত্রেই সেই উপদেশ দেন। কথায় বলে, "শুভস্য শীঘ্রম্ অশুভস্য কালহরণম্।" কথাটার তাৎপর্য্য এই যে, যদি বল্‌তো "অশুভম্ মা কুরু" কেহই কথাটার উপর বড় একটা আস্থা দিত না, কেন না, সে জান্‌ছে যে, অশুভ ত কর্‌তেই হবে, আবার এও জান্‌ছে যে, না কর্‌তে হলেই হতো ভাল। এই অবস্থায় একটু কাল হরণ করিতে গেলে বিশেষ ক্ষতি না হতে পারে, চাই কি ভগবানের ইচ্ছায় অশুভটা করিতে না হতেও পারে।

মন। ধর না হয় যেন অশুভটা না করে আর কোনও উপায় দেখ্‌তে পাচ্ছি না—কাল হরণ করেও কোনও উপায় দেখ্‌তে পেলুম না। তখন অশুভটা না করে আর কি করি ?

বি। আরে ব্যস্ত হও কেন, আমার বলা এখনও শেষ হয় নাই। তাহলেই বুঝ্‌লে যে, মানুষ যখন একটা অন্যায় কাজ কর্‌ছে, তখনও সে মনে মনে বল্‌ছে, এমন না করে চল্‌তো তো হতো ভাল। কেন জান ? ভয়ে। কেহ বা জেল পুলিস লোকলজ্জা ভয়ে কেহ বা কর্ম্মফলের ভয়ে। যার প্রাণে বিন্দুমাত্র ভয় নাই, সে দুরাচারী হলেও তাহার মুক্তি নিকট। সে রকম লোক বড়ই দুর্ল্লভ—সেই সত্যযুগের অসুরদের মত—যাদের জন্য জগজ্জননী স্বয়ং সংহার মূর্ত্তি ধারণ করেছিলেন। সে কথা এখন যাক্। যারা কর্ম্মফলের ভয়ে ভীত, তাদের কথা বলা যাক্। এই ফাঁকে বলে রাখি যে, যারা কর্ম্মফলের ভয়ে ভীত নয় অথচ জেল পুলিস বাঁচিয়ে চলে, তাদের অবস্থা বড়ই শোচনীয়। তারা একটা বিষম দাগা টাগা না খেলে ঠিক পথে আস্‌তে পারে না।

কর্ম্মফল কি, এ কথা বোঝা খুব সোজা। যদি ৫ টাকা চুরি করলে ... মাস জেল খাটিতে হয় মানুষের বিচারে, তবে ২ হাজার টাকা ...

নিলে ভগবানের বিচারে তাহার কি বেকসুর খালাস হবে, এ হতে পারে? আচ্ছা না হয় আদালতে সে মকর্দ্দমা জিতলো, কিন্তু মনটা বদ্‌লান না। দেহান্তে যদি সূক্ষ্ম শরীর থাকে, আর সেই সূক্ষ্ম শরীরের যদি পুনরায় স্থূলে বিকাশ হয় ত ফের কর্‌করে টাকা দেখ্‌লে তাহার মন ছোঁক্ ছোঁক্ করে উঠ্‌বে কি না? বরাবর পালাবে?

আর যদি এ রকম না হয়, তবে ভদ্রলোকের ছেলে কোনও অভাব নাই, বন্ধুভাবে একজন হীনবুদ্ধি ধনাঢ্য নাবালককে বেশ্যাবাড়ীতে নিয়ে গিয়ে মদ খাইয়ে তাহার সর্ব্বস্ব অপহরণ করে, পাথর ভাঙ্‌বে কেন?

এতো সোজা কথা—সৎকার্য্য কর্‌লে মনে যেমন একটু মনখোলা আনন্দ অনুভব হয়, অসৎ কার্য্য করিলেই তেমনি মনে একটু দাগ পড়ে; হাজার চাপা দেও, এককালে সেই দাগ তুল্‌তে অনেক কাট্ খড়্ খরচ কর্‌তে হবে, "যা হয় তাই হবে এখন ত করে যাই" বল্লে চল্‌বে না তাহ'লে বলো যে,ভগবান্ নাই অথবা আমি তাঁহার ইচ্ছামত চলিতেছি না।

মন। কেন? আমি ত বল্‌ছি যে, কাজটা মন্দ, কিন্তু এখন এই মন্দটা না করে আর কোনও উপায় দেখ্‌ছি না।

বি। যদি বুঝ্‌ছ মন্দ, তাহলে এও বুঝ্‌ছ যে। ইহার পরিণামে নিশ্চয়ই মন্দ কিছু ভূগিতে হবে।

মন। হঁা, কিন্তু কি করি? উপায় নাই যে। আমি তখন থেকে জিজ্ঞাসা কর্‌ছি,উপায় কি? উপায় কি?

বি। উপায় ত নিজের হস্তেই—সেই সুদূর ভবিষ্যতে এই অসৎ কার্য্যের জন্য বিষময় ফল না ভূগিয়ে রেখে, এখন এই অসৎ কার্য্যটা না করে কিঞ্চিৎ কষ্ট না হয় পেলে। ভগবানে বিশ্বাস আছে, এতখানি অহঙ্কার যদি রাখ, তবে একটু অসুবিধা সয়ে দেখ না, তিনি সৎকে ভালবাসেন কি অসৎকে ভালবাসেন।

মন। আচ্ছা, মান্‌লুম না হয় যেন অসৎ কার্য্য বলে যাহা জানি, তাহা করা কখনই উচিত হইতে পারে না, কিন্তু ধর, যেখানে সৎ কি অসৎ বুঝিতে পারি না, সেখানে কি করিব?

বি। বলি এখন যেটা সৎ বলে নিশ্চিত জান, সেইটাই করিতে থাক,তার পর আবার সৎ অসতের বিচার হবে এখন।

(ক্রমশঃ)

বাঙ্গালোরে বিবেকানন্দ আশ্রম।

স্বামীজি কার্য্য করিবার উপায় সম্বন্ধে বলিতেন, প্রথমে নিজেরা মানুষ হইতে হইবে, তারপর যে কোন স্থানে একটী ক্ষুদ্র কুটীরে বসিয়া সাধ্যমত লোকের কল্যাণসাধনে নিযুক্ত হইতে হইবে। আমাদের সংস্রবে যাঁহারা আসিবেন, তাঁহাদের দৈহিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক সর্ব্ববিধ কল্যাণ যাহাতে হইতে পারে, তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। অর্থের জন্য চিন্তা করিও না—যদি মানুষ হও, অর্থাদি যাহা কিছু আবশ্যক, সবই আপনি আসিবে। ক্ষুদ্র বটবীজের ভিতর বৃহৎবৃক্ষ লুক্কায়িত থাকে। কালে হয়ত ক্ষুদ্র কুটীর একটী প্রকাণ্ড আশ্রমে পরিণত হইবে। আমরা সর্ব্বস্থলেই স্বামীজির এইউক্তির সার্থকতা দেখিতে পাইয়া দিনদিন কার্য্যে আরো উৎসাহিত হইতেছি। বুঝিতেছি, —অর্থ জগতে বল নহে, চরিত্রই প্রকৃত বল। যেখানে উহার অভাব, তথায় কোটি কোটি অর্থ রাশীকৃত হইলেও কোন প্রকৃত কল্যাণকর অনুষ্ঠানের সম্ভাবনা নাই।

রামকৃষ্ণ মিশনের বাঙ্গালোর কেন্দ্রের নূতন গৃহ প্রতিষ্ঠার বিষয় উদ্বোধন-পাঠকবর্গকে জানাইতে গিয়া এই সকল কথা মনে উদয় হইতেছে। প্রায় দুই বৎসর হইল, কয়েকটী যুবক স্বামী বিবেকানন্দের গ্রন্থাদি পাঠ করিয়া তাঁহার উপদেশে আকৃষ্ট হন। তাঁহারা দেখিলেন—স্বামীজির উপদেশ—ধর্ম্ম কথার কথা নহে, প্রত্যক্ষ উপলব্ধির বস্তু। এই উপদেশ পাইয়া যাহাতে সারাদিনের মধ্যে ২।১ ঘণ্টাও অন্ততঃ ধ্যান, ভজন, সাধনাদির অনুষ্ঠান করিয়া ধর্ম্মের প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিতে পারেন, তজ্জন্য তাঁহারা একটি নির্জ্জন স্থান অন্বেষণ করিতে থাকেন। শীঘ্রই তাঁহারা অনসুর হইতে প্রায় সিকিমাইল দূরবর্ত্তী স্থানে একটি ক্ষুদ্র কুটীর ভাড়া লইয়া তথায় প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে সমবেত হইয়া সঙ্কীর্ত্তন, নানাবিধ শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠ, একত্রে উপাসনাদির অনুষ্ঠান করিতে থাকেন। সেই সময়ে রামকৃষ্ণ মিশনের জনৈক সন্ন্যাসী এই স্থানে আসিয়া কিছুদিন বাস করেন এবং স্বামী বিবেকানন্দ প্রণীত রাজযোগ গ্রন্থের স্থূল তাৎপর্য্য বুঝাইয়া দিয়া ধর্ম্মসাধনা সম্বন্ধে কতকগুলি বিশেষ উপদেশ দেন। আরও তিনি আশ্রমে একটি ক্লাস খুলিয়া প্রতি রবিবার সহর হইতে আসিয়া এই যুবকগণকে নিয়মিতভাবে শিক্ষা দিতে থাকেন। তার পর হইতে স্বামী আত্মানন্দ নিয়মিতভাবে এই ক্লাস চালাইয়া আসিতেছেন।

এইরূপে প্রায় দেড় বৎসর ধরিয়া নীরবে কার্য্য চলিতে থাকে। এতদিন পর্য্যন্ত আশ্রমের একটি মাত্র গৃহ ছিল—সেইটিই ভাগ করিয়া একটিতে শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামীজির কয়েকখানি ছবি রাখিয়া ঠাকুরঘরের মত করা হইয়াছিল, বাকিটিতে সকলে মিলিয়া বসিতেন।

ক্রমশঃ দেখা গেল, ঘরটির কিছু মেরামতি না করিলে এবং আরও দুএকটী ঘর না বাড়াইলে চলে না। তখন এই যুবকগণ সহৃদয় মিঃ টি, পি, অরুণাচলম্ পিলের নিকট এই বিষয় জানাইলেন। ঠাকুর কাহার দ্বারা কি করান, বলা যায় না। অরুণাচলম্ মহাশয়ের অনেক দিন হইতেই ইচ্ছা ছিল, স্বামী বিবেকানন্দের প্রচারকার্য্যে কোনরূপে সহায়তা করিয়া ধন্য হইবেন। এক্ষণে এই সুযোগ উপস্থিত দেখিয়া গৃহ মেরামত এবং নূতন গৃহনির্ম্মাণের সমুদয় ব্যয়ভার বহন করিতে স্বীকৃত হইলেন। যুবকগণ ঠাকুরের এই অভাবনীয় মহিমা দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেল।

দুই মাসের মধ্যে আশ্রমগৃহ নির্ম্মিত হইয়া গেল। একটী নূতন গৃহের পরিবর্ত্তে তিনটী নূতন গৃহ নির্ম্মিত হইল। তখন সেই নূতন আশ্রমগৃহ দেখিয়া কে আর মনে করিতে পারে যে, ইহা সেই পুরাতন জীর্ণ আশ্রমেরই নূতন সংস্করণ? আশ্রম নির্ম্মাণে অনেক টাকা ব্যয় হইয়া যাওয়াতে সকলে মিলিয়া স্থির করিলেন, উহার সমুদয় সত্ত ও অধিকার এবং সম্পূর্ণরূপে পরিচালনার ভার রামকৃষ্ণ মিশনের উপর ন্যস্ত হউক।

বিগত ১৭ই নবেম্বর আশ্রমগৃহ প্রতিষ্ঠার ও রামকৃষ্ণ মিশনের স্থানীয় প্রতিনিধি স্বামী আত্মানন্দের উপর আশ্রমের সম্পূর্ণ ভারার্পণের দিন স্থিরীকৃত হইল। তখন কেহই ভাবেন নাই যে, ঠিক সেইদিনে, হয়ত ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ, মান্দ্রাজের ময়লাপুর নামক স্থানে মান্দ্রাজের নূতন আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিতেছেন। পরে যখন তাঁহারা জানিতে পারিলেন, তখন সকলেরই মনে দৃঢ় বিশ্বাস হইল, একই শক্তি বিভিন্ন স্থানে বিভিন্নরূপে কার্য্য করিতেছে। এই আশ্রম প্রতিষ্ঠার দিন কেবল কতকগুলি আপনা-আপনি লোককে মাত্র নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল। কিন্তু বেলা এগারটা হইতেই ক্যাণ্টনমেণ্ট হইতে দলে দলে কীর্ত্তনের দল আসিতে লাগিল। অগণ্য স্ত্রীপুরুষ ও বালক বালিকা ক্যাণ্টনমেণ্ট ও অলসুর উভয় স্থান হইতেই সমবেত হইতে লাগিল। সহর হইতে কয়েকটী বন্ধুবান্ধব এবং ভদ্র ব্রাহ্মণ-মহিলাও আসিয়া সমাগত হইলেন। প্রায় বেলা একটার সময় স্বামী

আত্মানন্দ ও সোমানন্দ গাড়ী করিয়া সহর হইতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আশ্রমের সন্নিকটে সমাগত হইবামাত্র সমাগত জনতা স্বামিগণের বারম্বার নিবারণ সত্ত্বেও ঘোড়া খুলিয়া লইয়া নিজেরা সঙ্কীর্ত্তনাদি করিতে করিতে গাড়ী টানিয়া লইয়া আসিল। স্বামী আত্মানন্দ আশ্রমে পঁহুছিয়াই শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামীজির স্তোত্র পাঠ ও আরতি প্রভৃতি করিয়া আশ্রমপ্রতিষ্ঠার কার্য্য সমাধা করিলেন। আশ্রমের নাম বিবেকানন্দ আশ্রম হইল। যে প্রস্তরফলকে ঐ নাম লিখিত হইয়াছিল, স্বামী আত্মানন্দ তাহারও আবরণ মোচন করিলেন। চতুর্দ্দিকে জয় শ্রীরামকৃষ্ণ, জয় শ্রীবিবেকানন্দ ধ্বনি ভক্তিভরে উচ্চারিত হইতে লাগিল। সমাগত সকল ব্যক্তিকেই পুষ্পফলমূল ও অন্যান্য প্রসাদ বিতরিত হইয়া আশ্রমপ্রতিষ্ঠা কার্য্য সম্পন্ন হইল।

"নমো বিবেকানন্দায়।"

গুরু-পূজা।

শুন মহা বাণী জলদ গম্ভীরে
ধ্বনিত হতেছে ভারতাকাশে!
শুন সেই কথা অন্তরে বাহিরে,
ত্যাগিচূড়ামণি সন্ন্যাসী ভাষে!
"মানি না সে ধর্ম্ম, না মানি ঈশ্বর,
বিধবার অশ্রু মুছিতে নারে।
বুভুক্ষিত, আর্ত্ত, অনাথ বালকে
এক মুষ্টি অন্ন দিতে না পারে।
"অন্ন, অন্ন, শুধু অন্নের অভাব,
ইহলোকে অন্ন যদি না পাই!
ত্রিদিবে অখণ্ড সুখশান্তি লয়ে
পরলোকে মোর কি হবে ছাই!
"অনাথের সেবা শিক্ষার বিস্তার,
কর মূল মন্ত্র জীবনে সার!
জাগাও ভারতে, পাল বিধিমতে
এমন ধরম নাহিক আর!

"ধর্ম্মের প্রসূতি চাহেনা ধরম,
ভারতে অন্নের কণিকা নাই।
জঠর জ্বালায় জ্বলে কোটী নর,
শুষ্ক কণ্ঠে হের কাঁদিছে তাই;
"চাহ যদি ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ সনাতন,
চল যাই দেখি পথের পাশে,
দুই দশজন আর্ত্ত নারায়ণ
বুভুক্ষিতে আনি আপন বাসে।
"দিয়ে অন্ন, জল, দিয়ে অঙ্গবাস,
বিধিমতে পূজি দেবতা সম!
তা' ছাড়া সাধন থাকে যদি কিছু,
তাহে প্রয়োজন নাহিক মম!
"মানবে দেবতা বিশেষ প্রকাশ,
কর ভাই সবে মানব-সেবা!
তা' ছাড়া ঈশ্বর বৈজয়ন্ত ধামে,
লুকায়ে রয়েছে কোথায়, কেবা!"
ঈশ্বর অখণ্ড মণ্ডল আকার,
চরাচর-ব্যাপ্ত ভুবন-স্বামী,
চরণ সন্ধান যিনি দেন তাঁর
গুরু তিনি, তাঁরে প্রণমি আমি।
ওই হের ভাই, এসেছেন গুরু
ব্রহ্মের সন্ধান সবায় দিতে!
চরাচর-পূজা শিখান মানবে,
কেন না পারিবে চিনিয়া ল'তে!
এস ভাই, হৃদে করি' আবাহন
প্রেম-হেমে-গড়া মূরতি-খানি,
অনাথের সেবা করি আয়োজন,
পালি সবে সেই আদেশ বাণী!

পৌষ-কৃষ্ণা-সপ্তমী ১৩১৪। শ্রীকিরণ চন্দ্র দত্ত।

বিশ্বাস কর, যাঁহাকে কেহ কখন দেখে নাই বা শুনে নাই—অথবা যাঁহার নিকট হইতে কেহ কখন সাহায্য পায় নাই? তবে কেন নিজেদের কাপুরুষ করিয়া ফেলিতেছ আর তোমাদের সন্তানসন্ততিকে শিখাইতেছ যে, মানুষের সর্ব্বোচ্চ অবস্থা কুক্কুরতুল্য হওয়া, এই কাল্পনিক পুরুষের সমক্ষে আমি দুর্ব্বল, অপবিত্র ও জগতের মধ্যে অতি হেয় অপদার্থ বলিয়া হাঁটু গাড়িয়া থাকা? অপর দিকে, বৌদ্ধগণ তোমায় বলিবেন, তুমি নিজেকে এইরূপ বলিয়া কেবল যে মিথ্যাবাদী হইতেছ, তাহা নহে, কিন্তু তুমি তোমার সন্তানসন্ততিরও ঘোর অনিষ্টের কারণ হইতেছ। কারণ, এইটী বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিও যে, লোকে যেমন যেমন ভাবিয়া থাকে, তেমন তেমন হইয়াও থাকে। নিজের সম্বন্ধে তোমরা যেরূপ যেরূপ বলিবে, ক্রমশঃ তোমাদের সেই বিশ্বাস দাঁড়াইবে। ভগবান্ বুদ্ধের প্রথম ...এই,— 'তুমি আপনার সম্বন্ধে যাহা ভাবিযাছ, তুমি তাহাই হইয়াছ; পরে যাহা ভাবিবে, আবার তাহাই হইবে।' যদি ইহাই সত্য হয়, তবে তুমি কখন ভাবিও না যে, তুমি কিছুই নহ, আর যতক্ষণ না তুমি অপর একজনের— যিনি এখানে থাকেন না, মেঘপটলের উপর বাস করেন,—সাহায্য পাইতেছ, ততক্ষণ তুমি কিছু করিতে পার না, ইহাও ভাবিও না। ঐরূপ ভাবিলে তাহার ফল এই হইবে যে, তুমি দিন দিন অধিকতর দুর্ব্বল হইয়া যাইবে। আমরা অতি অপবিত্র; হে প্রভো, আমাদিগকে পবিত্র কর— এইরূপ বলিতে বলিতে নিজেকে এরূপ দুর্ব্বল করিয়া ফেলিবে যে, তাহা হইতে সকল প্রকার পাপ ক্রমশঃ আসিয়া যাইবে। বৌদ্ধেরা বলেন, প্রত্যেক সমাজে যে সকল পাপ দেখিতে পাও, তাহার শতকরা নব্বই ভাগ এই ব্যক্তি-বিশেষ ঈশ্বরের ধারণা, তাঁহার সম্মুখে কুক্কুরবৎ হইয়া থাকা,—এই ভয়ানক ধারণা যে, এই আশ্চর্য্য মনুষ্যজীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য এইরূপ কুক্কুরবৎ হওয়া—হইতেই হইয়াছে। বৌদ্ধ বৈষ্ণবকে বলেন, যদি তোমার আদর্শ, জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এই হয় যে, ভগবানের বাসস্থান বৈকুণ্ঠ নামক স্থানে গিয়া তথায় অনন্ত কাল ধরিয়া তাঁহার সম্মুখে করযোড়ে দাঁড়াইয়া থাকিতে হইবে, তবে তাহা অপেক্ষা বরং আত্মহত্যা শ্রেয়ঃ। বৌদ্ধ বলিতে পারেন, তিনি এইটী এড়াইবার জন্যই নির্ব্বাণ বা বিনাশের চেষ্টা করিতেছেন।

আমি তোমাদের নিকট ঠিক বৌদ্ধের ন্যায় হইয়া এই কথাগুলি বলিতেছি; কারণ, আজকাল লোকে বলিয়া থাকে যে, অদ্বৈতবাদের দ্বারা

লোকে দুর্নীতিপরায়ণ হইয়া থাকে। সেইজন্য অপর পক্ষেরও কি বলিবার আছে, সেইটীই তোমাদের নিকট বলিবার চেষ্টা করিতেছি। আমাদিগকে দুই পক্ষই নির্ভীকভাবে দেখিতে হইবে। প্রথমতঃ আমরা দেখিয়াছি, একজন ব্যক্তিবিশেষ ঈশ্বর জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, ইহা প্রমাণ করা যাইতে পারে না। আজকাল কি বালকেও এ কথা বিশ্বাস করিবে? যেহেতু কুম্ভকার ঘটনির্ম্মাণ করিতে পারে, অতএব ঈশ্বর জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন! যদি তাহাই হয়, তবে কুম্ভকারও ত একজন ঈশ্বর আর যদি কেহ তোমায় বলে, তিনি মস্তক ও হস্তশূন্য হইয়াও কার্য্য করেন, তবে তাঁহাকে পাগলা গারদে দিতে পার। তোমার ঈশ্বর, এই ব্যক্তিবিশেষ জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা ঈশ্বর, যাঁহার নিকট তুমি সারা জীবন ধরিয়া চীৎকার করিতেছ, তিনি কি কখন তোমায় সাহায্য করিয়াছেন আর যদি করিয়া থাকেন, তবে তুমি তাঁহার নিকট হইতে কিরূপ সাহায্য পাইয়াছ? আধুনিক বিজ্ঞান তোমাদিগকে এই আর একটী প্রশ্ন করিয়া ইহার উত্তর প্রদানের জন্য আহ্বান করেন। তাঁহারা প্রমাণ করিয়া দিবেন যে, এরূপ সাহায্য যাহা কিছু তুমি পাইয়াছ, তাহা তুমি নিজ চেষ্টাতেই পাইতে পারিতে। পক্ষান্তরে তোমার এরূপ বৃথা ক্রন্দনে শক্তিক্ষয়ের কোন প্রয়োজন ছিল না, এরূপ ক্রন্দনাদি না করিয়াও তুমি অনায়াসে ঐ উদ্দেশ্য সাধন করিতে পারিতে। আরও আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি যে, এইরূপ ব্যক্তিবিশেষ ঈশ্বরের ধারণা হইতেই পৌরোহিত্য ও অন্যান্য অত্যাচার আসিয়া থাকে। যেখানেই এই ধারণা ছিল, সেখানেই অত্যাচার ও পৌরোহিত্য রাজত্ব করিয়াছে আর যতদিন না এই মিথ্যাভাবকে সমূলে নির্ম্মূল করা হয়, ততদিন, বৌদ্ধগণ বলেন, এই অত্যাচারের কখন নিবৃত্তি হইবে না। যতদিন মানুষের এই ধারণা থাকে যে, অপর কোন প্রবল পুরুষের নিকট তাহাকে নত হইয়া থাকিতে হইবে, ততদিনই পুরোহিতের অস্তিত্ব থাকিবে, তাঁহারা কতকগুলি দাবি দাওয়া করিবেন, মানুষ যাহাতে তাঁহাদের নিকট মাথা নোয়ায়, তাহার চেষ্টা করিবেন আর গরিব বেচারা মানুষগুলিও তাহাদের কথা ঈশ্বরকে জানাইবার জন্য একজন পুরোহিত চাহিতে থাকিবে। তোমরা ব্রাহ্মণজাতিকে সমূলে নির্ম্মূল করিয়া ফেলিতে পার, কিন্তু এটী বিশেষভাবে লক্ষ্য করিও যে, যাহারা তাহাদিগকে নির্ম্মূল করিবে, তাহারাই আবার তাহাদের স্থান অধিকার করিয়া লইবে আর তাহারা আবার ব্রাহ্মণদের অপেক্ষা অধিকতর অত্যাচারী হইয়া দাঁড়াইবে।

কারণ, পূর্ব্বোক্ত ব্রাহ্মণগণের কতকটা বরং সহৃদয়তা ও উদারতা আছে, কিন্তু এই ভুঁইফোঁড়েরা চিরকালই অতি ভয়ানক অত্যাচারী হইয়া থাকে। ভিখারী যদি কিছু টাকা পায়, তবে সে সমগ্র জগৎকে খড়কুটা জ্ঞান করিয়া থাকে। অতএব যতদিন এই ব্যক্তিবিশেষ ঈশ্বরের ধারণা থাকিবে, ততদিন এই সকল পুরোহিতও থাকিবে আর সমাজে কোন প্রকার উচ্চ নীতির অভ্যুদয়ের আশা করাই যাইতে পারিবে না। পৌরোহিত্য ও অত্যাচার চিরকালই এক সঙ্গে থাকিবে আর কেন লোকে এই ঈশ্বর কল্পনা করিল? কারণ, প্রাচীনকালে কতকগুলি বলবান্ লোক সাধারণ লোককে বশ করিয়া তাহাদিগকে বলিয়াছিল যে,তোমাদিগকে আমাদের হুকুম মানিয়া চলিতে হইবে নতুবা তোমাদিগকে সমূলে নির্ম্মূল করিব। এইরূপ লোকেই এইরূপ ব্যক্তি বিশেষ ঈশ্বরের কল্পনা করিয়াছিল—ইহার অন্য কোন কারণ নাই—'মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতম্।'

একজন বজ্রোদ্যতহস্ত পুরুষ রহিয়াছেন, যে তাঁহার আজ্ঞা লঙ্ঘন করে, তাহাকেই তিনি বিনাশ করিয়া ফেলিতেছেন। এখন বৌদ্ধ *বলিতেছেন,* তুমি যুক্তিবাদী হইয়া বলিতেছ, সবই কর্ম্মফলে হইয়াছে। তোমরা সকলেই অসংখ্য জীবাত্মায় বিশ্বাসী, আর তোমাদের মতে এই জীবাত্মা সকলের জন্ম মৃত্যু নাই। এ পর্য্যন্ত বেশ যুক্তি ও ন্যায়সঙ্গত বলিয়াছ, সন্দেহ নাই। কারণ থাকিলেই কার্য্য থাকিবে; বর্ত্তমানে যাহা ঘটিতেছে, তাহা অতীত কারণের ফল, আবার ভবিষ্যতে তাহার অন্য ফল হইবে। হিন্দু বলিতেছেন, কর্ম্ম জড়, চৈতন্য নহে; সুতরাং কর্ম্মের ফললাভ করিতে হইলে কোনরূপ চৈতন্যের প্রয়োজন। বৌদ্ধ তাহাতে বলেন, বৃক্ষ হইতে ফললাভ করিতে গেলে কি চৈতন্যের প্রয়োজন হয়? যদি বীজ পুতিয়া গাছে জল দেওয়া যায়, তাহার ফল হইতে ত কোনরূপ চৈতন্যের প্রয়োজন হয়না। তুমি বলিতে পার, আদি চৈতন্যের শক্তিতে এই ব্যাপার ঘটিয়া থাকে, কিন্তু জীবাত্মাগণই ত চৈতন্য, অন্য চৈতন্যের প্রয়োজন কি? যদি জীবাত্মাদেরও চৈতন্য থাকে, তবে ঈশ্বরবিশ্বাসের প্রয়োজন কি? অবশ্য বৌদ্ধেরা জীবাত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাসী নহে, কিন্তু জৈনেরা জীবাত্মায় বিশ্বাসী অথচ ঈশ্বর বিশ্বাস করে না। তবে হে দ্বৈতবাদিন্, তোমার যুক্তি কোথায় রহিল, তোমার নীতির ভিত্তি কোথায় রহিল? যখন তোমরা অদ্বৈতবাদে দোষারোপ করিয়া বল যে, অদ্বৈতবাদ হইতে নীতির সৃষ্টি হইবে, তখন একবার ভারতের দ্বৈতবাদী সম্প্রদায়ের ইতিহাস পাঠ করিয়া দেখ, আদালতেও দ্বৈতবাদীদের নীতিপরায়ণতার কিরূপ প্রমাণ পাও,

তাহাও আলোচনা করিয়া দেখ। যদি অদ্বৈতবাদী বিশ হাজার বদমায়েস হইয়া থাকে, তবে দ্বৈতবাদীও বিশ হাজার বদমায়েস দেখিতে পাইবে। মোটামুটি বলিতে গেলে বলিতে হয়, দ্বৈতবাদী বদমায়েসের সংখ্যাই অধিক হইবে; কারণ, অদ্বৈতবাদ বুঝিতে অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্টতর চিত্তবৃত্তিসম্পন্ন লোকের প্রয়োজন আর তাহাদিগকে সহজে ভয় দেখাইয়া কোন কাজ করাইবার উপায় নাই। তবে তুমি আর যাও কোথায়? বৌদ্ধদের হাত এড়াইবে কিরূপে? তুমি বেদের বচন উদ্ধৃত করিতে পার, কিন্তু বৌদ্ধেরা ত বেদ মানে না। সে বলিবে, 'আমার ত্রিপিটকে ত একথা বলিতেছে না আর ঐ ত্রিপিটক অনাদি অনন্ত—এমন কি, উহা বুদ্ধেরও নিজের কথা নহে; কারণ, তিনি বলিয়াছেন, তিনি পূর্ব্ব হইতেই অবস্থিত সনাতন সত্যের আবৃত্তি করিতেছেন মাত্র। বৌদ্ধ আরও বলেন, তোমাদের বেদ মিথ্যা, আমাদেরই ঠিক ঠিক বেদ, তোমাদের বেদ ব্রাহ্মণ পুরোহিতগণের কল্পিত—সেগুলি দূর করিয়া দাও। এখন তুমি যাও কোথায়?

বৌদ্ধদের যুক্তিজাল কাটিয়া বাহির হইবার উপায় প্রদর্শন করা যাইতেছে। দ্রব্য ও গুণ বিভিন্ন—এইটীর উপর নির্ভর করিয়াই বৌদ্ধদের প্রথম আপত্তি—এটা একটী দার্শনিক আপত্তি। অদ্বৈতবাদী বলেন, না, উহারা বিভিন্ন নহে। দ্রব্য ও গুণের মধ্যে কোন বিভিন্নতা নাই। তোমরা সেই প্রাচীন দৃষ্টান্ত 'সর্পরজ্জুভ্রমে'র কথা অবগত আছ। যখন তুমি সর্প দেখিতেছ, তখন রজ্জু একেবারেই দেখিতে পাও না, রজ্জু তখন একেবারে উড়িয়া গিয়াছে। কোন বস্তুকে দ্রব্য ও গুণ বলিয়া বিভক্ত করা দার্শনিকদের মস্তিষ্ক-প্রসূত দার্শনিক ব্যাপার মাত্র, উহার কোন যথার্থ ভিত্তি নাই, দ্রব্য ও গুণ বলিয়া পৃথক্ পদার্থের বাস্তবিক অস্তিত্ব নাই। তুমি যদি একজন প্রাকৃত ব্যক্তি হও, তুমি শুধু গুণরাশিই দেখিবে, আর যদি তুমি একজন মস্ত যোগী হও, তুমি কেবল দ্রব্যই দেখিবে; কিন্তু এক সময়ে উভয়কে কখনই দেখিতে পাইবে না। অতএব, হে বৌদ্ধ, তুমি যে দ্রব্য ও গুণ লইয়া বিবাদ করিতেছ, তাহার বাস্তবিক অস্তিত্বই নাই। কিন্তু দ্রব্য যদি গুণরহিত হয়, তবে একটী দ্রব্য-মাত্রেরই অস্তিত্ব সিদ্ধ হয়। যদি তুমি আত্মা হইতে গুণরাশি তুলিয়া লইয়া দেখাইতে পার, গুণরাশির অস্তিত্ব কেবল মনে, উহারা প্রকৃত পক্ষে আত্মায়

অদ্বৈতবাদের দ্বারা বৌদ্ধমত ও দ্বৈতবাদের সামঞ্জস্য।

আরোপিত, তাহা হইলে ত দুটী আত্মারও অস্তিত্ব সিদ্ধ হয় না, কারণ, গুণই এক আত্মা হইতে অপর আত্মার বিশিষ্টতা সম্পাদন করিয়া থাকে। এক আত্মা যে অপর আত্মা হইতে ভিন্ন, তাহা তুমি কিরূপে জানিতে পার? কতকগুলি প্রভেদকারী লিঙ্গ, কতকগুলি গুণের দ্বারা। আর যেখানে গুণের সত্তা নাই, তথায় পার্থক্য কিরূপে থাকিতে পারে? অতএব দ্বিবিধ আত্মা নাই, একমাত্র আত্মাই বিদ্যমান; আর তোমার পরমাত্মা স্বীকার অনাবশ্যক, তোমার এই আত্মাই সেই। সেই এক আত্মাকেই পরমাত্মা বলে, তাঁহাকেই জীবাত্মা এবং অন্যান্য নামে অভিহিত করা হইয়া থাকে। আর হে সাংখ্য ও অন্যান্য দ্বৈতবাদিগণ, তোমরা বলিয়া থাক, আত্মা সর্ব্বব্যাপী বিভু অথচ তোমরা কিরূপে বহু আত্মা স্বীকার কর? অনন্ত কি কখন দুইটী হইতে পারে? অনন্ত সত্তা একমাত্র হওয়াই সম্ভব। একমাত্র অনন্ত আত্মা রহিয়াছেন, আর সবই তাঁহারই প্রকাশ।

বৌদ্ধ এই উত্তরে নীরব কিন্তু অদ্বৈতবাদী শুধু বৌদ্ধকে নিরস্ত করিয়াই ক্ষান্ত নহেন। দুর্ব্বল মতবাদসমূহের ন্যায় কেবল অপর মতের সমালোচনা করিয়াই অদ্বৈতবাদী নিরস্ত নহেন। অদ্বৈতবাদী তখনই অপরাপর মতের সমালোচনা করেন, যখন তাহারা তাঁহার খুব কাছে ঘেঁসিয়া আসিয়া তাঁহার মত খণ্ডন করিতে প্রবৃত্ত হয়। তিনি তাহাদিগকে দূরে সরাইয়া দেন, এই পর্য্যন্তই তাঁহার অপর বাদ খণ্ডন। তার পরেই তিনি নিজের সিদ্ধান্ত স্থাপন করেন। একমাত্র অদ্বৈতবাদই শুধু অপর মত খণ্ডন করিয়া এবং তজ্জন্য শাস্ত্রের দোহাই দিয়া নিরস্ত থাকেন না। অদ্বৈতবাদীর যুক্তি এইরূপ। তিনি বলেন, তুমি বলিতেছ জগৎ একটী অবিরাম গতিপ্রবাহ মাত্র। ভাল, ব্যষ্টিতে সবই গতিশীল বটে। তোমারও গতি আছে; এই টেবিলটী—ইহারও প্রতিনিয়ত গতি (পরিবর্ত্তন) হইতেছে। গতি সর্ব্বত্রই, তাই ইহার নাম সংসার (সৃ ধাতু অর্থ গমন) তাই ইহার নাম জগৎ (গম্ ধাতু ক্বিপ্—জগৎ)—অবিরাম গতি! তাই যদি হইল তাহা হইলে ত এই জগতে ব্যক্তিত্ব বলিয়া কিছু থাকিতে পারে না; কারণ, ব্যক্তিত্ব বলিতে অপরিণামী কিছু বুঝায়। পরিণামশীল ব্যক্তিত্ব হইতে পারে না; এই বাক্যটীই স্ববিরোধী, সুতরাং আমাদের এই ক্ষুদ্র জগতে ব্যক্তিত্ব বলিয়া

অদ্বৈতবাদীর নিজ সিদ্ধান্ত।

কিছুই নাই। চিন্তা, ভাব, মন, শরীর, জীব জন্তু সকলেরই অনবরত পরিণাম হইতেছে। যাহা হউক, এখন সমগ্র জগৎকে একটী সমষ্টিস্বরূপে ধর। সমষ্টিস্বরূপে কি এই জগতের পরিণাম বা গতি হইতে পারে? কখনই নহে। কোন অল্প গতিশীল অথবা সম্পূর্ণ গতিহীন বস্তুর তুলনায়ই গতির ধারণা সম্ভবপর। অতএব সমষ্টিরূপে জগৎ গতিহীন, পরিণামহীন। অতএব তখনই, কেবল তখনই তোমার প্রকৃত ব্যক্তিত্ব সম্ভব, যখন তুমি আপনাকে সমগ্র জগতের সহিত অভিন্নভাবে জানিতে পার। এই কারণেই বেদান্তী (অদ্বৈতবাদী) বলেন, যতদিন দ্বৈত, ততদিন ভয় দূর হইবার উপায় নাই, কেবল যখন অপর বলিয়া কিছু না দেখে, অপর বলিয়া কিছু অনুভব না করে, যখন কেবল একমাত্র সত্তা থাকে, তখনই কেবল মানুষ মৃত্যুর পারে, সংসারের পারে যাইতে পারে। সুতরাং অদ্বৈতবাদ আমাদিগকে শিক্ষা দেন, সমষ্টিজ্ঞানেই মানুষের প্রকৃত ব্যক্তিত্ব, ব্যষ্টিজ্ঞানে নহে। যখন তুমি আপনাকে সমগ্র জগৎস্বরূপ জ্ঞান করিতে পারিবে, তখনই তোমার প্রকৃত অমৃতত্ব লাভ হইবে। তুমি তখনই ভয়শূন্য ও অমৃতস্বরূপ হইবে, যখন তুমি আপনাকে সমগ্র জগৎস্বরূপ জানিবে। আর তখনই জগৎ ও ব্রহ্মের অভেদ বোধ হইবে। এক অখণ্ড সত্তাকেই আমাদের ন্যায় মনোবৃত্তিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ এই চন্দ্র সূর্য্য তারকাদি সমন্বিত এই জগদ্ব্রহ্মাণ্ড দেখিয়া থাকে। যাহারা আর একটু ভাল কর্ম্ম করে ও সেই সৎকর্ম্মবলে অন্যবিধ মনোবৃত্তিসম্পন্ন হয়, তাহারা মৃত্যুর পর ইহাকেই ইন্দ্রাদি-দেবসমন্বিত স্বর্গাদিলোকরূপে দর্শন করে। যাঁহারা আরও উন্নত, তাঁহারা সেই এক বস্তুকেই ব্রহ্মলোকরূপে দেখেন আর যাঁহারা সিদ্ধ হইয়াছেন, তাঁহারা পৃথিবী স্বর্গ বা অন্য কোন লোক কিছুই দেখেন না, তাঁহাদের নিকট এই ব্রহ্মাণ্ড অন্তর্হিত হয়, তাহার পরিবর্ত্তে একমাত্র ব্রহ্মই বিরাজমান থাকেন।

আমরা কি এই ব্রহ্মকে জানিতে পারি? আমি তোমাদিগকে পূর্ব্বেই সংহিতায় অনন্তের বর্ণনার কথা বলিয়াছি। এখানে তাহার ঠিক বিপরীত—এখানে অন্তর্জগতের অনন্তজ্ঞানের চেষ্টা। সংহিতায় বহির্জগতের অনন্ত বর্ণনা; এখানে চিন্তাজগতের, ভাবজগতের অনন্ত; সংহিতায় অস্তিভাব-দ্যোতক ভাষায় অনন্ত বর্ণনার চেষ্টা হইয়াছিল; এখানে সে ভাষায় কুলাইল না, নাস্তিভাবাত্মক ভাষায় অনন্ত বর্ণনার চেষ্টা হইল। এই

জগদ্ব্রহ্মাণ্ড রহিয়াছে। স্বীকার করিলাম, ইহা ব্রহ্ম। আমরা কি ইহা জানিতে পারি? না, না। তোমাদিগকে

ব্রহ্মকে জানা যায় কি না?

আবার এই বিষয়টী স্পষ্টরূপে বুঝিতে হইবে। পুনঃপুনঃ তোমাদের মনে এই সন্দেহ আসিবে,—যদি ইহা ব্রহ্ম হয়, তবে আমরা কিরূপে ইহাকে জানিতে পারি? 'বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াৎ"—হে মৈত্রেয়ি, বিজ্ঞাতাকে কিরূপে জানিবে? চক্ষু সকল বস্তু দেখিয়া থাকে—চক্ষু কি নিজেকে দেখিতে পারে? পারে না, কারণ, জ্ঞানক্রিয়াটীই একটী নিম্ন অবস্থা। হে আর্য্যসন্তানগণ, তোমাদিগকে এই বিষয়টী বিশেষভাবে স্মরণ রাখিতে হইবে, কারণ, ইহার ভিতরে অনেক বৃহৎ ব্যাপার আছে। তোমাদের নিকট যে সকল পাশ্চাত্য-দেশীয় প্রলোভন আসিয়া থাকে, তাহার ইহাই একমাত্র দার্শনিক ভিত্তি যে, ইন্দ্রিয়জ্ঞানের অপেক্ষা উচ্চতর জ্ঞান নাই। প্রাচ্যদেশের কিন্তু অন্যভাব। আমাদের বেদে বলিতেছে যে, এই বস্তুজ্ঞান বস্তুটী হইতে নিম্নস্থানীয়, কারণ, জ্ঞান অর্থে সর্ব্বদাই একটা বেড়া দেওয়া বা সীমাবদ্ধ ভাব বুঝিতে হইবে। যখনই তুমি কোন বস্তুকে জানিতে চাও, তখনই উহা তোমার মনের দ্বারা সীমাবদ্ধ হইয়া যায়। পূর্ব্বকথিত দৃষ্টান্তে যেমন করিয়া শুক্তি হইতে মুক্তা নির্ম্মিত হয়, কথিত হইয়াছে, তাহার বিষয় চিন্তা কর—তাহা হইলেই বুঝিবে, জ্ঞান অর্থে সীমাবদ্ধ করা কিরূপ। একটী বস্তুকে আহরণ করিয়া তোমার স্বানুভূতিতে আরূঢ় করিলে—তাহার সমগ্র ভাবটী জানিতে পারিলে না। সকল জ্ঞান সম্বন্ধেই এ কথা খাটে। তাহাই যদি হয়, জ্ঞান অর্থে যদি সীমাবদ্ধ করা হয়, তবে অনন্ত সম্বন্ধে কি তুমি তাহা করিতে পার? যিনি সকল জ্ঞানের উপাদান, যাঁহাকে ছাড়িয়া তুমি কোনরূপ জ্ঞান লাভ করিতে পার না, যাঁহার কোন গুণ নাই, যিনি সমগ্র জগতের এবং আমাদের আত্মার সাক্ষিস্বরূপ, তাঁহার সম্বন্ধে তুমি উহা কিরূপে করিতে পার? তাঁহাকে তুমি কিরূপে জানিবে? কি উপায়ে তাঁহাকে বাঁধিবে?

যাহা কিছু দেখিতেছ, এই সমগ্র জগৎ অনন্তকে জানিবার এইরূপ বৃথা চেষ্টা মাত্র। যেন এই অনন্ত আত্মা নিজ মুখ দর্শনের চেষ্টা করিতেছেন, আর আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত সকল প্রাণীই যেন তাঁহার মুখের প্রতিবিম্ব লইবার দর্পণ-স্বরূপ, এক এক করিয়া এক এক দর্পণে আপনার মুখের প্রতিবিম্ব দর্শন

করিবার চেষ্টা করিয়া তাঁদিগকে উপযুক্ত না দেখাতে অবশেষে মনুষ্যদেহে তিনি বুঝিতে পারেন যে, এ সবই অসীম—অনন্ত কখন সান্তের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করিতে পারে না। তখনই পশ্চা-

বৈরাগ্যের মূলতত্ত্ব।

দ্দিকে যাত্রা আরম্ভ—আর উহাকেই ত্যাগ বা বৈরাগ্য বলে। ইন্দ্রিয় হইতে পিছু হটিয়া এস, ইন্দ্রিয়ের দিকে যাইও না—ইহাই বৈরাগ্যের মূলমন্ত্র। ইহাই সর্ব্বপ্রকার নীতির মূলমন্ত্র, ইহাই সর্ব্বপ্রকার কল্যাণের মূলমন্ত্র; কারণ, তোমাদিগকে অবশ্য স্মরণ রাখিতে হইবে, তপস্যাতেই জগতের সৃষ্টি—ত্যাগেই জগতের উৎপত্তি। আর যতই তুমি ক্রমশঃ পশ্চাদ্দিকে ধাবিত হইবে, ততই তোমার সমক্ষে ধীরে ধীরে সকল মূর্ত্তিই প্রকাশিত হইতে থাকিবে, এক এক করিয়া সেগুলি পরিত্যক্ত হইবে, অবশেষে তুমি প্রকৃত পক্ষে যাহা তাহাই থাকিবে। ইহাই মোক্ষ।

এই তত্ত্বটী আমাদিগকে বুঝিতে হইবে—বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াৎ—বিজ্ঞাতাকে কি করিয়া জানিবে? জ্ঞাতাকে

সাক্ষিস্বরূপের আনন্দ সম্ভোগ।

কখন জানিতে পারা যায় না, কারণ যদি তাঁহাকে জানা যাইত, তাহা হইলে তিনি আর জ্ঞাতা থাকিতেন না। দর্পণে যদি তুমি তোমার চক্ষের প্রতিবিম্ব দেখ, তাহাকে তুমি কখন চক্ষু বলিতে পার না, তাহা অন্য কিছু, তাহা প্রতিবিম্ব মাত্র। এখন কথা এই, যদি এই আত্মা, এই অনন্ত সর্ব্বব্যাপী পুরুষ সাক্ষিমাত্র হইলেন, তাহা হইলে আর কি হইল? ইহা ত আমাদের মত চলিতে ফিরিতে, জীবন ধারণ করিতে ও জগৎকে সম্ভোগ করিতে পারে না। সাক্ষিস্বরূপ যে কিরূপে আনন্দ সম্ভোগ করিতে পারে, লোকে সে কথা বুঝিতে পারে না। "ওহে হিন্দুগণ, তোমরা সব সাক্ষিস্বরূপ, এই মতবাদের দ্বারাই তোমরা নিষ্ক্রিয়, অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছ" এই কথা লোকে বলিয়া থাকে। তাহাদের কথার উত্তর এই,—যিনি সাক্ষিস্বরূপ, তিনিই প্রকৃতপক্ষে আনন্দ সম্ভোগ করিতে পারেন। কোন স্থানে যদি একটা কুস্তি হয়, তাহা হইলে ঐ কুস্তির আনন্দ ভোগ বেশী করে কারা?—যাহারা কুস্তি করিতেছে, না, দর্শকেরা? এই জীবনে যতই তুমি কোন বিষয়ে সাক্ষিস্বরূপ হইতে পারিবে, ততই তুমি উহা হইতে অধিক আনন্দ ভোগ করিবে। ইহাই প্রকৃত আনন্দ, আর এই কারণে তখনই তোমার অনন্ত আনন্দ সম্ভব, যখন তুমি এই জগদ্ব্রহ্মাণ্ডের

সাক্ষিস্বরূপ হও। তখনই তুমি মুক্তপুরুষপদবাচ্য। যে সাক্ষিস্বরূপ, সেই নিষ্কাম ভাবে, স্বর্গে যাইবার বাসনা না রাখিয়া, নিন্দা স্তুতিতে সমজ্ঞানী হইয়া কার্য্য করিতে পারে। যে সাক্ষিস্বরূপ, সেই আনন্দভোগ করিতে পারে, অপর কেহ নহে।

তার পর অদ্বৈতবাদ বুঝিতে গেলে মায়াবাদ বুঝা আবশ্যক। অদ্বৈতবাদের অন্তর্গত এক একটী বিষয় বুঝিতেই বৎসর বৎসর কাটিয়া যায়, বুঝাইতে আবার আরো বিলম্ব লাগে। অতএব আমাকে ইহার সামান্যভাবে উল্লেখমাত্র করিয়াই নিরস্ত হইতে হইবে। এই মায়াবাদ বুঝা চিরকালই একটী কঠিন ব্যাপার। মোটামুটি আমি তোমাদিগকে বলিতেছি যে, মায়াবাদ প্রকৃত পক্ষে বাদ বা মতবিশেষ নহে, উহা দেশকালনিমিত্তের নাম—আরও সংক্ষেপে উহাকে নামরূপ বলে। সমুদ্রের তরঙ্গের সমুদ্র হইতে প্রভেদ কেবল নাম ও রূপে আর তরঙ্গ হইতে এই নামরূপের কোন পৃথক্ সত্তা নাই, নামরূপ তরঙ্গের সহিত বর্ত্তমান। তরঙ্গ অন্তর্হিত হইয়া যাইতে পারে, আর তরঙ্গের অন্তর্গত নামরূপ যদি চিরকালের জন্য অন্তর্হিত হইয়া যায়, তথাপি সেই একই পরিমাণ জল থাকিয়া যাইবে। অতএব এই মায়াই তোমার ও আমার মধ্যে, জীবজন্তু ও মানবের মধ্যে, দেবতা ও মানবের মধ্যে প্রভেদ করিয়াছে। প্রকৃত পক্ষে এই মায়াই যেন আত্মাকে লক্ষ লক্ষ প্রাণীর মধ্যে আবদ্ধ করিয়াছে আর এই মায়া নামরূপ ব্যতীত আর কিছু নহে। যদি ঐ গুলিকে পরিত্যাগ কর, নামরূপ দূর করিয়া দাও, তবে উহা চিরকালের জন্য অন্তর্হিত হইবে, তখন তুমি প্রকৃত পক্ষে যাহা, তাহাই থাকিবে। ইহাকেই মায়া বলে। আর উহা কোন মতবাদ নহে, উহা জগতের ঘটনাবলির স্বরূপবর্ণনামাত্র।

মায়াবাদ।

বাস্তববাদিগণ বলেন, এই জগতের অস্তিত্ব রহিয়াছে। সে বেচারা অজ্ঞ, ছেলেপুলে নিয়া ঘর করে, সে যে জগৎ সত্য বলে, তাহার তাৎপর্য্য এই যে, এই টেবিলটীর নিরপেক্ষ সত্তা আছে, উহার অস্তিত্ব জগদ্ব্রহ্মাণ্ডের অপর কোন বস্তুর অস্তিত্বের উপর নির্ভর করে না আর যদি এই সমগ্র জগৎ বিনষ্ট হইয়া যায়, এই টেবিলটী যেমন রহিয়াছে, তেমনই থাকিবে। একটু সামান্য জ্ঞানলাভ করিলেই সে বুঝিবে, ইহা কখন হইতে পারে না। এই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের সমুদয়ই পরস্পর পরস্পরের উপর নির্ভর করে, উহারা পরস্পর আপেক্ষিক। অতএব আমাদের বস্তুজ্ঞানের তিনটী সোপান আছে,—

বস্তুজ্ঞানের ত্রিবিধ সোপান।

প্রথম,—প্রত্যেক বস্তুই স্বতন্ত্র, পরস্পর পরস্পর হইতে পৃথক্‌; দ্বিতীয় সোপান—সকল বস্তুর মধ্যে পরস্পর সম্বন্ধ বিদ্যমান আর শেষ সোপান এই যে, একটী মাত্র বস্তু আছে, তাহাকেই আমরা নানারূপে দেখিতেছি।

অজ্ঞ ব্যক্তির ঈশ্বরের প্রাথমিক ধারণা এই যে, তিনি এই ব্রহ্মাণ্ডের বাহিরে কোথাও রহিয়াছেন, অর্থাৎ তখন ঈশ্বর ধারণা খুব মানবীয়ভাবাপন্ন, মানুষ যাহা করে, তিনি তাহাই করেন; তবে অপেক্ষাকৃত একটু বেশী রকমে করেন। আর আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি, এরূপ ঈশ্বরকে অল্প-কথায়—কিরূপে অযৌক্তিক ও অপর্য্যাপ্ত প্রমাণ করিয়া দেওয়া যায়। ঈশ্বর সম্বন্ধে দ্বিতীয় ধারণা এই যে, একটী শক্তি রহিয়াছে সর্ব্বত্র তাঁহার প্রকাশ। ইনিই প্রকৃত সগুণ ঈশ্বর, চণ্ডীতে ইহাঁর কথাই লিখিত আছে। কিন্তু ইহা লক্ষ্য করিও যে, এই ঈশ্বর কেবল সমুদয় কল্যাণ গুণরাশির নিধান নহেন! ঈশ্বর ও সয়তান—দুটী দেবতা থাকিতে পারে না, একই ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হইবে এবং তাঁহাকে ভরসা করিয়া ভাল মন্দ উভয়ই বলিতে হইবে আর ঐ যুক্তিসঙ্গত মত স্বীকার করিলে তাহা হইতে যে স্বাভাবিক সিদ্ধান্ত দাঁড়ায়, তাহাও লইতে হইবে।

ঈশ্বরধারণার ত্রিবিধ সোপান।

যা দেবী সর্ব্বভূতেষু শান্তিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু শুদ্ধিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥

যিনি সর্ব্বভূতে শান্তি ও পবিত্রতা রূপে অবস্থিত, তাঁহাকে নমস্কার করি।

যাহা হউক, তাঁহাকে শুধু শান্তিস্বরূপ বলিলে চলিবে না, তাঁহাকে সর্ব্ব-স্বরূপ বলিলে তাহার ফল যাহাই হউক, তাহা লইতে হইবে।

'হে গার্গি, এ জগতে যাহা কিছু আনন্দ দেখিতে পাও, সবই—তাঁহার অংশমাত্র।'

তুমি উহার দ্বারা যাহা ইচ্ছা কার্য করিতে পার। আমার সম্মুখবর্ত্তী এই আলোকের দ্বারা তুমি একজন দরিদ্র ব্যক্তিকে এক শত টাকা দিতে পার, আর একজন লোক তোমার নাম জাল করিতে পারে, কিন্তু আলোক উভয়ের পক্ষেই সমান। ইহাই হইল, ঈশ্বর জ্ঞানের দ্বিতীয় সোপান। তৃতীয় সোপান এই যে, ঈশ্বর প্রকৃতির বাহিরেও নাই, ভিতরেও নাই, কিন্তু ঈশ্বর

প্রকৃতি, আত্মা, জগৎ এই গুলি একপর্য্যায় শব্দ। দুটী বস্তু প্রকৃতপক্ষে নাই, কতকগুলি দার্শনিক শব্দই তোমাকে প্রতারিত করিয়াছে। তুমি কল্পনা করিতেছ, তুমি শরীর আবার আত্মা আর তুমি এক সঙ্গেই এই শরীর ও আত্মা হইয়া রহিয়াছ। তাহা কিরূপে হইতে পারে? নিজের মনের ভিতর পরীক্ষা করিয়া দেখ। যদি তোমাদের মধ্যে কেহ যোগী থাকেন, তিনি আপনাকে চৈতন্যস্বরূপ জ্ঞান করিবেন, তাঁহার পক্ষে শরীর একেবারে অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে। যদি তুমি সাধারণ লোক হও, তবে তুমি আপনাকে দেহ-স্বরূপ বিবেচনা করিবে, তখন চৈতন্যের জ্ঞান একেবারে অন্তর্হিত হইবে। কিন্তু মানুষের দেহ আছে, আত্মা আছে, আরও অন্যান্য জিনিষ আছে, এই সকল দার্শনিক ধারণা থাকাতে তাহার মনেহয়, এগুলি এক সময়েই রহিয়াছে। এক সময়ে একটির অধিক বস্তুর অস্তিত্ব থাকে না। যখন তুমি জড়বস্তু দেখিতেছ, তখন ঈশ্বরের কথা কহিও না। তুমি কেবল কার্য্যই দেখিতেছ, কারণকে তুমি দেখিতে পাইতেছ না। আর যে মুহূর্ত্তে তুমি কারণকে দেখিবে, সেই মুহূর্ত্তে কার্য্য অন্তর্হিত হইবে। এ জগৎ কোথায় গেল? কে ইহাকে গ্রাস করিল?

কিমপি সততবোধং কেবলানন্দরূপং
নিরুপমমতিবেলং নিত্যমুক্তং নিরীহং।
নিরবধিগগনাভং নিষ্কলং নির্ব্বিকল্পং
হৃদি কলয়তি বিদ্বান্ ব্রহ্ম পূর্ণং সমাধৌ॥
প্রকৃতিবিকৃতিশূন্যং ভাবনাতীতভাবং
সমরসমসমানং মানসংবন্ধদূরং।
নিগমবচনসিদ্ধং নিত্যমস্মৎপ্রসিদ্ধং
হৃদি কলয়তি বিদ্বান্ ব্রহ্ম পূর্ণং সমাধৌ॥
অজরমমরমস্তাভাববস্তুস্বরূপং
স্তিমিতসলিলরাশিপ্রখ্যমাখ্যাবিহীনং।
শমিতগুণবিকারং শাশ্বতং শান্তমেকং
হৃদি কলয়তি বিদ্বান্ ব্রহ্মপূর্ণং সমাধৌ॥ বিবেকচূড়ামণি।

জ্ঞানী ব্যক্তি সমাধি অবস্থায় অনির্ব্বচনীয়, কেবল আনন্দস্বরূপ, উপমা-রহিত, অপার, নিত্যমুক্ত, নিষ্ক্রিয়, অসীম আকাশতুল্য, অংশহীন ও ভেদশূন্য পূর্ণ ব্রহ্মকে হৃদয়ে অনুভব করেন।

জ্ঞানী ব্যক্তি সমাধি অবস্থায়—প্রকৃতির বিকারহীন, অচিন্ত্যতত্ত্বস্বরূপ, সমভাবাপন্ন অথচ যাঁহার সমান কেহ নাই; যাঁহাতে কোনরূপ পরিমাণের সম্বন্ধমাত্র নাই (যিনি অপরিমেয়), যিনি বেদবাক্যের দ্বারা সিদ্ধ এবং সর্ব্বদা আমাদের (ব্রহ্মতত্ত্ব অভ্যাসশীলগণের) নিকট প্রসিদ্ধ, এইরূপ পূর্ণব্রহ্মকে হৃদয়ে অনুভব করেন।

জ্ঞানী ব্যক্তি সমাধি অবস্থায় জরামৃত্যুশূন্য, যিনি বস্তুস্বরূপ এবং যাঁহাতে অভাব কিছুই নাই, স্থির জলরাশি সদৃশ, নামরহিত, সত্ত্ব রজঃ তমঃ এই ত্রিবিধ গুণ বিকাররহিত, ক্ষয়শূন্য, শান্ত, এক পূর্ণ ব্রহ্মকে হৃদয়ে অনুভব করেন।

আমরা ইহা দেখিয়াছি যে, এই সত্যস্বরূপ ব্রহ্ম অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়; অবশ্য অজ্ঞেয়বাদীর অর্থে উহা অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয় নহে—তাঁহাকে জানিয়াছি বলিলেই তাঁহাকে ছোট করা হইল, কারণ, পূর্ব্ব হইতেই তুমি সেই ব্রহ্ম। আমরা ইহাও দেখিয়াছি যে, এই ব্রহ্ম এক হিসাবে এই টেবিল নহে, আবার অন্য হিসাবে উহা ঐ টেবিলও বটে। নামরূপ তুলিয়া লও, তাহা হইলেই যে সত্যবস্তু থাকিবে, তাহাই তিনি। তিনিই প্রত্যেক বস্তুর ভিতর সত্যস্বরূপ।

ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমানসি
ত্বং কুমার উত বা কুমারী।
ত্বং জীর্ণো দণ্ডেন বঞ্চসি
ত্বং জাতো ভবসি বিশ্বতোমুখঃ॥

তুমিই স্ত্রী, তুমিই পুরুষ, তুমি কুমার, তুমি কুমারী, তুমি বৃদ্ধ—দণ্ডহস্তে ভ্রমণ করিতেছ, তুমি সমগ্র জগতে জন্মগ্রহণ করিয়াছ।

তুমি সকল বস্তুতে বর্ত্তমান রহিয়াছ, আমিই তুমি, আমিই তুমি। ইহাই অদ্বৈতবাদের কথা। এ সম্বন্ধে আরো গুটিকতক কথা বলিব। এই অদ্বৈতবাদের দ্বারাই সকল বস্তুর মূলতত্ত্বের রহস্য পাওয়া যায়। আমরা দেখিয়াছি, এই অদ্বৈতবাদের দ্বারাই কেবল আমরা যুক্তিতর্ক ও বিজ্ঞানের আক্রমণের বিরুদ্ধে দৃঢ়ভাবে দাঁড়াইতে পারি। এখানেই অবশেষে যুক্তি-বিচার একটী দৃঢ় ভিত্তি পাইয়া থাকে কিন্তু ভারতীয় বৈদান্তিক কখন তাঁহার সিদ্ধান্তের পূর্ব্ববর্ত্তী সোপানগুলিকে খণ্ডন করেন না, তিনি নিজ সিদ্ধান্তের

অদ্বৈতবাদীর অন্যান্য বাদ সমর্থন।

উপর দাঁড়াইয়া সেইগুলির উপর দৃষ্টিপাত করিয়া তাঁহাদিগকে সমর্থন করেন; তিনি জানেন, সেগুলি সত্য, কেবল একটু ভুল করিয়া দেখিয়াছেন, ভুলভাবে উহার বর্ণনা করিয়াছেন। একই বস্তু—কেবল মায়ার আবরণের মধ্য দিয়া দৃষ্ট; হইতে পারে কিঞ্চিৎ বিকৃত চিত্র, তাহা হইলেও উহা সত্য, সত্য ব্যতীত মিথ্যা কখনই নহে। সেই এক ব্রহ্ম, যাঁহাকে অজ্ঞ ব্যক্তি প্রকৃতির বহির্দ্দেশে অবস্থিত বলিয়া দর্শন করেন, যাঁহাকে অল্পজ্ঞ ব্যক্তি জগতের অন্তর্য্যামিস্বরূপ দেখেন, যাঁহাকে জ্ঞানী ব্যক্তি নিজ আত্মাস্বরূপ বলিয়া অনুভব করেন, এমন কি, সমগ্র জগৎ সকলই এক বস্তু, একই বস্তু বিভিন্নভাবে দৃষ্ট, মায়ার বিভিন্ন কাঁচের মধ্য দিয়া দৃষ্ট, বিভিন্ন মনের দ্বারা দৃষ্ট, আর এই সকল বিভিন্নতার কারণ ইহাই। শুধু তাহাই নহে, উহাদের মধ্যে একটী হইতে আর একটীতে লইয়া যায়। বিজ্ঞান ও সাধারণ জ্ঞানের মধ্যে প্রভেদ কি? রাস্তায় গিয়া যদি কোন আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিতে দেখ, তবে একজন গাঁওয়ারকে (গ্রামবাসী—অজ্ঞ) উহার কারণ জিজ্ঞাসা কর। দশজনের মধ্যে অন্ততঃ ৯ জন বলিবে, ভূতে এই ব্যাপার করিতেছে। সে সর্ব্বদাই ভূত দেখিতেছে, কারণ, অজ্ঞানের স্বভাব এই যে, কার্য্যের বাহিরে কারণের অনুসন্ধান করা। একটা ঢিল পড়িলে সে বলে, ভূত বা দৈত্য উহা ফেলিয়াছে। বৈজ্ঞানিক বলে, ইহা প্রকৃতির নিয়ম—মাধ্যাকর্ষণ।

অদ্বৈতবাদই প্রকৃত বৈজ্ঞানিক ধর্ম্ম।

সর্ব্বত্রই বিজ্ঞান ও ধর্ম্মে কি বিরোধ? প্রচলিত ধর্ম্ম সকল বহির্ম্মুখী ব্যাখ্যায় এতদূর আচ্ছন্ন—সূর্য্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, চন্দ্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা—এইরূপ অনন্ত দেবতা—আর যাহা কিছু ঘটনা হইতেছে, সবই একটা না একটা ভূতে করিতেছে—ইহার মোট কথাটা এই যে, কোন বিষয়ের কারণ সেই বস্তুর বহির্দ্দেশে অন্বেষণ করা হইতেছে আর বিজ্ঞানের অর্থ এই যে, কোন কার্য্যের কারণ সেই বস্তুর ভিতরেই অন্বেষণ করা হইতেছে। বিজ্ঞান যেমন ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছে, ততই উহা কার্য্যসমূহের ব্যাখ্যা ভূত প্রেতের হাত হইতে ছাড়াইয়া নিজের হাতে লইয়াছে। অতএব অদ্বৈতবাদই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বৈজ্ঞানিক ধর্ম্ম। এই জগদ্ব্রহ্মাণ্ড বাহিরের কোন ঈশ্বরের দ্বারা সৃষ্ট হয় নাই, কিন্তু উহা আপনা আপনি সৃষ্ট হইতেছে, আপনা আপনি উহার প্রকাশ হইতেছে, আপনা আপনি উহার প্রলয় হইতেছে—এক অনন্ত সত্তা ব্রহ্ম "তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো"—

হে শ্বেতকেতো তুমি তাহাই। এইরূপে তোমরা দেখিতেছ, ইহাই কেবল একমাত্র বৈজ্ঞানিক ধর্ম্ম—অপর কিছুই নহে আর এই বর্ত্তমান অর্দ্ধশিক্ষিত ভারতে আজকাল প্রত্যহ যে বিজ্ঞানের বুকনি চলিতেছে, প্রত্যহ আমি যে যুক্তির দোহাই শুনিতেছি, তাহাতে আমি আশা করি, তোমাদের দলকে দল অদ্বৈতবাদী হইতে আর (বুদ্ধের কথায় বলিতেছি) 'বহুজনহিতায়, বহুজনসুখায়' জগতে উহা প্রচার করিতে সাহসী হইবে। যদি তাহা না পার, তবে তোমাদিগকে আমি কাপুরুষ বলিয়া স্থির করিব।

যদি তোমাদের এইরূপ দুর্ব্বলতা থাকে, যদি তুমি একেবারে প্রকৃত সত্য স্বীকার করিতে ভয় পাও বলিয়া উহা অবলম্বন করিতে না পার, তবে অপরকেও সেইরূপ স্বাধীনতা দাও, গরিব মূর্ত্তিপূজককে একেবারে উড়াইয়া দিতে চেষ্টা করিও না, তাহাকে একটা দৈত্য বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিও না; যাহার সহিত তোমার মত সম্পূর্ণ না মেলে, তাহার নিকটই প্রচার করিতে যাইও না: প্রথমে এইটী বুঝ যে, তোমরা নিজেরা দুর্ব্বল, আর যদি সমাজের ভয় পাও, যদি তোমার নিজ প্রাচীন কুসংস্কারের দরুন ভয় খাও, তবে যাহারা অজ্ঞ, তাহারা এই কুসংস্কারে আরো কত ভয় পাইবে, ঐ কুসংস্কার তাহাদিগকে আরো কতদূর বদ্ধ করিবে, বুঝিয়া দেখ। ইহাই অদ্বৈতবাদীর কথা। অপরের উপর সদয় হও। ঈশ্বরের ইচ্ছায় যদি সমগ্র জগৎ কালই শুধু মতে নয়, অনুভূতি বিষয়েও অদ্বৈতবাদী হয়, তাহা হইলে ত খুব ভালই হয়; কিন্তু তাহা যদি না হয়, তবে তার পর যতটা ভাল করিতে পারা যায়, তাহাই কর, তাহাদের সকলের হাত ধরিয়া তাহাদের সামর্থ্যানুসারে ধীরে ধীরে লইয়া যাও আর জানিও যে, ভারতে সকল প্রকার ধর্ম্মের বিকাশই ধীরে ধীরে ক্রমোন্নতির নিয়মানুসারে হইয়াছে। মন্দ হইতে ভাল হইতেছে, তাহা নহে; ভাল হইতে আরো ভাল হইতেছে।

মূর্ত্তিপূজকের প্রতি ঘৃণা পরিত্যাগ কর।

অদ্বৈতবাদের নীতিতত্ত্ব সম্বন্ধে আরও কিছু বলা আবশ্যক। আমাদের বালকেরা আজকাল অভিযোগ করিয়া থাকে—তাহারা কাহারও কাছ হইতে উহা শুনিয়াছে,—ঈশ্বর জানেন, কাহার নিকট হইতে—যে, অদ্বৈতবাদের দ্বারা সকলেই দুর্নীতিপরায়ণ হইয়া উঠিবে, কারণ, অদ্বৈতবাদ শিক্ষা দেয়,

আমরা সকলেই এক, সকলেই ঈশ্বর, অতএব আমাদের আর নীতিপরায়ণ হইবার প্রয়োজন নাই! এ কথার উত্তরে প্রথমে এই বলিতে হয় যে, এ যুক্তি পাশবভাবাপন্ন ব্যক্তির মুখেই শোভা পায়, যাহাকে কশাঘাত ব্যতীত দমন করিবার উপায় নাই। যদি তুমি তাহাই হও, তবে এইরূপ মনুষ্যপদবাচ্য হইয়া থাকিবার অপেক্ষা প্রথমেই তোমার আত্মহত্যা করা আবশ্যক। যদি কশাঘাত ব্যতীত নীতিপরায়ণ না থাকিতে পার, তবে তোমরা সকলেই অসুর হইয়া দাঁড়াইবে! তাই যদি হয়, তবে তোমাদের এখনই মারিয়া ফেলা উচিত—তোমাদের আর উপায় নাই। চিরকালই তাহা হইলে তোমাদিগকে এই কশা ও দণ্ডের ভয়ে চলিতে হইবে, তোমাদের আর উদ্ধার নাই, তোমাদের আর পলায়নের পন্থা নাই। দ্বিতীয়তঃ, ইহাতেই, কেবল ইহাতেই, নীতিতত্ত্বের ব্যাখ্যা হইতে পারে। প্রত্যেক ধর্ম্মই প্রচার করিতেছে যে, সকল নীতিতত্ত্বের মূলভিত্তি—অপরের হিতসাধন। কেন অপরের হিতসাধন করিব? কারণ, আমাদের নিঃস্বার্থ হইতে হইবে। কেন নিঃস্বার্থ হইব? কারণ, কোন দেবতা ইহা বলিয়া গিয়াছেন। তিনি আমার স্বার্থের দিকে দেখিবেন না—শাস্ত্রে ইহা বলিয়া গিয়াছে। শাস্ত্রে বলুক না কেন—আমি উহা মানিতে যাইব কেন? আর ধর, কতকগুলি লোকে ঐ শাস্ত্র বা ঈশ্বরের দোহাই শুনিয়া নীতিপরায়ণ হইল—তাহাতেই বা কি! জগতের অন্ততঃ অধিকাংশ লোকের নীতি এইটুকু যে—'চাচা আপনা বাঁচা।' তাই বলিতেছি, আমি যে নীতিপরায়ণ হইব, ইহার যুক্তি দেখাও। অদ্বৈতবাদ ব্যতীত ইহা ব্যাখ্যা করিবার উপায় নাই।

অদ্বৈতবাদের নীতিতত্ত্ব।

"সমং পশ্যন্ হি সর্ব্বত্র সমবস্থিতমীশ্বরং।
ন হিনস্ত্যাত্মনাত্মানং ততো যাতি পরাং গতিং॥"

ঈশ্বরকে সর্ব্বত্র সমভাবে অবস্থিত দেখিয়া আত্মার দ্বারা আত্মার হিংসা করেন না। অদ্বৈতবাদ বলিয়া দিতেছেন, অপরকে হিংসা করিতে গিয়া তুমি নিজেকে হিংসা করিতেছ—কারণ, তাহারা সকলেই যে তুমি! তুমি জান আর নাই জান, সকল হাত দিয়া তুমি কায করিতেছ, সকল পদ দিয়া তুমি চলিতেছ, তুমিই রাজা রূপে প্রাসাদে সুখসম্ভোগ করিতেছ আবার তুমিই রাস্তার ভিখারীরূপে দুঃখের জীবন যাপন করিতেছ, অজ্ঞ ব্যক্তিতেও

তুমি, বিদ্বানেও তুমি, দুর্ব্বলের মধ্যেও তুমি, সবলের মধ্যেও তুমি। এই তত্ত্ব অবগত হইয়া সকলের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হও। যেহেতু অপরকে হিংসা করিলে আমাকেই হিংসা করা হয়, সেই হেতুই আমাদের কদাপি অপরের হিংসাচরণ কর্ত্তব্য নহে। সেই জন্যই যদি আমি না খাইয়া মরিয়া যাই, তাহাও আমি গ্রাহ্য করি না, কারণ যখন আমি শুকাইয়া মরিতেছি, তখনই আবার লক্ষ লক্ষ মুখে আমিই আহার করিতেছি। অতএব এই ক্ষুদ্র আমি আমার—ইহাদের বিষয়—আমার গ্রাহ্যের মধ্যে আনাই উচিত নয়, কারণ, সমগ্র জগৎই আমার—আমি যুগপৎ জগতের সকল আনন্দ সম্ভোগ করিতেছি। আর আমাকে ও জগৎকে কে বিনাশ করিতে পারে? এইরূপে দেখিতেছ, অদ্বৈতবাদই নীতিতত্ত্বের একমাত্র ভিত্তি। অন্যান্য বাদ তোমাদিগকে নীতিশিক্ষা দিতে পারে, কিন্তু কেন নীতিপরায়ণ হইব, উহার কোন হেতু নির্দ্দেশ করিতে পারে না। যাহা হউক, এই পর্য্যন্ত দেখা গেল অদ্বৈতবাদই নীতিতত্ত্বের ব্যাখ্যায় একমাত্র সমর্থ।

অদ্বৈতবাদ সাধনে লাভ কি? শ্রুতি বলিতেছেন—'শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ।' প্রথমে এই আত্মতত্ত্ব শ্রবণ করিতে হইবে। সমগ্র জগতে তোমরা যে মায়াজাল বিস্তার করিয়াছ, তাহা সরাইয়া লইতে হইবে—মানবকে দুর্ব্বল ভাবিও না, তাহাকে দুর্ব্বল বলিও না। জানিও, সকল পাপ ও সকল অশুভ—এক দুর্ব্বলতা শব্দ দ্বারাই নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে। সকল অসৎকার্য্যের মূল—দুর্ব্বলতা। দুর্ব্বলতার জন্যই মানুষ, যাহা করা উচিত নয়, তাহাই করিয়া থাকে; দুর্ব্বলতার জন্যই মানুষ তাহার প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশ করিতে পারে না। তাহারা কি, তাহারা সকলে জানুক। দিনরাত্রি তাহারা নিজেদের স্বরূপের কথা বলুক। মাতৃস্তন্যের সঙ্গে তাহারা 'সোঽহম্' আমিই সেই, এই ওজোময়ী বাণী পান করুক। তার পর তাহারা উহা চিন্তা করুক আর ঐ চিন্তা, ঐ মনন হইতে এমন সকল কার্য্য হইবে, যাহা জগৎ কখনও দেখে নাই।

অদ্বৈতবাদ সাধনে লাভ।

কিরূপে উহা কার্য্যে পরিণত করিতে হইবে? কেহ কেহ বলিয়া থাকে—এই অদ্বৈতবাদ কার্য্যকরী নহে—অর্থাৎ জড় জগতে এখনও উহার শক্তির প্রকাশ হয় নাই। এই কথা আংশিক সত্য বটে। বেদের সেই বাণী স্মরণ কর,—

স্বামীজির জন্মোৎসব।

বিগত ১১ই মাঘ শনিবার স্বামীজির জন্মতিথি পূজা বেলুড় মঠ এবং তাহার শাখাস্বরূপ বিভিন্ন মঠে অনুষ্ঠিত হয় ও তদুপলক্ষে তৎপরদিন রবিবার মহোৎসব হয়।

স্বামী বিবেকানন্দ আজ ভারতের জাতীয় সম্পত্তি। এই যে আজ দেশ-ব্যাপী উদ্বোধন, তাহা সেই মহাপুরুষেরই অলৌকিক শক্তির ছায়ামাত্র; তাহা চক্ষে দেখিয়াও আজ কে অস্বীকার করিবে? যদিও সব কাম ঠিক ঠিক হইতেছে না, কিন্তু তাহাতে কি? স্বামীজি প্রায়ই বলিতেন—সে কথা কি মনে নাই যে, দেয়ালটা চুরি করে না, গরু মিথ্যা কথা কয় না—কিন্তু উহারা চিরকাল দেয়াল বা গরুই থাকে—মানুষই অনেক ভুল ভ্রান্তি করে, আবার সেই মানবকুলেই ভূদেবের উদ্ভব। অতএব হে ভারতবাসী, নিরাশার কারণ কিছুই নাই—হৃদয় স্পন্দিত হইয়াছে—কালে সব ঠিক হইয়া যাইবে। কোন মনুষ্যশক্তি ইহার গতিরোধ করিতে পারিবে না—কারণ, ইহা যে ঐশী শক্তি। বুঝিও মানব, ঐশী শক্তির প্রভাব কখন বিফল হয় না—সে যে কোনরূপে নিজ প্রভাব বিস্তার করিবেই করিবে—তুমি আমি ক্ষুদ্র নিমিত্তমাত্র। যদি তোমার সে সৌভাগ্য থাকে, তবেই তুমি এই মহাকার্য্যে কিঞ্চিৎ সাহায্য করিতে সক্ষম হইবে।

কেন দিন দিন স্বামীজির নামে দলে দলে লোককে সমাগত হইতে দেখিতেছি? কেন তাঁহার একখানি ছবি রাখিবার জন্য, তাঁহার লিখিত দুই চারি কথা পড়িবার জন্য লোকের এত আগ্রহ? কেন তাঁহার প্রিয় দরিদ্র 'নারায়ণ' গণের সেবার জন্য যুবকগণের এত উৎসাহ? পাঠক, ইহার তাৎপর্য্য কি বুঝিয়াছ? যে শক্তি ক্ষুদ্র স্থানে আবদ্ধ ছিল, এখন তাহার প্রসার দেশ-ব্যাপী হইতেছে। ভারতবাসী ক্রমে স্বামীজিকে চিনিতেছে—ক্রমে আরও চিনিবে। •

স্বামীজি যে ভারতের 'স্বদেশহিতৈষী সাধু' (Patriot sage) ছিলেন, তাহার দিকে সাধারণের এক্ষণে দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। তাঁহার সার্ব্বজনীন ও গভীর ভাব সমূহের প্রতি লোকের এখনও দৃষ্টি তেমন পড়ে নাই—ক্রমে

পড়িবে। আজ [illegible] এই উৎসব প্রসঙ্গে তাঁহার মনোমত স্বদেশহিতৈষীর প্রয়োজনীয় গুণাবলির আবৃত্তি করি ও তাঁহার কথিত জাতীয় উন্নতির উপায় গুলিরও উল্লেখ করি। নানাদিকের চেষ্টায় অকৃতকার্য্য হইয়া এই সকল বিষয়ে নেতৃগণের দৃষ্টি পড়িবেই পড়িবে—ইহা ধ্রুব বিশ্বাস।

স্বদেশহিতৈষী হইতে গেলে স্বামীজির মতে তিনটী গুণ থাকা আবশ্যক—১ম হৃদয়বত্তা, ২য় কৃতকর্ম্মতা, ৩য় দৃঢ় অধ্যবসায়। উপায় সম্বন্ধে স্বামীজি বলিতেন, আমাদের জাতিয় প্রেরণাশক্তি ধর্ম্মে—ধর্ম্মে এখনও আমরা সমগ্র জগতের আচার্য্যের স্থান অধিকার করিতে পারি। সেই ধর্ম্ম-প্রকৃত বৈদান্তিক ধর্ম্ম—শুধু ভারতে নয়, সমগ্র জগতে বিস্তার করিতে হইবে। ভারতে সেই ধর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ জনগণের ভিতর লৌকিক শিক্ষার বিস্তার করিতে হইবে। পাশ্চাত্যদেশকে ধর্ম্ম প্রদান করিয়া তাহাদের নিকট হইতে শিল্পাদি জড়বিজ্ঞান শিখিতে হইবে। সত্ত্বগুণের ভানে নিশ্চেষ্ট না থাকিয়া—'আপাদমস্তক শিরায় শিরায় সঞ্চারকারীর রজোগুণের' আশ্রয় করিতে হইবে। মহাপ্রেমে সমগ্র জগৎকে আলিঙ্গন করিতে প্রস্তুত হইয়াও জানিতে হইবে—'ভারতের দেবদেবী আমার ঈশ্বর, ভারতভূমি আমার শিশুশয্যা, যৌবনের উপবন, বার্দ্ধক্যের বারাণসী'—আর এ ভারতপ্রেম কেবল জল মাটির উপর প্রেম নহে, ভারতজননী আর কেহ নহেন—সেই বেদবেদান্ত-জ্ঞানরূপিণী মহাশক্তি কালীই ভারতজননী—তাঁহার সন্তানগণের জন্য নগ্নপদে সকল স্বার্থে জলাঞ্জলি দিয়া হাতে ভিক্ষাপাত্র লইয়া ঘুরিতে হইবে। তবেই ভারত জাগিবে। পাঠক, বুঝিলে কি?

শুধু রাজনৈতিক স্বাধীনতার আশায় অগ্রসর হইও না—জানিও তোমায় চিরন্তন সাধন ত্যাগ ও বৈরাগ্য—সেই ত্যাগবৈরাগ্য, সেই প্রগাঢ় আত্মরতি, সেই তীব্র সংসারবিরতি তোমার আদর্শ। ঐ আদর্শকে জগতের হাড়ে হাড়ে মজ্জায় মজ্জায় প্রবেশ করাইতে হইবে—ইহার জন্য অগ্রসর হও দেখি। দেখিবে—সকল রাজনৈতিক ও সামাজিক বাধা ধূলির ন্যায় উড়িয়া যাইবে।

এবারেও উৎসবে সেই ভক্তসম্মিলন দেখিলাম, সেই স্বামীজির প্রিয় সঙ্গীতাবলি শ্রবণ করিলাম, সেই দরিদ্র 'নারায়ণ'গণের সেবায় যোগ দিয়া কৃতকৃতার্থ হইলাম। বিশেষত্বের ভিতর দেখিলাম—মঠের দক্ষিণ দিকে একটী এক তলা মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে—মধ্যে বেদী—তাহাতে স্বামীজির

বীরত্বোদ্দীপক মহান্ চিত্র। সম্মুখে নাটমন্দিরের ভিত্তি—এখানে শুনিলাম—জগতের জ্ঞানগর্ভ শ্রেষ্ঠগ্রন্থসমূহের এক বিরাট লাইব্রেরি ও অসাম্প্রদায়িক ধর্ম্মবক্তৃতার স্থান হইবে। তথায় একটু উপনিষদ্ পাঠ হইল —সঙ্গীতাদিও চলিল—যে স্থানে স্বামীজির দেহ ভস্মীভূত হয়, তথায়ই এই বেদী নির্ম্মিত হইয়াছে। মহাপুরুষের পবিত্রস্মৃতি কালস্রোতে বিলুপ্ত হইবে না বুঝিয়া আশান্বিত হইলাম।

একবার এস পাঠক, বেলুড় ছাড়িয়া ভারতের চারিপ্রান্তে গিয়া দেখি, কোথায় স্বামীজির জন্য কি হইতেছে। মান্দ্রাজ, বাঙ্গালোর, কাশী, কুষ্টিয়া, ফরিদপুর, কনখল, মুরশিদাবাদ প্রভৃতি স্থান হইতে উৎসবের সংবাদ পাইয়াছি। শুনিয়া বিশেষ হৃষ্ট হইলাম যে, পিনাং অধিবাসিগণও তথাকার বিবেকানন্দ রিডিং হলের কল্যাণে স্বামীজির উৎসব দর্শনে সক্ষম হইয়াছিলেন। মহাশক্তি সমগ্র জগতে বিস্তারিত হউক।

রামকৃষ্ণ মিশন দুর্ভিক্ষমোচন কার্য্য।

(উড়িষ্যা।)

বেলুড় মঠ হইতে প্রায় দুইমাস হইল, দুইজন সন্ন্যাসী উড়িষ্যার পুরি জেলার অন্তর্গত সাতপাড়া নামক স্থানে প্রেরিত হইয়াছেন। তাঁহারা ১৫ই জানুয়ারি তারিখে মঠে যে পত্র লিখেন, তদবলম্বনে স্বামী সারদানন্দ সংবাদপত্রাদিতে যে নিবেদন পত্র প্রেরণ করেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

নিবেদন ও প্রার্থনা।

সর্ব্বসাধারণে জ্ঞাত আছেন যে, কিছুদিন হইল, রামকৃষ্ণ মিশন হইতে দুর্ভিক্ষপীড়িতগণের জন্য সাহায্য প্রার্থনা করা হইয়াছিল। এ পর্য্যন্ত ২২৯/০ উঠিয়াছে এবং বেলুড় মঠ হইতে দুইজন সন্ন্যাসী ও একজন ব্রহ্মচারী দুর্ভিক্ষপীড়িতদিগের সাহায্যার্থ পুরি জেলার অন্তর্গত সাতপাড়া নামক স্থানে প্রেরিত হইয়াছেন। তাঁহারা ১৫ই জানুয়ারি তারিখে যে পত্র লিখিয়াছেন,

তাহা স্থানে স্থানে উদ্ধৃত করিলেই তথাকার অবস্থা যে কি শোচনীয়, তাহা সহজেই বুঝা যাইবে।

"দুর্ভিক্ষপীড়িত লোক প্রত্যহই এখানে আসিতেছে। শুনিতেছি, পারিকুল, মালুদ প্রভৃতি স্থানের অবস্থা বড়ই শোচনীয়। খুবদা, আশাং প্রভৃতির দিকেও অবস্থা খারাপ। মধ্যে মধ্যে অনশনে মৃত্যুসংবাদ পাইতেছি। এদিকে শস্য একেবারেই হয় নাই। অত্যন্ত লাল মোটা কটকি চাল টাকায় ৬ সের বিক্রয় হইতেছে। গত বর্ষের অপেক্ষা এবারে দুর্ভিক্ষ ভীষণতর হইবে বলিয়া বোধ হয়। যাহাতে টাকা শীঘ্র উঠে ও পুরাতন কাপড় পাঠাইতে পারেন, তাহার চেষ্টা করিবেন। এখানে ৩ হাত এক টুকরা নেকড়া পাইলে তাহারা কৃতকৃতার্থ হইয় যায়। কারণ, পরণে কিছু নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। অত্যন্ত ছেঁড়া এক টুকরা নেকড়া কোন রকমে জড়াইয়া উপস্থিত হইতেছে। ভাবিবেন এটা শীতকাল। গভর্ণমেণ্ট রিলিফ খুলিযাছেন এবং তাহাতে প্রায় ২০০ লোক সাহায্য পাইতেছে। কিন্তু তাহাতে মনে করিবেন না যে, আমাদের এখানে কিছু করিবার নাই। গভর্ণমেণ্টের নিয়মানুযায়ী অনেক বাছিয়া লোককে সাহায্য করা হয়—তাহাতে সাহায্যের উপযুক্ত পাত্র অনেকেই সাহায্য পায় না।"

উদ্ধৃত পত্রাংশ হইতেই পাঠক বুঝিতে পারিবেন, উক্ত স্থানের অবস্থা কিরূপ শোচনীয়। আমরা আশা করি, সহৃদয় জনসাধারণ অর্থ সাহায্য দানে রামকৃষ্ণ মিশনকে এই স্থানের দুর্ভিক্ষপীড়িতগণের সাহায্য করিতে, কেবল তাহাই নহে, উত্তরপশ্চিমাঞ্চল প্রভৃতি ভারতের অন্যান্য স্থানেও দুর্ভিক্ষমোচন-কেন্দ্র খুলিতে সহায়তা করিবেন। পাঠক, শাস্ত্রের এই মহীয়সী বাণী স্মরণ রাখিবেন, "এই ঘোর কলিযুগে দানই একমাত্র ধর্ম্ম"—'দানমেকং কলৌ যুগে'—মনুসংহিতা। দরিদ্রগণের দুঃখ প্রাণে প্রাণে অনুভব করিয়া যিনি এ কার্য্যে যাহা কিছু সাহায্য দান করিবেন, তাহাই আদরের সহিত গৃহীত হইবে।

স্বামী ব্রহ্মানন্দ প্রেসিডেণ্ট, মঠ, বেলুড় পোঃ (হাওড়া) অথবা ম্যানেজার, উদ্বোধন, ৩০নং বোসপাড়া লেন, বাগবাজার পোঃ, কলিকাতা ঠিকানায় সাহায্য পাঠাইবেন।

বশম্বদ—সারদানন্দ,
সেক্রেটারি রামকৃষ্ণমিশন।

তাঁহারা ২২শে ও ২৩শে জানুয়ারি তারিখে যে পত্র লিখিয়াছেন, তাহা হইতে কিছু কিছু উদ্ধৃত করিলেই দুর্ভিক্ষপীড়িত স্থান সমূহের অবস্থা পাঠকগণের বিশেষরূপ হৃদয়ঙ্গম হইবে।

"অদ্য পারিকুদ, মামুদ প্রভৃতির দিক্ হইতে একজন Excise Sub-inspector ও একজন স্কুল সব ইন্‌স্পেক্টর আসিয়াছেন। তাঁহারা বলিলেন, তথায় চাল ৬ সের টাকায় বিক্রয় হইতেছে। অর্দ্ধেকের অধিক লোক অন্নাভাবে শীর্ণ—কয়েকটী মরিয়াও গিয়াছে। স্কুলে অধিকাংশ বালক আসে না, কারণ, তাহারা অন্নাভাবে জীর্ণ শীর্ণ ও দুর্ব্বল এবং পিতাকর্ত্তৃক শাকাদি সংগ্রহকার্য্যে নিযুক্ত। একটী বৃদ্ধা অন্নাভাবে এত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল যে, জলে নামিয়া আর উঠিতে পারে নাই। ইহাঁরা তাহাকে তুলেন—আর কিছুক্ষণ না দেখিতে পাইলেই মৃত্যুমুখে পতিত হইত। গভর্ণমেণ্ট রিলিফে কায করিলে পয়সা পায় বটে, কিন্তু ঐ কায রবিবার বন্ধ থাকে এবং অনেকে এত দুর্ব্বল যে, তাহাদের কায করিবার সামর্থ্য নাই। আমাদের কাছে টাকা আর নাই, শীঘ্র টাকা পাঠাইবেন। অদ্য আমরা একটী পরিবারকে সাহায্য করিলাম—তাহাদের বিবরণ শুনুন। লোকটী একেবারে অস্থিচর্ম্মসার—স্ত্রীও তদ্রূপ—তাহাদের একটী ২০ দিনের ছেলে—মাতার স্তনে দুগ্ধ নাই আর তিনটী ছেলে, ৮, ৬ ও ৩ বৎসর বয়স—তাহাদের পেট অতিরিক্ত ফুলিয়া রহিয়াছে। শুনিলাম, শাক ২।৩ দিবস খাইলে পেট বাড়িয়া যায় ও পরে হাত পা ফুলিয়া উঠে। কল্য পারিকুদ হইতে একটী স্ত্রীলোক সঙ্গে দুইটী ছেলে এখানে আসিয়াছে। একটীর অবস্থা বড়ই শোচনীয়—বাঁচিবার আশা কম। ক্রমাগত খাইবার জন্য চীৎকার করে, খাইলেই ভেদ হয়—একেবারে কঙ্কালসার। শুনিলাম, তাহার বাটীতে আর একটী ছেলে আছে—কিন্তু তাহার নিজের আসিবার সামর্থ্য নাই বলিয়া তাহাকে ফেলিয়া আসিয়াছে।

"অনেক স্থলেই পুরুষেরা স্ত্রীপুত্র ছাড়িয়া বহুকাল চলিয়া গিয়াছে। স্ত্রীলোকেরা এদেশে কোনও কাজ করে না। অত্যন্ত অভাবে না পড়িলে ঘর ছাড়িয়া ছোট ছোট ছেলে সঙ্গে করিয়া কেহ আসে না। এ দেশের স্ত্রীলোকদের কাঁসার গহনা—উহা বেচিলে ।০ আনার অধিক হয় না। বাটীতে বেচিবার সামগ্রীও তেমন নাই। এদেশের চাষীরা অন্য দেশের চাষী অপেক্ষা অনেক গরীব। কল্য সাতপাড়ার অপর পারস্থ মাউলা নামক স্থানে অন্না-

ভাবে লোক মরিয়াছে এবং মরিতেছে সংবাদ পাইলাম। ক্যামেরা কাছে থাকিলে ফটো পাঠাইতাম—তাহা দেখিয়া অবস্থা বুঝিতে পারিতেন। গত বর্ষে নোয়াখালি অপেক্ষা এখানকার অবস্থা শোচনীয়।"

রামকৃষ্ণ মিশন দুর্ভিক্ষফণ্ডে প্রাপ্তিস্বীকার।

(১৮ই মাঘ পর্য্যন্ত)

রামচন্দ্র ব্রাদার্স, মিরাট (২ দফায়)	...	১০৫৲
শ্রীহরিচরণ বিশ্বাস, হানিমান মেডিক্যাল ষ্টোর, রহমতগঞ্জ	...	৩৲
শ্রীললিতমোহন ঘোষ, উল্টাডিঙ্গি	...	৫০৲
প্রোফেসর লক্ষ্মীনারায়ণ (২ দফায়) সেন্ট্রাল হিন্দু কলেজ	...	১০০৲
শ্রীঅনুকুল চন্দ্র সান্যাল, আগরা	...	২৲
শ্রীটিকনদাস কুমারজী, ১৯, পলক ষ্ট্রীট	...	৫৲
শ্রীহরিদাস মল্লিক, বড়বাজার	...	৪৸০
ডি, মিত্র, কলিকাতা	...	২৲
শ্রীসুরেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য, রাজসাহি	...	১৲
এ, নারায়ণ রাও, হায়দরাবাদ	...	২৲
সম্পাদক, সুহৃদসমাজ, ডফ কলেজ	...	১৲
মাঃ শ্রীপূর্ণচন্দ্র শেঠ (দঃ শ্যামভাটি) বড়বাজার	...	৫০৲
কুমারটুলি হইতে শ্রীসুরেশচন্দ্র সাহা সংগৃহীত	...	২৩৸/০
শ্রীগুরুদাস ব্রহ্মচারী, মায়াবতী	...	১০৲
জনৈক বন্ধু	...	৫৲
শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মজুমদার, মিরাট	...	৫৲
শ্রীযদুপতি চট্টোপাধ্যায়, শিলিগুড়ি	...	২৫৲
ব্রহ্মবিদ্যালয়, বোলপুর	...	৮৸০
'লক্ষ্মীনিবাস,' বাগবাজার	...	৩০৲
শ্রীঅমূল্যচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, মির্জাপুর ষ্ট্রীট	...	৩৸/০
শ্রীমতী প্রসন্নময়ী দাসী, তালতলা	...	১৲

জনৈক ভিক্ষুক	...	১৲
শ্রীচারুচন্দ্র মিত্র, হেষ্টিংস ষ্ট্রীট	...	৫৲
মিসেস সেভিয়ার, মায়াবতী	...	৫৲
শ্রীঅহিনচন্দ্র শূর, ঢাকা	..	১।/০
শ্রীগিরীন্দ্রনাথ বসু, ট্যামার্স লেন, কলিকাতা	...	২৫৲
শ্রীমতী মোক্ষদা মিত্র, আহিরীটোলা	...	৫৲
মাঃ শ্রীসুরেশচন্দ্র সাহা	...	১০৲
শ্রীমতী নীহারবালা চৌধুরী, বারাকপুর	...	১॥০
শ্রীপূর্ণচন্দ্র বসু, বালিগঞ্জ	...	২৲
শ্রীদীনবন্ধু মজুমদার, দামুকদিয়া	...	২৲
		৪১৪৸৵০

এতদ্ব্যতীত রামচন্দ্র এণ্ড ব্রাদার্সের (মিরাট) নিকট হইতে ৪৫ সের পুরাতন বস্ত্র এবং ডাঃ জে, কাঞ্জিলাল, শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, ইটালি ও বালিগঞ্জের দুইজন ভদ্রলোকের নিকট হইতে কতকগুলি পুরাতন বস্ত্র পাওয়া গিয়াছে।

আমিত্ব।

(শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী, বি-এ।)

কোন এক লৌহদণ্ডের উপরে তড়িৎ শক্তি সঞ্চারিত করিলে তাহার উভয় প্রান্তে যেমন দ্বিবিধ বিষম তড়িৎপ্রবাহ উৎপন্ন হয়, শ্রুতি বলেন, সেইরূপ এক অসীম মহান্ সত্তার উপরে কোন এক অনির্দ্দেশ্যা মহতী শক্তির ক্রিয়া প্রভাবে সেই এক সত্তাই যেন দ্বিধা প্রবিভাত হইতেছেন। সেই অনাদি সত্তার দ্বিধা প্রস্ফুরণ আপাতবিষম হইলেও, উভয়েই এক সত্তারই দ্বিবিধ সংস্ফূর্ত্তি মাত্র। সেই এক সত্তাই আকর্ষণ বিকর্ষণ, জন্ম মৃত্যু, উৎপত্তি প্রলয়, স্ত্রীপুংমিথুন, শীতোষ্ণ, প্রীতিদ্বেষ, বিরহ মিলন, জড় চৈতন্য, দেবাসুর, আলোকান্ধকার, ধর্ম্মাধর্ম্ম, কর্ম্মাকর্ম্ম, ভাবাভাব, অস্তিনাস্তি, পাপপুণ্য, শুচিঅশুচি, সুখদুঃখ, ভূতভাবী, হ্রাস-

ভক্তি, ভালমন্দ, সম্পদ্‌বিপদ, ও অহমিদং প্রভৃতি আপাতবিরুদ্ধ ভাবে বিকাস্ফুরিত হইতেছে। এজন্য ব্যবহারপক্ষে পূর্ব্বোক্ত দ্বন্দ্বভাবের মধ্যে মাত্র একটী সত্য হইতে পারেনা; অর্থাৎ আকর্ষণ স্বীকার করিলেই বিকর্ষণ মানিতে হয়; উৎপত্তি মানিলেই প্রলয় মানিতে হয় ইত্যাদি। বেদান্ত শাস্ত্রে এই দ্বন্দ্বভাবকে আধ্যাসিক ও ব্যবহারিক বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন; আধ্যাসিক কিনা পরমার্থ পক্ষে মিথ্যা, ব্যবহারিক কিনা এই দ্বন্দ্বভাব লইয়াই জগতের ব্যবহার চলিতেছে। কারণ, জাগতিক যত কিছু জ্ঞান, সকলি এই দ্বন্দ্বভাব হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। বৈদান্তিকগণ এই এক নিরপেক্ষসত্তার এই আধ্যাসিক দ্বৈধ স্ফুরণকে "অহং" ও "ইদং" রূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, অর্থাৎ "আমি" ও আমি ছাড়া যাবতীয় সত্তাসমষ্টি। জ্ঞান প্রভাবে এই দ্বন্দ্বসংঘাত যখন নিরাকৃত হয়, নিরপেক্ষ সত্তার ভিত্তিভূমিও তখনি অনুভূত হয়—সে সত্তার একত্বানুভূতিতে জীবের জীবত্ব লুপ্ত হয়। তখনি,

"ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে।"

সেই পরমাত্মার সাক্ষাৎকার হইলে হৃদয়গ্রন্থি ভিন্ন হয়, সকল সন্দেহ ছিন্ন হয়; তাহার কর্ম্ম ক্ষীণ হয়। এই একত্বানুভূতি লাভে সমগ্র দর্শন, সমগ্র বাহ্য ও অন্তর্বিজ্ঞানের প্রসূতি।

যে অনাদি সত্তায় পূর্ব্বোক্তরূপ দ্বৈতস্ফুরণ আধ্যাসিক ও ব্যবহারিক, তাহা শাস্ত্রে "সচ্চিদানন্দ" বলিয়া সংজ্ঞিত হন। সেই চৈতন্য সত্তার দ্বিবিধ স্ফুরণের মধ্যে একটী সত্তা আপাততঃ ক্রিয়াবান্; ও অন্যটী তত্তুলনায় অপেক্ষাকৃত নিষ্ক্রিয়। একটী active অপরটী passive অথবা ভাষান্তরে বলা যায়, এক সত্তারই একাংশের স্ফুরণ ক্রিয়াবান্; অপরাংশ অপেক্ষাকৃত ক্রিয়াহীন বা নিষ্ক্রিয়। দৃষ্টান্ত যেমন আকাশ নিষ্ক্রিয়, ক্রিয়াশীল বা গতিশীল চন্দ্রসূর্য্য গ্রহ উপগ্রহাদি তাহাতে ক্রিয়াবান্; তাই গ্রহাদির তুলনায় আকাশ passive, গ্রহাদি active. মহান্ হইতে মহান্ আবার অণু হইতে অণুতেও সেই একই নিয়ম। বৃক্ষলতা পশুপক্ষী প্রভৃতি ভূপৃষ্ঠান্বস্থিত যাবতীয় সত্তার তুলনায় পৃথিবী নিষ্ক্রিয়; কাণ্ড-প্রকাণ্ড পত্র পুষ্পের তুলনায় বৃক্ষ নিষ্ক্রিয়; পরাগ কেশরাদির তুলনায় পুষ্প নিষ্ক্রিয়। এইরূপ অণু হইতে অণু আবার মহান্ হইতে মহান্ সত্তা, ক্রমে ক্রিয়াশীলতা ও নিষ্ক্রিয়তার দৃষ্টান্তরূপে উপস্থাপিত হইতে পারে। সুতরাং দেখা যায়, নিষ্ক্রিয় সত্তা যেন ভিত্তিস্থানীয়; ক্রিয়াপর সত্তা যেন চিত্রস্থানীয়।

এই ক্রিয়াবান্ সত্তা নিষ্ক্রিয় সত্তায় পরিণত হওয়া,বা কার্য্যের স্বীয়কারণে লীন হওয়াই নৈসর্গিক নিয়ম। এই নিয়মে ভূপৃষ্ঠস্থ যাবতীয় সত্তা মৃৎসত্তায়, মৃত্তিকা জলে, জল তদীয় কারণ তেজে,তেজ মরুতে,মরুৎ ব্যোমে লীন হওয়াই স্বাভাবিক। আবার কারণে লীন হওয়ার এক মহান্ উদ্দেশ্যও আছে। এক সত্তাই যখন দ্বৈতভাবে স্ফুরিত হইয়াছে, তখন পরস্পর মিলনাভাবে একটী সত্তা অপূর্ণ থাকিয়া যায়। সকলি পূর্ণতা লাভ করিতে চায়; নতুবা কাহারো শান্তি নাই, তাই আব্রহ্মস্তম্ব এক পূর্ণতালাভে ধাবিত হইয়া তাহারই বিচ্ছিন্নাংশের সহিত (with its counterpart) মিলিত হইতে চাহিতেছে। নতুবা সে যে অপূর্ণ থাকে। ক্রিয়াবান্ আকর্ষণের সত্তা নিষ্ক্রিয় বিকর্ষণে লীন হইলেই উভয়ের পূর্ণতা লাভ হয়। ক্রিয়াবান্ উৎপত্তি নিষ্ক্রিয় প্রলয়ে লীন হইলেই সৃষ্টির শান্তি হয়। ক্রিয়াশীল পুমান্ নিষ্ক্রিয় স্ত্রীতে লীন হইলেই আপেক্ষিক শান্তি অনুভূত হয়। ক্রিয়াশীল বা কম্পনশীল আলোক নিষ্ক্রিয় অন্ধকারে লীন হইলেই কম্পন বিক্ষেপের শান্তি হয়। ক্রিয়াশীল বিরহ নিষ্ক্রিয় মিলনে অন্তর্হিত হইলেই অশান্তির নিবৃত্তি হয়। এইরূপ পাপ পুণ্যে অধর্ম্ম ধর্ম্মে, শীত গ্রীষ্মে, জন্ম মৃত্যুতে, কর্ম্ম অকর্ম্মে, ইহং অহংএ বিপদ সম্পদ একীভূত বা স্বকারণে লীন হইলেই দ্বিধা বিচ্ছিন্ন সত্তার পূর্ণতা লাভ হয়। নতুবা জাগতিক যাবতীয় ব্যবহারিক সত্তা অপূর্ণ থাকিয়া যায়। পূর্ণতা লাভে তাই আকীটবিশ্ব গতিশীল, নিজেরই বিচ্ছিন্নাংশের সহিত মিলনাকাঙ্ক্ষী।

এই পৃথিবী ও সৌরজাগতিক গ্রহগণের উপর সূর্য্যের এত আকর্ষণ কেন? মিলনের আশায়—কারণ, পৃথিব্যাদি গ্রহ সূর্য্যেরই এক একটী বিচ্যুতাংশ। যেদিন গ্রহাদি স্বীয় কারণ সূর্য্যে লীন হইবে, সেদিনই গ্রহগণ ও সূর্য্যের কতক শান্তি হইবে; নতুবা কেবল আকর্ষণ ও বিকর্ষণ। সূর্য্যের বিচ্ছিন্নাংশগুলি দিগ্ দিগন্তরে ছুটিয়া যাইতে চায়, কিন্তু পারে না; সময়ে আবার স্বীয় যোনি সূর্য্যে মিশিয়া কথঞ্চিৎ নিষ্ক্রিয় হয়। ইহাই নৈসর্গিক নিয়ম। নিজ বিচ্ছিন্নাংশ সৌরগ্রহাদিকে স্বীয়কুক্ষিতে লীন করিতে পারিলে সূর্য্য ও গ্রহাদির কতক শান্তি হয় বটে। কিন্তু সূর্য্যের কারণ ছায়াপথস্থিত "লিও" (Lio) আবার সূর্য্যকে স্বীয় কক্ষে লইবার জন্য আকর্ষণ করিতেছে; লিও (Lio) কে হয়ত আবার নেবুলি আকর্ষণ করিতেছে, স্বীয় কারণে লীন করিবার জন্য। কে জানে, নেবুলি আবার কোন্ মহান্ সত্তার দিকে ছুটিতেছে? এইরূপ পরম্পরা নিয়মে যে মহা নিষ্ক্রিয় সত্তায় নিখিল দ্বন্দ্বসংঘাত লীন হইয়া যায়; তাহাই

নিরপেক্ষ সত্তা বা ব্রহ্ম। এজন্য ব্রহ্ম পূর্ণ নিষ্ক্রিয় বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত হন।

দৃষ্টান্তান্তর গ্রহণ করা যাক্। পুমান্ স্ত্রীতে লীন হইলে কথঞ্চিৎ শান্তি লাভ হয় বটে; কারণ, উভয়ে উভয়ের বিচ্ছিন্নাংশ (counterparts) কিন্তু পুরুষ স্বকীয় ক্রিয়াশীলতার বীজ পুত্রাদিরূপে পুনঃ প্রসূত করেন। সুতরাং শান্তিলাভ হয় না, বরং অশান্তির বীজ শতধা উপ্ত হয়। সে জন্য স্ত্রীপুরুষের প্রজনন-রাহিত্যই চির শান্তি লাভের সোপান; তাই শাস্ত্রে ব্রহ্মচর্য্যের উপদেশ। ব্রহ্ম শব্দটী ব্যাকরণে এই জন্যই নপুংসক লিঙ্গ। এক নিরপেক্ষ সত্তা ব্রহ্ম ভিন্ন সকলি অল্লাধিক ক্রিয়াশীল বা প্রজননশীল; সুতরাং দ্বন্দ্বাঘাতে সমধিক তরঙ্গায়িত ও অপূর্ণ।

এই নিরপেক্ষ সত্তা বা ব্রহ্মের সহিত আবিশ্বপরমাণু সকলি অভিন্ন। কারণ, এই সত্তাই লীলাভঙ্গীতে নানারূপে স্ফুরিত হইয়া সৃষ্টিবৈচিত্র্য উৎপন্ন করিয়াছে। যদি সকলি সেই এক সত্তার স্ফুরণ হয়, তবে আমিও সে সত্তা না হইব কেন? আপনাকেই বা ভিন্ন মনে করি কেন? সেই অনাদি অখণ্ড সত্তা হইতে নিজেকে ভিন্ন মনে করা ভ্রম ভিন্ন আর কিছু বলা যাইতে পারে না। কারণ, আমার বা অমুকের সত্তা দ্বারা ব্রহ্ম খণ্ডিত বা বহুত্বে পরিণত হইলে ব্রহ্মের "অখণ্ডত্বে"র ও একত্বের বাধ হয়। সুতরাং বুঝা যাইতেছে যে, কোন এক অজ্ঞেয় কারণ আমাকে ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র বোধ করাইতেছে। এস্থলে আমার সত্তা ক্রিয়াবান্—ব্রহ্ম নিষ্ক্রিয়। মনে রাখিতে হইবে আমার সত্তা বলিতে এখানে মন বুদ্ধি ইন্দ্রিয়াদির সমষ্টি আধ্যাসিক বা কাঁচা আমি। আমার সহিত যতক্ষণ না ব্রহ্মের অভেদ জ্ঞান অপরোক্ষ হয়, ততক্ষণ আমার কিছুতেই শান্তিলাভ হইতে পারে না। জপ পূজা হোমাদি দ্বারা বা স্বর্গাদি লাভ দ্বারা আমিত্বের ক্রিয়া খানিক প্রশমিত হইতে পারে; কিন্তু যতক্ষণ না আমার সত্তা নিঃশেষ ব্রহ্মসত্তায় তদাকারাকারিত হইবে, ততক্ষণ নিঃশেষ শান্তি লাভ হয় না। এই জন্য জ্ঞানগুরু শঙ্করাচার্য্য বলিতেছেন—

বদন্তু শাস্ত্রাণি যজন্তু দেবান্
কুর্ব্বন্তু কর্ম্মাণি ভজন্তু দেবতাঃ।
আত্মৈক্যবোধেন বিনাপি মুক্তিঃ
ন সিধ্যতি ব্রহ্মশতান্তরেঽপি॥

শাস্ত্র সকল সুব্যাখ্যাই করুন, বা যজ্ঞাদিদ্বারা দেবতাগণের তৃপ্তি সাধনই করুন, অথবা কর্ম্মকাণ্ড সকল যথাযোগ্য অনুষ্ঠানই করুন, কিম্বা দেবতাগণের উপা-

সনাই করুন, কিন্তু জীব ও ব্রহ্মের অভেদ বোধ বিনা শত ব্রহ্মকল্প গত হইলেও জীবের মুক্তি সিদ্ধ হয় না। এই জন্য "সোহহং ব্রহ্ম" "অয়মাত্মা ব্রহ্ম" "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" "তত্ত্বমসি" প্রভৃতি মহাবাক্য শ্রুতিকল্পমহাদ্রুমের পরিপক্ক সুরসাল ফল।

জীবের শান্তি নাই, একথা প্রতি জীব সাক্ষ্য দিবে। এদেহের পতন অবশ্য-ম্ভাবী, সুতরাং চিন্তাশীল মানবের কিরূপে শান্তিলাভ হইতে পারে? যে দেহ অবলম্বন করিয়া 'আমি' 'আমি' করিতেছি, তাহার বিপরিণাম যখন অবশ্য-ম্ভাবী, তখন এ দেহবুদ্ধি থাকিতে কি করিয়া শান্তিলাভ হইতে পারে? হাজার লোক চক্ষের সমক্ষে মরিতেছে, তবু নিজের দেহনাশের কথা স্মরণ হয় না। তবে আমরা কখন মরিব না, এই সাধারণ ধারণার বোধ হয় এক গূঢ় কারণও আছে, বস্তুতঃ আমি ত অক্ষয় অজর অমরই বটে। তবে আমাদের ভ্রম এই টুকু যে, আমরা এই জড়দেহে অজরত্ব অমরত্ব আরোপ করিয়া থাকি। এই আত্মার অমরত্ব দেহে আরোপ করিয়াই আমরা মনে করি আমরা কখন মরিব না। এই ভ্রমই সমস্ত দুঃখের মূল। কেবল বিবেক বিচার জনিত প্রজ্ঞা দ্বারাই উহা অপনোদিত হইতে পারে। আমি দেহ নহি, মন নহি, বুদ্ধি নহি, স্ত্রী নহি, পুং নহি আমি সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন বা আমিই পূর্ণসত্তা ব্রহ্ম—এইরূপ জ্ঞানের নামই পরমজ্ঞান।

জ্ঞান-গুরু শঙ্করাচার্য্য অদ্ভুত যুক্তিকৌশলে নিখিল মত খণ্ডন করতঃ যুক্তিসিদ্ধ এই তত্ত্ব প্রচার করিয়াছিলেন। শ্রীশঙ্করাচার্য্য বিচারমুখে একস্থলে বলিয়াছেন, যে কারণেই হউক, আমার সত্তা ব্রহ্মসত্তা হইতে ভিন্ন বোধ হইতেছে। সে কারণ অনুসন্ধানে আমার প্রয়োজনাভাব, যার ক্ষুধা বোধ হইয়াছে, সে কি তখন ক্ষুধার কারণ অনুসন্ধানে স্বাস্থ্যবিজ্ঞান খুলিয়া বসিবে, না, নিজের পোষণোপযোগী খাদ্য সংগ্রহ করিয়া ক্ষুন্নি-বৃত্তি করিবে? বিশেষতঃ দর্শনশাস্ত্র "কেন"—why এর উত্তর দিতে পারে না; how বা কিরূপে এই বিভিন্ন স্ফুরণ, তাহাই নির্ণয় করিয়া থাকে। শাঙ্কর মতের আরও একটু বিশেষত্ব আছে। তাঁহার মতে এই অহং ও ইদং জ্ঞান পারমার্থিক নহে, আধ্যাসিক অর্থাৎ ভ্রমজনিত। অধ্যাস কি না এক বস্তুতে অন্য বস্তুর আরোপ, যেমন ঝিনুকে রৌপ্যবুদ্ধি। তেমনি এই পঞ্চভূত-সংঘাত দেহে অহংবুদ্ধির আরোপ করা। এই আরোপিত বুদ্ধিই বন্ধন, অজ্ঞান, অবিদ্যা মায়া, ভ্রম, মোহ প্রভৃতি

পারিভাষিক শব্দ দ্বারা শাস্ত্রকারগণ এই আরোপ বুঝাইবার বহু চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু এই অজ্ঞেয় কারণ যেমন তেমনই আছে, উহার কখনই নির্ণয় হয় নাই, হইতেও পারে না। কারণ, পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, "কেন"র জবাব নাই।

তবে এখন কথা এই যে, যে দেহ লইয়া "আমি" "আমি" করিতেছি, সে দেহের বিপরিণামেও আমিত্বের বাধ হয় কি না? শরীরবিদ্যাবিৎ পণ্ডিতগণ বলিতেছেন, প্রতি ৭ বৎসরে শরীরের সমুদয় পরমাণুর পরিবর্ত্তন হয়, নূতন পরমাণুসমূহ তাহাদের স্থান অধিকার করে। সুতরাং শরীর যে প্রতিনিয়তই পরিবর্ত্তিত হইতেছে, ইহাই বিজ্ঞানসিদ্ধ। মনোবুদ্ধি ইন্দ্রিয়াদির ত কথাই নাই, উহাদের বৃত্তি এক মুহূর্ত্তও স্থির থাকে না। সুতরাং যে সকল উপাদানে আমিত্ব আরোপ করিতেছি তাহারা ত প্রতিনিয়ত পরিবর্ত্তনশীল। কিন্তু প্রতি মুহূর্ত্তে জলধারা প্রবাহিত ও পরিবর্ত্তিত হইলেও জলখাত বা নদীত্বের যেমন বাধ হয় না, সেইরূপ দেহেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধ্যাদির পরিবর্ত্তন হইলেও আমিত্বের বাধ হয় না। বস্তুতঃ আমিত্ব, (পরমহংসদেব যাহাকে পাকা আমি বলিতেন) চির দিন ছিল, আছে ও থাকিবে, কিন্তু বুঝিবার ভুলে এ দেহেন্দ্রিয়াদিতে সেই আমিত্ব জ্ঞান আরোপ করিয়া আমাদের রোগশোক যাতনা লাঞ্ছনা ভোগ হইতেছে। প্রকৃত "আমি"র সন্ধান পাইলে আর ভয় ভাবনা থাকে না, তখনই জীব বলে, 'অভয়স্য পারং গতোঽস্মি'—আমি অভয়ের পারে গিয়াছি।

আমরা যখন জাগিয়া থাকি, তখন আমাদের পূর্ণানুভূতি (full consciousness)। যাঁহারা নিদ্রার পূর্ব্বে একটু সাবহিত হইয়া ঘুমান, তাঁহারা নিদ্রাবস্থাতেও লক্ষ্য করিতে পারিবেন যে, তখন চিন্তাগুলি খুব দ্রুতভাবে মনের উপর বৈদ্যুতিক বেগে দৌড়িয়া যাইতেছে। অর্থাৎ স্বপ্নাবস্থায় জগতের অনুভূতি তত স্পষ্ট না হইলেও সূক্ষ্মরূপে মনের উপর খুব তাড়াতাড়ি কার্য্য করিয়া যায়। আমাদের স্বপ্নাবস্থাকে ইংরাজীতে semi-conscious state বলা যাইতে পারে। সুষুপ্তি অবস্থাতেও আমিত্বজ্ঞানের বাধ হয় না। কারণ, গভীর নিদ্রা হইতে উঠিয়া আমরা সকলেই বলিয়া থাকি, "বেশ সুখে ঘুমিয়েছিলাম, তখন কোন জ্ঞান ছিল না।" এই যে আমাদের জ্ঞান ছিল না, স্মৃতি হইতেছে, তাহাতেই স্পষ্ট প্রমাণিত হইতেছে যে, সেখানে আমি

জ্ঞান নিশ্চয়ই সেই না জানা বা অজ্ঞানের সাক্ষিরূপে বর্ত্তমান ছিল। স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, জাগ্রৎ স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই তিন অবস্থাতেই আমিত্ব-জ্ঞানের বাধ হয় না।

এখন দেখা যাক্, দেহনাশ বা মৃত্যুর পরও এই আমিত্বজ্ঞান লুপ্ত হয় কিনা। ঘোরনিদ্রা ও মূর্চ্ছাবস্থার সহিত মৃত্যুর কিছু সাদৃশ্য আছে। আমি যদি হঠাৎ কাহারো মাথায় খুব গুরুতর আঘাত করি, তবে সে তখনি মূর্চ্ছিত হইয়া পতিত হইবে; সেই মূর্চ্ছাবস্থায় আমিত্বজ্ঞান লুপ্তপ্রায়। মূর্চ্ছিত ব্যক্তি মূর্চ্ছাপগমে যখন বলে, আমি মূর্চ্ছিত হইয়াছিলাম, সে অবস্থায়ও নিশ্চিত সূক্ষ্মভাবে আমি জ্ঞান বর্ত্তমান ছিল। মূর্চ্ছিত ব্যক্তি জাগিয়া উঠিয়া আবার জগৎ দেখে, আবার ব্যবহারিক সত্তা অনুভব করে। মৃত্যুও যেন ঐরূপ একটা খুব সজোরে আঘাত—এমন গুরুতর আঘাত—যাহার বেগ এই পঞ্চভূতসঙ্ঘাত ক্ষীণ শরীর ধারণ করিতে পারে না—তাই এই স্থূলশরীর ফেলিয়া গেলেও সূক্ষ্ম শরীরে প্রথমতঃ স্বপ্নাবস্থার ন্যায় অল্প অল্প আমিত্ব বোধ আসে—মূর্চ্ছিতের ন্যায় হয়ত উঠিয়া বলে, আমি মরিয়াছিলাম। মৃত্যুর সময় হইতে যেকাল পর্য্যন্ত এই আমিত্বজ্ঞান (consciousness) না আইসে, সেই সময়কেই বোধ হয়, শাস্ত্রে প্রেতভাব বলে। সেই প্রেতাবস্থায় আমিত্বজ্ঞান লুপ্তপ্রায় হইয়া কোথায় কোন্ নিয়মে যে সূক্ষ্মশরীর ঘুরিতে থাকে, তাহা নির্দ্দেশ করা যায় না—সেই জন্যই শাস্ত্র বলেন, "আকাশস্থো নিরালম্বো বায়ুভূতো নিরাশ্রয়ঃ॥" সূক্ষ্মশরীরে ক্রমে আমিত্বজ্ঞানের স্ফূর্ত্তি হইলে সূক্ষ্মশরীর বিধায় সূক্ষ্মরূপেই জগতের জ্ঞান জন্মায়—যেমন স্বপ্নাবস্থায়। ইহা শাস্ত্রোদিত ও লৌকিক তর্কপ্রমাণেও অবগত হওয়া যায়। সুতরাং দেখা যাইতেছে, কোন কালে কোন দেশে কোন অবস্থাতেই আমিত্ব জ্ঞানের বাধ নাই। ইষ্ট দর্শন করিয়াই মরুন, আর আত্মহত্যা করিয়াই দেহপাত করুন, এই আমিত্ব সর্ব্বদা লেগেই আছে। সুতরাং নিঃশেষ শান্তি নাই। যুক্তিপ্রমাণে তাই দেখা যাইতেছে, যতক্ষণ আমিত্ব জ্ঞান না দূর হইতেছে, ততক্ষণ জীবের শান্তি নাই। তাই পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিতেন, "আমি ম'লে ঘুচিবে জঞ্জাল।"

অতএব দেখা গেল, এই দেহেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধ্যাদি, খাঁটি আমির তুলনায় active আর এই আমি passive। এই দেহেন্দ্রিয়াদি কাজেই এই আমিত্বেরই একটা বিচ্ছিন্নাংশ, যাহা আমিত্বে লীন হইলে আমাদের কার্য্য কারণ ক্রম

মৃত্যু শেষ হয়। এই খাঁটি আমিত্ব বা ব্রহ্মে দেহমনোবুদ্ধ্যাদি লীন হইলে দ্বৈতজ্ঞান থাকেনা, বা জগতের অস্তিত্ব প্রতিভাত হয়না, তাজেই শাস্ত্রে ব্রহ্ম সত্যং জগৎ মিথ্যা বলা হইয়াছে। এই ভাবেই জগতের মিথ্যাত্ব সমর্থিত হয়।

এখন দেখা যাক্, এই আমিত্বের দাগ কিসে যায়। জগতের যতকিছু ধর্ম্মমত,যতকিছু ধর্ম্মপথ,সকলই এই কাঁচা আমিত্ব নাশের এক একটী পন্থা নির্দ্দেশ করিয়া দিতেছে। এই বিভিন্ন পন্থা গুলিকে প্রধানতঃ ত্রিধা বিভক্ত করা যাইতে পারে। জ্ঞানপথ, কর্ম্মপথ ও ভক্তিপথ। বিচারপ্রবণ জ্ঞানী বলেন,—আমি দেহ নই, মন নই, বুদ্ধি নই, হাড় নই, মাস নই—যা কিছু দিয়ে লোক আমিত্বের লক্ষণা করে, তার কিছুই আমি নই—যে চিৎসত্তায় এই বিশ্বসত্তা, আমিই সেই। ইচ্ছাপ্রবণ কর্ম্মী বলেন —কর্ম্ম কি না ফলাকাঙ্ক্ষারহিত হইয়া পরার্থে কার্য্য করা; পরের জন্য দিনরাত ভাবিতে হইলে নিজের ভাবনা ছাড়িয়া দিতে হয়। দান করিবার সময় "শাস্ত্রে বলেছে দান করতে, তাই করছি" এইরূপ ভাবিলেই ঠিক দান করা হয়। আর দান করিয়া যদি কেহ মনে ভাবে, এই দানে আমার নামযশ হইবে, স্বর্গ হইবে, তাহাতে তাহার আমিত্বের উপর আরো বন্ধন পড়ে। সুতরাং ঠিক ঠিক নিষ্কামকর্ম্মে আমিত্বের বাঁধ ভাঙ্গিয়া ক্রমে জীব সেই ব্রহ্মরূপ মহাসমুদ্রে একীভূত হয়। ভাবপ্রধান ভক্ত সকলি ভগবানের লীলা দেখেন। তিনি কোন বস্তুকেই আমার বলিয়া ভাবিতে পারেন না, সকল বিষয়েই তিনি ভগবানে নির্ভরশীল, সর্ব্বদা ভাবেন, "নাহং" "নাহং" অর্থাৎ আমি কিছুই নই—হে প্রভো। তুমিই সব—তুমিই সব। তুমি যন্ত্রী আমি তোমার যন্ত্র। এই মুখ্যাভক্তিতে কাঁচা আমির বাঁধ ক্রমে ভেঙ্গে যায়।

এখানে ঠাকুরের একটি গল্প মনে হচ্ছে। তিনি বল্‌তেন, অনেক বৎসর বাড়ীতে চাকর থাক্‌লে মুনিব তাকে ক্রমে আপনার বলে জানে। চাকর হয়ত কর্ত্তার ভালবাসায় পড়ে আর দেশে যায় না, বাড়ী ঘর ভাই বন্ধু মা বাপ পর্য্যন্ত ভুলে যায়। তখন মুনিবই তার জীবনের আশ্রয় হয়। মুনিবেরও চাকরের প্রতি এত ভালবাসা জন্মে যে, সে আর তাকে চাকর বলে ভাবে না, আপনার জন বলে জানে। এদিকে ত এই চাকর মুনিব সম্বন্ধ। কিন্তু কার্য্যোপলক্ষে দেশান্তরে যাবার কালে মুনিব হয়ত বাড়ীর সর্ব্বস্ব ভার সেই চাকরের হাতে সঁপে দিয়ে যায়। সেই রূপ যে তন্ মন ধন দিয়ে ভগবানের সেবা করে, কালে হয়ত সেই ভগবান্ তাকে বলেন, তুই আমার স্থানে ব'স্।

অর্থাৎ একদিন কৃপা করিয়া হয়ত তাকে জানিয়ে দেন, তুই আমি অভেদ অর্থাৎ তাহার "অহং ব্রহ্মাস্মি" ভাব অনুভূতি করিয়ে দেন। সুতরাং তার আর এতটুকু আমিত্বও থাকেনা।

এইরূপ সকল মতালোচনায় ইহাই দৃষ্ট হয় যে, সকল পথই কেবল আমিত্ব-নাশের বিভিন্ন উপায় নির্দ্দেশ করিয়া দিতেছে। বিচার, ইচ্ছা ও ভাবপরবশতার তারতম্যই কেবল এই বিভিন্নতা। রুচি অনুসারে যে কোন মতানুসরণে এই আমিত্ব নাশই প্রকৃত মনুষ্যত্ব। আমিত্বের বিলুপ্তিকে ভাষান্তরে ত্যাগ বলে; ত্যাগ না আসিলে আমিত্ব দূর হয় না—চাই তুমি জ্ঞানপথে যাও, চাই তুমি কর্ম্মপথে যাও, চাই তুমি ভক্তি পথেই যাও। ত্যাগ—পূর্ণ জ্ঞানসূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে শুভ অরুণোদয়যোগ। তাই শ্রুতি বলিতেছেন, "ন ধনেন ন চেজ্যয়া ত্যাগেনৈকেন অমৃতত্বমানশুঃ"—ধন লাভ বা পরিজন লাভ দ্বারা অমৃতত্ব লাভ হয় না; শুধু ত্যাগ দ্বারাই জীব অমৃতত্ব লাভ করে। সংসার (বা ঠাকুর যাহাকে কামিনী কাঞ্চন বলিতেন,) ত্যাগ না করিলে ব্রহ্মবিবিদিষা প্রবলা হয় না—পূর্ণ আমিত্বের খেই পাওয়া যায় না। ত্যাগ এলেই সব এল। ক্রমে শ্রবণ-মননাদি সহায়ে আত্মতত্ত্ব প্রত্যক্ষানুভূত হয়। তখনি জীব বলে,—

"ব্রহ্ম সত্যং জগৎ মিথ্যা জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ।
ইদমেব তু সচ্ছাস্ত্রমিতি বেদান্তডিণ্ডিমঃ॥
অন্তর্জ্জ্যোতির্ব্বহির্জ্যোতিঃ প্রত্যক্‌জ্যোতিঃ পরাৎপরঃ।
জ্যোতির্জ্যোতিঃ স্বয়ংজ্যোতিরাত্মজ্যোতিঃ শিবোঽস্ম্যহম্॥

ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা, জীবই ব্রহ্ম, অপর নহে—ইহাই উত্তম শাস্ত্র, ইহাই বেদান্তের ডিম্ ডিম্ বাদ্য স্বরূপ ঘোষণা। আমি সকল প্রাণীর অন্তঃস্থিত তেজঃস্বরূপ, আমি বাহ্য তেজঃস্বরূপ, শূন্যস্থ তেজঃস্বরূপ; আমি জ্যোতির জ্যোতি স্বরূপ, স্বয়ং জ্যোতিস্বরূপ, স্বপ্রকাশরূপী পরাৎপর ও শিবস্বরূপ। ইহাই প্রকৃত আমিত্ব। ওঁ তৎসৎ ওঁ।

রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম ৺কাশীধাম।

নিবেদন।

স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার বক্তৃতায় পত্রে, গ্রন্থে বার বার বলিয়া গিয়াছেন, দরিদ্র আতুর "নারায়ণ" গণের সেবা কর, ইহাই এ যুগের যুগধর্ম্ম।

এই ধর্মের অনুষ্ঠান করিলে অর্থাৎ প্রতিমায় যেমন ঈশ্বর পূজা হইয়া থাকে, তদ্রূপ অনাথ ও ক্ষুধার্ত্ত পীড়িতগণকে ঈশ্বর জ্ঞান করিয়া কায়মনোবাক্যে তাহাদের সেবা করিলে চিত্তশুদ্ধি ও পরিশেষে মুক্তি পর্য্যন্ত লাভ হয়।

এই যুগধর্ম্ম কার্য্যে পরিণত করিবার উদ্দেশ্যে স্বামীজী নানা স্থানে অনাথালয়, সেবাশ্রমাদি প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন। তন্মধ্যে বারাণসী ধামে প্রতিষ্ঠিত রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম সম্বন্ধীয় কয়েকটী কথা পাঠকবর্গের নিকট নিবেদন করিতে চাই। এখানে অন্যান্য সহর অপেক্ষা রাস্তার ধারে বা গঙ্গাতীরে অনেক বৃদ্ধ রুগ্ন ও মুমূর্ষু ব্যক্তি দেখিতে পাওয়া যায়, সেবকগণ এই সকল পীড়িত ও দুর্ব্বল ব্যক্তিদিগকে উঠাইয়া লইয়া আসিয়া আশ্রমে রাখেন। যাঁহারা অন্ধ বা বৃদ্ধাদি বলিয়া ভিক্ষা করিতে অসমর্থ, তাঁহাদের বাসস্থানে যাইয়া তাঁহাদের আবশ্যকীয় অন্ন বস্ত্র ও বাসন ভাড় ইত্যাদি দেওয়া হয়। যাঁহারা দৈহিক পরিশ্রমে বা আত্মীয় স্বজনগণের সামান্য সাহায্যে কোনরূপে কায়ক্লেশে গ্রাসাচ্ছাদন নির্ব্বাহ করেন, তাঁহারা পীড়িত হইলে চিকিৎসার কোন উপায় থাকে না। সেবা শুশ্রূষা করিবারও কেহ থাকে না। এইসকল ব্যক্তিগণের বাটীতে ডাক্তার লইয়া গিয়া ঔষধাদির ব্যবস্থা করা হয়, ও সমিতির সেবকগণ যাইয়া তাঁহাদের সেবা করিয়া থাকেন। যে সকল ভদ্রবংশীয় ব্যক্তি অদৃষ্টবশে নিঃস্ব হইয়া গিয়াছেন এবং যাঁহারা সাধারণ দান স্থলে উপস্থিত হইয়া ভিক্ষা করা অপেক্ষা প্রাণত্যাগ শ্রেয়স্কর জ্ঞান করেন, সমিতির সেবকগণ অন্বেষণ করিয়া সেই সকল লোকের অবস্থা অবগত হইয়া তাঁহাদিগকে বিশেষ সাহায্য করিয়া থাকেন।

আর একটী বিষয় পাঠকগণের নিকট নিবেদন করিতে চাই। আজকাল চারিদিকে দুর্ভিক্ষানল প্রজ্বলিত হইয়াছে; সর্ব্বত্রই প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্যের মূল্য অতিরিক্ত বাড়িয়া গিয়াছে। এই নিত্য দুর্ভিক্ষের দিনে মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকগণের অবস্থা যে কিরূপ শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে ও দিন দিন দাঁড়াইতেছে, তাহা লেখনী দ্বারা বর্ণনা করা যায় না। দেখা যাইতেছে যে, বঙ্গদেশের অনেক ভদ্র পরিবার এইরূপে একেবারে কপর্দ্দকশূন্য হইয়া শেষ ভরসা স্থান অন্নপূর্ণার ৺কাশীধামে আশ্রয় লইতেছেন।

এই সকল ব্যক্তির সেবার জন্য প্রায় আট বৎসর যাবৎ এই রাম-

কৃষ্ণ সেবাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, এবং সাধারণের নিকট ভিক্ষা দ্বারা এই সেবাকার্য্য নির্ব্বাহ হইয়া আসিতেছে, এবং অনেক নিঃস্বার্থ তরুণ যুবক এই সেবাকার্য্যে জীবনোৎসর্গ করিয়া নিজ নিজ কল্যাণ সাধন করিয়াছেন ও করিতেছেন।

কার্য্যের যেরূপ সংক্ষিপ্ত আভাস দেওয়া হইল, তাহাতে সহজেই বুঝিতে পারিবেন যে, এই কার্য্যের প্রসারের জন্য দুইটী জিনিষের বিশেষ প্রয়োজন। প্রথমতঃ মানুষ চাই, দ্বিতীয়তঃ অর্থ। যে উদ্দেশ্যে এই আশ্রম স্থাপিত হইয়াছে, সেই উদ্দেশ্য অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইলে, অর্থাৎ সেবাধর্ম্ম সাধনের দ্বারা আত্মোন্নতি সাধনই যদি এই আশ্রমের মুখ্য আদর্শ হয়, তাহা হইলে এক দল সেবকসম্প্রদায়ের বিশেষ প্রয়োজন, যাঁহারা এই কার্য্যে জীবনোৎসর্গ করিতে পারেন। বর্ত্তমান সেবকগণ অক্ষম বা পরলোকগত হইলে তাঁহাদের স্থানাধিকার করিবার উপযুক্ত লোক যদি না থাকে, তবে কালে ইহার আদর্শ লুপ্ত হইয়া গিয়া ইহা একটী সাধারণ হাঁসপাতালে পরিণত হইবার বিশেষ সম্ভাবনা। আজ এই দেশব্যাপী স্বদেশী আন্দোলনের দিনে স্বদেশী নর নারীর সেবায় জীবনোৎসর্গ করিতে প্রস্তুত কি কেহ নাই?

উপস্থিত আশ্রমটী একটী ভাড়াটিয়া বাটীতে অবস্থিত, তথায় কষ্টে সৃষ্টে দশটি মাত্র রোগীর স্থান সংকুলান হয়। পাঠকগণ বুঝিতে পারিতেছেন, এখানে ওলাউঠা, বসন্ত প্রভৃতি সংক্রামক রোগগ্রস্ত রোগী রাখা অতি অসুবিধাজনক। রক্তামাশয়াক্রান্ত রোগী এক কালে অধিক আসিলে তাহাদিগকে রাখিবারও বিশেষ অসুবিধা। সময় সময় বাধ্য হইয়া কঠিন পীড়াক্রান্ত রোগীর পার্শ্বে অপেক্ষাকৃত ভাল অবস্থার রোগীদিগকে রাখিতে হয়। এই সকল নানা অসুবিধার জন্য সেবকগণ তাঁহাদের অভিপ্রায়ানুরূপ সেবা করিতে পারিতেছেন না; এমন কি, স্থানাভাব বশতঃ যথার্থ অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিকেও বঞ্চিত করিতে হয়। সেবকগণের থাকিবারও যথেষ্ট স্থান নাই। এই সকল কারণে অনেক দিবস হইতে সেবাশ্রমের একটী নিজস্ব বাটি হইবার কল্পনা সেবকগণের মনে উদিত হইয়াছে, এবং প্রায় এক বৎসর হইল, সাধারণের সাহায্যে কাশীর লাক্সা নামক স্থানে একটি জমিও ক্রীত হইয়াছে, কিন্তু উপযুক্ত অর্থাভাবে এখনও বাটী নির্ম্মাণ আরম্ভ করিতে পারা যায় নাই। বাটীর জন্য প্রায় ২১০০০৲ টাকার প্রয়োজন, তন্মধ্যে ৮৩৯৮ টাকা মাত্র সংগৃহীত হই-

যাছে। সেই জন্য আমরা ভিক্ষাপাত্র হস্তে আবার আপনাদের নিকট উপস্থিত। আপনি কি কিছু ভিক্ষা দিবেন?

এই আশ্রম বাটীর জন্য সমগ্র ভারতবাসীর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা আমরা ঠিক ভিক্ষা বলিয়াও মনে করি না। যাঁহারা সৎকর্ম্ম যেখানেই হউক তাহাতেই সাহায্য করিয়া থাকেন, তাঁহাদের কিছু বলিবার নাই। কিন্তু যাঁহাদের মনে এইরূপ উদয় হয় যে, কাশীবাসীর অভাব কাশীবাসী লোকেরই দূর করা উচিত, তাঁহাদিগকে বলিতে চাই, কাশীধামে ভারতের সকল প্রদেশের বিশেষতঃ বঙ্গদেশের দরিদ্র আতুরই অল্লাধিক পরিমাণে আগমন করিয়া থাকে। রেল হইয়া এই সকল আগন্তুকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে। সুতরাং সকল প্রদেশের, বিশেষতঃ বঙ্গদেশের সকল সমর্থ ব্যক্তিরই এই আশ্রমকে দৃঢ়প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টা করা কি পরম কর্ত্তব্য নহে?

এ সম্বন্ধীয় বিস্তারিত বিবরণ যদি জানিতে চান, তাহা হইলে সেক্রেটারী রামকৃষ্ণ হোম অব সারভিস, রামাপুরা, বেনারস সিটি ঠিকানায় পত্র লিখিবেন। অর্থাদি সাহায্যও ঐ ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে। সংবাদপত্রে ঐ সকল দানের প্রাপ্তি স্বীকার করা যাইবে।

ভাব্‌বার গল্প।

(শ্রীকিরণ চন্দ্র দত্ত।)

জেলা হাওড়ার অন্তর্গত—থানার এলাকাভুক্ত—নামে একখানি অতি প্রাচীন ক্ষুদ্র পল্লীগ্রাম আছে। গ্রামখানি ক্ষুদ্র হইলেও বঙ্গমাতার অপরাপর বিচিত্র শোভাশালিনী পল্লীরাণীর ন্যায় প্রকৃতি দেবীর বিশেষ কৃপাপাত্রী। গ্রামের অধিকাংশ অধিবাসীই কৃষকশ্রেণীভুক্ত ও কৃষিকার্য্যই তাহাদের জীবিকার্জ্জনের একমাত্র অবলম্বন। আমাদের বক্তব্য ঘটনার নায়ক কিন্তু এ শ্রেণীর নহেন। দেবেন্দ্রনাথ জাতিতে কায়স্থ ও এক গণ্যমান্য বংশের সন্তান। ইঁহাদের ন্যায় আরও দুই দশ ঘর কায়স্থ ও দুই চারি ঘর বর্ণগুরু ব্রাহ্মণদ্বারা এই গ্রামখানি সুশোভিত। ব্রাহ্মণগণ যেন গ্রাম-

খানির গ্রাম্য দেবতাস্বরূপ। যে কয়েক ঘর কায়স্থ আছেন, তাঁহারাই ইহার ক্ষত্রিয় রাজসিংহাসনাভিষিক্ত রক্ষকস্বরূপ। ইঁহারা ব্যতীত দুই দশ ঘর নিত্য-প্রয়োজনীয় পণ্য দ্রব্য ব্যবসায়ী, গোপ, কর্ম্মকার প্রভৃতি ও প্রধানতঃ কৃষক-গণের দ্বারাই গ্রামখানি পরিপূর্ণ।

গ্রামখানি সমৃদ্ধিশালিনী না হইলেও পূর্ব্বেই বলিয়াছি, পল্লীশোভায় বঞ্চিতা নহে। দেবেন্দ্রনাথের নাতিবৃহৎ আবাসভবন ও পার্শ্বস্থ ক্ষুদ্র মনোহর উদ্যান, নানাফুলফলপ্রসূ তরুরাজি পরিপূরিত ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুষ্করিণী শোভিত হইয়া গ্রামখানির অসামান্য শোভাবর্দ্ধন করিয়াছিল। কিন্তু আমরা যে সময়ের কথা লিখিতেছি, সে আজ প্রায় পঁচিশ ত্রিশ বৎসরের কথা, তখন দেবেন্দ্রনাথের কুললক্ষ্মী চঞ্চলা, দেবেন্দ্রনাথ দারিদ্র্যদুঃখপ্রপীড়িত; এমন কি, ঘরে কাল কি উপায় হইবে, তাহারও সংস্থান নাই। দেবেন্দ্র-নাথের পল্লীভবন বাহিরে এত শোভাযুক্ত বোধ হইলেও অন্তরে লক্ষ্মী পরি-ত্যক্তা, সুতরাং হতশ্রী। দেবেন্দ্রনাথ তখন ২২।২৩টী গ্রীষ্মকাল অতিক্রম করি-য়াছেন মাত্র। দেশের তাৎকালিক প্রচলিত আচার অনুসারে, সুনিয়মেই হউক আর কুনিয়মেই হউক, কৈশোর উত্তীর্ণ হইতে না হইতেই বিবাহনিগড়া-বদ্ধ হইয়া পশুশালার পিঞ্জরাবদ্ধের ন্যায় তিনি এক অদ্ভুত জীবে পরিণত হইয়াছিলেন। বধূ নিশ্চয়ই প্রায় সমবয়স্কা ছিলেন, নতুবা এই কয়েক বৎসরের মধ্যেই কি প্রকারে তিন চারিটী কুমার কুমারী উপহার দিবেন! এইরূপ পুত্রকলত্র পরিবেষ্টিত, অথচ ঘরে চাল নাই, এমন অবস্থায় মানুষ যেরূপ হয়, দেবেন্দ্রনাথও তেমনই হইয়াছিলেন। পৈতৃক ভূসম্পত্তি যথেষ্ট ছিল। কর্ত্তাদিগের অন্তর্দ্ধানের সঙ্গে সঙ্গেই নানা কারণে সে সকলই প্রায় নষ্ট হইয়া যায়। আত্মীয়স্বজনবর্গের অতিরিক্ত ঘনিষ্ঠতাই তন্মধ্যে প্রধান। দেবেন্দ্রনাথের কোন দোষই নাই। দেবেন্দ্রনাথ নিষ্কলঙ্ক, পূতচরিত্র ও উদারস্বভাব। যৎসামান্য যাহা ছিল, তাহাই বিক্রয় করিয়া অতি কষ্টে এক রকম চলিয়া যাইতেছিল। কিন্তু বর্ত্তমানে একেবারেই অচল। অতঃ-পর স্থির হইল, চাকরি ভিন্ন উপায় নাই। দেবেন্দ্রনাথ একে একে সমস্ত ব্যবস্থা করিয়া হঠাৎ কাহাকে কিছু না বলিয়া একদিন প্রভাতে কলিকাতা অভিমুখে যাত্রা করিলেন। বলা বাহুল্য, চাকরি উদ্দেশ্যে।

—গ্রাম হইতে বরাবর পূর্ব্বাভিমুখে যে রাস্তাটী গিয়াছে, উহা অবলম্বনে কলিকাতা মহানগরীতে আসা যায়। দেবেন্দ্রনাথ বেলা ৮টা আন্দাজ

কলিকাতা হইতে কিছু দূরে একটী গ্রামের পার্শ্ব দিয়া আসিতেছিলেন। মুখখানি বিমর্ষ, রৌদ্রতাপে তপ্ত, দেখিলেই বিশেষ চিন্তাযুক্ত বলিয়া বোধ হয়। দেবেন্দ্রনাথ যতই অগ্রসর হন, ততই পরিবারবর্গের বিষাদক্লিষ্ট বদন, বালকবালিকাগণের অনশনজনিত শীর্ণ দেহ-যষ্টির কথা মনে পড়িয়া, তাঁহাকে ম্লান করিয়া ফেলে। পথিমধ্যে একটী দোকানে অল্পক্ষণ বিশ্রাম করিয়া, বেলা ২টার সময় পবিত্রসলিলা ভাগীরথীর পূতবারি দেবেন্দ্রনাথের নয়নগোচর হইল। সম্মুখে অপর পারে প্রাসাদতুল্য নানা সৌধশ্রেণী সুশোভিত মহানগরী অসংখ্য নরনারী মুখরিত ও শকটাদির গতিধ্বনিযুক্ত হইয়া বিচিত্রভাবে অবস্থিত ছিল। সে দিন কলিকাতা আসিয়া কোনও রকমে অতিবাহিত করিয়া পর দিবস চাকরি উদ্দেশ্যে আফিস আদালত অভিমুখে যাত্রা করিলেন। লালদিঘীর উত্তরপার্শ্বস্থ ফুটপাতের উপর দিয়া দেবেন্দ্রনাথ যাইতেছিলেন। ভবানীচরণ নামক তাঁহার জনৈক বাল্যবন্ধু একটী আফিসে কর্ম্ম করিতেন। তাঁহার নিকট কর্ম্ম কাজের কোনও সুবিধা হইবে কি না জানিবার জন্য একমনে দ্রুতগতিতে সম্মুখে যাইতেছিলেন। সুগ্রহেই হউক আর কুগ্রহেই হউক, হঠাৎ একটী Gentlemanএর গায়ে এই নিগারের ধাক্কা লাগিল। দেবেন্দ্রনাথ ভীত হইয়া অত্যন্ত অপরাধীর ন্যায় সঙ্কুচিতভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করিলে সাহেবটী বলিল, "বাবু, তোমার পথ না দেখিয়া চলার কারণ কি?" সাহেবটীর এই যথার্থ ভদ্রজনোচিত প্রশ্নে দেবেন্দ্রনাথ সাহসের উপর নির্ভর করিয়া আপনার সমস্ত কাহিনী এই অপরিচিত বিদেশীর নিকট বলিয়া ফেলিল। সাহেব "Babu, Come with me" বলিয়া দেবেন্দ্রনাথকে পশ্চাদ্গমন করিতে বলিল। দেবেন্দ্রনাথ সেই দেবোপম সহৃদয় সাহেবের সঙ্গে সঙ্গে চলিল। ফলে ঈশ্বরানুগ্রহে দেবেন্দ্রনাথের ১৫৲ টাকা বেতনের একটী চাকরি হইল। পাঁচটী করিয়া টাকা আপন ব্যয় সংকুলনার্থ রাখিয়া বাকী ১০৲ টাকা প্রতি মাসে দেবেন্দ্র বাটী পাঠাইতে লাগিলেন। ধন্য ভগবান্, ধন্য তোমার মহিমা!

উক্ত ঘটনার পরে পাঁচ বৎসর চলিয়া গিয়াছে। দেবেন্দ্রনাথের সংসারের ছবি অপেক্ষাকৃত উজ্জ্বল। প্রতি বৎসর সেই দীনবৎসল সাহেবের অনুগ্রহে ও দেবেন্দ্রনাথের কার্য্যতৎপরতায় পাঁচ টাকা করিয়া বেতন বৃদ্ধি হইয়া তাঁহার বর্ত্তমান বেতন মাসিক চল্লিশটাকা দাঁড়াইয়াছে। লক্ষ্মীর সমাগমে দেবেন্দ্রনাথের আবাসভবন পুনরায় নব শ্রীধারণ করিয়াছে। দারিদ্র্য বলি-

লতা দূর হইয়া স্বচ্ছলতার সোণার ছবি ধীরে ধীরে পরিস্ফুট হইতেছে। কিছুদিন পূর্ব্বে যে সকল নিকট আত্মীয় ও কুটুম্বগণের কৃপায় দেবেন্দ্রনাথের সর্ব্বস্ব নাশরূপ অপূর্ব্ব সৌভাগ্য সমুদিত হইয়াছিল এবং যাঁহারা এই কয়েক বৎসর দেবেন্দ্রনাথের বাস্তুভিটায় পদার্পণ করা দূরে থাক্, লোকমুখেও কোন সংবাদ লইতেন না, কিছুদিন হইল, আবার তাঁহাদিগের শুভাগমনে ও দেবেন্দ্রনাথের উপর অবিশ্রাম আশীর্ব্বচন বর্ষণে তাঁহার পল্লীভবন মুখরিত হইতে শুনা গিয়াছিল।

এদিকে দেবেন্দ্রনাথ কি ভাবে জীবন যাপন করিয়া আসিতেছেন, পাঠক, একবার দেখিবেন কি? শুনিলে বিস্ময়াপন্ন হইবেন যে, তিনি সেই প্রথম মাস হইতেই অদ্যাবধি স্বীয় আহারাদি ও অন্যান্য যাবতীয় খরচের জন্য পাঁচটী মাত্র টাকা রাখিয়া বাকী সমস্ত টাকা পরিবারবর্গের সেবায় জন্য পাঠাইয়া আসিতেছেন। ৫টি মাত্র টাকায় আপনার সমস্ত খরচা চালাইয়া যে অতি কষ্টে তিনি কালযাপন করিতেছিলেন, সে বিষয়ে তিনি একবারও ভাবেন নাই। তাঁহার কেবল এক চিন্তা—সংসার কিরূপে স্বচ্ছলভাবে চলে। সংসারে ত অনেকেই কষ্টভোগ করিয়াছেন ও সুখের ছবিও অনেকেই দেখিয়াছেন, কৈ, অমন স্বীয় সুখ স্বার্থে জলাঞ্জলি দিয়া পরিবারবর্গের ক্লেশাপনোদনে যত্নবান্ কদাচিৎ দৃষ্ট হয়। সংসারের কর্ত্তা যিনি, তিনি যদি অভাবমোচনোপযোগী উপায়ক্ষম হয়েন, তবে তিনি, নিজে রাজভোগে দেহ পরিপুষ্ট করিতে থাকেন, ইহাই সচরাচর দৃষ্ট হয়। দেবেন্দ্রনাথ যাহা করিতেছেন, তাহা আর কিছুই নহে, আত্মীয় স্বজনের জন্য নিজ স্বার্থত্যাগ। সংসারে থাকিয়া এরূপ ত্যাগ বিরল। ইহাকেই বলে, charity begins at home—'দয়ার জনমভূমি ঘর আপনার।'

এইরূপে দেবেন্দ্রনাথ ১০ বৎসর দীর্ঘ প্রবাসের পর সাহেবের নিকট ছুটী লইয়া একদিন জন্মভূমির উদ্দেশে যাত্রা করিলেন। দেবেন্দ্রনাথ তখন ৯০টাকা বেতন পাইতেছেন। এখনও সেই নিয়মে বাটীতে টাকা আসিতেছিল। দেবেন্দ্রনাথের সহধর্ম্মিণী মাসিক ৮৫ টাকা পাইতেছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ বাটী আসিয়া সুতসুতাগণের প্রফুল্ল বদনকান্তি দর্শনে যে কি পর্য্যন্ত সুখী হইলেন, তাহার বর্ণনা আমাদের অসাধ্য। দেবেন্দ্রনাথের আগমন সংবাদে গ্রামে একটী সাড়া পড়িয়া গেল। শত্রু মিত্র সকলেই আসিল ও দেবেন্দ্রনাথের আদর আপ্যায়নে সন্তুষ্ট হইয়া যথাযোগ্য সম্ভাষণাদি করিয়া একে একে বাড়ী ফিরিল।

দেবেন্দ্রনাথ এই ভাবে কয়েকদিন অতি আনন্দের সহিত যাপন করিলেন। এদিকে ক্রমে ছুটীর দিন ফুরাইয়া আসিল। দেবেন্দ্রনাথও কলিকাতা আসিবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। সহধর্ম্মিণীর সহিত নানা আলাপনের পর দেবেন্দ্রনাথ হঠাৎ পারিবারিক অভাব অভিযোগাদি সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলেন। মন্দাকিনী সেকালের মেয়ে,কিছু গোপন না করিয়া বলিল, গত মাসের দুধের টাকার দরুণ ৫টি টাকা দেনা আছে এবং জানাইল ইহা ব্যতীত আর কোনও অভাবই নাই। ইহার পর অন্য দু একটা কথা হইল। দেবেন্দ্রনাথ কলিকাতা আসিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। ইতিপূর্ব্বে দেবেন্দ্রনাথের প্রবাস কালীন দেবেন্দ্রনাথের কন্যা প্রিয়ম্বদার বিবাহ হইয়া গিয়াছিল। দেবেন্দ্রনাথ পত্রে তাহা সংবাদ লয়েন। আজ তিন দিন হইল, দেবেন্দ্রনাথ জামাতা বিপিনবিহারীকে আনাইয়াছে। বিপিনবিহারী তখন কলিকাতার কলেজে বি, এ, অধ্যয়ন করেন। সেটি তাহার তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণী অর্থাৎ Third-year class। কলেজে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার্থিগণের স্থান নির্দিষ্ট হওয়ায় কলেজ বন্ধ ছিল। সেই অবকাশ উপলক্ষে বিপিনবিহারী এই কয়েক দিবস বাটী আসিয়াছে মাত্র। দেবেন্দ্রনাথ কন্যা সুপাত্রে ন্যস্ত হইয়াছে দেখিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন। একে একে সকলের প্রতি স্নেহ আশীর্ব্বাদ জ্ঞাপন করিয়া দেবেন্দ্রনাথ কলিকাতা যাত্রা করিলেন।

পুনরায় দেবেন্দ্রনাথ সেই পথে আগমন করিতেছেন। বহু দিবস পূর্ব্বে অতি দীনভাবে একবার এই পথ দিয়া গিয়াছিলেন। আজ তিনি অপেক্ষাকৃত প্রশান্ত ও প্রফুল্ল। কিন্তু তথাচ মুখে কি যেন কি একটি চিন্তার রেখা পরিলক্ষিত হইতেছিল। এবারও সেই দোকানে দেবেন্দ্রনাথ বিশ্রাম লইতেছেন। কিছু জলযোগাদি করিবার পর তাম্বুল চর্ব্বন করিতে করিতে দেবেন্দ্রনাথ অনন্যমনে ভাবিতেছেন। সেবারেও এইরূপ চিন্তাযুক্ত ছিলেন। কিন্তু সেবারের চিন্তার একটা বিশেষ বিষয় ছিল ও একটা সীমা ছিল বলিয়া বোধ হইয়াছিল। এবারের চিন্তার বিশেষ একটা বিষয় পাওয়া যাইতেছে না বা এ চিন্তার অবসান কোথায়, তাহাও নির্ণীত হইতেছে না। গতবারে দেবেন্দ্রনাথের চিন্তার বিষয় ছিল দারিদ্র্য, ও কোনও রূপে কিঞ্চিৎ অর্থোপার্জ্জনের দ্বারা তাহার মোচন। এবার কিন্তু সে সকল ভাবনাদি রহিত হইয়াও যে তিনি কি ভাবিতেছিলেন ও কিসে যে তাহার একটা

সুমীমাংসা বা উপায় হইবে, তাহার কিছুই স্থির করিতে পারিতেছিলেন না। আসুন পাঠক, আমরা দেবেন্দ্রনাথের এই অভিনব চিন্তার বিষয়ে প্রবেশ করি। দেবেন্দ্রনাথ ভাবিতেছিলেন, বহু কষ্ট ছিল, বিদেশী প্রতিপালক সাহেবের অনুগ্রহে সে কষ্ট গিয়াছে। তদানীন্তন দুঃখ দারিদ্র্যের তাড়নে সন্তানসন্ততির ম্লান মুখচ্ছবি আজ অপেক্ষাকৃত প্রফুল্ল, শীর্ণ-দেহ পুষ্ট। কিন্তু এত পরিশ্রম ও কষ্ট স্বীকার করিয়াও কই, পরিবার-বর্গের পূর্ণ অভাব মোচনে ত সক্ষম হই নাই। এখনও ঋণ করিয়া সংসার চলিতেছে। দেবেন্দ্রনাথ শুনিয়াছেন যে, দুগ্ধের হিসাবে পাঁচ টাকা গত মাসের বাকী আছে। পঁচাশি টাকা পাঠাইয়াও যে সংসারের সমস্ত ব্যয় সংকুলান হইতেছে না, সে অভাব কি কখনও মোচন হইবে? শরীর পাত করিয়া সংসার সেবায় আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন, কিন্তু কই, অভাব একেবারে দূর করিতে ত পারেন নাই। এইরূপে তিনি বহুক্ষণ চিন্তা করিয়া অবশেষে স্থির করিলেন যে, মানুষ বোধ হয় অভাব মোচনের কর্তা নহে। মানুষ যতই চেষ্টা করুক না কেন, সে বোধ হয় এ সকলের নিয়ন্তা নহে। এ জগৎসংসারের যিনি নিয়ন্তা ও ধাতা, তিনি এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সংসারেরও কর্তা ও বিধাতা। যিনি জগৎসংসারের অভাব অভি-যোগাদি মোচন করিয়া অনাদিকাল হইতে ইহার পরিচালনা করিয়া আসিতেছেন, তিনিই এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সংসারাদির দুঃখ কষ্ট মোচন করিয়া তাপক্লিষ্ট মানবগণের সুখ স্বচ্ছন্দতার সমাবেশ করিতেছেন। বৃহৎও যাঁহার, ক্ষুদ্রও তাঁহার। অন্য কর্তা বা ধাতা কোথা হইতে আসিবে? পনের বৎসর পূর্ব্বেই তিনিই এই হতভাগ্যকে শ্রীচরণে আশ্রয় দিবার মানসে বিদেশী বিজাতীয় ব্যক্তির হৃদয়ে করুণারূপে দেখা দিয়া এত গুলি জীব রক্ষা করিয়াছিলেন। স্রষ্টার সৃষ্টি, তুমি আমি কে কাহার উপ-কার বা অপকার করিব? জয় জগদীশ্বর! আর না, বুঝিয়াছি প্রভু, আর আমায় ছলনা করিও না। আর আমি তোমায় ছাড়িব না। সুধাসমুদ্রের সন্ধান পাইয়াছি আর আমায় সংসার রূপ সামান্য কূপের ক্ষুদ্র সুখের সন্ধানে ফিরাইও না তিনি আরও ভাবিলেন, আমি এতদিন আপনাকে কর্তাস্থানে ভাবিয়াছিলাম, সংসার চালাইব—কিন্তু দেখিতেছি, সংসার ত কোন মতেই চলে না। লক্ষ মুদ্রাও যদি আমি উপার্জ্জন করি, তাহা হইলেও যে অভাব, সেই অভাবই থাকিয়া যাইবে, কোন মতে সংসার চলিবে না।

যদি সেই পরমানন্দ স্বরূপ পরমেশ্বরকে লাভ করিয়া অভাব বুত্তিরই মূলোচ্ছেদ হয়, তবেই প্রকৃতরূপে সংসার চলিবে। তবে আর কেন বৃথা অনিত্য ধাঁধায় ঘুরিয়া মরি?

এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে তিনি দোকান পরিত্যাগ পূর্ব্বক কলিকাতার বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পর দিবসে আফিসে যাইয়া যাহা করিলেন, তাহা দেখিয়া সকলেই বিস্মিত ও স্তব্ধ হইল। সাহেবের নিকট গিয়া তাঁহার প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞতা জানাইয়া দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার কর্ম্মত্যাগ পত্র দাখিল করিলেন—বলিলেন, কোন কারণে বাধ্য হইয়া তিনি কর্ম্মত্যাগ করিতেছেন। সাহেব দেবেন্দ্রনাথকে অতিশয় ভাল বাসিতেন—তাঁহার ন্যায় বিশ্বস্ত ও পরিশ্রমী কর্ম্মচারী তাঁহার আর কেহ ছিল না। সাহেব প্রথমতঃ মনে করিলেন, বোধ হয় কোন কর্ম্মচারীর দুর্ব্যবহারে বাধ্য হইয়া তিনি চলিয়া যাইতেছেন। দেবেন্দ্রনাথকে ঐ কথা বলায় তিনি বলিলেন, "না না, সকলেই আমার প্রতি অতিশয় অনুগ্রহ করিয়া থাকেন।" সাহেব—"তবে কি তোমার আরো মাহিনা চাই? আজই তোমার আরও ৫০ টাকা বাড়াইয়া দিতেছি।" দেবেন্দ্র—"তাহাতেও আমার চলিবে না।" সাহেব—"আচ্ছা, আরও ৫০ টাকা বাড়াইয়া দিতেছি।" দেবেন্দ্র করযোড়ে বলিল, "প্রভু, আমায় লক্ষ টাকা মাহিনা দিলেও আমার চলিবে না, আমায় ক্ষমা করুন।" দেখিতে দেখিতে দেবেন্দ্র অদৃশ্য হইল। সাহেব ও কর্ম্মচারিগণ ভাবিলেন—বেচারার মাথা খারাপ হইল নাকি?

এই ঘটনার পর দ্বাদশটী দীর্ঘ বৎসর অতিবাহিত হইয়াছে। একদিন এক দীর্ঘ জটাজূটশোভিতমস্তক, শ্মশ্রুজালাবৃত আনন, তেজঃপুঞ্জকায় সন্ন্যাসী ভবানীচরণের কলিকাতার বাসার দ্বারদেশে আসিয়া উপস্থিত। দ্বারদেশে এক তেজোব্যঞ্জক উন্নতকায় সন্ন্যাসী মূর্ত্তি অবলোকন করিয়া ভবানীচরণ কথঞ্চিৎ চমকিত হইলেন ও পরে আগন্তুককে ক্রমশঃ আবাসমধ্যে অগ্রসর হইতে দেখিয়া আরও বিস্ময়াপন্ন হইলেন। সন্ন্যাসী গম্ভীরভাবে ডাকিলেন, "ভবানীচরণ"—গৃহস্বামী আরও চমকিত। ভাবিতেছেন, এ নবাগত অপূর্ব্বদৃষ্ট সন্ন্যাসিবর কি করিয়া তাঁহার নাম জানিলেন! নিশ্চয়ই ইনি কোনও মহাপুরুষ হইবেন! যোগবলে সকলই অবগত হইয়াছেন! আজ আমার সুপ্রভাত! বহু ভাগ্যবশে এই মহাপুরুষ সন্দর্শন

ঘটিল। এই মনে করিয়া যেমন তিনি ভক্তিমাত্র ব্যগ্র হইয়া আগন্তুক সন্ন্যাসীর পদপ্রান্তে পতিত হইয়া চরণধূলি গ্রহণ করিতে যাইবেন, অমনি দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার বাহুদ্বয় ধারণ পূর্ব্বক তাঁহাকে উঠাইয়া আলিঙ্গন করিলেন ও বলিলেন, ভাই ভবানীচরণ, আমাকে এখনও চিনিলে না? আমি তোমাদের সেই বাল্যবন্ধু দেবেন্দ্রনাথ। এই কথা শ্রবণমাত্র ভবানীচরণ কিছুক্ষণ অবাক্ হইয়া রহিলেন, ক্রমশঃ সমস্ত পুরাণ কথা তাঁহার স্মৃতিপথে উদয় হইতে লাগিল।

পরে যাহা হয়, তাহাই হইল। দেবেন্দ্রনাথ বন্ধুর আগ্রহাতিশয্যে তাঁহার বাটীতে আতিথ্য গ্রহণ করিলেন। ভবানীচরণের বাসাবাটিতে বহু লোকের সমাগম হইতে লাগিল ও সকলেই এই অদ্ভুত ত্যাগীর পূর্ব্ববৃত্তান্ত অবগত হইয়া পরম শ্রদ্ধার সহিত তাঁহার জ্ঞানগর্ভ উপদেশাবলী গ্রহণ পূর্ব্বক আপনাদিগকে কৃতার্থ বোধ করিতে লাগিল। না জানি, কতগুলি পবিত্র হৃদয় এই স্পর্শমণির পূতস্পর্শে জ্ঞানালোকে আলোকিত হইয়াছিল। দ্বাদশ বৎসরের মধ্যে সন্ন্যাসিগণকে স্বীয় জন্মভূমি সন্দর্শন করিতে হয়, এরূপ একটী প্রবাদ এদেশে প্রচলিত আছে। বোধ হয়, সেই জন্যই দেবেন্দ্রনাথ ভবানীচরণের বাসায় আসিবার পূর্ব্বে অতি গুপ্তভাবে আপনার আবাসবাটী অভিমুখে একবার গমন করিয়াছিলেন। লোকমুখে তাঁহার পরিবারবর্গের সুখসমৃদ্ধির কথা জানিয়া ও আবাসবাটীর নূতন সংস্কার ও পরিবর্ত্তনাদি নিরীক্ষণ করিয়া তথা হইতে গ্রামান্তরের ২।১ টী বন্ধুর সহিত অতি অল্পকাল আলাপ করিয়াই ভবানীচরণের বাটীতে আসেন। ভবানীচরণ অনেক অনুরোধ করিয়াও তাঁহাকে দীর্ঘকাল রাখিতে পারিলেন না। একদিন কাহাকেও না বলিয়া কহিয়া দেবেন্দ্রনাথ আবার অদৃশ্য হইলেন।

পাঠক, গল্প ত শুনিলে। মাসিকপত্রের কল্যাণে ছোট গল্প ত নিত্য পাঠ করিয়া থাক। আমার এটী কিন্তু শুধু গল্প নয়—"ভাব্‌বার গল্প"। সংসারে কর্ম্মচক্রে পিষ্ট হইয়া বিশ্রামের আশায় যখন একাকী নির্জ্জনে বেড়াইবে, আমার একান্ত অনুরোধ—এক একবার দেবেন্দ্রনাথের ন্যায় ভাবিও, সংসার ঠিক চল্‌ছে কি।

———

স্বামী বিবেকানন্দের পত্র।

(স্থানে স্থানে উদ্ধৃত।)

দেশে আসিবার কথা যে লিখিয়াছ, তাহা ঠিক বটে, কিন্তু এদেশে একটী বীজ বপন করা হইয়াছে—সহসা চলিয়া গেলে উহা অঙ্কুরে নষ্ট হইবার সম্ভাবনা, এজন্য কিঞ্চিৎ বিলম্ব হইবে। অপিচ এখান হইতে সকল কার্য্য উত্তমরূপে সমাধা হইতে পারিবে।—প্রভৃতি সকলেই দেশে আসিতে লেখেন। সত্য বটে, কিন্তু ভায়া পরের ভরসা করা বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে। আপনার পায়ের জোর বেঁধে চলাই বুদ্ধিমানের কার্য্য। সকলই হইবে ধীরে ধীরে, আপাততঃ একটা জায়গা দেখা—কথাটা বিস্মৃত হইও না। একটা বিকট জায়গা চাই—১০ হাজার থেকে ২০ হাজার পর্য্যন্ত—এক দম গঙ্গার উপর হওয়া চাই। যদিও হাতে পুঁজি অল্প, কিন্তু ছাতি বড় বেজায়, জায়গার উপর নজরটা রাখ্‌বে। একটা নিউইয়র্কে, একটা কলিকাতায় এবং একটা মাদ্রাজে এখন এই তিনটি আড্ডা চালাতে হবে, তার পর ধীরে ধীরে যেমন প্রভু যোগান। * * *

—দেশ পর্য্যটনে উৎসুক– বেশ কথা, তবে এ দেশে বড়ই মাগ্‌গি, ১০০০৲ টাকার কম মাসে চলে না (ধর্ম্মপ্রচারকের)। তবে—র ছাতি আছে, খোদা দেনাওয়ালা সকলি ঠিক, তবে ইংরাজ ভাষাটা দুরস্ত কর্ত্তে হবে অর্থাৎ ফল কথা এই যে, এদের দেশের বাঘভাল্লুকে পাদ্রি পণ্ডিতদের মুখ থেকে রুটি ছিনিয়ে নিয়ে খেতে হবে, এই বোঝ। অর্থাৎ বিদ্যের জোরে এদের দাবিয়ে দিতে হবে, নইলে ফু করে উড়িয়ে দেবে। এরা না বুঝে সাধু না বুঝে সন্ন্যাসী, না বুঝে ত্যাগবৈরাগ্য, বোঝে বিদ্যের তোড়, বক্তৃতার ধূম আর মহা উদ্যোগ—তার উপর দেশ শুদ্ধ লোক ছল খুঁজবে—পাদ্রিরা ছলে বলে দাবাবার চেষ্টা করবে দিন রাত—এ সকল বোঝা ছাড়িয়ে মত চালাতে হবে। জগদম্বার ইচ্ছায় সকলি সম্ভব। আমার মতে কিন্তু যদি পঞ্জাব বা মাদ্রাজে কতকগুলি সভা ইত্যাদি স্থাপন করে বেড়ান ও তোমরা একত্রিত হয়ে orgainsed হও ত বড়ই ভাল হয়; নূতন পথ আবিষ্কার করা বড় কায বটে, কিন্তু উক্ত পথ পরিষ্কার করা ও প্রশস্ত ও সুন্দর করাও কঠিন কায। আমি যেখানে যেখানে প্রভুর বীজ বপন করে এসেছি, তোমরা যদি সেই সেই স্থানে কিয়ৎকাল বাস করে উক্ত বীজকে বৃক্ষে পরিণত কর্ত্তে পার, তাহা হইলে

আমার অপেক্ষাও অনেক অধিক কায তোমরা কর্‌বে। উপস্থিত যারা রক্ষা কর্ত্তে পারে না, তারা অনুপস্থিতে কি কর্ব্বে? তৈয়ারি বান্নায একটু নুন তেল দিতে যদি না পার, তা হলে কেমন করে বিশ্বাস হবে যে, সকল যোগাড় কর্ব্বে? না হয়—আলমোড়ায হিমালয়ান মঠ স্থাপন করুন এবং একটা সেথায় লাইব্রেরী করুন, আমরা দু দণ্ড ঠাণ্ডা জায়গায় বাস করি এবং সাধন ভজন করি। যা হক, প্রভু যাকে যেমন বুদ্ধি দেন, আমার তাতে আপত্তি কি? অপিচ god speed—শিবা বঃ সন্তু পন্থানঃ। * * * * *

আমি ক্ষুদ্র জীব—কিন্তু প্রভুর অনন্ত ঐশ্বর্য্য--মাভৈঃ মাভৈঃ, বিশ্বাস যেন না টলে। প্রভু অতি শীঘ্রই সকল বন্দোবস্ত করে দেবেন। * * মা ভৈঃ খুব আনন্দ কর্ত্তে বল—তাঁর আশ্রিতের কি নাশ আছে রে বোকারাম?

ইতি সদৈকহৃদয়ঃ
বিবেকানন্দ।

যুক্তরাজ্যের শিক্ষাসংবাদ।

দেশের লোক যাহাতে পাশ্চাত্যদেশীয় নানাবিধ বিদ্যা শিক্ষা করিয়া বর্ত্তমান জীবনসংগ্রামে জয়ী হইতে পারে, কিছু দিন হইতে সেই দিকে দেশের লোকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে এবং তজ্জন্য সভাসমিতিও প্রতিষ্ঠিত হইয়া পাশ্চাত্য দেশে শিক্ষার্থিগণকে প্রেরণ করা হইতেছে। শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায কিছুদিনপূর্ব্বে আমেরিকায গমন করিয়া দরিদ্র ভারতীয ছাত্রগণ কিরূপে আমেরিকায যাইয়া অল্প খরচে তথায পড়া শুনা চালাইয়া নিজের উন্নতি সাধন করিতে এবং দেশের কল্যাণ সাধনের উপযুক্ত হইতে পারেন, এই বিষয়ে ভারতের কোন কোন সংবাদপত্রে লিখিযাছিলেন। তাহার মর্ম্মার্থও যথাসময়ে উদ্বোধন পাঠকবর্গের গোচর করা হইয়াছিল। এক্ষণে দীর্ঘকাল আমেরিকাপ্রবাসজনিত অভিজ্ঞতা সংগ্রহ করিয়া তিনি কালিফোর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচ্যদেশীয় ছাত্রগণকে লইয়া একটী সমিতি গঠন করিয়াছেন এবং শিক্ষার্থিগণের বিশেষ প্রয়োজনীয় সংবাদসমন্বিত একখানি ক্ষুদ্র পুস্তিকা প্রণয়ন করিযাছেন। আজকাল অনেক ছাত্র এইরূপ অভিজ্ঞতার অভাবে আমেরিকায় যাইয়া নানাবিধ কষ্টভোগ করেন, তাঁহাদের উদ্দেশ্য সাধনেও অনেক বাধা বিঘ্ন হয। তাঁহারা যদি এখান হইতেই সেখানকার শিক্ষালয়সমূহের অবস্থা, তথায কিরূপ খরচ পত্র হওয়া সম্ভব ও অন্যান্য

জ্ঞাতব্যবিষয়সমূহ জানিয়া গমন করেন, তবে তাঁহাদের অনেক সুবিধা হইতে পারে। আমরা ঐ সকল জ্ঞাতব্য বিষয়ের সার সংকলন করিয়া দিলাম।

আমেরিকার যুক্তরাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয় বলিতে কতকগুলি কলেজের সমষ্টি বুঝায়। প্রত্যেক কলেজেই নির্দ্দিষ্ট কোন বিষয়ের অধ্যাপনা হইয়া থাকে। সাধারণতঃ, বিজ্ঞানকলেজ ও সাধারণকলেজ এই দুই ভাগে কলেজসমূহ বিভক্ত। কৃষি, রসায়ন, ইঞ্জিনিয়ারিং প্রভৃতি রূপেও কলেজসমূহ অনেক স্থানে বিভক্ত। বিশ্ববিদ্যালয় দ্বিবিধ—রাজকীয় ও সাধারণ ব্যক্তিসঙ্ঘ পরিচালিত। রাজকীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলির অধিকাংশেই বিনা বেতনে শিক্ষা দেওয়া হয়, অপরগুলিতে বাৎসরিক ৩০০৲ হইতে ৬০০৲ পর্য্যন্ত বেতন লওয়া হয়; কোন কোন স্থলে এই নিয়মের ঠিক বিপরীতও দেখা যায়। তবে প্রায় সর্ব্বত্রই পরীক্ষাগারের (Laboratory) ব্যবহারের জন্য বেতন দিতে হয়, কিন্তু উহাও বড় অধিক নহে। অধিকাংশ স্থলে যে মাল মসলা খরচ হয় ও যন্ত্রগুলি ব্যবহারের জন্য কিছু ধরিয়া লইয়া বাকী টাকা ফেরত দেওয়া হয়।

যাঁহারা কোন ব্যবসা বা শিল্পশিক্ষা করিতে চান, তাঁহারা যেন এমন কলেজে প্রবেশ করেন, যেখানে উহার বিশেষ বন্দোবস্ত আছে। সাধারণতঃ প্রধান প্রধান বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানবিভাগে উহার বন্দোবস্ত আছে, কিন্তু শিক্ষার্থিগণ যদি বোষ্টনের শিল্পশিক্ষালয়ে প্রবেশ করেন, তবে তাঁহাদের বিশেষ সুবিধা হইতে পারে—ঐ স্থানে বিশেষ ভাবে শিল্প শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। ৩।৪ বৎসরেই ঐ স্থানে শিক্ষা সমাপ্ত হইতে পারে। বিশ্ববিদ্যালয়ের বৈজ্ঞানিক বিভাগে ডিগ্রি লইতেই ৩।৪ বৎসর লাগে, তার পর ২।১ বৎসর হাতে কলমে কাজ করিলে সম্ভবতঃ প্রাচ্যদেশে শিল্পকারখানা খুলিতে কৃতকার্য্য হইতে পারা যায়।

কলেজে প্রবেশ করিতে হইলে কি কি জানা অগ্রে প্রয়োজন, তাহার বিস্তারিত বিবরণ সেই সকল কলেজের ক্যাটালগেই পাওয়া যায়। তবে মোটের উপর শিক্ষার্থীর গণিত, ইংরাজী, অপর কোন পাশ্চাত্য ভাষা, যুক্তরাজ্যের ইতিহাস ও মোটামুটি বিজ্ঞান জানা চাই। ২১ বৎসরের অধিকবয়স্ক শিক্ষার্থিগণ অনেক স্থলে বিশেষ ছাত্ররূপে গৃহীত হইতে পারেন। তাঁহাদের পক্ষে নিয়মের তত বাধাবাঁধি নাই—তবে তাঁহাদিগকে ২।১টী বিশেষ বিষয়ে শিক্ষা আবদ্ধ রাখিতে হয় আর নিয়মিত শিক্ষাপ্রণালীর অনুসরণ না করিলে ডিগ্রী পাইতে পারেন না। ইহাও বিশেষ কিছু কঠিন নহে। প্রাচ্য

বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েটগণ কোন কোন স্থলে গ্রাজুয়েট ছাত্ররূপে গৃহীত হইতে পারেন।

প্রায় অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়েই সেপ্টেম্বর মাসে কলেজ আরম্ভ হইয়া জুনে শেষ হয়। কালিফোর্ণিয়ায় অগষ্টে আরম্ভ, মে মাসে শেষ। এই কলেজ সেসন ২।৩টী ভাগে বিভক্ত, মধ্যে মধ্যে অল্প অল্প ছুটি থাকে। তবে খ্রীষ্টমাসের সময় সব কলেজের এক সপ্তাহ হইতে ৩ সপ্তাহ পর্য্যন্ত ছুটি হয়। দীর্ঘ গ্রীষ্মাবকাশের সময় ইচ্ছা করিলে বিশ্রাম করিতে পারা যায় অথবা ঐ সময় আগামীবর্ষের জন্য কিছু অর্থ উপার্জ্জনেও ব্যয়িত হইতেপারে। কেবল চিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের সেসন ৪ ভাগে বিভক্ত। উহার মধ্যে যে কোন ভাগে ছাত্র ছুটি লইতে পারেন অথবা অপেক্ষাকৃত অল্প দিনের মধ্যে পড়া শুনা শেষ করিবার ইচ্ছা করিলে ছুটি নাও লইতে পারেন। বড় বড় বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রীষ্মকালেও ৬।৭ সপ্তাহ কলেজ বসে। সেই সময়ে ইচ্ছা করিলে ছাত্রগণ যোগ দিয়া তাঁহাদের পড়াশুনার ত্রুটি সংশোধন করিয়া লইতে পারেন অথবা আরও কিছু বেশী শিক্ষা করিতে পারেন।

কালিফোর্ণিয়ায় বেলা ৮টা হইতে অপরাহ্ন ৫টা পর্য্যন্ত কলেজ বসে, মধ্যাহ্নকালে কেবল এক ঘণ্টার জন্য ছুটি হয়। শনিবারে ইহার অর্দ্ধেক সময় পড়া হয়। রবিবার ও অন্যান্য ছুটির দিনে পড়া শুনা হয় না। এমন বন্দোবস্ত করা যাইতে পারে, যাহাতে সারাদিনের মধ্যে ভাগাভাগি করিয়া পড়াশুনা পরীক্ষাগারের কায, অর্থোপার্জ্জন ও আমোদ প্রমোদের সময় পাওয়া যায়। বৎসরে ২।৩ বার পরীক্ষা হয়।

প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূলে কালিফোর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয় সানফ্রান্সিকো হইতে অর্দ্ধ ঘণ্টার কিছু উপরের পথ বার্কলেতে অবস্থিত আর তথা হইতে ১০ মাইল দূরে ষ্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়। সানফ্রান্সিস্কোতে দুটি বিশ্ববিদ্যালয় আছে।

লেখক বলেন, তিনি স্বয়ং কালিফোর্ণিয়া এবং অরিগন ও ওয়াশিংটনের বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে বিশেষরূপ নিজ অভিজ্ঞতা হইতে জানেন। তাহাতে তাঁহার ধারণা এই যে, আমেরিকার পশ্চিম ভাগে অবস্থিত এই কয়টী স্থান ভারতবাসীর পক্ষে বিশেষ অনুকূল। বিশেষতঃ কালিফোর্ণিয়ার দুইটি বিশ্ববিদ্যালয় ভারতবাসীর পক্ষে সকল বিষয়েই ভাল আর তথাকার আবহাওয়া ও কৃষির অবস্থা যুক্তরাজ্যের উত্তর বা পূর্ব দিকে অবস্থিত বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ হইতে ভারতবাসীর সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উপযোগী। কালি-

ফোর্ণিয়ায় শীতের তত প্রাদুর্ভাব নাই এবং সমগ্র বৎসরটাই স্বাস্থ্যের পক্ষে খুব ভাল।

কোন ফ্যাক্টরীতে ঢুকিয়া হাতে কলমে কায শিখিবার সুবিধা বড় সহজে হয় না—বিশেষ কালিফোর্ণিয়ায়। যাঁহারা ঐ উদ্দেশ্যে আসেন, তাঁহারা যে বিশেষ শিল্পটী শিখিতে চান সেইটি সম্বন্ধে ভারতে যতদূর সম্ভব সংবাদ সংগ্রহ করিয়া এখানে আসিবেন অর্থাৎ যে শিল্পের কারখানা করিতে চান, তাহার জন্য প্রয়োজনীয় মাল মসলা দেশে পাইবার সুবিধা কিরূপ, মজুরের দর, মজুর কিরূপ পাওয়া যাইতে পারে, ঐ ব্যবসায়ের কি কি অসুবিধা আছে, সমুদয় সংবাদ সংগ্রহ করিয়া আসিবেন। তাহা হইলে আর তাঁহাদের বার বার শিক্ষার বিষয় পরিবর্ত্তন করিয়া অনর্থক শক্তি ও অর্থ ব্যয় করিতে হইবে না। শিল্পশিক্ষার্থীদের মোটামুটী গণিত, বৈশেষিক রসায়ন ও অঙ্কনবিদ্যার বিশেষ জ্ঞান চাই। বোম্বাই ও মান্দ্রাজ প্রভৃতি স্থানের শিল্পবিদ্যালয়ে ঐ সকল শিক্ষা অনায়াসে হইতে পারে। শিক্ষার্থীর স্বাস্থ্য খুব ভাল হওয়া চাই—নিউইয়র্কের দিকে যদি থাকিতে হয়, তবে শীতকালের প্রচণ্ড শীত সহ্য করিবার শক্তি থাকা আবশ্যক। ভারত হইতে নিয়মিতরূপে মাসিক টাকার বন্দোবস্ত না করিয়া আসা কোন মতে কর্ত্তব্য নহে। নিজের খরচ নিজে চালাইয়া লওয়া বিদেশীর পক্ষে বড় সহজ নহে। এখানে মে মাসে আসিলে সকল বিষয়ে অনেক সুবিধা হইতে পারে। জাহাজের ভাড়া প্রভৃতির বিস্তারিত বিবরণ মেরিটাইম মেসাজারি, নিপন ইউসেন কায়শা, টমাস কুক এণ্ড সন্‌স প্রভৃতির এজেন্ট-দিগের নিকট জানিতে হইবে। কালিফোর্ণিয়ার দিকে আসিতে হইলে প্যাসিফিক মেল বা টোকিয়ো কিসেন কায়শার জাহাজ লওয়া উচিত। ইহারা হংকং হইতে বরাবর স্যানফ্রান্সিস্কোতে লইয়া যায়। সঙ্গে বিছানাপত্র বা ভারতীয় কাপড় চোপড় লইয়া আসার প্রয়োজন নাই। দুটী পশমের সুট, শার্ট ও অণ্ডারউইয়ার লইলেই জাহাজে চলিয়া যাইবে। আমেরিকায় পৌঁছিয়া তথাকার মত পোষাক পরিচ্ছদ পরিতে হইবে। কালিফোর্ণিয়ায় মাসিক খরচ (কলেজের মাহিনা সমেত) ৯০৲ হইতে ১৫০৲ টাকা। তিন মাসের খরচ অন্ততঃ হাতে থাকা চাই।

এইসকল সংবাদ ব্যতীত যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন কলেজসমূহের নাম,ঠিকানা,কোন্ স্থানে কিপড়া হয়,কোথায় সম্ভাবিত খরচ কিরূপ,উক্ত পুস্তিকায় তাহার তালিকা দেওয়া হইয়াছে। আর এই সকল স্থানের একটি ম্যাপও দেওয়া হইয়াছে।

সংবাদ।

বিগত ১০ই জানুয়ারী শনিবার অপরাহ্ন ৫টার সময় বঙ্গের মহামান্য ছোট-লাট সময়োচিত বক্তৃতার সহিত নফরস্মৃতিস্তম্ভ উন্মোচন করিয়াছেন। অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি সমবেত হইয়াছিলেন। আশা করি, উহার দর্শনে পথিকের মনে ক্ষণকালের জন্যও নফরের ন্যায় বীরোচিত কার্য্য করিবার উদ্যম আসিবে। নফরের পরিবারাদির সাহায্যেরও সুবন্দোবস্ত হইয়াছে।

মায়াবতী দাতব্য ঔষধালয়ের ৪র্থ বার্ষিক অর্থাৎ ১৯০৬ সালের নভেম্বর হইতে ১৯০৭ সালের অক্টোবর পর্য্যন্ত রিপোর্টে প্রকাশ যে, সর্ব্বসমেত ১৬৬।৶১০ টাকার মধ্যে ৮৬।১০ খরচ বাদে ৮০৶০ জমা আছে। এই বর্ষের মধ্যে মোট ৫৪১ জন রোগীর সেবা করা হইয়াছে। "প্রবুদ্ধ ভারত" নামক ইংরাজী পত্রের গ্রাহকবর্গের সহানুভূতিতেই এই দাতব্য ঔষধালয় পরিচালিত হইতেছে। অর্থাভাব হেতু পূর্ব্বের ন্যায় একজন চিকিৎসক রাখা অসম্ভব। আশ্রমস্থ সন্ন্যাসিগণই ঔষধাদি দিয়া থাকেন। দরিদ্র হিমাচলনিবাসিগণ উপযুক্ত পথ্যাভাব বশতঃ অনেক সময় অধিক কাল রোগ ভোগ করিয়া থাকে, তন্নিবারণার্থ দাতব্য ঔষধালয় হইতে ঔষধের সঙ্গে পথ্যাদি দানেরও কল্পনা হইতেছে। অর্থাভাব হেতু এখনও উহা কার্য্যে পরিণত হয় নাই। সহৃদয় দাতৃবর্গের সাহায্য পাইলে সহজেই ইহা সম্পন্ন হইতে পারে।

সাহায্যাদি "প্রবুদ্ধ ভারত" পত্রের সম্পাদক, মায়াবতী, লোহাঘাট পোঃ আঃ, আলমোড়া—এই ঠিকানায় পাঠাইবেন।

কাশী রামকৃষ্ণ অদ্বৈত আশ্রমে যে সকল ভদ্রমহোদয় বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহাদের নাম ধাম ও দানের পরিমাণ নিম্নে দেওয়া হইল—

মিঃ নারায়ণ আয়াঙ্গার (মহীশূর)	...	১০০৲
শ্রীমহেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (দার্জ্জিলিং)	...	১০০৲
শ্রীরঙ্গলাল বসাক (কলিকাতা)	...	৫০৲
শ্রীপশুপতি চট্টোপাধ্যায় (শিলিগুড়ি)	...	৫০৲
শ্রীঅম্বিকাচরণ সরকার (কবতি, যশোহর)	...	২৫৲

জাপানপ্রবাসী ভারতের বিভিন্ন প্রদেশস্থ ছাত্রগণ উপস্থিত সকলে মিলিয়া একটী মেসে থাকেন। তাঁহারা ঐটীকে স্থায়ী করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছেন। উহা স্থায়ী হইলে যে সকল ভারতীয় ছাত্র জাপানে শিক্ষার জন্য গমন করেন, তাঁহাদের যে বিশেষ উপকার হইবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। সম্প্রতি তাঁহারা ভারতবাসী রাজা মহারাজ ও জমিদারগণের নিকট অর্থসাহায্য প্রার্থনা করিয়া এক নিবেদনপত্র প্রচার করিয়াছেন। শ্রীসতীশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ন্যাশানাল কলেজ ১৬৬, বহু-বাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ঠিকানায় অর্থসাহায্য পাঠাইলেই ইহাঁদের নিকট পৌঁছিবে।

ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মতিথি পূজা ২১শে ফাল্গুন বুধবার ও তদুপ-লক্ষে ২৫শে ফাল্গুন রবিবার বেলুড় মঠ ও উহার বিভিন্ন শাখায় সাধারণের জন্য মহোৎসব।

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

সূত্রধরতত্ত্ব। শ্রী বিহারী লাল রায় কর্তৃক প্রকাশিত। ইহাতে নানা-বিধ শাস্ত্রীয় প্রমাণপ্রয়োগের সহায়তায় সূত্রধর জাতি যে প্রাচীন বৈশ্য ও পশ্চিমের বাঢ়ই জাতির সহিত অভিন্ন, ইহা প্রমাণ করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে।

সন্তানশিক্ষা। শ্রীরামকানাই দত্ত, (ব্রাহ্মণবেড়িয়া-ত্রিপুরা) প্রণীত। মূল্য /০ আনা।

এই ক্ষুদ্র পুস্তিকাখানিতে অ আ হইতে আরম্ভ করিয়া যুক্ত অক্ষর পর্য্যন্ত শিক্ষার উপযোগী পাঠসকল আছে। ইহার বিশেষত্ব এই, ইহার পাঠগুলির প্রায় সমুদয়ই জাতীয়ভাবোদ্দীপক।

কারাগারে বিপিন চন্দ্র ও পরলোক ব্রহ্মবান্ধব (সচিত্র)। ১২ নং রাধা-নাথ মল্লিকের লেন হইতে প্রকাশিত। মূল্য ৵০ আনা।

পুস্তকখানির নামেই পুস্তকের বিষয় পরিচয়। ইহার চিত্রগুলি অতি সুন্দর। ছাপা কাগজও ভাল।

মূলানুবাদ। হে ভারত! তমোগুণটী অজ্ঞান হইতে উৎপন্ন হয় এবং ইহা সকল প্রাণীরই মোহকর, ইহা জানিবে। এই তমোগুণ, প্রমাদ আলস্য এবং নিদ্রা দ্বারা (দেহীকে) বন্ধন করিয়া থাকে। ৮।

ভাষ্য। তমস্ত্বিতি। তমঃ তৃতীয়োগুণঃ অজ্ঞানজং অজ্ঞানাজ্জাতম্ অজ্ঞানজং বিদ্ধি মোহনং মোহকরং অবিবেককরং সর্বদেহিনাং সর্ব্বেষাং দেহবতাং প্রমাদালস্যনিদ্রাভিঃ প্রমাদশ্চ আলস্যঞ্চ নিদ্রা চ প্রমাদালস্যনিদ্রাঃ তাভিস্তৎ তমঃ নিবধ্নাতি ভারত। ৮।

ভাষ্যানুবাদ। তমস্তু ইত্যাদি শ্লোকের অর্থ। তমঃ তৃতীয় গুণ—ইহা "অজ্ঞানজ" অজ্ঞান হইতে উৎপন্ন হয়, ইহা জানিও, এই তমোগুণ "মোহন" মোহকর অবিবেকের হেতু, সকল দেহীরই অর্থাৎ সকল প্রকার দেহাভিমানী জীবের (ইহা মোহকর)। প্রমাদালস্যনিদ্রা দ্বারা অর্থাৎ প্রমাদ আলস্য এবং নিদ্রা দ্বারা সেই তমোগুণ হে ভারত! (দেহীকে) বন্ধন করিয়া থাকে। ৮।

সত্ত্বং সুখে সঞ্জয়তি রজঃ কর্ম্মণি ভারত।
জ্ঞানমাবৃত্য তু তমঃ প্রমাদে সঞ্জয়ত্যুত ॥ ৯ ॥

অন্বয়। হে ভারত সত্ত্বং সুখে সঞ্জয়তি রজঃ কর্ম্মণি সঞ্জয়তি তমঃ তু জ্ঞানমাবৃত্য প্রমাদে সঞ্জয়তি উত। ৯।

মূলানুবাদ। সত্ত্বগুণ সুখের সম্বন্ধকারক, রজোগুণ কর্ম্মের প্রবর্ত্তক এবং তমোগুণ—হে ভারত! জ্ঞানকে আবৃত করিয়া প্রমাদের হেতু হইয়া থাকে। ৯।

ভাষ্য। পুনর্গুণানাং ব্যাপারঃ সংক্ষেপত উচ্যতে সত্ত্বং সুখে সঞ্জয়তি সংশ্লেষয়তি রজঃ কর্ম্মণি হে ভারত (সঞ্জয়তীতি বর্ত্ততে) জ্ঞানং সত্ত্বকৃতং বিবেকমাবৃত্য আচ্ছাদ্য তু তমঃ স্বেনাবরণাত্মনা প্রমাদে সঞ্জয়তি উত প্রমাদো নাম প্রাপ্তকর্ত্তব্যাকরণম্। ৯।

ভাষ্যানুবাদ। পুনর্ব্বার গুণত্রয়ের কার্য্য সংক্ষেপতঃ বলা হইতেছে। সত্ত্বগুণ (জীবকে) সুখে সংশ্লিষ্ট করিয়া থাকে—হে ভারত! রজোগুণ কর্ম্মে (সংশ্লিষ্ট করিয়া থাকে, ইহা পূর্ব্ব বাক্য হইতেই অনুবৃত্ত হইতেছে।) "জ্ঞান" অর্থাৎ সত্ত্বগুণকৃত বিবেক, সেই বিবেককে আবৃত করিয়া—অর্থাৎ আচ্ছাদন করিয়া—তমোগুণ জীবকে প্রমাদে সংশ্লিষ্ট করিয়া থাকে। প্রমাদ শব্দের অর্থ যথাসময়ে কর্ত্তব্যকর্ম্মের অকরণ। ৯।

রজস্তমশ্চাভিভূয় সত্ত্বং ভবতি ভারত।
রজঃ সত্ত্বং তমশ্চৈব তমঃ সত্ত্বং রজস্তথা ॥১০॥

অন্বয়। হে ভারত। সত্ত্বং, রজঃ তমশ্চ অভিভূয় ভবতি, রজঃ, সত্ত্বং তমঃ চ (অভিভূয় ভবতি) তথা তমঃ, সত্ত্বং রজশ্চ (অভিভূয় ভবতি) ॥১০॥

অনুবাদ। হে ভারত। সত্ত্বগুণ, রজঃ এবং তমোগুণকে অভিভব করিয়া প্রবৃত্ত হয়। রজোগুণ সত্ত্ব এবং তমোগুণকে অভিভব করিয়া থাকে এবং তমোগুণও সত্ত্ব এবং রজোগুণকে অভিভব করিয়া থাকে। ১০।

ভাষ্য। উক্তং কার্য্যং কদা কুর্ব্বন্তি গুণা ইত্যুচ্যতে। রজঃ তমশ্চ উভাবপি অভিভূয় সত্ত্বং ভবতি উদ্ভবতি বর্দ্ধতে যদা, তদা লব্ধাত্মকং সত্ত্বং স্বকার্য্যং জ্ঞানসুখাদি আরভতে হে ভারত। তথা রজোগুণঃ সত্ত্বং তমশ্চৈব উভৌ অভিভূয় বর্দ্ধতে যদা, তদা কর্ম্মতৃষ্ণাদি স্বকার্য্যমারভতে। তম আখ্যোগুণঃ সত্ত্বং রজশ্চ উভাবপি অভিভূয় বর্দ্ধতে যদা, তদা জ্ঞানাবরণাদি স্বকার্য্যং আরভতে ।১০।

ভাষ্যানুবাদ। গুণত্রয় কোন্ সময় যথোক্ত কার্য্য করিয়া থাকে, তাহাই বলা হইতেছে। যে সময় রজোগুণ ও তমোগুণকে অভিভূত করিয়া সত্ত্বগুণ উদ্ভূত হয় অর্থাৎ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, সেই সময়ই সত্ত্বগুণ—জ্ঞান ও সুখ প্রভৃতি নিজ কার্য্যের উৎপাদন করে। সত্ত্বগুণ এবং তমোগুণকে অভিভূত করিয়া যে সময় রজোগুণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, সেই সময়, উহা—কর্ম্ম তৃষ্ণা প্রভৃতি নিজ কার্য্য করিয়া থাকে। এইরূপ সত্ত্বগুণ এবং রজোগুণকে অভিভূত করিয়া যখন তমোগুণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, সেই সময় উহা জ্ঞানের আবরণাদিরূপ নিজ কার্য্য করিয়া থাকে ।১০।

— —

সর্ব্বদ্বারেষু দেহেঽস্মিন্ প্রকাশ উপজায়তে।
জ্ঞানং যদা তদা বিদ্যাদ্বিবৃদ্ধং সত্ত্বমিত্যুত ॥১১॥

অন্বয়। যদা অস্মিন্ দেহে সর্ব্বদ্বারেষু প্রকাশঃ জ্ঞানং উপজায়তে তদা সত্ত্বং বিবৃদ্ধং ইতি বিদ্যাৎ উত। ১১।

মূলানুবাদ। যে সময় এই দেহে সকল ইন্দ্রিয়েই প্রকাশরূপ জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তখন জানিবে যে, সত্ত্বগুণ বৃদ্ধি লাভ করিয়াছে। ১১।

ভাষ্য। যদা যো গুণ উদ্ভূতো ভবতি তদা তস্য কিং লিঙ্গমিত্যুচ্যতে। সর্ব্বদ্বারেষু আত্মন উপলব্ধিদ্বারাণি শ্রোত্রাদীনি সর্ব্বাণি করণানি তেষু সর্ব্বদ্বারেষু অন্তঃকরণস্য বুদ্ধেঃ বৃত্তিঃ প্রকাশঃ দেহেঽস্মিন্ উপজায়তে তদেব জ্ঞানং। যদা এবং প্রকাশঃ জ্ঞানাখ্য উপজায়তে, তদা জ্ঞানপ্রকাশেন লিঙ্গেন বিদ্যাদ্ বিবৃদ্ধং উদ্ভূতং সত্ত্বং ইতি উতাপি ।১১।

ভাষ্যানুবাদ। যে কালে যে গুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, সে সময় তাহার কিরূপ চিহ্ন (দেখিতে পাওয়া যায়) তাহাই বলা হইতেছে। সকল দ্বারে অর্থাৎ আত্মার উপলব্ধির দ্বারস্বরূপ ইন্দ্রিয়সমূহে যে সময় "বুদ্ধির" অন্তঃকরণের বৃত্তি—জ্ঞানরূপপ্রকাশ এই দেহে উৎপন্ন হয়—প্রকাশ ও জ্ঞান একই বস্তু—সেই সময় সেই জ্ঞান প্রকাশ রূপ হেতুর দ্বারা বুঝিতে হইবে যে, সত্ত্বগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে অর্থাৎ উদ্ভূত হইয়াছে। উত এই শব্দটীর অর্থ অপি (অর্থাৎ ইহাই যে সত্ত্বগুণ বৃদ্ধির চিহ্ন, তাহা নহে, ইহা ছাড়াও অন্য চিহ্নের দ্বারা সত্ত্বগুণের বৃদ্ধি বুঝা যাইতে পারে। তাহা কি? প্রসাদ, লাঘব প্রভৃতি) ।১১।

লোভঃ প্রবৃত্তিরারম্ভঃ কর্ম্মণামশমঃ স্পৃহা।
রজস্যেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে ভরতর্ষভ ॥১২॥

অন্বয়। হে ভরতর্ষভ। রজসি বিবৃদ্ধে লোভঃ, প্রবৃত্তি, কর্ম্মণাং আরম্ভঃ, অশমঃ, স্পৃহা (চ ইতি) এতানি জায়ন্তে ।১২।

মূলানুবাদ। হে ভরতশ্রেষ্ঠ, রজোগুণ বৃদ্ধিলাভ করিলে লোভ, প্রবৃত্তি, কর্ম্ম সমূহের আরম্ভ, অশান্তি এবং স্পৃহা, এই সকল চিহ্ন উৎপন্ন হইয়া থাকে ।১২।

ভাষ্য। রজস উদ্ভূতস্য ইদং চিহ্নং—লোভঃ পরদ্রব্যাদিৎসা, প্রবৃত্তিঃ প্রবর্ত্তনং সামান্যচেষ্টা, আরম্ভঃ, কস্য? কর্ম্মণাং। অশমঃ অনুপশমঃ, হর্ষরাগাদিপ্রবৃত্তিঃ, স্পৃহা সর্ব্বসামান্যবস্তুবিষয়াতৃষ্ণা, রজসি বিবৃদ্ধে এতানি চিহ্নানি জায়ন্তে হে ভরতর্ষভ ।১২।

ভাষ্যানুবাদ। রজোগুণ বৃদ্ধিলাভ করিলে এই তাহার চিহ্ন—"লোভ" পরের দ্রব্য লইবার ইচ্ছা, "প্রবৃত্তি" প্রবর্ত্তন (অর্থাৎ সর্ব্বদা কার্য্যে লাগিয়া থাকা) সামান্য চেষ্টা। "আরম্ভ," কিসের? কর্ম্মসমূহের। "অশম" উপশমের অভাব—হর্ষ ও অনুরাগ প্রভৃতির প্রবৃত্তি, "স্পৃহা" সকল বস্তু ভোগ করিবার জন্যই সাধারণতঃ যে ইচ্ছা হয়, রজোগুণ বৃদ্ধিলাভ করিলে এই সকল চিহ্ন উৎপন্ন হয়, হে ভরতর্ষভ। ১২।

অপ্রকাশোঽপ্রবৃত্তিশ্চ প্রমাদো মোহ এব চ।
তমস্যেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে কুরুনন্দন ॥ ১৩ ॥

অন্বয়। অপ্রকাশঃ অপ্রবৃত্তিঃ প্রমাদঃ মোহ এব চ হে কুরুনন্দন তমসি বিবৃদ্ধে এতানি জায়ন্তে ।১২।

মূলানুবাদ। অপ্রকাশ অপ্রবৃত্তি প্রমাদ মোহ—হে কুরুনন্দন! তমোগুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে, এই সকল চিহ্ন উৎপন্ন হইয়া থাকে। ১৩।

ভাষ্য। অপ্রকাশ ইতি। অপ্রকাশঃ অবিবেকঃ অত্যন্তমপ্রবৃত্তিশ্চ প্রবৃত্ত্যভাবঃ তৎকার্য্যং প্রমাদো মোহ এব চাবিবেকো মূঢ়তা ইত্যর্থঃ। তমসি গুণে বিবৃদ্ধে এতানি লিঙ্গানি জায়ন্তে হে কুরুনন্দন ।১৩।

ভাষ্যানুবাদ। "অপ্রকাশ" অতিশয় অবিবেক "অপ্রবৃত্তি" প্রবৃত্তির অভাব, তাহারই কার্য্য "প্রমাদ" এবং "মোহ" সদসজ্‌জ্ঞানের অভাব এবং মূঢ়তা। তমোগুণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে, হে কুরুনন্দন, এই সকল চিহ্ন উৎপন্ন হইয়া থাকে। ১৩।

যদা সত্ত্বে প্রবৃদ্ধে তু প্রলয়ং যাতি দেহভৃৎ।
তদোত্তমবিদাং লোকানমলান্ প্রতিপদ্যতে ॥ ১৪ ॥

অন্বয়। সত্ত্বে প্রবৃদ্ধে তু যদা দেহভৃৎ প্রলয়ং যাতি তদা উত্তমবিদাং অমলান্ লোকান্ প্রতিপদ্যতে ।১৪।

মূলানুবাদ। সত্ত্বগুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে যে সময় দেহী মৃত্যুলাভ করে, সে সময় সে উত্তম জ্ঞানীদিগের অমল লোকসমূহকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ১৪।

ভাষ্য। মরণদ্বারেণাপি যৎফলং প্রাপ্যতে তদপি সঙ্গরাগদ্বারকং সর্কং গৌণমেবেতি দর্শয়ন্নাহ—যদা সত্ত্বে প্রবৃদ্ধে উদ্‌ভূতে প্রলয়ং মরণং যাতি প্রতিপদ্যতে দেহভৃদাত্মা তদা উত্তমবিদাং মহদাদিতত্ত্ববিদাং ইত্যেতৎ। লোকান্ অমলান্ মলরহিতান্ প্রতিপদ্যতে প্রাপ্নোতি ইত্যেতৎ। ১৪।

ভাষ্যানুবাদ। মরণ দ্বারাও (এই সকল গুণ বৃদ্ধির) যে ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাও গৌণ ফল, কারণ, ঐসকল ফলের হেতু বিষয়ে অনুরাগ ও আসক্তি, ইহাই প্রতিপাদন করিবার জন্য বলিতেছেন যে, যে সময়—সত্ত্বগুণ প্রবৃদ্ধ হইলে "দেহভৃৎ" আত্মা "প্রলয়" মরণ প্রাপ্ত হইয়া থাকে, সে সময় "উত্তমবিদ্" অর্থাৎ মহদাদিতত্ত্ববিদ্‌গণের "অমল" মলরহিত লোকসমূহকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে, ইহাই তাৎপর্য্য। ১৪।

রজসি প্রলয়ং গত্বা কর্ম্মসঙ্গিষু জায়তে।

তথা প্রলীনস্তমসি মূঢ়যোনিষু জায়তে ॥ ১৫ ॥

অন্বয়। রজসি প্রলয়ং গত্বা (দেহভৃৎ) কর্ম্মসঙ্গিষু জায়তে। তথা তমসি প্রলীনঃ (দেহভৃৎ) মূঢ়যোনিষু জায়তে। ১৫।

মূলানুবাদ। রজোগুণে মরণ প্রাপ্ত হইলে জীব) কর্ম্মে আসক্ত জীবগণের মধ্যে জন্ম লাভ করে। সেইরূপ তমোগুণে মৃত্যু লাভ করিলে (জীব) মূঢ়যোনিগণের মধ্যে জন্ম লাভ করে।১৫।

ভাষ্য। রজসি গুণে বিবৃদ্ধে প্রলয়ং মরণং গত্বা প্রাপ্য কর্ম্মসঙ্গিষু কর্ম্মাসক্তিযুক্তেষু মনুষ্যেষু জায়তে তথা তদ্বদেব প্রলীনো মৃতস্তমসি বিবৃদ্ধে মূঢ়যোনিষু পশ্বাদিযোনিষু জায়তে।১৫।

ভাষ্যানুবাদ। রজোগুণ প্রবৃদ্ধ হইলে "প্রলয়" মরণ প্রাপ্ত হইয়া (দেহী) "কর্ম্মসঙ্গিগণের" মনুষ্যগণের মধ্যে জন্ম লাভ করে। "তথা" সেইরূপ তমোগুণের বৃদ্ধিকালে "প্রলীন" মৃত হইলে (দেহী) "মূঢ়যোনি" পশুপ্রভৃতির মধ্যে জন্ম লাভ করিয়া থাকে।১৫।

কর্ম্মণঃ সুকৃতস্যাহুঃ সাত্ত্বিকং নির্ম্মলং ফলং।

রজসস্তু ফলং দুঃখমজ্ঞানং তমসঃ ফলম্ ॥১৬॥

অন্বয়। সুকৃতস্য কর্ম্মণঃ নির্ম্মলং সাত্ত্বিকং ফলং, রজসস্তু দুঃখং ফলং, তমসঃ অজ্ঞানং ফলং প্রাহুঃ।১৬।

মূলানুবাদ। সুকৃত কর্ম্মের সাত্ত্বিক ফল নির্ম্মল, রজোগুণের ফল দুঃখ, তমোগুণের ফল অজ্ঞান, (ইহা শাস্ত্রকারকগণ) বলিয়া থাকেন। ১৬।

ভাষ্য। অতীতশ্লোকার্থশ্চ সংক্ষেপত উচ্যতে কর্ম্মণঃ সুকৃতস্যঃ সাত্ত্বিকস্য ইত্যর্থঃ আহুঃ শিষ্টাঃ সাত্ত্বিকমেব নির্ম্মলং ফলং। রজসস্তু ফলং দুঃখং রাজসস্য কর্ম্মণঃ ইত্যর্থঃ। কর্ম্মাধিকারাৎ ফলমপি দুঃখমেব, কারণানুরূপ্যাৎ রাজসমেব। তথা অজ্ঞানং তমসঃ তামসস্য কর্ম্মণোঽধর্ম্মস্য পূর্ব্ববৎ। ১৬।

ভাষ্যানুবাদ। অতীত শ্লোকের অর্থই সংক্ষেপে (পুনর্ব্বার) বলা হইতেছে। সুকৃত কর্ম্ম অর্থাৎ সাত্ত্বিক কর্ম্ম, শিষ্টগণ সাত্ত্বিক কর্ম্মের ফলকেও সাত্ত্বিক ও নির্ম্মলই বলিয়া থাকেন। রজোগুণের অর্থাৎ রাজস কর্ম্মের ফল দুঃখই হইয়া থাকে। কর্ম্মের প্রস্তাব চলিতেছে বলিয়া রজঃ-

শব্দের অর্থ এস্থলে রাজসকর্ম্ম। কারণের অনুরূপই ফল হইয়া থাকে (এই কারণ দুঃখময় রাজসকর্ম্মের ফলও দুঃখরূপ হয়) এইরূপ তমঃ অর্থাৎ তামস কর্ম্মের ফল অজ্ঞান, তমঃ শব্দের অর্থও এইস্থলে পূর্ব্বের ন্যায় তামস কর্ম্ম অর্থাৎ অধর্ম্মই গৃহীত হইতেছে।১৬।

সত্ত্বাৎ সঞ্জায়তে জ্ঞানং রজসো লোভ এব চ।
প্রমাদমোহৌ তমসো ভবতোঽজ্ঞানমেব চ॥ ১৭॥

অন্বয়। সত্ত্বাৎ জ্ঞানং সঞ্জায়তে রজসঃ লোভঃ (সঞ্জায়তে) তমসঃ প্রমাদ মোহৌ ভবতঃ অজ্ঞানং চ (ভবতি) এব। ১৭।

মূলানুবাদ। সত্ত্ব হইতে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, রজঃ হইতে লোভ উৎপন্ন হয়, তমোগুণ হইতে প্রমাদ মোহ এবং অজ্ঞান উৎপন্ন হইয়া থাকে। ১৭।

ভাষ্য। কিঞ্চ গুণেভ্যো ভবতি?—সত্ত্বাৎ লব্ধাত্মকাৎ সঞ্জায়তে সমুৎপদ্যতে জ্ঞানং রজসো লোভ এব চ। প্রমাদমোহৌ চোভৌ—তমসো ভবতঃ অজ্ঞানমেব চ ভবতি। ১৭।

ভাষ্যানুবাদ। গুণত্রয় হইতে কি হয়?—(তাহার উত্তর হইতেছে যে) সত্ত্ব যে সময় আত্মলাভ করিয়া থাকে, তখন তাহা হইতে জ্ঞান (রূপ কার্য্য) উৎপন্ন হয়। রজোগুণ হইতে লোভ উৎপন্ন হয়। প্রমাদ এবং মোহ এই দুইটী এবং অজ্ঞান তমোগুণ হইতে উৎপন্ন হয়। ১৭।

ঊর্দ্ধং গচ্ছন্তি সত্ত্বস্থা মধ্যে তিষ্ঠন্তি রাজসাঃ।
জঘন্যগুণবৃত্তস্থা অধোগচ্ছন্তি তামসাঃ॥১৮॥

অন্বয়। সত্ত্বস্থা ঊর্দ্ধং গচ্ছন্তি, রাজসা মধ্যে তিষ্ঠন্তি, জঘন্যগুণবৃত্তস্থাঃ তামসা অধঃ গচ্ছন্তি। ১৮।

মূলানুবাদ। সত্ত্বগুণস্থিত ব্যক্তিগণ স্বর্গাদি ঊর্দ্ধলোকে গমন করে, রাজস ব্যক্তিগণ মধ্যলোকে অবস্থান করে, জঘন্য গুণের বৃত্তিতে যাহারা সর্ব্বদা ব্যাপৃত—সেই সকল তামস ব্যক্তিগণ অধোলোকে গমন করিয়া থাকে। ১৮।

ভাষ্য। কিঞ্চ ঊর্দ্ধং গচ্ছন্তি দেবলোকাদিষু উৎপদ্যন্তে সত্ত্বস্থাঃ সত্ত্বগুণবৃত্তস্থাঃ। মধ্যে তিষ্ঠন্তি মনুষ্যেষু উৎপদ্যন্তে রাজসাঃ। "জঘন্যগুণবৃত্তস্থাঃ।" "জঘন্যশ্চাসৌ গুণশ্চ জঘন্যগুণস্তমস্তস্য বৃত্তং নিদ্রালস্যাদি তস্মিন্ স্থিতা জঘন্যগুণবৃত্তস্থামূঢ়া অধঃ গচ্ছন্তি পশ্বাদিষু উৎপদ্যন্তে তামসাঃ।১৮।

ভাষ্যানুবাদ। আরও (উক্ত হইতেছে) উর্দ্ধে গমন করে (অর্থাৎ) দেবপ্রভৃতি লোকে উৎপন্ন হইয়া থাকে (কে?) "সত্ত্বস্থ" সত্ত্বগুণের যাহা বৃত্ত (অর্থাৎ পরিণাম) তাহাতে যাহারা অবস্থিত (তাহারা দেবাদি লোকে গমন করে)। রাজসগুণমধ্যে যাহারা অবস্থান করে, তাহারা মনুষ্যগণের মধ্যে জন্মলাভ করে। (যাহারা) "জঘন্যগুণবৃত্তস্থ," জঘন্য যে গুণ অর্থাৎ তমোগুণ তাহার বৃত্ত (অর্থাৎ) নিদ্রা ও আলস্য প্রভৃতি, সেই নিদ্রালস্য প্রভৃতিতে আসক্ত ব্যক্তিগণই জঘন্যগুণবৃত্তস্থ (তাহারা) অধোলোকে গমন করে। (তাৎপর্য্য এই যে) তামস ব্যক্তিগণ পশু প্রভৃতির মধ্যে জন্ম লাভ করে।১৮।

নান্যং গুণেভ্যঃ কর্ত্তারং যদা দ্রষ্টানুপশ্যতি।
গুণেভ্যশ্চ পরং বেত্তি মদ্ভাবং সোঽধিগচ্ছতি। ১৯।

অন্বয়। যদা দ্রষ্টা গুণেভ্যঃ অন্যং কর্ত্তারং ন অনুপশ্যতি (তদা) গুণেভ্যঃ পরং (আত্মানং) বেত্তি (তদা) স মদ্ভাবং অধিগচ্ছতি ॥ ১৯ ॥

মূলানুবাদ। যে সময় গুণসমূহ হইতে পৃথক্ কাহাকেও কর্ত্তা বলিয়া না দেখে এবং আত্মাকে গুণসমূহ হইতে ব্যতিরিক্ত বলিয়া বুঝিয়া থাকে (সে সময়) সেই দ্রষ্টা মদ্ভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে।১৯।

ভাষ্য। পুরুষস্য প্রকৃতিস্থত্বরূপেণ মিথ্যাজ্ঞানেন যুক্তস্য ভোগ্যেষু গুণেষু সুখদুঃখমোহাত্মকেষু সুখী দুঃখী মূঢোঽহমস্মি ইত্যেবংরূপো যঃ সঙ্গঃ তৎকারণং সদসদ্যোনিজন্মপ্রাপ্তিলক্ষণস্য সংসারস্য ইতি সমাসেন পূর্ব্বাধ্যায়ে যদুক্তং তদিহ "সত্ত্বং রজস্তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতিসম্ভবা" ইত্যাদ আরভ্য গুণস্বরূপং গুণবৃত্তং স্ববৃত্তেন চ গুণানাং বন্ধকত্বং গুণবৃত্তনিবদ্ধস্য চ পুরুষস্য যা গতিরিত্যেতৎ সর্ব্বং মিথ্যাজ্ঞানমজ্ঞানমূলং বন্ধকারণং বিস্তরেণ উক্তং। অধুনা সম্যগ্দর্শনান্মোক্ষো বক্তব্য ইত্যাহ ভগবান্ নান্যং কার্য্যকারণবিষয়াকারপরিণতেভ্যঃ গুণেভ্যঃ কর্ত্তারং অন্যং যদা দ্রষ্টা বিদ্বান্ সন্ নানুপশ্যতি। গুণা এব সর্ব্বাবস্থাঃ সর্ব্বকর্ম্মণাং কর্ত্তার ইত্যেবং পশ্যতি। গুণেভ্যশ্চ পরং গুণব্যাপারসাক্ষিভূতং বেত্তি মদ্ভাবং মম ভাবং স দ্রষ্টা অধিগচ্ছতি।১৯।

ভাষ্যানুবাদ। পুরুষ মিথ্যাজ্ঞানের সহিত সম্বদ্ধ, এই মিথ্যাজ্ঞানই প্রকৃতিস্থতা। এইপ্রকারে প্রকৃতিস্থতা যে জীবের আছে, তাহারই গুণত্রয়ে আসঙ্গ হয়। এই গুণ ত্রিবিধ অর্থাৎ সুখ দুঃখ এবং মোহ এই তিনপ্রকার, আমি সুখী আমি দুঃখী, আমি মূঢ় এই প্রকার বোধই পুরুষের গুণত্রয়ে সঙ্গ,

এই সঙ্গই পুরুষের সংসারের কারণ, সৎ বা অসৎ জাতির মধ্যে যে জন্ম, তাহাই সংসার। এই সকল বিষয়ে পূর্ব্বাধ্যায়ে সংক্ষেপে যাহা উক্ত হইয়াছে, এই অধ্যায়েও "সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ এই তিনটী গুণ প্রকৃতিসম্ভব" এই শ্লোক হইতে আরম্ভ করিয়া তাহাই বলা হইয়াছে অর্থাৎ গুণ কি? গুণের কার্য্য কি? গুণের কার্য্যের দ্বারা গুণ কি ভাবে বন্ধের কারণ হয়? গুণনিবদ্ধ পুরুষের গতি কিপ্রকার? ইত্যাদি প্রশ্নের উত্তর স্বরূপে দেখান হইয়াছে যে অবিদ্যা মূলক মিথ্যাজ্ঞানই বন্ধের কারণ। এক্ষণে সম্যগ্দর্শনই যে মোক্ষের উপায়, তাহাই বলিতে হইবে, এইজন্য আরম্ভ করিতেছেন যে, কার্য্য-কারণ ও বিষয় এই তিন রূপে পরিণত গুণত্রয় হইতে অন্য কেহ কর্ত্তা হইতে পারে না, এইরূপ (যে ব্যক্তি) দর্শন করিয়া থাকে অর্থাৎ সকলপ্রকার অবস্থাতে গুণসমূহই সকল কর্ম্মের কর্ত্তা, এইপ্রকার বুঝিয়া থাকে এবং গুণ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ গুণ ব্যাপারের সাক্ষীকেও দেখিয়া থাকে, সেই দ্রষ্টা মদ্ভাব অর্থাৎ আমার স্বভাবকে (সেই সময়) প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ১৯।

গুণানেতানতীত্যত্রীন্ দেহী দেহসমুদ্ভবান্।
জন্মমৃত্যুজরাদুঃখৈর্বিমুক্তোঽমৃতমশ্নুতে ॥ ২০ ॥

অন্বয়। দেহী দেহ সমুদ্ভবান্ এতান্ ত্রীন্ গুণান্ অতীত্য জন্মমৃত্যুজরা-দুঃখৈর্বিমুক্তঃ (সন্) অমৃতমশ্নুতে। ২০।

মূলানুবাদ। দেহসমুদ্ভব এই গুণত্রয়কে অতিক্রম করিতে পারিলে দেহী জন্ম মৃত্যু এবং জরা নিবন্ধন দুঃখ হইতে বিমুক্ত হইয়া নির্ব্বাণ লাভ করিয়া থাকে। ২০।

ভাষ্য। কথমধিগচ্ছতি ইত্যুচ্যতে গুণান্ এতান্ অতীত্য জীবন্ এবাতিক্রম্য মায়োপাধিভূতান্ ত্রীন্ দেহী দেহসমুদ্ভবান্ দেহোৎপত্তিবীজ-ভূতান্ জন্মমৃত্যুজরাদুঃখৈঃ জন্ম চ মৃত্যুশ্চ জরা চ দুঃখানি তৈঃ জীবন্নেব বিমুক্তঃ সন্ বিদ্বান্ অমৃতমশ্নুতে। এবং মদ্ভাবং অধিগচ্ছতি ইত্যর্থঃ। ২০।

ভাষ্যানুবাদ। কিপ্রকারে প্রাপ্ত হয়, তাহাই বলা হইতেছে—এই যথোক্ত মায়ার উপাধিভূত তিনটী গুণকে—জীবিত থাকিতে থাকিতেই অতিক্রম করিয়া, দেহী—জন্মমৃত্যুজরানিবন্ধন দুঃখ হইতে মুক্তি লাভ পূর্ব্বক অমৃতপদ লাভ করিয়া থাকে। এই প্রকার হইলেই জীব মদ্ভাব প্রাপ্ত হয়, ইহাই তাৎপর্য্য। পূর্ব্বোক্ত গুণত্রয় দেহসমুদ্ভব অর্থাৎ দেহোৎপত্তির মূল হেতু। ২০।

অর্জ্জুন উবাচ।

কৈর্লিঙ্গৈস্ত্রীন্ গুণানেতান্ অতীতোভবতি প্রভো।
কিমাচারঃ কথং চৈতাংস্ত্রীন্ গুণানতিবর্ত্ততে॥ ২১॥

অন্বয়। হে প্রভো! কৈর্লিঙ্গৈঃ ত্রীন্ এতান্ গুণান্ অতীতো ভবতি? (ইতি বিজ্ঞায়তে) কিমাচারঃ—কথং চ এতান্ ত্রীন্ গুণান্ অতিবর্ত্ততে। ২১।

মূলানুবাদ। অর্জ্জুন কহিলেন, হে প্রভো! কিরূপ চিহ্নের দ্বারা এই গুণত্রয় হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন, ইহা বুঝা যায়? যে গুণত্রয়কে অতিক্রম করে, তাহার আচার কি প্রকার? এবং কিরূপ উপায়ে তাহা হইয়া থাকে। ২১।

ভাষ্য। জীবন্নেব গুণান্ অতীত্য অমৃতমশ্নুতে ইতি প্রশ্নবীজমুপলভ্য (অর্জ্জুন উবাচ) কৈর্লিঙ্গৈশ্চিহ্নৈঃ ত্রীন্ এতান্ ব্যাখ্যাতান্ গুণান্ অতীতো ব্যতিক্রান্তো ভবতি প্রভো! কিমাচারঃ কোঽস্য আচারঃ ইতি কিমাচারঃ। কথং কেন চ প্রকারেণ এতান্ ত্রীন্ গুণান্ অতিবর্ত্ততে। ২১।

ভাষ্যানুবাদ। জীবন থাকিতে থাকিতেই গুণত্রয়কে অতিক্রম করিয়া অমৃত লাভ করিয়া থাকে, এই প্রকার বাক্যের মধ্যে প্রশ্নের বীজ উপলব্ধি করিয়া অর্জ্জুন বলিলেন যে, প্রভো (দেহী) এই যথোক্ত বর্ণিত গুণত্রয়কে কি প্রকার চিহ্নসমূহের দ্বারা অতিক্রমণ করিয়াছে (ইহা বুঝিতে পারা যায়. সে গুণত্রয়কে অতিক্রম করে, সে কিমাচার? অর্থাৎ তাহার আচার কি প্রকার? এবং কোন্ উপায়ের অনুষ্ঠান সে গুণত্রয়কে অতিক্রম করিতে সমর্থ হয়। ২১।

শ্রীভগবানুবাচ।

প্রকাশং চ প্রবৃত্তিং চ মোহমেব চ পাণ্ডব।
ন দ্বেষ্টি সম্প্রবৃত্তানি ন নিবৃত্তানি কাঙ্ক্ষতি॥ ২২॥

অন্বয়। হে পাণ্ডব!—প্রকাশং চ প্রবৃত্তিং মোহং এব চ (এতানি ত্রীণি) সম্প্রবৃত্তানি ন দ্বেষ্টি তথা নিবৃত্তানি ন কাংক্ষতি। ২২।

মূলানুবাদ। শ্রীভগবান্ কহিলেন,—হে পাণ্ডব, প্রকাশ, প্রবৃত্তি ও মোহ এই তিনটী গুণকে সম্প্রবৃত্ত দেখিয়া বিদ্বেষ করে না এবং ইহাদিগকে নিবৃত্ত হইতে দেখিয়াও (পুনর্ব্বার) পাইবার জন্য অভিলাষ করে না। ২২।

ভাষ্য। গুণাতীতস্য লক্ষণং গুণাতীতত্বোপায়ঃ চ অর্জ্জুনেন পৃষ্টঃ অস্মিন্

শ্লোকে প্রশ্নদ্বয়ার্থং প্রতিবচনং যত্তাবৎ কৈর্লিঙ্গৈর্যুক্তো গুণাতীতো ভবতীতি তচ্ছৃণু। প্রকাশং চ সত্ত্বকার্য্যং প্রবৃত্তিং চ রজঃকার্য্যং মোহমেব চ তমঃকার্য্যং ইত্যেতানি ন দ্বেষ্টি সংপ্রবৃত্তানি সম্যগ্‌বিষয়ভাবেনোদ্ভূতানি। মম তামসঃ প্রত্যয়ো জাতস্তেনাহং মূঢ়ঃ তথা মম রাজসী প্রবৃত্তিরুৎপন্না দুঃখাত্মিকা তেনাহং রজসা প্রবর্ত্তিতঃ প্রচলিতঃ স্বরূপাৎ কষ্টং মম বর্ত্ততে যোঽয়ং মৎস্বরূপাবস্থানাদ্ভ্রংশঃ। তথা সাত্ত্বিকো গুণঃ প্রকাশাত্মা মাং বিবেকিত্বমাপাদয়ন্ সুখে চ সঞ্জয়ন্ বধ্নাতি ইতি তানি দ্বেষ্টি অসম্যগ্দর্শিত্বেন। তদেবং গুণাতীতো ন দ্বেষ্টি সংপ্রবৃত্তানি। যথা চ সাত্ত্বিকাদিপুরুষঃ সাত্ত্বিকাদিকার্য্যাণি আত্মানং প্রতি প্রকাশ্য নিবৃত্তানি কাংক্ষতি ন তথা গুণাতীতো নিবৃত্তানি কাংক্ষতি ইত্যর্থঃ। এতন্ন পরপ্রত্যক্ষং লিঙ্গং কিং তর্হি স্বাত্মপ্রত্যক্ষত্বাদাত্মবিষয়মেবৈতল্লক্ষণং। ন হি স্বাত্মবিষয়ং দ্বেষমাকাংক্ষাং বা পরঃ পশ্যতি। ২২।

ভাষ্যানুবাদ।—গুণাতীত কিরূপ চিহ্নসমূহের দ্বারা প্রতীত হয়, এইরূপ যে প্রশ্ন করিয়াছিলে, তাহার উত্তর শ্রবণ কর (ইহাই ভগবান্ বলিতেছেন) "প্রকাশ" সত্ত্বগুণের কার্য্য "প্রবৃত্তি" রজোগুণের কার্য্য "মোহ" তমোগুণের কার্য্য, এই সকল কার্য্য (যে সময়) সংপ্রবৃত্ত হয় অর্থাৎ সম্যক্ প্রকারে বিষয়-ভাবনা হইতে প্রাদুর্ভূত হয়। (কিরূপে হয় এবং তাহাদিগের প্রতি বিদ্বেষই বা কি ভাবে হয়? তাহাই দেখাইতেছেন।) "আমার তামস প্রত্যয় উৎপন্ন হইয়াছে, সেই কারণে আমি মূঢ় হইতেছি," এই প্রকার "আমার রাজসী প্রবৃত্তি উৎপন্ন হইয়াছে, এই প্রবৃত্তি আমার দুঃখের কারণ, সেই কারণে আমি রজোগুণের দ্বারা প্রবর্ত্তিত (অর্থাৎ) স্বরূপ হইতে প্রচলিত হইতেছি, এই যে স্বরূপাবস্থান হইতে আমার ভ্রংশ—ইহা আমার পক্ষে বড়ই ক্লেশকর," এইরূপ "সাত্ত্বিক প্রকাশরূপ গুণ আমার বিবেক উৎপাদন করিতেছে এবং আমাকে সুখে আসক্ত করিয়া তুলিতেছে," এই প্রকার ভাবনার বশে অস-ম্যগ্‌দর্শী জীব ত্রৈগুণ্যের কার্য্যগুলির প্রতি বিদ্বেষপরায়ণ হইয়া থাকে। (যে পুরুষ সত্ত্ব প্রভৃতি গুণত্রয় বা তৎকার্য্য বৃত্তিসমূহে আত্মভাব আরোপিত করে, সেই পুরুষই গুণানুসারে যথাক্রমে সাত্ত্বিক রাজস বা তামস পুরুষ বলিয়া কথিত হয়) সাত্ত্বিকাদি পুরুষ যেমন আত্মসমক্ষে একবার প্রকটিত হইয়া পুনর্ব্বার নিবৃত্ত সত্ত্বাদিগুণের কার্য্যাবলীর প্রতি আকাংক্ষাসম্পন্ন হয়, সেই গুণাতীত পুরুষ কোনপ্রকার গুণকার্য্যের প্রতি সেইরূপ আকাংক্ষাযুক্ত হয় না, ইহাই তাৎপর্য্যার্থ। এই যে চিহ্ন উক্ত হইল, ইহা পরের প্রত্যক্ষযোগ্য চিহ্ন

নহে। ইহা গুণাতীত ব্যক্তির আত্মপ্রত্যক্ষসিদ্ধ চিহ্ন। আত্মবিষয়ক দ্বেষ বা আকাংক্ষা অপরে কখনই প্রত্যক্ষ করিতে পারে না। ২২।

উদাসীনবদাসীনো গুণৈর্যো ন বিচাল্যতে।
গুণা বর্ত্তন্ত ইত্যেব যোঽবতিষ্ঠতি নেঙ্গতে॥ ২৩॥

অন্বয়। যঃ উদাসীনবদ্ আসীনঃ গুণৈঃ ন বিচাল্যতে। গুণা এব বর্ত্তন্তে ইতি যঃ অবতিষ্ঠতি ন ইঙ্গতে। ২৩।

মূলানুবাদ। যে ব্যক্তি উদাসীনের ন্যায় অবস্থিত, গুণসমূহ যাহাকে বিচলিত করিতে পারে না, গুণেরই পরিণাম হয় এই ভাবিয়া যে স্বয়ং স্থির ভাবে থাকে এবং কোন প্রকারেই আত্মস্বভাব হইতে চ্যুত না হয়। ২৩।

ভাষ্য। অথেদানীং গুণাতীতঃ কিমাচার ইতি প্রশ্নস্য প্রতিবচনমাহ উদাসীনবদ্ যথা উদাসীনঃ ন কস্যচিৎ পক্ষং ভজতে তথায়ং গুণাতীতত্বোপায়-মার্গেঽবস্থিতআসীন আত্মবিদ্ গুণৈর্যঃ সন্ন্যাসী ন বিচাল্যতে বিবেকদর্শনা-বস্থাতঃ। তদেতৎ স্ফুটীকরোতি গুণাঃ কার্য্যকরণবিষয়াকারপরিণতাঃ অন্যোন্যস্মিন্ বর্ত্তন্তে ইতি যঃ অবতিষ্ঠতি। যোঽনুতিষ্ঠতি ইতি বা পাঠান্তরং। নেঙ্গতে ন চলতি স্বরূপাবস্থ এব ভবতীত্যর্থঃ। ২৩।

ভাষ্যানুবাদ। এই ক্ষণে গুণাতীতের আচার কি প্রকার? এই প্রশ্নের উত্তর দিতেছেন—উদাসীনের ন্যায় অবস্থিত, যেমন উদাসীন ব্যক্তি কোন পক্ষই অবলম্বন করে না, সেইরূপ এই গুণাতীতত্বরূপ উপায়মার্গে অবস্থিত আত্মবিৎ সন্ন্যাসী—যিনি গুণত্রয়ের দ্বারা পরিচালিত না হয়েন অর্থাৎ বিবেক দর্শনাবস্থা হইতে, (তিনিই গুণাতীত।) এই সেই বিষয়টীকে আরও বিশদ করিয়া বলা হইতেছে যে, কার্য্য করণ ও বিষয় অর্থাৎ (দেহ ইন্দ্রিয় এবং শব্দাদি ভোগ্য) রূপে পরিণত গুণসমূহই পরস্পর মিলিত হইয়া সকল প্রকার ব্যাপার নির্ব্বাহ করিতেছে, এইরূপ বুঝিয়া যে আত্মস্বরূপে অবস্থান করিয়া থাকে। অনুতিষ্ঠতি (অনুষ্ঠান করে) এই প্রকার পাঠান্তর আছে। এবং প্রচলিত হয় না অর্থাৎ আত্মস্বরূপেই অবস্থান করিয়া থাকে। ২৩।

সমদুঃখসুখঃ স্বস্থঃ সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ।
তুল্যপ্রিয়াপ্রিয়োধীরস্তুল্যনিন্দাত্মসংস্তুতিঃ॥ ২৪॥

অন্বয়। সমদুঃখসুখঃ স্বস্থঃ সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ তুল্যপ্রিয়াপ্রিয়ঃ ধীরঃ তুল্যনিন্দাত্মসংস্তুতিঃ। ২৪।

মূলানুবাদ। যাহার সুখ ও দুঃখ সমান, যাহার নিকটে লোষ্ট প্রস্তর ও সুবর্ণ সমান, প্রিয় এবং অপ্রিয় যাহার তুল্য, যে ধীর এবং যাহার নিকটে নিন্দা ও আত্মপ্রশংসা একরূপ, সেই গুণাতীত। ২৪।

ভাষ্য। কিঞ্চ "সমদুঃখসুখ" সমে দুঃখসুখে যস্য স সমদুঃখসুখঃ "স্বস্থঃ" স্বে আত্মনি স্থিতঃ প্রসন্নঃ। "সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ" লোষ্টং চ অশ্মা চ কাঞ্চনং চ সমানি যস্য স সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ। "তুল্যপ্রিয়াপ্রিয়ঃ" প্রিয়ং চ অপ্রিয়ং চ প্রিয়াপ্রিয়ে তুল্যে সমে যস্য সোঽয়ং তুল্যপ্রিয়াপ্রিয়ঃ। "ধীরো" ধীমান্। "তুল্যনিন্দাত্মসংস্তুতিঃ" নিন্দা চ আত্মসংস্তুতিশ্চ তুল্যে নিন্দাত্মসংস্তুতী যস্য যতেঃ স তুল্যনিন্দাত্মসংস্তুতিঃ। ২৪।

ভাষ্যানুবাদ। আরও "সমদুঃখসুখ" দুঃখ এবং সুখ যাহার নিকটে সমান, তাহাকেই সমদুঃখসুখ বলা যায়। "স্বস্থ" স্ব অর্থাৎ নিজের আত্মায় যে অবস্থান করে অর্থাৎ যে প্রসন্ন, সেই স্বস্থ। "সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ" লোষ্ট (মৃৎখণ্ড) অশ্মা (প্রস্তরখণ্ড) এবং কাঞ্চন (স্বর্ণ) এই সকল বস্তুই যাহার নিকটে সমান, সেই "সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ" "তুল্যপ্রিয়াপ্রিয়ঃ" প্রিয় এবং অপ্রিয় এই দুইটী বস্তুই যাহার নিকট সমান, সেই "তুল্যপ্রিয়াপ্রিয়ঃ" "ধীরঃ" ধীমান্। "তুল্যনিন্দাত্মসংস্তুতি." নিন্দা এবং আত্মপ্রশংসা যে সন্ন্যাসীর সমান, তাহাকেই তুল্যনিন্দাত্মসংস্তুতি কহা যায়। ২৪।

মানাপমানয়োস্তুল্যস্তুল্যো মিত্রারিপক্ষয়োঃ।
সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী গুণাতীতঃ স উচ্যতে ॥ ২৫ ॥

অন্বয়। মানাপমানয়োঃ (যঃ) তুল্যঃ মিত্রারিপক্ষয়োঃ (যঃ) তুল্যঃ (যঃ) সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী চ স গুণাতীত উচ্যতে। ২৫।

মূলানুবাদ। যে ব্যক্তি মান ও অপমানকে সমানভাবে বুঝিয়া থাকে, যে মিত্র ও শত্রুপক্ষে সমান, যে সকলপ্রকার আরম্ভ পরিত্যাগ করিয়াছে, সেই গুণাতীত বলিয়া কথিত হয়। ২৫।

ভাষ্য। কিঞ্চ মানাপমানয়োস্তুল্যঃ সমোনির্ব্বিকারঃ তুল্যো মিত্রারিপক্ষয়োঃ যদ্যপ্যুদাসীনা ভবন্তি কেচিৎ স্বাভিপ্রায়েণ তথাপি পরাভিপ্রায়েণ মিত্রারিপক্ষয়োরিব ভবন্তি ইতি তুল্যোমিত্রারিপক্ষয়োরিত্যাহ। সর্ব্বারম্ভ-

পরিত্যাগী দৃষ্টাদৃষ্টার্থানি কর্ম্মাণি আরভ্যন্তে ইত্যারম্ভাঃ সর্ব্বান্ আরম্ভান্ পরিত্যক্তুং শীলমস্য ইতি সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী। দেহধারণমাত্রনিমিত্ত-ব্যতিরেকেণ সর্ব্বকর্ম্মপরিত্যাগী ইত্যর্থঃ। গুণাতীতঃ স উচ্যতে। উদাসীন-বদিত্যাদি গুণাতীতঃ স উচ্যতে ইত্যেতদন্তং উক্তং যাবদ্ যত্নসাধ্যং তাবৎ সন্ন্যাসিনা অনুষ্ঠেয়ং গুণাতীতত্বসাধনং মুমুক্ষোঃ স্থিরীভূতং তু স্বসংবেদ্যং সৎ গুণাতীতস্য যতের্লক্ষণং ভবতীতি। ২৫।

ভাষ্যানুবাদ। আরও মান ও অপমানে তুল্য অর্থাৎ সম—নির্ব্বিকার এবং মিত্র এবং অরি পক্ষে তুল্য। যদিচ সন্ন্যাসিগণ নিজে মনে মনে সকল পক্ষেই উদাসীনই হইয়া থাকেন (সুতরাং তাঁহাদের আবার অরি বা মিত্র কিরূপে সম্ভব) তাহা হইলেও অপরের অভিপ্রায়ানুসারে সন্ন্যাসীরও অরি ও মিত্র বলিয়া অনেকে ব্যবহৃত হইতে পারে। সেই অপরের কল্পিত অরি ও মিত্রপক্ষে সন্ন্যাসী (সর্ব্বদা) তুল্যই থাকেন, ইহাই বলা হইতেছে। "সর্ব্বারম্ভ-পরিত্যাগী" যাহার আরম্ভ করা যায়, তাহাই আরম্ভ শব্দের অর্থ। দৃষ্ট ও অদৃষ্ট ফললাভের জন্য যে সকল কর্ম্মের আরম্ভ হয়, সেই সকল কর্ম্মই এই স্থলে সর্ব্বারম্ভ পদের অর্থ বলিয়া ধরিয়া লইতে হইবে। সেই সকল প্রকার কর্ম্মের পরিত্যাগ করাই যাহার স্বভাব, সে সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী। যে কর্ম্মের দ্বারা কেবল দেহ ধারণ মাত্র প্রযোজন সিদ্ধ হয়, সেই কর্ম্ম ছাড়া অন্য সকলপ্রকার কর্ম্মই যে পরিত্যাগ করে, সেই সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী, ইহাই অর্থ। (এইপ্রকার বিশেষণযুক্ত যে সন্ন্যাসী) সেই গুণাতীত বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে। উদাসীন-বদ্ আসীন ইত্যাদি এবং গুণাতীতঃ স উচ্যতে ইত্যন্ত গ্রন্থের দ্বারা যাহা কিছু গুণাতীতের লক্ষণ বলা হইযাছে, তাহার মধ্যে যাহা কিছু যত্নের দ্বারা সাধিত হইতে পারে, তাহার জন্য সন্ন্যাসীর যত্ন করা উচিত। মুমুক্ষু সন্ন্যাসীর গুণাতীতত্ব লক্ষণ যখন স্থির হইয়া যায়, তখন তাহা সেই সন্ন্যাসীর স্বসংবেদ্য লক্ষণই হইয়া থাকে। ২৫।

মাং চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে।
স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে॥ ২৬॥

অন্বয়। যঃ অব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন মাং সেবতে স এতান্ গুণান্ সমতীত্য ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে। ২৬।

মূলানুবাদ। অব্যভিচার ভক্তিযোগের সহিত যে ব্যক্তি আমার সেবা

করে, সে এই সকল গুণকে অতিক্রম করিয়া নির্ব্বাণ লাভ করে। ২৬।

ভাষ্য। অধুনা কথং চ ত্রীন্ গুণান্ অতিবর্ত্ততে ইতি প্রশ্নস্য প্রতিবচনমাহ মাং চেশ্বরং নারায়ণং সর্ব্বভূতহৃদয়াশ্রিতং যো যতিঃ কর্ম্মী বা অব্যভিচারেণ ন কদাচিদ্ যো ব্যভিচরতি তেন ভক্তিযোগেন ভজনং ভক্তিঃ সৈব যোগস্তেন ভক্তিযোগেন সেবতে স গুণান্ সমতীত্য এতান্ যথোক্তান্ ব্রহ্মভূয়ায় ভবনং ভূয়ঃ ব্রহ্মভবনায় মোক্ষায় কল্পতে সমর্থো ভবতীত্যর্থঃ। ২৬।

ভাষ্যানুবাদ। এক্ষণে কিপ্রকারে তিনটী গুণকে অতিক্রম করিতে পারা যায় এই প্রশ্নের উত্তর দিতেছেন। আমি সর্ব্বভূতের হৃদয়ে আশ্রিত আমিই ঈশ্বর—নারায়ণ,আমাকে যে ব্যক্তি সন্ন্যাসী বা কর্ম্মী অব্যভিচার ভক্তিযোগের দ্বারা সেবা করে; ভক্তিই যোগ এই অর্থে ভক্তিযোগ শব্দটী ব্যবহৃত হইয়াছে। যে ভক্তিযোগ কোন সময়েই অন্যথাভাব প্রাপ্ত হয় না, সেই ভক্তিযোগই অব্যভিচার। (যে ব্যক্তি এই প্রকার অব্যভিচার ভক্তিযোগের দ্বারা আমার সেবা করে) সে এই যথাকথিত গুণত্রয়কে অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মভূয়কে লাভ করিতে সমর্থ হয়। ভূয় শব্দের অর্থ ভবন অর্থাৎ হওয়া—ব্রহ্মভূয় শব্দের অর্থ ব্রহ্মভবন অর্থাৎ ব্রহ্ম হওয়া—নির্ব্বাণ। (উক্ত মৎসেবক) মোক্ষ লাভ করিতে সমর্থ হয়, ইহাই তাৎপর্য্যার্থ। ২৬।

ব্রহ্মণোহি প্রতিষ্ঠাহং অমৃতস্যাব্যয়স্য চ।
শাশ্বতস্য চ ধর্ম্মস্য সুখস্যৈকান্তিকস্য চ ॥ ২৭ ॥

অন্বয়। অহং অমৃতস্য অব্যয়স্য ব্রহ্মণঃ তথা শাশ্বতস্য ধর্ম্মস্য ঐকান্তিকস্য সুখস্য চ প্রতিষ্ঠা। ২৭।

মূলানুবাদ। আমি অমৃত অব্যয় ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা সনাতন ধর্ম্ম এবং ঐকান্তিক সুখেরও আমিই প্রতিষ্ঠা। ২৭।

ভাষ্য। কুত এতদিত্যুচ্যতে ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনঃ হি যস্মাৎ প্রতিষ্ঠা অহং প্রতিতিষ্ঠত্যস্মিন্নিতি প্রত্যগাত্মা কীদৃশস্য ব্রহ্মণোঽমৃতস্য অবিনাশিনোঽব্যয়স্যাবিকারিণঃ শাশ্বতস্য চ নিত্যস্য ধর্ম্মস্য জ্ঞানযোগধর্ম্মপ্রাপ্যস্য সুখস্যানন্দরূপস্য ঐকান্তিকস্য অব্যভিচারিণঃ। অমৃতাদিস্বভাবস্য পরমাত্মনঃ প্রত্যগাত্মা প্রতিষ্ঠা সম্যগ্ জ্ঞানেন পরমাত্মতয়া নিশ্চীয়তে। তদেতদ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ইত্যুক্তং। যয়া চেশ্বরশক্ত্যা ভক্তানুগ্রহাদিপ্রয়োজনায় ব্রহ্ম প্রতিষ্ঠতে প্রবর্ত্ততে সা শক্তির্ব্রহ্মৈবাহং শক্তিশক্তিমতোরনন্যত্বাদিত্যভিপ্রায়ঃ। অথবা ব্রহ্মশব্দ-

বাচ্যত্বাৎ সবিকল্পকং ব্রহ্ম তস্য ব্রহ্মণো নির্ব্বিকল্পকোঽহং এব নান্যপ্রতিষ্ঠা আশ্রয়ঃ। কিংবিশিষ্টস্য অমৃতস্য অমরণধর্ম্মকস্য অব্যয়স্য ব্যয়রহিতস্য কিং চ শাশ্বতস্য চ নিত্যস্য ধর্ম্মস্য জ্ঞাননিষ্ঠালক্ষণস্য সুখস্য তজ্জনিতস্য ঐকান্তিকস্য একান্তনিয়তস্য চ প্রতিষ্ঠা অহমিতি বর্ত্ততে। ২৭।

ইতি শ্রীমচ্ছঙ্করভগবতঃ কৃতৌ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাভাষ্যে
গুণত্রয়বিভাগযোগোনাম চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ।

ভাষ্যানুবাদ। কেন এই প্রকার হয়, তাহাই বলা হইতেছে। যে কারণে "ব্রহ্মের" পরমাত্মার আমিই প্রতিষ্ঠা, যাহাতে (বস্তু) প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহারই নাম প্রতিষ্ঠা। প্রতিষ্ঠা শব্দটির প্রকৃতঅর্থ সর্ব্বব্যাপী আত্মা। সেই ব্রহ্ম কীদৃশ? তাহা "অমৃত" অবিনাশী "অব্যয়" অবিনাশী "শাশ্বত" নিত্য, "ধর্ম্ম" জ্ঞান-যোগরূপ ধর্ম্মের দ্বারা প্রাপ্য "সুখ" আনন্দরূপ এবং 'ঐকান্তিক' অব্যভিচারী (অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকার বিকার রহিত) এই প্রকার অমৃতাদি স্বভাবসম্পন্ন পরমাত্মার প্রত্যগাত্মা (নিরুপাধি ব্রহ্মই) প্রতিষ্ঠা। এই প্রত্যগাত্মা অর্থাৎ নিরুপাধিক ব্রহ্মই পরমাত্মরূপে অর্থাৎ পরমেশ্বর হইতে অভিন্নভাবে সম্যক্ জ্ঞানের দ্বারা নির্ণীত হইয়া থাকেন। এই কথাই "ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে" এই পূর্ব্বোক্ত শ্লোকে উক্ত হইয়াছে। ভক্তগণের প্রতি অনুগ্রহ প্রভৃতি প্রয়োজন নির্ব্বাহের জন্য ব্রহ্ম যে ঐশীশক্তিস্বরূপে (এই সংসারক্ষেত্রে) প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন, সেই ঐশীশক্তিও ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই নহে এবং আমিই সেই ব্রহ্ম, কারণ, শক্তি ও শক্তিমান্ এই দুইটীর মধ্যে বাস্তবিক কোন প্রকার পার্থক্য নাই। অথবা এইখানে ব্রহ্ম শব্দের বাচ্য অর্থ হইতেছে সবিকল্পক (অর্থাৎ সোপাধিক) ব্রহ্ম, সেই সবিকল্প ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা হইতেছে নির্ব্বিকল্পক (অর্থাৎ নিরুপাধিক) ব্রহ্ম, এবং আমিই (প্রকৃতপক্ষে) সেই নির্ব্বিকল্প ব্রহ্ম। সুতরাং আমি ছাড়া অন্য কেহই সবিকল্প ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা বা আশ্রয়, ইহা সম্ভব নহে। সেই সবিকল্প ব্রহ্মের বিশেষণ কি? (তাহাই বলা হইতেছে যে) তাহা "অমৃত" মরণরূপ ধর্ম্মবিরহিত "অব্যয়" ব্যয়রহিত, আরও তাহা "শাশ্বত" নিত্য, তাহা "ধর্ম্ম" অর্থাৎ জ্ঞাননিষ্ঠারূপ ধর্ম্ম, তাহা "সুখ" অর্থাৎ সেই ধর্ম্ম-জনিত সুখের স্বরূপ এবং তাহা "ঐকান্তিক" একান্তনিয়ত। এই প্রকার বিশেষণসম্পন্ন সবিকল্প ব্রহ্মের আমিই প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ আশ্রয়। ইহা পূর্ব্ব হইতেই আসিতেছে। ২৭।

ইতি শ্রীশাঙ্করভাষ্যানুবাদের গুণত্রয়বিভাগযোগ নামক চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

শ্রীভগবানুবাচ।

ঊর্দ্ধমূলমধঃশাখমশ্বত্থং প্রাহুরব্যয়ম্।

ছন্দাংসি যস্য পর্ণানি যস্তং বেদ স বেদবিৎ ॥ ১ ॥

অন্বয়। ঊর্দ্ধমূলং অধঃশাখং অশ্বত্থং অব্যয়ং প্রাহুঃ—যস্য পর্ণানি ছন্দাংসি তং (অশ্বত্থং) যো বেদ স বেদবিৎ। ১।

মূলানুবাদ। শ্রীভগবান্ কহিলেন—(বেদবিদ্‌গণ) বলিয়া থাকেন যে, (সংসাররূপ) অশ্বত্থের মূল ঊর্দ্ধদিকে এবং তাহার শাখাসমূহ অধোগামী এবং তাহা অবিনাশী। যে অশ্বত্থের পত্রসমূহ বেদমন্ত্রময়, সেই অশ্বত্থকে যে জানে, সেই বেদবিৎ। ১।

ভাষ্য।—যস্মান্মদধীনং কর্ম্মিণাং কর্ম্মফলং জ্ঞানিনাং চ জ্ঞানফলং অতো ভক্তিযোগেন মাং যে সেবন্তে তে মৎপ্রসাদাৎ জ্ঞানপ্রাপ্তিক্রমেণ গুণাতীতা মোক্ষং গচ্ছন্তি। কিমু বক্তব্যমাত্মনস্তত্ত্বমেব সম্যগ্ বিজ্ঞানন্তঃ। ইত্যতো ভগবান্ অর্জ্জুনেনাপৃষ্টমপি আত্মনস্তত্ত্বং বিবক্ষুরুবাচ ঊর্দ্ধমূলমিত্যাদি। তত্র তাবদ্বৃক্ষরূপকল্পনয়া বৈরাগ্যহেতোঃ সংসারস্বরূপং বর্ণয়তি বিরক্তস্য হি সংসারাদ্ ভগবত্তত্ত্বজ্ঞানে অধিকারো নান্যস্যেতি।

ভাষ্যানুবাদ। কর্ম্মিগণের কর্ম্মফল এবং জ্ঞানিগণের জ্ঞানফল যে কারণে আমারই আয়ত্ত,এইহেতু যাহারা ভক্তিযোগের দ্বারা আমার সেবা করে,তাহারা আমারই অনুগ্রহে ক্রমে জ্ঞান লাভ করে এবং গুণাতীত হইয়া মোক্ষ পর্য্যন্ত লাভ করে। কিন্তু যাহারা আত্মার তত্ত্ব যথার্থভাবে জানিতে সমর্থ হয়, তাহারা যে সাক্ষাৎ মোক্ষ লাভ করিতে পারে, সে বিষয়ে আর অধিক কি বক্তব্য হইতে পারে? এই ভাবিয়া ভগবান্—অর্জ্জুনের প্রশ্ন না থাকিলেও সাক্ষাৎ ভাবে আত্মতত্ত্বের উপদেশ দিতে ইচ্ছুক হইয়া বলিতেছেন যে, ঊর্দ্ধমূল ইত্যাদি। প্রথমেই বৈরাগ্য যাহাতে হয়, সেই জন্য এই বৃক্ষের সহিত সাদৃশ্য কল্পনা দ্বারা সংসারের স্বরূপ বর্ণন করিতেছেন। সংসারে যাহার বিরক্তি আসিয়াছে, সেই ভগবানের তত্ত্ব জানিতে অধিকারী হয়, অবিরক্ত পুরুষের তাহাতে অধিকার নাই।

ভাষ্য।—ঊর্দ্ধমূলং কালতঃ সূক্ষ্মত্বাৎ কারণত্বাৎ নিত্যত্বাৎ মহত্ত্বাচ্চ ঊর্দ্ধমুচ্যতে ব্রহ্ম, অব্যক্তমায়াশক্তিমৎ তৎ মূলমস্য ইতি সোঽয়ং সংসারবৃক্ষঃ ঊর্দ্ধমূলঃ। শ্রুতেশ্চ "ঊর্দ্ধমূলোঽবাক্‌শাখঃ" ইতি।

ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ওমিত্যেকাক্ষরং পরং।
ওমিত্যেকাক্ষরং জ্ঞাত্বা যো যদিচ্ছতি তস্য তৎ॥

ওম্—ইহা মহারহস্য। ওম্—ইহা আমাদের শ্রেষ্ঠ সম্পত্তি। যিনি এই ওঙ্কারের রহস্য জানেন, তিনি যাহা চান, তাহাই পাইয়া থাকেন।

অদ্বৈতবাদ কি কার্যাকরী?

অতএব প্রথমে এই ওঙ্কারের রহস্য অবগত হও—তুমিই যে সেই ওঙ্কার—তাহা জান। এই তত্ত্বমসি মহাবাক্যের রহস্য অবগত হও; তখনই, কেবল তখনই, তোমরা যাহা চাহিবে, তাহা পাইবে। যদি জড়জগতে বড় হইতে চাও, বিশ্বাস কর—তুমি বড়। আমি হয়ত একটী ক্ষুদ্র বুদ্বুদ, তুমি হয়ত পর্ব্বততুল্য উচ্চ তরঙ্গ, কিন্তু জানিও, অনন্ত সমুদ্র আমাদের উভয়েরই পশ্চাদ্দেশে রহিয়াছে, অনন্ত ঈশ্বর আমাদের সকল শক্তি ও বীর্য্যের আধারস্বরূপ আর আমরা উভয়েই উহা হইতে যত ইচ্ছা শক্তি সংগ্রহ করিতে পারি। অতএব আপনার উপর বিশ্বাস কর। অদ্বৈতবাদের রহস্য এই যে, প্রথমে নিজেদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিতে হয়, তার পর অন্য কিছুতে বিশ্বাস করিতে পার। জগতের ইতিহাসে দেখিবে, কেবল যে সকল জাতি নিজেদের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে, তাহারাই প্রবল ও বীর্য্যবান্ হইয়াছে। প্রত্যেক জাতির ইতিহাসে ইহাও দেখিবে, যে সকল ব্যক্তি নিজেদের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে, তাহারাই প্রবল ও বীর্য্যবান্ হইয়াছে। এই ভারতে একজন ইংরাজ আসিয়াছিলেন—তিনি সামান্য কেরাণীমাত্র ছিলেন—পয়সা কড়ির অভাবে ও অন্যান্য কারণে তিনি দুইবার নিজের মাথায় গুলি করিয়া আত্মহত্যার চেষ্টা করেন আর যখন তিনি উহাতে অকৃতকার্য্য হইলেন,—তাঁহার বিশ্বাস হইল,—তিনি বড় বড় কায করিবার জন্য জন্মিয়াছেন—সেই ব্যক্তিই সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা লর্ড ক্লাইব। যদি তিনি পাদরীদের উপর বিশ্বাস করিয়া সারাজীবন হাঁটু গাড়িয়া 'হে প্রভু, আমি দুর্ব্বল, আমি হীন' করিতেন, তবে তাঁহার গতি হইত কোথায়? নিশ্চিত বাতুলালয়েই তাঁহার গতি হইত। লোকে এই সকল কুশিক্ষা দিয়া তোমাদিগকে পাগল করিয়া তুলিয়াছে। আমি সমগ্র জগতে দেখিয়াছি,—দীনতার দুর্ব্বলতা-সম্পাদক উপদেশের দ্বারা অতি অশুভ ফল ঘটিয়াছে—সমগ্র মনুষ্যজাতিকে উহাতে নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে। আমাদের সন্তান সন্ততিগণকে এইরূপ ভাবে শিক্ষা

দেওয়া হয়—আর তাহারা যে শেষে আধপাগলা গোছ হইয়া দাঁড়ায়, ইহা কি আশ্চর্য্যের বিষয়?

নূতন শিক্ষা—'অদ্বৈতজ্ঞান আঁচলে বেঁধে যা ইচ্ছা কর।'

অদ্বৈতবাদ কার্য্যে পরিণত করিবার উপায় এই। অতএব নিজেদের উপর বিশ্বাস স্থাপন কর, আর যদি সাংসারিক ধন সম্পদের আকাঙ্ক্ষা থাকে, তবে এই অদ্বৈতবাদ কার্য্যে পরিণত কর; টাকা তোমার নিকট আসিবে। যদি বিদ্বান্ ও বুদ্ধিমান্ হইতে ইচ্ছা কর, তবে অদ্বৈতবাদকে সেই দিকে প্রয়োগ কর,—তুমি মহামনীষী হইবে। আর যদি তুমি মুক্তিলাভ করিতে চাও, তবে আধ্যাত্মিক ভূমিতে এই অদ্বৈতবাদ প্রয়োগ করিতে হইবে—তাহা হইলে তুমি ঈশ্বর হইয়া যাইবে—পরমানন্দস্বরূপ নির্ব্বাণ লাভ করিবে। এইটুকু ভুল হইয়াছিল যে, এতদিন উহা কেবল আধ্যাত্মিক দিকেই প্রযুক্ত হইয়াছিল—এই পর্য্যন্ত। এখন কর্ম্মজীবনে উহা প্রয়োগ করিবার সময় আসিয়াছে। এখন আর উহাকে রহস্য রাখিলে চলিবে না, এখন আর হিমালয়ের গুহায় বন জঙ্গলে সাধু সন্ন্যাসীদের নিকট উহা আবদ্ধ থাকিবে না, লোকের প্রাত্যহিক জীবনে উহা কার্য্যে পরিণত করিতে হইবে। রাজার প্রাসাদে, সাধু সন্ন্যাসীর গুহায়, দরিদ্রের কুটীরে, সর্ব্বত্র—এমন কি, রাস্তার ভিখারী দ্বারাও ইহা কার্য্যে পরিণত হইতে পারে। কারণ, গীতায় কি উক্ত হয় নাই যে—

স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ।

পাশ্চাত্য জাতি আমাদের অপেক্ষা অদ্বৈতবাদ কর্ম্মজীবনে অধিক পরিণত করিয়াছে।

এই ধর্ম্মের অল্পমাত্রও আমাদিগকে মহৎ ভয় হইতে পরিত্রাণ করে। অতএব তুমি স্ত্রীই হও বা শূদ্রই হও বা আর যাহা কিছু হও—তোমার কিছুমাত্র ভয়ের কারণ নাই, কারণ, শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন, এই ধর্ম্ম এতই বড় যে, ইহার অতি অল্পমাত্র অনুষ্ঠান করিলেও মহান্ কল্যাণ লাভ হইয়া থাকে। অতএব হে আর্য্যসন্তানগণ, অলসভাবে বসিয়া থাকিও না—উঠ, জাগো, আর যতদিন না সেই চরম লক্ষ্যে পঁহুছিতেছ, ততদিন নিশ্চিন্ত থাকিও না। এখন এমন সময় আসিয়াছে যে, অদ্বৈতবাদকে কার্য্যে পরিণত করা আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। উহাকে এখন স্বর্গ হইতে মর্ত্ত্যে লইয়া আসিতে হইবে—ইহাই এখন বিধির বিধান। আমাদের প্রাচীন পূর্ব্বপুরুষগণের বাণী আমাদিগকে

অবনতির দিকে আর অধিকদূর অগ্রসর হইতে নিষেধ করিতেছে। অতএব হে আর্য্যসন্তানগণ, আর সে দিকে অগ্রসর হইও না। তোমাদের সেই প্রাচীন শাস্ত্রের উপদেশ উচ্চদেশ হইতে ক্রমশঃ নিম্নাভিমুখী হইয়া আসিয়া সমগ্র জগৎকে আচ্ছন্ন করুক, সমাজের প্রতি স্তরে প্রবেশ করুক, প্রত্যেক ব্যক্তির সাধারণ সম্পত্তি হউক, আমাদের জীবনের অঙ্গীভূত হউক, আমাদের শিরায় শিরায় প্রবেশ করিয়া আমাদের প্রত্যেক শোণিতবিন্দুর সহিত প্রবাহিত হউক।

তোমরা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইবে, কিন্তু সত্য কথা বলিতে কি, আমাদের অপেক্ষা ইউরোপীয়েরা বেদান্তকে অধিক পরিমাণে কর্ম্মজীবনে পরিণত করিয়াছে। আমি নিউইয়র্কের সমুদ্রতটে দাঁড়াইয়া দেখিতাম—বিভিন্ন দেশ হইতে লোক আমেরিকায় উপনিবেশ স্থাপনার্থ আসিতেছে। তাহাদের দেখিলে বোধ হইত, যেন তাহারা মরমে মরিয়া আছে, পদদলিত, আশাহীন, এক পুঁটলি কাপড় কেবল তাদের সম্বল—কাপড়গুলিও সব ছিন্নভিন্ন, ভয়ে লোকের মুখের দিকে তাকাইয়া থাকিতে অক্ষম। একটা পুলিসের লোক দেখিলেই ভয় পাইয়া ফুটপাথের অন্যদিকে যাইবার চেষ্টা। এখন মজা দেখ, ছমাস বাদে সেই লোকগুলিই আবার উত্তম বস্ত্র পরিহিত হইয়া সোজা হইয়া চলিতেছে—সকলের দিকেই নির্ভীকদৃষ্টিতে চাহিতেছে। এরূপ অদ্ভুত পরিবর্ত্তন কিসে করিল? মনে কর, সে ব্যক্তি আরমেনিয়া অথবা অপর কোথা হইতে আসিতেছে—সেখানে কেহ তাহাকে গ্রাহ্য করিত না—সকলেই পিষিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিত, সেখানে সকলেই তাহাকে বলিত—তুই জন্মিছিস্ গোলাম, থাকবি গোলাম, একটু যদি নড়্‌তে চড়্‌তে চেষ্টা করিস্ ত তোকে পিষিয়া ফেলিব। চারিদিকের সবই যেন তাহাকে বলিত, 'গোলাম, তুই গোলাম আছিস—যা আছিস্, তাই থাক্। জন্মিছিলি যখন, তখন যে নৈরাশ্য অন্ধকারে জন্মিছিলি, সেই নৈরাশ্য অন্ধকারে সারাজীবন পড়িয়া থাক্। সেখানকার হাওয়ায় যেন তাহাকে গুণ গুণ করিয়া বলিত—তোর কোন আশা নাই—গোলাম হইয়া চিরজীবন নৈরাশ্য অন্ধকারে পড়িয়া থাক্। সেখানে বলবান্ ব্যক্তি পিষিয়া তাহার প্রাণ হরণ করিয়া লইয়াছিল। আর যখনই সে জাহাজ হইতে নামিয়া নিউইয়র্কের রাস্তায় চলিতে লাগিল, সে দেখিল, একজন উত্তমবস্ত্রপরিহিত ভদ্রলোক তাহার করমর্দ্দন করিল। সে যে চীরপরিহিত আর ভদ্রলোকটী যে উত্তমবস্ত্রধারী, তাহাতে কিছু আসিয়া গেলনা। আর একটু অগ্রসর

হইয়া সে এক ভোজনাগারে গিয়া দেখিল, ভদ্রলোকেরা টেবিলে বসিয়া আহার করিতেছেন—সেই টেবিলেরই এক প্রান্তে তাহাকে বসিবার জন্য বলা হইল। সে চারিদিকে ঘুরিতে লাগিল—দেখিল—এ এক নূতন জীবন; সে দেখিল, এমন জায়গাও আছে, যেখানে আর পাঁচজন মানুষের ভিতর সেও একজন মানুষ। হয় ত সে ওয়াশিংটনে গিয়া যুক্তরাজ্যের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে করমর্দ্দন করিয়া আসিল, হয় ত সে তথায় দেখিল,—দূরবর্ত্তী পল্লীগ্রামসমূহ হইতে মলিনবস্ত্রপরিহিত কৃষকেরা আসিয়া সকলেই প্রেসিডেন্টের সঙ্গে করমর্দ্দন করিতেছে। তখন তাহার মায়ার আবরণ খসিয়া গেল। সে যে ব্রহ্ম—মায়াবশে এইরূপ দুর্ব্বল দাসভাবাপন্ন হইয়াছিল। এখন সে আবার জাগিয়া উঠিয়া দেখিল,—মনুষ্যপূর্ণ জগতের মধ্যে সেও একজন মানুষ।

আমাদের সমুদয় দুর্দশার জন্য আমরাই দায়ী।

আমাদের এই দেশে, এই বেদান্তের জন্মভূমিতে আমাদের সাধারণ লোককে শত শত শতাব্দী ধরিয়া এইরূপ মায়াচক্রে ফেলিয়া এইরূপ অবনতভাবাপন্ন করিয়া ফেলা হইয়াছে। তাহাদের স্পর্শে অশুচি, তাহাদের সঙ্গে বসিলে অশুচি। তাহাদিগকে বলা হইতেছে, —নৈরাশ্যের অন্ধকারে তোদের জন্ম—থাক্ চিরকাল এই নৈরাশ্য অন্ধকারে। আর তাহার ফল এই হইয়াছে যে, তাহারা ক্রমাগত ডুবিতেছে, গভীর অন্ধকার হইতে আরও গভীরতর অন্ধকারে ডুবিতেছে। অবশেষে মনুষ্যজাতি যতদূর নিকৃষ্টতম অবস্থায় পঁহুছিতে পারে, ততদূর পৌঁছিয়াছে। কারণ, এমন দেশ আর কোথায় আছে, যেখানে মানুষকে গোমহিষাদির সঙ্গে একত্র শয়ন করিতে হয়? আর ইহার জন্য অপর কাহারও ঘাড়ে দোষ চাপাইও না—অজ্ঞ ব্যক্তিরা যে ভুল করিয়া থাকে, সেই ভ্রমে তোমরাও পড়িও না। ফলও হাতাহাতি দেখিতেছ, তাহার কারণও এইখানেই বর্ত্তমান। আমাদেরই বাস্তবিক দোষ। সাহস করিয়া দাঁড়াও—নিজেদের ঘাড়েই সব দোষ লও। অপরের স্কন্ধে দোষারোপ করিতে যাইও না—তোমরা যে সকল কষ্ট ভোগ করিতেছ, তাহার একমাত্র কারণ তোমরাই।

অতএব হে লাহোরবাসী যুবকবৃন্দ, তোমরা এইটী বিশেষভাবে অবগত হও যে, তোমাদের স্কন্ধে এই মহাপাপ—এই বংশ-পরম্পরাগত ও জাতীয় মহাপাপ রহিয়াছে—ইহা দূর না করিতে পারিলে তোমাদের আর উপায় নাই। তোমরা সহস্র সহস্র সমিতি গঠন করিতে পার, বিশ হাজার রাজনৈতিক সম্মি-

দেশোদ্ধারের উপায়—প্রেম ও সহানুভূতি।

লন করিতে পার, পঞ্চাশ হাজার শিক্ষালয় স্থাপন করিতে পার। এই সকলে কিছুই ফল হইবে না, যতদিন না তোমাদের ভিতর সেই সহানুভূতি, সেই প্রেম আসিতেছে যতদিন না তোমাদের ভিতর সেই হৃদয় আসিতেছে—যাহা সকলের জন্য ভাবে, যতদিন না ভারতে আবার বুদ্ধের হৃদয়বত্তা আসিতেছে, যতদিন না ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বাণী রাজনৈতিক বিষয়ে প্রয়োগ করা হইতেছে, ততদিন আমাদের আশা নাই। তোমরা ইউরোপীয়দের এবং তাহাদের সভাসমিতির অনুকরণ করিতেছ; কিন্তু তাহাদের হৃদয়ভাবের অনুকরণ কি করিয়াছ? আমি তোমাদিগকে একটী গল্প বলিব—আমি স্বচক্ষে যে একটী ঘটনা দেখিয়াছি, তাহা তোমাদের নিকট বলিব—তাহা হইলেই তোমরা আমার ভাব বুঝিবে। একদল ইউরোপীয়ান কতকগুলি ব্রহ্মদেশবাসীকে লণ্ডনে লইয়া গিয়া তথায় তাহাদিগের একটী প্রদর্শনী করিয়া খুব পয়সা উপার্জ্জন করিল। শেষে সব পয়সাগুলি নিজেরা লইয়া তাহাদিগকে ইউরোপের অন্যত্র লইয়া গিয়া ছাড়িয়া দিয়া সরিয়া গেল। এই গরিব বেচারারা কোন ইউরোপীয় ভাষার একটী শব্দও জানিত না। যাহা হউক, অষ্ট্রীয়ার ইংরেজ কন্‌সল তাহাদিগকে লণ্ডনে পাঠাইয়া দিলেন। তাহারা লণ্ডনেও কাহাকেও জানিত না—সুতরাং সেখানে গিয়াও নিরাশ্রয় অবস্থায় পড়িল। কিন্তু একজন ইংরাজ ভদ্রমহিলা তাহাদের বিষয় জানিতে পারিয়া এই ব্রহ্মবাসী বৈদেশিকগণকে নিজ গৃহে লইয়া গিয়া নিজের কাপড় চোপড়, নিজের বিছানা পত্র, যাহা কিছু প্রয়োজন, সব দিয়া তাহাদের সেবা করিতে লাগিলেন আর সংবাদপত্রে এই সংবাদ প্রেরণ করিলেন। আর দেখ, তাহার ফল কেমন হইল। তার পরদিনই যেন সমগ্রজাতিটী জাগিয়া উঠিল—চারিদিক্ হইতে তাহাদের সাহায্যার্থ টাকা আসিতে লাগিল—তাহাদিগকে শেষে ব্রহ্মদেশে পাঠাইয়া দেওয়া হইল। তাহাদের রাজনৈতিক ও অন্যান্য সভাসমিতি যাহা কিছু আছে, তাহা এইরূপ সহানুভূতির উপর প্রতিষ্ঠিত।

এই প্রেমের (অন্ততঃ নিজ জাতির প্রতি) পর্ব্বতদৃঢ় ভিত্তিই তাহাদের সমুদয় কার্য্যের মূল। তাহারা সমগ্র জগৎকে ভাল না বাসিতে পারে, তাহারা আর সকলের শত্রু হইতে পারে, কিন্তু ইহা বলা বাহুল্য যে, তাহারা নিজেদের দেশে নিজ জাতির প্রতি অগাধপ্রেমসম্পন্ন এবং তাহার দ্বারে সমাগত বৈদেশিকগণের প্রতিও সত্য, ন্যায় ও দয়াপরায়ণ। পাশ্চাত্য দেশের সকল স্থানে

উহারা কিরূপ অদ্ভুতভাবে আমার আতিথ্যসৎকার ও যত্ন করিয়াছিল একথা যদি আমি তোমাদের নিকট বার বার না বলি, তাহা হইলে আমি মহা অকৃতজ্ঞতাদোষে দূষিত হইব। এখানে সে হৃদয় কোথায়, যে ভিত্তির উপর এই জাতির উন্নতি প্রতিষ্ঠিত হইবে? আমরা পাঁচজনে মিলিয়া একটী ছোটখাট যৌথ কারবার খুলিলাম—কিছুদিন চলিতে না চলিতেই আমরা পরস্পরকে ঠকাইতে লাগিলাম, শেষে সব ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া গেল। তোমরা তাহাদের অনুকরণের কথা বল—আর তাহাদের ন্যায় শক্তিশালী জাতি গঠন করিতে চাও। কিন্তু তোমাদের ভিত্তি কই? আমাদের বালির ভিত্তি, তাই উহার উপর নির্ম্মিত গৃহ অল্পকালের মধ্যেই চুরমার হইয়া ভাঙ্গিয়া যায়।

আমাদের জাতীয়তা প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজনীয় প্রেম ও সহানুভূতির অভাব।

অতএব হে লাহোরবাসী যুবকবৃন্দ, আবার সেই অদ্ভুত অদ্বৈত পতাকা উড্ডীন কর—কারণ, আর কোন ভিত্তিতে তোমাদের ভিতর সেই অপূর্ব্ব প্রেম জন্মিতে পারে না—যতদিন না তোমরা সেই এক ভগবান্‌কে একভাবে সর্ব্বত্র অবস্থিত দেখিতেছ, ততদিন তোমাদের ভিতর সেই প্রেম জন্মিতে পারে না—সেই প্রেমের পতাকা উড়াইয়া দাও। 'উঠ, জাগ, যতদিন না লক্ষ্যে পঁহুছিতেছ, ততদিন নিশ্চিন্ত থাকিও না।' উঠ, আর একবার উঠ—কারণ, ত্যাগ ব্যতীত কিছুই হইতে পারে না। অপরকে যদি সাহায্য করিতে চাও, তবে তোমার নিজের অহংকে বিসর্জ্জন করিতে হইবে। খ্রীষ্টিয়ানদের ভাষায় বলি,—তোমরা ঈশ্বর ও শয়তানের সেবা এক সঙ্গে কখন করিতে পার না। বৈরাগ্য—তোমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ বড় বড় কায করিবার জন্য সংসার ত্যাগ করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান কালে এমন লোক অনেক রহিয়াছেন, যাঁহারা নিজেদের মুক্তির জন্য সংসার ত্যাগ করিয়াছেন। তোমরা সব ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দাও, এমন কি, নিজেদের মুক্তি পর্য্যন্ত দূরে ফেলিয়া দাও—যাও—অপরের সাহায্য কর। তোমরা সর্ব্বদাই বড় বড় কথা কহিতেছ—কিন্তু এই তোমাদের সম্মুখে কার্য্যকরী বেদান্ত স্থাপন করিলাম। তোমাদের এই ক্ষুদ্র জীবন বিসর্জ্জনে প্রস্তুত হও। যদি এই জাতি জীবিত থাকে, তবে তুমি, আমি, আমাদের মত হাজার হাজার লোক যদি অনশনে মরে, তাহাতেই বা ক্ষতি কি?

সর্ব্বস্ব, এমন কি মুক্তির আশা পর্য্যন্ত ত্যাগ করিয়া দেশের কল্যাণের জন্য প্রস্তুত হও।

দেশের জনসাধারণের জন্য প্রাণপণ কর।

এই জাতি ডুবিতেছে, অগণন লক্ষ লক্ষ প্রাণীর অভিশাপ আমাদের মস্তকে রহিয়াছে—যাহাদিগকে আমরা নিত্য-প্রবাহিত অমৃতনদী পার্শ্বে বহিয়া যাইলেও তৃষ্ণার সময় পয়ঃপ্রণালীর জল পান করিতে দিয়া আসিয়াছি, অসংখ্য লক্ষ লক্ষ ব্যক্তি যাহাদিগকে সম্মুখে অপর্য্যাপ্ত আহারীয় থাকিতেও আমরা অনশনে মরিতে দিয়াছি, অসংখ্য লক্ষ লক্ষ লোক—যাহাদিগকে আমরা অদ্বৈতবাদের কথা বলিয়াছি, এবং প্রাণপণে ঘৃণা করিয়াছি, অসংখ্য লক্ষ লক্ষ প্রাণী, যাহাদের বিরুদ্ধে আমরা লোকাচারের মতবাদ আবিষ্কার করিয়াছি, যাহাদিগকে আমরা মুখে বলিয়াছি—সকলেই সমান, সকলেই সেই এক ব্রহ্ম কিন্তু উহা কার্য্যে পরিণত করিবার বিন্দুমাত্রও চেষ্টা করি নাই—"মনে মনে রাখ্‌লেই হ'ল—ব্যবহারিক জগতে অদ্বৈতভাব লইয়া আসা—বাপ রে!!" তোমাদের চরিত্রের এই দাগ মুছিয়া ফেল। উঠ, জাগো। এই ক্ষুদ্র জীবন যদি যায়, ক্ষতি কি? সকলেই মরিবে—সাধু অসাধু, ধনী দরিদ্র সকলেই মরিবে। শরীর কাহারও চিরকাল থাকিবে না। অতএব উঠ, জাগো ও সম্পূর্ণ অকপট হও। ভারতে ঘোর কপটতা প্রবেশ করিয়াছে। চাই চরিত্র—চাই এইরূপ দৃঢ়তা ও চরিত্রবল, যাহাতে মানুষ একটা জিনিষকে মরণকামড়ে ধরিয়া থাকিতে পারে।

"নীতিনিপুণ ব্যক্তিগণ নিন্দাই করুন বা সুখ্যাতিই করুন, লক্ষ্মী আসুন বা চলিয়াই যান, মৃত্যু আজই হউক বা শতাব্দান্তেই হউক, তিনিই ধীর, যিনি ন্যায্য পথ হইতে এক পদও বিচলিত না হন।" উঠ, জাগো—সময় চলিয়া যাইতেছে, আর আমাদের সমুদয় শক্তি বৃথা বাক্যে ক্ষয় হইতেছে। উঠ, জাগো, সামান্য সামান্য বিষয় ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মত মতান্তর লইয়া বৃথা বিবাদ পরিত্যাগ কর। তোমার সামনে যে খুব বড় কাজ রহিয়াছে—লক্ষ লক্ষ লোক ডুবিতেছে—তাহাদিগকে উদ্ধার কর।

উপসংহার।

এইটী বিশেষভাবে লক্ষ্য করিও যে, মুসলমানগণ যখন ভারতবর্ষে প্রথম আসে, তখন ভারতে ছয় কোটী হিন্দুর নিবাস ছিল, আজ সে স্থলে দুই কোটীরও কম হইয়াছে। ইহার কোন প্রতীকার না হইলে দিন দিন আরও কমিয়া যাইবে, শেষে আর হিন্দু কেহ থাকিবে না। হিন্দু জাতি লোপের

সঙ্গে সঙ্গেই—তাহাদের শতদোষ সত্ত্বেও জগতের সমক্ষে তাহাদের শত শত বিকৃত চিত্র উপস্থাপিত হইলেও এখনও তাহারা যে সকল মহৎ মহৎ ভাবের প্রতিনিধি স্বরূপে বর্ত্তমান, সে গুলিও লুপ্ত হইবে। আর তাহাদের লোপের সঙ্গে সঙ্গে সকল অধ্যাত্ম জ্ঞানের চূড়ামণি স্বরূপ অপূর্ব্ব অদ্বৈত তত্ত্বও বিলুপ্ত হইবে। অতএব উঠ, জাগো, জগতের আধ্যাত্মিকতা রক্ষার জন্য বাহু প্রসারিত করিয়া দাও। আর প্রথমে তোমাদের স্বদেশের কল্যাণের জন্য এই তত্ত্ব কার্য্যে পরিণত কর। আমাদের প্রয়োজন—ধর্ম্ম তত টা নহে—জড় জগতে এই অদ্বৈতবাদ একটু কার্য্যে পরিণত করিতে হইবে, প্রথমে অন্নের ব্যবস্থা করিতে হইবে, তার পর ধর্ম্ম। গরীব বেচারারা অনশনে মরিতেছে, আমরা তাহাদিগকে অতিরিক্ত ধর্ম্ম উপদেশ দিতেছি! মত মতান্তরে ত আর ক্ষুধা মেটে না! আমাদের দুইটী দোষ বড়ই প্রবল—প্রথমতঃ আমাদের দুর্ব্বলতা, দ্বিতীয়তঃ প্রেমশূন্যতা—হৃদয়ের শুষ্কতা। লক্ষ লক্ষ মত মতান্তরের কথা বলিতে পার, কোটী কোটী সম্প্রদায় গঠন করিতে পার, কিন্তু যতদিন না তাহাদের দুঃখ প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতেছ, বেদের উপদেশানুযায়ী যতদিন না জানিতেছ যে, তাহারা তোমার শরীরের অংশ স্বরূপ, যতদিন না তোমরা ও তাহারা—দরিদ্র ও ধনী, সাধু ও অসাধু, সকলেই যাহাকে তোমরা ব্রহ্ম বল, সেই অনন্ত সর্ব্বস্বরূপের অংশ হইয়া যাইতেছ, ততদিন কিছু হইবে না।

ভদ্রমহোদয়গণ, আমি আপনাদের নিকট অদ্বৈতবাদের কয়েকটী প্রধান প্রধান ভাব প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিয়াছি, আর এখন ইহাকে কার্য্যে পরিণত করিবার সময় আসিয়াছে—শুধু এ দেশে নয়, সর্ব্বত্র। আধুনিক বিজ্ঞানের লৌহমুদ্গরাঘাতে সকল স্থানের দ্বৈতবাদাত্মক ধর্ম্ম সকলের কাচ-নির্ম্মিত ভিত্তিসমূহ চূর্ণ করিয়া গুঁড়া করিয়া ফেলিতেছে। শুধু এখানেই যে দ্বৈতবাদীরা শাস্ত্রীয় শ্লোকের টানিয়া অর্থ করিবার চেষ্টা করিতেছে (এতদূর টানা হইতেছে যে, আর চলে না—শ্লোকগুলি ত আর রবার নহে!) শুধু, এখানেই যে উহারা আত্মরক্ষার জন্য অন্ধকারে কোণে লুকাইবার চেষ্টা করিতেছে, তাহা নহে, ইউরোপ আমেরিকায় এই চেষ্টা আরও বেশী। আর তথায়ও ভারত হইতে এই তত্ত্বের কিছু অন্ততঃ গিয়া প্রবেশ করা চাই। ইতিপূর্ব্বেই উহা গিয়াছে—উহার প্রসার দিন দিন আরও বাড়াইতে হইবে। পাশ্চাত্য সভ্যজগৎকে রক্ষা করিতে উহার বিশেষ প্রয়োজন।

কারণ, পাশ্চাত্য দেশে তথাকার প্রাচীন ভাব উঠিয়া গিয়া এক নূতন ধরণ—কাঞ্চনের পূজা—প্রবর্ত্তিত হইতেছে। এই আধুনিক ধর্ম্ম অর্থাৎ পরস্পর প্রতিযোগিতা ও কাঞ্চনপূজা অপেক্ষা যে, সেই প্রাচীন অপরিণত ধর্ম্মপ্রণালী ছিল ভাল। কোন জাতি যতই প্রবল হউক না কেন, কখনই এরূপ ভিত্তির উপর দাঁড়াইতে পারে না। আর জগতের ইতিহাস আমাদিগকে বলিতেছে, যাহারাই এইরূপ ভিত্তির উপর তাহাদের সমাজ প্রতিষ্ঠা করিতে গিয়াছে, তাহাদেরই বিনাশ হইয়াছে। যাহাতে ভারতে এই কাঞ্চনপূজার তরঙ্গ প্রবেশ না করে, তাহার দিকে প্রথমেই বিশেষ ভাবে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। অতএব সকলের নিকট এই অদ্বৈতবাদ প্রচার কর, যাহাতে ধর্ম্ম আধুনিক বিজ্ঞানের প্রবলাঘাতেও অক্ষত থাকিতে পারে। শুধু তাহাই নয়, তোমাদিগকে অপরকেও সাহায্য করিতে হইবে—তোমাদের ভাবরাশি ইউরোপ, আমেরিকার উদ্ধার সাধন করিবে। কিন্তু সর্ব্বাগ্রে তোমাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিতেছি যে, এখানেই প্রকৃত কায রহিয়াছে আর সেই কার্য্যের প্রথমাংশ—ভারতের লক্ষ লক্ষ দারিদ্র্যপীড়িত অসহায় অজ্ঞানতিমিরাচ্ছন্ন ব্যক্তিগণের উন্নতি সাধন। তাহাদের কল্যাণের জন্য, তাহাদের সহায়তার জন্য বাহু প্রসারিত করিয়া দাও এবং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সেই বাণী স্মরণ রাখিও—

ইহৈব তৈর্জিতঃ সর্গো যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ।
নির্দ্দোষং হি সমং ব্রহ্ম তস্মাৎ ব্রহ্মণি তে স্থিতাঃ॥

গীতা।

যাঁহাদের মন এই সাম্যভাবে অবস্থিত, তাঁহারা ইহ জীবনেই সংসার জয় করিয়াছেন। যেহেতু ব্রহ্ম নির্দ্দোষ ও সমভাবাপন্ন সেই হেতু তাঁহারা ব্রহ্মে অবস্থিত।

রাজপুতানা।

স্বামীজি লাহোর হইতে দেরাদুনে গমন করিলেন। তাঁহার স্বাস্থ্য তত ভাল না থাকায় এখানে কিছুদিন বিশ্রাম করিবেন মানস করিয়াছিলেন। যাহাতে লোকজনের সঙ্গে বেশী দেখাসাক্ষাৎ বা কথাবার্ত্তা কহিতে না হয়, তজ্জন্য বিশেষ চেষ্টা হইত, কিন্তু অদম্য মহাশক্তি তাঁহার ভিতর কার্য্য করিতেছে, তিনি কি স্থির থাকিতে পারেন? অতি গোপনে থাকিলেও লোকে তাঁহার বিষয় জানিতে পারিয়া দলে দলে আসিতে লাগিল—তিনিও তাহাদিগকে নানাবিধ উপদেশ দিতে লাগিলেন। এখানে আসিবার আর এক উদ্দেশ্য ছিল। স্বামীজির শিষ্য সেভিয়ার দম্পতী তখন হিমালয়ের কোন নিভৃত স্থানে একটী আশ্রমবাটী নির্ম্মাণার্থ জমী অন্বেষণ করিতেছিলেন—এখানে সুবিধামত স্থান মিলিল না। এখানে সঙ্গী শিষ্যগণকে রীতিমত রামানুজের ভাষ্যসমেত বেদান্ত অধ্যাপনা করাইতে লাগিলেন। বেদান্তাধ্যাপনায় স্বামীজি সময়ে সময়ে এরূপ তন্ময় হইয়া যাইতেন যে, সেভিয়ারদম্পতী অপরাহ্ন ভ্রমণের জন্য আসিয়া অপেক্ষা করিয়া থাকিলেও খেয়াল করিতেন না।

দেরাদুন হইতে সাহারাণপুরে আসিলে স্থানীয় উকিল বঙ্কুবিহারী বাবু তাঁহাকে যথোচিত সমাদরপূর্ব্বক নিজগৃহে অভ্যর্থনা করিলেন। তিনি এবং অন্যান্য অনেক ভদ্রলোক এখানে থাকিয়া বক্তৃতাদি করিবার জন্য অনেক অনুরোধ করিলেন। কিন্তু তিনি তখন রাজপুতানার অন্তর্গত খেতড়িতে যাইতে উৎসুক হইয়াছেন। সুতরাং তাঁহাদের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করিতে হইল।

সাহারাণপুর হইতে দিল্লীতে আসিয়া স্বামীজি ৪।৫দিন অবস্থান করিলেন। স্বামীজির এক্ষণে আর অভ্যর্থনা প্রভৃতিতে রুচি নাই—এখন প্রাচীন শিষ্য ও বন্ধুগণের সহিত মিলনে উৎসুক। তাই এখানে ধনী লোকের নিমন্ত্রণ অগ্রাহ্য করিয়া এক পুরাতন গরিব শিষ্যের বাটীতে উঠিলেন। আমেরিকা যাইবার বহু পূর্ব্বেই ভারতভ্রমণের সময় ইহাঁর সহিত স্বামীজির পরিচয় হয় এবং স্বামীজির সহবাসে ইহাঁর পূর্ব্ব চরিত্রের পরিবর্ত্তন হয়। ইনি বরাবরই অতি সরল প্রকৃতি ও স্পষ্টবক্তা ছিলেন। স্বামীজিকে গুরুজী বলিয়া সম্বোধন করেন। আমেরিকা যাইবার পূর্ব্বে একসময় স্বামীজি রেলের তৃতীয় শ্রেণীর

গাড়ীর কষ্টে অতিশয় অস্থির হইয়া ইহাঁর নিকট একখানি মধ্যম শ্রেণীর টিকিট প্রার্থনা করায় ইনি বলিয়াছিলেন, 'কি গুরুজী, বিলাস ঢুক্‌ছে যে!' এখন তাঁহার সেই গুরুজী পাশ্চাত্য দেশ বিজয় করিয়া ফিরিয়া আসিলেও গুরুশিষ্যে সেইরূপ অকপট ভাবে কথা চলিতে লাগিল। একদিন তিনি বলিলেন, 'গুরুজী, প্রায় ৫।৬ মাস যাবৎ সন্ধ্যা আহ্নিক কর্‌ছি, কিন্তু কিছু light পাচ্ছি নে।' স্বামীজি বলিলেন, 'ভাষায় ভগবান্‌কে ডাক্‌বি'। এই বলিয়া গায়ত্রীর অর্থ বেশ করিয়া বুঝাইয়া দিলেন। আর একদিন স্বামীজির জনৈক ব্রহ্মচারী শিষ্যের শিখা দেখিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এটি কি? ব্রহ্মচারী উত্তরপ্রদানে কিছু ইতস্ততঃ করায় স্বামীজি বলিলেন, 'এ ব্রহ্মচারী কি না—তাই শিখা রাখিয়াছে।' শিষ্য অমনি উত্তর করিল—'আর আপনি বুঝি পরমহংস হয়েছেন।' যাহা হউক, ইনি প্রাণপণে স্বামীজি ও তাঁহার শিষ্যগণের সেবা করিতে লাগিলেন। এখানকার কলেজের একটি অধ্যাপক স্বামীজির নিকট খুব যাতায়াত করিতে লাগিলেন। তাঁহার উদ্যোগে দিল্লীর কয়েকজন ভদ্রলোকের একটী ক্ষুদ্র সভা হইল। স্বামীজি সমাগত সকলেরই প্রশ্নের সুমীমাংসা করিয়া দিলেন। এখান হইতে চলিয়া যাইবার পূর্ব্বে দিল্লীর কেল্লা, কুতব মিনার, প্রাচীন দিল্লী প্রভৃতি সমুদয় দ্রষ্টব্য বিষয় দর্শন করা হইল। স্বামীজি সঙ্গিগণকে এই সকল ভগ্নাবশেষ দেখাইয়া কত প্রাচীন শিল্পের কথা, কত ইতিহাসের কথা গল্পের মত বলিয়া যাইতে লাগিলেন। সেই সকল কথার কিয়দংশও রক্ষা করিতে পারিলে এক একখানি সুবৃহৎ গ্রন্থ হইতে পারিত।

দিল্লী হইতে স্বামীজি আলোয়ারে চলিলেন। চারিদিকে রাজপুতানার বালির পাহাড় দেখা যাইতে লাগিল। ট্রেন রেওয়াড়ি ষ্টেশনে পৌঁছিলে দেখা গেল, তথায় খেতড়ির রাজার লোক পাল্‌কি, উট, রথ, অশ্ব প্রভৃতি নানাবিধ যান লইয়া উপস্থিত। খেতড়ি জয়পুরের অধীন একটী ক্ষুদ্র-রাজ্য—জয়পুর সহর হইতে মরুভূমির মধ্য দিয়া প্রায় ৯০ মাইল পথ যাইতে হয়। রেওয়াড়ি ষ্টেশন হইতে প্রায় ২০ মাইল কম পড়ে। কিন্তু স্বামীজি কিরূপে একেবারে খেতড়ি যাইবেন? তাঁহাকে যে আলোয়ার যাইতে হইবে। যাঁহারা উদ্বোধনে 'আলোয়ারে শ্রীবিবেকানন্দ' প্রবন্ধ পড়িয়াছেন, তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন, আমেরিকা যাত্রার পূর্ব্বে এই স্থানে স্বামীজি আসিয়া প্রায় একমাস ছিলেন। তখন অনেক যুবক তাঁহার চরিত্রে আকৃষ্ট

হইয়া তাঁহার শিষ্য হন। তাঁহাদের পুনঃপুনঃ আহ্বান কি তিনি উপেক্ষা করিতে পারেন? আলোয়ারে এই ভক্ত শিষ্যগণের সঙ্গে মিলিত হইয়া ৪।৫ দিন তথায় থাকিলেন ও এক আধটী বক্তৃতাও করিলেন। পরে জয়পুর যাওয়া হইল। এখানেও স্থানীয় বহু বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি সমাগত হইতে লাগিলেন। স্বামীজি খেতড়ির রাজার বাঙ্গালায় রহিলেন। শিষ্যগণকে সম্বোধিয়া স্বামীজি বলিতে লাগিলেন, এই স্থানেই একদিন সামান্য ফকির বেশে আসিয়াছিলাম—তখন রাজপাচক অনেক মুখনাড়া দিয়া দিনান্তে চারিটী খাইতে দিয়া যাইত। আর এখন পালকের গদিতে শয়নের বন্দোবস্ত হইতেছে—এখন কত লোক সেবার জন্য অহরহঃ যোড়হস্তে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। শাস্ত্রে সত্যই উক্ত হইয়াছে,—'অবস্থা পূজ্যতে রাজন্ ন শরীরং শরীরিণাং।' জয়পুর হইতে ৯০ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া খেতড়ি যাওয়া হইল। এদিকে মরুভূমির মধ্য দিয়া যাওয়া হইতেছে, যাই পড়াওয়ে পঁহুছান হইল, অমনি বেদান্ত অধ্যাপনা আরম্ভ। কেহ উষ্ট্রপৃষ্ঠে, কেহ অশ্বপৃষ্ঠে, কেহ বা রথযোগে চলিতেছে। কত প্রসঙ্গ, কত আনন্দের কথাই হইতেছে। এই সময়ে স্বামীজি রাত্রে একটা পড়াওয়ে ভূত দেখিয়াছিলেন বলিয়াছিলেন।

খেতড়ি পঁহুছিতে প্রায় বার মাইল আছে, এমন সময় রাজা অগ্রবর্ত্তী হইয়া আসিয়া স্বামীজির পাদবন্দনা করিলেন এবং নিজের ছয়ঘোড়ার গাড়ীতে স্বামীজিকে তুলিয়া লইয়া খেতড়িতে উপনীত হইলেন।

এদিকে খেতড়িতে মহা উৎসব পড়িয়া গিয়াছে। রাজা অল্পদিন হইল, পাশ্চাত্যদেশ ভ্রমণ করিয়া তথা হইতে প্রত্যাগত হইয়াছেন। তাই প্রজাবর্গ রাজাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য নানাবিধ আয়োজন করিয়াছে। স্বামীজির আগমনে তাহাদের এই উৎসাহ দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইল। সমারোহ সহকারে ভোজ, অগ্নিক্রীড়া প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হইল। অভিনন্দনপত্রও পড়া হইল। স্বামীজি ও রাজাজী উভয়েই উপযুক্ত উত্তর প্রদান করিলেন। একটী পর্ব্বত-চূড়ায় অবস্থিত মনোহর বাঙ্গালায় স্বামীজি ও তাঁহার সঙ্গিগণের বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইল।

১৭ই ডিসেম্বর স্থানীয় স্কুলগৃহে একটী সভা আহূত হইয়া বিভিন্ন সমিতি হইতে রাজাজী ও স্বামীজি উভয়কেই অভিনন্দন দেওয়া হইল। এই দিন স্কুলের সাম্বৎসরিক পারিতোষিক বিতরণের দিনও স্থির হইয়াছিল। রাজাজী সভাপতি হইয়াছিলেন। তাঁহার অনুরোধে স্বামীজি ছাত্রদিগকে পুরস্কার

বিতরণ করিলেন। রামকৃষ্ণ মিশন ও অন্যান্য সমিতি হইতে রাজাজীকে যে অভ্যর্থনা দেওয়া হইয়াছিল, তাহার উত্তরে তিনি সকলকে, বিশেষতঃ রামকৃষ্ণ মিশনকে ধন্যবাদ প্রদান করিলেন—কারণ, মিশনের প্রধান অধ্যক্ষই (স্বামীজি) তথায় উপস্থিত। তিনি বলিলেন, তাঁহার পিতা তাঁহার পূর্ব্বে যে সকল ভাব লইয়া কার্য্য করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, তিনি সেই ভাব-সমূহের যাহাতে আরো বিস্তৃতি হয়, তাহার চেষ্টা করিতেছেন। তিনি আরও বলিলেন তাঁহার রাজত্বকালে শিক্ষাবিভাগের খুব উন্নতি হইয়াছে—এই বৎসরেই তিনটী নূতন স্কুল প্রতিষ্ঠিত হইযাছে আর পুরাতন স্কুলটীরও বেশ উন্নতি হইতেছে—তিনি অঙ্গীকার করিলেন, চিকিৎসা বিদ্যালযের উন্নতি সাধনের জন্য তিনি শীঘ্রই চেষ্টা করিবেন।

তাঁহার বক্তৃতার পর স্বামীজি সংক্ষেপে একটি বক্তৃতা করিলেন। তিনি রাজাজীকে ধন্যবাদ প্রদান করিয়া বলিলেন, ভারতের উন্নতিকল্পে তিনি যৎকিঞ্চিৎ যাহা করিযাছেন, রাজাজীর সহিত সাক্ষাৎ না হইলে তাহাও তিনি করিতে পারিতেন না। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য আদর্শের তুলনা করিয়া তিনি বলিলেন, পাশ্চাত্য দেশের আদর্শ ভোগ ও প্রাচ্যদেশের—ত্যাগ। তিনি খেতড়িনিবাসী যুবকগণকে পাশ্চাত্য আদর্শের চাকচিক্যে বিহ্বল না হইয়া প্রাচ্য আদর্শের দৃঢ়ভাবে অনুসরণ করিতে উপদেশ দিলেন। তিনি বলিলেন—শিক্ষা অর্থে মানবের মধ্যে পূর্ব্ব হইতেই যে ঈশ্বরত্ব রহিয়াছে, তাহাকেই প্রকাশ করা। অতএব—শিশুগণকে শিক্ষা দিতে হইলে তাহাদের প্রতি অগাধ বিশ্বাস সম্পন্ন হইতে হইবে, বিশ্বাস করিতে হইবে যে, প্রত্যেক শিশুই অনন্ত ঈশ্বরীয় শক্তির আধারস্বরূপ আর আমাদিগকে তাহার মধ্যে অবস্থিত সেই নিদ্রিত ব্রহ্মকে জাগ্রত করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। শিশুদিগকে শিক্ষা দিবার সময় আর একটি বিষয় আমাদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে, তাহারাও যাহাতে নিজেরা চিন্তা করিতে শিখে, তদ্বিষয়ে তাহাদিগকে উৎসাহ দিতে হইবে। এই মৌলিক চিন্তার অভাবই ভারতের বর্ত্তমান হীনাবস্থার কারণ। যদি এই ভাবে ছেলেদের শিক্ষা দেওয়া হয়, তবে তাহারা মানুষ হইবে এবং জীবনসংগ্রামে নিজেদের সমস্যা পূরণে সমর্থ হইবে।

২০শে ডিসেম্বর স্বামীজি শিষ্যগণের সহিত যে বাঙ্গালায় ছিলেন, সেই বাঙ্গালায় প্রায় দেড় ঘণ্টা ধরিয়া বেদান্ত সম্বন্ধে একটি অতি সুন্দর বক্তৃতা

করেন। স্থানীয় সমুদয় ভদ্রলোক এবং কয়েকটি ইউরোপীয় মহিলা উপস্থিত ছিলেন। রাজাজী সভাপতি হইযাছিলেন। দুঃখের বিষয়, এখানে কোন সাঙ্কেতিকলিখনবিৎ না থাকাতে সমগ্র বক্তৃতাটি পাওয়া যায় না। তাঁহার দুই জন শিষ্য সেই সময়ে যে নোট লইয়াছিলেন, তাহারই অনুবাদ প্রদত্ত হইল।

খেতড়ি বক্তৃতা।

গ্রীক ও আর্য্য—প্রাচীনকালের এই দুই জাতি—বিভিন্ন অবস্থাচক্রে স্থাপিত হইয়া—প্রথমোক্ত জাতি প্রকৃতির মধ্যে যাহা কিছু সুন্দর, যাহা কিছু মধুর, যাহা কিছু লোভনীয় তাহার মধ্যে স্থাপিত হইয়া এবং বীর্য্যপ্রদ আব-হাওয়া পাইয়া এবং শেষোক্ত জাতি চতুষ্পার্শ্বে সর্ব্ববিধ মহিমাময় ভাবের মধ্যে স্থাপিত হইয়া এবং অধিক শারীরিক পরিশ্রমের অননুকূল আবহাওয়া পাইয়া দুই প্রকার বিভিন্ন ও বিশিষ্ট সভ্যতার সূচনা করিয়াছিলেন অর্থাৎ গ্রীকগণ বহিঃপ্রকৃতির অনন্ত ও আর্য্যগণ অন্তঃপ্রকৃতির অনন্ত আলোচনায় নিযুক্ত হইয়াছিলেন। একজন ব্রহ্মাণ্ডের আলোচনায় ব্যস্ত হইলেন, অপরে ভাণ্ডের তত্ত্বানুসন্ধানে নিযুক্ত হইলেন। জগতের সভ্যতায় উভয়েরই নির্দ্দিষ্ট বিশেষ অংশ অভিনয় করিতে হইবে। ইহাদের মধ্যে যে একজনকে অপরের নিকট ধার করিতে হইবে, তাহা নহে। পরস্পরের সহিত কেবল পরস্পরকে পরিচিত হইতে হইবে—তাহা হইলে উভয়েই লাভবান্ হইবে। আর্য্যগণের প্রকৃতি বিশ্লেষণপ্রিয়। গণিত ও ব্যাকরণ বিদ্যায় তাঁহারা অদ্ভুত ফললাভ করিয়াছিলেন আর মনের বিশ্লেষণবিদ্যায় তাঁহারা চরম সীমায় উপনীত হইয়াছিলেন। আমরা পিথাগোরাস, সক্রেটিস প্লেটো এবং ইজিপ্টের নিও-প্লেটোনিষ্টদের ভিতর ভারতীয় চিন্তার কিছু কিছু চিহ্ন দেখিতে পাই।

তার পর তিনি বিস্তারিতভাবে ইউরোপের উপর ভারতীয় চিন্তার প্রভাবের চিহ্ন কিরূপ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার বর্ণনা করিয়া দেখাইলেন যে, বিভিন্ন সময়ে ভারতীয় চিন্তা স্পেন, জার্ম্মানি ও অন্যান্য ইউরোপীয় দেশের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। ভারতীয় রাজপুত্র দারা শুকো উপনিষদ্ পারসিতে অনুবাদ করাইয়াছিলেন। শোপেনহাওয়ার নামক জর্ম্মান দার্শনিক উহার একখানি লাটিন অনুবাদ দেখিয়া উহার প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হন। তাঁহার দর্শনে উপনিষদের যথেষ্ট প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়। ইউরোপে সাধারণতঃ শব্দবিদ্যার চর্চ্চার জন্যই পণ্ডিতগণ সংস্কৃত আলোচনা

করিয়া থাকেন। তবে অধ্যাপক ডয়সনের ন্যায় ব্যক্তিও আছেন, যাঁহাদের দর্শনচর্চ্চায় আগ্রহ আছে। স্বামীজি আশা করেন, ভবিষ্যতে ইউরোপে সংস্কৃতচর্চ্চায় আরো অধিক যত্ন দেখা যাইবে। তার পর স্বামীজি দেখাইলেন, পূর্ব্বকালে 'হিন্দু' শব্দে সিন্ধুনদের পরপারবাসিগণকে বুঝাইত—তখন ঐ শব্দের একটা সার্থকতা ছিল। কিন্তু এখন উহা নিরর্থক হইয়া দাঁড়াইয়াছে—ঐ শব্দের দ্বারা এখন বর্ত্তমান হিন্দু জাতি বা ধর্ম্ম কিছুই বুঝাইতে পারে না। কারণ, সিন্ধুনদের পারে এখন নানা জাতি ও নানা ধর্ম্মাবলম্বী লোক বাস করিয়া থাকে।

তার পর তিনি বেদ সম্বন্ধে তাঁহার বক্তব্য বিস্তারিত ভাবে বলিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন, বেদ কোন ব্যক্তিবিশেষের বাক্য নহে। বেদনির্ব্বদ্ধ ভাবরাশি ধীরে ধীরে বিকাশ হইয়া পরিশেষে পুস্তকাকারে নিবদ্ধ হইয়াছে। স্বামীজি বলিলেন, অনেক ধর্ম্মই এইরূপ গ্রন্থে নিবদ্ধ, গ্রন্থসমূহের প্রভাবও অসামান্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়। হিন্দুদের এই বেদরাশিরূপ গ্রন্থ রহিয়াছে, তাহাদিগকে এখনও সহস্র সহস্র বর্ষ ধরিয়া ঐ গ্রন্থের উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে হইবে। তবে বেদের সম্বন্ধে আমাদের ধারণা পরিবর্ত্তন করিতে হইবে, পর্ব্বতদৃঢ় ভিত্তির উপর এই বেদ বিশ্বাস স্থাপন করিতে হইবে। বেদরাশির কলেবর প্রকাণ্ড। এই বেদের শতকরা ৯৯ ভাগ নষ্ট হইয়াছে। বিশেষ বিশেষ পরিবারে এক একটী বেদাংশের চর্চ্চা হইত। সেই পরিবারের লোপের সঙ্গে সঙ্গে সেই বেদাংশও লুপ্ত হইয়াছে। কিন্তু যাহা এখনও পাওয়া যায়, তাহাও এক প্রকাণ্ড হলে ধরে না। এই বেদরাশি অতি প্রাচীনতম, সরল, অতি সরল ভাষায় লিখিত। ইহার ব্যাকরণও এত অপরিণত যে, অনেকে মনে করেন যে, বেদাংশবিশেষের কোন অর্থই নাই।

তিনি তার পর বেদের দুই ভাগ কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড সম্বন্ধে আলোচনা করিলেন। কর্ম্মকাণ্ড বলিতে সংহিতা ও ব্রাহ্মণ বুঝায়। ব্রাহ্মণে যাগযজ্ঞের কথা আছে। সংহিতা অনুষ্টুপ্, ত্রিষ্টুপ্, জগতী প্রভৃতি ছন্দে রচিত স্তোত্রাবলি—সাধারণতঃ উহাতে বরুণ বা ইন্দ্রদেবতার স্তুতি আছে। তার পর প্রশ্ন উঠিল, এই দেবতারা কাহারা। এই সম্বন্ধে যেমন এক এক মতবাদ উঠিতে লাগিল, অন্যান্য বচন দ্বারা আবার সেই সকল মত খণ্ডিত হইতে লাগিল।

তার পর তিনি উপাসনা প্রণালী সম্বন্ধীয় বিভিন্ন ধারণাসমূহের কথা বলিতে লাগিলেন। প্রাচীন বাবিলনে এইরূপ বিশ্বাস ছিল যে, মানুষ মরিলে তাহা হইতে আর একটি দেহ বাহির হইয়া যায়। এই 'দ্বিতীয়' শরীরেরও মূল শরীরের ন্যায় ক্ষুধাতৃষ্ণা মনোবৃত্তি আদিতে তাঁহারা বিশ্বাসী ছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে এই বিশ্বাসও ছিল যে, মূল দেহটীতে কোনরূপ আঘাত করিলে 'দ্বিতীয়'টীও আহত হইবে। মূল দেহটী নষ্ট হইলে 'দ্বিতীয়'টীও নষ্ট হইবে। এই কারণে মৃত দেহ রক্ষা করিবার প্রথা সৃষ্টি হয়। তাহা হইতেই মমি, সমাধিমন্দির প্রভৃতির উৎপত্তি। ইজিপ্ট ও বাবিলনবাসী এবং য়াহুদীগণ ইহার অধিক আর অগ্রসর হইতে পারেন নাই, তাঁহারা আত্মতত্ত্বে পঁহুছিতে পারেন নাই। এদিকে ম্যাক্সমূলার বলেন, ঋগ্‌বেদে পিতৃ-উপাসনার সামান্য চিহ্নমাত্র দেখিতে পাওয়া যায় না। তথায়, মমিগণ একদৃষ্টে আমাদের দিকে চাহিয়া আছে, এই বীভৎস ও ভীষণ দৃশ্য দেখা যায় না। দেবগণ মানবের প্রতি মিত্রভাবাপন্ন, উপাস্য ও উপাসকের সম্বন্ধ বেশ সহজ ও স্বাভাবিক। উহার মধ্যে কোনরূপ দুঃখের ভাব নাই। উহাতে সরল হাস্যের অভাব নাই। স্বামীজি বলিলেন, বেদের কথা বলিতে বলিতে তিনি যেন দেবতাদের হাস্যধ্বনি স্পষ্ট শুনিতেছেন। তাঁহাদের সকল ভাবের হয়ত সম্পূর্ণ স্ফূর্ত্তি হয় নাই, কিন্তু তাঁহাদের হৃদয় ভাবোর্ব্বর নিশ্চিত ছিল, আমরা তাঁহাদের তুলনায় পশুতুল্য।

তার পর তিনি অনেক বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া তাঁহার কথিত তত্ত্বের সমর্থন করিতে লাগিলেন—'যেখানে পিতৃগণ নিবাস করেন, তাহাকে সেই স্থানে লইয়া যাও—যেখানে কোন দুঃখ শোক নাই'। এইরূপে এদেশে এই ভাবের আবির্ভাব হইল যে, যত শীঘ্র শবদেহ দগ্ধ করিয়া ফেলা যায়, ততই ভাল। তাঁহাদের ক্রমশঃ এই ধারণা হইল যে, স্থূল দেহাতিরিক্ত একটী সূক্ষ্মতর দেহ আছে; উহা স্থূলদেহ ত্যাগের পর এমন এক স্থানে চলিয়া যায়, যেখানে কেবল আনন্দ, কোন দুঃখ নাই। সেমিটিক ধর্ম্মে ভয় ও কষ্টের ভাব প্রচুর। তাঁহাদের ধারণা এই ছিল যে, মানুষ ঈশ্বর দর্শন করিলেই মরিবে। কিন্তু প্রাচীন ঋগ্বেদের ভাব এই যে, মানুষ যদি ঈশ্বরকে চাক্ষুষ দেখিতে পায়, তবেই তাঁহার যথার্থ জীবন আরম্ভ হইবে।

প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইতে লাগিল যে, এই দেবগণ কি। ইন্দ্র সময়ে

সময়ে মানবকে সাহায্য করিয়া থাকেন। কখন কখন ইন্দ্র, অতিরিক্ত সোমপানে মত্ত বলিয়াও বর্ণিত; স্থানে স্থানে তাঁহাকে সর্ব্বশক্তিমান্ সর্ব্বব্যাপী প্রভৃতি বিশেষণও প্রদত্ত হইয়াছে। বরুণদেব সম্বন্ধেও এইরূপ নানাবিধ ধারণা দেখিতে পাওয়া যায়। আর এই সকল বর্ণনাত্মক মন্ত্র-গুলি স্থানে স্থানে অতি অপূর্ব্ব। তারপর আর এক কথা। বেদের ভাষা অতি-শয় মহানুভাবদ্যোতক। তার পর স্বামীজি প্রলয়বর্ণনাত্মক বিখ্যাত নাসদীয় সূক্ত—যাহাতে অন্ধকার অন্ধকারের দ্বারা আবৃত বলিয়া বর্ণিত আছে—আবৃত্তি করিয়া বলিলেন, যাঁহারা ইহা বর্ণনা করিয়াছেন, তাঁহারা যদি অসভ্য হন, তবে আমরা কি? সেই ঋষিদিগের উপর অথবা তাঁহাদিগের দেবতা ইন্দ্রবরুণাদির উপর তিনি কোনরূপ সমালোচনা করিতে অক্ষম। এ যেন ক্রমাগত পট পরিবর্ত্তন চলিতেছে আর সকলের পশ্চাতে সেই এক বস্তু রহিয়াছেন, যাঁহাকে জ্ঞানিগণ বহুরূপে বর্ণনা করিয়াছেন—'একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি।' এই দেবগণের বর্ণনা অতি রহস্যময়, অপূর্ব্ব, অতি সুন্দর। উহার দিকে যেন ঘেঁসিবার যো নাই, এত সূক্ষ্ম যে, উহার স্পর্শমাত্রেই যেন উহা ভগ্ন হইয়া যাইবে, মরীচিকার মত অন্তর্হিত হইবে।

একটী বিষয় তাঁহার নিকট খুব স্পষ্ট বলিয়া প্রতীয়মান হয় যে, গ্রীকদের ন্যায় আর্য্যগণও প্রথমে বহিঃপ্রকৃতির দিকে ধাবমান হইয়াছিলেন—সুন্দর রমণীয় বাহ্য জগৎ তাঁহাদিগকেও প্রলোভিত করিয়া ধীরে ধীরে বাহিরে লইয়া গিয়াছিল। কিন্তু ভারতের এইটুকু বিশেষত্ব ছিল যে, এখানে মহানুভাব-দ্যোতক না হইলে তাহার কোন মূল্যই ছিল না। মৃত্যুর পর কি হইবে, তাহার যথার্থ তত্ত্ব নিরূপণ ইচ্ছা সাধারণতঃ গ্রীকদের মনে উদয়ই হয় নাই। এখানে কিন্তু এই প্রশ্ন প্রথম হইতেই বার বার জিজ্ঞাসিত হইয়াছে,—আমি কি? মৃত্যুর পর কোথায় যাইব? তাহাদের মতে মানুষ মরিয়া স্বর্গে যায়। স্বর্গ কি? সমুদয়ের বাহিরে যাওয়া ভিতরে নয়—কেবল বাহিরে—তাহার লক্ষ্য কেবল বাহিরের দিকে, শুধু তাহাই নহে, সে নিজেও যেন নিজের বাহিরে। আর যখনই সে এই জগতের দুঃখবিবর্জ্জিত সুখ লাভ করিল, অমনি সে তৃপ্ত হইল—তার ধর্ম্ম আর ইহার উপর উঠিতে পারিল না। হিন্দুদের মন কিন্তু ইহাতে তৃপ্ত হয় নাই। স্বর্গও স্থূল জগতের অন্তর্গত। যাহা কিছু সংযোগোৎপন্ন, তাহারই বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। তাঁহারা প্রকৃতিকে প্রশ্ন করিলেন,—'আত্মা কি তাহা কি তুমি জান?' উত্তর আসিল, না।

'ঈশ্বর আছেন কি ?' প্রকৃতি উত্তর দিল—জানি না। তাঁহারা তখন প্রকৃতির নিকট হইতে ফিরিয়া আসিলেন, তাঁহারা বুঝিলেন, বহিঃপ্রকৃতি যতই মহান্ হউক, উহা দেশকালে সীমাবদ্ধ। তখন আর একটী বাণী উত্থিত হইল, অন্তর্বিধ মহান্ভাবের ধারণা উদয় হইতে লাগিল। সেই বাণী বলিল,—'নেতি,নেতি'—ইহা নহে,ইহা নহে—তখন বিভিন্ন দেবগণ এক হইয়া গেলেন, চন্দ্র সূর্য্য তারা এক হইয়া গেল—তখন আর এক আদর্শ, ধর্ম্মের আধ্যাত্মিক ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হইল।

ন তত্র সূর্য্যোভাতি ন চন্দ্রতারকম্।

তথায় সূর্য্যও প্রকাশ পায় না, চন্দ্র তারকাও নহে—এই বিদ্যুতও তথায় প্রকাশ পায় না, সামান্য অগ্নির আর কথা কি ? তিনি প্রকাশ পাইলেই সমুদয় প্রকাশিত হয়, তাঁহার প্রকাশে এই সমুদয় প্রকাশ পাইয়া থাকে। আর সেই সীমাবদ্ধ, অপরিণত,ব্যক্তিবিশেষ, সকলের পাপপুণ্যের বিচারকারী ক্ষুদ্র ঈশ্বরের ধারণা রহিল না, আর বাহিরে অন্বেষণ রহিল না, নিজের ভিতরে অন্বেষণ আরম্ভ হইল।

ছায়াতপৌ ব্রহ্মবিদো বদন্তি।

এইরূপে উপনিষৎসমূহ ভারতের বাইবেল হইয়া দাঁড়াইল। এই উপনিষদও অসংখ্য, আর ভারতে যত বিভিন্ন মতবাদ প্রচলিত, সবই উপনিষদ ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত।

তার পর স্বামীজি দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত ও অদ্বৈত মতের কথা উত্থাপন করিয়া উহাদের এই ভাবে সমন্বয় করিলেন—এইগুলি যেন এক একটী সোপানস্বরূপ—এক একটী সোপান অতিক্রম করিয়া শেষে 'তত্ত্বমসি' রূপ অদ্বৈত তত্ত্বে পৌঁছান যায়। ইহা স্বাভাবিক। প্রাচীন ভাষ্যকারগণ, যথা শঙ্করাচার্য্য, রামানুজাচার্য্য ও মধ্বাচার্য্য যদিও সকলেই উপনিষদে বিশ্বাসী ছিলেন, তথাপি সকলেই এই ভ্রমে পড়িয়াছিলেন যে, উপনিষদ্ একমাত্র মত শিক্ষা দিতেছেন। ইহা সম্পূর্ণ সত্য যে, উপনিষদ্ এক তত্ত্ব শিক্ষা দিতেছেন, কিন্তু ঐ তত্ত্ব সোপানারোহণ ন্যায়ে শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে। তার পর তিনি বলিলেন, বর্ত্তমান ভারতে ধর্ম্মের মূলতত্ত্ব অন্তর্হিত হইয়াছে, কেবল কতকগুলি বাহ্য অনুষ্ঠানমাত্র পড়িয়া আছে। এখানকার লোকে এখন হিন্দুও নহে, বৈদান্তিকও নহে, তাহারা ছুঁৎমার্গী। রান্নাঘর এখন তাহাদের মন্দির এবং হাঁড়িবর্তন দেবতা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এভাব দূর হওয়া চাইই চাই আর

যত শীঘ্র ইহা চলিয়া যায়, ততই মঙ্গল। উপনিষৎসমূহ নিজ মহিমায় উদ্ভাসিত হউক আর বিভিন্ন সম্প্রদায় সমূহের মধ্যে বিবাদ বিসম্বাদ যেন না থাকে। তার পর তিনি উপনিষদে বর্ণিত দুইটী পক্ষীর উদাহরণ দিয়া জীবাত্মা ও পরমাত্মার সম্বন্ধ উত্তমরূপে বুঝাইয়া দিলেন। শ্রোতৃবৃন্দ মোহিত হইলেন।

স্বামীজির শরীর তত সুস্থ না থাকায় এই পর্য্যন্ত বলিয়াই স্বামীজি অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়াতে অর্দ্ধঘণ্টা বিশ্রাম করিলেন। শ্রোতৃমণ্ডলী উৎসুকভাবে অপেক্ষা করিতে লাগিল। অর্দ্ধঘণ্টা পরে স্বামীজির পুনরায় প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা বক্তৃতার পর সভাভঙ্গ হইল। ইহার আর কোনরূপ রিপোর্ট পাওয়া যায় নাই।

খেতড়ি হইতে প্রায় সকল শিষ্য ও সঙ্গিগণকে বিদায় দিয়া একজনমাত্র শিষ্যকে সঙ্গেলইয়া স্বামীজি পুনরায় জয়পুরে প্রত্যাগমন করিলেন। রাজাজীও সঙ্গে গেলেন। রাজাজীর সভাপতিত্বে স্থানীয় এক দেবালয়ে স্বামীজির এক বক্তৃতা হইল। প্রায় ৫০০ শ্রোতা বক্তৃতায় উপস্থিত ছিলেন। জয়পুর হইতে বহির্গত হইয়া স্বামীজি যোধপুর, আজমির, খাণ্ডোয়া প্রভৃতি স্থান হইয়া কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিলেন।

ইহার পর স্বামীজির স্বাস্থ্য তত ভাল না থাকায় ও অন্যান্য কারণে চারিদিকে ঘুরিয়া বক্তৃতাদি প্রদানে সমর্থ হন নাই। মঠাদি প্রতিষ্ঠা, শিষ্যগণকে শিক্ষাদান প্রভৃতি কার্য্যেই অধিক সময় যাপন করিয়াছিলেন। মধ্যে আবার দ্বিতীয়বার আমেরিকায় গিয়াছিলেন। তথায় প্রায় দেড়বৎসর ছিলেন। প্রত্যাবর্ত্তনের পর শরীর আরও ভগ্ন হইয়া যায়। একটু শরীর সুস্থবোধ করিলে ঢাকা এবং আসামের গৌহাটী ও শিলঙে কয়েকটী বক্তৃতা করেন। উহাদেরও রীতিমতরিপোর্ট পাওয়া যায় না। কেবল ঢাকা হইতে স্বামীজির জনৈক শিষ্য উদ্বোধনে যে রিপোর্ট প্রেরণ করিয়াছিলেন, সেইটী এইখানে উদ্ধৃত করিয়া দিয়া গ্রন্থ সমাপ্ত করা গেল।

ঢাকা।

স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার কয়েকজন সন্ন্যাসী শিষ্য সমভিব্যাহারে ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই মার্চ্চ ঢাকা যাত্রা করিয়া তৎপরদিন তথায় পৌঁছিয়াছিলেন। নারায়ণগঞ্জে গোয়ালন্দের ষ্টীমার পৌঁছিবামাত্র ঢাকানিবাসী কতকগুলি ভদ্রলোক আসিয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিলেন। ঢাকায় অপরাহ্নে ট্রেণ পৌঁছিবামাত্র স্থানীয় বিখ্যাত উকিল শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষ ও গগনচন্দ্র ঘোষ মহাশয়দ্বয় সমগ্র ঢাকাবাসীর নামে স্বামীজিকে অভ্যর্থনা করিয়া ভূতপূর্ব্ব জমিদার ৺মোহিনীমোহন দাস মহাশয়ের বাটীতে লইয়া গেলেন। ষ্টেশনে অনেক ভদ্রলোক ও ছাত্রাদি আসিয়াছিলেন। তাঁহারা সকলে আনন্দে 'জয় রামকৃষ্ণদেবকী জয়' ধ্বনিতে গগন পরিপূরিত করিতে লাগিলেন। ছাত্রগণ স্বামীজির গাড়ীর সঙ্গে সঙ্গে দৌড়াইয়া যাইতে লাগিলেন। মোহিনী বাবুর বাটীতে অনেক ভদ্রলোক সমবেত হইয়াছিলেন। তাঁহারা স্বামীজির সন্দর্শনে আপনাদিগকে ধন্য মনে করিতে লাগিলেন।

স্বামীজির নিকট সদা সর্ব্বদাই ভদ্রলোকগণ তাঁহার উপদেশামৃত পান করিতে আসিতে লাগিলেন। অপরাহ্নে তিন দিন প্রায় দুই তিন ঘণ্টা ধরিয়া জ্ঞান, ভক্তি, বিশ্বাস ত্যাগ, বিবেক, বৈরাগ্য, কর্ম্ম প্রভৃতি নানাবিধ আধ্যাত্মিক বিষয়ে আলোচনা হয়। প্রত্যহ প্রায় শতাবধি লোকের সমাগম হইত। সকলেই তাঁহার বিশ্বাসভক্তি ও তেজঃপূর্ণ উপদেশাবলী শ্রবণ করিয়া বিশেষ তৃপ্ত হইয়াছিলেন। বুধাষ্টমী উপলক্ষে ব্রহ্মপুত্র স্নানের মানসে স্বামীজি সশিষ্যে নৌকাযোগে লাঙ্গলবাঁধ নামক স্থানে যাত্রা করেন। নারায়ণগঞ্জের নিকট শীতলাক্ষ নদীর দৃশ্য বড় মনোহর। তথা হইতে ধলেশ্বরীতে পড়িয়া পরে ব্রহ্মপুত্রে প্রবেশ করিতে হয়। এই স্থানে ব্রহ্মপুত্র খুব সরু। শুনা যায় নাকি ভগবান্ পরশুরাম এই তীর্থে স্নান করিয়া মাতৃহত্যা পাপ হইতে উদ্ধার পাইয়াছিলেন। তাই দলে দলে এখানে আবালবৃদ্ধবনিতা পাপক্ষয়ের জন্য আগমন করিয়া থাকে। এই মেলায় খুব জনতা হইয়াছিল। যাত্রিগণের নৌকা হইতে অবিরাম আনন্দসূচক হুলুধ্বনি উত্থিত হইতেছে—কোথাও বা হরি-নামের মধুরধ্বনি কর্ণকুহর পবিত্র করিতেছে। স্নানান্তে স্বামীজি ব্রহ্মপুত্র হইতে ধলেশ্বরী—তথা হইতে বুড়ি গঙ্গা হইয়া ঢাকা সহরে পুনঃ প্রবেশ করিলেন। ঢাকাবাসিগণের অত্যন্ত অনুরোধে স্বামীজি এখানকার জগন্নাথ

কলেজগৃহে প্রায় দুই সহস্র শ্রোতার সমক্ষে 'আমি কি শিখিয়াছি?' এই সম্বন্ধে ইংরাজী ভাষায় প্রায় এক ঘণ্টাকাল বক্তৃতা প্রদান করেন। এখানকার বিখ্যাত উকীল রমাকান্ত নন্দী মহাশয় সভাপতি হইয়াছিলেন। বক্তৃতার সার মর্ম্ম এই—"আমি নানা দেশ বিদেশ ভ্রমণ করিয়াছি—কিন্তু আমি কখন নিজের জন্মভূমি বাঙ্গালাদেশের সবিশেষ দর্শন করি নাই। জানিতাম না, এদেশের জলে স্থলে সর্ব্বত্র এত সৌন্দর্য্য। কিন্তু নানাদেশ ভ্রমণ করিয়া আমার এই লাভ হইয়াছে যে, আমি ইহার সৌন্দর্য্য বিশেষরূপে উপলব্ধি করিতে পারিতেছি। এইরূপই, আমি প্রথমে ধর্ম্মের জন্য নানা সম্প্রদায়—বৈদেশিকভাববহুল বহুবিধ সম্প্রদায়ে ভ্রমণ করিতেছিলাম, অপরের দ্বারে ভিক্ষা করিতেছিলাম—জানিতাম না যে, আমার দেশের ধর্ম্মে, আমার জাতীয় ধর্ম্মে এত সৌন্দর্য্য আছে। আজকাল একদল আছেন, তাঁহারা ধর্ম্মের ভিতর বৈদেশিক ভাব চালাইবার বিশেষ পক্ষপাতী—ইঁহারা 'পৌত্তলিকতা' বলিয়া একটী কথা রচনা করিয়াছেন। ইঁহারা বলেন, হিন্দুধর্ম্ম সত্য নয়, কারণ, উহা পৌত্তলিক। পৌত্তলিকতা কি, উহা ভাল কি মন্দ, তাহা কেহ অনুসন্ধান করেন না, কেবল ঐ শব্দেরই প্রভাবে তাঁহারা হিন্দুধর্ম্মকে ভুল বলিতে সাহস করেন। আর এক দল আছেন, তাঁহারা হাঁচি টিকটিকির পর্য্যন্ত বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা বাহির করেন। তাঁহারা কোন্ দিন ভগবান্‌কে তড়িতের পরিণামবিশেষ বলিয়া ব্যাখ্যা করিবেন! যাহা হউক, মা ইঁহাদিগকেও আশীর্ব্বাদ করুন। তিনিই ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির দ্বারা আপন কার্য্য সাধন করিয়া লইতেছেন। ইঁহাদের অতিরিক্ত দল—প্রাচীন সম্প্রদায়—যাঁহারা বলেন—আমি তোমার অত শত বুঝি না—বুঝিতে চাহিও না, আমি চাই ঈশ্বরকে, আমি চাই আত্মাকে—চাই জগৎকে ছাড়িয়া সুখ দুঃখকে ছাড়িয়া ইহার অতীত প্রদেশে যাইতে—যাঁহারা বলেন—বিশ্বাস সহকারে গঙ্গাস্নানে মুক্তি হয়—যাঁহারা বলেন, শিব রাম প্রভৃতি যাঁহার প্রতিই হউক না কেন, ঈশ্বর বুদ্ধি করিয়া উপাসনা করিলে মুক্তি হইয়া থাকে, আমি সেই প্রাচীন সম্প্রদায়ভুক্ত। আজকালকার এক সম্প্রদায় বলেন, ঈশ্বর ও সংসার, এক সঙ্গে কর। ইঁহাদের মনমুখ এক নহে। প্রকৃত মহাত্মাগণের উপদেশ এই,—যাঁহা রাম তাঁহা কাম নহি, যাঁহা কাম তাঁহা নহি রাম, রব্ রজনী কবি দোনো নহি এক ঠাম। যেখানে ভগবান্ সেখানে কখন সংসার থাকিতে পারে না। অন্ধকার ও আলোক কি কখন এক সঙ্গে থাকিতে

পারে? এই জন্য ইহাঁরা বলেন, যদি ভগবান্ পাইতে চাও, কামকাঞ্চন ত্যাগ করিতে হইবে। এই সংসারটা ত ভুয়া, শূন্য, কিছুই নয়। ইহাকে না ছাড়িলে কিছুতেই তাঁহাকে পাইবে না। যদি তাহা না পার, তবে স্বীকার কর যে, আমি দুর্ব্বল, কিন্তু তা বলিয়া আদর্শকে নিম্ন করিও না। মড়াকে সোনার পাত মুড়িয়া ঢাকিও না। এই জন্য ইহাঁদের মতে এই ধর্ম্ম লাভ করিতে হইলে ঈশ্বর লাভ করিতে হইলে, ভাবের ঘরে চুরী প্রথম ছাড়িতে হইবে। আমি কি শিখিয়াছি? এই প্রাচীন সম্প্রদায়ের নিকট আমি কি শিখিয়াছি? শিখিয়াছি—দুর্লভং ত্রয়মেবৈতৎ দেবানুগ্রহহেতুকং। মনুষ্যত্বং মুমুক্ষুত্বং মহাপুরুষসংশ্রয়ঃ॥ প্রথম চাই—মনুষ্যত্ব—মানুষ জন্ম—ইহাতেই মুক্তিলাভের বিশেষ সুবিধা—তার পর চাই মুমুক্ষুতা—আমাদের সম্প্রদায় ও ব্যক্তি ভেদে সাধন প্রণালী ভিন্নভিন্ন—অধিকার বিভিন্ন ব্যক্তির ভিন্নভিন্ন—কিন্তু মোটামুটি এই বলা যাইতে পারে যে, মুমুক্ষুতা ব্যতীত ঈশ্বরের উপলব্ধি অসম্ভব। মুমুক্ষুতা কি? মোক্ষের জন্য—এই সুখ দুঃখ হইতে বাহির হইবার জন্য প্রবল আগ্রহ—এই সংসারে প্রবল ঘৃণা। যখন ভগবানের জন্য এই তীব্র ব্যাকুলতা হইবে, তখনই জানিবে, তুমি ঈশ্বরলাভের অধিকারী হইয়াছ। তার পর চাই মহাপুরুষসংশ্রয়ঃ—গুরুলাভ। গুরুপরাম্পরাক্রমে যে শক্তি আসিয়াছে তাহারই সহিত আপনার সংযোগ সংস্থাপন। তদ্ব্যতীত মুমুক্ষুতা থাকিলেও কিছু হইবে না অর্থাৎ তোমার গুরুকরণ আবশ্যক। কাহাকে গুরু করিব? "শ্রোত্রিয়োঽবৃজিনোঽকামহতো যো ব্রহ্মবিত্তমঃ।" যিনি শাস্ত্রের সূক্ষ্মরহস্য জানেন—"পুঁথি পড়্কে তুতি ভয়ো পণ্ডিত না ভয়ো কোই। একঅক্ষর প্রেমকে পড়ে ওই পণ্ডিত হোই॥" শুধু পণ্ডিত হইলে চলিবে না। আজ কাল যে সে গুরু হইতে চাহে। ভিক্ষুকও লক্ষ মুদ্রা দান করিতে চায়। "অবৃজিনঃ"—যিনি নিষ্পাপ—"অকামহত"—যাঁহার কেবল জীবের হিত ব্যতীত আর কোন অভিসন্ধি নাই—যিনি অহেতুক-দয়াসিন্ধু, যিনি কোন লাভের উদ্দেশে অথবা নাম বা যশের জন্য উপদেশ না দেন—আর যিনি ব্রহ্মকে বিশেষ করিয়া জানেন—যিনি তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন—যিনি তাঁহাকে করতলামলকবৎ করিয়াছেন। তিনিই গুরু—তাঁহারই সহিত আধ্যাত্মিক যোগ স্থাপিত হইলে তবে ঈশ্বর লাভ—ঈশ্বরপ্রত্যক্ষ সুগম হইবে। তার পর চাই অভ্যাস। ব্যাকুলই হও, আর গুরুই লাভ কর, অভ্যাস না করিলে, সাধন না করিলে কখন উপলব্ধি হইতে পারে না। এই

করটী যখন দৃঢ় হইবে, তখনই প্রত্যক্ষ হইবে। তাই বলি, হে হিন্দুগণ—হে আর্য্যসন্তানগণ—তোমরা এই আদর্শ কখন বিস্মৃত হইও না যে হিন্দুর লক্ষ্য এই সংসারের বাহিরের যাওয়া—শুধু এই জগৎকে ত্যাগ করিতে হইবে, তাহা নয়, স্বর্গকেও ত্যাগ করিতে হইবে, কেবল মন্দকে ত্যাগ করিতে হইবে, শুধু তাহা নয়, ভালকেও ত্যাগ করিতে হইবে—এই সকলের অতীত প্রদেশে যাইতে হইবে।

৩১শে মার্চ স্বামীজি পেোগোজ স্কুলের বিস্তৃত খোলা ময়দানে প্রায় তিন সহস্র শ্রোতার সমক্ষে "আমরা যে ধর্ম্মে জন্মিয়াছি" (The Religion we are born in) সম্বন্ধে দুই ঘণ্টা কালব্যাপী এক বক্তৃতা করেন। এই বক্তৃতাও ইংরাজী ভাষাযই হইযাছিল। শ্রোতৃগণ মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় নিস্তব্ধ ছিলেন। ইহারও সার মর্ম্ম নিম্নে সঙ্কলিত হইল।

"প্রাচীনকালে আমাদের দেশে আধ্যাত্মিক ভাবের অতিশয় উন্নতি হইয়াছিল। আমাদিগকে আজ সেই প্রাচীন কাহিনী স্মরণ করিতে হইবে। প্রাচীনকালের গৌরবের চিন্তায় এক বিপদাশঙ্কা এই যে, আমরা আর নূতন কিছু করিতে চাই না—কেবল সেই প্রাচীন গৌরব স্মরণে ও কীর্ত্তনে কালাতিপাত করি। প্রাচীনকালে অনেক ঋষি মহর্ষি ছিলেন—তাঁহারা সত্যের সাক্ষাৎকার করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রাচীনকাল স্মরণে প্রকৃত উপকার লাভ করিতে হইলে আমাদিগকেও তাঁহাদের ন্যায় ঋষি হইতে হইবে; শুধু তাহাই নহে—আমার বিশ্বাস, আমরা আরও শ্রেষ্ঠ ঋষি হইব। অতীতকালে আমাদের খুব উন্নতি হইয়াছিল—আমি তাহা স্মরণ করিয়া গৌরব বোধ করিয়া থাকি, বর্ত্তমান কালের অবনত অবস্থা দেখিয়াও আমি দুঃখিত নহি আর ভবিষ্যতে যাহা হইবে, তাহা ভাবিয়াও আমি আশান্বিত। কারণ, আমি জানি, বীজের বীজত্বভাব নষ্ট হইয়া তবে বৃক্ষ হয়। সেইরূপ বর্ত্তমান অবস্থার অবনত ভাবের ভিতর ভবিষ্যৎ মহত্ত্বভাব নিহিত রহিয়াছে।

আমরা যে ধর্ম্মে জন্মিয়াছি, তাহার ভিতরে সাধারণ ভাব কি কি? আপাততঃ দেখিতে পাই, নানা বিরোধ। মতসম্বন্ধে কেহ অদ্বৈতবাদী, কেহ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী কেহ বা দ্বৈতবাদী। কেহ অবতার মানেন, মূর্ত্তিপূজা মানেন, কেহ বা নিরাকারবাদী। আবার আচার সম্বন্ধে ত নানা বিভিন্নতা দেখিতে পাই। জাটেরা, মুসলমান বা খ্রীষ্টান পর্য্যন্ত বিবাহ করিলেও জাতিচ্যুত হয় না। তাহারা অবাধে সকল দেবমন্দিরে প্রবেশ করিতে পারে।

পঞ্জাবের অনেক গ্রামে যে হিন্দু, শূকর ভক্ষণ না করে, সে মুসলমান বলিয়া বিবেচিত হয়। নেপালে ব্রাহ্মণ, চারিবর্ণেই বিবাহ করিতে পারেন, আবার বাঙ্গালা দেশে ব্রাহ্মণের অবান্তর বিভাগের ভিতরও বিবাহ হইবার যো নাই। এইরূপ নানা বিভিন্নতা দেখিতে পাই। কিন্তু হিন্দুদের মধ্যে এই একটী বিষয়ে একত্ব দেখিতে পাই যে, কোন হিন্দু গোমাংস ভক্ষণ করে না।

এইরূপ আমাদের ধর্ম্মের ভিতরও এক মহান্ সামঞ্জস্য আছে। প্রথমতঃ—শাস্ত্রের কথা লইয়া একটু আলোচনা করা যাক। যে সকল ধর্ম্ম এতদূর উন্নত হইয়াছিল যে, তাহাদের ভিতর একখানি বা বহু শাস্ত্রের উৎপত্তি হইয়াছিল, সেই সকল ধর্ম্ম নানাবিধ অত্যাচার সত্ত্বেও এতদিন টিকিয়া রহিয়াছে। গ্রীক ধর্ম্মে নানাবিধ সৌন্দর্য্য থাকিলেও শাস্ত্র অভাবে উহা লোপ পাইয়া গেল কিন্তু য়াহুদীধর্ম্ম ওল্ডটেষ্টামেণ্টের বলে এখনও অক্ষুণ্ণ-প্রতাপ। হিন্দুধর্ম্মও তদ্রূপ। উহার শাস্ত্র "বেদ" জগতের সর্ব্বপ্রাচীন গ্রন্থ। উহার দুইটী ভাগ—কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড। ভারতের সৌভাগ্যেই হউক দুর্ভাগ্যেই হউক, কর্ম্মকাণ্ড এখন লোপ পাইয়াছে। দাক্ষিণাত্যে কতকগুলি ব্রাহ্মণ মধ্যে মধ্যে ছাগবধ করিয়া যজ্ঞ করিয়া থাকে, আর বিবাহ শ্রাদ্ধাদির মন্ত্রে মধ্যে মধ্যে বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডের আভাস দেখিতে পাওয়া যায়। এখন আর উহা পূর্ব্বের ন্যায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবার উপায় নাই। কুমারিল ভট্ট একবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি তাহাতে অকৃতকার্য্য হন। তার পর বেদের জ্ঞানকাণ্ড—যাহার নাম উপনিষদ্—বেদান্ত। উহাকেই শ্রুতি-শির বলিয়া থাকে। আচার্য্যগণ যেখানে শ্রুতি উদ্ধৃত করিতেছেন, সেই খানেই এই উপনিষদ্ উদ্ধৃত করিতেছেন। এই বেদান্তের ধর্ম্মই এক্ষণে ভারতের ধর্ম্ম। কোন সম্প্রদায় যদি নিজ মতের দৃঢ় প্রতিষ্ঠা ইচ্ছা করে, তবে উহাকে বেদান্তের দোহাই দিতে হয়। কি দ্বৈতবাদী, কি অদ্বৈতবাদী সকলকেই উহার দোহাই দিতে হয়। বৈষ্ণবও আপন মত প্রমাণ করিতে গোপালতাপনী উপনিষদ্ উদ্ধৃত করিয়া থাকেন। নিজের মনোমত বচনাবলী না পাইলে কেহ কেহ উপনিষদ্ রচনা পর্য্যন্ত করিয়া লন। এক্ষণে বেদ-সম্বন্ধে হিন্দুগণের মত এই যে, উহা কোন পুস্তকবিশেষ বা কাহার রচনা নহে। উহা ঈশ্বরের অনন্ত জ্ঞানরাশি—কখন ব্যক্ত হয়, কখন বা অব্যক্ত থাকে। সায়নাচার্য্য এক স্থলে বলিয়াছেন, "যো বেদেভ্যোঽখিলং জগৎ নির্ম্মমে"—যিনি বেদজ্ঞানের প্রভাবে সমুদয় জগৎ সৃষ্টি করেন। বেদের রচয়িতা

কেহ কখন দেখেন নাই সুতরাং উহা কল্পনা করাও অসম্ভব। ঋষিগণ কেবল ঐ সকল প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন—ঋষি অর্থাৎ দ্রষ্টা, মন্ত্রদ্রষ্টা। তাঁহারা অনাদিকাল হইতে স্থিত বেদ সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন মাত্র।

এই ঋষিগণ কে? বাৎস্যায়ন বলেন,—যিনি যথাবিহিত সাক্ষাৎকৃত-ধর্ম্মা—তিনি ম্লেচ্ছ হইলেও ঋষি হইতে পারেন। তাই প্রাচীনকালে বেশ্যা-পুত্র বশিষ্ঠ, ধীবরতনয় ব্যাস, দাসীপুত্র নারদ প্রভৃতি সকলেই ঋষিপদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। প্রকৃত উপায়ে এই ধর্ম্মের সাক্ষাৎকার লাভ হইলে আর কোন ভেদ থাকে না। পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তিগণ যদি ঋষি হইয়া থাকেন—তবে হে আধুনিক কালের কুলীন ব্রাহ্মণগণ—তোমরা আরও কত উচ্চ ঋষি হইতে পার। সেই ঋষিত্বলাভের চেষ্টা কর—জগৎ তোমার নিকট আপনা আপনিই নত হইবে। এই বেদই আমাদের একমাত্র প্রমাণ—আর ইহাতে সকলেরই অধিকার। যথেমাং বাচং কল্যাণীমাবদানি জনেভ্যঃ। ব্রহ্মরাজন্যাভ্যাং *শূদ্রায় চার্য্যায় চ স্বায় চারণায়॥*—শুক্লযজুর্ব্বেদ, মাধ্যন্দিনীয়া শাখা, ২৬ অধ্যায়, ২ মন্ত্র। এই বেদ হইতে এমন কোন প্রমাণ দেখাইতে পার যে, ইহাতে সকলের অধিকার নাই? পুরাণ বলিতেছে, বেদের অমুক শাখায় অমুক জাতির অধিকার, অমুক অংশ সত্য যুগের, অমুক অংশ কলিযুগের জন্য। কিন্তু বেদ ত এ কথা বলিতেছেন না। ভৃত্য কি কখন প্রভুকে আজ্ঞা করিতে পারে? স্মৃতি পুরাণ তন্ত্র এ সকলগুলিই ততটুকু গ্রাহ্য, যতটুকু বেদের সহিত মেলে। না মিলিলে—অগ্রাহ্য। কিন্তু এখন আমরা পুরাণকে বেদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আসন দিয়াছি। বেদের চর্চ্চা ত বাঙ্গালা দেশ হইতে লোপই পাইয়াছে। আমি সেই দিন শীঘ্র দেখিতে চাই, যে দিন প্রত্যেক বাটীতে শালগ্রাম শিলার সহিত বেদও পূজিত হইবে, আবালবৃদ্ধবনিতা বেদের পূজা করিবে।

বেদসম্বন্ধে পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের মতে আমার কোন আস্থা নাই। তাঁহারা বেদের কাল আজ এই নির্ণয় করিতেছেন, কাল আবার উহা বদলাইয়া সহস্রবর্ষ পিছাইয়া দিতেছেন। যাহা হউক, এক্ষণে পুরাণের কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, পুরাণের যতটুকু বেদের সহিত মিলে, ততটুকুই গ্রাহ্য। পুরাণে অনেক কথা দেখিতে পাই, যাহা বেদের সহিত মিলে না। যথা পুরাণে লিখিত আছে, কেহ দশ সহস্র কেহ বা বিশ সহস্র বর্ষ জীবিত রহিয়াছেন, কিন্তু বেদে দেখিতে পাই—শতায়ুর্বৈ পুরুষঃ—এখানে বেদের কথাই

প্রায়। তাহা হইলেও পুরাণে অনেক সুন্দর সুন্দর যোগ ভক্তি জ্ঞান কর্ম্মের কথা দেখিতে পাই, সে গুলি অবশ্য লইতেই হইবে। তার পর তন্ত্র। তন্ত্র শব্দের প্রকৃত অর্থ শাস্ত্র, যেমন কাপিল তন্ত্র। কিন্তু এখানে তন্ত্র শব্দ সঙ্কীর্ণ অর্থে ব্যবহৃত। বৌদ্ধধর্ম্মা লম্বী রাজগণের শাসনে বৈদিক যাগযজ্ঞ সব লোপ পাইলে কেহ আর রাজভয়ে হিংসা করিতে পারিল না। কিন্তু অবশেষে বৌদ্ধদেরই ভিতরে এই যাগযজ্ঞের ভাল ভাল অংশগুলি গোপনে অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল—তাহা হইতেই তন্ত্রের উৎপত্তি। তন্ত্রে বামাচার প্রভৃতি কতকগুলি খারাপ জিনিষ থাকিলেও লোকে উহা যতদূর খারাপ ভাবে, তাহা নহে। বাস্তবিক বেদের ব্রাহ্মণ-ভাগই একটু পরিবর্ত্তিত হইয়া তন্ত্রের মধ্যে বর্ত্তমান। আজকালকার সমুদায় উপাসনা পূজাপদ্ধতি কর্ম্মকাণ্ড তন্ত্রমতেই অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। এক্ষণে ধর্ম্মমত সম্বন্ধে একটু আলোচনা করা যাউক।

ধর্ম্মমতেও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিরোধ সত্ত্বেও কতকগুলি ঐক্য আছে। প্রথমতঃ—তিনটী বিষয়—তিনটী অস্তিত্ব—প্রায় সকলেই স্বীকার করেন। ঈশ্বর, আত্মা ও জগৎ। ঈশ্বর অর্থাৎ যিনি জগৎকে অনন্তকাল সৃজন পালন ও লয় করিতেছেন। সাংখ্যগণ ব্যতীত আর সকলেই ইহা স্বীকার করেন। আত্মা,—অসংখ্য জীবাত্মাগণ বারবার শরীর পরিগ্রহ করিয়া জন্মমৃত্যুচক্রে ভ্রাম্যমান; ইহাকে সংসারবাদ বলে—চলিত কথায় পুনর্জ্জন্মবাদ। আর, এই অনাদি অনন্ত জগৎ। এই তিনকে কেহ এক, কেহ কেহ বা পৃথক্ প্রভৃতি নানারূপ মানিলেও এই তিনটী সকলেই বিশ্বাস করেন। এখানে একটু বক্তব্য এই যে, আত্মাকে হিন্দুরা চিরকাল মন হইতে পৃথক্ বলিয়া জানিতেন। পাশ্চাত্যেরা কিন্তু মনের উপর আর উঠিতে পারেন নাই। পাশ্চাত্যগণ জগৎকে আনন্দপূর্ণ সম্ভোগ করিবার জিনিষ বলিয়া জানে—আর প্রাচ্যগণের জন্ম হইতে ধারণা—সংসার দুঃখপূর্ণ—উহা কিছুই নয়। এইজন্য পাশ্চাত্যেরা—প্রণালীবদ্ধ কর্ম্মে বিশেষ পটু, প্রাচ্যেরা তদ্রূপ অন্তর্জগতের অন্বেষণে অতিশয় সাহসী।

যাহা হউক—এক্ষণে হিন্দুধর্ম্মের আর দু একটা কথা লইয়া আলোচনা করা যাক। হিন্দুদের মধ্যে অবতারবাদ প্রচলিত। বেদে আমরা কেবল মৎস্য-অবতারের কথা দেখিতে পাই। যাহা হউক, এই অবতারবাদের প্রকৃত তাৎপর্য্য—মনুষ্যপূজা—মনুষ্যের ভিতর ঈশ্বরসাক্ষাৎই প্রকৃত ঈশ্বর সাক্ষাৎ।

হিন্দুগণ প্রকৃতি হইতে প্রকৃতির ঈশ্বরে যান না—মনুষ্য হইতে মনুষ্যের ঈশ্বরে গমন করিয়া থাকেন। তারপর মূর্ত্তিপূজা—শাস্ত্রোক্ত পঞ্চ উপাস্যদেবতা ব্যতীত সকল দেবতাই এক একটী পদের নাম—কিন্তু এই পঞ্চ উপাস্য-দেবতা কেবল সেই এক ভগবানের নাম মাত্র। এই মূর্ত্তিপূজা আমাদের সকল শাস্ত্রেই অধমাধম বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে—কিন্তু তা বলিয়া উহা অন্যায় কার্য্য নহে। এই মূর্ত্তিপূজার ভিতরে নানাবিধ কুৎসিৎ ভাব প্রবেশ করিয়া থাকিলেও আমি উহা নিন্দা করি না। যদি সেই মূর্ত্তিপূজক ব্রাহ্মণের পদধূলি আমি না পাইতাম, তবে আমি কোথায় থাকিতাম! যে সকল সংস্কারক মূর্ত্তিপূজার নিন্দা করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে আমি বলি, ভাই, তুমি যদি নিরাকার উপাসনার যোগ্য হইয়া থাক, তাহা কর, কিন্তু অপরকে গালি দাও কেন? সংস্কার কেবল পুরাতন বাটীর জীর্ণসংস্কার মাত্র। জীর্ণসংস্কার হইয়া গেলে আর উহার প্রয়োজন কি? কিন্তু সংস্কারক-দল এক স্বতন্ত্র সম্প্রদায় গঠন করিতে চান। তাঁহারা মহৎ কার্য্য করিয়াছেন। তাঁহাদের মস্তকে ভগবানের আশীর্ব্বাদ পতিত হউক। কিন্তু তোমরা আপনাদিগকে পৃথক্ করিতে চাও কেন? হিন্দু নাম লইতে লজ্জিত হও কেন? আমাদের জাতীয় অর্ণবযানে আমরা সকলে আরোহণ করিয়াছি—হয়ত উহাতে একটু ছিদ্র হইয়াছে। এস সকলে মিলিয়া উহা বন্ধ করিতে চেষ্টা করি, না পারি—এক-সঙ্গে ডুবিয়া মরি। আর ব্রাহ্মণগণকেও বলি, তোমরা বৃথা অভিমান আর রাখিও না—শাস্ত্রমতে তোমাদের ব্রাহ্মণত্ব আর নাই—কারণ,তোমরা এতকাল ম্লেচ্ছ রাজ্যে বাস করিতেছ। যদি তোমরা নিজেদের কথায় নিজেরা বিশ্বাস কর, তবে সেই প্রাচীন কুমারিলভট্ট যেমন বৌদ্ধগণকে সংহার করিবার অভি-প্রায়ে প্রথমে বৌদ্ধের শিষ্য হইয়া শেষে তাহাদিগকে হত্যা করার প্রায়শ্চিত্ত জন্য তুষানলে প্রবেশ করেন, সেইরূপ তোমরা সকলে মিলিয়া তুষানলে প্রবেশ কর; তাহা না পার, আপনাদের দুর্ব্বলতা স্বীকার করিয়া সর্ব্বসাধারণকে তাহাদের প্রকৃত অধিকার দাও।

—

উপসংহার।

এই গ্রন্থে স্বামীজি প্রথমবার আমেরিকা প্রত্যাগমন হইতে দেহত্যাগের পূর্ব্বপর্য্যন্ত যতগুলি বক্তৃতা দিয়াছিলেন এবং কোথায় কিরূপে ভ্রমণ করিয়াছিলেন, তাহাই নিবদ্ধ করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। আমেরিকা যাত্রার পূর্ব্বে তাঁহার বাল্যকালে ধর্ম্মজীবনের বিকাশ, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সহিত সঙ্গ, সংসারত্যাগ, মঠে গুরুভাইদের সঙ্গে সাধনভজন, সমগ্র ভারতভ্রমণ ও তপস্যার ইতিহাস, আমেরিকা হইতে প্রত্যাগমনের পর অমরনাথাদি তীর্থভ্রমণ, নূতন মঠ স্থাপনানন্তর নূতন ব্রহ্মচারিগণকে শিক্ষাদানের ইতিহাস প্রভৃতি স্বামীজির সম্বন্ধে অনেক মনোহর ও শিক্ষাপ্রদ বিষয় জানিবার আছে। গ্রন্থবাহুল্যভয়ে আপাততঃ এই স্থানে ক্ষান্ত হওয়া গেল। উহার মধ্যে কিছু কিছু উদ্বোধনে প্রকাশিত হইয়াছে, কিছু কিছু পরে উদ্বোধনে এবং ভবিষ্যতে গ্রন্থাকারে প্রকাশের ইচ্ছা আছে। উৎসুক পাঠকগণকে একটু ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে হইবে।

রামকৃষ্ণ মিশন দুর্ভিক্ষমোচন কার্য্য।

পুরি জেলার সাতপাড়া নামক স্থানে প্রথম দুর্ভিক্ষমোচনকেন্দ্র খোলা হয়, ও তথা হইতে ঐস্থান ও তন্নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহে কিছু কিছু সাহায্য করা হয়। যতদূর সম্ভব, লোকে যাহাতে গভর্ণমেণ্ট সাহায্য পায়, এই দিকে সেবকগণের বিশেষ লক্ষ্য ছিল। সেবকগণ ক্রমে দূর দূরান্তর গ্রামে ভ্রমণ করিয়া লোকের অবস্থা ও গভর্ণমেণ্টের কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। দেখিলেন, লোকের অবস্থা অতিশয় শোচনীয়। কলেক্টর মহাশয় চারিদিকে অবিশ্রান্ত ভাবে লোকের অবস্থা দেখিয়া বেড়াইতেছেন বটে, কিন্তু কেমন কোডে তাঁহার হাত পা বাঁধা। রামকৃষ্ণ মিশনের বরাবর কার্য্যপ্রণালী এই যে, এই সকল কার্য্যে গভর্ণমেণ্টের যতদূর পারেন, সাহায্য করিবেন, গভর্ণমেণ্টের দ্বারা যতদূর সম্ভব, সাহায্য লইবেন, যেখানে কোন কারণ বশতঃ গভর্ণমেণ্টের সাহায্য পৌঁছিতেছে না, তথায় স্বাধীনভাবে সাধারণের সাহায্যে নিজেরা যতটুকু সাধ্য কার্য্য করিবেন। এক্ষেত্রেও তাহাই হইল। এক্ষণে চিল্কা হ্রদের পারিকুদ নামক দ্বীপস্থ ফতেপুর নামক গ্রামে রামকৃষ্ণ মিশনের একটী স্বাধীনকেন্দ্র খোলা হইয়াছে এবং ক্রমশঃ ঐ কেন্দ্রের পরিধি বাড়ান হইতেছে। সেবকগণের পত্রসমূহ হইতে স্থানে স্থানে উদ্ধৃত করিলেই অবস্থা বেশ বুঝা যাইবে। এ পর্য্যন্ত কার্য্যের যতটুকু রিপোর্ট পাওয়া গিয়াছে, সাধারণের গোচরার্থ তাহাও উদ্ধৃত হইল।

সাতপাড়া।

৪ঠা ফেব্রুয়ারি, ০৮

"অদ্য বেলা ১২ টার সময় আমি চারিদিকের গ্রাম ভ্রমণ করিয়া এখানে ফিরিয়া আসিয়াছি। ফতেপুর হইতে দক্ষিণ দিকে বরকোট নামক স্থানের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। সে দিকে গভর্ণমেণ্ট সাহায্য অতিশয় কম দেওয়া হইয়াছে। কিছুই নয় বলিলেই হয়। আমরা সেই দিকে স্বাধীনভাবে কার্য্য আরম্ভ করিব স্থির করিয়াছি। এদিকে গভর্ণমেণ্ট টেষ্ট ওয়ার্কে একটী পুষ্করিণী কাটান হইতেছে। তাহাতে ৩০শে জানুয়ারি মোট ৪২০ জন খাটিতেছিল দেখিয়া আসিয়াছি। আরও প্রায় ১০০ জন কাযের জন্য আসিয়াছিল, তাহাদিগকে ঐস্থান হইতে ৬ মাইল দূরস্থ মালুদ নামক স্থানের কাযে যাইতে বলা হইয়াছে। সবল লোক প্রায়ই

দেখিতে পাওয়া যায় না। এদেশে পথঘাট নাই। মধ্যে মধ্যে চিল্কা-হ্রদের খাঁড়ি পার হইতে হয় ও বালি ভাঙ্গিয়া পথ চলিতে হয়। ফতেপুরে চাউল বিতরণ করা মুস্কিল হইবে, কারণ, নিকটে চাউল পাওয়া কঠিন। কলেক্টর অত্যন্ত পরিশ্রমী এবং ক্রমাগত দুর্ভিক্ষের অবস্থা দেখিয়া বেড়াইতেছেন, কিন্তু ফেমিন কোডে তাঁহার হাত পা বাঁধা।”

১৪ই ফেব্রুয়ারি

ফতেপুর, পারিকুদ পোঃ (পুরী)

“গত ১১ই ফেব্রুয়ারি এখানে যে চাউল ও মাণ্ডিয়া বিতরণ হয়, তাহার বিবরণ পাঠাইলাম। যাহাদের দেওয়া হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে কয়েকজন গভর্ণমেণ্ট কৃত সাহায্য পাইয়াছে, কিন্তু যে পরিবারে ৫ জন বা ৬ জন লোক, তাহাদের একটী একটী লোক মাত্র ৷৵৹ আনা বা ৷৹ আনা হিঃ পাইয়াছে, তজ্জন্য আমাদিগকেই বক্রী কয়জনকে দিতে হইতেছে। গভর্ণমেণ্টের এই অল্প সাহায্যের দরুণ বালক বালিকাগণ প্রায়ই পায় না, বাটীর কর্ত্তা বা গৃহিণীই সমুদয় খাইয়া ফেলে,তাহারা যাহাতে পায়, আমাদিগকে তাহারই ব্যবস্থা করিতে হইতেছে। আরও শুনিতেছি, এখানকার কমিশনর, ফেমিন কোড অনুযায়ী যেরূপ দেওয়া উচিত, তাহার অর্দ্ধেক করিয়া দিবার হুকুম দিয়াছেন অর্থাৎ যাহারা উক্ত কোড অনুযায়ী ১৷৹ পাইতে পারিত, তাহারা মাত্র ৷৵৹ আনা পাইতেছে। এখানে দুইটী টেষ্ট ওয়ার্ক খুলা হইয়াছে এবং আরও হইবে। তাহাতে যাহারা কর্ম্মক্ষম, তাহারা নিজেদের উপযোগী রোজগার করিতে পারিবে। তাহাদের বালক ও স্ত্রীলোকগণ যাহাতে গভর্ণমেণ্টের সাহায্য পায় এবং তদভাবে আমরা তাহাদিগকে সাহায্য করিতে পারি, তাহার চেষ্টা করিতেছি। প্রতিবারই আমরা গ্রামে গিয়া যখন টিকেট বিলি করিব, তখনই কয়েকজনকে গভর্ণমেণ্ট রিলিফের মধ্যে ঢুকাইয়া দিবার চেষ্টা করিব। আমাদের এখান হইতে প্রায় ৮ মাইল দক্ষিণে রামলেঙ্কা নামক স্থান পর্য্যন্ত ঘুরিতে হইবে; এখানে রাস্তাঘাট নাই, সর্ব্বত্রই বালি। এখান হইতে সমুদ্র প্রায় ১৷৹ মাইল, কাছেই চিল্কার একটী খাঁড়ি, তাহাতে জল খুব কম। গরম বেশ পড়িয়া আসিতেছে, একমাস পরে অবস্থা বড়ই খারাপ হইবে বলিয়া বোধ হয়। ইতিমধ্যেই মধ্যে মধ্যে চাল পাওয়া যাইতেছে না। ব্যবসাদারগণ অতি অল্প টাকার কারবার করে, চালের দর কট্‌কি ওজন ৫ সের ১০ ছটাক এবং মাণ্ডিয়া ৮ সের।”

১৯ শে ফেব্রুয়ারি ঐ।

"এখানকার কাজ আরও ৭।৮ দিনে বাড়িয়া যাইবে। কল্য নাটাবনি প্রভৃতি অনেকগুলি গ্রাম ঘুরিয়া আসিয়াছি। সর্ব্বশুদ্ধ ৬১ খানি টিকেট দেওয়া হইয়াছে। তাহারা আগামী বৃহস্পতিবার চাল লইতে আসিবে। যে সকল গ্রামে ঘুরিতেছি, সেই সকল গ্রামের প্রায় কাহারও ঘরে কিছু নাই। অনেকে চালচুলো পর্য্যন্ত বেচিয়া খাইয়াছে ও খাইতেছে। শাকের উপরই তাহাদের বেশী নির্ভর, শাকও গ্রামের আশে পাশে ২।৩ মাইল পর্য্যন্ত পাওয়া দুষ্কর হইয়া উঠিয়াছে। গত ১২ই তারিখে কলেক্টর এখানে আসিয়াছিলেন, তিনি সংবাদপত্রে আমাদের কাযের যে সকল রিপোর্ট বাহির হইয়াছে, তাহা দেখিয়া কে উহা পাঠাইয়াছে, আমাকে জিজ্ঞাসা করেন। রিপোর্টে অন্নাভাবে মৃত্যুর কথা যাহা লিখিয়াছি, তাহা গভর্ণমেণ্ট স্বীকার করিতে চাহে না ও করিবেও না। অন্নাভাবে মৃত্যুগুলি বিসূচিকা, আমাশয় প্রভৃতি বলিয়া চাপিয়া যায়। যাহা হউক আমি যাহা দেখিতেছি, জানাইব, আপনিও যথাযথ প্রকাশ করিবেন। এখানে গভর্ণমেণ্ট এখনও দুর্ভিক্ষ ঘোষণা করে নাই, সম্ভবতঃ করিবেও না। কিন্তু ঘোষণা করুক বা না করুক, গভর্ণমেণ্ট যাহা দিতেছে, তদপেক্ষা অধিক সাহায্য হওয়া উচিত।"

২১।২।০৮ ঐ

"কল্য নিম্নলিখিত গ্রামসকলে আমাদের চাল ও মাণ্ডিয়া বিতরণ হইয়াছে। ইহার মধ্যে পূর্ব্বে আমাদের সাহায্যপ্রাপ্ত কয়েক জনকে গভর্ণমেণ্ট রিলিফের মধ্যে ঢুকাইয়া দেওয়া হইয়াছে এবং নূতন কয়েকটী লোককে লওয়া হইয়াছে। সর্ব্বশুদ্ধ ৮ দিবসের জন্য দেওয়া হইয়াছে। প্রত্যেককে ১ সের চাল ও ১ সের মাণ্ডিয়া। ছোট ছোট বালকগণকে জামা ও স্ত্রীলোকগণকে কাপড় দেওয়া হইয়াছে।"

সাতপাড়া ও তন্নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহে সাহায্য—৫ জন, তন্মধ্যে দুইজন ৫০ বর্ষ বয়স্কা বিধবা, একটী অষ্টাদশবর্ষীয়া, স্বামিপরিত্যক্তা, কঙ্কালসারা রমণী ও ২ জন ৭ বৎসরের বালিকা। ৩ ছটাক (কটকি) হিঃ ১৬ দিনের জন্য (১৫ই জানু হইতে ৩১শে জানু পর্য্যন্ত) জেনাপুর, তিতিভা, বাউরি-শাহি, বাগমুণ্ডা এই কয়েকটী গ্রামে এক সপ্তাহের জন্য ২১ জনকে ৩ ছটাক হিঃ দেওয়া হয়। ইহাদের মধ্যে অধিকাংশই অতি বৃদ্ধা স্ত্রীলোক এবং

অতি অল্পবয়স্কা বালক বালিকা। একটী কুড়ি দিনের শিশুর দুগ্ধের ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া হয়। ২২শে জানু হইতে ২৮শে জানু পর্য্যন্ত। তার পর ইহাদের সকলকেই গভর্ণমেন্টের সাহায্যতালিকাভুক্ত করিয়া দেওয়া হয়।

১১ই ফেব্রুয়ারির সাহায্য (ফতেপুর কেন্দ্র হইতে)

গ্রাম	পরিবার	সংখ্যা	৫ দিনের সাহায্য
তালতলা	১৪	২৬	৩২॥০ সের (চাল ও মাণ্ডিয়া)
নওযাগাঁ	৬	৭	৮৸০ সের („ „)

২০শে ফেব্রুয়ারির সাহায্য ঐ।

গ্রাম	পরিবার	লোকসংখ্যা	৮ দিনের সাহায্য পরিমাণ
তালতলা	১৯	৪১	২ মণ ২ সের
নওযাগাঁ	৯	১১	২৪ সের
নাটাবনী	৮	১৯	৩৮ সের
ফতেগড়	১	১	৪ „
উদয়গিরি	৮	১৪	১৮ „
বালিযাপুকুর	২	৪	৮ „
কাঁটাবনী	৭	২২	১ মণ ৪ „
বজ্রকোট	২৪	৩৯	১ „ ৩৮ „
কাণ্ডেশ্বর	৮	৯	১৮ „
পিঠিশাল	৬	১৩	২৬ „
রসিদগাঁ	৬	১৩	২৬ „
১১টী গ্রাম	৯৮ পরিবার	১৮৮ জন	৯ মণ ১৬সের (চাল ও মাণ্ডিয়া)

এখন যে সকল গ্রামে সাহায্য হইতেছে, তৎসওয়ায় আরও কয়েকটী গ্রাম শীঘ্র মিশনের সাহায্যতালিকাভুক্ত করিতে হইবে এবং এইরূপ ভাবে অন্ততঃ ৪ মাস কায চালাইতে হইবে। এইস্থানে রামকৃষ্ণ মিশনের ২ জন সেবক গিয়াছিলেন, তাহা পূর্ব্বে সংবাদ দেওয়া হইয়াছিল। একজন হঠাৎ রোগাক্রান্ত হইয়া ফিরিয়া আসায় এবং কার্য্য বৃদ্ধি হওয়ায় আরও ২ জন সেবককে ঐস্থানে সাহায্যার্থ পাঠান হইয়াছে। এখানে মাসিক ৮।৯ শত টাকার অধিক খরচ হইবে। যে সকল সহৃদয় দাতৃবর্গ অর্থাদি সাহায্য দানে দুর্ভিক্ষপীড়িতগণকে সহায়তা করিতেছেন, তাঁহাদের নামধাম প্রকাশিত হইল। এ পর্য্যন্ত যে টাকা আসিয়াছে, তাহা

এই একস্থানের কার্য্যেই ব্যয়িত হইয়া যাইতেছে। আরও অধিক অর্থ-সাহায্য পাইলে মিশন বাঙ্গালা দেশের নদীয়া, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর প্রভৃতি যে সকল স্থানে ঘোর দুর্ভিক্ষ হইয়াছে এবং উত্তরপশ্চিমাঞ্চলেও দুর্ভিক্ষকেন্দ্র খুলিবার সংকল্প করিয়াছেন। সাহায্য, স্বামী ব্রহ্মানন্দ, প্রেসিডেণ্ট, মঠ, বেলুড় পোঃ (হাওড়া) অথবা কার্য্যাধ্যক্ষ, উদ্বোধন বাগবাজার পোঃ, কলিকাতায় পাঠাইতে হইবে।

রামকৃষ্ণ মিশন দুর্ভিক্ষফণ্ডে প্রাপ্তিস্বীকার।

(১৯শে মাঘ হইতে ১৭ই ফাল্গুন পর্য্যন্ত)

ফাল্গুন মাসের উদ্বোধনে স্বীকৃত	৪৯৪৸৵০
শ্রীরমেশচন্দ্র দে, ভবানীপুর	৪৲
শ্রীভুবনমোহন বসু, বর্দ্ধমান	৫০৲
শ্রীজ্ঞানচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ঢাকা	১৲
শ্রীসতীশচন্দ্র সাহা, কুমারটুলি	২৫৲
ডাঃ এস, সি, বসু, ভবানীপুর	১৫৲
শ্রীভগবতীচরণ চক্রবর্ত্তী, জলপাইগুড়ি	২৲
শ্রীকৈলাসচন্দ্র সরকার ঐ	॥০
শ্রীশ্যামলাল মিত্র, পূর্ণিয়া	১৫৲
(অর্দ্ধোদয়যোগে সংগৃহীত)	
শ্রীপ্রেমানন্দ দাসগুপ্ত, প্রেসিডেণ্ট, রামকৃষ্ণ সমিতি, বরিশাল	২০৲
শ্রীপ্রভাসচন্দ্র চট্টো, ফরিদপুর	১৲
শ্রীশ্যামাচরণ সেনগুপ্ত, ময়মনসিংহ	২৲
এম, ব্রহ্মস্বামী আয়াঙ্গার, ব্যাঙ্গালোর	২১৲
উত্তরপাড়া ধর্ম্মরক্ষিণী সভা (অর্দ্ধোদয় যোগে সংগৃহীত)	২৭৸০ ৭॥
শ্রীগিরিশচন্দ্র চন্দ্র, আহিরীটোলা	৫॥০
শ্রীপ্রিয়নাথ লাহা ও শ্রীসতীশচন্দ্র লাহা, আহিরীটোলা	১৲
শ্রীনারায়ণকৃষ্ণ সেন ও শ্রীপ্রিয়লাল সেন, আহিরীটোলা	১০৲
শ্রীমন্মথনাথ দত্তের মাতা ঐ	১৲
শ্রীরাসবিহারী সেন ঐ	২৲
শ্রীপ্রিয়নাথ সেনের মাতা ঐ	১৲
শ্রীরাসবিহারী লাহা, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট	১০৲
শ্রীতারকনাথ রায়চৌধুরী, ময়মনসিংহ	৫৲
পি, এম, কালি, চান্দা	২৲
শ্রীহরিচরণ দে, কলিকাতা	১৲
শ্রীবীরেশ্বর সেন (কিশোরগঞ্জ) সংগৃহীত	১৩৲
শ্রীমতী নিশামিনী দাস, আড়বেলিয়া	২৲

শ্রীনিরঞ্জন মিত্র, শ্রীনাথ দাসের লেন	২৲
স্বামীজীর জনৈকসেবক,বাগবাজার	৫৲
বি, বসু, দেওঘর	৫৲
শ্রীসারদাচরণ মজুমদার, রাজসাহী	১৫৲
শ্রীমতী সরযুবালা দেবী, আরা	৫৲
শ্যামপুকুর সাধন সম্প্রদায়	১॥৶০
টি, জি, পট্‌সার, বেলগাম	১৲
শ্রীপ্রেমানন্দ দাসগুপ্ত, বরিশাল	২০৲
জনৈক বন্ধু	১৲
এম, রঙ্গস্বামী আযাঙ্গার, বাঙ্গালোর	১০৲
পি, সি, সেন, ঢাকা	৫৲
ঠাকুরদাস শর্ম্মা, কলিকাতা	৫৲
কুমার মন্মথনাথ মিত্র,শ্যামপুকুর	১০১৲
জি, কে, ইযারগুডি প্রমুখ তিন বন্ধু	১।০
শ্রীরাধাকৃষ্ণ শীল, আহিরীটোলা	১৲
পি, কে, দে ঐ	১৲
শ্রীরমানাথ ধর ঐ	১৲
শ্রীকালীকৃষ্ণ ধর বৃন্দাবন বসাকের গলি	১৲
	৮৲
জনৈক দাতা, আহিরীটোলা	১৲
ডাঃ সত্যচরণ লাহা, আহিরীটোলা	১৲
শ্রীহীরালাল দাস ঐ	১৲
ও, সি, সেন ঐ	১৲
শ্রীযোগেন্দ্রনাথ লাহা, নিমতলা ষ্ট্রীট	২৲
শ্রীবিপিনবিহারী ধর, বৃন্দাবন বসাকের গলি	২
শ্রীমহেন্দ্রনাথ ধর,আহিরিটোলা	১৲
বঙ্গলক্ষ্মী বস্ত্রভাণ্ডার, চিৎপুর	১০৲
শ্রীমন্মথনাথ দত্ত, আহিরিটোলা	॥০
এইচ, ভি, রামচন্দ্র রাও, কাম্বুর	১৲
ডাঃ এস, সি, বসু, ভবানীপুর	৫৲
শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র বিশ্বাস, যশোহর	২॥০
আওয়ারাই বনিজুই, বহরমপুর	১৲
বাসাউমল কিষেণচাঁদ, সিন্ধু	৩॥০
মিঃ বঙ্গস্বামী আয়াঙ্গার,বাঙ্গালোর	৫৲
পি, ভিট্টলপাই, দক্ষিণ কানাড়া	২৲
শ্রীযদুপতিচট্টোপাধ্যায়,শিলিগুডি	১৫৲
মাঃ শ্রীহরিদাস দত্ত, বরাহনগর	১১৲
জনৈক ছাত্র	৩৸০
সেক্রেটারী, গোকুল ভাণ্ডার	২৲
শ্রীকুশেন্দ্রলাল সেন,কাঁসারিপাড়া	১০৲
শ্রীসাতকড়ি চট্টোপাধ্যায়, ভাগলপুর	৫৲
বি, চক্রবর্ত্তী, গিরিডি	৫৲
শ্রীশ্যামাচরণ বিশ্বাস,হেষ্টিংস ষ্ট্রীট	১০৲
সেক্রেটারি, বান্ধবসমিতি (মাহিগঞ্জ) সংগৃহীত	১০৲
মাঃ শ্রীহেমচন্দ্র বাব	১৩৸৶০
শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মজুমদার, মিরাট	১৪৲
ডাঃ এস, সি, বসু, ভবানীপুর	৫৲
করম সিং ঋষি, কপূর্বতলা	৫৲
কুমারী নীহারবরণী	।০
শ্রীগয়াপ্রসাদ, (মিরাট) সংগৃহীত	৫৲
শ্রীমহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়,বাকুড়া	১৲
শ্রীগোবিন্দচন্দ্র রায়, কুচবিহার	১৬৶০
শ্রীমঙ্গলাচরণ মুখোপাধ্যায়, মুঙ্গের	৫৲

হিন্দুসমিতি, সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীট	৩৫৲
কে, দত্ত, ভবানীপুর	৫৲
এস, অনন্তনারায়ণ আয়ার, টিনেভেলি	১২৲
রামচন্দ্র ব্রাদার্স, মিরাট (৩য় দফা)	১০০৲
শ্রীমতী উমাদাসী, খিদিরপুর	১০০৲
শ্রীপশুপতি আঢ্য, ঝামাপুকুর	৩৲
শ্রীমতী ইন্দুবালা, বারাকপুর	২৲
ডাঃ এম, সি, নঞ্জুন্দরাও, মান্দ্রাজ	৫৲
কে আর, গোপাল রাও, ত্রিবান্দ্রম	৪।০
শ্রীগোবাপদ ঘোষ, বারাহাপঞ্জান	৮৲
ভি, জয়বালজী, মাদ্রার	৫৲
উত্তরপাড়া ধর্ম্মরক্ষিণী সভা	১১৶৫
শ্রীনীলমণি শূর, ভবানীপুর	৫৲
শ্রীবীরেন্দ্রকুমার দে, নেত্রকোণা	২৯।০
টি, পি, ঘোষ, খিদিরপুর	১০৲
শ্রীরসিকলাল আঢ্য, ওয়েলেসলি প্লেস	২৲
শ্যামপুকুর সাধনসমিতিপ্রদত্ত চাউল বিক্রয় হইতে প্রাপ্ত	৩।৴০
শ্রীভজহরি হালদার, গঙ্গানারায়ণ দত্তের গলি	৪৲
শ্রীবিভূতিভূষণ রায়, মিহিজাম	২০৶০
শ্রীভবতারণ রায়, হাজারিবাগ	১৲
বি, এম্, বসু, মাণ্ডালে	৫৲
শ্রীঅবিনাশচন্দ্র রায়, পাবনা	১৶০
এস, ব্যানার্জ্জী, টোঙ্গু	১০৲
নেত্রকোণা বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ	১০৲
উচ্চপ্রাথমিক পাঠশালা, নেত্রকোণা	১৶০
এ আর কুমারগুরু, বাঙ্গালোর	২৲
এন, সি, মিত্র, টোঙ্গু	৫৲
সাধনসমিতি, কলিকাতা	৫॥১০
মোট	১৪৭৩৮৴০ ২॥০

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত ব্যক্তি ও সম্প্রদায়সমূহের নিকট হইতে নূতন ও পুরাতন বস্ত্র এবং অন্যান্য দ্রব্য পাওয়া গিয়াছে,—

গৌহাটী পানবাজার বালিকাবিদ্যালয়, শ্যামপুকুর সাধন সম্প্রদায়, বঙ্গলক্ষ্মী বস্ত্রভাণ্ডার (পি, সি, ব্রাদার্স, ৪১ থান কাপড়) শ্রীনারায়ণকৃষ্ণ সেন, শ্রীপ্রিয়নাথ সেন, শ্রীসাধুচরণ রায়, শ্রীগোবিন্দচন্দ্র রায় (কুচবিহার—১২২ খানা কাপড়), উত্তরপাড়া ধর্ম্মরক্ষিণী সভা (২৮ খানা পুরাতন, ৩ খানা নূতন কাপড় ও ৪টী জামা) জি, সি, লাহিড়ী, শ্রীঅনুকূলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (বাঁটরা—১৫ জোড়া নূতন) জনৈক মহিলা, কয়েকটী বন্ধু ও শ্রীমতী গোলাপকামিনী বসু (শিলং)

আমাদের জাতীয়তা।*

(শ্রীবিপিনবিহারী গঙ্গোপাধ্যায়।)

স্বামী বিবেকানন্দ একদিন শ্রীরামকৃষ্ণদেবসকাশে প্রার্থনা করেন, আমায় এমন অবস্থা করিয়া দিন, যেন আমি দিনরাত সমাধিস্থ থাকিতে পারি। তাহাতে তিনি বলেন, "তুই ও কি কথা বলছিস? তোকে আমি খুব বড় আধার বলে জানি। তুই সমাধিস্থও হবি, আবার নেমেও আস্‌বি।" তার পর একদিন ধ্যান করিতে করিতে সত্য সত্যই স্বামীজির নির্ব্বিকল্প সমাধি লাভ হয়, সমাধি ভঙ্গের পর রামকৃষ্ণদেবকে আসিয়া এ অবস্থা কি তাহা জিজ্ঞাসা করেন। তাহাতে তিনি বলেন, "তুই যা চাস তা এই তোকে দেখালুম, এখন চাবিকাটি আমার কাছে রইল, মা তোকে দিয়ে অনেক কাজ করাবেন, কাজফুরুলে চাবি খুলে দেব।" তখন এ কথার অর্থ কি, তাহা বিশেষ করিয়া বোঝা যায় নাই। তার পর যখন স্বামীজির মহিমা সমস্ত জগতে ব্যাপ্ত হইল, তখন উপলব্ধি হইল, কি কাজের জন্য মা তাঁহাকে রাখিয়াছেন। ভারতবর্ষ আবার পৃথিবীপূজ্যা হইবেন, আবার হিন্দু জাতি মহা গৌরবে জগতে বিচরণ করিবে, স্বামীজি তাহার উপায় করিয়া গিয়াছেন। পাশ্চাত্যপ্রদেশ হইতে ভারতে প্রত্যাগমন করিয়াই স্বামীজি যে আশাবাণী দুন্দুভিনিনাদে ঘোষিত করেন, আজ তাহা আমরা উপলব্ধি করিতে পারিতেছি।

"সুদীর্ঘ রজনী প্রভাতপ্রায়া বোধ হইতেছে। মহাদুঃখ অবসানপ্রায় প্রতীত হইতেছে। মহানিদ্রায় নিদ্রিত শব যেন জাগ্রত হইতেছে। ইতিহাসের কথা দূরে থাকুক, কিম্বদন্তী পর্য্যন্ত যে সুদূর অতীতের ঘনান্ধকার ভেদে অসমর্থ, তথা হইতে এক অপূর্ব্ব বাণী যেন শ্রুতিগোচর হইতেছে। আমাদের মাতৃভূমি ভারতের জ্ঞানভক্তিকর্ম্মরূপ হিমালয়ের প্রতি শৃঙ্গে প্রতিধ্বনিত হইয়া যেন ঐ বাণী মৃদু অথচ দৃঢ় অভ্রান্ত ভাষায় কোন্ অপূর্ব্ব রাজ্যের সংবাদ বহন করিতেছে। যতই দিন যাইতেছে, ততই যেন উহা স্পষ্টতর, ততই যেন উহা গম্ভীরতর হইতেছে। হিমালয়ের প্রাণপ্রদ

* এই প্রবন্ধটী বিগত ৯ই ফেব্রুয়ারি রবিবার কলিকাতা বিবেকানন্দ সমিতির সাম্বৎসরিক এবং উপলক্ষে বেলুড়মঠে আহূত সভায় পঠিত হয়।

বায়ুস্পর্শে মৃতদেহের শিথিলপ্রায় অস্থিমাংসে পর্য্যন্ত যেন প্রাণসঞ্চার করিতেছে, নিদ্রিত শব জাগ্রত হইতেছে। তাহার জড়তা ক্রমশঃ দূর হইতেছে। অন্ধ যে, সে দেখিতেছে না, বিকৃতমস্তিষ্ক যে সে বুঝিতেছে না যে, আমাদের এই মাতৃভূমি তাঁহার গভীর নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া জাগ্রত হইতেছেন। আর কেহই এক্ষণে ইঁহার গতিরোধে সমর্থ নহে, আর ইনি নিদ্রিত হইবেন না—কোন বহিঃশক্তিই এক্ষণে আর ইঁহাকে চাপিয়া রাখিতে পারিবে না, কুম্ভকর্ণের দীর্ঘনিদ্রা ভাঙ্গিয়াছে।"

ভারতে বিবেকানন্দ, ৪৯ পৃঃ।

আজ আমরা এই কথা প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতেছি। আজ আমরা বুঝিতেছি যে, স্বামীজি ভবিষ্যৎ ভারতের ছবি দিব্যচক্ষে দেখিতে পাইয়াছিলেন এবং যাহাতে আমরা সেই ছবি দেখিবার উপযুক্ত হইতে পারি, তাহার পথও নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। আজ ভারতের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত কি উৎসাহ দেখা যাইতেছে! আজ সমস্ত ভারতবাসী আপনাদের দুর্দ্দশার অবস্থা অনুভব করিয়া তাহার প্রতীকার করিতে কৃতসঙ্কল্প! কিসে ভারতবর্ষে একতা স্থাপন হয়, কিরূপে আমরা জাতীয়তা লাভ করিতে পারি, এই চিন্তায় সকলকে আকুল করিয়াছে। কিসে আমরা জাতীয় স্পর্দ্ধা, জাতীয় মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারি, এই তীব্র আকাঙ্ক্ষা সকলের মধ্যে। ভারতের মনীষিবৃন্দ কেহই অলস নহেন. সকলেই নিজ নিজ বিদ্যা বুদ্ধি অনুসারে প্রতীকারের উপায় স্থির করিতেছেন।

ইংরাজি আদর্শে গঠিতজীবন, পাশ্চাত্যদেশবাসীর শৌর্য্য বীর্য্য ঐশ্বর্য্য দেখিয়া ভাবিতেছে, ইহাই উন্নতির আদর্শস্থল, এই আদর্শ গ্রহণ করিয়া ভারতের উন্নতি সাধন করিতে হইবে। এই বিষয়ে স্বামীজির কি উপদেশ, তাহাই আজ আমরা আলোচনা করিব। সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী আজীবন সাধনা করিয়া আমাদের কল্যাণের জন্য যাহা বলিয়া গিয়াছেন, তাহা আজ সকলেরই বিশেষ করিয়া চিন্তা করিবার বিষয়। স্বামীজির উপদেশ পুস্তকপাঠের—কতকগুলি জাতীয় ইতিহাস পাঠের—ফল নহে। সাধনায় দিব্যদৃষ্টিতে যাহা দেখিয়াছেন, তিনি তাহাই বলিয়াছেন। শুধু তাহাই নহে, ভারতের অবস্থা দেখিবার জন্য তিনি সমগ্র ভারত ভ্রমণ করিয়া বেড়াইয়াছেন।

ভারত ভ্রমণ অর্থে আমরা যাহা বুঝি, স্বামীজির ভারত ভ্রমণ তাহা নহে।

বিলাসসামগ্রীপূর্ণ নগর ভ্রমণ করিয়া আমাদের ভারতের জ্ঞান জন্মে। কে ভারতবাসীর প্রকৃত অবস্থা জানিতে সমুৎসুক? কে দীনদুঃখী ভারতবাসীর সহিত সহানুভূতি করিবার জন্য লালায়িত? কে তাহাদের অভাব জানিবার জন্য তাহাদের আপন জন হইয়া তাহাদের সহিত মিশিতে প্রস্তুত? জানি না, এ ভারতে এরূপ কয়জন আছেন! স্বামীজির ভারতভ্রমণ তাঁহার জীবন ইতিহাসের একটি ভীষণ দুঃখের অধ্যায়। রাজা মহারাজ হইতে অতি হীন অবস্থায় পতিত ভারতবাসী সকলেরই সহিত স্বামীজি সমভাবে মিশিয়াছেন। নগর হইতে দূর দূরান্তর গ্রামে নিঃসম্বল লোকের গৃহে উপস্থিত হইয়া দেখিয়াছেন, গৃহে কিছুই নাই, আপনাদের খাদ্যের অর্দ্ধেক অতিথির জন্য সাদরে অর্পণ করিতেছে। সমগ্র ভারত তন্ন তন্ন করিয়া ভ্রমণ করিয়া দেখিলেন, হিন্দুর ন্যায় পবিত্র জাতি জগতে নাই। এত উন্নতি কোনও জাতির কখন হয় নাই। অট্টালিকাদ্বারে ক্ষুধার্ত্ত হইয়া আসিয়া কতবার বিমুখ হইতে হইয়াছে, কিন্তু ভারতের দীন প্রজার গৃহে আত্মীয়ের ন্যায় আদর, নিজে না খাইয়া সন্ন্যাসী অতিথির সেবা আগে করিবে। সমস্ত জাতির এই অপূর্ব্ব শিক্ষা, এই অদ্ভুত ত্যাগ দেবতাদেরও দেখিবার জিনিষ। ধন্য সেই ঋষিগণ, যাঁহাদের পবিত্র শক্তিতে এই শক্তি এতদিন ধরিয়া খেলা করিতেছিল। নানারূপ অবস্থায় পড়িয়া ও সকল অবস্থা নিজ চক্ষে দেখিয়া স্বামীজি সদর্পে বলিয়াছেন, ভারতবর্ষ মরে নাই।

"আগে দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে যাও, দেশের অবস্থা বেশ করে দেখ, নিজের চখে দেখ, পরের চখে নয়, আর যদি মাথা থাকে ত ঘামাও, তার পর নিজেদের পুরাণ পুথি পড়, ভারতবর্ষের দেশদেশান্তর বেশ করে দেখ, বুদ্ধিমান্ পণ্ডিতের চক্ষে দেখ, খাজা আহাম্মকের চক্ষে নয়, বেশ দেখতে পাবে যে, জাতটা ঠিক বেঁচে আছে, প্রাণ ধক ধক করছে, উপরে ছাই চাপা পড়েছে মাত্র; আর দেখবে, এ দেশের প্রাণ ধর্ম্ম, ভাষা ধর্ম্ম, ভাব ধর্ম্ম।"

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য।

আমেরিকা হইতে প্রত্যাগত হইয়া স্বামীজি ভারতবর্ষে আসিয়া যে সমস্ত বক্তৃতা দেন, তাহা তাঁহার সমস্ত জীবনের অভিজ্ঞতার ফল। তিনি বার বার প্রতি বক্তৃতায় বিশেষ করিয়া বলিয়াছেন, আমাদের জাতীয়তা ধর্ম্মে। ধর্ম্ম উদ্দেশ্য ছাড়িয়া অন্য উদ্দেশ্যে জাতীয় জীবন পরিচালিত করিতে চেষ্টা করিলে সমস্ত জাতির অবশ্যম্ভাবী মৃত্যু।

"এসকল আচার ও বিধানের কেন্দ্র কোথায়, কোন্ হৃদয় হইতে শোণিত সঞ্চালিত হইয়া উহাদিগকে পুষ্ট রাখিতেছে, আমাদের জাতীয় জীবনের মূল প্রস্রবণই বা কোথায়, ইহা যদি জানিতে চাও, তবে বিশ্বাস কর, তাহা ধর্ম্ম। সমগ্র জগৎ ঘুরিয়া আমি যে যৎকিঞ্চিৎ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি, তাহাতে আমি এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হইয়াছি। * * * এখানে—এই ভারতে কিন্তু মানুষের সমস্ত চেষ্টা ধর্ম্মের জন্য—ধর্ম্মলাভই তাহার জীবনের একমাত্র কার্য্য।"

ভারতে বিবেকানন্দ, ৬পৃঃ।

তিনি আর একস্থলে বলিয়াছেন,—

"আমরা যেন আমাদের জাতীয় জীবনের এই মূল ভাবটীকে সরাইয়া তৎস্থানে অন্য একটী স্থাপন করিতে যাইতেছিলাম, আমরা যেন, যে মেরুদণ্ডের বলে আমরা দণ্ডায়মান, তাহার পরিবর্ত্তে অপর একটী স্থাপন করিতে যাইতেছিলাম। আমাদের জাতীয় জীবনের ধর্ম্মরূপ মেরুদণ্ডের স্থানে আমরা রাজনীতি রূপ মেরুদণ্ড স্থাপন করিতে যাইতেছিলাম। যদি আমরা ইহাতে কৃতকার্য্য হইতাম, তবে তাহার ফলে আমাদের সমূলে বিনাশ হইত। কিন্তু তাহা ত হইবার নয়।"

ভারতে বিবেকানন্দ, ২৩৭ পৃঃ।

এই বিষয়ে যতই অধিক চিন্তা ও আলোচনা করা যায়, ততই দেখা যায়, সমগ্র ভারতবর্ষ এক ধর্ম্মরূপ সূত্রে আবদ্ধ, ধর্ম্মই ইহার একমাত্র সম্পত্তি। ধর্ম্ম ছাড়া হিন্দু অন্য কোন বিষয়কে শ্রেষ্ঠস্থান দিতে প্রস্তুত নহে। আজ যাঁহারা patriotism এর নামে দেশকে ইংলণ্ড, আমেরিকা বা আয়র্লণ্ডের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া তদনুসারে চলিতে শিক্ষা দেন, তাঁহাদের বুঝা উচিত যে, যেমন ভারতবর্ষ ও ঐ সকল পাশ্চাত্য দেশসমূহের মধ্যে বহু সমুদ্র ব্যবধান রহিয়াছে, ভাবরাজ্যেও তদ্রূপ সমুদ্রপ্রমাণ ব্যবধান।

বিশেষ গবেষণার প্রয়োজন নাই, একটি দৃষ্টান্ত দিলেই বুঝিতে পারা যাইবে। ইংরাজ নিজেকে শ্রেষ্ঠ মনে করে কেন? কোন্ ভাব তাহাকে উন্মাদ করিয়া তোলে? কোন্ ভাব লইয়া সে জগতে সগর্ব্বে পদবিক্ষেপ করে? ইংরাজ বলিল অর্থাৎ ইংলণ্ডে জন্মগ্রহণ করিয়াছে বলিয়া। Britsh islesএ জন্মিয়াছে বলিয়া সে Britisher এবং Britisher বলিয়া পরিচয় দিতে গর্ব্বে তাহার বক্ষ স্ফীত হয়। যদি কোন ইংরাজ ভাগ্য-

দোষে ভারতবর্ষে বা অন্যত্র জন্মগ্রহণ করে, তবে সে আর Britisher নহে। নরাজবংশে তাহার বিবাহ হওয়া দায়, সে একরূপ জাতিচ্যুত অবস্থায় পতিত হয়। ইহার সহিত ধর্মের কোন সংস্রব নাই। সে খ্রীষ্টান হউক বা অন্য ধর্মাবলম্বীই হউক, ইংলণ্ডে জন্মাইলেই সে Britisher, সাধারণ ইংরাজের সহিত তাহার সমান অধিকার। ইহার সহিত আমাদের দেশের তুলনা করুন। আমাদের গর্কের বস্তু কি? আমরা হিন্দু, এই আমাদের প্রধান গর্ব; ভারতে জন্মগ্রহণ করিয়াছি বলিয়া নহে। যদি কোন হিন্দু বর্মা বা সিলোন প্রভৃতি ভারতবহির্ভূত প্রদেশে বসবাস করে এবং হিন্দুর ধর্ম মানিয়া চলে, তাহার সহিত আমাদের কোন প্রভেদ নাই। হিন্দুসমাজে তাহার যে সম্মান ছিল, সেই সম্মানই অক্ষুন্ন থাকে। ধর্ম আশ্রয় করিয়া, হিন্দুদেশে বসবাস করার জন্য নহে। ভারতবর্ষে অবস্থান করিয়া যদি কোন হিন্দু শাস্ত্রানুমোদিত আচার না মানিয়া চলেন, তবে তিনি সমাজচ্যুত হন, সমাজে তাঁহার কোন প্রতিপত্তি থাকে না। অন্য ধর্ম গ্রহণ করিলে তিনি ত আর হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিতে পারেন না, হিন্দুসম্প্রদায় হইতে একেবারে বিচ্ছিন্ন হন। এই দুইটি ভাবের পার্থক্য এই জাতীয় উন্নতির সময় আমাদের বিশেষ করিয়া চিন্তা করা কর্ত্তব্য।

কার্য্যকালেও উভয় জাতির এই মৌলিক পার্থক্য স্পষ্ট উপলব্ধ হয়। ইংরাজ দেশের জন্য প্রাণপণ করে, সর্ব্বস্ব পণ করিতে প্রস্তুত হয়, কারণ, দেশ যাইলেই তাহার সব গেল—মান, ইজ্জত, সম্ভ্রম সব গেল। জগতে মুখ দেখাইবার আর উপায় রহিল না। হিন্দুর তাহা নহে। হিন্দুর ধর্ম মানিয়া চলিতে পারিলে হিন্দুর সব আছে, হিন্দুর গৌরব করিবার সবই আছে। হিন্দু ধর্মনাশভয়ে সর্ব্বস্ব পণ করে। ধর্মযুদ্ধে হিন্দুকে পরাস্ত করিতে সমর্থ কোন শক্তি এ পর্য্যন্ত জগতে দেখা যায় নাই। হিন্দুর ধর্মে হস্তক্ষেপ করিয়া ভারতবর্ষে মস্তক উত্তোলন করিয়া থাকা কাহারও পক্ষে সম্ভব নহে। অতীত ইতিহাস বহুবার তাহা জগৎকে দেখাইয়াছে। এইটি বুঝিলে আমরা আমাদের জাতীয়তার মর্ম বুঝিতে পারিব। স্বামীজি তাঁহার My master নামক বক্তৃতায় আমেরিকাবাসীদিগকে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দেশদ্বয়ের পার্থক্য বুঝাইতে গিয়া যে কয়টি কথা বলিয়াছেন, তাহাও এস্থলে উল্লেখ করা উচিত।

"যেমন তোমরা আমাদের মুখে কর্দ্দম প্রদান করিতে সাহস দেখাইতে

পার, যেমন তোমরা স্বদেশহিতৈষিতার নামে খাড়া হইয়া তোমাদের দেশের জন্য তোমাদের জীবন বিসর্জ্জনে• সাহস দেখাইতে পার, সেইরূপ তাহারাও ভগবানের নামে সাহস দেখাইতে পারে। তথায়ই কেবল লোকে জগৎকে মনের কল্পনা ও স্বপ্নমাত্র বলিয়া শুধু মুখে ঘোষণা করে, তাহা নহে; সে যাহা বলিতেছে, তাহা যে সত্য, তাহা প্রমাণ করিবার জন্য তাহার বিষয়সম্পত্তি যথাসর্ব্বস্ব ত্যাগ করে। তাহারা ইহাতেই সাহস দেখাইতে পারে—এই জন্যই তাহারা মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে প্রস্তুত—কারণ, তাহারা নিশ্চিত জানে, তাহাদের মৃত্যু নাই।"

একদিন আমেরিকার কোন সভায় স্বামীজিকে প্রশ্ন করা হয় যে, আপনি হিন্দু জাতির এত গৌরব কীর্ত্তন করেন, হিন্দুকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জাতি বলেন, ইহার কারণ কি? কৈ, হিন্দুরা কটা রাজ্য জয় করিয়াছিল? অতীতকালে কোন্ শক্তিশালী সম্রাট্‌কে পরাস্ত করিয়া নিজের রাজ্য সংস্থাপন করিয়াছিল? স্বামীজি সদর্পে উত্তর করেন, এই জন্যই হিন্দু জাতি মনুষ্যমধ্যে শ্রেষ্ঠ জাতি, কেন না ইহারা কখন পররাজ্যলোলুপ নহে, কখন অন্যদেশীয় সম্রাট্‌কে পথের ভিখারী করিয়া আপনাদের গৌরব ঘোষণা করে নাই। ডাকাতি ইহাদের জীবনোদ্দেশ্য কখন নহে। এইজন্যই ইহারা মনুষ্যত্বের অধিকারী, ধর্ম্মজীবন লাভ করিবার অধিকারী—এই উদার-হৃদয় জাতি শ্রেষ্ঠ নহে ত কি? এই উত্তরে সেই সভায় সকলকে নির্ব্বাক্ হইতে হইয়াছিল। বাস্তবিক আমাদের জাতীয় গর্ব্ব আমরা এতদিন ভুলিয়া গিয়াছিলাম। কি মহান্ আদর্শে আমাদের জীবনস্রোত নিয়মিত, তাহা আমরা এতদিন লক্ষ্য করি নাই।

স্বামীজি তাঁহার পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থের আর একস্থানে বলিয়াছেন,—

"পাশ্চাত্য দেশে যেমন পথের ভিখারী পর্য্যন্ত মধ্যযুগের কোন দস্যু ব্যারণ হইতে আপনার উৎপত্তি প্রমাণ করিতে চেষ্টা করে, ভারতেও তদ্রূপ একজন সিংহাসনারূঢ় সম্রাট্ পর্য্যন্ত অরণ্যবাসী কোন ভিক্ষুক ঋষি হইতে আপনার বংশের উৎপত্তি প্রমাণ করিতে চায়। আমরা ঐ বিশেষ-লক্ষণান্বিত ব্যক্তিগণের বংশধর বলিয়া পরিচিত হইতে চাই আর যতদিন এখানে পবিত্রতার এরূপ অক্ষুণ্ণ সম্মান থাকিবে, ততদিন ভারতের বিনাশ নাই।"

ইহাই কি আমাদের যথার্থ অবস্থা নহে? হিন্দুকে আজ সমস্তজাতি ভীরু

বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছে। ভীরু কাহাকে বলে? যে মরিতে ভয় পায়, সেই ভীরু। বাস্তবিক ঐহিক সুখসাধনার জন্য হিন্দু প্রাণপণ করে না, পরের দ্রব্য আপনার বলিয়া ব্যক্ত করিবার জন্য হিন্দু মৃত্যুপণ করে না, অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল জাতিকে জগৎ হইতে লোপ করিবার মানসে প্রাণ তুচ্ছ করিয়া সেই কার্য্য সাধনে অগ্রসর হয় না। হিন্দুতে এই সকল সদ্‌গুণ-রাজি দেখিতে না পাইয়া বোধ হয়, পাশ্চাত্য জাতিরা আমাদের ভীরু আখ্যা দিয়াছেন। মোহবশে আমরাও এতদিন ঐকথা বিশ্বাস করিয়া আত্মশক্তি হারাইয়া ফেলিতে বসিয়াছিলাম। সুসময়ে স্বামীজি উদয় হইয়া আমাদের চক্ষু খুলিয়া দিয়া গিয়াছেন। কে ভীরু? হিন্দু? যাহার চক্ষুঃ আছে, সে দেখুক, পবিত্র মুহূর্ত্তে পবিত্র যোগে সমস্ত হিন্দুর অবস্থা কি হয়। মৃত্যুভয়? প্রাণের মমতা? হিন্দুর নিকট সে ত হাসির কথা। ক্ষুদ্র বালিকা পর্য্যন্ত সে কথা হাসিয়া উড়াইয়া দেয়। ভারতের নানা স্থানের হিন্দু যখন মাতর্গঙ্গে মাতর্গঙ্গে বলিয়া ছুটিতে থাকে, জগতে কি বাধা আছে, যাহা হিন্দুকে গঙ্গামায়ের নিকট আসিতে দিতে না পারে। আত্মীয় স্বজন মহামারীতে মরিতেছে, ভ্রূক্ষেপ নাই, কাহারও বংশের দুলাল হারাইয়াছে, কি করিবে উপায় নাই, থাকিবার স্থান নাই আহারের ব্যবস্থা নাই, জনতায় প্রতিপদে মৃত্যু আশঙ্কা হিন্দুর কোন দিকে লক্ষ্য নাই, হিন্দু যেন এ সংসারের কেহ নহে, একমাত্র লক্ষ্য ভাগীরথী স্পর্শ করিয়া ধন্য হইবে। কোথায় ভেদাভেদ ভাব, সর্ব্বজাতীয় হিন্দু আজ এক স্থানে দণ্ডায়মান। এক উদ্দেশ্য, এক লক্ষ্য, ভাষায় মিল নাই, আচার ব্যবহারের সম্পূর্ণ পার্থক্য সত্তেও আজ সকলের একপ্রাণতা দেখিলে অবাক্ হইতে হয়। হিন্দু মৃত্যুঞ্জয়, সেই দৃশ্য দেখিলেই বোধ হইবে। অন্যান্য হিন্দুজাতি অপেক্ষা বাঙ্গালীর ভীরু দুর্ণাম আরও বেশী, কিন্তু সেই ভীরু বাঙ্গালীরও মৃত্যুকালের সাহস জগতের আদর্শ। মৃত্যুকালে ঈশ্বরের নাম গ্রহণ করিতে করিতে সজ্ঞানে গঙ্গালাভ হইতে আমরা প্রতি-নিয়তই দেখিতে পাইতেছি। মৃত্যুভয় হিন্দুর হৃদয়ে কোথায়? বিসূচিকা বা বসন্তরোগ দেশে প্রবল হইলে—যাহার নাম শুনিয়া ইংরাজ জাতি সহস্র হস্ত অন্তরে পলাইয়া যায় হিন্দু নির্ভীক হৃদয়ে মৃত্যু উপেক্ষা করিয়া সেই স্থলে আত্মীয় স্বজনের সেবা করে, পলাইয়া যায় না। হিন্দুর ন্যায় নির্ভীক জাতি জগতে আর নাই। তোমরা রণবাদ্যে বা সুরাপানে মত্ত হইয়া রণক্ষেত্রে প্রাণ দেওয়া গৌরবের বিষয় মনে কর, কিন্তু হিন্দু মনে করিলে একমুটা ছোলা

খাইয়া হাসিতে হাসিতে ইহা সম্পন্ন করিতে সক্ষম, যদি একবার বোঝে ইহা ধর্ম্ম, যদি একবার বোঝে—এই যুদ্ধে মৃত্যু হইলে মোক্ষলাভ। সহস্র সহস্র রাজপুতবালার সতীত্ব রক্ষার জন্য, আপনার ধর্ম্ম রক্ষার জন্য আনন্দিত চিত্তে অগ্নিতে জীবন আহুতি প্রদান হিন্দুজীবনের উচ্চাদর্শ এখনও আমাদের স্মরণপথ হইতে লোপ পায় নাই। তবে কেন আজ আমরা হিন্দুজীবনে হতাশ হইয়া পাশ্চাত্য ভাবে ভারতের ভবিষ্যৎ গঠন করিতে অগ্রসর? বর্ত্তমান আন্দোলনে দেখা যাইতেছে, যে বিষয় ধর্ম্ম বলিয়া লোকে বুঝিতেছে, তাহার জন্য পার্থিব সকল প্রকার যন্ত্রণা সহ্য করিতে প্রস্তুত। বিশ বৎসর ব্যাপী রাজনৈতিক আন্দোলনে যে ফল পাওয়া যায় নাই, এবং সাধারণে সে বিষয়ে যে উদাসীন কেন ছিল, তাহার কারণ কি ইহাই নহে?

মোক্ষলাভ হিন্দু জীবনের আদর্শ। জগতে হিন্দুজাতি কি কার্য্য সাধন করিয়াছে? পৃথিবীর মধ্যে হিন্দুই কেবল একমাত্র জাতি, যাহারা ডাকাতি করিয়া দুনিয়ার অন্যান্য জাতির ভোগ্য বিষয় লুটপাট করিয়া আনিয়া আপনার ভোগবাসনা চরিতার্থ করে নাই। হিন্দুই কেবল অসুরপ্রকৃতি অবলম্বন করে নাই। হিন্দুর দেবহৃদয়ে প্রথম প্রশ্ন উদয় হয়, এ সংসারে কয়দিন? মৃত্যু অনিবার্য্য, মৃত্যুভয়ে সকলেই কাতর, মৃত্যুর পর কি অবস্থা কেহই অবগত নহে, সমস্তই প্রহেলিকাপূর্ণ, এই প্রশ্ন মীমাংসার জন্য, মনুষ্য-জীবনের স্বরূপ অবস্থা বোধ করিবার জন্য, ইহকাল পরকাল তত্ত্বের বিষয় জানিবার জন্য হিন্দুর তীব্র আকাঙ্ক্ষা হইয়াছিল এবং এই বিষয়ে সফল হইবার জন্য জীবনব্যাপী সাধন, ইহাই হিন্দুর জীবনব্যাপী সংগ্রাম। এই সংগ্রামে হিন্দু জয়ী। বেদ বেদান্ত উপনিষদ্ পুরাণ প্রভৃতি এই সংগ্রামের বিজয়নিশান। আত্মদর্শন, আত্মজ্ঞানলাভ—ইহাই মনুষ্যজীবনের প্রধান কর্ত্তব্য। ভারতবর্ষের ঋষিগণ জগতে এই মহাবাক্য ঘোষণা করিলেন—অমূল্য মনুষ্যদেহ ধারণ করিয়া মোক্ষলাভের নিমিত্ত চেষ্টা করাই কর্ত্তব্য, মোক্ষলাভ করিতে হইলে অগ্রে মনুষ্যত্ব লাভ প্রয়োজন। অবনতমস্তকে সমস্ত হিন্দুজাতি ঋষিবাক্য মস্তকে ধারণ করিল। সেই ঋষিবাক্য অনুসারে আমাদের জাতীয় জীবন গঠিত। কার সাধ্য ইহার অন্যথা করে? সমস্ত কর্ম্মেই হিন্দু বিচার করে, এই কার্য্য সাধনে আমার আত্মোন্নতি কতদূর হইবে।

ইংরাজ যেমন প্রত্যেক কাজে লাভালাভ বুঝিয়া কার্য্য করিতে অগ্রসর,

সোণার খনির সন্ধান পাইলে রুধিরস্রোতে ধরণী ভাসাইয়া লক্ষ লক্ষ স্বজাতির ধ্বংস সাধন করিয়া সেই সম্পত্তির অধিকারী হইতে লোলুপ, হিন্দুজীবনে ইহা এখনও অসম্ভব রহিয়াছে। ঈশ্বর করুন, এ আদর্শ যেন ঘৃণার চক্ষে দেখিতে শিখি। হিন্দু প্রত্যেক কার্য্যে আধ্যাত্মিক উন্নতি দেখিতে চায়। রাজনীতি সমাজনীতি যাহাই হউক, উহা যদি আধ্যাত্মিক উন্নতির সহায় হয়, তবেই গ্রাহ্য, নচেৎ বিষবৎ ত্যজ্য। গীতার মহাশিক্ষা সমস্ত ভারতের সম্মুখে। রণক্ষেত্রে অর্জ্জুন বিষণ্ণ, ম্রিয়মাণ, আত্মীয়স্বজন বিনাশে ইচ্ছুক নহেন, গাণ্ডীব পরিত্যাগ করিয়াছেন। ভগবান্ দেখিলেন, অর্জ্জুনের যুদ্ধে অনিচ্ছা বাস্তবিক মোহপ্রযুক্ত। বেদান্ত বলেন, দুর্ব্বলহৃদয় মনুষ্যত্বের অধিকারী হয় না, আত্মজ্ঞান লাভ ত পরের কথা। কাপুরুষত্ব তমোগুণের লক্ষণ। এই তমোগুণ হইতে অর্জ্জুনকে রক্ষা করিয়া রজোগুণী করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত করাইবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে তিরস্কার করিয়া উপদেশ দিতে আরম্ভ করেন।

এই উপদেশমালা গীতা নামে পূজ্য। পার্থসারথির ভর্ৎসনাবাক্যে দেখিতে পাই, কি উচ্চ ভাব লইয়া হিন্দু কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ। কি বিশাল হৃদয় লইয়া হিন্দু ভারত অঙ্ক উজ্জ্বল করিয়াছে। অর্জ্জুনের এই মোহাবস্থা দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন, হে অর্জ্জুন, তোমার এ কি হইল, তোমার ক্লীবত্ব কোথা হইতে আসিল? এ হৃদয়দৌর্ব্বল্য ত্যাগ করিয়া কর্ত্তব্যসাধনে অগ্রসর হও। কি আশ্চর্য্য! যে কৌরবগণের ভীষণ অত্যাচারে পাণ্ডবগণ গৃহতাড়িত, বনে বনে ভ্রমণ করিয়া জীবন যাপন করিতেছিলেন, দ্রৌপদীর প্রতি অমানুষিক বীভৎস ব্যবহার—যাহা শ্রবণ করিলে প্রতিশোধ কামনায় ধমনীতে উষ্ণ রক্তস্রোত প্রবাহিত, আজীবন ভ্রাতৃগণের উপর বিজাতীয় আক্রোশ, অর্জ্জুনকে রণে উত্তেজিত করিবার সময় এসকল কথার উল্লেখ নাই, প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি উত্তেজিত করিবার কোন চেষ্টা নাই, কিন্তু যুদ্ধ করিতে আদেশ দিতেছেন, কৌরবগণকে সমূলে নির্ম্মূল করিয়া ধর্ম্মরাজ্য স্থাপন করিতে বলিতেছেন। অর্জ্জুন যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন কর্ত্তব্য বুঝিয়া—ক্ষত্রিয়ের কর্ত্তব্য কার্য্য সাধন করিয়া মনুষ্যত্ব লাভ করিলেন। মনুষ্যত্বলাভে উচ্চগতি। এই আমাদের আদর্শ। এই আদর্শ হইতে আমরা যেন বিচ্যুত না হই।

হিন্দুর হৃদয় হীনবৃত্তিচালিত নহে। নীচ ঈর্ষাবৃত্তিসহায়ে কার্য্যে অগ্রসর হওয়া অতি নিম্ন অবস্থার কথা। হায়, পাশ্চাত্য মোহমদে মত্ত হইয়া

আমরা আজ এই উন্নত আদর্শকে বহুদূরে রাখিয়াছি। দেশের মঙ্গলসাধন কামনায় জনসাধারণে দেশবুদ্ধি প্রজ্বলিত করিতে আমরা কুণ্ঠিত নহি। হিন্দুস্থান, সাবধান! হিন্দু আদর্শ হইতে বিচ্যুত হইলে পতন অনিবার্য্য। অর্জ্জুন যখন শ্রীকৃষ্ণের ভৎর্সনাবাক্য শুনিয়া কার্য্যে অগ্রসর হন, তখন ভগবান্ কোন উপায় না দেখিয়া তাঁহাকে তত্ত্বজ্ঞান বুঝাইতে লাগিলেন। জ্ঞান কর্ম্ম বিবেক বৈরাগ্য প্রভৃতি নানা বিষয় বুঝাইয়া পরিশেষে আপনার বিরাট্ মূর্ত্তি প্রদর্শন করাইলেন। অর্জ্জুন দিব্য চক্ষে ভবিষ্যতে যাহা হইবে, তাহা প্রত্যক্ষ দেখিলেন। বুঝিলেন, তিনি কেহই নহেন, কেবল যন্ত্র মাত্র, তিনি উপলক্ষ মাত্র। তখন মন হইতে তাঁহার মোহ কাটিল, জয় পরাজয় উপেক্ষা করিয়া কর্ত্তব্য সাধনে অগ্রসর হইলেন।

আজ হিন্দুস্থান সেইরূপ মোহাচ্ছন্ন—ঘোর তমোগুণে আচ্ছন্ন—অলস নিষ্ক্রিয় হইয়া হীন জীবনভার বহন করিতেছে। মনুষ্যত্ব লাভে সবাই বিমুখ। মনুষ্যত্ব ভিন্ন ধর্ম্মজীবনে অধিকার হয় না, এ কথা ভুলিয়া গিয়াছে। কে কোথায় স্বদেশহিতৈষী আছ, এই অবস্থা অপনোদন করিবার জন্য যাহার হৃদয় কাতর? কে কোথায় মুক্তাত্মা পুরুষ আছ? এস, কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হও, হিন্দুকে মনুষ্যত্ব লাভে উত্তেজিত কর, ইহাই আমাদের জাতীয় ধর্ম্ম। জাতীয়তা, একতা, যাহা প্রয়োজন, সমস্তই আসিয়া যাইবে, নীচ প্রবৃত্তির আশ্রয় গ্রহণ করিয়া হিংসা দ্বেষ হৃদয়ে পোষণ করিয়া বৃথা শক্তিক্ষয়ে প্রয়োজন কি? কিন্তু এ কার্য্য অতি গুরুতর। ইহা সাধন করিতে হইলে জীবন পণ করিতে হইবে, একদিনে এই অবস্থার পরিবর্ত্তন হয় না। স্বামীজি বলিয়াছেন, "লক্ষ লক্ষ নরনারী পবিত্রতার অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া ভগবানে দৃঢ় বিশ্বাস রূপ বর্ম্মে সজ্জিত হইয়া, দরিদ্র, পতিত ও পদদলিতদের প্রতি সহানুভূতি জনিত সিংহবিক্রমে বুক বাঁধিয়া সমগ্র ভারতে ভ্রমণ করুক। মুক্তি, সেবা, সামাজিক উন্নয়ন ও সাম্যের মঙ্গলময়ী বার্ত্তা দ্বারে দ্বারে প্রচার করুক।" (পত্রাবলী) উঠিবার অন্য উপায় আমাদের নাই।

এইস্থলে প্রশ্ন উঠে এই, যদি আমাদের ধর্ম্মেই জাতীয়তা বিদ্যমান, ভারতবাসী ত বরাবরই স্বধর্ম্মপরায়ণ, তবে কেন ভারতে একতা নাই? কেন এতকাল আমাদের জাতীয়তা ছিল না? কেন এতকাল বিংশতি কোটী লোকের হৃদয় এক তন্ত্রে না বাজিয়া উঠিল? কেন আজ আমরা জাতীয়তা অভাবে এই হীন অবস্থায় পতিত?

প্রশ্নটী খুব সঙ্গত। উত্তরে আমাদের বক্তব্য—এই জন্যই রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ ভারতবর্ষে লীলাদেহ ধারণ করিয়া আবার উদয় হইয়াছেন। এইজন্যই শ্রীকৃষ্ণবর্ণিত গীতার সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয় ভাব "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্" রামকৃষ্ণজীবনে প্রদর্শিত। দক্ষিণেশ্বরে সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়, ভারতের বিভিন্ন শ্রেণীর সন্ন্যাসিসম্প্রদায় রামকৃষ্ণদেবকে আপন আপন সম্প্রদায়ের সিদ্ধপুরুষ বলিয়া চরণে মস্তক নত করিয়াছেন। "মত পথ" এই মহাবাক্য শ্রবণে সকল সন্দেহ দূর হইল। রামকৃষ্ণজীবনী মানবকে বুঝাইবার জন্য স্বামীজি সঙ্গে সঙ্গে অবতীর্ণ। রামকৃষ্ণজীবনীতে তিনি সকল প্রশ্নের মীমাংসা পাইয়াছেন। ভারতের কল্যাণ হেতু, জগতের মঙ্গল হেতু, এই মহাপুরুষ পৃথিবীতে কৃপায় অবতীর্ণ।

সকল বিষয়ের আলোচনা এ প্রবন্ধের লক্ষ্য নহে। আমি শুদ্ধ স্বামীজির জাতীয়তা বিষয়ক সিদ্ধান্তগুলি জানাইয়া এ প্রবন্ধ শেষ করিব। স্বামীজি আমেরিকা হইতে তাঁহার কোন বন্ধুকে আমাদের হীনাবস্থার কারণ যাহা দেখাইয়াছেন, তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেরই বিশেষ গবেষণার বিষয়—"চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ কিছুদিন হইতে সমাজের এই দুরবস্থা বুঝিয়াছেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁহারা হিন্দুধর্ম্মের ঘাড়ে এই দোষ চাপাইয়াছেন। তাঁহারা মনে করেন, জগতের মধ্যে এই মহত্তম ধর্ম্মের নাশেই আমাদের উন্নতি হইবে। শুন সখে, প্রভুর কৃপায় আমি ইহার রহস্য আবিষ্কার করিয়াছি। হিন্দুধর্ম্মের কোন দোষ নাই। হিন্দুধর্ম্ম ত শিখাইতেছেন, জগতে যত প্রাণী আছে, সকলেই তোমার আত্মারই বহুরূপ মাত্র। সমাজের এই হীনাবস্থার কারণ—এই তত্ত্বকে কার্য্যে পরিণত না করা, সহানুভূতির অভাব, হৃদয়ের অভাব।" (পত্রাবলী)

আমাদের জাতীয়তার মূল ধর্ম্মে। সেই মূলে গলদ হইয়াছে। তাই আমাদের এই দুর্দ্দশা। ধর্ম্মতত্ত্বের অযথা ব্যাখ্যা দ্বারা দেশ তমোগুণে পূর্ণ। মনুষ্যত্ব লাভ করা যে আমাদের ধর্ম্ম, তাহা আমরা একেবারে ভুলিয়া গিয়াছি। গীতার উপদেশ কোথাও প্রতিপালিত হয় না। আত্মবিশ্বাস লোপ পাইয়াছে, ঋষিবাক্যে শ্রদ্ধা নাই। যাঁহারা দেশের কল্যাণ সাধনে কৃতসঙ্কল্প, তাঁহাদের প্রথম কর্ত্তব্য, ধর্ম্মজীবন লাভ করা ও ধর্ম্মের প্রকৃত মর্ম্ম যাহাতে আবার সমাজে গৃহীত হয়, তাহার জন্য আমরণ চেষ্টা করা। ইহাতেই ভারতের সর্ব্ব-প্রকার কল্যাণ নিহিত রহিয়াছে।

ধর্ম্মজীবনের শেষ অবস্থা ত্যাগ। অনেক পাশ্চাত্য শিক্ষাভিমানীর মতে এই ত্যাগেই ভারতের সর্ব্বনাশ হইয়াছে। তাঁহারা বলেন, এই ত্যাগের দোহাই দিয়া দেশের জন্য কার্য্য করিতে কেহই প্রস্তুত নহেন। যাঁহাদের এইভাব, তাঁহারা বেশ করিয়া বুঝিবেন যে, দেবতার লীলাক্ষেত্র ভারতভূমি কখন ইহকাল-সর্ব্বস্ব দানবের আদর্শ গ্রহণ করিবে না। ভারত-ভূমির অস্তিত্ব লোপ বরং সম্ভব কিন্তু অসুরের আমোদভূমি হওয়া একবারে অসম্ভব। যাঁহারা ত্যাগিজীবনে হতাশ হন, তাঁহারা আজ একবার রামকৃষ্ণ-সন্ন্যাসিবৃন্দের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন। আমরা যখন বালক বয়সে মঠে যাতায়াত করিতাম, তখন প্রতিবাসিগণ আমাদিগকে লক্ষ্য করিয়া যে উপহাস ও তাচ্ছল্য করিতেন, তাহা মনে করিয়া হাসি পায়। আমাদের চির দিনের ধারণা—সন্ন্যাসী বনেজঙ্গলে থাকিবে—লোকালয়ে কেন, সন্ন্যাসীর পায়ে এক পা ধূলা, গায়ে ময়লা, মাথায় জটা, বড় বড় নখ—এসব না হইলে আবার সন্ন্যাসী কি? সময়ে খায়, সময়ে নায়, শীতে গরম কাপড় গায়ে দেয়, কলিকাল কতই দেখ্‌ব! বাস্তবিক আমাদের অনেক দেখিতে হইবে। আজ রামকৃষ্ণ-সন্ন্যাসী, সন্ন্যাসিজীবনের নূতন ছবি ভারতের উপর ধরিয়াছেন। সন্ন্যাসি-বৃন্দ পুণ্যভূমি, দেবলীলাভূমি, ভারতভূমির সেবায় নিযুক্ত। যেখানে দুর্ভিক্ষ-পীড়িতের আর্ত্তনাদ, সেই খানেই এই আমাপরা সন্ন্যাসী ক্ষুধার্ত্তের মুখে একমুষ্টি অন্ন দিবার জন্য ভিক্ষাপাত্র হস্তে দ্বারে দ্বারে ঘুরিতেছেন। কঠিন অধ্যবসায়—কঠোর সংগ্রাম—সন্ন্যাসী প্রাণের মমতা ত্যাগ করিয়া সেবায় নিযুক্ত। তীর্থস্থানে দীন দরিদ্র নিঃসহায় অবস্থায় রাস্তায় পতিত থাকে, বিনা চিকিৎসায় কত শত লোক প্রাণবিসর্জ্জন দেয়, সন্ন্যাসিবৃন্দের পক্ষে এ দৃশ্য অসহ্য। সহস্র সহস্র লোক ধর্ম্ম কর্ম্ম করিতে আসিয়া কত লক্ষ টাকা খরচ করিতেছেন, কিন্তু হায়, শিক্ষার অভাবে স্বজাতি স্বধর্ম্মী শৃগাল কুকুরের ন্যায় রাস্তায় মরিতেছে দেখিয়াও কেহ তাহাদের সেবা করা ধর্ম্ম মনে করে না। রামকৃষ্ণসন্ন্যাসী যথাসাধ্য সেই কার্য্যসাধনে অগ্রসর—জাতিবর্ণ-নির্ব্বিশেষে সেবা।

ভারতবর্ষের শিক্ষক সন্ন্যাসী এই দুঃসময়ে আমাদের শিক্ষার নিমিত্ত নর-সেবায় নিযুক্ত। হে যুবকবৃন্দ বুঝিতে পারিতেছ কি, রামকৃষ্ণসন্ন্যাসী কি শিক্ষা আমাদের দিতেছেন? তোমরা কি মনে কর যে, উঁহারা সেবাকার্য্য করিলেন আর আমাদের দেশবাসী উঁহাদিগকে বাহবা দিলেন—এই পর্য্যন্ত!

আমাদের উহা হইতে শিখিবার কিছু নাই? না তা নয়, ইহাতে মহান্ উদ্দেশ্য নিহিত আছে। মহাশিক্ষা এখনও আমরা শিখিতে পারিতেছি না। তাই এখনও দেশমধ্যে গণ্ডগোল দেখিতে পাওয়া যায়। বর্ত্তমান যুগে আমরা অতি ভীষণ অবস্থায় পতিত। সকলেই গুরু হইতে চাই। Leader হইতে সকলেরই বাসনা। ইহাই কালের গতি, ইহাতে কাহারও দোষ নাই। তাই প্রভু এবার দীনহীন বেশে ভারতে উপস্থিত, তাই লীলায় এবার নিরক্ষর, পাণ্ডিত্য অভিমান চূর্ণ করিয়াছেন। গুরু বলিয়া সম্বোধন করিলে কাতর হইতেন, বলিতেন, কে কার গুরু, চাঁদামামা সকলের মামা। অভিমান গিয়াছে কি না দেখিবার জন্য পাইখানা পর্য্যন্ত সাফ করিয়াছিলেন।

ভগবানের এই বেশে ভারতে আগমন কি কখন বৃথা হইবে? কখনই না। যাহাতে এই আদর্শে আমরা জীবন গঠিত করিতে পারি, স্বামীজি তাহার ব্যবস্থা করিয়াছেন। অভিমান চূর্ণ করিবার একমাত্র উপায় সেবাকার্য্য। কে ভারতের শিক্ষক? হিন্দু হইয়া এ অভিমান কে রাখিতে চায়? যে চায়, সে কৃপার পাত্র। স্বয়ং ঈশ্বর ভারতের শিক্ষক। তিনিই দেহ ধারণ করিয়া পথ দেখাইয়া যান। তিনিই একমাত্র ভারতের Leader। Leader কথা ইংরাজী হিন্দুভাববিবর্জ্জিত। অবতার, ঋষি, মহাপুরুষ, ইঁহারাই ভারতের পথপ্রদর্শক। তাই স্বামীজির উপদেশ, নেতৃত্বের পাপ অভিমান হইতে মুক্ত হইবার একমাত্র উপায় সেবাভাব গ্রহণ। আমি পুণ্যভূমির সেবক, সেবা করিয়া মনুষ্যত্ব অর্জ্জন করিব, মনুষ্যত্ব লাভে আত্মজ্ঞান, ইহাই আমাদের জাতীয়তা এই জাতীয়তা রামকৃষ্ণ মিশন ভারতে শিক্ষা দিতেছেন। সেবাভাব একবার প্রাণে আসিলে অহংভাব বিদূরিত হইবে। অহংভাব যাইলে তবে আমরা দেশহিতকর কার্য্যে সফল হইতে পারিব। এইটি যেন আমাদের সর্ব্বদা মনে থাকে। অহংভাব বিদূরিত করিবার জন্য সদা সর্ব্বদা যেন আমরা রামকৃষ্ণজীবনী ধ্যান করি। পাশ্চাত্য প্রদেশ হইতে কলিকাতায় আসিয়া স্বামীজি আমাদের যে উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহা আমরা যেন কখন বিস্মৃত না হই।

"এই মহাপুরুষকে তোমরা যে ভাবেই লও, তাহা আমি বড় ধরি না, ইঁহাকে তোমরা কতটা ভক্তিশ্রদ্ধা কর, তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না, কিন্তু আমি তোমাদিগকে জোর করিয়া বলিতেছি, কয়েকশতাব্দী যাবৎ ভারতে এরূপ অদ্ভুত মহাশক্তির বিকাশ আর কখন হয় নাই। আর তোমরা যখন

হিন্দু, তখন তোমাদের কর্ত্তব্য—এই শক্তিসম্বন্ধে আলোচনা করা। তোমাদেরই দেখা কর্ত্তব্য, এই শক্তিদ্বারা শুধু ভারতবর্ষ নয়, সমগ্র মানবজাতির উন্নতি ও কল্যাণ কিরূপ সাধিত হইতেছে। * * * আমরা চাই ধর্ম্মবীর। উন্নত মহাপুরুষগণের নামে আমরা একত্র সম্মিলিত হইতে পারি, সকলে মাতিতে পারি। রামকৃষ্ণ পরমহংস একজন প্রকৃত ধর্ম্মবীর আমাদের মধ্যে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। যদি এই জাতিকে উঠিতে হয়, তবে আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতেছি, এই নামে সকলকে মাতিতে হইবে।"

ভারতে বিবেকানন্দ, ২৩৭,২৩৮ পৃঃ।

উদ্বোধন।

সপ্তস্বর আনি কণ্ঠে সন্তানে ডাকিয়া
সঙ্গীত শুনাও,
ত্রিদিব হইতে আনি দেবের বিক্রম
সন্তানে জাগাও।
সুপ্ত আঁখি মগ্নহৃদি
জাগিতেও পারে,—যদি—
তোমার নয়ন প্রান্তে মহিমার আলো
বারেক দেখাও।

তোমার হৃদয়-তন্ত্রী কি সুরে বাজিবে
আমি কি কহিব ?
কি সুর লাগিবে তার সন্তানের কানে
আমি কি বলিব ?
যে সুরে ডাকেন মাতা
অশ্রুজলে পেয়ে ব্যথা —
অলস তনয়ে হেরি—সেই গান কাল
আমিও শুনিব।

একবার দেব-কণ্ঠে শুনাও তোমার
মহান্ সঙ্গীত,
সপ্তকোটী সন্তানের হৃদয়ে হৃদয়ে
ছুটায়ে তাড়িৎ,
বলিতে শিখুক তারা
"সুজলা সুফলা ধরা
স্বর্গাদপি গরীয়সী পূত-জন্ম-ভূমি
শ্যামলা—হরিৎ।"

আজিকে ভক্তের প্রাণে সিঞ্চি বারিধারা
প্রমাদ ভুলাও,
দাসত্বের শত ব্যথা লাঞ্ছনা গঞ্জনা
তুমিই বুঝাও;
কি এক ঘুমের ঘোরে
এখনো রয়েছে পড়ে,
মুক্ত-পক্ষ-বিহঙ্গের শুনায়ে সঙ্গীত
ওদের জাগাও।

দাসত্বের রক্ত-বিন্দু আজিও বহিছে
ওদের শিরায়,
আজিও পরের দান দুয়ারে দুয়ারে
ভিক্ষা মাগি খায়,
তোমার সন্তান হয়ে
দীনতার গান গেয়ে
কাটিবে জীবন কিগো! এ কলঙ্ক তবে
রাখিবে কোথায়?

তোমার কটাক্ষে দেবি! জলে মহীতলে
সহস্র মাণিক!
তোমার পরশে জাগে সপ্তকোটী প্রাণী
নির্ম্মম—নির্ভীক!

তোমার ইঙ্গিতে হায়!
লকলকা তুলি ধায়,
মাতৃ-কল্প প্রাণ-হীন সহস্র নাগিনী
বিক্রমে দাম্ভিক!

একবার সেই মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া
ভক্তেরে জাগাও,
একবার মাতৃরূপে মহাশক্তি খেলা
সন্তানে শিখাও,
যেই মন্ত্র—যেই গানে
জেগেছিল কোটী প্রাণে
হৃদয়ের কূলে কূলে প্রতপ্তশোণিত
তরঙ্গ উধাও।

তোমার পবিত্র নাম স্মরণে রাখিয়া
আমরা জাগিব,
তোমার ইঙ্গিতে দেবি। প্রমুক্ত পরাণে
সম্মুখে ধাইব।
তোমার বেদনা বুকে
সয়ে রব কোন্ মুখে।
তোমার নয়ন কোণে অশ্রু মুছাইতে
আমরা মরিব।

আজ তুমি দাও শক্তি ভক্তের বাহুতে,
মাতৃরূপে জাগি,
আজ তুমি দাও ভক্তি দুর্ব্বল-হৃদয়ে
এই শুধু মাগি।
ব্রহ্মাণ্ড দেখুক ফিরে,
আজো বহে প্রতি শিরে,
শোণিতের শতধারা উলঙ্গ প্রতাপে
মাতৃ-ভূমি লাগি।

আজ তুমি শতকণ্ঠে বহিয়া আবার
অতীত কাহিনী।
কণ্ঠ-লগ্ন-লতা হবে থাক্ আশীর্ব্বাদ
তোমার কল্যাণি।
যদিই মরিতে হবে
আজই মরিব তবে
"জন্মভূমি রক্ষাহেতু কে ডরে মরিতে"
হে মোর জননী।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মহিন্তা।

শ্রীরামকৃষ্ণজন্মোৎসব।

মহাশক্তির আধার, সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়াবতার, যুগাচার্য্য ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আজ জন্মোৎসব। আজ জগতের কি শুভ দিন! যে মহাবন্যায় আজ সমগ্র জগৎ, সমগ্র ভারত, বিশেষতঃ সমগ্র বঙ্গদেশ প্লাবিত, যে মহাবন্যা দিন দিন বিপুলাবয়ব হইতেছে, তাহার শুভ্রশীর্ষে কে ওই মহাপুরুষমূর্ত্তি বিরাজিত? আসুন পাঠক,আজ এই শুভদিনে তাঁহার ধ্যান করি। মহাযোগী--জগতের দিকে একবারে ভ্রূক্ষেপ নাই যেন দিবারাত্র কোন্ মহাভাবে নিমগ্ন, যেন উদাসভাবে বলিতেছেন আয় আয়, বৃথা বিবাদ দ্বন্দ্ব পরিহার করিয়া সংসারের ধূলিখেলা ভুলিয়া প্রেমানন্দে মত্ত হ। প্রেমে সব ভাসিয়া যাইবে, পাশব ভাবের আধিপত্য থাকিবে না, প্রেমে সত্যের প্রতিষ্ঠা,প্রেম বিশ্ববিজয়ী। মুখে সুমধুর হাঁসি, প্রভু যেন করে বরাভয় মুদ্রা ধারণ করিয়া ত্রিতাপতাপিত জীবের জন্য মহা আশ্বাস ও অভয়বাণী রূপে উদিত। কামকাঞ্চনের লেশ-সংস্পর্শ নাই, সম্পূর্ণ বিদ্যাভিমানহীন, প্রভুর দীনহীন কাঙ্গাল বেশ। কিন্তু হে সাধক, ঐ বস্ত্রাঞ্চলোত্তরীয় অসভ্যাকল্প ব্রাহ্মণের এই দীনমূর্ত্তির পশ্চাতে এক উজ্জ্বল, জ্যোতির্ম্ময় মহামহিমাময় মূর্ত্তি কি দেখিতে পাইতেছ না? কর্ম্মী যোগী ভক্ত জ্ঞানী, শাক্ত বৈষ্ণব বেদান্তী হিন্দু মুসলমান খৃষ্টিয়ান, পাপী

ত্যাগী সাধু নর নারী, স্বদেশ বিদেশ, প্রাচ্য পাশ্চাত্য সকলেরই সমস্যা পূরণের জন্য ঊনবিংশ শতাব্দীর এই মহা অবতার।

বেলুড় মঠে ৪ঠা মার্চ্চ তাঁহার জন্মতিথিপূজা ও ৮ই মার্চ্চ সর্ব্বসাধারণের জন্য উৎসব সুচারুরূপে অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু আজ আর সেই শক্তি শুধু বেলুড়মঠাবদ্ধ নহে। উহা যে শুধুই রামকৃষ্ণ মিশনের আমেরিকা ও ভারতের বিভিন্ন কেন্দ্রেই প্রকাশিত হইতেছে, তাহা নহে, আজ নূতন নূতন স্থান হইতে উৎসব সংবাদ শুনিতেছি। ঢাকা, নাগপুর, বরিশাল, ফরিদপুর আজ শ্রীরামকৃষ্ণোৎসবে উন্মত্ত। এসময় স্বামীজির সেই ভবিষ্যদ্বাণী আমাদের স্মরণ হয়,—

"এখন আমরা সেই মহাশক্তির খেলার আরম্ভমাত্র দেখিতেছি। আর বর্ত্তমান যুগের অবসান হইবার পূর্ব্বেই ইহার আশ্চর্য্য, অতি আশ্চর্য্য খেলা আমরা দেখিতে পাইব। ভারতবর্ষের পুনরুত্থানের জন্য এই শক্তির বিকাশ ঠিক সময়েই হইয়াছে।" "তাঁহার তিরোভাবের পর দশ বৎসর যাইতে না যাইতে এই শক্তি জগৎকে আচ্ছন্ন করিয়াছে, তাহা ত তোমরা প্রত্যক্ষই দেখিতেছ।" "সেই রামকৃষ্ণ পরমহংস আমাদের জাতির কল্যাণের জন্য আমাদের দেশের উন্নতির জন্য, সমগ্র মানবজাতির হিতের জন্য তোমাদের হৃদয় খুলিয়া দিন আর আমরা কিছু করি, বা না করি, যে মহাযুগান্তর অবশ্যম্ভাবী, তাহার সহায়তার জন্য তোমাদিগকে অকপট ও দৃঢ়ব্রত করুন। তোমার আমার ভাল লাগুক বা নাই লাগুক, তাহার জন্য প্রভুর কার্য্য আটকাইয়া থাকে না।"

ভারতে বিবেকানন্দ ২৩৮ পৃঃ।

স্বামীজির বাণী সফল হইতে আরম্ভ হইয়াছে। জগতের ভিতর, ভারতের ভিতর সর্ব্বত্র সেই মহাশক্তির প্রভাব অনুভূত হইতেছে। শ্রীরামকৃষ্ণ নামে লোকের হৃদয়ে অপূর্ব্ব শক্তি সঞ্চার হইতেছে। এত বিভিন্নতা, এত সাম্প্রদায়িকতার মিলনভূমি শ্রীরামকৃষ্ণ নামে, ইহা স্পষ্ট প্রতিভাত হইতেছে। এই নামে, এই মহা আদর্শেই হিন্দু মুসলমানের বিরোধ মিটিবে, ইহাতেই পঞ্জাবী মান্দ্রাজী বোম্বাইবাসী বাঙ্গালী সম্মিলিত হইবে। তাহার চিহ্ন ধীরে ধীরে প্রকাশ পাইতেছে। ইহাতেই প্রকৃত জাতীয়ভাবের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে বলিয়া বোধ হইতেছে। শুধু জাতীয়তা নহে, এই নামে আন্তর্জাতিক প্রীতি, হেগ কনফারেন্স যাহার সূচনামাত্র হইয়াছে, যাহার সুসমন্ন

আন তুমি শতকণ্ঠে বহিয়া আবার
অতীত কাহিনী।
কণ্ঠ-লগ্ন-লতা হয়ে থাক্ আশীর্ব্বাদ
তোমার কল্যাণি।
যদিই মরিতে হবে
আজ তোর জন্য মরিব তবে
"জন্মভূমি রক্ষাহেতু কে ডরে মরিতে"
হে মোর জননী!

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মল্লিক।

শ্রীরামকৃষ্ণজন্মোৎসব।

মহাশক্তির আধার, সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়াবতার, যুগাচার্য্য ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আজ জন্মোৎসব। আজ জগতের কি শুভ দিন! যে মহাবন্যায় আজ সমগ্র জগৎ, সমগ্র ভারত, বিশেষতঃ সমগ্র বঙ্গদেশ প্লাবিত, যে মহাবন্যা দিন দিন বিপুলাবয়ব হইতেছে, তাহার শুভ্রশীর্ষে কে ওই মহাপুরুষমূর্ত্তি বিরাজিত? আসুন পাঠক.আজ এই শুভদিনে তাঁহার ধ্যান করি। মহাযোগী—জগতের দিকে একবারে ভ্রূক্ষেপ নাই যেন দিবারাত্র কোন্ মহাভাবে নিমগ্ন, যেন উদাসভাবে বলিতেছেন আয় আয়, বৃথা বিবাদ দ্বন্দ্ব পরিহার করিয়া সংসারের ধূলিখেলা ভুলিয়া প্রেমানন্দে মত্ত হ। প্রেমে সব ভাসিয়া যাইবে, পাশব ভাবের আধিপত্য থাকিবে না, প্রেমে সত্যের প্রতিষ্ঠা,প্রেম বিশ্ববিজয়ী। মুখে সুমধুর হাঁসি, প্রভু যেন করে বরাভয় মুদ্রা ধারণ করিয়া ত্রিতাপতাপিত জীবের জন্য মহা আশ্বাস ও অভয়বাণী রূপে উদিত। কামকাঞ্চনের লেশসংস্পর্শ নাই. সম্পূর্ণ বিদ্যাভিমানহীন, প্রভুর দীনহীন কাঙ্গাল বেশ। কিন্তু হে সাধক, ঐ বস্ত্রাঞ্চলোত্তরীয় অসভ্যকল্প ব্রাহ্মণের এই দীনমূর্ত্তির পশ্চাতে এক উজ্জ্বল. জ্যোতির্ম্ময় মহামহিমাময় মূর্ত্তি কি দেখিতে পাইতেছ না? কর্ম্মী যোগী ভক্ত জ্ঞানী, শাক্ত বৈষ্ণব বেদান্তী হিন্দু মুসলমান খৃষ্টিয়ান, পাপী

ত্যাগী সাধু নর নারী, স্বদেশ বিদেশ, প্রাচ্য পাশ্চাত্য সকলেরই সমস্যা পূরণের জন্য ঊনবিংশ শতাব্দীর এই মহা অবতার।

বেলুড় মঠে ৪ঠা মার্চ্চ তাঁহার জন্মতিথিপূজা ও ৮ই মার্চ্চ সর্ব্বসাধারণের জন্য উৎসব সুচারুরূপে অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু আজ আর সেই শক্তি শুধু বেলুড়মঠাবদ্ধ নহে। উহা যে শুধুই রামকৃষ্ণ মিশনের আমেরিকা ও ভারতের বিভিন্ন কেন্দ্রেই প্রকাশিত হইতেছে, তাহা নহে, আজ নূতন নূতন স্থান হইতে উৎসব সংবাদ শুনিতেছি। ঢাকা, নাগপুর, বরিশাল, ফরিদপুর আজ শ্রীরামকৃষ্ণোৎসবে উন্মত্ত। এসময় স্বামীজির সেই ভবিষ্যদ্বাণী আমাদের স্মরণ হয়,—

"এখন আমরা সেই মহাশক্তির খেলার আরম্ভমাত্র দেখিতেছি। আর বর্ত্তমান যুগের অবসান হইবার পূর্ব্বেই ইহার আশ্চর্য্য, অতি আশ্চর্য্য খেলা আমরা দেখিতে পাইব। ভারতবর্ষের পুনরুত্থানের জন্য এই শক্তির বিকাশ ঠিক সময়েই হইয়াছে।" "তাঁহার তিরোভাবের পর দশ বৎসর যাইতে না যাইতে এই শক্তি জগৎকে আচ্ছন্ন করিয়াছে, তাহা ত তোমরা প্রত্যক্ষই দেখিতেছ।" "সেই রামকৃষ্ণ পরমহংস আমাদের জাতির কল্যাণের জন্য আমাদের দেশের উন্নতির জন্য, সমগ্র মানবজাতির হিতের জন্য তোমাদের হৃদয় খুলিয়া দিন আর আমরা কিছু করি, বা না করি, যে মহাযুগান্তর অবশ্যম্ভাবী, তাহার সহায়তার জন্য তোমাদিগকে অকপট ও দৃঢ়ব্রত করুন। তোমার আমার ভাল লাগুক বা নাই লাগুক, তাহার জন্য প্রভুর কার্য্য আটকাইয়া থাকে না।"

ভারতে বিবেকানন্দ ২৩৮ পৃঃ।

স্বামীজির বাণী সফল হইতে আরম্ভ হইয়াছে। জগতের ভিতর, ভারতের ভিতর সর্ব্বত্র সেই মহাশক্তির প্রভাব অনুভূত হইতেছে। শ্রীরামকৃষ্ণ নামে লোকের হৃদয়ে অপূর্ব্ব শক্তি সঞ্চার হইতেছে। এত বিভিন্নতা, এত সাম্প্রদায়িকতার মিলনভূমি শ্রীরামকৃষ্ণ নামে, ইহা স্পষ্ট প্রতিভাত হইতেছে। এই নামে, এই মহা আদর্শেই হিন্দু মুসলমানের বিরোধ মিটিবে, ইহাতেই পঞ্জাবী মাদ্রাজী বোম্বাইবাসী বাঙ্গালী সম্মিলিত হইবে। তাহার চিহ্ন ধীরে ধীরে প্রকাশ পাইতেছে। ইহাতেই প্রকৃত জাতীয়ভাবের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে বলিয়া বোধ হইতেছে। শুধু জাতীয়তা নহে, এই নামে আন্তর্জাতিক প্রীতি, যেন কনফারেন্স যাহার সূচনামাত্র হইয়াছে, যাহার পূর্ণতম

শান্তি, তাহাও প্রতিষ্ঠিত হইবে বলিয়া বোধ হইতেছে। সমগ্র জগতের সমভাবে উন্নতি, সভ্যতার আদর্শসমূহের সামঞ্জস্য, প্রকৃত জাতিবিভাগ বা বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠা এই সকলগুলিরই যেন সুদূর আভাস পাওয়া যাইতেছে।

শক্তির ক্রিয়া আধারভেদে বিভিন্নরূপে ক্রীড়া করিয়া থাকে। এই ভগবৎ-শক্তিসঞ্চার যে জাতির ভিতর বিশেষ ভাবে হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে যেন প্রাণস্পন্দন দ্রুতবেগে অনুভূত হইতেছে। শক্তিপ্রকাশের আধার সকল উহার মূল তত্ত্বসম্বন্ধে অনভিজ্ঞ থাকিতে পারে, কিন্তু তাহাতে কিছু আসে যায় না। শক্তির কার্য্য হইয়া যাইবেই। বিরোধী কোন শক্তিই উহার গতিরোধ করিতে অক্ষম। আমাদের কর্ত্তব্য—কেবল যন্ত্রস্বরূপ হইয়া উহার প্রকাশের সহায় হইবার চেষ্টা, আর কিছু নহে। ব্যক্তিবিশেষের ইহাতে কোন প্রয়োজন নাই, সেই মহাশক্তি যাহাকে ইচ্ছা, তাহাকে দিয়াই নিজ কার্য্য করাইবেন।

এই মহাশক্তির প্রকাশ নানাবিধ। তন্মধ্যে যাহাকে আমরা ধর্ম্ম বলি, তাহাই উহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রকাশ। ত্যাগ বৈরাগ্য প্রেমভক্তি তত্ত্বজ্ঞান—রূপে উহা জীবকে সেই চরমাদর্শে লইয়া যাইতেছে। অন্যান্য বিষয—শিক্ষানীতি, সমাজনীতি, রাজনীতি প্রভৃতি উহারই অঙ্গ প্রত্যঙ্গ রূপে, উহারই শাখাপ্রশাখা রূপে প্রকাশিত আর এই সকলেরই মূলভিত্তি নিঃস্বার্থতা—স্বার্থকে সম্পূর্ণরূপে বলিদান। যতদিন না এই আত্মবলিদান সমাজের প্রত্যেক ব্যাপারের অন্তস্তলে প্রবেশ করিবে, ততদিন জগতের এই সুখৈশ্বর্য্য বিজ্ঞানের আড়ম্বর সবই বৃথা, বালির ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, সামান্য বায়ুতেই উড়াইয়া লইয়া যাইতে পারে। পাশব বলের উপর যাহার প্রতিষ্ঠা, তাহার স্থায়িত্ব জলবুদ্বুদবৎ, কিন্তু মায়ার কুহকে পড়িয়া আমাদিগকে তাহা বুঝিতে দেয় না, আমাদের ক্রমাগত ভ্রম হয়। বড় লোকের মনে থাকে না—তাঁহার বড়লোকত্ব তথা-কথিত ছোট লোক লইয়া, রাজার মনে থাকে না—তাঁহার রাজ্য প্রজা-সাধারণকে লইয়া, ব্রাহ্মণের স্মরণ থাকে না—তাঁহার ব্রাহ্মণ্য তাঁহার স্বার্থত্যাগে, ক্ষত্রিয়ের স্মরণ থাকে না—তাঁহার ক্ষত্রিয়ত্ব তাঁহার আর্ত্তত্রাণে, বৈশ্যের স্মরণ থাকে না—তাঁহার বৈশ্যত্ব প্রজাসাধারণের কল্যাণ সাধনে, আমি আমার জন্য—জগতের জন্য নহি, এই ভাবই প্রবল হয়। ইহারই নাম ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের অভ্যুত্থান। এইরূপ অব-

হ্রাসেই শ্রীভগবানের আবির্ভাব। সাধুগণের রক্ষা ও অসাধুগণের বিনাশ সাধনই শ্রীভগবানের কার্য্য। অসাধু বিনাশ কিরূপে হয়, কখন্ কিরূপে ইহার প্রকাশ হয়, বলা যায় না। কখন প্রেমবলে অসাধুর অসাধুত্ব বিনাশ করিয়া, কখন বা অসাধুকে স্থূলভাবে বিনাশ করিয়া ভগবানের কার্য্য সাধিত হয়। এই তত্ত্ব ভগবদ্গীতায় অতি সুন্দররূপে প্রকটিত হইয়াছে।

যতই দিন যাইতেছে, ততই দেখা যাইতেছে, প্রেমধর্মের মধ্য দিয়াই ভগবচ্ছক্তি উত্তরোত্তর অধিকতর প্রকাশিত হইতেছে। শ্রীকৃষ্ণের সময় কুরুক্ষেত্র মহাসমরের প্রয়োজন হইয়াছিল। তার পর বুদ্ধাবতারে অপূর্ব্বপ্রেমবিধি, অপূর্ব্ব আধ্যাত্মিক প্রকাশ দেখিতে পাই। শ্রীগৌরাঙ্গাবতারেও প্রেমলীলা। শ্রীরামকৃষ্ণাবতারে যে সর্ব্বধর্ম্মসাধনা, সর্ব্বমতসমন্বয় দেখিয়াছি, তাহা জগতে অপূর্ব্বদৃষ্ট। তাঁহার মহা পবিত্রতা, মহা তপস্যা, মহা ত্যাগ, মহা জ্ঞান, ও মহাভাবেও জগতের ইতিহাসে অপূর্ব্ব। এই মহাশক্তির ক্রীড়া আরম্ভ হইতে না হইতেই সমগ্র জগতে যে সাড়া পড়িয়াছে, তাহাতে যদি কিছুদিনের জন্যও সমগ্র জগতের প্রেমক্ষেত্রে বিরাট্ সম্মিলন আশা করি, তবে কি আমরা উন্মত্ত-প্রলাপকারী বলিয়া অভিহিত হইব? মহাশক্তির নিকট প্রার্থনা করি, আমরা জীবিত থাকিতে থাকিতেই যেন উঁহার আরও কিছু কিছু অপূর্ব্ব লীলা দেখিয়া ধন্য হইতে পারি।

স্বামী বিবেকানন্দের পত্র।

ওঁ নমো ভগবতে রামকৃষ্ণায়।

অভিন্নহৃদয়েষু,

তোমাদের পত্র পাইয়া সকল সমাচার জ্ঞাত হইলাম—শোকসম্বাদে দুঃখিত হইলাম। প্রভুর ইচ্ছা। এ কার্য্যক্ষেত্র, ভোগক্ষেত্র নহে, সকলেই কায কুরুলে ঘরে যাবে, কেউ আগে কেউ পাছে।—গেছে, প্রভুর ইচ্ছা মহোৎসব বড়ই ধুমধামে হয়েছে, বেশ কথা, তাঁর নাম যতই ছড়ায়, ততই ভাল। তবে একটী কথা—মহাপুরুষেরা বিশেষ শিক্ষা দিতে আসেন, নামের জন্য নহে, কিন্তু চেলারা তাঁদের উপদেশ বানের জলে ভাসাইয়া নামের জন্য মারামারি করে—এই ত পৃথিবীর ইতিহাস। তাঁর নাম লোকে

দেয় বা না দেয়, আমি কোনও ব্যক্তিকে জানি না, তবে তাঁর উপদেশ, জীবন, শিক্ষা যাতে জগতে ছড়ায়, তার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতে প্রস্তুত। আমার মহাভয় ঠাকুরঘর। ঠাকুরঘর মন্দ নয়, তবে ঐটী all in all করে সেই পুরোণ ফ্যাসাদের nonsense করে ফেলবার একটা tendency আছে, আমার তাই ভয়। আমি জানি, তারা কেন ঐ পুরোণ ছেঁড়া ceremonial নিয়ে ব্যস্ত। ওদের spirit চায় work, কোনও outlet নেই, তাই ঘণ্টা নেড়ে energy খরচ করে।

তোকে একটা নূতন মতলব দিচ্ছি। যদি কার্য্যে পরিণত করতে পারিস, তবে জানব, তুই মরদ আর কাযে আসবি। সকলে মিলে একটা যুক্তি কর। গোটা কত ক্যামেরা কতকগুলো ম্যাপ, গ্লোব, কিছু chemicals ইত্যাদি চাই। তারপর একটা মস্ত কুঁড়ে চাই। তারপর কতকগুলো গরিব গুরবো জুটিয়ে আনা চাই। তারপর তাদের Astronomy, Geography প্রভৃতির ছবি দেখাও আর রামকৃষ্ণ পরমহংস উপদেশ কর। কোন্ দেশে কি হয়, কি হচ্ছে, এ দুনিয়াটা কি, তাদের যাতে চোক খুলে, তাই চেষ্টা কর। সন্ধ্যের পরে দিন দুপুরে কত গরিব মূর্খ ওখানে আছে, তাদের ঘরে ঘরে যাও—চোক খুলে দাও। পুঁতি পাতড়ার কর্ম্ম নয়—মুখে মুখে শিক্ষা দাও। তারপর ধীরে ধীরে centre extend কর—পার কি? না শুধু ঘণ্টা নাড়া?

—মান্দ্রাজ হইতে সকল পাইয়াছি। তারা তাঁর উপর বড়ই প্রীত।—তুমি যদি কিছুদিন মান্দ্রাজে গিয়ে থাক, তা হলে অনেক কায হয়। কিন্তু প্রথমে এই কাযটা সুরু করে যাও। মেয়ে ভক্তেরা কতকগুলি বিধবা মেয়ে চেলা বনাতে পারে না কি? আর তোমরা তাদের মাথায় কিঞ্চিৎ বিদ্যে সাদ্ধি দিতে পার না কি? তার পর তাদের ঘরে ঘরে রামকৃষ্ণ ভজাতে আর সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যে শেখাতে পাঠিয়ে দিতে পার না কি?

উঠে পড়ে লেগে যাও দেখি। গপ্প মারা ঘণ্টা নাড়ার কাল গেছে হে বাপু, কার্য্য করিতে হইবেক। দেখি, বাঙ্গালীর ধর্ম্ম কতদূর গড়ায়।—গরম কাপড় চাই লিখেছ। এরা গরম কাপড় ইউরোপ আর ইণ্ডিয়া থেকে আনায়। যে দামে এখানে গরম কাপড় কিনবে, তার সিকি দামে সেই কাপড় কলিকাতায় মিলবে। কবে ইউরোপে যাব জানি না, আমার সকলই অনিশ্চিত—এদেশে এক রকম চলেছে, এই পর্য্যন্ত।

এ বড় মজার দেশ। গরমি পড়েছে—আজ সকালবেলা আমাদের বৈশাখের গরম আর এখন এলাহাবাদের মাঘমাসের শীত!! চার ঘণ্টার ভেতর এত পরিবর্ত্তন! এখানের হোটেলের কথা কি বলিব! নিউইয়র্কে এক হোটেল আছেন, যেখানে ৫০০০ টাকা পর্য্যন্ত রোজ ঘর ভাড়া, খাওয়া দাওয়া ছাড়া। ভোগবিলাসের দেশ ইউরোপেও এমন নাই। এরা হল পৃথিবীর মধ্যে ধনী দেশ—টাকা খোলামকুচির মত খরচ হয়ে যায়। আমি কদিচ হোটেলে থাকি। আমি প্রায়ই এদের বড় বড় লোকের অতিথ। আমি এদের একজন নামজাদা মানুষ। এখন মুলুকশুদ্ধ লোক আমায় জানে, সুতরাং যেখানে যাই, আগ বাড়িয়ে আমায় ঘরে তুলে নেয়। Mr Hale যার বাড়িতে চিকাগোয় আমার centre, তাঁর স্ত্রীকে আমি মা বলি আর তাঁর মেয়েরা আমাকে দাদা বলে। এমন মহা পবিত্র দয়ালু পরিবার আমি ত আর দেখি না। আরে ভাই, তা নইলে কি এদের উপর ভগবানের এত কৃপা? কি দয়া এদের! যদি খবর পেলে যে, একজন গরিব কথানা জায়গায় কষ্টে রয়েছে, মেয়েমদ্দে চল্লো। তাকে খাবার কাপড় দিতে—কায জুটিয়ে দিতে। আর আমরা কি করি!

এরা গরমিকালে বাড়ী ছেড়ে বিদেশে অথবা সমুদ্রের কিনারায় যায়। আমিও যাব একটা কোনও জায়গায়—এখনও ঠিক করি নাই। আর সকল যেমন ইংরেজদের দেখেছ, তেম্নি আর কি। বইপত্র সব আছে বটে, কিন্তু মহামাগ্‌গি, সে দামে ৫ গুণো সেই জিনিষ কল্‌কাতায় মেলে অর্থাৎ এরা বিদেশী মাল দেশে আস্‌তে দেবে না। মহাকর বসিয়ে দেয়—কাযেই আগুন হয়ে দাঁড়ায়। আর এরা বড় একটা কাপড় চোপড় বনায় না—এরা যন্ত্র আওজার আর গম চাল তুলা ইত্যাদি তৈয়ার করে—তা সস্তা বটে।

ভাল কথা, ইলিস মাছ অপর্য্যাপ্ত আজকাল। ভরপেট খাও, সব হজম। ফল অনেক—কলা লেবু পেয়ারা আপেল বাদাম কিসমিস আঙ্গুর যথেষ্ট, আরও অনেক ফল কালিফোর্ণিয়া হতে আসে। আনারস ঢের—তবে আম লিচু ইত্যাদি নাই।

একরকম শাক আছে spinach—যা রাঁধিলে ঠিক আমাদের নটে শাকের মত খেতে লাগে আর যেগুলোকে এরা asparagus বলে, তা ঠিক যেন কচি ডেঙ্গোর ডাঁটা, তবে চচ্চড়ি নেই বাবা। কলায়ের দাল কি কোনও দাল নেই, এরা জানেও না। ভাত আছে, পাঁউরুটি আছেন, হর রঙ্গের নানা

রকমের মাছমাংস আছেন। এদের খানা ফরাসীদের মত। দুধ আছেন, দই কদাচ,ঘোল অপর্য্যাপ্ত। মাঠা (cream)সর্ব্বদাই ব্যবহার। চায়ে কাফিতে সকল তাতেই ঐ মাঠা—cream—সর নয়, দুধের মাঠা আর মাখনও আছেন আর বরফজল শীত কি গ্রীষ্ম, দিন কি রাত্রি, ঘোর সর্দ্দি কি জ্বর, এন্তের বরফজল। এরা scientific মানুষ সর্দ্দিতে বরফজল খেলে বাড়ে শুনলে হাসে। খুব খাও, খুব ভাল। আর কুল্পি এন্তের নানা আকারের। নায়াগারা falls হরির ইচ্ছায় ৭।৮ বার ত দেখ্‌লুম। খুব grand বটে, তবে যত শুনেছ, তা নয়। একদিন শীতকালে aurora borealis হয়েছিল।

—বোধ হয় এতদিনে বেশ সেরে গেছে। র ঘুরঘুরে রোগ শ স্থির হয় নাই। একটা power of organization চাই—বুঝেছ?—র originality ভারি কম, তবে খুব good workman, persevering সেই বড়ই দরকার আর খুব executive। কতকগুলো চেলা চাই—fiery young men, বুঝ্‌তে পার্‌লে?—intelligent and brave, যমের মুখে যেতে পারে, সাঁতার দিয়ে সাগর পারে যেতে প্রস্তুত, বুঝ্‌লে? Hundreds ঐ রকম চাই, মেয়ে মদ্দ both প্রাণপণে তারই চেষ্টা কর। চেলা বনাও আর আমাদের purity drilling যন্ত্রে ফেলে দাও।

Indian Mirrorকে পরমহংস মশায় নরেনকে হেন বল্‌তেন তেন বল্‌তেন, কেন বল্‌তে গেলে আর আজগুবি ফাজগুবি যত পরমহংস মহাশয়ের বুঝি আর কিছুই ছিল না? খালি thought reading আর nonsense আজগুবি!! * * * —কে আর—কে আমার বহুত দণ্ডবৎ লাঠিবৎ ইষ্টিকবৎ ছত্তরিবৎ দিবে।—আনাগোনা করছে, বেশ বেশ!—কে তোমরা চিঠিপত্র লেখ—আমার ভালবাসা জানিও ও যত্ন করো। সব ঠিক আস্‌বে ধীরে ধীরে। আমার বহুত চিঠি লিখ্‌বার সময় বড একটা হয় না। Lecture ফেক্‌চার ত কিছু লিখে দিই না, একটা লিখে দিয়েছিলুম, যা ছাপিয়েছ। বাকি সব দাঁড়াঝাঁপ, যা মুখে আসে, গুরুদেব যুটিয়ে দেন। কাগজ পত্রের সঙ্গে কোনও সম্বন্ধও নাই। একবার ডিট্রয়েটে তিনঘণ্টা ঝাড়া বুলি ঝেড়েছিলুম। আমি নিজে অবাক্ হয়ে যাই সময়ে সময়ে; মধ্যে তোর পেটে এতও ছিল!! এরা সব বলে পুঁথি লেখ, একটা এইবার লিখ্‌তে ফিক্‌তে হবে দেখ্‌ছি। ঐ ত মুস্কিল, কাগজ কলম নিয়ে কে হেঙ্গাম করে বাবা!

সমাজকে জগৎকে electrify করিতে হইবে। বসে বসে গল্পবাজির আর ঘণ্টানাড়ার কাজ? ঘণ্টানাড়া গৃহস্থের কর্ম্ম, তোমাদের কাষ distribution and propagation of thought currents.

Character formed হয়ে যাগ, তার পর আমি আছি, বুঝলে? দু হাজার দশ হাজার বিশ হাজার সন্ন্যাসী চাই মেয়ে মদ্দ—বুঝলে? চেলা চাই at any risk। তাঁদের গিয়ে বলবে আর তোমরা প্রাণপণে চেষ্টা করো। গৃহস্থ চেলার কাম নয়, ত্যাগী—বুঝলে? এক এক জনে ১০০ মাথা মুড়িয়ে ফেল, young educated men—not fools, তবে বলি বাহাদুর। হুলস্থূল বাঁধাতে হবে, হুঁকো ফুঁকো ফেলে কোমর বেঁধে খাড়া হয়ে যাও।—মান্দ্রাজ কলিকাতার মাঝে বিদ্যুতের মত চক্র মার দিকি বারকতক, যাযগায় যাযগায় centre কর খালি চেলা কর, মেয়ে মদ্দ যে আসে দে মাথা মুড়িয়ে, তার পর আমি আস্‌ছি। মহা spiritual tidal wave আসছে—নীচ মহৎ হবে যাবে, মূর্খ মহাপণ্ডিতের গুরু হবে যাবে তাঁর কৃপায়—"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ (goal) নিবোধত।"

Life is in ever expanding, contraction is death যে আত্মম্ভরি আপনার আয়েস খুঁজছে, কুড়েমি করছে, তার নরকেও যাযগা নাই। যে আপনি নরকে পর্য্যন্ত গিয়ে জীবের জন্য কাতর হয়, চেষ্টা করে, সেই রামকৃষ্ণের পুত্র, ইতরে কৃপণাঃ। যে এই মহা সন্ধিপূজার সময় কোমর বেঁধে খাড়া হবে গ্রামে গ্রামে ঘরে ঘরে তাঁর সন্দেশ বিতরণ করিবে, সেই আমার ভাই, সেই তাঁর ছেলে। এই test, যে রামকৃষ্ণের ছেলে, সে আপনার ভাল চায় না, প্রাণাত্যয়েঽপি পরকল্যাণচিকীর্ষবঃ তারা। যারা আপনার আয়েস চায়, কুড়েমি চায়, যারা আপনার জিদের সামনে সকলের মাথা বলি দিতে রাজি, তারা আমাদের কেউ নয়, তারা তফাৎ হবে যাক্ এই বেলা ভালয় ভালয়। তাঁর চরিত্র তাঁর শিক্ষা ধর্ম্ম চারিদিকে ছড়াও। এই সাধন, এই ভজন, এই সাধন, এই সিদ্ধি। উঠো উঠো, মহাতরঙ্গ আস্‌ছে, onward, onward, মেয়েমদ্দে আচণ্ডাল সব পবিত্র তাঁর কাছে। onward, onward, নামের সময় নাই যশের সময় নাই, মুক্তির সময় নাই, ভক্তির সময় নাই, দেখা যাবে পরে। এখন এ জন্মে অনন্ত বিস্তার, তাঁর মহান্ চরিত্রের, তাঁর মহান্ জীবনের, তাঁর অনন্ত আত্মার। এই কার্য্য—আর কিছুই নাই। যেখানে তাঁর নাম যাবে কীটপতঙ্গ পর্য্যন্ত দেবতা হয়ে যাবে, হয়ে যাচ্ছে, দেখেও

দেখ্‌চ না? একি ছেলেখেলা, একি জেঠামি, একি চেঙ্গড়ামি, "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত" হয়ে হবে। তিনি পিছে আছেন। আমি আর লিখ্‌তে পার্‌ছি না—onward এই কথাটা খালি বল্‌ছি,যে যে এই চিঠি পড়বে,তাদের ভিতর আমার spirit আস্‌বে, বিশ্বাস কর। onward হবে হবে। চিঠি বাজার কোরোনা। আমার হাত ধরে কে লেখাচ্চে। onward হবে হবে। সব ভেসে যাবে—হুঁসিয়ার—তিনি আসছেন। যে যে তাঁর সেবার জন্য—তাঁর সেবা নয়—তাঁর ছেলেদের—গরিব গুরবো পাপী তাপী কীট পতঙ্গ পর্য্যন্ত তাদের সেবার জন্য যে যে তৈয়ার হবে, তাদের ভেতর তিনি আসিবেন। তাদের মুখে সরস্বতী বসবে, তাদের চক্ষে মহামায়া মহাশক্তি বস্‌বেন। যেগুলো নাস্তিক অবিশ্বাসী নরাধম বিলাসী, তারা কি কর্‌তে তোমাদের ঘরে এসেছে? তারা চলে যাক্‌।

আমি আর লিখ্‌তে পার্‌ছি না, বাকি তিনি নিজে বলুনগে। ইতি

বিবেকানন্দঃ।

সংবাদ।

বিগত ৯ই ফেব্রুয়ারি বেলুড় মঠে কলিকাতা বিবেকানন্দ সমিতির উৎসব উপলক্ষে এক সভা আহূত হয়। প্রায় সহস্রাধিক ছাত্রের সমাগম হইয়াছিল। স্বামী সারদানন্দ সভাপতি ছিলেন। শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী মিত্র সময়োপযোগী সঙ্গীত করেন। সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে মান্দ্রাজনিবাসী স্বামীজির ভক্ত শ্রীচিচিঙ্গা মহাশয় স্বামীজির সম্বন্ধে একটী ইংরাজি বক্তৃতা পাঠ করেন। উহা 'বন্দে মাতরম্‌" পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। তারপর সমিতির সভ্য শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী গাঙ্গুলি, বাঙ্গলাভাষায় একটী হৃদয়গ্রাহিণী বক্তৃতা পাঠ করেন। উহা এই সংখ্যায় প্রকাশিত হইল। ডাঃ জে, এন, কাঞ্জিলাল তৎপরে অর্দ্ধোদয় যোগোপলক্ষে স্বেচ্ছাসেবকগণের অপূর্ব্ব সেবাব্রতের প্রশংসা করিয়া একটী ইংরাজি বক্তৃতা পাঠ করেন। শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ সিংহ 'স্বামীজি ও শিল্প' নামে একটী

মনোহর প্রবন্ধ পাঠ করিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু অতিশয় দেরি হইয়া যাওয়ায় সমগ্র প্রবন্ধটী পাঠ হইল না। সভাপতি মহাশয় পরিশেষে ছাত্রগণকে সংক্ষিপ্তভাবে স্বামীজির জীবনের দ্বারা আমরা কি শিক্ষা পাইতে পারি তৎসম্বন্ধে কিছু বলিলে সভা ভঙ্গ হয়। পরিশেষে মধুরেণ সমাপয়েৎ। সকলকে যত্নের সহিত রাধাবল্লভী মিঠাই প্রভৃতি প্রসাদ পর্য্যাপ্ত পরিমাণে খাওয়ানো হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামীজির নামে যে সকল উৎসবাদি অনুষ্ঠিত হয়, তাহাদের একটী বিশেষত্ব প্রসাদ বিতরণ। ঐ মহাপুরুষগণ তাঁহাদের নিকট আসিলে কাহাকেও কিছু না কিছু না খাওয়াইয়া ছাড়িতেন না। ইহাই আমাদের দেশের ভাব—অতিথিকে না খাওয়াইয়া কি ফিরাইতে আছে? শুধু বক্তৃতা, শুধু বচন মানুষের হৃদয়কে বড় বেশীদূর স্পর্শ করে না। "ধর্ম্ম পরের কথা—আগে দেশের লোককে পেট ভরিয়া খাইতে দাও"—এই প্রসাদ বিতরণ কি এই মহান্ উপদেশের ইঙ্গিত নহে?

স্বামী অখণ্ডানন্দ প্রতিষ্ঠিত মুর্শিদাবাদ অনাথাশ্রমে শ্রীরামকৃষ্ণউৎসব উপলক্ষে এবার দেড় হাজার দু হাজার দরিদ্রকে পরিতোষপূর্ব্বক ভোজন করান হয়। এখানে এত বিপুলায়োজনে উৎসব এই প্রথম।

কাশী রামকৃষ্ণ অদ্বৈত আশ্রমে আনন্দের সহিত শ্রীরামকৃষ্ণোৎসব সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। প্রায় ২০০ ছাত্র এবং একশত অন্যান্য ভদ্রমহোদয় উৎসবে যোগদান করেন। গয়ানিবাসী একটী বৃদ্ধ পণ্ডিত হিন্দীভাষায় দেড় ঘণ্টার উপর শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনী ও উপদেশ ব্যাখ্যা করিয়া শ্রোতৃমণ্ডলীকে মুগ্ধ করেন। আশ্রমস্থ জনৈক সন্ন্যাসীও শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনী সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করেন। স্থানীয় হরিনামামৃতবর্ষিণী সম্প্রদায় কীর্ত্তনাদি করেন। সুপ্রসিদ্ধ গায়ক শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ চক্রবর্ত্তীর অনেক বাঙ্গালা ও হিন্দী ভজন হয়। খোয়ার লাড়ু ও বাতাসা প্রসাদ পর্য্যাপ্ত পরিমাণে বিতরিত হইয়াছিল।

স্বামী নির্ম্মলানন্দ কিছু দিন হইতে নিয়মিতভাবে কলিকাতা বিবেকানন্দ সমিতিতে প্রতি শনিবার সমাগত ব্যক্তিগণের ধর্ম্মসম্বন্ধীয় প্রশ্নাদির উত্তর প্রদান করিয়া সমিতির কার্য্যের বিশেষ সহায়তা করিতেছেন। সম্প্রতি তিনি শালখিয়া অনাথবন্ধু সমিতির চেষ্টা তথায় দুই রবিবার দুইটী বক্তৃতা দিয়াছেন এবং নিয়মিতভাবে শালখিয়াবাসিগণকে ধর্ম্মশিক্ষা দিবার সংকল্প করিয়াছেন।

মান্দ্রাজে শ্রীরামকৃষ্ণোৎসবের কার্য্যবিবরণী এই :—

প্রাতে ৮টা হইতে ১০টা ভজন।

১০টা হইতে ৩টা দরিদ্র সেবা (প্রায় ৭০০০ দরিদ্রের সেবা হয়)।

৩টা হইতে ৫টা হরিকথা—কবিরদাসচরিতম্।

৫॥০টা হইতে ৭টা "সাধু ও পরিত্রাতা শ্রীরামকৃষ্ণ" বিষয়ে শ্রীযুক্ত রাজগোপালাচার্য্যের বক্তৃতা।

নাগপুর শ্রীরামকৃষ্ণোৎসবের কার্য্যবিবরণী—

শাস্ত্র পাঠ— ৬॥০ হইতে ৭॥০টা

আরম্ভ বক্তৃতা—৭॥০ হইতে ৯॥০টা

ভজন কীর্ত্তন ও দরিদ্রসেবা—১ হইতে ৫টা

সভাপতি—শ্রীযুত শ্রীধর রাও পরাঞ্জপে বি-এ।

নাগপুরে শ্রীরামকৃষ্ণোৎসব এই প্রথম।

নবপ্রতিষ্ঠিত জাতীয় শিক্ষাপরিষদের ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্টে উহা প্রতিষ্ঠিত হইয়া ইহারই মধ্যে নানা বিভাগে যেরূপ উন্নতি করিয়াছে, তাহা দেশের পক্ষে বিশেষ শুভ লক্ষণ, সন্দেহ নাই। দেখিয়া বিশেষ সুখী হইলাম যে, শ্রীব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী বাৎসরিক ২০০০৲ টাকা হিন্দু ছাত্রগণের ধর্ম্মশিক্ষার বন্দোবস্তের জন্য প্রদান করিয়াছেন এবং কিরূপে এই শিক্ষা দেওয়া হইবে, একটী কমিটি তদ্বিষয়ে আলোচনা করিতেছেন। তাঁহাদের রিপোর্ট এখনও প্রকাশিত হয় নাই। আমরা উহা দেখিবার জন্য উদ্গ্রীব রহিলাম। আমরা বার বার বলিয়াছি ধর্ম্মই আমাদের জাতীয় জীবনের ভিত্তি। ধর্ম্মকে বাদ দিয়া জাতীয় শিক্ষা হইতেই পারে না। অবশ্য পরিষদ আনুষ্ঠানিক ধর্ম্মের শিক্ষা দিবেন না। কিন্তু যে সকল মূল তত্ত্ব যথা

সংযম ব্রহ্মচর্য্য একাগ্রতা প্রভৃতি ধর্ম্মজীবনে অত্যাবশ্যকীয়, সে গুলির দিকে যেন পরিষদের বিশেষ দৃষ্টি থাকে।• যাহাতে সমগ্র ভারতে শুধু তাহাই নহে সমগ্র জগতে হিন্দু ধর্ম্ম শিক্ষা দিবার উপযুক্ত প্রচারক মণ্ডলী গঠন করা যায় তদ্বিষয়ে সচেষ্ট হইতে আমরা বিশেষভাবে অনুরোধ করি।

পরিষদের অন্যতম লক্ষ্য—যাহাতে ভারতীয় ইতিহাস প্রকৃত ভাবে শিক্ষা হয়—তদুদ্দেশ্যে কতকগুলি পুস্তকপ্রণয়নের চেষ্টাও পরিষদ করিতেছেন—এ উদ্যমও অতিশয় প্রসংসার্হ।

যাহাতে দেশের লোকে ক্রমে নূতন নূতন জিনিষ প্রস্তুত করিতে পারে, তজ্জন্য শিল্পশিক্ষার বিশেষ বন্দোবস্ত হইয়াছে এবং ইতিমধ্যেই ছাত্রগণ অনেক জিনিষ প্রস্তুত করিয়াছেন। তাহা দেখিয়া অনেক অভিজ্ঞ ব্যক্তি বলিয়াছেন, ঐগুলি ইউরোপে প্রস্তুত কোন দ্রব্য হইতে নিকৃষ্ট নহে।

পরিষদ শিক্ষা বিষয়ে অনেক উপযুক্ত ব্যক্তির সহায়তা পাইতেছেন এবং চারিদিকে বিভিন্ন জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়া এই কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ের অঙ্গীভূত হইতেছে। ঠিক পথেই কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। আমাদের প্রার্থনা—দেশবাসী সকলেই এই কার্য্যে ধীরে ধীরে যোগদান করিয়া ভারতের জাতীয় জীবন প্রতিষ্ঠার সহায় হউন।

৺নফরচন্দ্র কুণ্ডু মহাশয়ের পরিবারবর্গের সাহায্যার্থে ই, আই, আর রেল অডিট সেক্সন হইতে কলিকাতা বিবেকানন্দ সমিতি ৬।৵• পাইয়াছেন।

শ্রীযুক্ত নন্দলাল মুখোপাধ্যায় ১৯।২ শঙ্কর হালদারের লেন, আহিরিটোলায় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবকসমিতি নামক একটী সমিতি স্থাপন করিয়া স্থানীয় অনাথ বিধবা ও অন্যান্য অভাবগ্রস্তগণকে বিশেষ সাহায্য করিতেছেন। ১৯০৭ সালের ১২ই মার্চ্চ হইতে ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত কার্য্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে।

স্বামী পরমানন্দ নিউইয়র্ক বেদান্ত সমিতিতে গত নবেম্বর ও ডিসেম্বর মাসে জ্ঞানলাভের উপায়, বিশ্বাস ও কুসংস্কার, চরিত্রগঠন, আত্মানুভূতি,

প্রতিমা ও আদর্শ, ভগবানের মাতৃভাব, আত্মার অমরত্ব, জীবনের লক্ষ্য এবং জনৈক মহাপুরুষের মহাবাণী এই কয়েকটী বিষয়ে বক্তৃতা দিয়াছেন।

স্বামী অভেদানন্দ ব্রুকলিন শিল্প ও বিজ্ঞান বিদ্যালয়ে নবেম্বর ও ডিসেম্বর মাসে নিম্নলিখিত বক্তৃতাগুলি দিয়াছেন—হিন্দু ও বৌদ্ধধর্মের নীতিতত্ত্ব, ভগবানের পিতৃত্ব ও মাতৃত্ব, ভগবানের অবতার, কর্ম্মবাদ, পুনরুত্থান ও পুনর্জ্জন্মবাদ, আত্মার অমরত্ব।

স্বামী বোধানন্দ পিট্সবর্গে বেদান্ত প্রচার করিতেছেন। সাধারণের সমক্ষে বক্তৃতা ও সভ্যগণকে ধ্যানাদি শিক্ষা দেওয়া ব্যতীত ছোট ছোট ছেলেদের জন্য একটী ক্লাস খুলিয়াছেন।

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

স্বামীজির সম্পূর্ণগ্রন্থাবলি ২য় ভাগ। অদ্বৈত আশ্রম, মায়াবতী, লোহাঘাট পোঃ (আলমোড়া) হইতে প্রকাশিত। মূল্য ২॥০ টাকা।

এইভাগে জ্ঞানযোগ এবং আরো কতকগুলি স্বতন্ত্র বক্তৃতা প্রকাশিত হইয়াছে। রয়াল ৪৯০ পৃষ্ঠা। প্রথমভাগের ন্যায় ইহাও উত্তমরূপে সম্পাদিত। ছাপা কাগজ বাঁধাইও সুন্দর। আরও ২।৩ ভাগে গ্রন্থাবলি সম্পূর্ণ হইবে। সম্পূর্ণ হইলে ইহা দ্বারা স্বামীজির গ্রন্থপাঠেচ্ছুগণের এক মহা অভাব বিদূরিত হইবে। এই ভাগে স্বামীজির একখানি সুন্দর হাফটোন ছবিও সন্নিবেশিত হইয়াছে। আমরা ইংরাজীভাষাবিৎ সকলকেই এই সংস্করণ এক একখানি গৃহে রাখিতে অনুরোধ করি।

The path of devotion—স্বামী পরমানন্দ প্রণীত। আমেরিকার নিউইয়র্ক বেদান্ত সমিতি হইতে প্রকাশিত।

স্বামী পরমানন্দ তাঁহার জনৈক শিষ্যকে উপদেশপূর্ণ যে কয়েকখানি পত্র লিখেন, তাহা হইতে সার উদ্ধৃত করিয়া গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইয়াছে।

পুরাণে চ—

"অব্যক্তমূলপ্রভবস্তস্যৈবানুগ্রহোত্থিতঃ
বুদ্ধিস্কন্ধময়শ্চৈব ইন্দ্রিয়ান্তরকোটরঃ ॥
মহাভূতবিশাখশ্চ বিষয়ৈঃ পত্রবাংস্তথা।
ধর্ম্মাধর্ম্মসুপুষ্পশ্চ সুখদুঃখফলোদয়ঃ ॥
আজীবঃ সর্ব্বভূতানাং ব্রহ্মবৃক্ষঃ সনাতনঃ।
এতদ্ব্রহ্মবনং চৈব ব্রহ্মাচরতি নিত্যশঃ ॥
এতচ্ছিত্ত্বা চ ভিত্ত্বা চ জ্ঞানেন পরমাসিনা।
ততশ্চাত্মরতিং প্রাপ্য যস্মান্নাবর্ত্ততে পুনঃ ॥

ইত্যাদি।

তমূর্দ্ধমূলং সংসারমায়াময়ং বৃক্ষমধঃশাখং মহদহঙ্কারতন্মাত্রাদয়ঃ শাখা ইব অস্যাধো ভবন্তি ইতি সোঽয়মধঃশাখঃ তং অধঃশাখং ন শ্বোঽপি স্থাতা ইতি অশ্বত্থঃ তং ক্ষণপ্রধ্বংসিনমশ্বত্থং প্রাহুঃ কথয়ন্তি।

ভাষ্যানুবাদ।—"ঊর্দ্ধমূল" অব্যক্ত মায়াশক্তির দ্বারা বিশেষিত ব্রহ্মই এই স্থলে ঊর্দ্ধ শব্দের অর্থ; কারণ, তাদৃশ ব্রহ্ম কালের দিক্ দিয়া দেখিলেও সূক্ষ্ম। (কেন কালের দিক্ দিয়া দেখিলে সূক্ষ্ম ? তাহার হেতু এই যে, ঐ ব্রহ্ম) কারণ নিত্য এবং মহৎ। সেই ঊর্দ্ধ অর্থাৎ অব্যক্ত মায়াশক্তিযুক্ত ব্রহ্ম যাহার মূল, সেই এই সংসার রূপ মায়াময় বৃক্ষ, ঊর্দ্ধমূল (এই শব্দটীর দ্বারা অভিহিত হইতেছে) শ্রুতিতেও (সংসারের এইরূপ বর্ণনা) আছে যে, "ঊর্দ্ধমূল এবং অবাক্শাখ"। পুরাণেও সংসারবৃক্ষের এইরূপ বর্ণনা আছে যথা—"এই সংসার রূপ ব্রহ্মবৃক্ষের মূল অব্যক্ত, কারণ, অব্যক্ত হইতেই ইহার জন্ম। সেই অব্যক্তেরই অনুগ্রহে ইহার উত্থান হইয়াছে, ইহার স্কন্ধ বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়ছিদ্রগুলি ইহার কোটর, ক্ষিতিপ্রভৃতি পঞ্চ মহাভূত ইহার বড় বড় শাখা—শব্দ স্পর্শ প্রভৃতি বিষয়গুলি ইহার পত্রস্থানীয়। ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম ইহার শোভাকর পুষ্প, সুখ এবং দুঃখ ইহার ফল, এই সনাতন ব্রহ্মবৃক্ষ সকল প্রাণীরই অবলম্বন। ব্রহ্ম এই সংসাররূপ ব্রহ্মবনে নিত্য বিচরণ করিয়া থাকেন। জ্ঞানরূপ উৎকৃষ্ট অসির দ্বারা এই সংসাররূপ বৃক্ষের ছেদন ও ভেদন করিবা (জীব) আত্মরতি লাভ করে এবং তাহার প্রসাদে আর তাহাকে এই সংসারে ফিরিয়া আসিতে হয় না।" ইত্যাদি সেই এই ঊর্দ্ধমূল সংসার মায়াময় বৃক্ষটী অধঃশাখ অর্থাৎ ইহার শাখা-

স্থানীয় মহত্তত্ত্ব অহংকার প্রভৃতি বিকারগুলি ক্রমশঃই অধোগামী হই-তেছে—এই কারণে ইহাকে অধঃশাখ বলা যায়। এই সংসারবৃক্ষটী অশ্বত্থ, কারণ, শ্বঃ অর্থাৎ আগামী কল্য পর্য্যন্তও যাহার স্থিতি নাই, তাহার নামই ত অশ্বত্থ অর্থাৎ এই সংসারবৃক্ষ ক্ষণবিধ্বংসী, এই ভাবেই এই সংসার-বৃক্ষের বর্ণনা (বেদবিদ্‌গণ) করিয়া থাকেন।

ভাষ্য। অব্যয়ং সংসারমায়াময়ং অনাদিকালপ্রবৃত্তত্বাৎ সোঽয়ং সং-সারবৃক্ষঃ অব্যয়ঃ অনাদ্যনন্তদেহাদিসন্তানাশ্রয়ঃ হি সুপ্রসিদ্ধঃ তমব্যয়ং। তস্যৈব সংসারবৃক্ষস্য ইদমন্যদ্বিশেষণং ছন্দাংসি ছাদনাদ্‌ ঋগ্‌যজুঃসাম-লক্ষণানি যস্য সংসারবৃক্ষস্য পর্ণানীব পর্ণানি। যথা বৃক্ষস্য পরিরক্ষণা-র্থানি পর্ণানি তথা বেদাঃ সংসারবৃক্ষপরিরক্ষণার্থাঃ ধর্ম্মাধর্ম্মতদ্ধেতুফলপ্রকাশ-নার্থত্বাৎ। যথা ব্যাখ্যাতং সংসারবৃক্ষং সমূলং যস্তং বেদ স বেদবিৎ বেদার্থ-বিদ্‌ ইত্যর্থঃ। ন হি সংসারবৃক্ষাৎ সমূলাৎ জ্ঞেয়ঃ অন্যঃ অণুমাত্রোঽপি অবশিষ্টোঽস্তি ইত্যতঃ সর্ব্বজ্ঞঃ স যো বেদার্থবিদ্‌ ইতি মূলবৃক্ষজ্ঞানং স্তৌতি। ১।

ভাষ্যানুবাদ। এই সংসার—ইহা মায়াময় বৃক্ষই—অব্যয়, কারণ, ইহা অনাদি কাল হইতে প্রবৃত্ত, এই কারণেও এই সংসার বৃক্ষ অব্যয়, যে হেতু অনাদি এবং অনন্ত, বহু দেহসমূহের এই সংসাররূপ সুপ্রসিদ্ধ বৃক্ষই আশ্রয়। সেই সংসাররূপ বৃক্ষের আরও একটী বিশেষণ এই যে, ছন্দঃসমূহ অর্থাৎ ঋগ্‌ যজুঃ ও সামরূপ তিনটি বেদই যেহেতু সংসারের আচ্ছাদন হেতু, এই কারণে এই বেদত্রয়ই এই স্থলে ছন্দঃ শব্দের অর্থ, সেই ছন্দঃসমূহ অর্থাৎ বেদত্রয় এই সংসারবৃক্ষের পত্রসমূহ অর্থাৎ যেন পত্রসমূহ। যেরূপ পত্রগুলি বৃক্ষের রক্ষার প্রতি হেতু, সেইরূপ এই বেদত্রয়ও সংসাররূপ বৃক্ষের পরিরক্ষক (এই কারণেই বেদত্রয়কে সংসারবৃক্ষের পর্ণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে) ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম এবং ধর্ম্মাধর্ম্মের কারণ এবং ফল যে হেতু বেদের দ্বারাই প্রকাশিত হইয়া থাকে, এই কারণেই বেদকে সংসারের পরিরক্ষণোপায় বলা যায়। যে ভাবে এই সংসাররূপ সমূল বৃক্ষের বর্ণন করা হইল, এই ভাবে এই সংসারবৃক্ষকে যে জানিতে পারে, সেই বেদবিৎ, অর্থাৎ সেই বেদার্থবিৎ। কারণ, সমূল সংসারবৃক্ষ ব্যতিরেকে অন্য আর অণুমাত্রও কিছু জ্ঞাতব্য বস্তু থাকিতে পারে না, সুতরাং যে সমূল সংসারবৃক্ষকে জানে, সেই (প্রকৃত পক্ষে) বেদার্থবিৎ,

এইরূপ উক্তির দ্বারা সমূল বৃক্ষের যে জ্ঞান তাহার স্তুতি করা হইতেছে। ১।

অধশ্চোর্দ্ধং প্রসৃতাস্তস্য শাখা
গুণপ্রবৃদ্ধা বিষয়প্রবালাঃ ॥
অধশ্চ মূলান্যনুসন্ততানি
কর্ম্মানুবন্ধীনি মনুষ্যলোকে ॥ ২ ॥

অন্বয়। গুণপ্রবৃদ্ধা বিষয়প্রবালাঃ তস্য শাখা অধ উর্দ্ধং চ প্রসৃতাঃ কর্ম্মানুবন্ধীনি মূলানি মনুষ্যলোকে অধঃ চ অনুসন্ততানি। ২।

মূলানুবাদ। সেই সংসারবৃক্ষের শাখাসমূহ গুণত্রয়ের দ্বারা বৃদ্ধি পাইয়া থাকে, শব্দস্পর্শ প্রভৃতি বিষয়গুলি প্রবালের ন্যায় সেই সকল শাখা হইতে অঙ্কুরিত হইয়া থাকে, সেই শাখাসমূহ উর্দ্ধ ও অধোভাগে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। এই সংসারবৃক্ষের মূলসমূহ ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ কর্ম্মের কারণ, এই মূলসমূহ মনুষ্যলোকে ক্রমে অধোভাগে প্রসৃত হইতেছে। ২।

ভাষ্য। তস্যৈব সংসারবৃক্ষস্যাপরাবয়বকল্পনা উচ্যতে অধো মনুষ্যাদিভ্যো যাবৎ স্থাবরমূর্দ্ধং চ যাবদ্‌ব্রহ্মা বিশ্বসৃজো ধর্ম্ম ইত্যেতদন্তং যথা কর্ম্ম যথাশ্রুতং জ্ঞানকর্ম্মফলানি তস্য বৃক্ষস্য শাখা ইব শাখাঃ প্রসৃতাঃ প্রগতা গুণপ্রবৃদ্ধাঃ গুণৈঃ সত্ত্বরজস্তমোভিঃ প্রবৃদ্ধাঃ স্থূলীকৃতা উপাদানভূতৈঃ বিষয়প্রবালাঃ বিষয়াঃ শব্দাদয়ঃ প্রবালা ইব দেহাদিকর্ম্মফলেভ্যা শাখাভ্যঃ অঙ্কুরীভবন্তীব তেন বিষয়প্রবালাঃ শাখাঃ। সংসারবৃক্ষস্য পরমমূলমুপাদানং কারণং পূর্ব্বমুক্তং অথেদানীং কর্ম্মফলজনিতরাগদ্বেষাদিবাসনা মূলানীব ধর্ম্মাধর্ম্মপ্রবৃত্তিকারণানি অবান্তরভাবীনি তানি অধশ্চ দেহাদ্যপেক্ষয়া মূলানি অনুসন্ততানি অনুপ্রবিষ্টানি কর্ম্মানুবন্ধীনি কর্ম্ম ধর্ম্মাধর্ম্মলক্ষণং অনুবন্ধঃ পশ্চাদ্ভাবী যেষাং উদভূতিমনুভবতি ইতি তানি কর্ম্মানুবন্ধীনি মনুষ্যলোকে বিশেষতোঽত্র হি মনুষ্যাণাং কর্ম্মাধিকারঃ প্রসিদ্ধঃ। ২।

ভাষ্যানুবাদ। সেই সংসারবৃক্ষেরই অন্য অবয়ব কল্পনা (কিপ্রকারে হইতে পারে, তাহাই) বলা হইতেছে, "অধঃ" মনুষ্যাদি হইতে স্থাবরপর্য্যন্ত (অধঃ শব্দের অর্থ) "উর্দ্ধ" (মনুষ্যাদি হইতে) ব্রহ্মা বিশ্বস্রষ্টৃগণ এবং ধর্ম্ম-পর্য্যন্ত (উর্দ্ধ শব্দের অর্থ) যেরূপ জ্ঞান ও যেরূপ কর্ম্ম তদনুসারে জ্ঞান ও

কর্ম্মের ফল স্বরূপ যাহা কিছু হইতে পারে, তাহা সকলই এই সংসার-বৃক্ষের "শাখা" অর্থাৎ শাখার ন্যায়। ঐ সকল শাখা প্রসৃত, অর্থাৎ (চারিদিকেই) প্রকৃষ্টরূপে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। (ঐ শাখাগুলির আর একটী বিশেষণ এই যে, উহারা) "গুণপ্রবৃদ্ধ" গুণ শব্দের অর্থ সত্ব রজঃ এবং তমঃ এই তিন প্রকার গুণ, এই ত্রিগুণের দ্বারা অর্থাৎ উপাদান স্বরূপ সত্ত্বরজঃ এবং তমোগুণের দ্বারা প্রবৃদ্ধ—স্থূলীকৃত। (ঐ শাখাসমূহের আরও একটি বিশেষণ এই যে) "বিষয়প্রবাল" বিষয় শব্দের অর্থ শব্দ স্পর্শ প্রভৃতি ভোগ্যবস্তু, সেই বিষয়গুলি দেহপ্রভৃতি কর্ম্মফলরূপ শাখাসমূহ হইতে প্রবালসমূহের ন্যায় অঙ্কুরিত হইয়া থাকে, এই জন্য ঐ শাখা-সমূহকে বিষয়প্রবাল এই বিশেষণের দ্বারা বিশেষিত করা হইয়াছে। সংসার বৃক্ষের যাহা পরম মূল অর্থাৎ উপাদান কারণ, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে এক্ষণে যে মূলের কথা বলা হইতেছে, তাহা প্রধান মূল নহে কিন্তু তাহা অবান্তর মূল। তাহা কি? কর্ম্মফলজনিত রাগ দ্বেষাদি বাসনা, সেই রাগদ্বেষবাসনাই ধর্ম্মাধর্ম্মপ্রবৃত্তির কারণ সুতরাং রাগদ্বেষ-বাসনাই এই বৃক্ষের অপ্রধান মূলস্থানীয়। সেই সকল মূল অধোদিকে অর্থাৎ দেহ প্রভৃতি কার্য্যকে অপেক্ষা করিয়া অধোদিকে "অনুসন্তত" অর্থাৎ অনুপ্রবিষ্ট হইয়া থাকে। ঐ মূলগুলি কি প্রকার, তাহা বলা হইতেছে যে, উহারা "কর্ম্মানুবন্ধি" কর্ম্মশব্দের অর্থ ধর্ম্ম এবং অধর্ম্ম। ধর্ম্ম এবং অধর্ম্মপরভাবি বলিয়া যে সকল মূলের অপেক্ষা করিয়া উৎপত্তি অনুভব করে—সেই সকল মূলকে সেই জন্য কর্ম্মানুবন্ধি বলা যায়। সেই মূলগুলি মনুষ্যলোকেই বিশেষতঃ কর্ম্মানুবন্ধি হইয়া থাকে। তাহার কারণ এই যে, মনুষ্যগণেরই কর্ম্মাধিকার বিশেষরূপে প্রসিদ্ধ আছে। ২।

ন রূপমস্যেহ তথোপলভ্যতে
নান্তো ন চাদির্ন চ সম্প্রতিষ্ঠা।
অশ্বত্থমেনং সুবিরূঢ়মূলং
অসঙ্গশস্ত্রেণ দৃঢ়েন ছিত্ত্বা॥ ৩॥

অন্বয়। ইহ অস্য রূপং ন উপলভ্যতে তথা ন অন্তঃ ন চ আদিঃ ন চ সম্প্রতিষ্ঠা উপলভ্যতে। এবং সুবিরূঢ়মূলং অশ্বত্থং দৃঢ়েন অসঙ্গশস্ত্রেণ ছিত্ত্বা। (তৎপদং পরিমার্গিতব্যং)। ৩।

মূলানুবাদ। ইহার রূপ এই সংসারে উপলব্ধ হয় না, ইহার আদি অন্ত এবং সম্প্রতিষ্ঠাও উপলব্ধি হয় না। অসঙ্গরূপ শস্ত্রের দ্বারা এই সুদৃঢ়মূল অশ্বত্থকে ছিন্ন করিয়া (সেই ব্রহ্মপদের অন্বেষণ করা উচিত)। ৩।

ভাষ্য। যস্ত্বয়ং বর্ণিতঃ সংসারবৃক্ষঃ ন রূপমস্যেহ যথা বর্ণিতং তথা নৈবো-পলভ্যতে স্বপ্নমরীচ্যুদকমায়াগন্ধর্বনগরসমত্বাদ্ দৃষ্টনষ্টস্বরূপো হি স ইত্যত এব নান্তো ন পর্যন্তো নিষ্ঠা সমাপ্তির্বা বিদ্যতে। তথা ন চাদিরিত আরভ্য অয়ং প্রবৃত্ত ইতি ন কেনচিদবগম্যতে। ন চ সংপ্রতিষ্ঠা স্থিতিঃ মধ্যমস্য ন কেনচিদুপলভ্যতে। অশ্বত্থমেনং যথোক্তং সুবিরূঢ়মূলং সুষ্ঠু বিরূঢানি বিরোহং গতানি মূলানি যস্য তমেনং সুবিরূঢ়মূলং অসঙ্গশস্ত্রেণ অসঙ্গঃ পুত্রবিত্তলো-কৈষণাদিভ্যো ব্যুত্থানং তেনাসঙ্গশস্ত্রেণ দৃঢ়েন পরমাত্মাভিমুখ্যনিশ্চয়দৃঢ়ীকৃতেন পুনঃপুনর্বিবেকাভ্যাসাশ্মনিশিতেন ছিত্ত্বা সংসারবৃক্ষং সবীজমুদ্ধৃত্য। ৩।

ভাষ্যানুবাদ। এই যে সংসার রূপ বৃক্ষ বর্ণিত হইল, এই সংসারে ইহার প্রকৃত স্বরূপ কি (অর্থাৎ যে ভাবে বর্ণিত হইল) তাহা উপলব্ধ হয় না। স্বপ্ন মরীচ্যুদক (সূর্যরশ্মিতে আরোপিত জল) বা গন্ধর্ব নগর যেমন দেখিতে দেখি-তেই নষ্ট হইয়া যায়, সেই রূপ এই সংসারের যে স্বরূপ তাহাও দেখিতে দেখিতে মিলাইয়া যায়, এই কারণে ইহার প্রকৃত রূপ কি, তাহা বুঝিতে পারা যায় না। ইহার "আদি" অর্থাৎ কোন্ সময় হইতে ইহার আরম্ভ হইয়াছে, তাহাও কেহ বুঝিতে পারেনা। ইহার "অন্ত"—পর্যন্ত—নিষ্ঠা অর্থাৎ সমাপ্তিও উপলব্ধ হয় না। ইহার "সংপ্রতিষ্ঠা" স্থিতি—মধ্যও কি প্রকার, তাহাও বুঝিতে পারা যায় না। "সুবিরূঢ়মূল" সুষ্ঠু অর্থাৎ ভাল করিয়া যাহার মূল সকল "বিরূঢ়" বিশেষ রূপে রূঢ় হইয়াছে, তাহার নাম সুবিরূঢ়মূল, সেই এই সুবিরূঢ়মূল অশ্বত্থ বৃক্ষকে অসঙ্গ রূপ দৃঢ় শস্ত্রের দ্বারা ছিন্ন করিয়া অর্থাৎ বীজের সহিত উৎপাটিত করিয়া (এইস্থানে) অসঙ্গ শব্দের অর্থ পুত্র বিত্ত ও লোক এই ত্রিবিধ বস্তুর প্রতি যে আত্যন্তিক কাম, তাহা হইতে নিবৃত্তি অর্থাৎ তীব্র বৈরাগ্যই অসঙ্গ। সেই অসঙ্গ রূপ শস্ত্র যখন পরমাত্মাভিমুখ্যপর নিশ্চয় দ্বারা দৃঢ়ীকৃত হয় এবং পুনঃ পুনঃ বিবেকাভ্যাস রূপ প্রস্তরে শাণিত হয়, তখনই সেই অসঙ্গশস্ত্র দৃঢ় হইয়া থাকে। (সেই অসঙ্গ রূপ দৃঢ় শস্ত্রের দ্বারা সবীজ সংসারবৃক্ষের উচ্ছেদসাধন করিয়া সেই পরম পদের অনুসন্ধান করিতে হয়) এইরূপ পূর্ব শ্লোকের অর্থের সহিত ইহার সম্বন্ধ করিতে হইবে। ৩।

ততঃ পদং তৎ পরিমার্গিতব্যং
যস্মিন্ গতা ন নিবর্ত্তন্তি ভূয়ঃ।
তমেব চাদ্যং পুরুষং প্রপদ্যে
যতঃ প্রবৃত্তিঃ প্রসৃতা পুরাণী ॥ ৪ ॥

অন্বয়। যস্মিন্ গতা ভূয়ঃ ন নিবর্ত্তন্তি (নিবর্ত্তন্তে) তৎপদং ততঃ পরিমার্গিতব্যং। যতঃ পুরাণী প্রবৃত্তিঃ প্রসৃতা তমেব চ আদ্যং পুরুষং প্রপদ্যে (ইতি ধিয়া পরিমার্গিতব্যং)। ৪।

মূলানুবাদ। যে পদ প্রাপ্ত হইলে আর এই সংসারে প্রত্যাবর্ত্তন করে না, তাহার পর সেই পদের পরিমার্গণ করিবে (কিভাবে পরিমার্গণ করিবে ?) যাহা হইতে পুরাতন প্রবৃত্তি প্রসৃত হইয়াছে, সেই আদ্য পুরুষকে আমি আশ্রয় করিতেছি (এইপ্রকার বুদ্ধিতে তাহার পরিমার্গণ করিবে)। ৪।

ভাষ্য। ততইতি ততঃ পশ্চাৎ পদং বৈষ্ণবং তৎ পরিমার্গিতব্যং পরিমার্গণং অন্বেষণং জ্ঞাতব্যমিত্যর্থঃ। যস্মিন্ পদে গতাঃ প্রবিষ্টা ন নিবর্ত্তন্তি নাবর্ত্তন্তে ভূয়ঃ পুনঃ সংসারায়। কথং পরিমার্গিতব্যমিত্যাহ তমেব চ যঃ পদশব্দেন উক্তঃ আদ্যং আদৌ ভবং পুরুষং প্রপদ্যে ইতি পরিমার্গিতব্যং তচ্ছরণতয়া ইত্যর্থঃ কোঽসৌ পুরুষ ইত্যুচ্যতে যতঃ যস্মাৎ পুরুষাৎ সংসারমায়াবৃক্ষ প্রবৃত্তিঃ প্রসৃতা নিঃসৃতা ঐন্দ্রজালিকাদিব মায়া পুরাণী চিরন্তনী। ৪।

ভাষ্যানুবাদ। তত ইত্যাদি (শ্লোকের অর্থ এই যে) ততঃ (এই শব্দটীর অর্থ) পশ্চাৎ সেই বৈষ্ণব পদ পরিমার্গিতব্য, পরিমার্গণ শব্দের অর্থ অন্বেষণ অর্থাৎ জ্ঞাতব্য। যে পদে গত—প্রবিষ্ট হইলে আর নিবর্ত্তন করিতে হয় না (তাৎপর্য্য এই যে) এই সংসারে পুনর্ব্বার জন্ম লাভ করিতে হয় না। কি প্রকারে পরিমার্গণ করিতে হইবে, তাহা বলিতেছেন। সেই (অর্থাৎ) যাহাকে পূর্ব্বে পদশব্দ দ্বারা নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, সেই আদিতে আবির্ভূত পুরুষকে আমি প্রপন্ন হইতেছি, এই প্রকার বুদ্ধির দ্বারা তাহার পরিমার্গণ করিতে হইবে অর্থাৎ তাহারই শরণ গ্রহণ করিতে হইবে, কে সেই পুরুষ তাহাই বলা হইতেছে যে, যাহা হইতে অর্থাৎ যে পুরুষ হইতে ঐন্দ্রজালিক হইতে মায়ার ন্যায় পুরাতন প্রবৃত্তি অর্থাৎ এই সংসার রূপ মায়াময় বৃক্ষের নির্ম্মাণপ্রযত্ন "প্রসৃত" নিঃসৃত হইয়াছে। ৪।

———

নির্ম্মানমোহা জিতসঙ্গদোষা
অধ্যাত্মনিত্যা বিনিবৃত্তকামাঃ।
দ্বন্দ্বৈর্বিমুক্তাঃ সুখদুঃখসংজ্ঞৈ
র্গচ্ছন্ত্যমূঢ়াঃ পদমব্যয়ং তৎ ॥ ৫ ॥

অন্বয়। নির্ম্মানমোহা জিতসঙ্গদোষা অধ্যাত্মনিত্যা বিনিবৃত্তকামাঃ সুখ-দুঃখসংজ্ঞৈর্দ্বন্দ্বৈর্বিমুক্তা অমূঢ়াঃ তৎ অব্যয়ং পদং গচ্ছন্তি। ৫।

মূলানুবাদ। যাহাদের অভিমান ও মোহ নাই, যাহারা পরমাত্মার স্বরূপ জানিবার জন্য সর্ব্বদা তৎপর, সঙ্গরূপ দোষকে যাহারা জয় করিতে পারিয়াছে, যাহারা নিষ্কাম, সুখ এবং দুঃখ এই দ্বন্দ্ব হইতে যাহারা বিমুক্ত এবং যাহারা জ্ঞানী, তাহারাই সেই অব্যয় পদকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ৫।

ভাষ্য। কথংভূতাস্তৎপদং গচ্ছন্তি ইত্যুচ্যতে নির্ম্মানমোহাঃ মানশ্চ মোহশ্চ মানমোহৌ তৌ নির্গতৌ যেভ্যস্তে নির্ম্মানমোহাঃ মানমোহ-বর্জ্জিতা জিতসঙ্গদোষাঃ সঙ্গএব দোষঃ সঙ্গদোষঃ জিতঃ সঙ্গদোষোযৈস্তে জিতসঙ্গদোষাঃ অধ্যাত্মনিত্যাঃ পরমাত্মস্বরূপালোচননিত্যাস্তৎপরা বিনিবৃত্ত-কামাঃ বিশেষতো নির্লেপেন নিবৃত্তাঃ কামা যেষাং তে বিনিবৃত্তকামা যতয়ঃ সংন্যাসিনঃ দ্বন্দ্বৈঃ প্রিয়াপ্রিয়াদিভিঃ বিমুক্তাঃ সুখদুঃখসংজ্ঞৈঃ পরিত্যক্তা গচ্ছন্তি অমূঢ়া মোহবর্জ্জিতাঃ পদমব্যয়ম্ তৎ যথোক্তম্। ৫।

ভাষ্যানুবাদ। কি প্রকার স্বভাবসম্পন্ন ব্যক্তিগণ সেই পদ প্রাপ্ত হন, তাহাই বলা হইতেছে যে, "নির্ম্মানমোহ" মান এবং মোহ এই দুইটী বস্তু যাহাদের অন্তঃকরণ হইতে একেবারে বাহির হইয়া গিয়াছে, তাহারাই নির্ম্মানমোহ "জিতসঙ্গদোষ" সঙ্গই দোষ এই অর্থে সঙ্গদোষ এই শব্দটী প্রযুক্ত হইয়াছে, যাহারা এই সঙ্গদোষকে জয় করিয়াছে, তাহারাই জিতসঙ্গদোষ। "অধ্যাত্ম-নিত্য" সেই পরমাত্মার কিরূপ রূপ, তাহারই আলোচনা সর্ব্বদা করাই যাহাদের স্বভাব অর্থাৎ যাহারা তৎপর, তাহারাই অধ্যাত্মনিত্য। "বিনিবৃত্তকাম" বিশেষ রূপে অর্থাৎ যাহাদের কামনা একেবারে নিবৃত্ত হইয়া গিয়াছে উহার "লেপ" অর্থাৎ সংস্পর্শমাত্র নাই, তাহারাই বিনিবৃত্তকাম অর্থাৎ যাহারা যতি—সন্ন্যাসী, তাহারাই বিনিবৃত্তকাম। দ্বন্দ্ব অর্থাৎ প্রিয় বা অপ্রিয় প্রভৃতি পরস্পর বিরুদ্ধ স্বভাবের বস্তুযুগল, সুখ ও দুঃখ এই দুইটী সংজ্ঞা দ্বারাও দ্বন্দ্বের নির্দ্দেশ হয়, সেই এই দ্বন্দ্ব হইতে যাহারা একেবারে মুক্ত অথচ যাহারা "অমূঢ়" মোহ-বর্জ্জিত, তাহারাই সেই যথোক্ত অব্যয় পদকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ৫।

न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः।
यद्गत्वा न निवर्त्तन्ते तद्धाम परमं मम ॥ ৬ ॥

অন্বয়। সূর্য্যঃ তৎ ন ভাসয়তে তথা শশাঙ্কঃ ন (ভাসয়তে) পাবকঃ ন (ভাসয়তে) যৎ গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তৎ মম পরমং ধাম। ৬।

মূলানুবাদ। সূর্য্য চন্দ্র বা পাবক কেহই সেই ধামকে উদ্ভাসিত করিতে পারে না। যে পদকে প্রাপ্ত হইলে আর সংসারে ফিরিতে হয় না, তাহাই আমার পরম ধাম। ৬।

ভাষ্য। তদেব পদং পুনর্নিশিষ্যতে তদ্ ধামেতি ব্যবহিতেন সম্বন্ধঃ। ধাম তেজোরূপং পদং ন ভাসয়তে সূর্য্য আদিত্যঃ সর্ব্বাবভাসনশক্তিমত্ত্বে সতি। তথা ন শশাঙ্কঃ চন্দ্রো ন পাবকো নাগ্নিরপি। যদ্ ধাম বৈষ্ণবং পদং গত্বা প্রাপ্য ন নিবর্ত্তন্তে যচ্চ সূর্য্যাদির্ন ভাসয়তে তদ্ধাম পদং পরমং মম বিষ্ণোঃ। ৬।

ভাষ্যানুবাদ। সেই পদেরই পুনর্ব্বার বিশেষ করিয়া পরিচয় দেওয়া হইতেছে যে, "সেই ধাম" এই দূরস্থ পদটীর সহিত ইহার সম্বন্ধ। সেই ধাম অর্থাৎ তেজোরূপ পদ, সেই পদকে সর্ব্বাবভাসনশক্তি থাকিলেও সূর্য্য অর্থাৎ স্বয়ং আদিত্যও প্রকাশিত করিতে পারে না, সেইরূপ "শশাঙ্ক" চন্দ্র এবং "পাবক" অগ্নিও সেই পদকে প্রকাশিত করিতে পারে না। যে "ধাম" বৈষ্ণব পদকে প্রাপ্ত হইয়া আর সংসারে জন্মলাভ করিতে হয় না এবং যে পদকে সূর্য্য প্রভৃতি তেজঃও অবভাসিত করিতে পারে না, তাহাই আমার অর্থাৎ বিষ্ণুর পরম 'ধাম" পদ। ৬।

ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः।
मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति ॥ ৭ ॥

অন্বয়। জীবলোকে মমৈব সনাতনঃ জীবভূতঃ অংশঃ প্রকৃতিস্থানি মনঃ-ষষ্ঠানি ইন্দ্রিয়াণি কর্ষতি। ৭।

মূলানুবাদ। এই সংসারে আমারই সনাতন জীবরূপ অংশ, প্রকৃতিস্থিত মনঃ ও পঞ্চেন্দ্রিয়কে আকর্ষণ করিয়া থাকে। ৭।

ভাষ্য। যদ্ গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে ইত্যুক্তং। ননু সর্ব্বা হি গতিরাগত্যন্তা সংযোগা বিপ্রযোগান্তা ইতি হি প্রসিদ্ধং কথমুচ্যতে তদ্ধাম গতানাং নাস্তি নিবৃত্তিরিতি শৃণু তত্র কারণং মমৈব পরমাত্মনোঽংশোভাগোঽবয়ব একদেশ

ইত্যনর্থান্তরং জীবানাং লোকে সংসারে জীবভূতঃ ভোক্তা কর্ত্তা ইতি প্রসিদ্ধঃ সনাতনঃ। যথা জলসূর্য্যকঃ সূর্য্যাংশো জলনিমিত্তাপায়ে সূর্য্যমেব গত্বা ন নিবর্ত্ততে তেনাত্মনা সংগচ্ছত্যেবমেব যথা বা ঘটাদ্যুপাধিপরিচ্ছিন্নঃ ঘটাদ্যাকাশঃ আকাশাংশঃ সন্ ঘটাদিনিমিত্তাপায়ে আকাশং প্রাপ্য ন নিবর্ত্ততে ইত্যেবমত উপপন্নং উক্তং যদ্ গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে ইতি। ননু নিরবয়বস্য পরমাত্মনঃ কুতোঽবয়ব একদেশোঽংশঃ ইতি। সাবয়বত্বে চ বিনাশপ্রসঙ্গ অবয়ববিভাগাৎ। নৈষ দোষঃ, অবিদ্যাকৃতোপাধিপরিচ্ছিন্ন একদেশোঽংশ ইব কল্পিতো যতঃ। দর্শিতশ্চায়মর্থঃ ক্ষেত্রাধ্যায়ে বিস্তরশ স চ জীবঃ মদংশত্বেন কল্পিতঃ কথং সংসরতি উৎক্রামতি চ ইত্যুচ্যতে মনঃষষ্ঠানি ইন্দ্রিয়াণি শ্রোত্রাদীনি প্রকৃতিস্থানি স্বস্থানে কর্ণশষ্কুল্যাদৌ প্রকৃতৌ স্থিতানি কর্ষতি আকর্ষতি।৭।

ভাষ্যানুবাদ। যাহা প্রাপ্ত হইলে আর ফিরিতে হয় না, তাহা বলা হইয়াছে। এক্ষণে আপত্তি এই প্রকার হইতেছে যে, যত প্রকার গমন আছে, তাহা সকলই আগমনান্ত অর্থাৎ গতির পর প্রত্যাগতি হইবেই হইবে। তাহাই যদি হইল, তবে এখানে কি প্রকারে বলা হইল যে, সেই ধামে যাহারা যায়, তাহাদের আর প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হয় না? কেন যে এই প্রকার বলা হইয়াছে, তাহার কারণ বলিতেছি শুন। এই জীবলোকে অর্থাৎ সংসারে "জীবভূত" কর্ত্তা ভোক্তা বলিয়া যাহা সিদ্ধ এবং যাহা সনাতন, সেই জীব "আমার" পরমাত্মার অংশভূত অর্থাৎ ভাগ অবয়ব কিংবা একদেশ। যেমন জলে প্রতিবিম্বিত সূর্য্য, (প্রতিবিম্বের) নিমিত্ত যে জল তাহার অভাব হইলে বিম্বস্বরূপ যে যথার্থ সূর্য্য তাহাতে যায় এবং আর তাহার প্রত্যাবর্ত্তন হয় না, সেই প্রকার এই জীব স্বরূপ সেই পরমাত্মার অংশ (উপাধির বা নিমিত্তের বিলয় হইলে) পরমাত্মার সহিত মিলিত হয় (এই ভাবেই ইহার তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে হইবে) অথবা ঘটরূপ উপাধির দ্বারা পরিচ্ছিন্ন যে ঘটাকাশ, তাহা যেমন আকাশেরই অংশ অথচ ঘটরূপ উপাধির বিনাশ হইলে এই ঘটাকাশ যেমন আকাশকে পায় আর ফিরিয়া আসে না, সেইরূপ (উপাধি বিনাশ হইলে) সেই পদকে প্রাপ্ত হইয়া জীব এ সংসারে আর ফিরিয়া আসে না। এইরূপ যাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, তাহা সঙ্গতই হইয়াছে। এক্ষণে জিজ্ঞাসা হইতে পারে যে, পরমাত্মা নিরবয়ব, তাঁহার আবার অবয়ব বা একদেশ কি প্রকারে

সম্ভলপর ? পরমাত্মা যদি সাবয়ব হন,তাহা হইলে অবয়ব-বিভাগ হইলে তাঁহার বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। এই কারণে পরমাত্মার যে অবয়ব নাই অর্থাৎ তিনি যে নিরবয়ব, তাহা স্থির হইতেছে। ইহা দোষই নহে, কারণ, পরমাত্মা যখন অবিদ্যাকৃত উপাধি দ্বারা পরিচ্ছিন্ন হন,তখনই তাঁহার একদেশ ও অংশ কল্পিত হইয়া থাকে, ক্ষেত্রাধ্যায়েও এই বিষয়টী বিস্তৃতভাবে প্রতিপাদিত হইয়াছে। সেই আমার অংশভাবে কল্পিত জীব কি প্রকারে সংসার প্রবেশ করে ? এবং কি ভাবেই বা উৎক্রান্ত হয় তাহা বলা হইতেছে যে, মন হইয়াছে ষষ্ঠ যে কয়টী ইন্দ্রিয়ের, সেই পাঁচটী ইন্দ্রিয় অর্থাৎ শ্রোত্র নাসা প্রভৃতি এবং মনঃ এই কয়টীকে আত্মা আকর্ষণ করিয়া থাকে। ঐ পাঁচটী ইন্দ্রিয় ও মনঃ কিরূপ ভাবে থাকে, তাহাই বলা হইতেছে যে, "প্রকৃতিস্থ" প্রকৃতি অর্থাৎ উপাদান যেমন শ্রোত্রেন্দ্রিয়ের উপাদান কর্ণছিদ্র ইত্যাদি। সেই উপাদানে যাহারা থাকে তাহারাই প্রকৃতিস্থ। ৭।

শরীরং যদবাপ্নোতি যচ্চাপ্যুৎক্রামতীশ্বরঃ।
গৃহীত্বৈতানি সংযাতি বায়ুর্গন্ধানিবাশয়াৎ ॥ ৮ ॥

অন্বয়। ঈশ্বরঃ যৎ (যদা) শরীরং অবাপ্নোতি যচ্চ (যদা চ) উৎক্রামতি (তদা) বায়ুঃ আশয়াৎ গন্ধান্ ইব এতানি গৃহীত্বা সংযাতি। ৮।

মূলানুবাদ। সেই ঈশ্বর (পরমাত্মা) যে সময় শরীরকে আশ্রয় করেন বা পরিত্যাগ করেন, সেই উভয় কালেই তিনি, বায়ু যেমন পুষ্পাদি হইতে গন্ধকে লয়, সেই ভাবে এই ইন্দ্রিয় পাঁচটী এবং মনকে লইয়া যান। ৮।

ভাষ্য। কস্মিন্ কালে ? যচ্চাপি যদা চ উৎক্রামতি ঈশ্বরো দেহাদিসঙ্ঘাত-স্বামী জীবস্তদা কর্ষতীতি শ্লোকস্য দ্বিতীয়পাদোঽর্থবশাৎ প্রাথম্যেন সম্বধ্যতে। যদা চ পূর্ব্বস্মাৎ শরীরাৎ শরীরান্তরমাপ্নোতি তদা গৃহীত্বা এতানি মনঃষষ্ঠানি ইন্দ্রিয়াণি সংযাতি সম্যগ্ যাতি গচ্ছতি। কিমিবেত্যাহ বায়ুঃ পবনো গন্ধানিবাশয়াৎ পুষ্পাদেঃ। ৮।

ভাষ্যানুবাদ। কোন্ সময়ে ?—যে সময় "ঈশ্বর"—দেহাদি সংঘাতের স্বামী—জীব উৎক্রমণ করে, সেই সময়ই আকর্ষণ করিয়া থাকে (এইটী দ্বিতীয় চরণের অর্থ হইলেও প্রয়োজনবশতঃ প্রথমেই ইহার সহিত অন্বয় করা হইতেছে) যে সময় জীব পূর্ব্ব দেহ ছাড়িয়া আর একটী দেহকে প্রাপ্ত হয়,সেই সময় এই পঞ্চেন্দ্রিয় এবং মনঃকে সঙ্গে লইয়া যায়। কেমন করিয়া সঙ্গে লইয়া

যায়, তাহার উপমা এই যে, বায়ু যেমন "আশয়" পুষ্পাদির মধ্য হইতে গন্ধকে বহন করিয়া লইয়া যায়, (সেইরূপ এই আত্মাও ইন্দ্রিয় ও মনকে এই দেহের মধ্য হইতে দেহান্তরে যাইবার সময় বহন করিয়া লইয়া যায়)। ৮।

শ্রোত্রং চক্ষুঃ স্পর্শনঞ্চ রসনং ঘ্রাণমেব চ।
অধিষ্ঠায় মনশ্চায়ং বিষয়ানুপসেবতে॥ ৯॥

অন্বয়। অয়ং শ্রোত্রং চক্ষুঃ স্পর্শনং রসনং ঘ্রাণং মনশ্চ অধিষ্ঠায় বিষয়ান্ উপসেবতে। ৯।

মূলানুবাদ। এই জীব, শ্রোত্র চক্ষু ত্বক্ রসন ঘ্রাণ এবং মনের উপর অধিষ্ঠিত হইয়া, বিষয়সমূহের ভোগ করিয়া থাকে। ৯।

ভাষ্য। কানি পুনস্তানি ইতি শ্রোত্রং চক্ষুঃ স্পর্শনং চ ত্বগিন্দ্রিয়ং রসনং ঘ্রাণমেব চ মনশ্চ ষষ্ঠং প্রত্যেকমিন্দ্রিয়েণ সহ অধিষ্ঠায় দেহস্থঃ বিষয়ান্ শব্দাদীন্ উপসেবতে। ৯।

ভাষ্যানুবাদ। তাহারা কে, তাহাই বলিতেছেন যে, শ্রোত্র চক্ষুঃ "স্পর্শন" ত্বগিন্দ্রিয় রসন ঘ্রাণ এবং ষষ্ঠ মন এই প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের সহিত দেহে অধিষ্ঠিত হইয়া (সেই জীব) শব্দাদি বিষয়ের সেবা করিয়া থাকে। ৯।

উৎক্রামন্তং স্থিতং বাপি ভুঞ্জানং বা গুণান্বিতম্।
বিমূঢ়া নানুপশ্যন্তি পশ্যন্তি জ্ঞানচক্ষুষঃ॥ ১০॥

অন্বয়। বিমূঢ়া গুণান্বিতং (তম্) উৎক্রামন্তং স্থিতং বাপি ভুঞ্জানং ন অনুপশ্যন্তি জ্ঞানচক্ষুষঃ (তু) পশ্যন্তি। ১০।

মূলানুবাদ। সেই আত্মা গুণান্বিত হইয়া যখন উৎক্রান্ত হয়েন অথবা এই দেহের মধ্যে অবস্থিত থাকিয়া যখন বিষয়সমূহের ভোগ করিয়া থাকেন, এই উভয় অবস্থাতেই তাঁহাকে অজ্ঞ ব্যক্তিগণ দেখিতে পায় না। কিন্তু যাঁহারা জ্ঞানচক্ষু, তাঁহারা দেখিয়া থাকেন। ১০।

ভাষ্য। এবং দেহগতং দেহাদুৎক্রামন্তং পরিত্যজন্তং দেহং পূর্ব্বোপাত্তং স্থিতং বা দেহে তিষ্ঠন্তং ভুঞ্জানং বা শব্দাদীংশ্চোপলভমানং গুণান্বিতং সুখদুঃখ-মোহাদ্যৈঃ গুণৈরন্বিতং অনুগতং সংযুক্তং ইত্যর্থঃ। এবম্ভূতমপি এনং অত্যন্ত-দর্শনগোচরপ্রাপ্তং বিমূঢ়া দৃষ্টাদৃষ্টবিষয়ভোগবলাকৃষ্টচেতস্তয়া অনেকধা মূঢ়া নানুপশ্যন্তি অহো কষ্টং বর্ত্ততে ইত্যনুক্রোশতি চ ভগবান্। যে তু

পুনঃ প্রমাণজনিতজ্ঞানচক্ষুষঃ তে এনং পশ্যন্তি জ্ঞানচক্ষুষঃ বিবিক্তদৃষ্টয় ইত্যর্থঃ। ১০।

ভাষ্যানুবাদ। এই প্রকারে দেহগত আত্মা দেহ হইতে দেহান্তরে যখন গমন করেন—উৎক্রান্ত হয়েন অর্থাৎ পূর্ব্বাঙ্গীকৃত দেহকে পরিত্যাগ করেন কিম্বা দেহে অবস্থিত থাকিয়াই শব্দাদি বিষয়সমূহকে ভোগ করেন (কেমন ভাবে ভোগ করেন?) "গুণান্বিত" সুখ দুঃখ এবং মোহ এই তিনটী গুণের সহিত মিলিত হইয়াই তিনি বিষয়সমূহের ভোগ করিয়া থাকেন। এই কারণেই সকল অবস্থাতেই আত্মা সকলের দর্শনগোচর প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। তথাপি যাহারা মূঢ় অর্থাৎ ঐহিক ও পারত্রিক ভোগের দ্বারা যাহাদের চিত্ত অতি প্রবলভাবে আকৃষ্ট,তাহারাই অনেক প্রকারে মূঢ়, এই জন্য সেই আত্মাকে দেখিতে পায় না কিন্তু যাহারা জ্ঞানচক্ষু অর্থাৎ প্রমাণ দ্বারা উৎপন্ন জ্ঞানই যাহাদের চক্ষু. এই কথাটী বলিয়া যেন ভগবান্ জীবের প্রতি দয়া প্রকাশ করিয়া বলিতেছেন, হায়, তাহাদের কি কষ্ট ! তাহারা অর্থাৎ বিবিক্তদর্শিগণ তাঁহাকে দেখিতে সমর্থ হয়। ১০।

যতন্তো যোগিনশ্চৈনং পশ্যন্ত্যাত্মন্যবস্থিতম্।
যতন্তোঽপ্যকৃতাত্মানো নৈনং পশ্যন্ত্যচেতসঃ ॥ ১১ ॥

অন্বয়ঃ। যতন্তঃ (যতমানাঃ) যোগিনঃ আত্মনি অবস্থিতং এনং পশ্যন্তি অকৃতাত্মানঃ যতন্তঃ (যতমানাঃ) অপি—(যতঃ) অচেতসঃ (অতঃ) এনং ন পশ্যন্তি। ১১।

মূলানুবাদ। যোগিগণ যত্নপর হইয়া আত্মাতে অবস্থিত এই পরমাত্মাকে দেখিয়া থাকেন কিন্তু যাহারা অজিতেন্দ্রিয় সুতরাং চিত্তহীন, তাহারা যত্নপর হইয়াও ইঁহাকে দেখিতে পায় না। ১১।

ভাষ্য। কেচিত্ যতন্তঃ প্রযত্নং কুর্ব্বন্তঃ যোগিনশ্চ সমাহিতচিত্তা এনং প্রকৃতমাত্মানং পশ্যন্তি অয়মহমস্মীতি উপলভন্তে আত্মনি স্বস্যাং বুদ্ধৌ অবস্থিতং। যতন্তোঽপি শাস্ত্রাদিপ্রমাণৈরকৃতাত্মানঃ অসংস্কৃতাত্মানঃ তপসা ইন্দ্রিয়জয়েন চ দুশ্চরিতাদনুপরতা অশান্তদর্পাত্মানঃ প্রযত্নং কুর্ব্বন্তোঽপি নৈনং পশ্যন্তি অচেতসোঽবিবেকিনঃ। ১১।

ভাষ্যানুবাদ। কোন কোন যোগিগণ সমাহিতচিত্ত এবং প্রযত্নপর হইয়া এই অর্থাৎ যাহার প্রসঙ্গ চলিতেছে, সেই আত্মাকে দেখিতে সমর্থ হন—এই

অধিষ্ঠিত পরমাত্মা এই ভাবে নিজ বুদ্ধিতে প্রতিফলিত আত্মস্বরূপের উপলব্ধি করিয়া থাকেন। কিন্তু যাহারা "অকৃতাত্মা" অসংস্কৃতহৃদয় অর্থাৎ যাহারা তপস্যা ও ইন্দ্রিয়জয় এই দুইটী উপায় দ্বারা দুশ্চরিত হইতে বিরত হইতে পারে না এবং যাহারা অবিবেকী, তাহারা শাস্ত্রাদি প্রমাণকে অবলম্বনপূর্ব্বক প্রযত্নপরায়ণ হইয়াও সেই আত্মাকে দর্শন করিতে সমর্থ হয় না। ১১।

যদাদিত্যগতং তেজো জগদ্ভাসয়তেঽখিলং।
যচ্চন্দ্রমসি যচ্চাগ্নৌ তত্তেজো বিদ্ধি মামকম্ ॥ ১২ ॥

অন্বয়। আদিত্যগতং যং তেজঃ অখিলং জগদ্ভাসয়তে তথা চন্দ্রমসি যৎ তেজঃ অগ্নৌ চ যত্তেজঃ (দৃশ্যতে) তৎ মামকং (এব তেজঃ বিদ্ধি। ১২।

মূলানুবাদ। যে তেজ সূর্য্যেতে অবস্থান করে এবং যাহা এই অখিল জগৎকে আলোকিত করে যে তেজঃ চন্দ্রে রহিয়াছে কিংবা অগ্নিতে যে তেজঃ (দৃষ্ট হয়) ঐ সকল প্রকার তেজঃ আমারই তেজঃ জানিও। ১২।

ভাষ্য। যৎ পদং সর্ব্বস্যাবভাসকমপি অগ্ন্যাদিত্যাদিকং জ্যোতির্নাবভাসয়তে যৎ প্রাপ্তাশ্চ মুমুক্ষবঃ পুনঃ সংসারাভিমুখা ন নিবর্ত্তন্তে, যস্য চ পদস্য উপাধিভেদমনুবিধীয়মানা জীবা ঘটাকাশাদয়ইব আকাশস্যাংশাস্তস্য পদস্য সর্ব্বাত্মকত্বং সর্ব্বব্যবহারাস্পদত্বং চ বিবক্ষুশ্চতুর্ভিঃ শ্লোকৈর্বিভূতিসংক্ষেপমাহ ভগবান্—যদাদিত্যগতং আদিত্যাশ্রয়ং কিং তৎ? তেজঃ দীপ্তিঃ প্রকাশঃ জগদ্ভাসয়তে প্রকাশয়তি অখিলং সমস্তং যচ্চন্দ্রমসি শশভৃতি তত্তেজোঽবভাসকং বর্ত্ততে যচ্চাগ্নৌ—হুতবহে তত্তেজঃ বিদ্ধি বিজানীহি মামকং মদীয়ং মম বিষ্ণোস্তৎ জ্যোতিঃ। অথবা যদাদিত্যগতং তেজশ্চৈতন্যাত্মকং জ্যোতির্যচ্চন্দ্রমসি যচ্চাগ্নৌ তত্তেজো বিদ্ধি মামকং মদীয়ং মম বিষ্ণোস্তজ্জ্যোতিঃ। নমু স্থাবরেষু জঙ্গমেষু চ তৎ সমানং চৈতন্যাত্মকং জ্যোতিঃ তত্র কথমিদং বিশেষণং যদাদিত্যগতমিত্যাদি। নৈষ দোষঃ, সত্ত্বাধিক্যাদাধিক্যোপপত্তেঃ। আদিত্যাদিষু হি সত্ত্বমত্যন্তপ্রকাশমত্যন্তভাস্বরং অতস্তত্রৈবাবিস্তরাং জ্যোতিরিতি তদ্বিশিষ্যতে ন তু তত্রৈব তদধিকং ইতি। যথা হি লোকে তুল্যেঽপি মুখসংস্থানে ন কাষ্ঠকুড্যাদৌ মুখমাবির্ভবতি আদর্শাদৌ তু স্বচ্ছে স্বচ্ছতরে চ তারতম্যেন আবির্ভবতি তদ্বৎ। ১২।

ভাষ্যানুবাদ। যে পদ সকল বস্তুকে অবভাসিত করে—অগ্নি বা আদিত্য প্রভৃতি জ্যোতিঃও যাহাকে অবভাসিত করিতে পারে না, যে পদকে প্রাপ্ত

হইয়া মুমুক্ষুগণ পুনর্ব্বার সংসারে প্রত্যাবর্ত্তন করে না, আকাশের যেমন ঘটাকাশ প্রভৃতি অংশ, সেইরূপ অন্তঃকরণরূপ উপাধিভেদবশে ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া প্রতীত জীবগণও যে পদেরই অংশ বলিয়া প্রতীত হয়, সেই পদই সকল বস্তুর আত্মা এবং সকল প্রকার ব্যবহারের একমাত্র আশ্রয়, ইহাই প্রতিপাদন করিবার জন্য ভগবান্ চারিটী শ্লোকের দ্বারা সংক্ষেপে (সেই পদেরই) বিভূতি বর্ণন করিতেছেন। "আদিত্যগত" আদিত্যকে আশ্রয় করিয়া যাহা প্রকাশ পায় তাহাই আদিত্যগত। সেই আদিত্যগত কি? অর্থাৎ "তেজঃ"। এই তেজঃ শব্দের অর্থ দীপ্তি বা প্রকাশ, এই "অখিল" সমস্ত জগৎকে অবভাসিত করিয়া থাকে, যে তেজঃ "চন্দ্রমসি" শশধরেও অবভাসকরূপে প্রকাশ পায় এবং যে তেজঃ "অগ্নি" অর্থাৎ হুতবহেও অবভাসকরূপে প্রকাশ পায়। সেই তেজঃ "মামক" মদীয় অর্থাৎ আমি বিষ্ণু, সেই তেজঃ আমারই তেজঃ ইহা তুমি জানিবে। অথবা তেজঃ এই শব্দের অর্থ চৈতন্যরূপ জ্যোতিঃ, এই যে সূর্য্য চন্দ্র এবং অগ্নিতে চৈতন্যরূপ জ্যোতিঃ প্রকাশ পাইয়া থাকে, সেই জ্যোতিঃ আমার অর্থাৎ বিষ্ণুরই জ্যোতিঃ—ইহা তুমি জানিও। এক্ষণে জিজ্ঞাসা হইতে পারে যে, স্থাবরই হউক বা জঙ্গমই হউক, সর্ব্বত্রই সেই চৈতন্যরূপ জ্যোতিঃ সমানভাবেই বিদ্যমান রহিয়াছে, তবে কেন এরূপভাবে বিশেষ করিয়া নির্দ্দেশ করা হইল যে, আদিত্য প্রভৃতিতে অবস্থিত যে চৈতন্য-রূপ জ্যোতিঃ—তাহা আমারই জ্যোতিঃ? ইহার উত্তর এই যে, এই প্রকার বলাতে যে কোন প্রকার দোষ হইয়াছে, তাহা বলা যায় না, কারণ, সেই চৈতন্য জ্যোতি সর্ব্বত্র সমান হইলেও যেখানে সত্ত্বগুণের আধিক্য, সেই খানে অধিক ভাবে প্রকাশ পাইয়া থাকে। আদিত্য প্রভৃতিতে অত্যন্ত ভাস্বর এবং অত্যন্ত প্রকাশময় সত্ত্বগুণ দেখিতে পাওয়া যায় সুতরাং আদিত্য প্রভৃতিতে সেই চৈতন্যময় জ্যোতিঃ—অতি বিশদভাবে আবির্ভূত হইয়া থাকে এই মাত্র কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেই চৈতন্যময় জ্যোতিঃ যে আদিত্য প্রভৃতি বস্তুতে অধিক ভাবে আছে, তাহা নহে। যেমন লোকে প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় যে, মুখের আকার একই তথাপি কাষ্ঠ বা প্রাচীর প্রভৃতি অস্বচ্ছ বস্তুতে মুখ আবির্ভূত হয় না কিন্তু দর্পণ প্রভৃতি স্বচ্ছ বা স্বচ্ছতর বস্তুতে ঐ মুখই অধিক বা অধিক-তর ভাবে আবির্ভূত হইয়া থাকে, এখানেও সেইরূপ জানিবে। ১২।

———

গামাবিশ্য চ ভূতানি ধারয়াম্যহমোজসা।
পুষ্ণামি চৌষধীঃ সর্ব্বাঃ সোমোভূত্বা রসাত্মকঃ॥ ১৩॥

অন্বয়। অহং গাং আবিশ্য ওজসা ভূতানি ধারয়ামি, রসাত্মকঃ সোমো ভূত্বা অহং সর্ব্বা ওষধীঃ পুষ্ণামি। ১৩।

মূলানুবাদ। পৃথিবীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া আমিই নিজ বলের দ্বারা ভূতগণকে ধারণ করিয়া থাকি। আমিই রসময় চন্দ্রমূর্ত্তি ধারণ করিয়া সকল প্রকার ওষধিগণকে পরিপুষ্ট করিয়া থাকি। ১৩।

ভাষ্য। কিঞ্চ গাং পৃথিবীং আবিশ্য প্রবিশ্য ধারয়ামি ভূতানি জগৎ অহং ওজসা বলেন যদ্বলং কামরাগবিবর্জ্জিতং ঐশ্বরং জগদ্বিধারণায় পৃথিব্যাং প্রবিষ্টং যেন গুর্ব্বী পৃথিবী নাধঃ পততি ন বিদীর্য্যতে। তথা চ মন্ত্রবর্ণঃ "যেন দ্যৌরুগ্রা পৃথিবী চ দৃঢ়া" ইতি। "স দাধার পৃথিবীং" ইত্যাদিশ্চ। অতো গা-মাবিশ্য চ ভূতানি চরাচরাণি ধারয়ামীতি যুক্তমুক্তং কিঞ্চ পৃথিব্যাং জাতা ওষধীঃ সর্ব্বা ব্রীহিযবাদ্যাঃ পুষ্ণামি পুষ্টিমতীঃ রসস্বাদুমতীশ্চ করোমি সোমো ভূত্বা রসাত্মকঃ সোমঃ সর্ব্বরসাত্মকঃ রসস্বভাবঃ সর্ব্বরসানামাকরঃ। সোমঃ স হি সর্ব্বা ওষধীঃ স্বাত্মরসানুপ্রবেশেন পুষ্ণাতি। ১৩।

ভাষ্যানুবাদ। আরও গো শব্দের অর্থ যে পৃথিবী, তাহার মধ্যে আবিষ্ট অর্থাৎ প্রবিষ্ট হইয়া আমি ভূতসমূহকে জগৎকে ধারণ করিয়া আছি (কিসের দ্বারা ধারণ করি?) ওজঃ অর্থাৎ বলের দ্বারা। যে বল, কাম ও রাগ দ্বারা পরিচালিত নহে এবং ঈশ্বরসম্বন্ধি যে বল জগৎকে বিধৃত করিবার জন্য পৃথিবীতে প্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে এবং যে বলের প্রভাবে এই ভারবতী পৃথিবী নীচে পড়িয়া যায় না অথবা বিদীর্ণ হইয়া যায় না। শ্রুতিতেও নির্দ্দিষ্ট আছে যে, "যাহার প্রভাবে আকাশ উজ্জ্বল হইয়া থাকে এবং যাহার প্রভাবে পৃথিবী দৃঢ় হইয়া থাকে"। শ্রুতিতে আরও নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে যে, তিনিই পৃথিবীকে ধারণ করিয়া আছেন। সুতরাং পৃথিবীতে প্রবিষ্ট হইয়া বলের দ্বারা আমি জগৎকে ধারণ করিয়া থাকি, এই যে কথা বলা হইয়াছে, তাহা যুক্তিযুক্তই হইয়াছে। আরও পৃথিবীতে উৎপন্ন সর্ব্ব প্রকার "ওষধি" ধান্য যব প্রভৃতিকে আমি পুষ্ট করিয়া থাকি এবং স্বাদুরসযুক্তও করিয়া থাকি। (কি প্রকার স্বরূপ ধারণ করিয়া পুষ্ট করি?) রসাত্মক অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকার রসস্বরূপ সর্ব্ব-প্রকার রসের আধার অর্থাৎ সর্ব্বরসস্বভাব যে "সোম" চন্দ্র তাহাই আত্মরস প্রবেশ করাইয়া সকল প্রকার ওষধিকে পুষ্ট করিয়া থাকে। ১৩।

অহং বৈশ্বানরো ভূত্বা প্রাণিনাং দেহমাশ্রিতঃ ।
প্রাণাপানসমাযুক্তঃ পচাম্যন্নং চতুর্ব্বিধং ॥ ১৪ ॥

অন্বয় । অহং বৈশ্বানরঃ ভূত্বা প্রাণিনাং দেহং আশ্রিতঃ প্রাণাপানসমাযুক্তঃ সন্ চতুর্ব্বিধং অন্নং পচামি । ১৪ ।

মূলানুবাদ । আমিই বৈশ্বানর স্বরূপ হইয়া প্রাণিগণের দেহকে আশ্রয় করি এবং প্রাণ এবং অপান এই দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া চতুর্ব্বিধ অন্নের পরিপাক সাধন করিয়া থাকি । ১৪ ।

ভাষ্য । কিঞ্চ অহমেব বৈশ্বানর উদরস্থঃ অগ্নির্ভূত্বা "অয়মগ্নির্বৈশ্বানরঃ যোঽয়মন্তঃ পুরুষে যেনেদমন্নং পচ্যতে।" ইত্যাদিশ্রুতেঃ বৈশ্বানরঃ সন্ প্রাণিনাং প্রাণবতাং দেহমাশ্রিতঃ প্রবিষ্টঃ প্রাণাপানসমাযুক্তঃ প্রাণাপানাভ্যাং সমাযুক্তঃ সংযুক্তঃ পচামি পক্তিং করোমি চতুর্ব্বিধং চতুষ্প্রকারং অন্নমশনং ভোজ্যং ভক্ষ্যং চোষ্যং লেহ্যং চ ভোক্তা বৈশ্বানরঃ অগ্নিঃ ভোজ্যমন্নং সোমঃ তদেতদুভয়মগ্নীষোমৌ সর্ব্বমিতি পশ্যতোঽন্নদোষলেপোন ভবতি । ১৪ ।

ভাষ্যানুবাদ । আরও (বলি শুন) আমিই "বৈশ্বানর" উদরস্থ অগ্নি, এই বিষয়ে শ্রুতিতেও নির্দ্দেশ আছে যে "এই আত্মাই বৈশ্বানর অগ্নি যে অগ্নি শরীরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া অন্নের পরিপাকক্রিয়া করে।" প্রাণী অর্থাৎ প্রাণধারিগণের দেহে প্রবিষ্ট হইয়া সেই বৈশ্বানর আমি "প্রাণাপানসমাযুক্ত" প্রাণ এবং অপান এই দুইটীর সহিত যুক্ত হইয়া পরিপাক করিয়া থাকি । (কিসের পাকক্রিয়া সাধন করি, তাহার উত্তর হইতেছে যে) চতুর্ব্বিধ অন্ন; অর্থাৎ ভোজ্য ভক্ষ্য চোষ্য এবং লেহ্য এই চতুর্ব্বিধ অন্নের পাক করিয়া থাকি । ভোক্তা বৈশ্বানর—অগ্নি, ভোজ্য অন্ন—সোম, এই দুইটীকে মিলাইলে অগ্নী-ষোম হয়, এই অগ্নীষোমময়ই জগৎ এই প্রকার দৃষ্টি যাহার হয়, তাহার পক্ষে সকল প্রকার অন্নদোষ বিলুপ্ত হয় । ১৪ ।

সর্ব্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো
মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনং চ ।
বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যো
বেদান্তকৃদ্বেদবিদেব চাহং ॥ ১৫ ॥

অন্বয় । অহং সর্ব্বস্য হৃদি সন্নিবিষ্টঃ, মত্তঃ স্মৃতিঃ জ্ঞানং অপোহনং চ, সর্ব্বৈঃ বেদৈঃ অহমেব বেদ্যশ্চ, অহং বেদান্তকৃৎ অহমেব বেদবিচ্চ । ১৫ ।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণচরিত।

শ্রীগুরুদাস বর্ম্মন্]　　　　　　　　　　[পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।

রামকৃষ্ণদেব ও তাঁহার ভক্তগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া অনেকে নিজেদের বাটী লইয়া যাইতেন। তথায় সকলে মিলিয়া সংকীর্ত্তন এবং রামকৃষ্ণদেবের নিকট ঈশ্বরীয় কথা শুনিতেন। প্রায় প্রতি শনিবারেই কোন না কোন ভক্ত এই প্রকার একটি উৎসব করিতেন। রামচন্দ্রেরও ইচ্ছা, ঐ প্রকার উৎসব নিজ গৃহে করেন। এক দিন রামকৃষ্ণদেবকে বলিলেন, "মশাই, আমাদের ওখানে এক দিন পায়ের ধূলা দেবেন?" রামকৃষ্ণদেব সম্মত হইলেন। রামচন্দ্র দরিদ্রসন্তান, তাঁহার মাসতুতো ভাই নরেন্দ্রনাথদের বাটীতে থাকিয়া অতিকষ্টে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ এবং ক্যাম্বেল কলেজে পড়িয়া ডাক্তার হইয়াছেন। তাহার পর মেডিকেল কলেজে রাসায়নিক বিশ্লেষণকারীর সহকারী পদে নিযুক্ত হইয়া সামান্য বেতন পাইতেছেন। কিন্তু এই চাকরীটি পাইয়া অবধি সেই বেতন হইতেই কিছু কিছু অর্থ জমাইতে আরম্ভ করেন, এবং রামকৃষ্ণদেবের নিকট যাতায়াত করিতে করিতে মনে মনে ভগবানের কাছে মোক্ষ প্রার্থনা না করিয়া বেতন বৃদ্ধির প্রার্থনা করেন। ইহার অতি অল্পদিন পরেই তাঁহার বেতন প্রায় দ্বিগুণ বৃদ্ধি হয় এবং নানাপ্রকার দ্রব্যাদি বিশ্লেষণ করিয়া বেশ উপার্জ্জন করিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু এই সমস্ত অর্থ সাধারণে যাহা করে, তিনিও তাহাই করিতেন, আপন স্ত্রীর নিকট লুকাইয়া রাখিতেন। প্রকৃতপক্ষে অর্থে তাঁহার বিলক্ষণ মায়া পড়িয়াছিল। যাহা হউক, রামকৃষ্ণদেব মুখে যাহা বলিতেন, কার্য্যে তাহা না করিতে পারিলে অস্থির হইয়া পড়িতেন, তাঁহার মহা যন্ত্রণা উপস্থিত হইত। কিছু দিন পরে তিনি রামচন্দ্রকে বলিলেন, "ওহে, এক দিন তোমাদের বাড়ী যাব বলেছিলুম যে, তা কবে যেতে হবে?" রামকৃষ্ণদেব যেখানে যান, তাঁহার সহিত অন্ততঃ দেড় শত কখন বা ততোধিক ভক্ত গমন করেন। এই সমস্ত লোকদের পরিতোষ পূর্ব্বক আহার এবং উৎসবের জন্য কীর্ত্তনাদিতে বহু অর্থ ব্যয় হইত। অর্থব্যয় করিয়া ভক্তসেবা করা বিপদের কথা। রাম অত্যন্ত বিপদে পড়ি-

লেন, কিন্তু উপায়ান্তর নাই, একটি দিন স্থির করিয়া সেই দিন রামের বাড়ী রামকৃষ্ণদেব ভক্তগণ সঙ্গে লইয়া উৎসব করিয়া আসিলেন, কিন্তু যে কার্য্যে অর্থ ব্যয় হয়, কৃপণের তাহাতে আনন্দ দূরের কথা, বড়ই কষ্ট হয়। রাম কোন আনন্দ পাইলেন না বরং অর্থব্যয়ে তাঁহার হৃদয় আরও শূন্য হইয়া গেল। কিন্তু রামকৃষ্ণদেবের উপর তাঁহার যে ভক্তি, তাহার হ্রাস হইল না। মনে ভাবিলেন, নিজের আহাম্মকিতে অর্থ দণ্ড হইয়াছে, এমন কার্য্য আর করিবেন না। সুতরাং তাঁহার নিকট পূর্ব্বের মত সমানভাবে যাতায়াত করিতে লাগিলেন।

একদিন সেখানে পরম ভক্ত নেপালের কর্ণেল বিশ্বনাথ উপাধ্যায়ের সহিত রামকৃষ্ণদেব পরিচয় করিয়া দিলেন। বিশ্বনাথের পরিচয় দিবার সময় রামকৃষ্ণদেব বলিতেন, "দেখ, কাপ্তেন বীরের ব্যাটা বীর, ওর বাপ এক হাতে তলোয়ার নিয়ে এক হাতে শিবের পূজা করিত। যুদ্ধের আগে শিবপূজা করে বেরুত। পরম ভক্তের বংশ এরা, কাপ্তেনও তেমনি সত্যনিষ্ঠ ধার্ম্মিক। এরও খুব বীর ভাব আছে।" বলা বাহুল্য, রামকৃষ্ণদেব মিনমিনে এবং চাকুরে লোক ভাল বাসিতেন না। তাঁহার আহুত ভক্ত নিত্যনিরঞ্জন প্যারীচাঁদের হুজুড়ে দল ছাড়িয়া দিন কয়েক একটী চাকরী করেন। রামকৃষ্ণদেব তাহা জানিতে পারিয়া একদিন তাঁহাকে বলিলেন, "হ্যাঁরে তুই নাকি চাকরী করছিস?" নিরঞ্জন বলিলেন, "আজ্ঞে হ্যাঁ মায়ের জন্যে দুটী অন্নের যোগাড় করতে ত হবে।" রামকৃষ্ণদেব কহিলেন, "মার জন্যে, তা না হলে বলতুম, তোকে ধিক্!"

রামচন্দ্র বিশ্বনাথের সহিত উদ্যানে বেড়াইতে বেড়াইতে রামকৃষ্ণদেব সম্বন্ধে কথোপকথন করিতে লাগিলেন।

এক দিন সেখানে কে কতদিন তাঁহার নিকট যাতায়াত করিতেছেন, কি প্রকারেই বা প্রথম তাঁহার বিষয় জানিতে পারিলেন, পরস্পরে ইত্যাকার নানাবিধ প্রসঙ্গ হইতে লাগিল। কথাপ্রসঙ্গে রামচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা উপাধ্যায় মশাই, আপনি এঁকে কি রকম মনে করেন?"

উপাধ্যায় কহিলেন, "আমি বেদ বেদান্ত সব পড়িছি, নানা দেশে নানা রকম সাধু সন্ন্যাসীও দেখেছি, কিন্তু এঁর কাছে এসে আমার আর কোন আকাঙ্ক্ষা নেই। বেশী আপনাকে আর কি বলব? বেদে যা নেই, ইনি তা দেন, এঁর কাছে তা পাওয়া যায়, আর ইনি সেই বেদ বেদান্তাদি সর্ব্বশাস্ত্রের

প্রমাণের জন্ম এসেছেন—আমি ত এই প্রত্যক্ষ করছি। আপনিও আসা যাওয়া করুন, সমস্তই প্রত্যক্ষ করবেন?" এই কথা বলিতে তাঁহার প্রাণ খুলিয়া গেল, রামকৃষ্ণদেবের নিকট তাঁহার আগমনের প্রকৃত কারণ, তাঁহার সেই অদ্ভুত স্বপ্ন, এক জ্যোতির্ম্মণ্ডলের মধ্যে জ্যোতির্ম্ময় রামকৃষ্ণ মূর্ত্তি দর্শন, তাহার পর তাঁহার দক্ষিণেশ্বরে আগমন, দুই জনে ভূতানন্দের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন প্রভৃতি সমস্ত কথা রামকে মুক্তকণ্ঠে বলিয়া ফেলিলেন।

বিশ্বনাথের অচলা ভক্তি, স্থির বিশ্বাস, প্রশান্ত মনোভাব দেখিয়া রামচন্দ্র বুঝিলেন, বিশ্বনাথ পরমহংসদেবের নিকট আসিয়া সিদ্ধমনোরথ হইয়াছেন, ভাবিলেন, তবে আমি কেন সেই পতিতপাবন হরির দর্শন পাইব না?

রামের মন ক্রমশঃ ভগবদ্দর্শনের জন্য অস্থির হইয়া উঠিল। ক্রমে যত দিন যাইতে লাগিল, ততই তাঁহার প্রাণের এই ব্যাকুলতা বাড়িতে লাগিল। এক দিন সন্ধ্যার পূর্ব্বে রামকৃষ্ণদেবের নিকট উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, তাঁহার নিকট আর কেহ নাই। তখন প্রাণের আবেগে তাঁহার সমস্ত অশান্তির কারণ ঠাকুরকে জানাইয়া বলিলেন, "মশাই, আমি হরির দর্শন কেন পাইনে?"

রামকৃষ্ণদেব কহিলেন, "তা কেমন করে বলব? হরিকে পাওয়া না-পাওয়া হরির হচ্ছে, আমি তার কি বলতে পারি?" রামচন্দ্র ভাবিলেন, পরমহংসদেবের কাছে যিনিই আগমন করেন, তাঁহারই কেমন শান্তি লাভ হয়, তাঁহার নিজের তাহা হয় না কেন?

রামচন্দ্র জিজ্ঞাসিলেন, "মশাই, এতদিন আপনার কাছে যাতায়াত কচ্ছি, আমার কিছু হচ্চে না কেন?"

রামকৃষ্ণদেব কহিলেন, "তা বাপু, আর না হয় নাই আসবে, আমি ত কিছু প্রত্যাশা করিনি কারুর কাছে। তোমার না পোষায় এসো না।" এই কথা বলিয়া তিনি স্থানান্তরে চলিয়া গেলেন।

রামচন্দ্র বিশ্ব আঁধারময় দেখিলেন, প্রাণ আকুল হইয়া উঠিল, জীবন ভার বোধ হইতে লাগিল। যন্ত্রণায় ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া নিভৃতে অন্ধকারে গঙ্গা-তীরে যাইয়া মনে করিলেন, প্রাণ বিসর্জ্জন করিবেন, কিন্তু তাহা করিতে না পারিয়া ভাবিলেন, স্বপ্নে যে মন্ত্র পাইয়াছেন জপ করিবেন। কেনই বা স্বপ্নে প্রাপ্ত মন্ত্র এত দিন নিষ্ঠা করিয়া জপ করেন নাই! কৈ, পরমহংসদেব যাহা করিতে বলিয়াছিলেন, তাহা ত তিনি করেন নাই। তিনি বলিয়াছিলেন, স্বপ্নে মন্ত্র পাওয়া বড় ভাগ্যের কথা, কেহ এমন পায় না, গুরুকে বলে

স্বপ্নসিদ্ধ। তবে কেন আমি ভগবান্ পাব না, মহাপুরুষের কথা বৃথা হবে কি? না কখনই নয়। আমি তাঁর উপদেশ পালন করিনি, তাই আমি হতভাগা, হরির দর্শন পাইনি।' রামচন্দ্র নিজের অপরাধ বুঝিতে পারিয়া তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন, তিনি সেই সিদ্ধমন্ত্র জপিবার সংকল্প করিলেন। রামকৃষ্ণদেব যে ঘরে থাকিতেন, তাহার উত্তর দিকের বারাণ্ডায় অন্ধকারে বসিয়া মন্ত্র জপ আরম্ভ করিলেন।

কতক্ষণ নিবিষ্টচিত্তে জপ করিয়াছেন, জানেন না, হঠাৎ চক্ষু খুলিয়া দেখিলেন, সহাস্য বদনে রামকৃষ্ণদেব সম্মুখে দণ্ডায়মান। রামের প্রাণ মহানন্দে মাতিয়া উঠিল, অমনি তিনি তাঁহার শ্রীচরণে মস্তক রাখিয়া প্রণাম করিলেন। রামকৃষ্ণদেব তাঁহার হস্ত ধরিয়া তুলিলেন, বলিলেন, "দেখ, বাড়ী যাও, বাড়ী গিয়ে ভক্তসেবা করগে। আর এখানে যখন আস্‌বে এক পয়সার যা হোক কিছু কিনে এনো। সাধুস্থানে দেবতার স্থানে শুধু হাতে আস্‌তে নাই।" রামকৃষ্ণদেব যাঁহাকে বিশেষ কৃপা করিতেন, তাঁহাকেই ঐরূপ আসিবার সময় কিছু আনিতে অনুরোধ করিতেন। ক্রমে অনেকেই অনেক রকম ভোজ্যবস্তু আনিতেন, রামকৃষ্ণদেব হয়ত তাহার মধ্যে এককণা আপনার মুখে দিয়া সমস্তই উপস্থিত ভদ্রলোকের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিতে বলিতেন। (ক্রমশঃ)

স্বামী বিবেকানন্দের পত্র।

নমো ভগবতে শ্রীরামকৃষ্ণায়।

হে ভ্রাতৃবৃন্দ, ইতিপূর্ব্বে তোমাদের এক পত্র লিখি—সময়াভাবে তাহা অতি অসম্পূর্ণ।—লক্ষ্ণৌ হইতে এক পত্র লেখেন, তাঁহারা হিন্দু খবরের কাগজরা আমার সুখ্যাতি করিতেছে, এই কথা লেখেন ও তাঁহারা বড় আনন্দিত যে, ২০ হাজার লোক খিচুড়ি খেয়েছে। এদেশে আমি অনেক অধিক কাজ করতে পারতুম, তবে ব্রেহ্ম ও মিশনরিরা আমার পিছে পড়ে আছে এবং ভারতবর্ষের হিন্দুরা আমার হয়ে ত কিছু করলে না অর্থাৎ যদি কলিকাতার অথবা মান্দ্রাজের হিন্দুরা সভা করে resolution পাশ করিত যে, ইনি আমাদের প্রতিনিধি এবং আমেরিকার লোকেদের অভিনন্দন করিত, আমাকে

যত্ন করিয়াছে বলিয়া, তা হলে অনেক কাজ এগিয়ে যেত। কিন্তু এক বৎসর হয়ে গেল, কৈ কিছুই হলো না।* অবশ্য বাঙ্গালীদের উপর আমার কিছুই ভরসা ছিল না—তবে মান্দ্রাজবাসীরাও কিছু করতে পারলে না। * * *

আমাদের জাতের কোনও ভরসা নাই। কোনও একটা স্বাধীন চিন্তা কারও মাথায় আসে না—সেই ছেঁড়া কাঁথা সকলে পড়ে টানাটানি—রামকৃষ্ণ পরমহংস এমন ছিলেন তেমন ছিলেন আর আষাঢে গপ্পি—গপ্পির আর সীমাসীমান্ত নাই। হরে হরে—ব'ল একটা কিছু করে দেখাও যে, তোমরা কিছু অসাধারণ—খালি পাগলামি। আজ ঘণ্টা হল, কাল তার উপর ভেঁপু হল, পরশু তার উপর চামর হল, আজ খাট হল, কাল খাটের ঠেঙ্গে রূপো বাঁধান হল—আর লোকে খিচুড়ি খেলে আর লোকের কাছে আষাঢে গল্প ২০০০ মারা হল—চক্রগদাপদ্মশঙ্খ—আর শঙ্খগদাপদ্মচক্র—ইত্যাদি একেই ইংরাজীতে imbecility বলে—যাদের মাথায় ঐ রকম বেকোমো ছাড়া আর কিছু আসে না, তাদের নাম imbecile—ঘণ্টা ডাইনে বাজ্‌বে বা বাঁয়ে, চন্দনের টিপ মাথায় কি কোথায় পরা যায়—পিদ্দীম ২ বার ঘুরবে বা চার বার, ঐ নিয়ে যাদের মাথা দিন রাত ঘামতে চায়, তাদেরই নাম হতভাগা আর ঐ বুদ্ধিতেই আমরা লক্ষ্মীছাড়া জুতো-খেকো আর এরা ত্রিভুবনবিজয়ী। কুড়েমীতে আর বৈরাগ্যে আকাশ পাতাল তফাৎ।

যদি ভাল চাও তো ঘণ্টাফণ্টা গুলোকে গঙ্গার জলে সঁপে দিয়ে সাক্ষাৎ ভগবান্ নরনারায়ণের—মানবদেহধারী হরেক মানুষের পূজা করগে—বিরাট্ আর স্বরাট্। বিরাট্ রূপ এই জগৎ—তার পূজা মানে তার সেবা—এর নাম কর্ম্ম ঘণ্টার উপর চামর চড়ান নয়—আর ভাতের থালা সাম্‌নে ধরে ১০ মিনিট বসবো কি আধঘণ্টা বসবো—এ বিচারের নাম কর্ম্ম নয়, ওর নাম পাগলা গারদ। ক্রোর টাকা খরচ করে কাশী বৃন্দাবনের ঠাকুরঘরের দরজা খুল্‌চে আর পড্‌চে। এই ঠাকুর কাপড় ছাড়চেন ত এই ঠাকুর ভাত খাচ্চেন, ত এই ঠাকুর আঁটকুড়ির বেটাদের গুষ্টির পিণ্ডি করছেন—এদিকে জেন্ত ঠাকুর অন্ন বিনা বিদ্যা বিনা মারা যাচ্চে। বোম্বায়ের বেনেগুলো ছারপোকার হাঁসপাতাল বনাচ্ছে—মানুষগুলো মরে যাক্। তোদের বুদ্ধি নাই যে, এ কথা বুঝিস—আমাদের দেশের মহাব্যারাম—পাগলা গারদ দেশ ময়। * * তাঁরা আগুনের মত ছড়িয়ে পড়ুন—

এই বিরাটের উপাসনা প্রচার করুন—যা আমাদের দেশে কখনও হয় নাই। লোকের সঙ্গে ঝগড়া করা নয়, সকলের সঙ্গে মিশতে হবে। * * *

Idea ছড়া—গাঁয়ে গাঁয়ে, ঘরে ঘরে যা—তবে যথার্থ কর্ম হবে। নইলে চিৎ হয়ে পড়ে থাকা আর মধ্যে মধ্যে ঘণ্টা নাড়া কেবল রোগ-বিশেষ। Independent হ, স্বাধীন বুদ্ধি খরচ করতে শেখ্—অমুক তন্ত্রের অমুক পটলে ঘণ্টার বাঁটের যে দৈর্ঘ্য দিয়েছে, তা আমার কি? প্রভুর ইচ্ছায় ক্রোর তন্ত্র বেদ পুরাণ তোদের মুখ দিয়ে বেরিয়ে যাবে। যদি কাজ করে দেখাতে পারিস, যদি এক বৎসরের মধ্যে ২।৪ লাখ চেলা ভারতে যায়গায় যায়গায় করতে পারিস্, তবেই বুঝি।

সেই যে বোম্বাই থেকে এক ছোক্‌রা মাথা মুড়িয়ে রামেশ্বরে যায়, সে বলে, আমি রামকৃষ্ণ পরমহংসের শিষ্য!! না দেখা না শুনা—একি চেঙড়ামো নাকি? গুরুপরম্পরা ভিন্ন কোনও কায হয় না—ছেলেখেলা না কি? উড়ধামারা আমি শিষ্য—কচুপোড়া খাও। সে ছোঁড়াটা যদি দস্তুর মত পথে না চলে, দূর করে দিবে। গুরুপরম্পরা অর্থাৎ সেই শক্তি যা গুরু হতে শিষ্যে আসে আবার তাঁর শিষ্যে যায়, তা ভিন্ন কিছুই হবার নয়। উড়ুধা আমি রামকৃষ্ণের শিষ্য—একি ছেলেখেলা নাকি? আমাকে জা— বলেছিল যে, একজন বলে তোমার গুরুভাই, আমি এখন ঠাউরে ধরেছি সেই ছোকরা। গুরুভাই কি রে? হাঁ, চেলা বলতে লজ্জা করে। একদম গুরু বন্‌বে। দূর করে দিও যদি দস্তুর মত পথে না চলে।

ঐ যে——র মনের অশান্তি, তার মানে কোন কাজ নাই—গাঁয়ে গাঁয়ে যা, ঘরে ঘরে যা, লোকহিত, জগতের কল্যাণ কর্—নিজে নরকে যাও, পরের মুক্তি হোক—আমার মুক্তির বাপ নির্ব্বংশ। নিজের ভাবনা যখনি ভাব্‌বে, তখন মনে অশান্তি। তোমার শান্তির দরকার কি বাবাজী? সব ত্যাগ করেছ, এখন শান্তির ইচ্ছা, মুক্তির ইচ্ছাটাকেও ত্যাগ করে দাও ত বাবা। কোনও চিন্তা রেখ না, নরক স্বর্গ ভক্তি বা মুক্তি সব don't care আর ঘরে ঘরে নাম বিল্লোও দিকি বাবাজী। আপনার ভাল কেবল পরের ভালয় হয়, আপনার মুক্তি ও ভক্তি পরের ভক্তি বা মুক্তিতে হয়—তাইতে লেগে যাও, মেতে যাও, উন্মাদ হয়ে যাও। ঠাকুর যেমন তোমাদের ভাল বাসতেন, আমি যেমন তোমাদের ভালবাসি, তোমরা তেমনি জগতকে ভালবাস দেখি।

সকলকে একত্র কর।—কোথায়? তাকে তোমাদের কাছে আনবে। তাকে আমার অনন্ত ভালবাসা।—কোথা? সে আসতে চায় আসুক। আমার নাম করে তাকে ডেকে আন। এই কটী কথা মনে রেখ।

১। আমরা সন্ন্যাসী, ভক্তি ভুক্তি মুক্তি সব ত্যাগ।

২। জগতের কল্যাণ করা, আচণ্ডালের কল্যাণ করা -এই আমাদের ব্রত।

তাতে মুক্তি আসে বা নরক আসে।

৩। রামকৃষ্ণ পরমহংস জগতের কল্যাণের জন্য এসেছিলেন। তাঁকে মানুষ বল বা ঈশ্বর বল বা অবতার বল, আপনার আপনার ভাবে নাও।

৪। যে তাঁকে নমস্কার করবে, সে সেই মুহূর্ত্তে সোনা হয়ে যাবে। এই বার্ত্তা নিয়ে ঘরে ঘরে যাও দিকি বাবাজী—সব অশান্তি দূর হয়ে যাবে। ভয় কর না—ভয়ের যায়গা কোথা? তোমরা ত কিছুই চাওনা—এতদিন তাঁর নাম তোমাদের চরিত্র চারিদিকে ছড়িয়েছ, বেশ করেছ—এখন organised হয়ে ছড়াও—প্রভু তোমাদের সঙ্গে ভয় নাই।

আমি যদি আর বাঁচি, দেশে যাই বা না যাই, তোমরা ছড়াও, প্রেম ছড়াও।—কেবল এই কাযে লাগাও। কিন্তু মনে রেখ, পরকে মারতে ঢাল খাঁড়ার দরকার—"সন্নিমিত্তে বরং ত্যাগো বিনাশে নিয়তে সতি।"

ইতি

পুঃ—পূর্ব্বের চিঠি মনে রেখ—মেয়ে মদ্দ দুই চাই, আত্মাতে মেয়ে পুরুষের ভেদ নাই তাঁকে অবতার বল্লেই হয় না,—শক্তির বিকাশ চাই—কোথায়? ছড়াতে বল—হাজার হাজার পুরুষ চাই স্ত্রী চাই—যারা আগুনের মত হিমাচল থেকে কন্যাকুমারী—উত্তর মেরু থেকে দক্ষিণ মেরু দুনিয়াময় ছড়িয়ে পড়বে। ছেলে খেলার কাজ নাই—ছেলেখেলার সময় নাই—যারা ছেলেখেলা করতে চায় তফাত হও এই বেলা—নইলে মহা আপদ তাদের। Organisation চাই—কুঁড়েমি দূর করে দাও, ছড়াও—ছড়াও—আগুনের মত যাও সব যায়গায়। আমার উপর ভরসা রেখ না। আমি মরি বাঁচি তোমরা ছড়াও, ছড়াও।

ইতি

বিবেকানন্দ।

স্বামী বিবেকানন্দ ও বর্ত্তমান যুগের অভাব। *

আজ আমরা স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব উপলক্ষে সমবেত হইয়াছি। আমার উপর তাঁহার সম্বন্ধে কিছু বলিবার ভার পড়িয়াছে। যদিও আমি এই কার্য্যের একান্ত অনুপযুক্ত, তথাপি যথাসাধ্য তাঁহার জীবনালোচনা করিয়া নিজেকে পবিত্র করিবার চেষ্টা করিব। প্রকৃত পক্ষে এরূপ মহাপুরুষের জীবন বুঝা বড় কঠিন ব্যাপার—কারণ, ইঁহারা জনসাধারণের নিকট নিজের প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশ করিতে চেষ্টা করেন না। স্বামীজি—প্রতিষ্ঠাকে "শূকরীবিষ্ঠার" ন্যায় পরিত্যজ্য বলিয়া মনে করিতেন এবং খ্যাতিলাভের ভয়েই পরিব্রাজক অবস্থায় ভ্রমণ কালে কোন স্থানে অধিক কাল অবস্থান করিতেন না ও ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন নাম গ্রহণ করিতেন।

যাঁহারা লোকশিক্ষা দিবার জন্য শরীর ধারণ করেন, তাঁহাদের প্রকৃতই এই ভাব, তাঁহারা সহজে কাহারও কাছে ধরা দিতে চান না। ভগবান্ রামকৃষ্ণদেবের সম্বন্ধেও এইরূপ শুনিতে পাওয়া যায়। তাঁহার অনেক ভক্ত তাঁহার সম্বন্ধে একবার বলিয়াছিলেন যে, "ঠাকুরকে প্রথমদর্শনে মনে হইয়াছিল যে, তিনি আমাদিগের অপেক্ষা বেশী বড় লোক নহেন—ক্রমে তাঁহার বিষয় যত জানিতে লাগিলাম, ততই তিনি যে কত বড় তাহা দিন দিন বুঝিতে লাগিলাম। এক্ষণে মনে হয় যে, তাঁহার মহত্ব অসীম, আমাদের কল্পনার অতীত; কেবল আমরা যতটুকু গ্রহণ করিতে পারি, তাঁহার মহান্ ভাবের ততটুকুই তিনি আমাদিগকে দেখান।"

স্বামীজির ন্যায় মহাপুরুষের জীবনালোচন সাধারণের পক্ষে মহা কঠিন ব্যাপার; কারণ, যাঁহারা সাধারণ দৃষ্টিতে তাঁহাকে দেখিবেন, তাঁহাদিগের নিকট তিনি একরূপ, যাঁহারা তাঁহার সম্বন্ধে অধিকতর বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট তিনি আর একরূপ এবং এই মঠের যে সকল ত্যাগী

* এই প্রবন্ধটি বেলুড় মঠে আহূত বিবেকানন্দ সমিতির সাম্বৎসরিক উৎসবের দিন পঠিত হইবার জন্য লিখিত হয়। সময়াভাবে পঠিত না হওয়ায় ২২শে ফেব্রুয়ারি উক্ত সমিতির সাধারণ অধিবেশনে উহা পঠিত হইয়াছিল।

মহাপুরুষগণ সর্ব্বদা তাঁহার সঙ্গ করিতেন, তাঁহাদের নিকট তিনি অন্য রূপে প্রতীয়মান হইতেন। ইহার কারণ এই যে, প্রত্যেক লোকের জীবনে এক একটী আদর্শ আছে এবং যে লোককে বুঝিতে হইবে, তাঁহাকে আমার আদর্শের দ্বারা বুঝিতে গেলে চলিবে না, তাঁহাকে তাঁহার নিজের আদর্শ দ্বারা বুঝিতে চেষ্টা করিতে হইবে। তবেই তাঁহাকে ঠিক ঠিক বুঝা হইবে। যেমন হিন্দুর জাতীয় ধর্ম্ম "ত্যাগ"। কোন হিন্দুকে বুঝিতে গেলে এই "ত্যাগের" আদর্শ দ্বারা বুঝিতে হইবে। আবার ইংরাজ বণিকের জাত, তাহাদিগকে বুঝিতে হইলে "ব্যবসায় বুদ্ধির" ভিতর দিয়া বুঝিতে হইবে; ত্যাগের তারতম্যে বুঝিলে চলিবে না। সেইরূপ স্বামীজীকে বুঝিতে হইলে সত্যনিষ্ঠা সরলতা প্রেম ত্যাগ বৈরাগ্য প্রভৃতির ভিতর দিয়া বুঝিতে চেষ্টা না করিলে তাঁহাকে কিছুই বুঝা হইবে না। যিনি এই সকল আদর্শের যতটুকু উপলব্ধি করিয়াছেন, তিনি স্বামীজিকে ততটুকু ঠিক ঠিক বুঝিয়াছেন আর এইগুলি ছাড়িয়া স্বামীজির বিষয় যিনি বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহার বুঝা গভীরত্বহীন ভাসা ভাসা হইয়াছে নিশ্চয়।

তবে স্বামীজি সকল বিষয়ের চরমে উঠিয়াছিলেন বলিয়া যে আদর্শের ভিতর দিয়াই তাঁহাকে দেখা যাউক না কেন, তাঁহার সম্বন্ধে কিছু না কিছু বুঝিতে পারা যাইবেই। সেই জন্যই শিক্ষাভিমানী লোকের নিকট তিনি কেবল মাত্র বিদ্যাবুদ্ধির সমুদ্রবিশেষ বলিয়া পরিচিত। মহা মহা পণ্ডিতগণকে তিনি দুই চারি কথায় নিরস্ত করিতে পারিতেন। পাশ্চাত্য জগতের Max Muller প্রভৃতি মহারথিগণও তাঁহার শাস্ত্রের ব্যাখ্যা ও প্রতিভা দর্শনে স্তম্ভিত হইয়াছিলেন। সূক্ষ্ম রাজনীতি সমাজনীতি প্রভৃতি বিষয়ে তিনি অনর্গল বলিয়া যাইতে পারিতেন ও প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ পণ্ডিতগণ শিষ্যের ন্যায় তাহা শ্রবণ করিতেন। স্থাপত্য, কৃষি, ভাষাতত্ত্ব, ইতিহাস, বিজ্ঞান, শিল্প প্রভৃতি বিষয়ে তিনি একরূপ গভীর গবেষণা-পূর্ণ অপূর্ব্ব মতামত প্রকাশ করিতে পারিতেন যে, সাধারণ পুস্তকাদিতে বা ঐ সকল বিষয়ে বিশেষ তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিদিগের নিকটেও ঐরূপ দেখিতে বা শুনিতে পাওয়া যায় না। এই গুলিই সচরাচর সাধারণের চক্ষে পড়ে, কিন্তু স্বামীজীকে প্রকৃতভাবে বুঝিতে গেলে এ গুলির দ্বারা বিশেষ কিছুই সহায়তা হয় না।

সকল প্রকার বিদ্যানুশীলনেই তাঁহার সমান উৎসাহ ছিল ও প্রত্যেক

বিষয়েই তাঁহার বিশেষত্ব ও মৌলিকতা দেখিতে পাওয়া যাইত। সঙ্গীতবিদ্যায় তিনি বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। তাঁহার মধুর কণ্ঠ যিনি একবার শুনিয়াছেন, তিনি কখনও ভুলিতে পারিবেন না। সে গান ভাবে পরিপূর্ণ, তাহাতে প্রাণ একেবারে মাতিয়া উঠিত ও ক্ষুধা, তৃষ্ণা, নিদ্রা ভুল হইয়া যাইত। তাঁহার সঙ্গীতসম্বন্ধে মতামতও অতি অপূর্ব। দেশীয় সঙ্গীত ও পাশ্চাত্য সঙ্গীতের গুণাগুণ এবং কি ভাবে সংস্কার করিলে দেশীয় সঙ্গীত সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইবে, এই সকল বিষয় অতি সরল ভাবে বুঝাইয়া দিতেন।

স্বামীজী যে একজন কবি ছিলেন, তাহারও পরিচয় তল্লিখিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতায় পাওয়া যায়। এইরূপ কবিতা যতগুলি সংগ্রহ করিতে পারা গিয়াছে, তাহা বিবেকানন্দ সমিতি কর্ত্তৃক 'বীরবাণী' নামে ক্ষুদ্র পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে।

পূর্ব্বে স্বামীজির যে সকল গুণ বর্ণিত হইল, তাহা সকলই তাঁহার ছিল সত্য কিন্তু যাঁহারা বলেন যে, তিনি কেবলমাত্র একজন অদ্বিতীয় বাগ্মী ছিলেন ও ঐ শক্তিপ্রভাবেই পাশ্চাত্য জগৎকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন। তাঁহারা স্বামীজির বিষয় এক প্রকার কিছুই জানেন না। তাঁহাদের একবার ভাবা উচিত যে, পাশ্চাত্যের লোকেরা প্রত্যক্ষ ফল না পাইলে সহজে কিছুতেই বিশ্বাস করে না (practical)। তাহারা শুধু বক্তৃতায় ভুলিবার জাতি নহে, সেখানে ভেল চলে না, বিদেশীয় প্রত্যেক বস্তুই তাহারা না যাচাইয়া গ্রহণ করে না। অতএব এই বাগ্মিতা ছাড়া স্বামীজির আরও অন্যান্য জিনিষ ছিল, যাহা পাইয়া পাশ্চাত্য জগৎ মুগ্ধ হইয়াছে। সুতরাং কেবলমাত্র এই বিদ্যাবুদ্ধির তারতম্যের দ্বারা তাঁহাকে বুঝিতে চেষ্টা করা বাহুল্যের কথা।

যে সকল গৃহী ভক্ত বা বন্ধুগণ প্রায় স্বামীজির নিকট যাতায়াত করিতেন, তাঁহাদের নিকটও এই বিদ্যাবুদ্ধি ছাড়া স্বামীজির অন্যান্য সদ্‌গুণ রাশির কিছু কিছু আভাস পাওয়া যায়। ইঁহারা বলেন যে, স্বামীজীর 'সেই আশ্চর্য্য ব্যক্তিগত প্রভাব (Wonderful personality) ও সেই অনির্ব্বচনীয় ভালবাসা—উহা ভুলিবার যো নাই। সে ভালবাসার আস্বাদ যে একবার পাইয়াছে, সে আত্মহারা হইয়া আপনাকে স্বামীজির চরণে বিক্রীত করিয়াছে। স্বামীজীই তাহার সর্ব্বস্বধন। সে ভালবাসার বর্ণনা করা চলে না, সে অনুভব

করিবার জিনিষ। শত অপরাধ করিলেও সে ভালবাসা হ্রাস হইত না। আর আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, প্রায় সকলেই মনে করিতেন যে, কিসে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল হইবে, ইহাই স্বামীজীর সর্ব্বদা চিন্তার বিষয়। বাপ মার ভালবাসাও এতদূর নিঃস্বার্থ কিনা সন্দেহ। এ ভালবাসা বাস্তবিকই স্বর্গীয় বস্তু।

স্বামীজির এই ভালবাসা অহেতুক ছিল। অর্থাৎ যাহাদিগকে ভাল বাসিতেন, তাহারা তাঁহার ভালবাসার কারণ কিছু খুঁজিয়া পাইত না। আবার যাহারা তাঁহার কখন অতি সামান্য উপকার করিয়াছে, দীর্ঘকাল পরে সাক্ষাৎ হইলেও এবং অতি দীনদরিদ্র হইলেও তাহাদিগকে তিনি ভুলিতেন না। তাঁহার জীবন হইতে এরূপ শত শত ঘটনা উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। তন্মধ্যে দু একটী দৃষ্টান্ত দেওয়া গেল। স্বামীজি আমেরিকা হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পর লাহোরবাসিগণ কর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া যে দিন তথায় গমন করেন, সেই দিন তাঁহার জনৈক ব্রহ্মচারী শিষ্যেরও তথায় আসিবার কথা ছিল। সে অম্বালায় অবস্থান করিতেছিল—তথা হইতে যখন লাহোরে পৌঁছিল, তখন অপরাহ্ন ৩॥০ টা। স্বামীজিরও সেই দিনই ৪॥০ টার সময় লাহোরে পৌঁছিবার কথা—শিষ্য কিন্তু স্বামীজি কবে আসিবেন, তাহা কিছুই জানিত না। সেই জন্য সে ষ্টেশনে অপেক্ষা না করিয়াই সহরে চলিয়া যায়। এ দিকে লাহোর ষ্টেশনে স্বামীজি পৌঁছিয়াছেন—তাঁহার তথায় রীতিমত অভ্যর্থনা হইতেছে। কিন্তু স্বামীজি সেই শিষ্যকে না দেখিয়া মহা চিন্তিত; অমনি অম্বালায় রিপ্লাই প্রিপেড তার করিলেন। শিষ্যের সঙ্গে রাত্রি দশটার সময় সাক্ষাৎ হইল—শিষ্য উক্ত ব্যাপার শুনিয়া অবাক্ হইয়া গেল।

আমেরিকা যাত্রার পূর্ব্বে ভারত ভ্রমণ করিতে করিতে স্বামীজি আলোয়ারে আসিয়া প্রায় এক মাস থাকেন—উদ্বোধন পাঠকগণ 'আলোয়ারে শ্রীবিবেকানন্দ' প্রবন্ধে সেই সময়ে স্বামীজি তথাকার সকলের মনে যে অপূর্ব্ব প্রভাব বিস্তার করেন, তাহার বিবরণ পাঠ করিয়াছেন। আমেরিকা হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পর তথাকার রাজা তাঁহাকে লইয়া গিয়া খুব সমারোহের সহিত অভ্যর্থনা করেন। যখন ষ্টেশনে তাঁহার অভ্যর্থনা হইতেছে, বড় বড় লোক স্বামীজিকে ঘেরিয়া রহিয়াছে, স্বামীজি দেখিলেন, দূরে দীনহীনবেশে তাঁহার পূর্ব্বপরিচিত এক দরিদ্র ভক্ত দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। স্বামীজি এক

অভ্যর্থনা গ্রাহ্য করিলেন না, 'রামসনেহি! রামসনেহি!' বলিয়া তাহাকে ডাকিয়া কাছে লইয়া আসিলেন এবং তাহার সহিত পূর্ব্ব কথা সকল কহিতে লাগিলেন। রাজার নির্দ্দিষ্ট এক প্রাসাদে তাঁহার বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। তথায় যাহাতে ইহারা অবাধে প্রবেশ করিয়া তাঁহার সহিত আলাপ করিতে পারে, এই নিয়মে স্বামীজি তথায় থাকিতে স্বীকৃত হইলেন।

এখানে এক অতি বৃদ্ধা বাস করিত—স্বামীজি তাহার গৃহে পূর্ব্বে একবার আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন—এবারেও স্বামীজি তাহার প্রদত্ত অতিশয় মোটা রুটী অতি তৃপ্তির সহিত নিজে আহার করিয়া এবং শিষ্যদের খাওয়াইয়া তাহার মনে মহা আনন্দের সঞ্চার করিলেন। শিষ্যগণকে বলিলেন, দেখ্ দেখ্, বৃদ্ধার কি মাতৃভাব! এ রুটী অতি পবিত্র।

এ ত গেল ব্যক্তিগত ভালবাসার কথা, কিন্তু তাঁহার ভালবাসা কেবল ব্যক্তিগত ছিল না। অর্থাৎ শুধু যে আপনার লোকগুলিকে বা আপনার দেশের লোকগুলিকে তিনি ভাল বাসিতেন, তাহা নহে। জাতিবর্ণনির্বিশেষে সর্ব্বজীবের প্রতি তাঁহার সমান ভালবাসা ছিল। তাঁহার এই সার্ব্বজনীন প্রেমের সম্বন্ধে একটী গল্প বলিব। স্বামীজি যখন ইংলণ্ড হইতে প্রথম বার ভারতে প্রত্যাগমন করেন, তখন তথায় চাঁদা করিয়া তাঁহার জাহাজভাড়ার টাকা তোলা হয়। এই চাঁদার টাকা তুলিবার সময় তথাকার কতকগুলি নিরাশ্রয় লোকের সাহায্যার্থে একটী লোক স্বামীজির হস্তে একখানি দরখাস্ত দেন। দরখাস্তখানি পাইবামাত্র স্বামীজি চাঁদার সমস্ত টাকা সেই লোকটিকে দান করিলেন। স্বামীজির ঈদৃশ আচরণে তথাকার জনৈক বন্ধু তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন যে, "আপনি সমস্ত টাকা দান করিলেন ত এক্ষণে কিরূপে দেশে যাইবেন?" ইহাতে স্বামীজি উত্তর করিলেন যে, "ইহারা আশ্রয়বিহনে কষ্ট পাইতেছে, ইহাদিগকে রক্ষা করা আগে, না, আমার দেশে যাওয়া আগে?"

বাস্তবিকই সমগ্র জগৎ তাঁহার আপনার ছিল। তাঁহার স্বভাব এতই কোমল ছিল যে, উহাকে যখন যে ছাঁচে ঢালিতে ইচ্ছা করিতেন, তখনই যেন উহা তদ্রূপ হইয়া যাইত। যখন তিনি আমেরিকায়, তখন উঠিতে বসিতে তিনি একজন আমেরিকাবাসী, যখন মান্দ্রাজে তখন মান্দ্রাজী এবং যখন অন্য কোন স্থানে, তখন তাহাদের একজন আপনার লোক। এতই তাঁহার সমদর্শিতা, এতই তাঁহার ভালবাসা, এতই তাঁহার সহানুভূতি!

সর্ব্বঘটে ভগবান্ বিরাজ করিতেছেন এবং সর্ব্বজীবে প্রেম করিলে ভগবান্ লাভ করা যায়, ইহাই তিনি প্রায় বলিতেন। তাঁহার কবিতা পাঠ করিলে আপনারা দেখিবেন, এই বিরাট্ মূর্ত্তির পূজার কি সুন্দর ব্যবস্থা করিয়াছেন :—

"বহুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর ?
জীবে প্রেম করে যেই জন, সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।"

এই সার্ব্বজনীন ভালবাসা প্রণোদিত হইয়াই তিনি বলিয়াছেন যে, হিন্দু, মুসলমান, শিখ, বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি সবই আমার ভাই, কাণা খোঁড়া দরিদ্র প্রভৃতি সবই আমার ভাই, চণ্ডাল মুচি মেথর প্রভৃতি সবই আমার ভাই, আমি তাহাদিগকে ভাই বলিয়া সম্বোধন করা গৌরবের বিষয় বলিয়া মনে করিব ও প্রাণপণে তাহাদিগের সেবা করিব। এই ভাব যেদিন আমাদের প্রত্যেকের ভিতর হইবে, সেই দিন বুঝিতে হইবে যে, আমাদের ভিতর প্রকৃত ধর্ম্মভাব আসিয়াছে। তিনি আরও বলিয়াছেন,—

"The poor, the weak, the miserable, let these be our gods ; why not worship them first ? Why try to dig a well on the shores of the Ganges ? In vain dost thou seek for God in temples and churches."

ইহাই বেদান্তের সারধর্ম্ম ও এই "সেবাধর্ম্ম" প্রচারই স্বামীজির জীবনের আর একটী বিশেষত্ব। পূর্ব্ব পূর্ব্ব ধর্ম্মাচার্য্যগণ "জীবে দয়া কর" এই শিক্ষাই জগৎকে দিয়া আসিতেছিলেন কিন্তু স্বামীজি বলিলেন, 'যে ব্যক্তি দয়া করে, দয়ার পাত্র অপেক্ষা সে নিশ্চয়ই উচ্চ' এরূপ ছোট বড় ভাব থাকা ভাল নহে, ইহাতে অহঙ্কার বাড়িয়া যাইতে পারে। সুতরাং সর্ব্বভূতে নারায়ণ আছেন, ইহা স্থির জানিয়া সেই নারায়ণের পূজার জন্য জীবের সেবা করিয়া আপনাকে ধন্য মনে করা উচিত। স্বামীজি জগৎকে এই উচ্চ শিক্ষা দিয়াছেন। তাঁহার এই শিক্ষা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাশ্রমসমূহ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। হে বঙ্গীয়যুবকবৃন্দ! যাহাতে এই শিক্ষার আদর্শে প্রতি জেলায় এক একটী করিয়া সেবাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহার জন্য তোমরা বদ্ধপরিকর হও। ইহাতে কেবল ভারতের নহে সমগ্র জগতের মঙ্গল হইবে নিশ্চয়ই ও তোমরাও ইহাতে কৃতার্থ হইয়া যাইবে।

স্বামীজির এই সার্ব্বজনীন প্রেমসত্ত্বেও তাঁহার স্বদেশানুরাগও কোন অংশে কম ছিল না। তিনি বলিতেন, ভারতবর্ষ "পুণ্যভূমি", এখানকার প্রতি ধূলিকণাও পবিত্র। অনাদি অনন্তকাল হইতে ভারত সমগ্র জগৎকে ধর্ম্মশিক্ষা দিয়া আসিতেছে ও আসিবে। তিনি বলিতেন, এই জন্যই শত ঝঞ্ঝাবাতের মধ্যে পড়িয়াও ভারত মরিয়াও মরিবে না। এখানে অনন্তকাল হইতে ধর্ম্মের স্রোত বহিয়া আসিতেছে, আর বোধ হয়, সেই জন্যই স্বামীজি ভারতকে তাদৃশ ভাল বাসিতেন। ভারতে দুর্ভিক্ষ বা মহামারীতে জীবক্ষয় হইলে তিনি স্থির থাকিতে পারিতেন না। কলিকাতায় যে বৎসর প্রথম প্লেগ হয়, তিনি তখন অসুস্থ হইয়া দার্জ্জিলিঙ্গে অবস্থান করিতেছিলেন। অনেকের বোধ হয় মনে আছে, এই প্লেগ কিরূপ বিভীষিকার আকার ধারণ করিয়াছিল। স্বামীজি সংবাদপত্রে এই আতঙ্কের কথা পাঠ করিয়া বিশেষ দুঃখিত হইয়া বলিয়াছিলেন যে, "আমার দেশের লোকে মারীভয়ে হাহাকার করিতেছে আর আমি শরীর অসুস্থ বলিয়া এইখানে বসিয়া থাকিব, ইহা কখনই হইতে পারে না।" তিনি ডাক্তার ও বন্ধুগণের অনুরোধ না মানিয়া কলিকাতায় চলিয়া আসিলেন। বোধ হয় অনেকের মনে আছে যে তাঁহার এই আসার ফলে এই মঠের কয়েকজন সাধু শ্রদ্ধেয়া সিষ্টার নিবেদিতার সহিত মিলিত হইয়া কলিকাতায় প্লেগ নিবারণের জন্য কিরূপ চেষ্টা করিয়াছিলেন।

আবার আমেরিকায় বহুদিন অনশন ও অর্দ্ধাশনের পর চিকাগো বক্তৃতায় যখন তাঁহার বেশ প্রতিষ্ঠা লাভ হইল, তখন তথাকার প্রথম শ্রেণীর হোটেলে তাঁহার থাকিবার বন্দোবস্ত হয়। তথাকার স্বর্ণ রৌপ্য খচিত আস্তরণ বিশিষ্ট দুগ্ধফেননিভ শয্যা ও অন্যান্য ভোগ ঐশ্বর্য্যের আসবাব দেখিয়া, গৃহ অর্গলবদ্ধ করিয়া স্বামীজি ক্রন্দন করিতে করিতে মা জগদম্বাকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন, "মা! আমার দেশের লোক তোর কাছে কি অপরাধ করিয়াছে মা রে, তাহারা এক মুষ্টি অন্নের জন্য লালায়িত আর এই দেশের লোকেরা ভোগ ঐশ্বর্য্যের স্রোতে সন্তরণ করিতেছে?"

আর একবার পশ্চিমাঞ্চলের জনৈক পণ্ডিত তাঁহার সহিত বেদান্তের কূটতর্ক করিতে আইসেন। এই সময় দুর্ভিক্ষের অত্যন্ত প্রকোপ হইয়াছিল। স্বামীজি তাঁহার সহিত কোন প্রকার শাস্ত্রালাপ না করিয়া বলেন যে, আগে তোমার দেশের লোকের হাহাকার অন্নকষ্ট কিসে দূর হয়, তাহার জন্য চেষ্টা

কর; পরে বেদান্তের বিচার হইবে। লক্ষ লক্ষ লোক অনশনে প্রাণত্যাগ করিতেছে, তাহাদের রক্ষার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা কর, ইহাই বেদান্তের সারধর্ম। এই প্রগাঢ় স্বদেশানুরাগ প্রণোদিত হইয়াই তিনি বলিয়াছেন যে, আত্মীয় স্বজন ভাই বন্ধু প্রভৃতির মমতা যখন তুমি বিসর্জ্জন দিতে পারিবে, তাহাদিগকে মরিতে দেখিলেও নিজের আদর্শ বা উদ্দেশ্য যখন পরিত্যাগ করিবে না, এবং সকল প্রকার স্বার্থে জলাঞ্জলি দিতে যখন প্রস্তুত হইতে পারিবে, তখন বুঝিব যে, তোমার স্বদেশপ্রেম আরম্ভ হইয়াছে মাত্র।

সত্যনিষ্ঠা ও সরলতাও স্বামীজির মজ্জাগত ছিল। পরমহংসদেবের উক্তিতে আছে, "মন মুখ এক করা চাই, ভাবের ঘরে চুরি থাকিলে ভগবান্ লাভ হয় না।" ভগবান্ লাভ ত অনেক দূরের কথা, এই সরলতা না থাকিলে কোন মহৎ কার্য্যই সাধিত হইতে পারে না। স্বামীজির ন্যায় যাঁহারা মহৎ উদ্দেশ্য লইয়া জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহাদের সকলেরই সত্যনিষ্ঠা ও সরলতা পূর্ণ মাত্রায় থাকে। কপট ভাব কাহাকে বলে, স্বামীজি তাহা জানিতেন না। তিনি বলিতেন, "Be true to your principles, be thoroughly sincere; everything else will follow and you will work wonders" এ সরলতা পূর্ণ মাত্রায় না থাকিলে স্বামীজি আমেরিকায় কামিনী কাঞ্চন ও তাদৃশ ভোগ বিলাসের মধ্যে থাকিয়াও স্বয়ং ঈদৃশ পবিত্র থাকিতে পারিতেন না। তাঁহার এই সরলতায় পাশ্চাত্য জগৎ মুগ্ধ হইয়াছিল, তাঁহার বাগ্মিতায় নহে। যখন যাহা সত্য বলিয়া মনে করিতেন, সকলের সমক্ষে নির্ভীক অন্তঃকরণে তিনি তৎক্ষণাৎ তাহা প্রকাশ করিতেন এবং সমগ্র জগৎ তাঁহার বিপক্ষে দাঁড়াইলেও নিজের আদর্শ বা উদ্দেশ্য কখনও পরিত্যাগ করিতেন না। তর্কে তাঁহার জয় অনিবার্য্য কিন্তু তর্কের সিদ্ধান্ত ভুল বলিয়া বুঝিতে পারিলে তৎক্ষণাৎ আপনাকে তিনি সংশোধন করিতেন। তিনি বলিতেন যে, "যাহা কিছু ভাল কার্য্য করিয়াছি, সে সমস্তই ঠাকুর করাইয়াছেন, আর যাহা কিছু অন্যায় করিয়াছি সে সমস্তই আমার কৃত এবং আমিই তাহার জন্য দায়ী।" বড়লোকদিগের ভিতর অনেক সময় এই সরলতার অভাব থাকে বলিয়া, তিনি বলিতেন যে, তাহাদিগের দ্বারা কখনও কোন মহৎকার্য্য সাধিত হয় নাই বা হইবেও না। তিনি আরও বলিতেন যে, 'উহারা বেশ সাজাইয়া রাখিবার জিনিস কিন্তু ঐ পর্য্যন্ত! 'তাঁহার ওজস্বিনী ভাষায় তিনিবলিতেন' "Put them up in show-cases, they are nice things for that, but don't ex-

pect any great or good work from them. If India is to be raised, She will be raised by the power of the begging bowl and not by these big men!!" তিনি আরও বলিতেন, "টাকায় কি করে? "It is man that makes money but not vice versa." আপনার উপর শ্রদ্ধা চাই, বিশ্বাস চাই, সরলতা চাই, তবেই ভারত পুনরায় জাগিবে। অতএব হে বঙ্গীয় যুবকবৃন্দ! এই সকল সদ্‌গুণ যাহাতে তোমাদের ভিতর আইসে, তাহার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা কর।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, স্বামীজির চরিত্রের ভিত্তি—সত্যনিষ্ঠা, সরলতা, প্রেম, ত্যাগ ও বৈরাগ্যের উপর। এই ত গেল সরলতা প্রেম প্রভৃতির কথা। এক্ষণে স্বামীজির কিরূপ ত্যাগ ও বৈরাগ্য ছিল, তাহার কিঞ্চিন্মাত্র আভাস দিতে চেষ্টা করিব। পরমহংসদেব কামকাঞ্চন ত্যাগ শিক্ষা দিয়াছেন ও স্বামীজি ঠিক ঠিক সেই আদর্শে চরিত্র গঠিত করিয়াছিলেন। ত্যাগের বিশেষ পরিচয় তাঁহার যৌবনকাল হইতেই পাওয়া যায়। বি এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পর তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয় ও তজ্জন্য সংসারিক অবস্থা সেরূপ সচ্ছল ছিল না। এমন কি, অতিকষ্টে দুইবেলা উদরান্নের সংস্থান হইত। এই সময়ে কোথাও নিমন্ত্রণ আছে, এই বাপদেশে কতদিন অনশনে কাটাইয়াছেন কিন্তু বাটীতে কেহ তাহা জানিতে পারেন নাই। আবার যাঁহারা বরাহনগর মঠের কথা অবগত আছেন, তাঁহারা জানেন যে, পরমহংসদেবের দেহত্যাগের পর স্বামীজি নিজে অনুষ্ঠান করিয়া তাঁহার গুরুভাইগণকে কিরূপ ত্যাগ ও কি তীব্র বৈরাগ্য শিক্ষা দিয়াছিলেন। এই সময়ে স্বামীজি যেরূপ কঠোর ভাবে তপস্যা করিতেন, সাধারণ লোকের পক্ষে বাস্তবিকই তাহা অসম্ভব। কিন্তু এরূপ ত্যাগ অভ্যাস করিয়াও স্বামীজি সন্তুষ্ট ছিলেন না। তিনি মধ্যে মধ্যে আক্ষেপ করিয়া বলিতেন যে, "পরমহংসদেব তাঁহার নিজজীবনে যেরূপ ত্যাগ ও বৈরাগ্য শিক্ষা দিয়াছেন, আমরা তাহার ষোল আনার এক আনাও করিতে পারিলাম না। আমরা এতই অপদার্থ।"

তিনি যে কেবল মাত্র কাম্যবস্তু ত্যাগ করিয়াছিলেন, তাহা নহে, সকল প্রকার ভোগবাসনাই একেবারে ত্যাগ হইয়াছিল। এইরূপ ত্যাগ অভ্যাস করিয়াছিলেন বলিয়াই স্বামীজি লিখিয়াছেন;—

"চূর্ণ হোক স্বার্থ, সাধ, মান, হৃদয় শ্মশান
নাচুক তাহাতে শ্যামা।"

সাধু এই সকল বস্তু লইয়াই জগৎ সংসার চলিতেছে। তজ্জন্যই দেখি, যাহা সাধারণ লোকের নিকট গ্রাহ্য, তাঁহা স্বামীজির ত্যাজ্য ছিল এবং যাহা সাধারণ লোকের নিকট ত্যাজ্য, স্বামীজির তাহা গ্রাহ্য ছিল। এই জন্যই যাহাদিগকে সকলে হীন ও নীচ বলিয়া ঘৃণা করে, তাহাদিগকে স্বামীজি কোলে তুলিয়া লইতেন এবং এই জন্যই তিনি সমগ্র জগতে মহা সম্মান লাভ করিয়াও উহাকে শূকরীবিষ্ঠার ন্যায় পরিত্যাগ করিতে পারিয়াছিলেন।

ব্রহ্মচর্য্য এই ত্যাগের একটী প্রধান অঙ্গস্বরূপ। গৃহস্থের পক্ষেও সাধ্যমত এই ব্রহ্মচর্য্য ব্রত পালনীয়। সন্ন্যাসীর পক্ষে এই ব্রহ্মচর্য্যের বিধি আরও কঠিন। অর্থাৎ কেবলমাত্র কামিনী হইতে দূরে থাকিলেই ব্রহ্মচর্য্য হয় না, মন হইতে কামের ভাব একেবারে চলিয়া যাওয়া যাই; তবেই ঠিক ঠিক ব্রহ্মচর্য্য হইবে। জগতের সকল নারীকে যখন মাতৃভাবে ভিন্ন অন্য ভাবে দেখিবে না, প্রত্যেক রমণীকেই যখন ব্রহ্মময়ীর ছায়া স্বরূপ বলিয়া মনে হইবে, তখনই ঠিক ব্রহ্মচর্য্য হইয়াছে বুঝিতে হইবে। স্বামীজি এই ব্রহ্মচর্য্যের বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি বলিতেন, ব্রহ্মচর্য্য না করিলে মনের সদ্বৃত্তিগুলির স্ফূর্ত্তিসাধন হয় না। কারণ, যে বৃত্তির যত চালনা হইবে, সেই বৃত্তি তত প্রবল হইতে থাকিবে এবং কাম ক্রোধ প্রভৃতিই যদি প্রবল হইতে লাগিল, তাহা হইলে সদ্বৃত্তিস্ফূর্ত্তির আর অবসর কোথায়? ব্রহ্মচর্য্য না করিলে শক্তির ক্রমশঃ হ্রাস হইয়া থাকে, ব্রহ্মচর্য্য অভ্যাস করিলে সেই শক্তির ক্রমশঃ বিকাশ হয়। ব্রহ্মচর্য্য অভ্যাসে সমুদয় সদ্বৃত্তিগুলির স্ফূর্ত্তিসাধন হয়, শক্তির বিকাশ হয় এবং মনের তেজ শরীরের তেজ মস্তিষ্কের তেজ ও বুদ্ধির তেজ ক্রমশই বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। এই জন্য স্বামীজি বলিতেন ব্রহ্মচর্য্য ব্যতীত কোনরূপে চরিত্র গঠিত হইতে পারে না। অতএব হে বঙ্গীয়যুবকবৃন্দ! যাহাতে ব্রহ্মচর্য্য অভ্যাস দ্বারা তোমাদের চরিত্র গঠিত হয়, তাহার জন্য বিশেষ চেষ্টা কর, নচেৎ কখনও জগতের কোন কার্য্যেই তোমরা লাগিবে না।

স্বামীজির চরিত্র বিশ্লেষণ করিলে আর একটী বিষয়ে আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। তিনি ধর্ম্ম বা ঈশ্বরকে কেবল মতবাদের বস্তু বলিয়া মনে করিতেন না—ধর্ম্মের সাক্ষাৎকার, ঈশ্বরপ্রত্যক্ষ ইহাই তাঁহার জীবনের মূল মন্ত্র ছিল। পাঠদশাতেই তিনি ব্রাহ্ম, খ্রীষ্টিয়ান প্রভৃতি নানাধর্ম্মের আচার্য্যগণের নিকট গিয়া নানারূপ প্রশ্ন করিতেন কিন্তু কাহারও উত্তর

তাঁহার তৃপ্তিপ্রদ হইত না। ইহার পর তিনি নানাপ্রকার দর্শন শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন কিন্তু তাহাতেও তাঁহার প্রশ্নের উত্তর না পাইয়া অবশেষে যখন পরমহংসদেবের নিকটে গমন করিলেন, তখনই তাঁহার অভিলাষ পূর্ণ হইল। আপনারা বোধ হয় অনেকে জানেন যে, পরমহংসদেব তাঁহার প্রশ্নের উত্তরে বলেন যে, "আমি ভগবান্‌কে দর্শন করিয়াছি এবং তুমিও কি উপায়ে তাঁহাকে লাভ করিবে, তাহা বলিয়া দিব।" আর কেহই তাঁহাকে সাহস করিয়া এ কথা বলিতে পারেন নাই। পরমহংসদেব নিজ শক্তিবলে তাঁহাকে সমাধিস্থ করিয়া দিয়াছিলেন এবং পরে সাধনাদ্বারা তাঁহার নানারূপ অলৌকিক দর্শন ও সমাধি লাভ হইয়াছিল। এই প্রত্যক্ষানুভূতিই তাঁহার এতাদৃশী শক্তি বিকাশের কারণ। যাঁহারা তাঁহার বিশেষ সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন, তাঁহারাই ইহা বিশেষরূপে অবগত আছেন।

ভগবান্ লাভের জন্য তিনি যেরূপ কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন, তাহা দুই চারি কথায় বুঝান যায় না। বরাহনগর মঠে দিবারাত্রই জপ-ধ্যান ও ভজন চলিত। কখনও প্রাতঃকালে আরম্ভ করিয়া সন্ধ্যা পর্য্যন্তই অবিশ্রাম ভজন চলিতেছে, কখনও বা সন্ধ্যার সময় একাসনে বসিয়া ধ্যান করিতে করিতে রাত্রি প্রভাত হইয়া গিয়াছে। আবার ঈদৃশ ত্যাগ ও ক্লেশ স্বীকার করিয়াও ভগবান্ লাভ হইল না বলিয়া যখন কাহারও ধৈর্য্যচ্যুতি হইতেছে, তখন অচল অটল বিশ্বাসের সহিত সকলকে বুঝাইতেছেন। অধিক আর কি বলিব, তিনি ত্যাগ ও বৈরাগ্যের জলন্তমূর্ত্তি ছিলেন এবং তাঁহার বৈরাগ্য—শম দম তিতিক্ষাবিশিষ্ট আত্মজ্ঞানপিপাসুর তীব্র বৈরাগ্য ছিল।

"স্বামী বিবেকানন্দ ও বর্ত্তমান যুগের অভাব" বলিয়া আমি প্রবন্ধ আরম্ভ করিয়াছি। এক্ষণে স্বামীজি সেই অভাব কিরূপে পূরণ করিয়াছেন, তাহার সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলিয়া আমার প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

প্রথমে দেখিতে হইবে, আমাদের প্রকৃত অভাব কি। সকল জাতিরই জীবনের এক একটী মূল ভিত্তি আছে এবং এই মূলে যখন আঘাত পড়ে, জাতিটিও তখন মৃত্যুমুখে পতিত হয়। আমাদিগের জাতীয় জীবনের মূলে ধর্ম্ম আছেন, কারণ, ধর্ম্মের জন্য আমরা প্রাণকেও তুচ্ছ বোধ করি।

এই ধর্ম্মের অভাব বা গ্লানি হইয়াছে বলিয়াই আমরা ক্রমশঃ মৃত্যুমুখে অগ্রসর হইতেছি ও এই গ্লানি দূর করিবার জন্যই বর্ত্তমান যুগে পরমহংস-দেব ও স্বামী বিবেকানন্দ অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। সর্ব্বধর্ম্মের সমন্বয় বর্ত্তমান যুগের ধর্ম্ম ও তজ্জন্যই ইঁহাদের বেদান্ত ধর্ম্মের প্রচার।

স্বামীজি বলিতেন যে, যে ধর্ম্মে মানুষ করে, তাহাই প্রকৃত ধর্ম্ম। এটী খারাপ, ওটী খারাপ, এরূপ শিক্ষা দিলে চলিবে না। ইহা করিও না বা ইহা বলিও না, এরূপ শিক্ষা না দিয়া কি বলিতে হইবে বা কি করিতে হইবে, তাহারই শিক্ষা দেওয়া উচিত। এইজন্য স্বামীজি কখনও কাহারও স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করিতেন না। তিনি বলিতেন, "যে যাহা করিতেছে, তাহাকে তাহা করিতে কখনও নিষেধ করিও না; বরং তাহাকে বুঝাইয়া দাও যে, সে যাহা করিতেছে, তাহাও ভাল, তবে তাহার অপেক্ষা ভাল জিনিষ এই, অতএব ইহাই করা উচিত।" স্বামীজি আরও বলিতেন যে, নাই নাই করিলে সাপের বিষও থাকে না। আর এই 'নাই' 'নাই' শিক্ষার ফলে আমরা দিন দিন অধঃপাতে যাইতেছি। জড়ভাব পরিত্যাগ করিয়া নিষ্কামভাবে কর্ম্ম করাই এখন যুগধর্ম্ম। তিনি বলিতেন—Work is worship. সর্ব্বজীবে নারায়ণ আছেন, এই বোধে সেই নারায়ণের "সেবা" করাই এখন যুগধর্ম্ম এবং তাহার সহিত ব্রহ্মচর্য্য ও ত্যাগ থাকে ত কথাই নাই।

এই ভাব কিসে দেশময় ছড়াইয়া পড়িবে, কিসে আবার সেই সনাতন ধর্ম্ম পুনরায় জাগিয়া উঠিবে, কিসে ভারত যে "পুণ্যভূমি" সেই পুণ্য-ভূমিতে পুনরায় পরিণত হইবে, কিসে চতুর্দ্দিকের দুঃখ, কষ্ট, হাহাকার দূর হইবে, কিসে বসুন্ধরা আবার ধনধান্যপূর্ণা হইয়া সকলকে সুখশান্তি বিতরণ করিবে, এই আগুন মস্তকে করিয়াই স্বামীজি একদেশ হইতে দেশান্তরে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইয়াছেন। আর হে বঙ্গীয় যুবকবৃন্দ! তোমরাই তাঁহার আদরের বস্তু ও তাঁহার আশাস্থল। তোমরা কি তাঁহার এই কার্য্যে সহায়তা করিবে না? তোমাদের ভিতর অনন্তশক্তি অন্তর্নি-হিত; তোমরা ইচ্ছা করিলেই তোমাদের ভিতর এই শক্তি জাগিয়া উঠিবে। তোমরা ধর্ম্মপ্রাণ; তোমাদের ভিতর সরলতা আছে, তোমরা ইচ্ছা করিলে অসাধ্যসাধন করিতে পারিবে। ভারত জাগিলেই জাগিবে। এ গতি রোধ করে কাহার সাধ্য? কর্ম্ম করিয়া যাও, তাহার ফলের দিকে

দৃক্‌পাত করিও না। "কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন"—ইহা গীতার বাক্য। "To work thou hast the right but not to the fruits thereof." স্বামীজি বলিতেন "The result will take care of itself."

তবে এই কর্ম্ম করিবার পূর্ব্বে একটু সাধনার প্রয়োজন। তজ্জন্য বলিতেছি, স্বামীজির জীবন ভাল করিয়া আলোচনা কর। যাঁহারা তাঁহার বিষয় ভাল করিয়া বুঝিয়াছেন, সেই সকল ত্যাগী মহাপুরুষগণের সঙ্গ কর। বেশ করিয়া বুঝিয়া দেখ, স্বামীজি জগৎকে কি নূতন শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। তাহার পর সত্যে লক্ষ্য সর্ব্বদা স্থির রাখ, এবং আপনার উপর নির্ভর করিয়া সরল বিশ্বাসের সহিত কার্য্য কর—দেখিবে, ভগবান্ তোমাদের হাত ধরিয়া পথ দেখাইতেছেন।

যাঁহারা ইহা অপেক্ষা বেশী জানিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের পক্ষে এই মঠে মধ্যে মধ্যে আসিয়া ত্যাগী মহাপুরুষগণের সঙ্গ করা আবশ্যক। তাঁহাদিগের পদসেবা করিয়া যতটুকু শিখিয়াছি, তাহাই আমি বলিলাম। আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে স্বামীজিকে মাপিতে যাইয়া যদি তাঁহাকে কোনরূপে ছোট করিয়া থাকি, তাহা হইলে আপনারা নিজগুণে মার্জ্জনা করিবেন। তিনি না বুঝাইলে আমি তাঁহাকে বুঝিতে পারিব আমার এমন কি সাধ্য আছে ?

"ক"

রামকৃষ্ণ মিশন দুর্ভিক্ষমোচন কার্য্য।

সেবকগণ বিগত ৮ই ও ১৬ই মার্চ্চ যে পত্র লিখিয়াছেন ও কার্য্যের যে রিপোর্ট পাঠাইয়াছেন, তাহার কতক কতক প্রকাশিত হইল। তাহা হইতেই পাঠকগণ অবস্থা বেশ বুঝিতে পারিবেন,—

৮ই মার্চ্চ

"এদিকের অবস্থা দিন দিনই ভীষণ হইতেও ভীষণতর হইতেছে। পেটে অন্ন নাই, গৃহস্থ, নিরাশ্রয়ের বস্ত্রখণ্ডও নাই। অনাহারে অর্থাভাবে ইহাদের

প্রয়োজনানুরূপ অভাব পূরণ করিতে পারিতেছি না। যাহাতে আমাদের কার্য্যের প্রসার বর্দ্ধিত হয়, তাহা করিতেই হইবে, কারণ, অভাবের তুলনায় আমাদের সাহায্য অতি অল্পমাত্র। যদি ৭০০ টাকা না পাঠান তাহা হইলে উপস্থিত যাহাদিগকে সাহায্য করা হইতেছে, তাহাদিগকেই বাধ্য হইয়া এক পোয়ার স্থানে দুই ছটাক দিতে হইবে। এখান হইতে এক মাইল দূরবর্ত্তী মালুদ নামক স্থানে বসন্ত রোগ দেখা দিয়াছে। মাসিক কত টাকা দিতে পারিবেন জানাইলে আমরা তদনুসারে নূতন নূতন টিকেট বিলি করিব। উপস্থিত আমরা যে সকল গ্রামে পূর্ব্ব হইতে সাহায্য করিয়া আসিতেছি, সেই সকল গ্রামে এবং আর দুই চারিটী গ্রামে (যাহাদের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়) সাহায্য করিব। অদ্য আবার চাউল ও মাণ্ডিয়া বিতরণ হইল।"

১৬ই মার্চ্চ।

"গত বারে যে গ্রামগুলিতে দেওয়া হইয়াছিল, সেই গুলিতে এবং তদতিরিক্ত আরও দশটী গ্রামের দুঃস্থ পরিবারে সাহায্য প্রদান করা হইয়াছে। নূতন গ্রামগুলি ঘুরিয়া উহাদের অবস্থা স্বচক্ষে দেখিলাম—কি ভীষণ অবস্থা! আহা! অন্নাভাবে, বস্ত্রাভাবে, নিরাশার ভিতর কি কষ্টেই না ইহারা জীবন ধারণ করিতেছে! দু একটী পরিবারের অবস্থা এতই শোচনীয় যে, তাহারা অন্নাভাবে চলচ্ছক্তিহীন হইয়া আমার নিকট অন্নবস্ত্রের আশা পাইয়াও ঘর হইতে একপদ অগ্রসর হইতে পারিল না। পরিশেষে আমাকেই তাহাদের নিকট যাইয়া তাহাদিগকে প্রায় উলঙ্গাবস্থায় দেখিতে হইল। অন্নাভাবে আবার জনকতক লোক মরিয়াছে, এরূপও শুনিলাম! এরূপ কয়েকটী পরিবারকে আমরা সাহায্যও করিতেছি। উক্ত গ্রামসমূহে বা তন্নিকটবর্ত্তী স্থানে কোন Test work এখনও খোলা হয় নাই। গবর্ণমেন্ট সাহায্যও যাহা দেওয়া হইয়াছে, তাহা এক প্রকার না দেওয়ারই মত। কারণ, যত দূর পারিলাম, অনুসন্ধান করিয়া জানিলাম যে, উক্ত সাহায্য একবার মাত্রই দেওয়া হইয়াছে। তাহাও অনেক দিন পূর্ব্বে। কাপড় যত পারেন পাঠাইয়া দিবেন। এবারকার বিতরণের সময় নূতন গ্রামসমূহে কাপড় দিতে পারি নাই। ২।৩ দিনের মধ্যে পুনরায় অন্য নূতন গ্রামে টিকেট বিলি করিতে বাহির হইব। পুরীর ডিষ্ট্রীক্ট ইঞ্জিনিয়ার মহাশয় কতকগুলি গ্রামের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ বলিয়া আমাদিগকে সেই সকল স্থানে সাহায্য করিতে অনুরোধ

করিয়াছেন। এখন হইতে কাজ রীতিমত বাড়িয়া গেল। অদ্য সকাল হইতে আরম্ভ করিয়া ৩॥০ টা অবধি কাজ চলিয়াছে।"

৮ই মার্চ্চের সাহায্য।

গ্রাম	পরিবার	লোক সংখ্যা	সাহায্য পরিমাণ
পূর্ব্ব রিপোর্টের ১১টী গ্রাম	১০০	১৮৮	৯।৬ সের
নূতন :—ফতেপুর	৭	২৩	১/৬ ,,
আখলাবাদ	৫	১৪	॥৮ ,,
নক্সা	১	২	/৪ ,,
মালুদ	৫৯	১০৬	৫/।২ ,,
মালপুরী	৬	৯	/।৮ ,,
সাহাবাজপুর	৭	১৯	/৸৮ ,,
সিয়াকুরা	১২	২৩	১/৬ ,,
১৮ গ্রাম	১৯৭	৩৮৪	১৯/৮ সের

প্রত্যেককে দৈনিক /।০ পোয়া হিসাবে ৮ দিনের খোরাক দেওয়া হইল। তৎসঙ্গে প্রতি পরিবারের প্রায় প্রত্যেককেই এক একখানা করিয়া কাপড় অথবা জামা দ্বারাও সাহায্য করা হইল। মুসলমানদের প্রত্যেককে পায়-জামা দেওয়া হইল।

১৬ই মার্চ্চের সাহায্য।

গ্রাম	পরিবার	লোক সংখ্যা	সাহায্য পরিমাণ
পূর্ব্ব রিপোর্টের			
গ্রাম সমূহ ১৮	১৯৮	৩৮২	১৯/৪ সের
সুন্ডীবর	৩৩	৬৩	৩/৬ ,,
খেজেপুর	৫	১২	/।৪ ,,
অলিপুর	১১	২১	১/২ ,,
পাথরকান্দি	৩৮	৮৭	৪॥৪ ,,
কেনরাজাহি	[illegible]	[illegible]	/।৬ ,,
মহারাজী	[illegible]	২১	১/৪ ,,

ললিতাকুলী	১৩	৩০	১॥	"
রতামাটী	৭	১৮	।৵৬	"
হুণ্ডা বা সান্নাপুর	৫	১২	।॥৹	"
২৭	৩১২	৬৫৪	৩২॥৮	সের

যেরূপ ভাবে সাহায্যপ্রার্থী ব্যক্তির সংখ্যা বাড়িয়া যাইতেছে, এবং আমরা সাধারণের নিকট যে পরিমাণ সাহায্য পাইতেছি, তাহাতে শস্য উৎপন্ন না হওয়া পর্য্যন্ত এই স্থানের কায চালানই কতদূর সম্ভবপর, তাহাই সন্দেহস্থল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। নূতন নূতন স্থানে কেন্দ্র স্থাপন করা ত দূরের কথা।

যিনি যাহা কিছু সাহায্য করিতে ইচ্ছা করেন, স্বামী ব্রহ্মানন্দ, প্রেসিডেন্ট, মঠ, বেলুড় পোঃ (হাওড়া) অথবা কার্য্যাধ্যক্ষ, উদ্বোধন, বাগবাজার পোঃ (কলিকাতা) ঠিকানায় তাঁহাদের সাহায্য পাঠাইবেন।

রামকৃষ্ণ মিশন দুর্ভিক্ষফণ্ডে প্রাপ্তি স্বীকার।

(১৮ই ফাল্গুন হইতে ১৯শে চৈত্র পর্য্যন্ত)

চৈত্রের উদ্বোধনে স্বীকৃত ১৪৭৩৮/২॥
জনৈক বন্ধু মাঃ বিবেকানন্দ সমিতি ২৲
জনৈক বন্ধু ১৲
শ্রীবিনোদ বিহারী পাল, বৈশ্যতৈলি, ঢাকা ৩৲
শ্রীমতী সাবিত্রীবালা দেবী, কলিকাতা ১৲
জনৈক বন্ধু, কলিকাতা ৵০
শ্রীনগেন্দ্রনাথ রায়, খিৎপুর ১৲
শ্রীশীতল দাস রায়, নিশ্চিন্দিপুর ৪৲
শ্রীকেদার নাথ ঘোষ, হিলিক্যা টী ষ্টেট ৫৲
শ্রীমোহিনীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, কালীঘাট ১।০
জনৈক বিধবা ১৲
কয়েকটী বন্ধু ১॥০
বন্দেমাতরম্ সম্প্রদায় ১৲
শ্রীমতিলাল দত্ত ।৵০
শ্রীশিবকুমার মণ্ডল ১৲
শ্রীশশিভূষণ কান্তভূষণ ৫৲

ম্যানেজার, রায় বাহাদুর ঈশ্বরচন্দ্র মিত্রের ফণ্ড	৫১৲
শ্রীকালীপদ রায়, শিক্ষক, সেকেন্দরপুর স্কুল	৫৲
শ্রীসুরেশচন্দ্র বসু, ছুতারপাড়া	১৲
জে বেঙ্কট রাও, মালাপুরম্	২৲
শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মজুমদার (মিরাট)	১৫৲
শ্রীচিন্তাহরণ বন্দ্যোপাধ্যায় সিদ্ধিকাটি স্কুল (বরিশাল)	১৫৲
শ্রী হনুমন্ত রাও ও কে রায়না শাস্ত্রী, বাঙ্গাপাটনম্	৪৲
শ্রীপ্রিয়গোপাল মুখোপাধ্যায়, চাঁপদানি	১৩৸৶০
শ্রীরামকৃষ্ণ মহোৎসব উপলক্ষে বেলুড় মঠে সংগৃহীত	১২/১৫
মাঃ ডাঃ কাঞ্জিলাল	৪৲
শ্রীনরেন্দ্রকুমার দত্ত, সিমলা	১৲
সাধনা সমিতি, মেছুয়াবাজার	৪।৵০
শ্রীরজনীমোহন বসাক, ঢাকা	২৲
অজ্ঞাত	১৲
জনৈক বন্ধু	১১৲
আপ্লাম্মা আয়াঙ্গার, হাসান	১০৲
মাঃ পোষ্টমাষ্টার ভগবানপুর (মেদিনীপুর)	১০৲
প্রোফেসার দেবেন্দ্রনাথ বসু, কৃষ্ণনগর কলেজ	৪৲
শ্রীকালীপদ মুখোপাধ্যায় সৈদপুর (রঙ্গপুর)	৭।৵০
ডাঃ, জে, এন কাঞ্জিলাল, সিমলা	১৲
বি বসু, দেওঘর	৫৲
জনৈক ভদ্রমহিলা, ভবানীপুর	৫৲
শ্রীদুর্গাচরণ চট্টোপাধ্যায় ভবানীপুর	॥৵০
শ্রীফণীন্দ্রনাথ গুপ্ত নন্দপুর (মেদিনীপুর)	১১৲
মাঃ ডাঃ কাঞ্জিলাল	১৫৲
বিবেকানন্দ সমিতি, কলিকাতা	৫৲
কার্ণমুখম্, পোর্ট ব্লেয়ার	১০৲
স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ, মান্দ্রাজ	২৩৲
শ্রীকালীপদ মুখোপাধ্যায় সৈদপুর (রঙ্গপুর)	৮।৵০
বেদান্ত সমিতি, নিউইয়র্ক	১৭১৸৶
শ্রীনৃপেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ঢাকা	২৲
শ্রীঅশ্বিনীকুমার নাগ নেত্রকোণা স্কুল	২।০
জনৈক বন্ধু, মালদহ	২৲
ডাঃ এস সি বসু (ভবানীপুর) সংগৃহীত	১০৲
মাঃ পোষ্টমাষ্টার, ভগবানপুর (মেদিনীপুর)	১০৲
এম, এ, টেরু নারায়ণ আয়াঙ্গার বাঙ্গালোর	৮৲
শ্রীগিরিশ চন্দ্র বড়া, মেদিনীপুর	২৲
এ, আর, কুমার গুরু (বাঙ্গালোর) সংগৃহীত	৫৲
শ্রীবিরাজ কৃষ্ণ চৌধুরী, ভবানীপুর	১৸০
শ্রীবিনোদ বিহারী মাইতি, বর্দ্ধা	২৲

শ্রীলোকনাথ চক্রবর্ত্তী, কলিকাতা ২৲
শ্রীবেণীমাধব মুখোপাধ্যায়
ইন্দ্রগঞ্জ, লস্কর পোঃ ১০৲
থিওডোর স্প্রিংম্যান, হ্যাগেন,
জর্ম্মানি ৩৫॥/০
বাবু জগন্নাথ আরমানি ষ্ট্রীট ২৫৲
জনৈক অধ্যাপক, প্রেসিডেন্সি
কলেজ ১০৲
শ্রীযুক্ত মতিলাল শেঠ, কলিকাতা ৫০৲
,, চণ্ডীচরণ শেঠ ,, ২৫৲
,, বলাই চাঁদ বসাক ,, ১২৲
,, নিতাই চাঁদ বসাক ,, ১২৲
,, মাণিক চাঁদ শেঠ ,, ১০৲
,, গৌর চরণ তা দার ,, ২৲
,, সত্য সুন্দর বসু (ভাগলপুর)
সংগৃহীত ৪২৲
,, ধর্ম্মরঞ্জন গুহ ময়মনসিংহ ৩৲
,, আদিত্য চন্দ্র দত্ত, রাণাঘাট ॥০
এ, আর বুনারভেল (বাঙ্গালোর)
সংগৃহীত ॥৶০
কয়েকটী বন্ধু, কলুটোলা টোলা ২৸০
২টী বাঙ্গালী ছাত্র, ভি, জে, টি,
ইনষ্টিটিউট ২৲
প্রাণ কৃষ্ণ শীল কোং, হ্যারিসন রোড ৫৲
শ্রীমতী গোলাপ কামিনী বসু, শিলং ৫৲
শ্রী গলিকা প্রসন্ন বসু, শিলং ৫৲
শ্রীঅবনী নাথ নন্দী, ভবানীপুর ২৫৶০
সম্পাদক, ছাত্র সমিতি, রাজসাহী ৫৲
ব্যানার্জ্জী মল্লিক কোং, কলিকাতা ৫৲
শ্রীভূপতি চরণ দাস গুপ্ত, ঢাকা ২৲
শ্রী তারা প্রসন্ন ঘোষ, পোষ্ট, রেঙ্গুন ১০৲
জনৈক বন্ধু ১৲
শ্রীগোবিন্দচন্দ্র ভট্টাচার্য্য,
সাঁতরাগাছি ২৫৲
শ্রী সুশীল কুমার বসু, সেক্রেটারি,
সন্তান সমিতি যশোহর ১০৲

মোট—২৩৩৫।/১০॥০

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত ভদ্র মহোদয়গণ ও সমিতিসমূহের নিকট হইতে বস্ত্র ও ঔষধ পাওয়া গিয়াছে।

শ্রীকালীকিঙ্কর কুমার (কাশীপুর) শ্রীঅশ্বিনী কুমার নাগ (নেত্রকোণা), রামচন্দ্র রাদার্স (মিরাট—২৭টি বস্ত্র), ডাঃ নঞ্জুন্দরাও (মান্দ্রাজ), শ্রীবিজয়কৃষ্ণ চৌধুরী (ভবানীপুর), শ্রীঅক্ষয় কুমার মিত্র (কলিকাতা), শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ শীল (কলিকাতা), সম্পাদক, ছাত্র সমিতি, রাজসাহী (২টী পূর্ণ বড় পুরাতন কাপড়ের পার্শ্বেল), শ্রীবৈকুণ্ঠ নাথ সান্ন্যাল (কলিকাতা), সান্ত্বনা সমিতি, (কলিকাতা, এক গাঁটরি পুরাতন কাপড়), শ্রীসদানন্দ পাটনায়েক (পুরী—৫০শিশি ক্লোরোডাইন)

ব্রাহ্মণ।

১

কান্যকুব্জে রাজা বিশ্বামিত্র তেজা ভারতে গণ্য মান্য,
মৃগয়া কারণ পশিলা কানন সঙ্গে অগ ্য সৈন্য।
শান্তি নিকেতন জনহীন বন বিরাট্ শান্ত স্তব্ধ,
সহসা অরণ্য উঠিল কাঁপিয়া গগন ভেদী শব্দ!
কাঁপিল বিহঙ্গ কাঁপিল কুরঙ্গ, শিহরিল জীব অন্য,
বন্যায় মতন ছাইল কানন বিশ্বামিত্রের সৈন্য।
অদ্ভুত কৌশলে বীর দলে দলে করিছে বাণ বৃষ্টি,
আঁধার কোটরে অচল গহ্বরে না চলে যথা দৃষ্টি।
পড়িল বরাহ বাণবিদ্ধদেহ কুরঙ্গ লক্ষ লক্ষ,
বন্য পশু আদি নাহিক অবধি অভক্ষ্য কিংবা ভক্ষ্য।
মৃগয়া উৎসবে জ্ঞানহারা সবে তূণেতে শুধু হস্ত,
যে প্রাণ দানিতে নাহিক ক্ষমতা লইতে তাহা ব্যস্ত!
পূর্ণ বীর সাধ ক্রমে অবসাদ ক্ষুৎপিপাসার তাড়নে,
গাত্রে ঘাম ঝরে কর নাহি পারে ধনুকে জ্যা রোপণে;
ভ্রমিতে ভ্রমিতে বশিষ্ঠ আশ্রম পড়িলা দৃষ্টি পথে,
অকূল পাথারে ধ্রুবতারা হেরে ধাইল হৃষ্টচিতে।

২

সসৈন্য নৃপতি হেরিয়া অতিথি ব্যস্ত হ'য়ে বশিষ্ঠ,
কামধেনু গাভী আশ্রমে রক্ষিত জানায় তায় অভীষ্ট;
অতিথি সৎকার কামনা করিয়া দোহন করিলা যত্নে,
চর্ব্ব্য চোষ্য আদি বসন ভূষণ শোভিল আশ্রম রত্নে।
অমৃত সমান করিয়ে ভোজন যাইল শ্রান্তি ক্লান্তি,
রতন ভূষণে হইয়া ভূষিত বিকশিল দেব-কান্তি।
রাজ-সাধ্যাতীত আতিথ্য পালনে নৃপতি বিস্ময় মগ্ন,
বলে মুনিবর—"কহ মোরে সত্য একি হেরি কোন স্বপ্ন!"

সরল ব্রাহ্মণ করিলা বর্ণন কামধেনুর মাহাত্ম্য,
"পরিবর্ত্তে তার দিব লক্ষ ধেনু" কহিলা বিশ্বামিত্র।
"অতিথি পালিনী এ মোর নন্দিনী মোর প্রতি অনুরক্তি,
তাহারে দানিতে নাহি লয় চিতে, নহে ইহা সুযুক্তি।"
শুনি মুনিবাক্য ক্রোধে বিশ্বামিত্র কহিলা "মোরে অবজ্ঞা?"
সবৎস ধেনুরে বেঁধে লয়ে যেতে তখনি করিলা আজ্ঞা।
রাজাদেশ পেয়ে সৈন্যগণ যেয়ে বাঁধিলা ধেনু-বৎস,
এ দৃশ্য নেহারি আশ্রমবাসীর ছুটিলা নয়নে উৎস!

৩

আদরে পালিত স্বাধীন গোবৎস নাচিয়া খেলিয়া নিত্য,
লাফায়ে ঝাঁপায়ে আশ্রমবাসীর হরণ করিত চিত্ত।
আজি বজ্জুবদ্ধ মাতার সহিত, কশাঘাতে ছুটে রক্ত,
হাম্বা হাম্বা ভাষে মুনিরে প্রকাশে "করগো মোদের মুক্ত।"
আকর্ষিতা মাতা চান মুনি পানে, ছুটিছে অঙ্গে ঘর্ম্ম,
মুনি কন, "মাতা, কি করিব বল, ক্ষমাই ব্রাহ্মণ ধর্ম্ম!
রাজার সহিত গমন উচিত, যদ্যপি হয় প্রবৃত্তি,
অথবা যেরূপ অভিরুচি তব, অন্য নাহিক যুক্তি।"
মুনি বাক্য শুনি ক্রোধেতে নন্দিনী ধরিলা অদ্ভুত দৃশ্য,—
উর্দ্ধে গ্রীবাপুচ্ছ হুঙ্কার ভীষণ কম্পিত হইল বিশ্ব!
লম্ফে ঘন ঘন ভৈরব দর্শন নয়নে অগ্নি-বৃষ্টি,
সর্ব্বাঙ্গ হইতে হইল সহসা যবন ম্লেচ্ছ সৃষ্টি।
দুই পক্ষে রণ বাধিল ভীষণ কম্পিত বিপক্ষ ত্রাসে,
প্রহারে বিহ্বল ছাড়ি রণস্থল পলায় উর্দ্ধশ্বাসে।
ব্রাহ্মণ-সামর্থ্য হেরি বিশ্বামিত্র রাজাধন উপেক্ষি,
চলিলা একাকী নিবিড় অরণ্যে ব্রহ্মত্ব অর্জ্জন লক্ষি।

৪

গত বহু বর্ষ, দৃঢ়পণে ক্ষত্র করে কঠোর তপস্যা,
মস্তক উপর যেতেছে কাটিয়া কত শীত কত বর্ষা।
কার্ত্তিকের হিম, বৈশাখের ঝড়, জ্যৈষ্ঠের ঘোর মার্ত্তণ্ড,
কঠোর ক্ষত্রিয় কঠোর সাধন উর্দ্ধপদ হেঁটমুণ্ড।

কত কাল পরে সদয় বিধাতা বাসনা করিলা পূর্ণ,
তপস্যা প্রভাবে হইলা নৃপতি ব্রাহ্মণ বলিয়া গণ্য
হ'যে কুতূহলী বশিষ্ঠ আশ্রমে উদিত বিশ্বামিত্র,
দেখিলা মুনিরে বেদপাঠে রত নিবিষ্ট করিয়া নেত্র।
ব্রাহ্মণ দর্শনে ব্রাহ্মণ যেরূপ নমিয়া করিল উক্তি,
বশিষ্ঠ না ভাবে বিশ্বামিত্র রোষে মুহূর্ত্তে অগ্নি মূর্ত্তি!
ব্রহ্ম-কোপ-দৃষ্টে নাশিতে বশিষ্ঠে ঘর্ষিত দন্তে দন্ত,
সহসা কি ভাবি উপেক্ষা উপেক্ষি হইলা ঋষি শান্ত।
অমনি বশিষ্ঠ করে নমস্কার প্রকাশি ভক্তি হর্ষ,
সবিস্ময় ঋষি কহিলা গম্ভীরে—"বুঝিতে নারি রহস্য!"
কহিলা বশিষ্ঠ—"নাহি হও রুষ্ট দেখিনু তব ধৈর্য্য,
শিখেছ সংযম প্রকৃত ব্রাহ্মণ হইলে বিশ্ব পূজ্য।"

শ্রীঅবিনাশ চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়।

বাস্তব জীবনে উপন্যাস।

উপন্যাসপ্রিয়পাঠক, আপনি গল্প শুনিতে ও পড়িতে বড় ভাল বাসেন। কেন বাসেন, জানেন কি? দিবানিশি যে দেবাসুরের দ্বন্দ্ব নিজ হৃদয়ে উপলব্ধি করিতেছেন, তাহাই বাহিরে দেখিবার জন্য নয় কি? বাস্তব জগতে আপনার প্রাণের আকাঙ্ক্ষা, প্রাণের উচ্চাদর্শ চরিতার্থ হয় না— তাই না আপনার কল্পনারাজ্যে বিচরণের প্রয়াস? তাই না আপনি সদা ভাবরাজ্যে বিচরণে প্রয়াসী? কিন্তু যদি বাস্তব জগতে আপনার এই অন্তরের কামনা চরিতার্থ হয়, তবে কি আপনার আরও অধিক ভাল লাগে না? এই দুঃখশোকময় মর্ত্তাধামে যদি অমৃতধামের সুদূর আভাসও উপলব্ধি করিতে পারেন, তাহা হইলে কি আপনি মাতোয়ারা হইয়া উঠেন না?

আজ আপনার নিকট একটী বাস্তব ঘটনা বলিব—ইহাও শুনিতে উপন্যাসের মত চিত্তাকর্ষক। এই উপন্যাসের অধিকাংশ নায়ক এখনও বর্ত্তমান। তাঁহারা তাঁহাদের সুদূর অতীতের স্মৃতি হইতে তাঁহাদের জীবনের এক ক্ষুদ্র

অথচ মহামহিমাময় উজ্জ্বল অধ্যায় আপনাদের সম্মুখে স্থাপন করিতেছে। সুবৃহৎ বটবৃক্ষের বীজ কত ক্ষুদ্র জানেন ত? এখানেও যে কাহিনী বলিব, তাহা সেইরূপ অতি ক্ষুদ্র হইলেও বটবীজতুল্য মহাশক্তিময়। পাঠক, আপনি আপনাকে যতই ক্ষুদ্র ভাবুন না কেন, এই কাহিনী শ্রবণে আপনার হৃদয়েও মহাকর্ম্মোদ্যম আসিবে।

অবিমুক্ত বারাণসী ক্ষেত্র নিবাসী কতকগুলি নগণ্য যুবক একত্র মিলিত হইয়া কিরূপে সদ্ভাবে জীবন অতিবাহিত করা যায়, তাহার যত্ন ও চেষ্টা করিতেন। তাঁহারা প্রত্যহই কোন না কোন স্থানে একত্র মিলিয়া ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও স্বামী বিবেকানন্দের উপদেশসমূহ পাঠ করিতেন এবং সর্ব্বদাই সৎপ্রসঙ্গের আলোচনা করিতেন। কিসে চরিত্র সংযত রাখিয়া ব্রহ্মচর্য্য ব্রত পালন করিয়া আজীবন সদ্ভাবে জীবনটা কাটাইতে পারিবেন, ইহাই সকলেরই প্রাণের ইচ্ছা ছিল। সকলেরই এক লক্ষ্য থাকায় এবং সর্ব্বদা একত্র সহবাসে ইঁহাদের ভিতর এক অনুপম ভ্রাতৃভাব সঞ্চার হইয়াছিল।

প্রায় আট বৎসর পূর্ব্বের কথা হইতেছে—১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই জুন। উক্ত যুবকগণের মধ্যে একজন একদিন প্রাতে আপন মনে গঙ্গাস্নানে যাইতেছেন—হৃদয়ে বিশ্বনাথের চিন্তা, বারাণসীর ভগ্নাবশিষ্ট প্রাচীন ধরণের মন্দির ও সৌধমালা দর্শনে মনে কত ভাব জাগিতেছে—দলে দলে নরনারী গঙ্গাস্নানে যাইতেছে—কাহারও প্রতি দৃষ্টি নাই। যুবক এক মনে চলিয়াছেন। সহসা এক অপূর্ব্ব দৃশ্যে যুবকের নয়ন আকৃষ্ট হইল। পুঁটিয়ার রাণীর ছত্রের নিকটবর্ত্তী এক গলির মধ্যে যুবক দেখিলেন, এক মুমূর্ষু বৃদ্ধা পথে পড়িয়া রহিয়াছে—সর্ব্বাঙ্গে ও বস্ত্রে মলমূত্র। হঠাৎ স্বামীজির বাণী যুবকের হৃদয়ে বেগে জাগিয়া উঠিল—তবে কি সেই নারায়ণই এইরূপে আমার সেবা গ্রহণের জন্য আমায় এইরূপে দেখা দিতেছেন? কই? কেহইত ইহার দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছে না? গঙ্গাস্নানে পবিত্র হইবার জন্য কত লোক চলিয়াছে—তাহারা ইহার দিকে চাহিয়াও দেখিতেছে না—যাহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইতেছে, সেও ঘৃণায় দূরে, অতি দূরে সরিয়া পড়িতেছে।

যুবকের হৃদয়ে মহাভাবের আবির্ভাব হইল। যুবক বৃদ্ধার নিকটবর্ত্তী হইলেন। বৃদ্ধার ক্ষীণকণ্ঠস্বর শুনা যাইতেছিল, কিন্তু বুঝা যাইতেছিল না। অতি নিকট গিয়া যুবক শুনিতে পাইলেন জল দাও—খেতে দাও। মহাশক্তিবলে লজ্জা অভিমান উপহাস ভয় বিসর্জ্জন দিয়া যুবক উহার অপরিষ্কৃত বস্ত্র ফেলিয়া

সযত্নে নিজ বস্ত্র পরাইলেন এবং নিজে ধরিয়া তাহাকে রাস্তা হইতে উঠাইয়া একটী রোয়াকে রাখিলেন। পরে একটী বন্ধুর নিকট হইতে কিঞ্চিৎ দুগ্ধ ভিক্ষা করিয়া আনিয়া তাহাকে খাওয়াইলেন।

মুহূর্ত্ত মধ্যে এই সংবাদ তড়িদ্বেগে সেই যুবকমণ্ডলীর মধ্যে প্রচারিত হইয়া গেল—তখন সকলেই বিচারে সময় নষ্ট না করিয়া উহার সেবার জন্য কৃতসংকল্প হইয়া সেবার বন্দোবস্তে নিযুক্ত হইয়া গেলেন। কিন্তু কোথায় রাখিয়া সেবা করা যায়? ঘর ভাড়ার জন্য চেষ্টা হইতে লাগিল, কিন্তু মুমূর্ষু রোগী রাখিবার জন্য কেহই ঘর ভাড়া দিতে স্বীকার করিল না। অগত্যা বাধ্য হইয়া গঙ্গার ঘাটে একটী ভগ্ন খোলা গৃহে রাখিয়া সেবার বন্দোবস্ত করিতে হইল। যুবকগণের মধ্যে কেহই অর্থোপার্জ্জন করিতেন না, সুতরাং তাঁহাদের নিজেদের খরচ করিবার কিছুই ছিল না। তাঁহারা ভিক্ষাবৃত্তি দ্বারা দরিদ্র 'নারায়ণ' সেবার সংকল্প করিলেন।

এতদুদ্দেশে ভিক্ষা আরম্ভ করা স্থির হইলে যুবকগণ সাধারণ ভিক্ষুকের ন্যায় দশাশ্বমেধের দিকে কোনও অপরিচিত ভদ্রলোকের নিকট তাঁহাদের উদ্দেশ্য না জানাইয়াই কিছু যাচ্ঞা করেন। তিনি।০ আনা দিলেন। তার পর ঘাটে রোগিণীর শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া একটী চতুর্দ্দশবর্ষীয়া বিধবা বালিকা।/০ আনা দান করেন। এই নয় আনার পয়সা দ্বারা ও ছত্র হইতে অন্ন ভিক্ষা করিয়া কয়েক দিন সেবার বন্দোবস্ত করা হইল। কিন্তু ক্রমে বুঝিতে পারা গেল, ঔষধাদি দ্বারা চিকিৎসা ব্যতীত রোগিণী বাঁচিবে না। কারণ, ইতিমধ্যে তাহার শরীর ফুলিতে আরম্ভ করিয়াছিল। অতএব তাহাকে কাশীর ভেলুপুর নামক স্থানে অবস্থিত হাঁসপাতালে রাখিবার জন্য সেবকগণ চেষ্টা করিলেন। তথাকার তদানীন্তন এসিষ্ট্যাণ্ট সার্জ্জন তাহাকে হাঁসপাতালে রাখিয়া চিকিৎসা করিতে স্বীকৃত হইলেন বটে, কিন্তু জানাইলেন, পথ্যাদির বন্দোবস্ত হইতে পারিবে না, যুবকগণকে উহার ব্যয়ভার বহন করিতে হইবে। যুবকগণের নিকট তখন কিছুমাত্র নাই, পূর্ব্বের নয় আনা সব খরচ হইয়া গিয়াছে। সুতরাং তাঁহারা ডাক্তার বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, পয়সা না দিয়া চাউল দিলে চলিবে কি না। চাউল দিলেও চলিবে জানিয়া তাঁহারা গৃহে গৃহে মুষ্টি ভিক্ষা করিয়া হাঁসপাতালে দিতে লাগিলেন। ক্রমে রোগিণী রোগমুক্ত হইল।

রোগমুক্ত হইবার পর তাহার মুখে তাহার ইতিহাস এইরূপ শুনা গেল।

তাহার নাম নৃত্যকালী দাসী, বয়স ৮০ বৎসর, বাড়ী জেলা যশোহর, ২।৩ মাস পূর্ব্বে ১০৮৲ টাকা মাত্র সম্বল লইয়া ৺কাশীবাস করিতে আসে, কাশী ত্রিপুরা-ভৈরবী নামক স্থানে একটী বাঙ্গালী যাত্রি-তোলার গৃহে আশ্রয় লয় ও তাহার নিকট উক্ত টাকা জমা রাখে। পরে আমাশয় রোগে আক্রান্ত হইয়া অতি দুর্ব্বল ও শীর্ণকায় হইতে থাকে, অবশেষে মুমূর্ষু অবস্থায় পতিত হইলে তাহার আশ্রয়দাতা বলে যে, আমরা ব্রাহ্মণ, তুমি কায়স্থ; এখানে দেহত্যাগ হইলে তোমার অধোগতি হইবে, অতএব সময় থাকিতে তোমার গঙ্গাযাত্রা করা উচিত। যতক্ষণ তুমি জীবিত থাকিবে, আমরা তোমার সংবাদ লইব এবং তোমার যাহা কিছু প্রয়োজন হইবে, সমুদয় দিয়া যাইব। বৃদ্ধা তাহার এইরূপ স্তোকবাক্যে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া সম্মত হওয়াতে সে তাহাকে গঙ্গাতীরে রাখিয়া যায়, কিন্তু তাহার পর আর তাহার কোন সংবাদ লয় নাই। সেই অবস্থায় সে চারিদিন অনাহারে নিরাশ্রয় ভাবে পড়িয়া থাকে। অবশেষে উপায়ান্তর না দেখিয়া স্থির করিল যে ঘাট হইতে উঠিয়া লোকের নিকট গেলে কোনরূপ সাহায্য নিশ্চয়ই পাইব। এই আশায় অতি কষ্টে বুকে হাঁটিয়া উপরে উঠে, কিন্তু অনশনে এতদূর দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল যে, কিছুদূর আসিয়াই মাথা ঘুরিয়া পড়িয়া যায় এবং তদবস্থায়ই রাস্তায় পূর্ব্বোক্ত যুবক তাহাকে দেখিতে পান।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, যুবকগণ পূর্ব্বোক্ত বৃদ্ধার জন্য গৃহস্থের বাড়ী বাড়ী মুষ্টি ভিক্ষা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। একদিন তাঁহারা এইরূপ ভাবে মুষ্টি ভিক্ষা করিতেছেন, এমন সময় এক অচিন্তনীয় ব্যাপার তাঁহাদের গোচরে আসিল। তাঁহারা শুনিলেন, ৪০।৪২ বৎসর বয়স্কা একটী স্ত্রীলোক কোন শিবালয়ের একটী গৃহ ভাড়া লইয়া থাকিত। আমাশয় রোগাক্রান্ত হইয়া সে অতিশয় কাতর হইয়া পড়ে। জীবিত থাকিতে থাকিতেই যাহাতে তাহার নিকট যাহা কিছু আছে, তাহা হাতাইয়া লওয়া যায়, এই উদ্দেশ্যে গৃহস্বামিনী তাহাকে বড় পীড়াপীড়ি করিতে থাকে। সে কিছুতেই স্বীকৃত না হওয়ায় তাহাকে একটী গৃহে চাবি দিয়া রাখিয়াছিল। এই সংবাদে যুবকগণ তৎক্ষণাৎ সেই স্থানে গমন করিয়া তাহার উদ্ধার সাধন করেন ও তাহাকে ভেলুপুর হাঁসপাতালে রাখাইয়া দেন। এসিষ্ট্যাণ্ট সার্জ্জন সহৃদয় ডাক্তার শ্রীযুক্ত মন্মথ নাথ বসু মহাশয় এইরূপ কার্য্যে যুবকদের উৎসাহ, যত্ন ও আগ্রহ দেখিয়া সর্ব্বসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ জন্য এক প্রশংসাপত্র লিখিয়া দিলেন এবং তাঁহাদিগকেও এই কার্য্যে খুব উৎসাহিত করেন।

এইরূপে বিধাতার ইচ্ছায় ধীরে ধীরে যুবকগণের স্কন্ধে এক নূতন দায়িত্ব অযাচিত ভাবে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাঁহারাও ইহা বুঝিতে পারিয়া বাঙ্গালীটোলার কোন নিভৃত কক্ষে সমবেত হইয়া তাঁহাদের এই নূতন দায়িত্ব সম্বন্ধে ইতিকর্ত্তব্যতা স্থির করিবার জন্য কিছুদিন গভীর ভাবে আলোচনা করিলেন। পরিশেষে কয়েক জন এই কার্য্যকে ভগবানের সেবা জ্ঞান করিয়া ইহাতে জীবন উৎসর্গ করিতে দৃঢ়নিশ্চয় হইলেন। তাঁহারা তাঁহাদের শক্তির কথা ভাবিলেন না, তাঁহাদের অর্থাভাবের কথা মনে করিলেন না, তাঁহারা মহা বিশ্বাসের সহিত ভগবানের পূজা, ভগবানের সেবা জ্ঞানে জীবসেবায় অগ্রসর হইলেন। তখন তাঁহারা কল্পনাও করেন নাই যে, তাঁহাদের কার্য্য এরূপ বিপুলতা লাভ করিবে। ক্ষুদ্র বীজ হইতেই মহান্ বটবৃক্ষের উদ্ভব, এই প্রাচীন সত্য ইঁহাদের জীবনে প্রমাণিত হইয়াছে।

এই সময়ে আর একটী ঘটনা যুবকগণের দৃষ্টি বিশেষ ভাবে আকর্ষণ করিল। তাঁহারা জানিতে পারিলেন, কাশীর টেঁকনিম নামক স্থানে কোন পণ্ডিতের গৃহে জনৈক বঙ্গদেশীয় বিদ্যার্থী জ্বরবোগাক্রান্ত হইয়া পড়িয়া আছে, উপযুক্ত ঔষধ পথ্য শুশ্রূষাদির অভাবে ক্রমে বিকারগ্রস্ত হইয়াছে। যুবকগণ অবিলম্বে তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া তাহার সেবার ভার গ্রহণ করিলেন। যে পণ্ডিতের (?) গৃহে উক্ত বিদ্যার্থী ছিল, তিনি তাহাকে নিজ আবাসে রাখিতে স্বীকার পাইলেন না। সুতরাং উক্ত ব্যাধিগ্রস্ত বিদ্যার্থীকে বাধ্য হইয়া উক্ত টেঁকিনিমের কোনও এক সন্ন্যাসীর মঠের নিম্নতলের একটী ঘর ভাড়া লইয়া তথায় রাখিলেন। কাশীনিবাসী সদয়হৃদয় রুক্মিণী কবিরাজ মহাশয় দয়াপরবশ হইয়া বিনা দর্শনীতে তাঁহার চিকিৎসার ও বিনামূল্যে ঔষধ দানের ভার লইয়া সেবকগণকে ভাবনামুক্ত করিলেন। ইহার নাম গিরীন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়, নিবাস ফরিদপুর, বয়স ১৬ বৎসর। অনেক যত্নে আরোগ্য লাভ করিলে তাহাকে দেশে পাঠাইয়া দেওয়া হয়।

পূর্ব্বে যে কয়টী ঘটনার উল্লেখ করা হইল, তাহা হইতেই বুঝা যাইবে, এই সময়ে সেবাকার্য্য সাধন করিতে যুবকগণকে অনেক উদ্বেগ পাইতে হইত। সেবকগণকে পালাক্রমে দিনরাত রোগীর নিকট থাকিতে হইত। নিজ হস্তে রোগীর মলমূত্র পরিষ্কার, রোগীকে বাতাস করা, তাহার গাত্র সংবাহন, তাহার জন্য ঔষধ পথ্য সংগ্রহ প্রভৃতি সমস্তই নিজেদের করিতে হইত। দ্বিতীয়তঃ ভিক্ষা করিয়া সেবার ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে হইত। তৃতীয়তঃ, পথ্যাদি প্রস্তুতের

স্থান ও পাত্রাদি গ্যাস বাতী প্রভৃতি কিছুই ছিল না, সুতরাং বন্ধুবান্ধবকে অনুরোধ করিয়া কাহারও বাটীতে দুগ্ধ গরম, কাহারও বাটীতে পাঁচন জাল, কাহারও বাটীতে সাগু প্রস্তুত ইত্যাদিরূপে অতিকষ্টে সেবাকার্য্য নির্ব্বাহিত হইত।

যতই দিন যাইতে লাগিল, ততই কার্য্যের গুরুত্ব উপলব্ধি হইতে লাগিল। তাঁহারা বুঝিলেন ও দেখিলেন, ৺কাশীধামে যথেষ্ট অন্নসত্র বিদ্যমান রহিয়াছে বটে, কিন্তু তাহাদের দান ব্রাহ্মণ বর্ণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। ব্রাহ্মণেতর জাতির সংবাদ কে লয়? তার পর ভারতের উত্তরে হিমালয় হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণে কন্যাকুমারী এবং পশ্চিমে পঞ্জাব সিন্ধুদেশ হইতে আরম্ভ করিয়া পূর্ব্বে আসাম মণিপুর পর্য্যন্ত সকল দেশের অগণ্য যাত্রী অসংখ্য বিদ্যার্থী নিত্য এই হিন্দুর মহাতীর্থ, হিন্দুধর্ম্মের এই মহাকেন্দ্রে আসিতেছে। ইহাদের রোগ হইলে এক বিশেশ্বর অন্নপূর্ণার আশ্রয় ভিন্ন কোন গত্যন্তর নাই। তাহাদের সেবা করিবার এই মহাসুযোগ কি ছাড়িতে আছে? যুবকগণ দিন দিন দৃঢ়-সংকল্প হইতে লাগিলেন।

একদিন দেবনাথপুরা নিবাসী ৺রামচন্দ্র মৌলিক মহাশয়ের বাটীর কোনও এক নিভৃত কক্ষে বসিয়া যুবকগণ এক সমিতি গঠন করিলেন, সাধারণের নিকট একটী আবেদনপত্র লিখিলেন এবং উহা হাতে করিয়া লোকের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিতে লাগিলেন।

দিন দিন কার্য্যের বিস্তার হইতে লাগিল। এক আধটি রোগী বা অনাথের সেবায় আর কার্য্য আবদ্ধ রহিল না, কাহাকেও বা হাঁসপাতালে পাঠাইবার ব্যবস্থা হইল, কাহাকেও বা সে যেখানে আছে, তথায়ই তাহার ঔষধ পথ্যাদি পাঠাইবার ব্যবস্থা হইতে লাগিল। ভিক্ষা করিয়া যাহা পাওয়া যাইত, তাহার সমস্তই ব্যয় হইত, তথাপি আশানুরূপ সেবা করা ঘটিত না।

এইরূপে কিছুদিন কার্য্য চলিবার পর একদিন চৌখাম্বা নিবাসী প্রমদা-দাস মিত্র মহাশয়ের বাটীতে যাইয়া তাঁহাকে সমিতির উদ্দেশ্য ও কার্য্য বুঝা-ইয়া দেওয়া হইল। ধর্ম্মপ্রাণ মিত্র মহাশয় কার্য্যের গুরুত্ব অনুভব করিয়া তৎক্ষণাৎ ৫৲ টাকা দান করিলেন, ও মাসিক ১৲ এক টাকা চাঁদা দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। তিনি আরও বলিলেন যে তিনিও কাশীতে এরূপ কার্য্যের আবশ্যকতা অনেক দিন হইতে অনুভব করিতেছিলেন। একদিন তিনি সমি-তির যুবকগণের সহিত বাড়ীতে বাড়ীতে ঘুরিয়া তাঁহাদের কার্য্য প্রত্যক্ষ করিয়া

আশ্চর্য্য ও মুগ্ধ হইলেন। তিনি এতদিন জানিতেন না যে, কাশীধামে লোকে এতদূর কষ্ট পায়। ইহা দেখিয়া তিনি তাঁহার মাসিক চাঁদা ১৲ টাকা হইতে ৫৲ টাকা করিলেন এবং তাঁহার পরিচিত সকলকেই সমিতির কথা বলিয়া উহাকে সাহায্য করাইবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইলেন। তদবধি তিনি এই সমিতির উন্নতির জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেন এবং মধ্যে মধ্যে আসিয়া কার্য্য দেখিয়া যাইতেন। দেখিয়া বলিতেন, যথার্থই জীবসেবা হইতেছে।

এখনও পর্য্যন্ত সমিতির কোন গৃহ হয় নাই, কিন্তু এক্ষণে আর গৃহ না হইলে চলে না সুতরাং জঙ্গমবাড়ী নামক এক স্থানে একটী ছোট বাড়ী ভাড়া লওয়া হইল। তিন মাস এই বাটীতে কার্য্য চলিবার পর সমিতির উন্নতি ও প্রসারের নিমিত্ত সকলেই একটী কমিটি স্থাপন করিবার পরামর্শ দিল। তদনুসারে উক্ত প্রমদা দাস মিত্র ও মোক্ষদা দাস মিত্র মহাশয়দ্বয় বাঙ্গালীটোলা হাইস্কুলে সর্ব্বসাধারণকে নিমন্ত্রণ করিয়া এক সভা করিলেন। প্রমদা বাবু ও অন্য একজন বক্তা সমিতির উদ্দেশ্য ও কার্য্যবিবরণ সাধারণকে বুঝাইয়া দিলে কমিটি গঠিত হইল। প্রমদা বাবু সভাপতি ও মোক্ষদা বাবু সেক্রেটারি হইলেন। যুবকগণের মধ্যে দুই জন এসিষ্টেণ্ট সেক্রেটারি, ও অপর সকলে সেবক নিযুক্ত হইলেন।

এইরূপেই ভবিষ্যৎ রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হইল। ইহার পরবর্ত্তী ইতিহাস সকলেরই জানা আছে। কিছু দিন যাবৎ সেবকগণ সহৃদয় সাধারণের সাহায্যে লাক্সা নামক স্থানে সেবাশ্রমের বাটি নির্ম্মাণের জন্য এক সুবৃহৎ ভূমিখণ্ড পাইয়াছেন। এক্ষণে তাঁহারা আবার উহার গৃহ-নির্ম্মাণোদ্দেশ্যে সর্ব্বসাধারণ ভারতবাসীর নিকট ভিক্ষা করিতেছেন। তাঁহাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে মহাশক্তি তাঁহাদিগকে এতদূর অগ্রসর করিয়াছেন, তিনিই ইহার চরম পরিণতি সাধন করিবেন। 'নি'।

অমরনাথ ভ্রমণ।

জনৈক ব্রহ্মচারী।] [পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।

দেখিলাম—সরোবরের চতুষ্পার্শ্বস্থ গিরিমালা উজ্জ্বল শ্বেতবর্ণের চিরতুষার দ্বারা কলেবর আচ্ছাদিত করিয়া সদর্পে শিখর উন্নত রাখিয়া যেন অনন্তকালের সাক্ষ্য দিতেছে, কখনও যেন এই অমল ধবল আচ্ছাদন উন্মোচন করে নাই। সেই ধবলকায় গিরিমালা হইতে কত যে দুগ্ধফেনবৎ ধারা বিগলিত হইয়া সেই সরোবরে মিলিত হইতেছে, তাহা গণনা করা অসাধ্য। প্রশস্ত, গভীর, শ্বেতনীলাভাযুক্ত প্রশান্ত জলরাশি ; তাহার উপর স্থানে স্থানে বৃহৎ বৃহৎ হিম-শিলাখণ্ড ভাসমান রহিয়াছে এবং ধীরে ধীরে বিগলিত হইতেছে। দেখিলে বোধ হয়, যেন কোন দেবসরোবরে স্বর্গীয় শ্বেতপদ্ম সকল বিকসিত হইয়া রহিয়াছে।

এই অদৃষ্টপূর্ব্ব দৃশ্য আমার নয়নপথে পতিত হওয়া মাত্রই হৃদয়ের হর্ষোচ্ছ্বাস আর চাপিয়া রাখিতে পারিলাম না, আপনা হইতেই মুখ খুলিয়া গেল, তখন গাহিলাম—"ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকম্ নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোহয়মগ্নিঃ। তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বম্ তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি॥" কিন্তু সঙ্গীরা আমাকে উচ্চৈঃস্বরে গাহিতে নিষেধ করিল। পূর্ব্বেই কথিতে হইয়াছে, এখানকার লোকের বিশ্বাস এই যে, এ দেশে উচ্চ শব্দ করিলে খুনি বরফ পাত বা শিলাবৃষ্টি হইয়া বহু বিপদ্ সমুপস্থিত হয়। অগত্যা আমাকে চুপ করিতে হইল।

এই সরোবরের নাম শেষনাগ, ইহা লম্বোদরী নদীর উৎপত্তিস্থান, জল অতিশয় পরিষ্কার, আমরা উহার তীরে অবতীর্ণ হইয়া কোমল তৃণাসনে উপবেশন করিলাম। এই স্থানে বসিয়া আমার মনে দেবাদিদেব নারায়ণের অনন্ত শয্যার কল্পনা হইতেছিল। যেন সেই শান্ত পুরুষ অনন্ত নাগশয্যায় এই সরোবরোপরি শয়ন করিয়া আছেন। তাঁহার প্রভাতেই যেন দিঙ্মণ্ডল উজ্জ্বল শোভা ধারণ করিয়া আছে।

সকলের অগ্রেই ছড়ির সহিত আমরা শেষ নাগের তীরে আসিয়াছিলাম, কিছুক্ষণের মধ্যে সমস্ত মেলা শেষনাগের তীরে আসিয়া জমা হইল। শেষনাগ লম্বোদরী গঙ্গার উৎপত্তিস্থান বলিয়া উহা একটি তীর্থ। লোকে এখানে

স্নান দান করিয়া পড়াও ভূমিতে যায়, এখান হইতে পড়াও অধিক দূর নয়, দেড় মাইলের মধ্যেই হইবে। দুই ছড়ির মধ্যে একটী ছড়ি পূজাদি গ্রহণ জন্য শেষনাগ তীরে থাকিল, অন্য ছড়ি পড়াও স্থানে চলিয়া গেল। লোকেরা সরোবরে স্নান করিয়া বন্য কুসুম সংগ্রহ পূর্ব্বক ছড়িমূলে পূজা করিতে লাগিল। কত কত ব্রাহ্মণ আপন আপন শালগ্রাম শিলা নানা পার্ব্বত্য পুষ্পে সজ্জিত করিয়া সরোবরতীরে পূজায় নিমগ্ন হইল। তখন বেলা প্রায় দশটা হইবে। সূর্য্যদেবের তাদৃশ প্রখরতা না থাকিলেও এই শীতপ্রধান স্থানে উহা বড়ই আরামপ্রদ ছিল। আমরা বস্ত্রাদি শরীর হইতে উন্মুক্ত করিয়া স্নানে নিযুক্ত হইলাম। জলের শীতলতা জন্য অবগাহন অত্যন্ত কষ্টকর।

স্নানান্তে কিছু জলযোগ করিয়া আমি ও মোহান্তজী এক সঙ্গে পড়াওয়ের দিকে রওনা হইলাম। মোহান্তজীর ঘোড়া থাকিলেও অল্পদূর বলিয়া আমার সহিত পদব্রজেই যাইতেছিলেন। আমাদের পূর্ব্বেই অনেক লোক পড়াওতে চলিয়া গিয়াছিল। আমরা যখন যাই, তখন পথে লোকের ভিড় ছিল না। মোহান্তজীর সহিত খুব ঘনিষ্ঠতা হওয়ায় উভয়ের খাওয়া বসা চলা প্রায় এক সঙ্গেই হইত। বস্তুতঃ ইনি একজন খুব সহৃদয় ব্যক্তি, অল্পবয়স্ক হইলেও বেশ বুদ্ধিমান এবং ধর্ম্মভীরু। আমাদের গন্তব্য পথে যদিও অল্প অল্প চড়াই ছিল, তথাপি প্রাকৃতিক মনোরম দৃশ্যে আকৃষ্ট হইয়া পরস্পর পরস্পরকে উহা দেখাইতেছিলাম। কোথায় কোন্ দৃশ্যটী অত্যুৎকৃষ্ট, কোন্ ফুলটী অতিসুন্দর, কোন্ ফুলটী নূতন রকম ইত্যাদি প্রকারের বিচারে উভয়েই প্রমোদিত হইয়া চলিলাম। মনে হইল, হিমাদ্রি যেন একাধারে সমস্ত সৌন্দর্য্যের সমাবেশ করিয়াছেন। এইরূপে অনায়াসেই ঐ দেড় মাইল পথ অতিক্রম করিয়া বায়ুব্যজন পড়াওএ আসিয়া উপস্থিত হইলাম। চন্দনবাড়ী হইতে বায়ুব্যজন দশ মাইল রাস্তা হইবে।

বায়ুব্যজন একটি সুবিস্তৃত অধিত্যকা ক্ষেত্র, চতুর্দ্দিকেই তুষারাবৃত শৃঙ্গ-মালা, এই বিস্তৃত ক্ষেত্রেরও স্থানে স্থানে বহুদূরব্যাপী জমাট বরফ ছিল। যে সকল স্থান বরফশূন্য ছিল, সেই সকল স্থানে ঘাস ও ফুল জন্মিয়াছে। ঐ তৃণময় ক্ষেত্রের এক স্থানে মেলা বসিয়াছিল। অমর কথায় আছে, এখানে অত্যন্ত বায়ু প্রবাহিত হয় বলিয়া ইহার নাম বায়ুব্যজন হইয়াছে। অবিলম্বে তাহা প্রত্যক্ষ করিলাম। মধ্যাহ্ন কালে অল্পবৃষ্টির সহিত অত্যন্ত বায়ু

চলিতে লাগিল। শুনিলাম, কোন কোন সময় বায়ুর প্রবলতা এত অধিক হয় যে, যাত্রিগণের পটবাস পর্য্যন্ত উড়াইয়া লইয়া যায়।

এখানে জ্বালানি কাষ্ঠ কিছুমাত্র ছিল না। বৃক্ষই নাই, কাষ্ঠ কোথা হইতে আসিবে? কিন্তু কি আশ্চর্য্য এতদ্দেশে এক প্রকার গুল্ম জন্মে, তাহা উচ্চে বাড়েনা মাটির সহিত লতাইয়া যায়, উহা কাঁচাই জ্বলে। যাত্রীরা উক্ত গুল্ম সংগ্রহ করিয়া জ্বালানি কাষ্ঠরূপে ব্যবহার করে। ইহা ছাড়া সরকারি তরফ হইতে কাঠ পাওয়া যায়, ঐ সকল কাঠ সরকারি লোকে নীচে হইতে আনিয়া রাখে, তাহা সকল লোকের পক্ষে পাওয়া সুকঠিন।

মধ্যাহ্ন কালে যে ঝড় ও বৃষ্টি হইয়াছিল, তাহাতে যাত্রীদিগের খুব কষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু এই বৃষ্টি অধিকক্ষণ থাকিল না। কিছুক্ষণ পরেই আকাশ পরিষ্কৃত হইয়া গেল। যাহা হউক, বিলক্ষণ শীত বোধ হইতেছিল। চারিদিকেই তুষারক্ষেত্র বিরাজমান, সুতরাং শীত যে অতিরিক্ত হইবে, তাহার আর আশ্চর্য্য কি? আমরা এত পর্ব্বত আরোহণ করিয়া আসিয়াছি, তথাপি বোধ হইতেছিল যেন আমরা পর্ব্বতের নিম্নদেশেই রহিয়াছি। কারণ, আমরা যতই উচ্চে উঠিতেছিলাম, সম্মুখবর্ত্তী পর্ব্বতশৃঙ্গ সকল ততই উচ্চ বোধ হইতেছিল। আমরা মনে করি, এই পর্ব্বতের উপরে উঠিলে বোধ হয়, সর্ব্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করিব, কিন্তু সে কল্পনা বিফল হয়; তথায় আরোহণ করিয়াও দেখিতে পাই, অগ্রে আরও উচ্চ শৃঙ্গ রহিয়াছে।

আহারান্তে আমি ও মোহান্তজী বেড়াইতে বাহির হইলাম। অনেক দূর পর্য্যন্ত বরফের উপর দিয়া বেড়াইলাম। বালির উপর বেড়াইতে যেমন পা বসিয়া যায়, উহার উপর বেড়াইলেও সেইরূপ পা বসিয়া যায়। অনেক স্থানে ভূগর্ভ হইতে উৎস বাহির হইতেছে দেখিলাম। আরও দেখিলাম, একটি জলপ্রপাত অনতি উচ্চ হইতে দুগ্ধবৎ শুভ্র ধারায় নিপতিত হইতেছে। পতনস্থানের নিকটবর্ত্তী হইয়া জলপ্রপাতের অপূর্ব্ব শোভা দর্শন করিলাম।

প্রত্যাবর্ত্তন কালে বরফের উপর সারমেয় দলকে ক্রীড়া করিতে ও শয়ন করিয়া থাকিতে দেখিলাম। এই দৃশ্য দর্শন করিয়া বরফের উপর বাস করা যায় না, এই ভুল ধারণা দূর হইল। অনায়াসেই উপরে কোন প্রকার আচ্ছাদন করিয়া নীচে কম্বলাদি পুরু করিয়া বিছাইয়া বাস করা যাইতে পারে। আমরা আশ্রয় স্থানে ফিরিয়া আসিয়া অমরকথা শুনিতে লাগিলাম। অমরকথা শেষ হইলে কিছুক্ষণ পর আমরা মোহান্তজীর সঙ্গ ছাড়িয়া যাত্রীদিগের

অবস্থা দেখিবার জন্য মেলার মধ্যে ঘুরিতে বাহির হইলাম। অত্যন্ত শীত, কাপড়ের মধ্য হইতে হাত মুখ বাহির করা যাইতেছে না, শরীরের মধ্যে যে স্থানটী একটু অনাবৃত, সেই স্থানটীই শীতের চোটে যেন কাটিয়া লইতেছে বা কিছুক্ষণের মধ্যে অসাড় হইয়া যাইতেছে। দিবা অবসান প্রায়, যাত্রীদিগের আর উদ্বেগ উৎকণ্ঠা কিছু মাত্র নাই, সকলেই নিজ নিজ পটবাসে অবস্থান করিয়া পর্ব্বতারোহণ অবরোহণের পর বিশ্রান্ত হইতেছে। সন্ধ্যাদেবীর গাম্ভীর্য্যের সহিত মেলাও শান্ত ভাব ধারণ করিয়াছে। আমিও ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া হিমাদ্রিগর্ভে সন্ধ্যাকালে প্রকৃতিদেবীর অপূর্ব্ব শান্ত গম্ভীর ভাব দর্শন করিয়া উপশান্তচিত্তে ধীরে ধীরে আগমন করিয়া আমাদের পটবাসে আশ্রয় লইলাম।

পরদিন (২৯ শে শ্রাবণ) প্রত্যূষ সময়ে পূর্ব্বানুরূপ দৃশ্যের মধ্য দিয়া আমরা চলিতে আরম্ভ করিলাম। প্রায় চারি পাঁচ মাইল পথ পর্ব্বত আরোহণ করিয়া অতি উচ্চ এক গিরিসঙ্কটে উপস্থিত হইলাম। এখান হইতে গিরিশিখরমালা খর্ব্ব দেখিতে পাইলাম। দুরারোহ বলিয়া আর মনে শঙ্কা জন্মিতেছে না। মনে হইতে লাগিল, ইচ্ছা করিলে সর্ব্বোপরি শিখরেও আরোহণ করিতে পারি। স্থানে স্থানে আমাদিগকে বরফক্ষেত্রের উপর দিয়া যাইতে হইতেছিল। এই সকল স্থানে তুষারের ভাগ পূর্ব্বোক্ত স্থান অপেক্ষা অধিক।

গিরিসঙ্কটের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে গিয়া দেখিলাম, সে দিকের নদী সকল অন্যদিকে প্রবাহিত হইতেছে। ইহাতে অনুমান হইল, হিমালয়ের বহুশৃঙ্গময় বিশাল এক প্রান্ত হইতে উঠিয়া অন্যদিকে আসিয়াছি। সে দিকের পর্ব্বতের ক্রমনিম্নতা পূর্ব্বের বিপরীত দিকে অর্থাৎ আমাদের গন্তব্যের দিকে গিয়াছে। দুরারোহ গিরিদুর্গ জয় করিয়া যেমন যোদ্ধৃবৃন্দ শত্রুর অধঃপতন দেখিয়া আনন্দিত হয়, আমার মনেও পর্ব্বতমালার উচ্চতার সীমা দেখিয়া সেই জাতীয় আনন্দ উপস্থিত হইল। আর একজন সাধু অশ্বারোহণে যাইতেছিলেন, তিনিও আমারই ন্যায় আনন্দিত হইয়াছেন দেখিলাম। উভয়ে নিকটবর্ত্তী হইয়া হর্ষোৎফুল্লমনে বাক্যালাপ আরম্ভ করিলাম। আমি যাহা অনুভব করিতেছিলাম, তিনিও তাহাই বোধ করিতেছিলেন। আমি পূর্ব্বে হিমালয়ের যে সকল অংশে ভ্রমণ করিয়াছিলাম, সেই সকল অংশে কিন্তু এরূপ দৃশ্য আর নয়নগোচর হয় নাই। হিমাদ্রির এই প্রদেশে প্রকৃতির সৌন্দর্য্য

যেরূপ উৎকর্ষ প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাদের কুত্রাপি আর সেরূপ আছে কিনা সন্দেহ। তিনিও তাহাই বলিলেন।

আমাদের অন্তকার পড়াও এখান হইতে দেখিতে পাওয়া যাইতেছিল, প্রায় পাঁচ মাইল পথ ক্রমনিম্ন হইয়া গিয়াছে। এখান হইতে পঞ্চতরণী পড়াওয়ে যাইতে আর অধিক চড়াই অতিক্রম করিতে হইবে না। অমরনাথ দর্শন করিয়া প্রত্যাবর্ত্তনের অন্য রাস্তাও এখানে দেখিতে পাইলাম। আমরা যে দিক্ দিয়া আসিলাম, সেই দিক দিয়া আর যাইতে হইবে না। এই স্থানে হইতে অন্য আর এক পথ ছিল, ঐ পথ দিয়া চন্দনবাড়ী যাইতে হইবে। ইহার নিকটেই হত্যারা তালাও। ইহার কথা পরে বলিব।

পঞ্চতরণী পর্য্যন্ত পথ ক্রমনিম্ন থাকায় পার্শ্বস্থ পার্ব্বত্য দৃশ্য দেখিতে দেখিতে প্রফুল্লচিত্তে সবেগে গমন করিতে লাগিলাম। পথিমধ্যে দুইটি দেবতা দেখিলাম। প্রস্তরে সিন্দুরবিলিপ্ত একটি দেবী মূর্ত্তি, অপরটী ভৈরবনাথের নাগরা। নাগরা আর কিছুই নয়, একটি উচ্চ পাথর। তাহার উপরে উঠিয়া ক্ষুদ্র একখানি পাথর দ্বারা আঘাত করিলেই নাগরা বাজান হয়।

ক্রমে পঞ্চতরণী নদীর নিকট উপস্থিত হইলাম। নদী অতি বিস্তৃত, পঞ্চধারায় বিভক্ত হইয়া প্রবাহিত। এই জন্যই ইহার নাম পঞ্চতরণী। আমরা পার হইবার সময় উহার অনেক ক্ষীণ ও প্রবল ধারা দেখিতে পাইলাম। পরে আমরা পড়াও ভূমিতে পৌঁছিলাম। অন্যান্য পড়াও অপেক্ষা পঞ্চতরণীর পড়াও একটি প্রশস্ততর উপত্যকা। অনেক দূরে দূরে পর্ব্বত সকল অবস্থিত, এই বিস্তৃত ভূমিতে কোথায়ও তুষারছিল না; উহা কেবল তৃণপুষ্পে সুশোভিত ছিল। দূরস্থ পর্ব্বতশিখরে দীর্ঘকালের তুষাররাশি পরিলক্ষিত হইতেছিল। ভৈরব ঘাটির পর্ব্বতের পাদদেশেই মেলা বসিল, ঐ পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া অমরনাথ দর্শনে যাইতে হইবে। আমাদের তাম্বু ও ছড়ি ভৈরব ঘাটীর ঠিক পাদমূলেই স্থাপিত হইয়াছিল, এই পথেই পর্ব্বত আরোহণ করিতে হইবে।

পঞ্চতরণী হইতে অমরনাথ দর্শন করিয়া ফিরিয়া আসিতে হয় বলিয়া, পঞ্চতরণীতে মেলা দুই দিন থাকে। অর্থাৎ পরদিন অমরনাথ দর্শন করিতে হয়, এবং সেই দিনই দর্শন করিয়া পুনরায় এই স্থানে আসিয়া অবস্থিতি করিতে হয়। ভৈরব ঘাটির পর্ব্বত এত উচ্চ যে, পাদমূল হইতে শিখর দেখিতে পাওয়া যায় না। দেখিলেই বোধ হয়, যেন উহার পর পারে আর

পৃথিবী নাই। এই স্থানেই আকাশস্পর্শী প্রাচীর দ্বারা যেন পৃথিবীর সীমা হইয়াছে। কোন্ দিক্ দিয়া এই পর্ব্বত পার হওয়া যাইবে, তাহাও কিছুই ভাবিয়া স্থির করা যায় না। যেন ঐ পর্ব্বত অহঙ্কারে শরীর স্ফীত করিয়া সদর্পে শিখর উন্নত করিয়া, পৃথিবীর সকল উচ্চতাকে উপেক্ষা করিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে।

পঙ্কতরণী নদীর অপর পারে একটী পর্ব্বতশৃঙ্গ চিরতুষারাবৃত ছিল। বোধ হইতেছিল, যেন নীলাভশ্বেতপাথরের শিবলিঙ্গ সকল ঘন সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে। মোহান্তজী বলিলেন, তিনি যতবারই এখানে আসিয়াছেন, ততবারই ঐ সমস্ত দেখিয়াছেন। উহার নীচে নীলাম পাথর পাওয়া যায় শুনিলাম। আহারান্তে বিশ্রাম করিয়া আমি ও মোহান্তজী ঐ বরফের উপর গিয়া দেখিবার মানসে সেই দিকে বেড়াইতে বাহির হইলাম।

আমরা সেই দিকে যাইতে যাইতে এক স্থানে দেখিলাম, দুইটী বিবরবাসী জন্তু বাহিরে বসিয়া আছে। আমরা দূর হইতে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত তাহাদিগকে দেখিলাম। পরে ধীরে ধীরে তাহাদের গর্ত্তের নিকট গেলাম। আমাদের সাড়া পাইয়া চীৎকার করিয়া তাহারা গর্ত্তের মধ্যে প্রবেশ করিল। ইহাদের লোম কিছু বড় বড়, শঙ্খ চিলের মত বর্ণ, নকুলের ন্যায় আকার; এই জন্তুর লোমযুক্ত চর্ম্মসংযোগে অতি মূল্যবান্ জামা প্রস্তুত হয় শুনিলাম। উহা শীতপ্রধান দেশে যথেষ্ট উপকারী, ইংরাজিতে ঐ জন্তুকে Sabale বলে।

আমাদের গন্তব্য পর্ব্বত প্রথমে অতি নিকট বলিয়াই বোধ হইয়াছিল, কিন্তু প্রায় তিন মাইল চলিয়া তবে তাহার নিকটবর্ত্তী হইলাম। আমরা পঙ্কতরণীর কিনারে কিনারে গিয়া একস্থানে পর পারে গেলে, সেই পর্ব্বতে যাইতে পারিতাম। কিন্তু নদী সেখানে সংকীর্ণ হওয়াতে জল বেশী ও স্রোতও প্রবল ছিল, তজ্জন্য উত্তীর্ণ হওয়া দুষ্কর। অর্দ্ধভগ্ন বরফ নদীর উপর জমিয়াছিল, তাহার উপর দিয়া পার হইবার জন্য আমরা উভয়ে অনেক প্রকার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিলাম না। বিফলকাম হইয়া আমরা প্রত্যাবর্ত্তনে রত হইলাম।

ক্রমশঃ।

মূলানুবাদ। আমি সকলের হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট, আমা হইতেই স্মৃতি জ্ঞান এবং অপোহন (জ্ঞান ও স্মৃতির অভাব), সকল বেদের আমিই বেদ্য, আমিই বেদান্তকৃৎ এবং আমিই বেদবিৎ ॥ ১৫ ॥

ভাষ্য। কিঞ্চ। সর্ব্বস্য প্রাণিজাতস্য অহমাত্মা সন্ হৃদি বুদ্ধৌ সংনিবিষ্টঃ মত্ত আত্মনঃ সর্ব্বপ্রাণিনাং স্মৃতির্জ্ঞানং তদপোহনঞ্চ। পুণ্যকর্ম্মিণাং পুণ্যকর্ম্মানুরোধেন জ্ঞানস্মৃতী ভবতঃ তথা পাপকর্ম্মিণাং পাপকর্ম্মানুরূপেণ স্মৃতিজ্ঞানয়োরপোহনং চ অপায়নমপগমনং চ। বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব পরমাত্মা বেদ্যঃ বেদিতব্যঃ বেদান্তকৃৎ বেদান্তার্থসম্প্রদায়কৃদিত্যর্থঃ। বেদবিদ্ বেদার্থবিদেব চাহং ॥ ১৫ ॥

ভাষ্যানুবাদ। আরও (বলি শুন) সকল প্রাণিগণের আমি আত্মা। সুতরাং আমিই তাহাদের হৃৎ অর্থাৎ বুদ্ধিতে সন্নিবিষ্ট। আমা হইতেই অর্থাৎ আত্মা হইতেই স্মৃতি এবং জ্ঞান হইয়া থাকে এবং আমা হইতেই তাহাদের স্মৃতি এবং জ্ঞানের অপোহ অর্থাৎ অভাব হইয়া থাকে। যাহারা পুণ্যকর্ম্মা, তাহাদের স্বকৃত পুণ্যকর্ম্মের অনুসারে স্মৃতি এবং জ্ঞান আমা হইতেই উৎপন্ন হয়। এইরূপ যাহারা পাপকর্ম্মা, তাহাদের নিজকৃত পাপকর্ম্মের অনুরূপ স্মৃতি এবং জ্ঞানের অভাবও আমা হইতেই হইয়া থাকে। আমিই বেদান্তকৃৎ অর্থাৎ বেদান্তার্থ প্রচারের জন্য সম্প্রদায় সৃষ্টি করিয়াছি এবং আমিই বেদবিদ্ অর্থাৎ বেদার্থবিৎ ॥ ১৫ ॥

দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ।
ক্ষরঃ সর্ব্বাণি ভূতানি কূটস্থোঽক্ষর উচ্যতে ॥ ১৬ ॥

অন্বয়। লোকে ক্ষরঃ অক্ষরশ্চেতি দ্বাবিমৌ এব পুরুষৌ। (তত্র) সর্ব্বাণি ভূতানি ক্ষরঃ কূটস্থঃ অক্ষর উচ্যতে ॥ ১৬ ॥

মূলানুবাদ। এই সংসারে এই পুরুষ দ্বিবিধ, ক্ষর এবং অক্ষর। তাহার মধ্যে ক্ষর শব্দের অর্থ সর্ব্বভূত আর সেই কূটস্থ পুরুষই অক্ষর ॥ ১৬ ॥

ভাষ্য। ভগবত ঈশ্বরস্য নারায়ণাখ্যস্য বিভূতিসংক্ষেপ উক্তঃ বিশিষ্টোপাধিকৃতঃ "যদাদিত্যগতং তেজ" ইত্যাদিনা অথাধুনা তস্যৈব ক্ষরাক্ষরোপাধিপ্রবিভক্ততয়া নিরুপাধিকস্য কেবলস্য স্বরূপনির্দিধারয়িষয়া উত্তরশ্লোকা আরভ্যন্তে। তত্র সর্ব্বমেব অতীতানাগতানন্তরার্থজাতং ত্রিধা-

রাশীকৃত্যাহ। দ্বাবিমৌ পৃথগ্রাশীকৃতৌ পুরুষৌ ইত্যুচ্যেতে লোকে সংসারে ক্ষরশ্চ ক্ষরতি ইতি ক্ষরঃ বিনাশী একোরাশিরপরঃ পুরুষোঽক্ষরস্তদ্বিপরীতঃ ভগবতো মায়াশক্তিঃ ক্ষরাখ্যস্য পুরুষস্য উৎপত্তিবীজং অনেকসংসারিজন্তু-কামকর্ম্মাদিসংস্কারাশ্রয়ঃ অক্ষরঃ পুরুষ উচ্যতে। কৌ তৌ পুরুষৌ ইত্যাহ স্বয়মেব ভগবান্ ক্ষরঃ সর্ব্বাণি ভূতানি সমস্তং বিকারজাতমিত্যর্থঃ। কূটঃ রাশিরিব স্থিতঃ। অথবা কূটঃ মায়া বঞ্চনা জিহ্মতা কুটিলতা ইতি পর্য্যায়াঃ। অনেকমায়াদিপ্রকারেণ স্থিতঃ কূটস্থঃ সংসারবীজানন্ত্যাৎ ন ক্ষরতি ইতি অক্ষর উচ্যতে॥ ১৬॥

ভাষ্যানুবাদ। ভগবান্ ঈশ্বর যিনি নারায়ণ এই নামে প্রসিদ্ধ, তাঁহার বিভূতি সংক্ষিপ্তভাবে কথিত হইয়াছে, সেই পরমাত্মা এক হইলেও তদীয় উপাধির নানাত্ব আছে বলিয়া তিনি নানা বিভূতিমান্ বলিয়া ব্যবহারের গোচর হইয়া থাকেন। ও "আদিত্যগত যে তেজঃ অখিল জগৎকে ভাসিত করে" এইপ্রকার কয়টী শ্লোকের দ্বারাই এই বিভূতি সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণন করা হইয়াছে, এক্ষণে সেই ক্ষর এবং অক্ষর এই দ্বিবিধ উপাধি দ্বারা প্রবিভক্ত বলিয়া প্রতীত অথচ বাস্তবিক নিরুপাধিক যে ব্রহ্ম তাঁহারই প্রকৃত স্বরূপের নির্দ্ধারণ করিবার ইচ্ছায় পরবর্ত্তী শ্লোকগুলির আরম্ভ করা হইতেছে। অতীত এবং অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী অধ্যায়ে যাহা কিছু বলা হইয়াছে, সেই সকল পদার্থকে তিন প্রকারে ভাগ করিয়া দেখাইতেছেন যে, পুরুষ দুই প্রকার। এই সংসারে পুরুষ বলিলে দুই প্রকার রাশিতে বিভক্ত দুই জাতীয় পদার্থ বুঝা যায়। একটী প্রকার হইতেছে "ক্ষর" যাহা ক্ষরিত হয় অর্থাৎ বিনাশ প্রাপ্ত হয়, তাহাই হইতেছে ক্ষর পুরুষ। আর একপ্রকার পুরুষ আছে, তাহাকে বলা যায় "অক্ষর"। এই অক্ষর রাশি (প্রকার) ক্ষর হইতে বিপরীত পুরুষ অর্থাৎ ইহাই ভগবানের মায়াশক্তি এবং এই অক্ষরই ক্ষরনামক পুরুষের উৎপত্তির পক্ষে বীজস্থানীয় কারণ, অর্থাৎ অনেক সংসারী জীবের কামকর্ম্ম এবং সংস্কার সমূহের একমাত্র আশ্রয় (বলিলে এই অক্ষর বা মায়া-শক্তিই বুঝা যায়) কে সে ক্ষর এবং কেই বা সে অক্ষর তাহাই ভগবান্ স্বয়ংই বলিতেছেন যে, ক্ষর এই শব্দটীর অর্থ সর্ব্বভূত অর্থাৎ জগতের যত কিছু কার্য্য সকলই ক্ষর, কূটস্থ যে পুরুষ তাহাই অক্ষর শব্দের প্রতিপাদ্য অর্থ। যাহার ক্ষরণ বা বিনাশ হয় না তাহাকেই অক্ষর বলা যায়। "কূটস্থ" এই শব্দটীর অর্থ এই, কূট শব্দের অর্থ রাশি। যিনি রাশির ন্যায় অপরিবর্ত্তনশীল হইয়া অবস্থিতি

করেন, তাঁহাকেই কূটস্থ বলা যায়। অথবা কূট এই শব্দটীর অর্থ মায়া অর্থাৎ জিহ্মতা কুটিলতা—এই কয়টী শব্দেরও যাহা অর্থ, কূট শব্দটীরও তাহাই অর্থ। যিনি অনেক মায়াদি প্রকারে এই সংসারে প্রতীত হন অর্থাৎ সংসারের বীজ অনন্ত মায়াই যাঁহার উপাধি, সুতরাং ঐ বিচিত্র প্রকার অনন্ত মায়াশক্তির যিনি আশ্রয়, তাঁহাকেই কূটস্থ শব্দের অর্থ বলিয়া জানিতে হইবে। অনন্ত মায়াশক্তির আশ্রয়, এই কারণেও তিনি অক্ষর অর্থাৎ অবিনাশী ॥১৬॥

উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ।
যো লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ ॥ ১৭ ॥

অন্বয়। অন্যস্তু উত্তমঃ পুরুষঃ পরমাত্মা ইতি উদাহৃতঃ। যঃ অব্যয়ঃ ঈশ্বরঃ লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্তি ॥ ১৭ ॥

মূলানুবাদ। এই দুই প্রকার পুরুষ হইতে ভিন্ন আর একটি উত্তম পুরুষ আছেন, যাঁহাকে পরমাত্মা বলিয়া (শাস্ত্রে) নির্দ্দেশ করে। এবং যিনি অবিনাশী এবং ঈশ্বর এবং যিনি অন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া লোকত্রয়কে ভরণ করিয়া থাকেন ॥ ১৭ ॥

ভাষ্য। আভ্যাং ক্ষরাক্ষরাভ্যাং বিলক্ষণঃ ক্ষরাক্ষরোপাধিদ্বয়দোষেণাস্পৃষ্টঃ নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাবঃ—উত্তমঃ উৎকৃষ্টতমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ অত্যন্তবিলক্ষণ আভ্যাং পরমাত্মা ইতি পরমশ্চাসৌ দেহাদ্যবিদ্যাকৃতাত্মভ্যঃ আত্মা চ সর্ব্বভূতানাং প্রত্যক্‌চেতন ইত্যতঃ পরমাত্মা ইত্যুদাহৃত উক্তো বেদান্তেষু। স এব বিশেষ্যতে যো লোকত্রয়ং ভূর্ভুবঃস্বরাখ্যং স্বকীয়য়া চৈতন্যবলশক্ত্যা আবিশ্য প্রবিশ্য বিভর্ত্তি স্বরূপসদ্ভাবমাত্রেণ বিভর্ত্তি ধারয়তি অব্যয়ো নাস্য ব্যয়ো বিদ্যতে ইত্যব্যয়ঃ ঈশ্বরঃ সর্ব্বজ্ঞো নারায়ণাখ্য ঈশনশীলঃ ॥ ১৭ ॥

ভাষ্যানুবাদ। এই ক্ষর এবং অক্ষর নামে প্রসিদ্ধ পুরুষদ্বয় হইতে যাহা অত্যন্ত বিলক্ষণ—অর্থাৎ ক্ষর এবং অক্ষর এই দুই প্রকার উপাধির কোন প্রকার দোষের দ্বারা যাহা স্পৃষ্ট নহে, এবং যাহা সর্ব্বদা বুদ্ধ সর্ব্বদা শুদ্ধ এবং সর্ব্বদা মুক্ত, সেই পুরুষ "উত্তম" উৎকৃষ্টতম এবং এই দ্বিবিধ পুরুষ হইতে ভিন্ন অর্থাৎ বিলক্ষণ সেই উত্তম পুরুষই পরমাত্মা, পরম (অর্থাৎ উৎকৃষ্টতম, কাহা হইতে?) দেহাদি রূপ অবিদ্যা দ্বারা পরিকল্পিত যে আত্মা তাহা হইতেও এই উত্তমপুরুষ পরম অথচ তাহার আত্মা অর্থাৎ সকল ভূতেরই ব্যাপক চৈতন্য

ময়, এই কারণেই বেদান্তসমূহে ইনি পরমাত্মা এই শব্দের দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকেন। সেই পরমাত্মারই বিশেষণ এই যে, তিনি অব্যয় অর্থাৎ কোন অবস্থাতেই তাঁহার কোন স্বভাবের নাশ হয় না, এই জন্য তিনি অব্যয়, তিনিই স্বীয় চৈতন্যবলশক্তির দ্বারা ভূঃ ভুবঃ এবং স্বঃ এই তিনটি লোকের অন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া ভরণ করিতেছেন, অর্থাৎ তাঁহার নিজ স্বরূপের বর্ত্তমানতামাত্র দ্বারাই পালন করিতেছেন। তিনিই ঈশ্বর অর্থাৎ সর্ব্বজ্ঞ নারায়ণ তাঁহারই নাম, ঈশ্বরত্বই তাঁহার স্বভাব ॥১৭॥

যস্মাৎ ক্ষরমতীতোঽহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ।
অতোঽস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ ॥ ১৮ ॥

অন্বয়। যস্মাৎ অহং ক্ষরং অতীতঃ অক্ষরাদপি উত্তমঃ অতঃ লোকে বেদে চ পুরুষোত্তম ইতি প্রথিতঃ অস্মি ॥ ১৮ ॥

মূলানুবাদ। যে কারণে আমি ক্ষরকে অতিক্রম করিয়া আছি এবং অক্ষর হইতেও আমি উত্তম, এই জন্যই লোকে এবং বেদে আমি পুরুষোত্তম এই নামে প্রসিদ্ধ আছি ॥ ১৮ ॥

ভাষ্য। যথাব্যাখ্যাতস্য ঈশ্বরস্য পুরুষোত্তম ইত্যেতন্নাম প্রসিদ্ধং তস্য নামনির্ব্বচনপ্রসিদ্ধ্যা অর্থবত্ত্বং নাম্নো দর্শয়ন্ নিরতিশয় অহং ঈশ্বর ইত্যাত্মানং দর্শয়তি ভগবান্ যস্মাৎ ক্ষরমতীতোঽহং সংসারমায়াবৃক্ষং অশ্বত্থাখ্যং অতিক্রান্তঃ অহং অক্ষরাদপি সংসারবৃক্ষবীজভূতাদপি চোত্তমঃ উৎকৃষ্টতমঃ ঊর্দ্ধতমোবা অতঃ ক্ষরাক্ষরাভ্যামুত্তমত্বাৎ অস্মি ভবামি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ প্রখ্যাতঃ পুরুষোত্তম ইত্যেবং মাং ভক্তজনা বিদুঃ কবয়ঃ কাব্যাদিষু চ ইদং নাম নিবধ্নন্তি পুরুষোত্তম ইত্যনেনাভিধানেন অভিগৃণন্তি ॥ ১৮ ॥

ভাষ্যানুবাদ। যে ভাবে ঈশ্বরের স্বরূপ ব্যাখ্যাত হইয়াছে, সেই ভাবেই তাঁহার পুরুষোত্তম এই নামটিও প্রসিদ্ধ হইয়াছে। যৌগিক শক্তির দ্বারা এই নামের অর্থ কি তাহা দেখিলে বুঝা যায় যে, এই নামটিও তাঁহার সার্থক। ইহাই দেখাইয়া (তদ্দ্বারা) ভগবান্ প্রকারান্তরে ইহাই দেখাইতেছেন যে, আমিই নিরতিশয় ঈশ্বর। "ক্ষর" সংসার রূপ মায়াময় অশ্বত্থ বৃক্ষকে যে হেতু আমি অতিক্রমণ করিয়াছি এবং "অক্ষর" অর্থাৎ এই সংসার বৃক্ষের বীজভূত যে পুরুষ তাহা হইতেও আমি "উত্তম" উৎকৃষ্টতম বা ঊর্দ্ধতম, এই কারণে অর্থাৎ ক্ষর এবং অক্ষর নামক প্রসিদ্ধ দ্বিবিধ পুরুষ হইতে উত্তম

বলিয়া আমি লোকে এবং বেদে পুরুষোত্তম এই নামে "প্রথিত" প্রখ্যাত রহিয়াছি। ভক্তগণ আমাকে পুরুষোত্তম বলিয়া জানে, কবিগণও কাব্য প্রভৃতিতে এই পুরুষোত্তম নামেই আমার স্বরূপ নিবন্ধন করিয়া থাকে অর্থাৎ এই নামের দ্বারাই আমার স্বরূপের পরিচয় দিয়া থাকে ॥ ১৮ ॥

যো মামেবমসম্মূঢ়ো জানাতি পুরুষোত্তমম্।
স সর্ব্ববিদ্ ভজতি মাং সর্ব্বভাবেন ভারত ॥ ১৯ ॥

অন্বয়। যঃ অসম্মূঢ়ঃ মাং এবং পুরুষোত্তমং জানাতি হে ভারত স সর্ব্ববিৎ সন্ মাং সর্ব্বভাবেন ভজতি ॥ ১৯ ॥

মূলানুবাদ। যে ব্যক্তি বিগতমোহ হইয়া আমাকে এই ভাবে পুরুষোত্তম বলিয়া বুঝিতে পারে, হে ভারত! সে সর্ব্বজ্ঞ হয় এবং সর্ব্বভাবে আমাকে ভজনা করিয়া থাকে ॥ ১৯ ॥

ভাষ্য। অথেদানীং যথানিরুক্তমাত্মানং যো বেদ তস্যেদং ফলং উচ্যতে যো মামীশ্বরং যথোক্তবিশেষণমেবং যথোক্তেন প্রকারেণ অসম্মূঢ়ঃ সংমোহবর্জ্জিতঃ সন্ জানাতি অয়মহমস্মীতি পুরুষোত্তমং স সর্ব্ববিৎ সর্ব্বাত্মনা সর্ব্বং বেত্তি ইতি সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বভূতস্থং ভজতি মাং সর্ব্বভাবেন সর্ব্বাত্মচিত্ততয়া হে ভারত ॥ ১৯ ॥

ভাষ্যানুবাদ। এক্ষণে পূর্ব্বে যে ভাবে বর্ণিত হইয়াছে, সেই ভাবে আত্মার স্বরূপ যে জানে, তাহার এই ফল বলা হইতেছে যে, যে আমাকে অর্থাৎ যথোক্ত বিশেষণ যুক্ত ঈশ্বরকে যথোক্ত প্রকারে অসম্মূঢ়—মোহবর্জ্জিত হইয়া সম্যক্ প্রকারে জানিতে সমর্থ হয় (কি ভাবে জানিবে তাহাও বলিতেছেন) আমিই সেই পরমাত্মা এই ভাবে (যে আমাকে জানিবে) সে সর্ব্ববিৎ, সর্ব্ব প্রকারে সকল পদার্থকে যে জানে, সেই সর্ব্ববিৎ, অর্থাৎ সর্ব্বজ্ঞ। সেই ব্যক্তিই সর্ব্বভাবের সহিত অর্থাৎ সকলের যাহা আত্মা তাহাতেই একেবারে চিত্ত সমর্পণ করিয়া সর্ব্বভূতস্থ আমাকে ভজনা করিয়া থাকে হে ভারত ॥ ১৯ ॥

ইতি গুহ্যতমং শাস্ত্রমিদং মুক্তং ময়ানঘ।
এতদবুদ্ধা বুদ্ধিমান্ স্যাৎ কৃতকৃত্যশ্চ ভারত ॥ ২০ ॥

অন্বয়। হে অনঘ ইতি ইদং গুহ্যতমং শাস্ত্রং ময়া উক্তং এতদ্ বুদ্ধা (জনঃ) বুদ্ধিমান্ কৃতকৃত্যশ্চ স্যাৎ ॥ ২০ ॥

মূলানুবাদ। হে পাপরহিত, এই অতি গোপনীয় শাস্ত্র আমি বলিলাম। যে ব্যক্তি এই শাস্ত্র বুঝিবে, সেই বুদ্ধিমান্ এবং কৃতকৃত্য হইবে ॥ ২০ ॥

ভাষ্য। অস্মিন্নধ্যায়ে ভগবত্তত্ত্বজ্ঞানং মোক্ষফলমুক্ত্বা অথেদানীং তৎ স্তৌতি ইত্যেতৎ গুহ্যতমং গোপ্যতমং অত্যন্তরহস্যমিত্যেতৎ। কিং তৎ শাস্ত্রং? যদ্যপি গীতাখ্যং সমস্তং শাস্ত্রমুচ্যতে তথাপ্যয়মেবাধ্যায় ইহ শাস্ত্রমিত্যুচ্যতে স্তুত্যর্থং প্রকরণাৎ। সর্ব্বোহি গীতাশাস্ত্রার্থঃ অস্মিন্ অধ্যায়ে সমাসেন উক্তঃ ন কেবলং সর্ব্বশ্চ বেদার্থ ইহ পরিসমাপ্তঃ “যস্তং বেদ স বেদবিৎ” “বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যঃ” ইতি চোক্তম্। ইদমুক্তং কথিতং ময়া হে অনঘ অপাপ। এতৎ শাস্ত্রং যথাদর্শিতার্থং বুদ্ধা বুদ্ধিমান্ স্যাৎ ভবেন্নান্যথা কৃতকৃত্যশ্চ ভারত! কৃতং কৃত্যং কর্ত্তব্যং যেন স কৃতকৃত্যোবিশিষ্টজন্মপ্রসূতেন ব্রাহ্মণেন যৎ কর্ত্তব্যং তৎ সর্ব্বং ভগবত্তত্ত্বে বিদিতে কৃতং ভবেদিত্যর্থঃ। ন চান্যথা কর্ত্তব্যং পরিসমাপ্যতে কস্যচিদিত্যভিপ্রায়ঃ। “সর্ব্বং কর্ম্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে” ইতি চোক্তম্।

এতদ্ধি জন্মসাফল্যং ব্রাহ্মণস্য বিশেষতঃ।
প্রাপ্যৈতৎ কৃতকৃত্যোহি দ্বিজো ভবতি নান্যথা।
ইতি চ মানবং বচনম্।

যত এতৎ পরমার্থতত্ত্বং মত্তঃ শ্রুতবানসি ততঃ কৃতার্থস্ত্বং ভারতেতি ॥২০॥

ইতি শ্রীমৎপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য গোবিন্দ ভগবৎ-
পূজ্যপাদশিষ্য শ্রীশঙ্করভগবতঃ কৃতৌ শ্রীভগবদ্-
গীতাভাষ্যে পুরুষোত্তমযোগোনাম
পঞ্চদশোধ্যায়ঃ ॥

ভাষ্যানুবাদ। এই অধ্যায়ে বলা হইয়াছে যে, ভগবানের কি তত্ত্ব তাহা জানিতে পারিলে মোক্ষলাভ হয়, এইক্ষণে সেই তত্ত্বজ্ঞানের প্রশংসা করা হইতেছে। এই ইহা “গুহ্যতম” অত্যন্ত রহস্যই গুহ্যতম শব্দের অর্থ। কি গুহ্যতম? (তাহার উত্তর) শাস্ত্র। যদ্যপি শাস্ত্র বলিলে এখানে সমগ্র গীতাশাস্ত্রই পাওয়া যায়, তথাপি এখানে এই শাস্ত্রশব্দের অর্থ এই অধ্যায় মাত্র, কারণ ইহারইপ্রকরণ চলিতেছে সুতরাং এই অধ্যায়েরই স্তুতি করা হইতেছে। সমগ্র গীতাশাস্ত্রের যাহা অর্থ, তাহা এই অধ্যায়ে সংক্ষেপে প্রতিপাদন করা হইয়াছে। ইহাই যে কেবল তাহা নহে। সমগ্র বেদের যাহা অর্থ, তাহাও

অধ্যায়ে সংক্ষেপে বলা হইয়াছে, "যে তাহাকে জানে সেই বেদবিৎ" "সকল বেদের আমিই একমাত্র প্রতিপাদ্য।" ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা ও ইহাই প্রতিপাদিত হইতেছে। এই আমি তোমাকে যাহা কহিলাম, "হে অনঘ" পাপরহিত! সেই এই শাস্ত্র এবং ইহার অর্থ যে ভাবে দেখান হইয়াছে, তাহা জানিলেই লোক বুদ্ধিমান্ হয় এবং হে ভারত, কৃতকৃত্যও হয়, কৃত্য শব্দের অর্থ কর্ত্তব্য কার্য্য, যাহার কর্ত্তব্য কার্য্য সকল সম্পন্ন অর্থাৎ শেষ হইয়াছে, সেই কৃতকৃত্য। বিশিষ্ট কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া ব্রাহ্মণের যাহা কিছুকর্ত্তব্য, তাহা সকলই পরিসমাপ্ত হয়, যদি ভগবানের স্বরূপ ভাল করিয়া বুঝিতে পারা যায়। ভগবানের তত্ত্ব যে পর্য্যন্ত না জানিতে পারা যায়, সে পর্য্যন্ত কাহারও কর্ত্তব্য কর্ম্মের শেষ হইতে পারে না, ইহাই অভিপ্রায়। এই গীতাতেই ভগবান্ বলিয়াছেন যে "হে পার্থ, জ্ঞান হইলে সকল কর্ম্মের পরিসমাপ্তি হয়।" মনুও বলিয়াছেন যে, "বিশেষতঃ ব্রাহ্মণের পক্ষে ইহাই জন্মের সফলতা। এই জ্ঞানকে লাভ করিতে পারিলেই দ্বিজাতি কৃতকৃত্য হয়, অন্য কোন প্রকারে তাহার কৃতকৃত্যতা হইবার সম্ভাবনা নাই।" তুমি আমার মুখ হইতে যে হেতু এই পরমার্থ তত্ত্ব শ্রবণ করিলে, সেই কারণে তুমিও হে ভারত, কৃতার্থ হইলে ॥ ২০ ॥

ইতি গীতাশাঙ্করভাষ্যের অনুবাদে পুরুষোত্তমযোগ
নামক পঞ্চদশ অধ্যায়।

অথ ষোড়শোঽধ্যায়ঃ।

—ঃ•ঃ—

শ্রীভগবানুবাচ।

অভয়ং সত্ত্বসংশুদ্ধির্জ্ঞানযোগব্যবস্থিতিঃ।
দানং দমশ্চ যজ্ঞশ্চ স্বাধ্যায়স্তপ আর্জ্জবম্‌ ॥ ১ ॥

অন্বয়। অভয়ং সত্ত্বসংশুদ্ধিঃ জ্ঞানযোগব্যবস্থিতিঃ দানং দমঃ যজ্ঞঃ স্বাধ্যায়ঃ তপঃ আর্জ্জবং চ ॥ ১ ॥

মূলানুবাদ। নির্ভীকতা, চিত্তশুদ্ধি, জ্ঞান এবং যোগে তৎপরতা, দান, বাহ্য ইন্দ্রিয়গণের সংযম, শাস্ত্রাধ্যয়ন, তপস্যা ও সরলতা ॥ ১ ॥

ভাষ্য। দৈবী আসুরী রাক্ষসী চ ইতি প্রাণিনাং প্রকৃতয়ঃ নবমে অধ্যায়ে সূচিতাস্তাসাং বিস্তরেণ প্রদর্শনায় অভয়ং সত্ত্বসংশুদ্ধিরিত্যাদিরধ্যায় আরভ্যতে। তত্র সংসারমোক্ষায় দৈবী প্রকৃতিঃ নিবন্ধনায় আসুরী রাক্ষসী চেতি দৈব্যা আদানায় প্রদর্শনং ক্রিয়তে ইতরয়োঃ পরিবর্জ্জনায়। "অভয়ং" অভীরুতা। "সত্ত্বসংশুদ্ধিঃ" সত্ত্বস্য অন্তঃকরণস্য সংব্যবহারেষু পরবঞ্চনমায়ানৃতাদিপরিবর্জ্জনং শুদ্ধভাবেন ব্যবহার ইত্যর্থঃ। "জ্ঞানযোগব্যবস্থিতিঃ" জ্ঞানং শাস্ত্রত আচার্য্যতশ্চ আত্মাদিপদার্থানামবগমঃ অবগতানাং ইন্দ্রিয়াদ্যুপসংহারেণ একাগ্রতয়া স্বাত্মসংবেদ্যতাপাদানং যোগঃ তয়োর্জ্ঞানযোগয়োর্ব্যবস্থিতিঃ ব্যবস্থানং তন্নিষ্ঠতা এষা প্রধানা দৈবী সাত্ত্বিকী সম্পৎ। যত্র চ যেষামধিকৃতানাং যা প্রকৃতিঃ সম্ভবতি সাত্ত্বিকী সা উচ্যতে। "দানং" যথাশক্তি সংবিভাগোঽন্নাদীনাং। "দমশ্চ" বাহ্যকরণানামুপশমঃ অন্তঃকরণোপশমং শান্তিং বক্ষ্যতি। "যজ্ঞঃ" চ শ্রৌতোঽগ্নিহোত্রাদিঃ স্মার্ত্তশ্চ দেবযজ্ঞাদিঃ। "স্বাধ্যায়ঃ" ঋগ্বেদাদ্যধ্যয়নমদৃষ্টার্থং। "তপঃ" বক্ষ্যমাণং শারীরাদি। "আর্জ্জবং" ঋজুত্বং সর্ব্বদা ॥ ১ ॥

ভাষ্যানুবাদ। জীবগণের প্রকৃতি তিনপ্রকার—দৈবী আসুরী এবং রাক্ষসী, ইহা নবম অধ্যায়ে সূচিত হইয়াছে। সেই ত্রিবিধ প্রকৃতির বিস্তৃত ভাবে পরিচয় দিবার জন্য "অভয়ং" ইত্যাদি অধ্যায়ের আরম্ভ করা

হইয়াছে। সেই ত্রিবিধপ্রকৃতির মধ্যে দৈবীপ্রকৃতিই মোক্ষ লাভের অনুকূলা; আসুরী এবং রাক্ষসী প্রকৃতি বন্ধের কারণ, সুতরাং দৈবী-প্রকৃতিকেই গ্রহণ করিতে হইবে এবং আসুরী ও রাক্ষসী প্রকৃতির পরিবর্জন করিতে হইবে, সেই জন্যই তাহাদের বিস্তৃত ভাবে পরিচয় আবশ্যক। এই কারণে ভগবান্ বলিতেছেন যে,—"অভয়" অভীরুতা, "সত্ত্বসংশুদ্ধি" সত্ত্বশব্দের অর্থ অন্তঃকরণ, তাহার শুদ্ধি—শুদ্ধভাবে ব্যবহার অর্থাৎ ব্যবহারকালে পর-প্রবঞ্চনা মায়া এবং মিথ্যা এই কয়টী দোষের পরিবর্জন, "জ্ঞানযোগ-ব্যবস্থিতি" জ্ঞান শব্দের অর্থ—শাস্ত্র এবং আচার্য্যের সাহায্যে আত্মাদি পদার্থের স্বরূপাবগতি, এইপ্রকার অবগতির পরে ইন্দ্রিয়াদির সংযম পূর্ব্বক একাগ্রচিত্তে ঐসকল পদার্থকে আত্মপ্রত্যক্ষের গোচর করাই যোগ শব্দের অর্থ। এই জ্ঞান ও যোগ বিষয়ে ব্যবস্থিতি অর্থাৎ তন্নিষ্ঠা একাগ্রতা বা তৎপরতাই জ্ঞানযোগব্যবস্থিতি—ইহাই হইল প্রধান সাত্ত্বিকী দৈবীসম্পৎ। অধিকারিগণের যেখানে যেরূপ সাত্ত্বিকপ্রকৃতি হইতে পারে, তাহাই বলা হইতেছে যে,—"দান" নিজের সামর্থ্যানুসারে অন্ন প্রভৃতির ত্যাগ করিয়া বিতরণ করাই দান। "দম" বাহ্য ইন্দ্রিয়ের দমনই দম, অন্তঃকরণের নিগ্রহকে শান্তি, ইহা পরে বলিতেছেন। "যজ্ঞ" বেদবিহিত অগ্নিহোত্র প্রভৃতি এবং দেবযজ্ঞ নৃযজ্ঞ প্রভৃতি পঞ্চমহাযজ্ঞ (যাহা) স্মৃতিশাস্ত্রে বিহিত (তাহাদেরও ধরিয়া লইতে হইবে) "স্বাধ্যায়" শুভাদৃষ্ট লাভ করিবার জন্য ঋগ্বেদ প্রভৃতির অধ্যয়ন, "তপঃ" শারীর ক্লেশ, ইহার পরিচয় অগ্রে দেওয়া হইবে, "আর্জ্জব" ঋজুতা সরলতা সর্ব্বদা (হওয়া চাই)॥ ১॥

অহিংসা সত্যমক্রোধস্ত্যাগঃ শান্তিরপৈশুনম্।
দয়া ভূতেষ্বলোলুপ্ত্বং মার্দ্দবং হ্রীরচাপলম্॥ ২॥

অন্বয়। অহিংসা, সত্যং, অক্রোধঃ, ত্যাগঃ, শান্তিঃ, অপৈশুনং, দয়া ভূতেষু, অলোলুপ্ত্বং, মার্দ্দবং, হ্রীঃ, অচাপলম্॥ ২॥

মূলানুবাদ। অহিংসা, সত্য, ক্রোধের অভাব, ত্যাগ, শান্তি, অকাপট্য, প্রাণিগণের প্রতি করুণা, লজ্জা এবং অচপলতা॥ ২॥

ভাষ্য। কিঞ্চ অহিংসা অহিংসনং প্রাণিনাং পীড়াবর্জ্জনং সত্যং অপ্রিয়ানৃত-বর্জ্জিতং যথাভূতার্থবচনং অক্রোধঃ পরৈরাক্রুষ্টস্য অভিহতস্য বা প্রাপ্ত-

ক্রোধস্য উপশমনং, ত্যাগঃ সন্ন্যাসঃ পূর্বং দানস্য উক্তত্বাৎ, শান্তিঃ অন্তঃকরণস্য উপশমঃ, অপৈশুনং অপিশুনতা পরস্মৈ পরদোষপ্রকটীকরণং পৈশুনং তদভাবঃ অপৈশুনং, দয়া কৃপা ভূতেষু দুঃখিতেষু, অলোলুপ্ত্বং ইন্দ্রিয়াণাং বিষয়সন্নিধৌ অবিক্রিয়া। মার্দবং মৃদুতা অক্রৌর্য্যং, হ্রীঃ লজ্জা, অচাপলং অসতি প্রয়োজনে বাক্পাণিপাদাদীনাং অব্যাপারয়িতৃত্বং ॥ ২ ॥

ভাষ্যানুবাদ। আরও "অহিংসা" অহিংসন অর্থাৎ প্রাণীদিগের পীড়িত না করা, "সত্য" অপ্রিয় এবং অনৃত বর্জিয়া যে বস্তু যাহা তাহাকে সেই ভাবে বলা। "অক্রোধ" অপরে গালি দিলে বা প্রহার করিলে ক্রোধ না করা, "ত্যাগ" সন্ন্যাস (দান নহে) কারণ, দানের বিষয় পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। "শান্তি" অন্তঃকরণের উপশম। "অপৈশুন" অপিশুনতা— পরের কাছে অপরের ছিদ্র প্রকাশ করাকে পৈশুন কহে, সেই পৈশুনের পরিবর্জনই অপৈশুন। "দয়া" কৃপা (কাহার উপর?) প্রাণিগণের প্রতি, (কীদৃশ প্রাণিগণ?) দুঃখিত প্রাণিগণের প্রতি (কৃপাই দয়া) "অলোলুপ্ত্ব" বিষয় নিকটে আসিলেও ইন্দ্রিয়সমূহের নির্ব্বিকারভাব। "মার্দ্দব" মৃদুতা অর্থাৎ ক্রূরতার পরিবর্জ্জন। "হ্রী" লজ্জা "অচাপল" বিনাপ্রয়োজনে বাক্ পাণি বা পাদ প্রভৃতির পরিচালনা না করাই অচাপল ॥

তেজঃ ক্ষমা ধৃতিঃ শৌচমদ্রোহো নাতিমানিতা।

ভবন্তি সম্পদং দৈবীমভিজাতস্য ভারত ॥ ২ ॥

অন্বয়। হে ভারত! তেজঃ ক্ষমা ধৃতিঃ শৌচং অদ্রোহঃ নাতি-মানিতা (চ ইত্যেতে ধর্মাঃ) দৈবীং সম্পদমভিজাতস্য ভবন্তি ॥ ২ ॥

মূলানুবাদ। তেজঃ ক্ষমা ধৈর্য্য শৌচ অদ্রোহ এবং নাতিমানিতা, হে ভারত, দৈবী সম্পদ্ লাভ করিবার জন্য যাহার জন্ম হয়, তাহারই এই সকল গুণ প্রাদুর্ভূত হয়। ৩ ॥

ভাষ্য। কিঞ্চ "তেজঃ" প্রাগল্ভ্যং, ন ত্বগ্গতা দীপ্তিঃ। ক্ষমা আক্রুষ্টস্য, তাড়িতস্য বা অন্তর্বিক্রিয়ানুৎপত্তিরুৎপন্নায়াং বিক্রিয়ায়াং প্রশমনমক্রোধঃ ইত্যবোচাম। ইত্থং ক্ষমায়া অক্রোধস্য চ বিশেষঃ। ধৃতির্দেহেন্দ্রিয়েষবসাদং প্রাপ্তেষু—তস্য প্রতিষেধকোঽন্তঃকরণবৃত্তিবিশেষঃ যেনোত্তম্ভিতানি করণানি দেহশ্চ নাবসীদন্তি। শৌচং দ্বিবিধং মৃজ্জলকৃতং বাহ্যং আভ্যন্তরঞ্চ মনোবুদ্ধ্যো-

নৈর্মল্যং মায়ারাগাদিকালুষ্যাভাবঃ এবং দ্বিবিধং শৌচং। অদ্রোহঃ পরজিঘাংসাভাবঃ অহিংসনং। নাতিমানিতা অত্যর্থং মানোঽতিমানঃ স যস্য বিদ্যতে সোঽতিমানী তদ্ভাবোঽতিমানিতা তদভাবো নাতিমানিতা আত্মনঃ পূজ্যতাতিশয়ভাবনা তদভাব ইত্যর্থঃ। ভবন্তি অভয়াদীনি এতদন্তানি সংপদমভিজাতস্য কিংবিশিষ্টাং সম্পদং? দৈবীং, দেবানাং সম্পদমভিলক্ষ্য জাতস্য দেববিভূত্যর্হস্য ভাবিকল্যাণস্য ইত্যর্থঃ। হে ভারত ॥ ৩ ॥

ভাষ্যানুবাদ। আরও "তেজঃ" প্রগল্‌ভতা—বাহ্য ত্বগ্‌গতদীপ্তি নহে। "ক্ষমা" কেহ গালি দিলে বা তাড়না করিলে মনের মধ্যেও কোন প্রকার বিকার না হইতে দেওয়া, মনের মধ্যে বিকার হওয়ার পর তাহাকে বাহিরে প্রকাশ না করিয়া ভিতরেই প্রশমিত করাকে অক্রোধ বলা যায়। ইহাই হইল ক্ষমা এবং অক্রোধের পরস্পর বৈষম্য। 'ধৃতি' দেহ ও ইন্দ্রিয়সমূহ যখন অবসন্ন হইয়া পড়ে, তখন সেই অবসন্নতার প্রতিষেধক যে অন্তঃকরণ-বৃত্তিবিশেষ তাহাই ধৃতি, এই ধৃতির দ্বারা পুনরুজ্জীবিতপ্রায় হইয়া দেহ এবং ইন্দ্রিয়গণ আর অবসন্ন হইতে পারে না। "শৌচ" ইহা দুই প্রকার বাহ্য এবং আভ্যন্তর, মৃত্তিকা ও জলাদির দ্বারা যে শৌচ তাহাই বাহ্য শৌচ, মন এবং বুদ্ধির নৈর্ম্মল্য অর্থাৎ মায়া বা অনুরাগাদিজনিত যে কলুষতা তাহার অভাবই আভ্যন্তর শৌচ—এই হইল দুই প্রকার শৌচ। "অদ্রোহ" পরকে হনন করিবার ইচ্ছা মনের মধ্যে না হইতে দেওয়া—অর্থাৎ হিংসা না করা। "নাতিমানিতা" অতিশয় যে মান তাহাই অতিমান, অতিমান যাঁহার আছে সেই অতিমানী, অতিমানীর স্বভাবই অতিমানিতা অর্থাৎ "আমি অতিশয় পূজ্য এই প্রকার অভিমান" ইহা না থাকাই নাতিমানিতা। অভয় হইতে নাতিমানিতা পর্য্যন্ত যে কয়টী গুণ প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা দৈবী সম্পদ্ ভোগ করিবার জন্য যে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে, তাহা-রই হইয়া থাকে। যে দৈববিভূতি ভোগ করিবার উপযুক্ত পাত্র এবং যাহার ভবিষ্যৎ কল্যাণময়, তাহারই (এই সকল গুণ প্রাদুর্ভূত হয়) ॥ ৩ ॥

দম্ভো দর্পোঽভিমানশ্চ ক্রোধঃ পারুষ্যমেব চ।
অজ্ঞানং চাভিজাতস্য পার্থ সম্পদমাসুরীম্ ॥ ৪ ॥

অন্বয়। হে পার্থ! আসুরীং সম্পদং অভিজাতস্য দম্ভঃ দর্পঃ অভিমানঃ ক্রোধঃ পারুষ্যং অজ্ঞানং চ (ইত্যেতানি ভবন্তি)॥ ৪॥

মূলানুবাদ। হে পার্থ! আসুরী সম্পদ্‌কে ভোগ করিবার জন্য যাহার জন্ম হয়—তাহার দম্ভ দর্প অভিমান ক্রোধ পরুষতা ও অজ্ঞান এই কয়টি স্বভাব উৎপন্ন হয়॥ ৪॥

ভাষ্য। অথেদানীমাসুরী সম্পদুচ্যতে। দম্ভঃ ধর্ম্মধ্বজিত্বং দর্পঃ ধনস্বজনাদিনিমিত্ত উৎসেকোঽভিমানঃ পূর্ব্বোক্তঃ ক্রোধশ্চ। পারুষ্যমেব পরুষবচনং যথা কাণং চক্ষুষ্মান্, বিরূপং রূপবান্, হীনাভিজনং উত্তমাভিজন ইত্যাদি। অজ্ঞানং চাবিবেকজ্ঞানং মিথ্যাপ্রত্যয়ঃ কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যাদিবিষয়ঃ। অভিজাতস্য পার্থ কিমভিজাতস্য ইত্যাহ অসুরাণাং সম্পদাসুরী তামভিজাতস্য ইত্যর্থঃ॥ ৪॥

ভাষ্যানুবাদ। "দম্ভ" ধর্ম্মধ্বজিতা "দর্প" ধনবল এবং লোকবল থাকা প্রযুক্ত উৎসেক অর্থাৎ অভিমান, "ক্রোধ" ইহা কি তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, "পারুষ্য" পরুষ বচন যেমন—যে কাণা তাহাকে চক্ষুষ্মান্ বলিয়া ডাকা, যে কুরূপ তাহাকে সুন্দর বলিয়া ডাকা, যাহার অত্যন্ত নিকৃষ্ট কুলে জন্ম, তাহাকে মহাকুলপ্রসূত বলিয়া ডাকা ইত্যাদি। অজ্ঞান অবিবেকজ্ঞান অর্থাৎ কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিষয়ে মিথ্যা প্রত্যয়, হে পার্থ, এই সকল হইয়া থাকে। কাহার? তাহাই বলিতেছেন—যে অসুরগণের সম্পদ্‌কে ভোগ করিবার জন্য জন্মলাভ করিয়া থাকে, তাহারই দম্ভ প্রভৃতি হইয়া থাকে॥ ৪॥

দৈবী সম্পদ্ বিমোক্ষায় নিবন্ধায়াসুরী মতা।
মা শুচঃ সম্পদং দৈবীমভিজাতোঽসি পাণ্ডব॥ ১৫॥

অন্বয়। দৈবীসম্পদ্‌বিমোক্ষায় আসুরী (সম্পৎ) নিবন্ধায় মতা হে পাণ্ডব মা শুচঃ দৈবীং সম্পদমভিজাতোঽসি॥ ৫॥

মূলানুবাদ। দৈবী সম্পদ্ মোক্ষলাভের কারণ এবং আসুরী সম্পদ্ বন্ধনের কারণ বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। হে পাণ্ডব! তুমি শোক করিও না (কারণ) তুমি দৈবী সম্পদ্‌কে ভোগ করিবার জন্য জন্মগ্রহণ করিয়াছ॥ ৫॥

ভাষ্য। অনয়োঃ সম্পদোঃ কার্য্যমুচ্যতে যা দৈবী সম্পদ্ সা বিমোক্ষায়

সংসারবন্ধায়। নিবন্ধায় নিয়তো বন্ধঃ নিবন্ধঃ তদর্থমাসুরী সম্পদভি-প্রেতা তথা রাক্ষসী। তত্রৈবমুক্তে অর্জ্জুনস্যান্তর্গতং ভাবং কিমহং আসুরসম্পদ্যুক্তঃ কিম্বা দৈবসম্পদ্যুক্ত ইত্যেবং আলোচনারূপমালক্ষ্য আহ ভগবান্ মা শুচঃ শোকং মা কার্ষীঃ সম্পদং দৈবীমভিজাতোঽসি অভিলক্ষ্য জাতোঽসি ভাবিকল্যাণস্ত্বমসীত্যর্থঃ হে পাণ্ডব ॥ ৫ ॥

ভাষ্যানুবাদ। এই দুই প্রকার সম্পদেরই কার্য্য কি, তাহাই বলা হই-তেছে, যে সম্পদ্ দৈবী তাহা সংসার বন্ধন হইতে মুক্তিলাভের হেতু। নিশ্চিত বন্ধনই নিবন্ধ, সেই নিবন্ধেরই কারণ আসুরী সম্পৎ এবং রাক্ষসী সম্পদ্ও নিবন্ধের কারণ বলিয়া অভিপ্রেত। এই প্রকার বলার পর "আমি কি আসুর সম্পদ্যুক্ত অথবা দৈব সম্পদ্ যুক্ত" এই প্রকার আলোচনারূপ অর্জ্জুনের মনোভাব লক্ষ্য করিয়া ভগবান্ বলিতেছেন—হে পাণ্ডব, তুমি শোক করিও না, কারণ, দৈবী সম্পদ্কে অভিলক্ষ্য করিয়া তুমি জন্মগ্রহণ করিয়াছ অর্থাৎ তোমার ভবিষ্যৎ কল্যাণময় ॥ ৫ ॥

দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকেঽস্মিন্ দৈব আসুর এব চ।
দৈবো বিস্তরশঃ প্রোক্ত আসুরং পার্থ মে শৃণু ॥৬॥

অন্বয়। অস্মিন্ লোকে দৈব আসুরশ্চ ইতি দ্বৌ ভূতসর্গৌ (তত্র) দৈবঃ বিস্তরশঃ প্রোক্তঃ হে পার্থ! (অধুনা) আসুরং (সর্গং) মে শৃণু ॥ ৬ ॥

মূলানুবাদ। এই লোকে দৈব এবং আসুর এই দুই প্রকার মনুষ্য সৃষ্টি (হইয়া থাকে) দৈব কি তাহা বিস্তৃতভাবে বলা হইয়াছে—এক্ষণে আসুর সৃষ্টি (কি প্রকার তাহা) আমার কাছে শুন হে পার্থ। ॥ ৬ ॥

ভাষ্য। দ্বৌ দ্বৌ-ইতি দ্বৌ দ্বিসংখ্যাকৌ—ভূতসর্গৌ ভূতানাং মনুষ্যাণাং সর্গঃ সৃষ্টিঃ—ভূতসর্গঃ, সৃজ্যন্তে ইতি সর্গাঃ ভূতান্যেব সৃজ্যমানানি দৈবাসুর-সম্পদ্যুক্তানি তৌ ভূতসর্গৌ ইতি উচ্যতে—"দ্বয়া হ প্রাজাপত্যা দেবাশ্চাসু-রাশ্চ" ইতি শ্রুতেঃ। লোকেঽস্মিন্ সংসারে ইত্যর্থঃ। সর্ব্বেষাং দ্বৈবিধ্যোপ-পত্তেঃ, কৌ তৌ ভূতসর্গৌ ইতি উচ্যতে, প্রকৃতাবেব দৈব আসুর এব চ। উক্তয়োরেব পুনরনুবাদে প্রয়োজনমাহ দৈবঃ ভূতসর্গঃ "অভয়ং সত্ত্বসংশুদ্ধি"-রিত্যাদিনা বিস্তরশঃ বিস্তরপ্রকারৈঃ প্রোক্তঃ কথিতঃ ন আসুরঃ বিস্তরশঃ অতস্তৎপরিবর্জ্জনার্থং আসুরং পার্থ মে মম বচনাৎ উচ্যমানং শৃণু অবধারয় ॥ ৬ ॥

ভাষ্যানুবাদ। দ্বৌভূত ইত্যাদি (শ্লোকের অর্থ এই যে) "ভূতসর্গ"—ভূত-শব্দের অর্থ মনুষ্য, মনুষ্যগণের সৃষ্টিই ভূতসর্গ এই শব্দের অর্থ। এই ভূতসর্গ দুই প্রকার। সর্গ এই শব্দটীর অর্থ সৃজ্যমান অর্থাৎ যাহাদের সৃষ্টি হয় তাহারাই এই স্থলে সর্গ শব্দের অর্থ—সুতরাং সৃজ্যমান প্রাণী (মনুষ্য) গণই ভূতসর্গ শব্দটীর অর্থ। সৃজ্যমান মনুষ্যগণ হয় দৈবসম্পদ্‌যুক্ত কিম্বা আসুর-সম্পদ্‌যুক্ত এই দুই প্রকারের মধ্যে এক প্রকার হইয়া থাকে। সেই দ্বিবিধ মনুষ্যগণই ভূতসর্গ এই শব্দের দ্বারা প্রতিপাদিত হইতেছে। শ্রুতিতে নির্দিষ্ট হইয়াছে যে, "দ্বিবিধ (সৃষ্টিই) প্রাজাপত্য, দৈব এবং আসুর"। লোক এই শব্দটীর অর্থ সংসার—অর্থাৎ এই সংসারে সর্বপ্রকার মনুষ্যই এই দ্বিবিধ সৃষ্টির মধ্যে পরিগণিত হইয়া থাকে। কি সেই দু'টি ভূতসর্গ তাহাই বলা হইতেছে যে, সেই প্রকৃত দৈব এবং আসুর এই দুই প্রকার অর্থাৎ দৈব এবং আসুর প্রকৃতির কথা একবার বলা হইয়াছে, আবার কেন বলা হইতেছে, তাহারই প্রয়োজন বলা হইতেছে। দৈব ভূতসর্গ বিস্তর প্রকারে বলা হইয়াছে অর্থাৎ "অভয় সত্ত্বসংশুদ্ধি" ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা অতি বিস্তৃতভাবে দৈবভূত-সর্গের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে—কিন্তু আসুর ভূতসর্গের বিস্তর প্রকারে পরিচয় দেওয়া হয় নাই। এই বর্ণনা না করা রূপ ত্রুটি পরিহার করিবার জন্য বিস্তর প্রকারে সেই আসুর ভূতসর্গের বর্ণনা করা যাইতেছে, হে পার্থ, তুমি তাহা আমার নিকটে অর্থাৎ আমার বচন হইতে "শোন" অবধারণ কর ॥ ৬ ॥

প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ জনা ন বিদুরাসুরাঃ।
ন শৌচং নাপি চাচারো ন সত্যং তেষু বিদ্যতে ॥ ৭ ॥

অন্বয়। আসুরা জনাঃ প্রবৃত্তিং চ নিবৃত্তিংচ ন বিদুঃ তেষু ন শৌচং নাপি চ আচারঃ ন সত্যং বিদ্যতে ॥ ৭ ॥

মূলানুবাদ। আসুরপ্রকৃতিযুক্ত মনুষ্যগণ—প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তির কি স্বরূপ তাহা জানেনা, তাহাদের মধ্যে শৌচ আচার এবং সত্য (একদেশও কিছুই) নাই ॥ ৭ ॥

ভাষ্য। সা অধ্যায়পরিসমাপ্তেঃ আসুরী সম্পৎ প্রাণিবিশেষণত্বেন প্রদর্শ্যতে প্রত্যক্ষীকরণেন চ শক্যতে অস্যাঃ পরিবর্জনং কর্তুমিতি প্রবৃত্তিঞ্চ প্রবর্তনং যস্মিন্ পুরুষার্থসাধনে কর্তব্যে প্রবৃত্তিঃ তাং নিবৃত্তিং চ তদ্বিপরীতাং

যস্মাদনর্থহেতোর্নিবর্ত্তিতব্যং তাং চ জনা আসুরা ন বিদুর্ন জানন্তি। ন কেবলং প্রবৃত্তিনিবৃত্তী এব তে ন বিদুঃ ন শৌচং নাপি চাচারঃ ন সত্যং তেষু বিদ্যতে। অশৌচা অনাচারা মায়াবিনোঽনৃতবাদিনো হ্যাসুরাঃ॥ ৭॥

ভাষ্যানুবাদ। এখান হইতে অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি পর্য্যন্ত প্রাণিগণের বিশেষণভাবে আসুর সম্পদের বর্ণনা করা হইবে, কারণ, ইহাবারা জান করিয়া বুঝিয়া লইয়া তাহার পরিবর্জ্জন করা যাইতে পারে। "প্রবৃত্তি" প্রবর্ত্তন যে পুরুষার্থ সাধনের অনুষ্ঠান করিতে হইলে যেরূপভাবে প্রবৃত্তি হওয়া উচিত এবং "নিবৃত্তি" ইহারই বিপরীত অর্থাৎ যে অনর্থ হেতু হইতে যে ভাবে নিবৃত্ত হইতে হইবে, তাহাও আসুরপ্রকৃতিসম্পন্ন মনুষ্যগণ বুঝিতে পারে না। তাহারা যে কেবল প্রবৃত্তি এবং নিবৃত্তিকে বুঝে না, তাহাই নহে, কিন্তু তাহাদের মধ্যে শৌচ আচার এবং সত্য এই তিনটীও নাই অর্থাৎ আসুরপ্রকৃতি যুক্ত মনুষ্যগণ শৌচহীন আচারহীন মায়াবী এবং মিথ্যাবাদীই (হইয়া থাকে)॥ ৭॥

অসত্যমপ্রতিষ্ঠং তে জগদাহুরনীশ্বরম্।
অপরস্পরসম্ভূতং কিমন্যৎ কামহৈতুকম্॥ ৮॥

অন্বয়। তে (আসুরাঃ) আহুঃ জগৎ অসৎ অপ্রতিষ্ঠং অনীশ্বরং অপরস্পরসম্ভূতং কামহৈতুকং চ (ইতোঽন্যৎ) কিং?॥ ৮॥

মূলানুবাদ। তাহারা (আসুরপ্রকৃতিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ) বলিয়া থাকে যে, এই জগতে সকলই অসত্যপূর্ণ, ধর্ম্ম বা অধর্ম্মই কিছুই নাই, এইজগতের নিয়ন্তা কোন ঈশ্বরও নাই। স্ত্রীপুরুষগণ পরস্পর কামবশে মিলিত হইয়াই এই জগৎকে উৎপাদিত করিয়াছে, ইহা ছাড়া এ জগৎ আর কি হইতে পারে?॥ ৮॥

ভাষ্য। কিঞ্চ অসত্যং যথা বয়মনৃতপ্রায়াস্তথেদং জগৎসর্ব্বং অসত্যম্ অপ্রতিষ্ঠং চ নাস্য ধর্ম্মাধর্ম্মৌ প্রতিষ্ঠা অতোঽপ্রতিষ্ঠং চেতি তে আসুরা জনা জগদাহুরনীশ্বরং ন চ ধর্ম্মাধর্ম্মসব্যপেক্ষকোঽস্য শাসিতা ঈশ্বরো বিদ্যত ইত্যতোঽনীশ্বরং জগদাহুঃ। কিঞ্চ অপরস্পরসম্ভূতং কামপ্রযুক্তয়োঃ স্ত্রীপুরুষয়োঃ অন্যোন্যসংযোগাৎ জগৎ সর্ব্বং সম্ভূতং কিমন্যৎ কামহৈতুকং কামহেতুকমেব কামহৈতুকং কিমন্যৎ?। জগতঃ কারণং ন কিঞ্চিদদৃষ্টং

ধর্ম্মাধর্ম্মাদিকারণান্তরং বিদ্যতে জগতঃ। কামএব প্রাণিনাং কারণং ইতি লোকায়তিকদৃষ্টিরিয়ম্ ॥ ৮ ॥

ভাষ্যানুবাদ। (আরও আসুর জনগণ বলিয়া থাকে যে, এই জগৎ) "অসত্য" যেমন আমরা মিথ্যা ব্যবহার পরিপূর্ণ সেইরূপ এই জগতের সকলই মিথ্যা ব্যবহার পরিপূর্ণ, এই জগৎ "অপ্রতিষ্ঠ" প্রতিষ্ঠাশব্দের অর্থ ধর্ম্মাধর্ম্ম, এইজগতে ধর্ম্মাধর্ম্ম নিবন্ধন যে কোনপ্রকার মর্য্যাদা আছে, তাহা নহে। জীবের ধর্ম্মাধর্ম্মকে দেখিয়া তদনুসারে এই জগতের জীবগণের নিয়ন্তা কোন ঈশ্বরও নাই সুতরাং এই জগৎ ঈশ্বরবিরহিত। তাহারা আরও বলিয়া থাকে, এই মনুষ্যজগৎ স্ত্রী এবং পুরুষের কামনা জনিত পরস্পর সমাগমের ফল ছাড়া আর কিছুই নহে, এই জগতের উৎপত্তির পক্ষে ধর্ম্ম বা অধর্ম্মরূপ কোন অদৃষ্ট কারণ হইতেই পারে না—কামই প্রাণিগণের সৃষ্টির কারণ—এই প্রকার দর্শন লোকায়তিক অর্থাৎ চার্ব্বাকগণেরই হইয়া থাকে ॥ ৮ ॥

———

এতাং দৃষ্টিমবষ্টভ্য নষ্টাত্মানোঽল্পবুদ্ধয়ঃ।
প্রভবন্ত্যুগ্রকর্ম্মাণঃ ক্ষয়ায় জগতোঽহিতাঃ ॥৯॥

অন্বয়। উগ্রকর্ম্মাণঃ নষ্টাত্মানঃ অল্পবুদ্ধয়ঃ অহিতাঃ (জনাঃ) এতাং দৃষ্টিং অবষ্টভ্য জগতঃ ক্ষয়ায় প্রভবন্তি ॥ ৯ ॥

মূলানুবাদ। উগ্রকর্ম্মা নষ্টাত্মা অল্পবুদ্ধি ও অমঙ্গল স্বভাব জনগণ এই প্রকার বুদ্ধিকে আশ্রয় করিয়া জগতের ধ্বংসের জন্য জন্মগ্রহণ করে ॥৯॥

ভাষ্য। এতামিতি। এতাং দৃষ্টিং অবষ্টভ্য আশ্রিত্য নষ্টাত্মানঃ নষ্ট-স্বভাবা বিভ্রষ্টপরলোকসাধনা অল্পবুদ্ধয়ো বিষয়বিষয়া অল্পৈব বুদ্ধির্যেষাং তে অল্পবুদ্ধয়ঃ প্রভবন্তি উদ্ভবন্তি। উগ্রকর্ম্মাণঃ ক্রূরকর্ম্মাণঃ—হিংসাত্মকাঃ ক্ষয়ায় জগতঃ প্রভবন্তি ইতি সম্বন্ধঃ। জগতোঽহিতাঃ শত্রবঃ, ইত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥

ভাষ্যানুবাদ। এতাং ইত্যাদি (শ্লোকের অর্থ এই যে) এই প্রকার দৃষ্টিকে আশ্রয় করিয়া—জগতের ক্ষয়ের জন্য প্রভূত হইয়া, থাকে অর্থাৎ উদ্ভব পাইয়া থাকে (কাহারা?) "নষ্টাত্মা" নষ্টস্বভাব যাহাদের পরলোক-সাধন বিভ্রষ্ট হইয়াছে তাহারাই নষ্টাত্মা, "অল্পবুদ্ধি" যাহাদের বুদ্ধির বিষয় অতি অল্প তাহারাই অল্পবুদ্ধি "উগ্রকর্ম্মা" ক্রূরকর্ম্মা অর্থাৎ যাহাদের প্রকৃতি

দীর্ঘদ। হিংসাপ্রবণ, তাহারাই উগ্রকর্ম্মা। (ইহারাই) জগতের অহিত অর্থাৎ শত্রু. ইহাই তাৎপর্য্য ॥ ৯ ॥

কামমাশ্রিত্য দুষ্পূরং দম্ভমানমদান্বিতাঃ।
মোহাদ্ গৃহীত্বাঽসদ্গ্রাহান্ প্রবর্ত্তন্তেঽশুচিব্রতাঃ ॥ ১০ ॥

অন্বয়। দুষ্পূরং কামং আশ্রিত্য মোহাৎ অসদ্গ্রাহান্ গৃহীত্বা দম্ভমান-মদান্বিতাঃ অশুচিব্রতাঃ প্রবর্ত্তন্তে ॥ ১০ ॥

মূলানুবাদ। তাহারা দুষ্পূর কামকে আশ্রয় করিয়া থাকে, এবং মোহবশতঃ অশুভ নিশ্চয়কে অবলম্বন করিয়া সকল কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, তাহারা অশুচি-ব্রত এবং দম্ভ মান এবং মদে পরিপূর্ণ থাকে ॥ ১০ ॥

ভাষ্য। তে চ কামং ইচ্ছাবিশেষমাশ্রিত্য অবষ্টভ্য দুষ্পূরং অশক্য-পূরণং দম্ভমানমদান্বিতাঃ দম্ভশ্চ মানশ্চ মদশ্চ দম্ভমানমদাঃ তৈঃ অন্বিতাঃ দম্ভ-মানমদান্বিতা মোহাদবিবেকতো গৃহীত্বা উপাদায় অসদ্গ্রাহান্ অশুভনিশ্চযান্ প্রবর্ত্তন্তে লোকে. অশুচিব্রতাঃ অশুচীনি ব্রতানি যেষাং তে অশুচি-ব্রতাঃ ॥ ১০ ॥

ভাষ্যানুবাদ। তাহারা (কি করে? তাহাই বলা হইতেছে) "কাম" ইচ্ছাবিশেষ (যাহা) দুষ্পূর অর্থাৎ যাহার পূরণ হইবার সম্ভাবনা নাই, সেই কামকে আশ্রয় করিয়া (তাহাদের স্বভাব কি? তাহাই বলিতেছেন) "দম্ভমানমদান্বিত" দম্ভ মান এবং মদ এই তিনটীর সহিত সর্ব্বদাযুক্ত (হইয়াই থাকে) এবং "অসদ্গ্রাহ" অসদ্বিষয়ের নিশ্চয়কে গ্রহণ অর্থাৎ উপাদান করিয়া (তাহারা) প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। তাহাদের ব্রত অপবিত্র, এই জন্য তাহাদিগকে অশুচিব্রত কহা যায় ॥ ১০ ॥

চিন্তামপরিমেয়াং চ প্রলয়ান্তামুপাশ্রিতাঃ।
কামোপভোগপরমা এতাবদিতি নিশ্চিতাঃ ॥ ১১ ॥

অন্বয়। অপরিমেয়াং প্রলয়ান্তাং চিন্তাং উপাশ্রিতাঃ কামোপভোগপরমাঃ, এতাবদিতি নিশ্চিতাঃ (তে ভবন্তি) ॥ ১১ ॥

মূলানুবাদ। আমরণ অপরিমেয় চিন্তাকেই (তাহারা) আশ্রয় করিয়া থাকে। কামোপভোগই তাহাদের পরম পুরুষার্থ। এবং তাহাদের নিশ্চয়

এই যে, ইহাই জগতের সার (ইহা ছাড়া পরলোক প্রভৃতি কিছুই নাই) ॥ ১১ ॥

ভাষ্য। কিঞ্চ চিন্তাং অপরিমেয়াং ন পরিমাতুং শক্যতে যস্যাঃ চিন্তায়া ইয়ত্তা সা অপরিমেয়া তাং অপরিমেয়াং প্রলয়ান্তাং মরণান্তামুপাশ্রিতাঃ সদাচিন্তাপরা ইত্যর্থঃ। কামোপভোগপরমাঃ কাম্যন্তে ইতি কামাঃ শব্দাদয়ঃ তদুপভোগপরমাঃ অয়মেব পরমঃ পুরুষার্থঃ যঃ কামোপভোগ ইত্যেবং নিশ্চিতাত্মানঃ এতাবদিতি নিশ্চিতাঃ ॥ ১১ ॥

ভাষ্যানুবাদ। আরও "অপরিমেয" যে চিন্তার ইয়ত্তা কোথায় তাহার নিরূপণ করা যায় না, তাহাই অপরিমেয়, সেই অপরিমেয় অথচ "প্রলয়ান্ত" মরণান্ত চিন্তাকে (তাহারা) আশ্রয় করিয়া থাকে অর্থাৎ তাহারা সর্ব্বদাই চিন্তাপর। "কামোপভোগপরম" যাহার কামনা করা যায়, তাহাকেই কাম কহা যায়, অর্থাৎ শব্দ স্পর্শ প্রভৃতি ভোগ্য বস্তুই এই স্থানে কাম শব্দের অর্থ। সেই কামই যাহাদের পরম পুরুষার্থ, এই প্রকারই তাহাদের নিশ্চয় হইয়া থাকে ॥ ১১ ॥

আশাপাশশতৈর্বদ্ধাঃ কামক্রোধপরায়ণাঃ।
ঈহন্তে কামভোগার্থমন্যায়েনার্থসঞ্চয়ান্ ॥ ১২ ॥

অন্বয়। আশাপাশশতৈর্বদ্ধাঃ কামক্রোধপরায়ণাঃ (তে) কামভোগার্থং অন্যায়েন অর্থসঞ্চয়ান্ ঈহন্তে ॥ ১২ ॥

মূলানুবাদ। তাহারা আশারূপ শত শত পাশসমূহের দ্বারা আবদ্ধ হয় এবং সর্ব্বদা কাম ও ক্রোধের অধীন থাকে, তাহারা কামভোগের জন্য অন্যায় উপায় দ্বারা অর্থ সঞ্চয় করিয়া থাকে ॥ ১২ ॥

ভাষ্য। আশাপাশেতি। আশাপাশশতৈঃ আশা এব পাশাঃ তচ্ছতৈঃ আশাপাশশতৈঃ বদ্ধা নিয়ন্ত্রিতাঃ সন্তঃ সর্ব্বত আকৃষ্যমাণাঃ কামক্রোধপরায়ণাঃ কামক্রোধৌ পরময়নং পর আশ্রয়ো যেষাং তে কামক্রোধপরায়ণাঃ। ঈহন্তে চেষ্টন্তে কামভোগার্থং কামভোগপ্রয়োজনায় ন ধর্ম্মার্থমন্যায়েন অর্থসঞ্চয়ান্ অর্থপ্রচয়ান্ অন্যায়েন পরস্বাপহরণাদিনেত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥

ভাষ্যানুবাদ। আশাপাশ ইত্যাদি (শ্লোকের অর্থ এই যে) "আশা

পাশ শত" আশাই পাশ (রজ্জু) এই অর্থে আশাপাশ এই শব্দটী ব্যবহার করা হইয়াছে, সেই আশাপাশ যদি বহু শত হয় তাহা হইলে তাহাকেই আশাপাশ শত বলা যায়। সেই আশাপাশশতসমূহের দ্বারা বদ্ধ অর্থাৎ নিয়ন্ত্রিত হইয়া (তাহারা) "কামক্রোধাদিপরায়ণ" (হইয়া থাকে)। কাম এবং ক্রোধ এই দুইটীই যাহাদের প্রধান অয়ন অর্থাৎ পরম আশ্রয়, তাহারাই কামক্রোধপরায়ণ বলিয়া কথিত হয়। কামক্রোধপরায়ণ হইয়া তাহারা কি করে? তাহাই দেখান হইতেছে যে, অন্যায় উপায় দ্বারা অর্থাৎ পরের ধন হরণাদি করিয়া অর্থ সঞ্চয় করিতে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে ॥ ১২ ॥

ইদমদ্য ময়া লব্ধমিদং প্রাপ্স্যে মনোরথম্।
ইদমস্তীদমপি মে ভবিষ্যতি পুনর্ধনম্ ॥ ১৩ ॥

অন্বয়। অদ্য ময়া ইদং লব্ধং ইদং মনোরথং প্রাপ্স্যে ইদং ধনং মে অস্তি ইদং ধনং পুনঃ মে ভবিষ্যতি ॥ ১৩ ॥

মূলানুবাদ। আমি অদ্য এই ধন পাইয়াছি, এই মনোরথটী আমার লব্ধ হইবে; এই ধন ত আমার রহিয়াছে, আরও এইরূপ ধন আমার হইবে ॥ ১৩ ॥

ভাষ্য। ঈদৃশশ্চ তেষামভিপ্রায়ঃ ইদং দ্রব্যং অথেদানীং ময়া লব্ধং ইদং অন্যং প্রাপ্স্যে মনোরথং মনস্তুষ্টিকরং ইদং চাস্তি ইদমপি মে ভবিষ্যতি আগামিনি সংবৎসরে পুনর্ধনং তেনাহং ধনী বিখ্যাতো ভবিষ্যামি ॥ ১৩ ॥

ভাষ্যানুবাদ। তাহাদের অভিপ্রায়ও এই প্রকার হইয়া থাকে, যথা এই দ্রব্য আমি এক্ষণে পাইলাম, এই অন্য দ্রব্য আমি লাভ করিব (সেই দ্রব্য কি প্রকার?) মনোরথ অর্থাৎ মনের সন্তোষকর। এই ধন আমার রহিয়াছে এবং আগামী সংবৎসরে আমি এত ধন পাইব এবং তাহাদ্বারা আমি ধনী বলিয়া প্রসিদ্ধ হইব ॥ ১৩ ॥

অসৌ ময়া হতঃ শত্রুর্হনিষ্যে চাপরানপি।
ঈশ্বরোঽহমহং ভোগী সিদ্ধোঽহং বলবান্ সুখী ॥ ১৪ ॥

অন্বয়। অসৌ শত্রুঃ ময়া হতঃ অপরান্ অপি হনিষ্যে অহং ঈশ্বরঃ অহং ভোগী অহং সিদ্ধঃ বলবান্ সুখী চ ॥ ১৪ ॥

মূলানুবাদ। এই শত্রুকে আমি মারিয়াছি, (এইরূপে) অপর শত্রুগণকেও আমি বিনাশ করিব, আমি ঈশ্বর, আমি ভোগী, আমি সিদ্ধ, আমি বলবান্, আমি সুখী ॥ ১৪ ॥

ভাষ্য। অসৌ ময়েতি। অসৌ দেবদত্তনামা ময়া হতোদুর্জ্জয়ঃ শত্রুঃ হনিষ্যে চান্যান্ বরাকান্ অপরানপি কিমেতে করিষ্যন্তি তপস্বিনঃ। সর্ব্বথাপি নাস্তি মত্তুল্যঃ। ঈশ্বরঃ অহং অহং ভোগী সর্ব্বপ্রকারেণ চ সিদ্ধোঽহং সংপন্নঃ পুত্রৈঃ পৌত্রৈঃ নপ্তৃভিঃ ন কেবলং মানুষোঽহং বলবান্ সুখী চাহমেবান্যে তু ভূমিভারায় অবতীর্ণাঃ ॥ ১৪ ॥

ভাষ্যানুবাদ। অসৌ ময়া ইত্যাদি (শ্লোকের অর্থ)। এই দেবদত্ত নামে প্রসিদ্ধ দুর্জ্জয় শত্রুকে আমি মারিয়াছি, এইরূপ তুচ্ছ শত্রুগণকেও আমি বিনাশ করিব। ইহারা অকিঞ্চিৎকর, আমার ইহারা কি ক্ষতি করিতে পারে, সর্ব্ব প্রকারেই আমার তুল্য কেহই নাই। আমি ঈশ্বর আমি ভোগী আমি সর্ব্বপ্রকারেই সিদ্ধ অর্থাৎ পুত্র পৌত্র প্রপৌত্র প্রভৃতি স্বজনগণে বেষ্টিত, আমি যে কেবল একজন মানুষ, তাহাই নহে, আমি বলবান্ এবং আমিই সুখী, আর সকলে কেবল ভূমির ভারের জন্যই এই সংসারে জন্ম লাভ করিয়াছে মাত্র ॥ ১৪ ॥

আঢ্যোঽভিজনবানস্মি কোঽন্যোঽস্তি সদৃশো ময়া।
যক্ষ্যে দাস্যামি মোদিষ্য ইত্যজ্ঞানবিমোহিতাঃ ॥ ১৫ ॥

অন্বয়। অহং আঢ্যঃ অভিজনবান্ (চ) অস্মি, ময়া সদৃশঃ অন্য কঃ অস্তি? অহং যক্ষ্যে দাস্যামি মোদিষ্যে চ ইত্যজ্ঞানবিমোহিতাঃ (তে ইত্যর্থঃ) ॥ ১৫ ॥

মূলানুবাদ। আমি ধনবান্, আমি সংকুলে প্রসূত, আমার তুল্য আর অন্য কে হইতে পারে? আমি যাগ করিব দান করিব এবং আনন্দ ভোগ করিব, এই প্রকার অজ্ঞানের দ্বারা (তাহারা) বিমোহিত হইয়া থাকে ॥ ১৫ ॥

ভাষ্য। আঢ্যোধনেন অভিজনেন অভিজনবান্ সপ্তপুরুষং শ্রোত্রিয়ত্বাদিসংপন্নঃ তেনাপি ন মম তুল্যঃ অস্তি কশ্চিৎ কোঽন্যোঽস্তিসদৃশস্তুল্যঃ ময়া। কিঞ্চ যক্ষ্যে যাগেনাপ্যন্যানভিভবিষ্যামি, দাস্যামি নটাদিভ্যোমোদিষ্যে হর্ষং

চাভিজনয়েন প্রাপ্স্যামি ইত্যেবমজ্ঞানেন বিমোহিতা অজ্ঞানবিমোহিতা বিবিধ-মবিবেকভাবমাপন্নাঃ ॥ ১৫ ॥

ভাষ্যানুবাদ। আঢ্য ইত্যাদি (শ্লোকের অর্থ এই যে) "আঢ্য" ধনবান্ "অভিজনবান," অভিজন শব্দের অর্থ মহাকুল, সেই কুলে যে জন্মগ্রহণ করে, সেই অভিজনবান্। সপ্তপুরুষ হইতে আমার কুলের সকলেই শ্রোত্রিয়ত্ব আদি গুণশালী, সুতরাং ধনে এবং কুলে আমার "তুল্য" সদৃশ আর অন্য কে হইতে পারে? আরও, আমি যাগ করিব অর্থাৎ যাগ করিয়াও অন্য সকলকে অভিভব করিব, আমি নট প্রভৃতিকে ধন দিব এবং (এই-রূপে) অতিশয় আনন্দ ভোগ করিব। এই প্রকার বহুবিধ অজ্ঞান দ্বারা (তাহারা) বিমোহিত অর্থাৎ তাহারা বিবিধ অবিবেকভাবকে আশ্রয় করিয়া থাকে ॥ ১৫ ॥

অনেকচিত্তবিভ্রান্তা মোহজালসমাবৃতাঃ।
প্রসক্তাঃ কামভোগেষু পতন্তি নরকেঽশুচৌ ॥ ১৬ ॥

অন্বয়। অনেকচিত্তবিভ্রান্তাঃ মোহজালসমাবৃতাঃ কামভোগেষু প্রসক্তাঃ (তে) অশুচৌ নরকে পতন্তি ॥ ১৬ ॥

মূলানুবাদ। তাহাদের চিত্ত অনেক প্রকারে ভ্রান্ত, তাহারা মোহজালে সমাবৃত। (এইরূপে) তাহারা কামভোগে অত্যন্ত আসক্ত হইয়া (অব-শেষে) অশুচি নরকে পতিত হইয়া থাকে ॥ ১৬ ॥

ভাষ্য। অনেকেতি অনেকচিত্তবিভ্রান্তা উক্তপ্রকারৈঃ অনেকৈঃ চিত্তৈঃ বিবিধং ভ্রান্তা অনেকচিত্তবিভ্রান্তা মোহজালসমাবৃতা মোহোঽ-বিবেকঃ অজ্ঞানং তদেব জালং ইব আবরণাত্মকত্বাৎ তেন সমাবৃতাঃ প্রসক্তাঃ কামভোগেষু তত্রৈব নিষণ্ণাঃ সন্তস্তেনোপচিতকল্মষাঃ পতন্তি নরকে অশুচৌ বৈতরণ্যাদৌ ॥ ১৬ ॥

ভাষ্যানুবাদ। "অনেক" ইত্যাদি (শ্লোকের অর্থ)। "অনেক চিত্ত বিভ্রান্ত" উক্ত প্রকার বহুবিধ চিত্তের দ্বারা নানাপ্রকারে যাহারা ভ্রান্ত, তাহারাই অনেকচিত্তবিভ্রান্ত, "মোহজালসমাবৃত" মোহ শব্দের অর্থ অবিবেক অর্থাৎ অজ্ঞান, এই মোহই জাল; কারণ, ইহা জালের ন্যায় আবরণ করিয়া থাকে। সেই মোহজালের দ্বারা যাহারা সমাবৃত, তাহারাই মোহ-

জালসমাবৃত। "প্রসক্ত" কামভোগ সমূহে নিবদ্ধ অর্থাৎ তাহাতেই আসক্ত হইয়া যাহারা পাপরাশিকে সঞ্চয় করে, তাহারাই কামভোগে নিবদ্ধ। (এই প্রকার হইয়া তাহারা কি করে?) নরকে পতিত হয় (সে নরক কি প্রকার?) অশুচি, বৈতরণী প্রভৃতি নরকে তাহারা পতিত হয় ॥ ১৬ ॥

আত্মসম্ভাবিতাঃ স্তব্ধা ধনমানমদান্বিতাঃ।
যজন্তে নামযজ্ঞৈস্তে দম্ভেনাবিধিপূর্ব্বকম্ ॥ ১৭ ॥

অন্বয়। আত্মসম্ভাবিতাঃ স্তব্ধাঃ ধনমানমদান্বিতাঃ তে দম্ভেন অবিধিপূর্ব্বকং যজ্ঞৈর্যজন্তে ॥ ১৭ ॥

মূলানুবাদ। তাহারা আপনাকেই সর্ব্বপ্রকারে উপযুক্ত বিবেচনা করে, কাহারই নিকটে তাহারা অবনত হয় না। ধন থাকা প্রযুক্ত তাহাদের অভিমান ও মত্ততা সর্ব্বদাই থাকে। তাহারা দম্ভবশতঃ অবিধিপূর্ব্বক সম্পাদিত যজ্ঞসমূহের দ্বারা আরাধনা করিয়া থাকে ॥ ১৭ ॥

ভাষ্য। আত্মেতি। আত্মসম্ভাবিতাঃ সর্ব্বগুণবিশিষ্টতয়া আত্মনৈব সম্ভাবিতা ন সাধুভিঃ। স্তব্ধা অপ্রণতাত্মানঃ, ধনমানমদান্বিতাঃ ধননিমিত্তঃ মানো মদশ্চ তাভ্যাং ধনমানমদাভ্যাং অন্বিতা যজন্তে নামযজ্ঞৈঃ নামমাত্রযজ্ঞৈঃ তে দম্ভেন ধর্ম্মধ্বজিতয়া অবিধিপূর্ব্বকং বিহিতাঙ্গেতিকর্ত্তব্যতারহিতৈঃ ॥ ১৭ ॥

ভাষ্যানুবাদ। আত্ম ইত্যাদি (শ্লোকের অর্থ)। "আত্মসম্ভাবিত" সকল প্রকার গুণ আমারই আছে—এই বলিয়া যে নিজেকে সম্ভাবনা করে; কিন্তু সাধুগণ যাহাকে সেইরূপ বিবেচনা করেন না, এইরূপ ব্যক্তিকেই আত্মসম্ভাবিত (বলা যায়)। "স্তব্ধ" যাহাদের স্বভাব নত নহে, তাহারাই স্তব্ধ, "ধনমানমদান্বিত" ধন আছে এই জন্য যে মান ও মদ উৎপন্ন হয়, সেই ধনমান এবং ধনমদ যাহাদের সর্ব্বদাই আছে, তাহারা ধনমানমদান্বিত। নামযজ্ঞ অর্থাৎ নামমাত্রেই যজ্ঞ (কার্য্যতঃ নহে) এই তাৎপর্য্যে (নামযজ্ঞ এই শব্দটী প্রযুক্ত হইয়াছে)। এই প্রকার নামযজ্ঞসমূহের দ্বারা তাহারা দম্ভবশতঃ অর্থাৎ ধর্ম্মধ্বজিতার বশে অবিধিপূর্ব্বক যজন করিয়া থাকে। (তাহাদের ঐ সকল যজ্ঞ) "অবিধিপূর্ব্বক" অর্থাৎ ঐ সকল

যজ্ঞের যে সকল বিহিত অঙ্গ কিম্বা অনুষ্ঠান করিবার পদ্ধতি আছে, তাহার কিছুই অবলম্বিত হয় না॥ ১৭॥

অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধঞ্চ সংশ্রিতাঃ।
মামাত্মপরদেহেষু প্রদ্বিষন্তোঽভ্যসূয়কাঃ॥ ১৮॥

অন্বয়। অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং চ আশ্রিতাঃ মাং আত্ম-পরদেহেষু প্রদ্বিষন্তঃ অভ্যসূয়কাঃ॥ ১৮॥

মূলানুবাদ। তাহারা বল দর্প অহঙ্কার কাম ও ক্রোধকে অবলম্বন করিয়া থাকে। তাহারা নিজদেহে এবং পরদেহে আমার প্রতি অর্থাৎ ঈশ্বরের প্রতি বিদ্বেষপরায়ণ হয়, তাহারা পরের গুণ সহিতে পারে না॥ ১৮॥

ভাষ্য। অহমিতি। অহঙ্কারং অহংকরণং অহঙ্কারঃ বিদ্যমানৈঃ অবিদ্যমানৈশ্চ গুণৈরাত্মনি অধ্যারোপিতৈঃ বিশিষ্টমাত্মানং অহং ইতি মন্যতে সোঽহঙ্কারোঽবিদ্যাখ্যঃ কষ্টতমঃ সর্ব্বদোষাণাং মূলং সর্ব্বানর্থপ্রবৃত্তীনাং চ। তথা বলং পরাভিভবনিমিত্তং কামরাগান্বিতং, দর্পং দর্পো নাম যস্যোদ্ভবে ধর্ম্মমতিক্রামতি সোঽয়মন্তঃকরণাশ্রয়ো দোষবিশেষঃ। কামং স্ত্র্যাদিবিষয়ং ক্রোধমনিষ্টবিষয়মেতান্ অন্যাংশ্চ মহতো দোষান্ সংশ্রিতাঃ। কিঞ্চ তে মামীশ্বরমাত্মপরদেহেষু স্বদেহে পরদেহেষু চ তদ্বুদ্ধিকর্ম্মসাক্ষিভূতং মাং প্রদ্বিষন্তঃ মচ্ছাসনাতিবর্ত্তিত্বং প্রদ্বেষঃ তং কুর্ব্বন্তঃ অভ্যসূয়কাঃ সন্মার্গস্থানাং গুণেষ্বসহমানাঃ॥ ১৮॥

ভাষ্যানুবাদ। অহং ইত্যাদি (শ্লোকের অর্থ এই যে) "অহঙ্কার" অহঙ্করণ—যে সকল গুণ বিদ্যমান এবং যে সকল গুণ বাস্তবিক নাই, তাহা সকলই আত্মার উপর আরোপ করা অর্থাৎ আমার এত গুণ আছে এই প্রকার যে ভাবনা, তাহাই অহঙ্কার, এই অহংকারকে অবিদ্যা বলা যায়, এই অহঙ্কাররূপদোষ অন্যান্য দোষ সকলের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ক্লেশদায়ক, যতপ্রকার অনর্থকর প্রবৃত্তি আছে, সেই সকলেরই মূল হইতেছে অহঙ্কার। "বল" যাহাদ্বারা পরের অভিভব করা যায়; কাম ও রাগ হইতে যাহা উৎপন্ন, সেই সামর্থ্যবিশেষই বল। "দর্প" যাহার উদ্ভব হইলে লোকে ধর্ম্ম পরিত্যাগ করে ও যাহা অন্তঃকরণে আশ্রিত, সেই দোষবিশেষই দর্প। "কাম" স্ত্রীপ্রভৃতি ভোগ্য বস্তুর প্রতি যে

অভিলাষ তাহাই কাম। "ক্রোধ" অনিষ্ট অর্থাৎ দুঃখ বা দুঃখ-হেতুর উপর মনের প্রতিকূল বৃত্তিই ক্রোধ। এই সকল এবং আরও অনেক মহান্ দোষসমূহের আশ্রয় তাহারাই হইয়া থাকে। আর তাহারা "আত্মপর দেহে" অর্থাৎ নিজ দেহে এবং অপর জীবগণের দেহ-সমূহেও অবস্থিত আমাকে অর্থাৎ ঈশ্বরকে বিদ্বেষ করিয়া থাকে; দেহ-মধ্যে যাহা কিছু কর্ম হয় বা যাহা কিছু বৃত্তি হয়, সেই সকলই আমার নিকটে সর্ব্বদাই প্রকটিত হয়; এই কারণেই আমি দেহে অবস্থিত অর্থাৎ প্রাণিগণের যাবতীয় কর্ম্মের আমিই সাক্ষী। সেই আমার প্রতি তাহাদের বিদ্বেষ হয় (এই বিদ্বেষ কি?) আমার আজ্ঞার অতিক্রম করাই আমার প্রতি বিদ্বেষ। (আরও তাহারা) "অভ্যসূয়ক" হইয়া থাকে। যাহারা সন্মার্গে অবস্থিত, তাহাদের গুণকে ঐ সকল তামস জীবগণ সহিতে পারে না॥ ১৮॥

তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু নরাধমান্।
ক্ষিপাম্যজস্রমশুভানাসুরীষ্বেব যোনিষু॥ ১৯॥

অন্বয়। অহং তান্ ক্রূরান্ দ্বিষতঃ নরাধমান্ সংসারেষু আসুরীষু এব যোনিষু অজস্রং ক্ষিপামি॥ ১৯॥

মূলানুবাদ। সেই সকল বিদ্বেষপর ক্রূর নরাধম ব্যক্তিগণকে আমি সংসার সমূহে আসুরীযোনিনিবহে বারম্বার নিক্ষেপ করিয়া থাকি॥ ১৯॥

ভাষ্য। তানহমিতি। তানহং সর্ব্বান্ সন্মার্গপ্রতিপক্ষভূতান্ সাধুদ্বেষিণো দ্বিষতশ্চ মাং ক্রূরান্ সংসারেষ্বেব নরকসংসরণমার্গেষু নরাধমান্ অধর্ম্মদোষবত্বাৎ ক্ষিপামি প্রক্ষিপামি আসুরীষ্বেব ক্রূরকর্ম্মপ্রায়াসু ব্যাঘ্রসিংহাদিযোনিষু ক্ষিপামীত্যনেন সম্বন্ধঃ॥ ১৯॥

ভাষ্যানুবাদ। তানহং ইত্যাদি (শ্লোকের অর্থ)। সন্মার্গের প্রতিপক্ষ সাধুগণের প্রতি এবং আমারও প্রতি বিদ্বেষপর—ক্রূর সেই সকল নরাধমগণকে আমি "সংসারে" নরকরূপ সংসারের পথে আসুরী যোনিতে অর্থাৎ ব্যাঘ্র সিংহ প্রভৃতি ক্রূরকর্ম্মপ্রায় যোনিতেই নিক্ষেপ করিয়া থাকি—যে কারণে তাহারা সর্ব্বদাই অশুভকর্ম্মপর, এই জন্য, আমি, তাহাদিগকে

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ চরিত।

শ্রীগুরুদাস বর্ম্মন্।] [পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।

রামচন্দ্র পুরুষানুক্রমে চৈতন্যদেবের ভক্ত, সেজন্য ভক্তসেবা কাহাকে বলে বেশ জ্ঞাত, কিন্তু সেই ভক্তসেবা করিবার মহা অন্তরায় অর্থব্যয়। অর্থ-ব্যয় রক্তস্রাব তাঁহার পক্ষে। সুতরাং সে বিষয়ে ইতস্ততঃই করিতেছেন, ইতিমধ্যে একদিন দক্ষিণেশ্বরে গমন কালে শ্যামবাজারের মোড়ের দোকান হইতে রামকৃষ্ণ-দেবের জন্য জিলিপি ক্রয় করিয়া লইলেন। পথে একটি দরিদ্র বালক সেই জিলিপি দুই একখানি পাইবার আশায় গাড়ির সঙ্গে দৌড়িয়া ভিক্ষা করিতে লাগিল। টালার পুলের উপর পর্য্যন্ত গিয়া রামচন্দ্র ভাবিলেন, এ বা ভগবানের কোন প্রকার ছলনা হইবে, এই ভাবিয়া ছেলেটিকে দুই একখানি জিলিপি দিলেন, তারপর শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নিকট আসিয়া চুবড়ী শুদ্ধ জিলিপিগুলি একস্থানে যত্নপূর্ব্বক রাখিয়া দিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সহিত রামচন্দ্রের ঈশ্বরতত্ত্ব বিষয়ক অনেক কথা-বার্ত্তা হইতে লাগিল। অনেকক্ষণ কথাবার্ত্তার পর রামকৃষ্ণদেব একটু ক্ষুধার্ত্ত বোধ করিয়া কিছু জলযোগ করিতে চাহিলেন। রামচন্দ্র অমনি তাড়াতাড়ি সেই চুবড়ী শুদ্ধ জিলিপি তাঁহার সম্মুখে আনিয়া ধরিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেব জিলিপিতে হাত দিয়া উর্দ্ধদৃষ্টে কয়েকখানি জিলিপি ভাঙ্গিয়া তাহা পরিত্যাগ করিলেন, তৎপরে তথা হইতে উঠিয়া গিয়া হাত ধুইলেন এবং ফিরিয়া আসিয়া সে জিলিপি ঘরের এক কোণে রাখিতে আজ্ঞা করিলেন। তৎপরে অন্য কিছু খাইয়া জল পান করিলেন। রামচন্দ্র ব্যাপার কিছু বুঝিতে না পারিয়া অবাক্ হইয়া রহিলেন, কিন্তু ঠাকুর তাঁহার শ্রদ্ধাপূর্ব্বক আনীত দ্রব্য গ্রহণ করিলেন না দেখিয়া তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল। যাহা হউক, রামচন্দ্র আর কোন কথা বলিলেন না। কিছুদিন পরে রামচন্দ্রকে বলিয়াছিলেন, "দেখ, এখানকার জন্যে যখন কিছু আনবে তার অগ্রভাগ তুলে কাকে দিওনা, দিলে উচ্ছিষ্ট হয়, ভগবানের ভোগে তা আর দেওয়া যায় না, ভগবান্‌কে না দিয়েও কিছু খাই নি।"

এইরূপে কিছুদিন যায়, একদিন রামচন্দ্রকে কহিলেন, "ওহে, তোমার ওখেনে গিয়ে আনন্দ করতে বড় ইচ্ছে হচ্ছে যে। কবে যাব বল দেখি?" এই বলিয়া

নিজেই আবার কহিলেন, "দেখ, এই বৈশাখী পূর্ণিমাতে যাব, কেমন?" আবার সেই অর্থব্যয়ের কথা। কথাটা ভাল লাগিল না, কিন্তু রামকৃষ্ণদেব নিজ মুখে বলিতেছেন, রামচন্দ্র অগত্যা স্বীকৃত হইলেন। কিন্তু অর্থব্যয় হইবে ভাবিয়া তাঁহার মনে বড়ই অশান্তি হইতে লাগিল, শেষে ফিকির করিয়া যদি অর্থব্যয়টা রহিত করিতে পারেন, তাহার উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। ভাবিলেন, ঐ বৈশাখী পূর্ণিমার দিন যদি পরমহংসদেব আর কোন ভক্তের বাড়ী উৎসব করেন, তাহা হইলে টাকাগুলা বাঁচিয়া যায়। ভক্তদের বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া তাহার চেষ্টাও করিলেন। এইরূপ করিতেছেন, হঠাৎ একদিন মনে উদয় হইল, ভক্তসেবা না করিলে ভক্তি হয় না, ভক্তসেবা আর ভগবানের সেবা একই। অর্থব্যয় হবে, তা কি করিব? শেষে ঠাকুরের কথা মত আগামী পূর্ণিমার দিন উৎসব করিবেন স্থির করিলেন। কিপ্রকার আয়োজন করিবেন চিন্তা করিয়া, এক দিন ভাবিলেন, পরমহংসদেব বলেন, কামিনী কাঞ্চন ত্যাগ কর্‌তে হবে, কিন্তু আমার কি হল, কামিনী ত্যাগ ত হলনা, আর কাঞ্চন? তা ত মাইনেটা বেড়ে অবধি সেটা জমাবার চেষ্টা করেছি, মেয়ের বিবাহের যোগাড় করে রাখছি। কিন্তু মাইনেটা বাড়া কি আমার চেষ্টায় হয়েছিল? আমি ত ঠাকুরেরই কাছে মাইনে বাড়বার জন্য প্রার্থনা করেছিলাম। ও সবই তাঁর ইচ্ছেয় হচ্ছে, আমি মাঝে থেকে মিছে মায়ায় পড়িছি। না, ও টাকাকড়ি সবই তাঁর, তাঁর হুকুম মান্‌ব, উৎসব কর্‌ব। ঐ ভক্তসেবা করতে হবে বলেই টাকা এসেছে, জমিয়ে রাখবার জন্যে নয়। এ সংসারে আমার কি আছে? সবই ত তাঁর, আমি কেন মেয়ের বের জন্যে মাথা খুঁড়ি? ও ত তাঁরই কাজ। আমার কাজ পরমহংসদেব যা বলেছেন তাই, ভক্তসেবা। ভক্তসেবা করলে তবে ভক্তি হবে, তবে ভগবান্ লাভ হবে।—প্রভুর কি অপূর্ব্ব উপায়, টাকা খরচ হবে—তাতে ভক্তি লাভও হবে আর কাঞ্চনের মায়াটাও কেটে যাবে। ঠাকুর, এই ত তোমার কৃপা! আমি পাপী, এত দিন তা বুঝ্‌তে পারিনি।" রামচন্দ্র ভাবে বিভোর হইলেন, চক্ষে অজস্র বারিধারা বহিতে লাগিল। তৎক্ষণাৎ যাইয়া রামকৃষ্ণদেব ও তাঁহার ভক্তদের নিমন্ত্রণ করিয়া আসিলেন।

সদ্বংশোদ্ভব রাম সেবার আয়োজন রামকৃষ্ণদেবের নিকট যাতায়াত করিয়া বেশ শিক্ষা করিয়াছিলেন। পরস্পরের প্রতি সাদর সম্ভাষণ, সামাজিক আলাপ পরিচয় আদর অভ্যর্থনা ভোজ ও যত্নের যে সমস্ত ত্রুটি অন্যত্র লক্ষিত হয়, সে সকল ত্রুটি কি প্রকারে সংশোধিত হয়, তাহা রামকৃষ্ণদেবের সংস্পর্শে আসিয়া বিলক্ষণ বুঝিয়া-

ছিলেন। রামচন্দ্র অতি বিচক্ষণতার সহিত সমস্ত আয়োজন করিলেন এবং উত্তম সুকীর্ত্তন গায়কেরও যোগাড় করিলেন। রবিবার সকালে ভক্তেরা স্নানাদি করিয়া একে একে আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিলেন। রামচন্দ্র কেবল ভাবিতেছেন, ঠাকুর কখন আসিবেন। মন অতিশয় উৎকণ্ঠিত, একবার রাস্তায়, একবার ঘরে, আবার কোন কার্য্য উপলক্ষে অন্তঃপুরে গমন করিতেছেন, কতক্ষণে রামকৃষ্ণদেব আগমন করিবেন এজন্য যেন ছট্‌ফট্‌ করিতেছেন। কিছুক্ষণ পরে রামকৃষ্ণদেব আসিয়া উপস্থিত হইলেন, রামচন্দ্র যেন স্বর্গ হাতে পাইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া ঘরে আনিয়া বসাইলেন।

পূর্ব্ব হইতে কীর্ত্তন আরম্ভ হইয়াছিল। কিছুক্ষণ কীর্ত্তন শুনিবার পর রামকৃষ্ণদেব, ভক্তদের তাহাতে যোগ দিতে বলিয়া আপনি আঁকর দিয়া গাহিতে ও নৃত্য করিতে লাগিলেন। তাঁহার মুহুর্মুহুঃ ভাবসমাধি হইতে লাগিল। রামকৃষ্ণদেব এদিক ওদিক হেলিয়া দুলিয়া আবার কখন বা তালে তালে করতালি দিয়া গাহিতে গাহিতে নৃত্য করিতেছেন। দর্শকের মনে হইতেছে, যেন রামকৃষ্ণদেবের শরীর অস্থিবিহীন। যখন দক্ষিণ দিকে হেলিতেছেন, মস্তক তাঁহার পদের অতি নিকটবর্ত্তী হইতেছে আবার যখন বামদিকে হেলিতেছেন, বোধ হইতেছে, তাঁহার শিরোদেশ প্রায় ভূমি স্পর্শ করিল। পদদ্বয় তালে তালে নিক্ষিপ্ত হইতেছে। আবার কখন "লম্ফে ঝম্পে কম্পে ধরা" উদ্দাম নৃত্য, যেন সেই ননীর মত কোমল দেহে সিংহের বল। গানের ভাবের অনুযায়ী তান ও লয় তরঙ্গ, তান ও লয়ের তরঙ্গের সঙ্গে শরীরে তরঙ্গ, তাহার সহিত সমস্ত ভক্তবর্গের ভাবতরঙ্গ, যেন ভগবৎপ্রেমের বন্যা, ঘর দ্বার পৃথ্বী বায়ু আকাশ সমস্ত বিশ্বসংসার সেই প্রেমপ্রবাহে স্পন্দিত ও আত্মহারা— এ কি স্বর্গ না মর্ত্ত্য ?

ক্রমে ঠাকুর রামকৃষ্ণ ভাবসম্বরণ করিলেন, অমনি সকলে শান্তভাবে উপবেশন করিলেন। এইবার তাঁহার মুখে মধুর ভগবৎপ্রসঙ্গ চলিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে রামচন্দ্র সকলকে প্রসাদ পাইতে আহ্বান করিলেন। প্রসাদ ধারণের পর কিঞ্চিৎ বিশ্রামান্তে যখন একে একে সকলে স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন, তখন রামচন্দ্র সব শূন্যময় দেখিতে লাগিলেন। এত আনন্দের পর হঠাৎ সমস্ত ফাঁক হইয়া যাওয়ায় তাঁহার বড়ই ক্লেশ বোধ হইতে লাগিল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, আবার কবে ঐরূপ আনন্দ সম্ভোগ করিবেন। যাহাতে আবার শীঘ্রই ঐরূপ অনির্ব্বচনীয় আনন্দ পান, তাহার অবসর অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। শীঘ্রই সুযোগ মিলিল। রাম ঠাকুরকে লইয়া পরমানন্দে আর এক দিন উৎসব করিলেন।

রামের গৃহে বারম্বার উৎসবানন্দ আস্বাদ করিয়া অন্যান্য গৃহী ভক্তেরাও ক্রমে স্বস্ব গৃহে শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে লইয়া গিয়া উৎসব করিতে লাগিলেন। এইরূপ উৎসবে ভক্তগণের পরস্পর মিলনে তাঁহাদের মধ্যে একটা দৃঢ় ভালবাসার সঞ্চার হইতে লাগিল। সপ্তাহান্তে আবার কবে উৎসব হইবে, সকলে তাহারই প্রতীক্ষা করিয়া থাকিতেন, এবং কোন সূত্রে পরস্পরের সাক্ষাৎ পাইলে যেন হাতে স্বর্গ পাইতেন। এদিকে কিন্তু সকলেই বিভিন্ন ভাবের উপাসক। কেহ হয়ত বৈষ্ণব, কেহ শাক্ত, কেহ বা নিরাকারবাদী। রামচন্দ্র ত ঘন ঘন উৎসব করেন, কিছু অর্থ হাতে জমিলেই উৎসবের যোগাড় করেন। কন্যার বিবাহ প্রভৃতির চিন্তায় আর তিনি উদ্বিগ্ন নহেন, অর্থকেও আর তাঁহার দেহের রুধির স্বরূপ জ্ঞান নাই। রামচন্দ্র চিকিৎসা ব্যবসা করিতেন না বটে, কিন্তু এই সময়ে অনেকে মেডিকেল কলেজে আসিয়া তাঁহার দ্বারা বহুবিধ দ্রব্যের রাসায়নিক বিশ্লেষণ করাইয়া লইতেন। তাহার দ্বারা তাঁহার প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন হইতে লাগিল। ইহাতে তিনি ভাবিতে লাগিলেন, অর্থের মায়া ত্যাগ করাতেই ঈশ্বরেচ্ছায় যখন তাঁহার প্রচুর অর্থাগম হইতেছে। যখন এই অর্থ তাঁহার নিজের নহে, তখন এ অর্থ শ্রীপ্রভুর অর্থ এবং তাহার প্রকৃত সদ্ব্যবহার একমাত্র ভক্তসেবা।

একদিন মঙ্গলবার কোন ছুটি উপলক্ষে দক্ষিণেশ্বরে রামকৃষ্ণদেবের ঘরে অনেক জনতা হইয়াছে। রামকৃষ্ণদেব কথায় কথায় সমাধিস্থ হইতেছেন, আবার সমাধি ভঙ্গের পর তাঁহার সেই সরল মধুর গ্রাম্য কথায় বেদবেদান্তের সার মর্ম্ম যাহা নিজ জীবনে উপলব্ধি করিয়াছেন, বলিতেছেন, আর সকলে সাগ্রহে শুনিতেছেন, মধ্যে মধ্যে কেহ বা প্রশ্ন করিয়া মনের সন্দেহ মিটাইতেছেন। একজন বলিলেন, "মশাই, আপনার কাছে এত দূর দেশ থেকে লোক এসে ধন্য হয়ে যায়, কিন্তু দক্ষিণেশ্বরের লোক কৈ আসে না কেন?"

রামকৃষ্ণদেব উত্তর করিলেন, "দেখ, যেখানে একটা লাণ্ঠান জ্বলে, তার নিচেটায় অন্ধকার পড়ে, আর ঐ দেখ, গরুটা গঙ্গার ধারে বাঁধা আছে। তেষ্টায় ছাতি ফেটে গেলেও এমন গঙ্গাজল খেতে পায় না, অথচ ছাড়া গরু কত দূর থেকে পালে পালে এসে গঙ্গাজল খেয়ে যাচ্ছে। মায়াবদ্ধ জীবের ভগবৎকথা শুনতে ভাল লাগে না। যতক্ষণ না মারা যায়, ততক্ষণ ভগবানকে ভুলে থাকে। দেখ, একটা গল্প মনে পড়্‌ল। একজন পথিক অনেক পথ হেঁটে ক্লান্ত হয়ে এক কল্প-বৃক্ষের তলায় এসে বস্‌ল। বসে মনে করলে, আঃ, এই সময় একঘটি সরবত পাই ত খেয়ে প্রাণটা জুড়ুই। যেমন মনে হওয়া, অমনি একঘটি ঠাণ্ডা

সববত সামনে হাজির। পথিক আশ্চর্য্য হযে সেটা খেযে বেশ ঠাণ্ডা হল। তখন আবাব মনে হল, একটী বেশ সুন্দরী স্ত্রী পাই ত বড মজা হয। যেমন মনে হওয়া আব অমনি একজন পবমা সুন্দরী স্ত্রী সামনে দেখতে পেলে। পথিক মনে কবলে, "বা বা, এ ত বেশ মজা" এই ভাবে তাব সঙ্গে বেশ আনন্দ কবছে, এমন সময হঠাৎ মনে ভয হল, ভাবলে—এই নির্জ্জন যাযগায যদি হঠাৎ একটা বাঘ এসে আমায খেযে ফেলে। যেমন ভাবা, আর অমনি এক প্রকাণ্ড বাঘ এসে তাকে খেয়ে ফেল্‌লে। তা ভগবান্ যেন কল্পতরু, আর তাঁব কাছে থেকে যে যেমন ভাবে, তার তাই হয। যে ভাবে—আমি পাপী, সে পাপীই হয, যে ভাবে—আমি বড়ই দুর্ব্বল আমাব কোন ক্ষমতা নেই, সে দুর্ব্বলই হযে পড়ে, আবাব যে ভাবে আমাব সমস্ত অভাব সেই ঈশ্বরই পূরণ কবেন, সত্যই তাব সমস্ত অভাব ভগবান্ মোচন করেন। চাই দৃঢ বিশ্বাস। এক বুড়ী গযলানী শুনেছেল, রাম নাম কবে যা কর তাই হয। এক দিন চতুর্দ্দিক্ অন্ধকাব করে মুষলধাবে বিষ্টি হচ্ছে। তাকে একটি নদী পার হযে দুধ যোগাতে যেতে হত। সে দিন ঐ দুর্য্যোগে একটিও নৌকা পেলে না। বুড়ী ভাবলে রাম নামে ভব সাগর পাব হয, আর আমি এই ছোট নদীটা পার হতে পার্‌ব না? নিশ্চয পার্‌ব। সে রাম রাম কর্‌তে কর্‌তে নদী পাব হযে গেল। যে পণ্ডিতেব বাড়ী দুধ দেয, সে বল্লে, বুড়ী, তুই এই দুর্য্যোগে কেমন করে এলি? বুড়ী বল্লে, কেন বাবা ঠাকুব, আমি রাম রাম কবে পার হযে এলুম। বামুন অবাক্ হল। অপব পাবে পণ্ডিতেব কিছু কার্য্য ছিল, সে বল্লে, হ্যাঁগা, আমিও কি রাম রাম কবে পাব হতে পার্‌ব না? বুড়ী বল্লে, তা কেন পার্‌বে না। এই বলে দুজনে নদী পাব হতে গেল। বুড়ী রাম রাম কবে পাব হতে লাগ্‌ল, বামুনও রাম রাম কবে যেতে লাগ্‌ল, জলে নেবেই কিন্তু বামুন কাপড় গুড়িযে নিলে। বুড়ী অমনি বল্লে, ঠাকুর রাম রামও করবে, কাপডও সাম্‌লাবে, তাহলে হবে না। বামুনের নদী পাব হওয়া হল না। ঐ বুড়ীব মত বিশ্বাস চাই, আর বামুনের মত রামও বলব কাপডও সামলাব, তাহলে চল্‌বে না।" এইরূপ অনেক কথা বার্ত্তাব পর সন্ধ্যার সময় সকলে প্রস্থান কবিলেন। রামচন্দ্র সেদিন আরও একটু অপেক্ষা কবিতে লাগিলেন। আজিকার কথাবার্ত্তা শুনিযা তাঁহার অন্তরে এক মহা তুফান উঠিযাছে। তিনি ভাবিতেছেন, "তাই ত, আমিও ত সেই কল্পতরু তলে বসে ভাবছিলুম, কেন হরির দর্শন পাইনি, তাই এত অশান্তি এসেছেল। ইনিই ত সেই হরি, জীবের উদ্ধারের জন্য দেহ ধারণ করেছেন। ওঁর সমস্ত কার্য্যে আর কথায তাই প্রমাণ হচ্ছে। আমি ত মহা সৌভাগ্যশালী যে, এঁর এই লীলা

দেখ্‌ছি। এমন প্রকট বিগ্রহ ছেড়ে আমি কি করছিলুম। আর না; আর ভুলব না। প্রভু বল দিও, যেন না ভুলি।"

এইরূপ ভাবে কিছুক্ষণ চিন্তার পর রামচন্দ্র গাত্রোত্থান করিলেন, ভূমিষ্ঠ হইয়া রামকৃষ্ণদেবকে প্রণাম করিয়া তাঁহার নিকট বিদায় লইয়া বাহিরে পশ্চিমের চাতালে আসিলেন, দেখিলেন, রামকৃষ্ণদেবও সেইদিকে আসিতেছেন। অমনি ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। রামকৃষ্ণদেব কহিলেন "রাম, তুমি কি চাও?" তাঁহার সহাস্য বদন ও অপরূপ দয়াল ভাব দেখিয়া রাম কৃতার্থ বোধ করিলেন, ভাবিলেন, "ভগবান্ পেয়েছি, ভগবানের কাছে আবার চাইব কি? যে ভগবান্ পায়, তার বাকী কি থাকে?"

রামকৃষ্ণদেব আবার কহিলেন, "রাম, তুমি কি চাও? যা চাও পাবে। কি চাও?" রাম তথাচ নির্ব্বাক্। কি চাহিবেন, জানেন না, কেবল তাঁহার শ্রীপ্রভুর মুখে অদৃষ্টপূর্ব্ব ভাব দেখিতেছেন আর বিমোহিত হইতেছেন। অনেকক্ষণ পরে বলিলেন, "কি আর চাইব প্রভু, আমার কিসে কল্যাণ হবে, তা আপনি জানেন, আমি জানি নি, আপনি বলে দিন কি চাইব।" এই কথা বলিতে বলিতে তাঁহার চক্ষে দরবিগলিত ধারা বহিতে লাগিল, রামচন্দ্র বিশ্বসংসারে আপনাকে যেন বালকের অপেক্ষা নিরাশ্রয় কেবলমাত্র রামকৃষ্ণরূপী মাতার আশ্রয়ে আশ্রিত দেখিতে লাগিলেন।

প্রভু বলিলেন, "রাম, তুমি আমার দেওয়া মন্ত্রটী আমায় ফিরিয়ে দেও।" এই বলিয়াই তিনি সমাধিস্থ হইলেন, রাম তৎক্ষণাৎ তাঁহার সেই মন্ত্রটি মনে মনে অঞ্জলি দিয়া পদযুগলে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলেন। রামকৃষ্ণদেবও অমনি তাঁহার দক্ষিণ পদাঙ্গুষ্ঠ রামের শিরোমণির উপর রাখিলেন। কতক্ষণ এই ভাবে তাঁহারা অবস্থিত ছিলেন, রামচন্দ্র জানেন না। কিছুক্ষণ পরে রামকৃষ্ণদেব ভাব সম্বরণ করিয়া পা সরাইয়া লইলেন, রামচন্দ্রও গাত্রোত্থান করিলেন। রামকৃষ্ণদেব বলিলেন, "আমাকে দেখ।" রামচন্দ্র দেখিলেন, তাঁহার ইষ্টদেবতা তাঁহার সম্মুখে। রামকৃষ্ণদেব আবার কহিলেন, "তোমার আর জপ তপ কর্‌তে হবে না। কেবল এখানে এলে গেলেই হবে।"

দক্ষিণেশ্বরের কিছু উত্তর কামারহাটিতে একটি বৃদ্ধা ব্রাহ্মণী বাস করিতেন। পটলডাঙ্গার গোবিন্দ দত্তের কামারহাটিতে গঙ্গার তীরে যে বাগান আছে, তাহারই একটি ঘরে তিনি থাকিতেন। দিবানিশি ইষ্ট নাম জপ ব্যতীত ইঁহার আর কোনও কার্য্য ছিলনা। প্রতিবেশীদের সঙ্গে কথায় কথায় শুনিলেন, দক্ষিণেশ্বরে রাসমণির

বাগানে একজন পরমহংস সাধু আছেন, অসংখ্য লোক প্রত্যহই তাঁহাকে দর্শন করতে আসে, আর যে আসে, তাঁহার কথায় মুগ্ধ হয়, হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান সকলেই তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য ব্যস্ত। বৃদ্ধাও একদিন তাঁহাকে দর্শন করিতে গেলেন। তাঁহার নিকটে আসিয়া দেখিলেন, ভস্মমাখা সাধু নহে, গৃহস্থের মত সাদা কাপড় পড়া একজন লোক, কিন্তু তাঁহাকে দেখিয়া বৃদ্ধার মনে হইল, ছেলেটি বেশ, নিকটে বসিয়া তাঁহার সহিত ঈশ্বরীয় কথা শুনিয়া প্রাণ মন গলিয়া গেল, সেখান হইতে ফিরিয়া যাইতে আর যেন মন চাহে না। রামকৃষ্ণদেব বৃদ্ধার পরিচয় লইয়া তাঁহাকে মা বলিয়া সম্বোধন করিলেন এবং তাঁহার হস্তে একটি প্রসাদী সন্দেশ দিয়া বলিলেন, "মা, আবার এখানে আসবে ত?" বৃদ্ধা কহিলেন, "হ্যাঁ বাবা আবার আসব।" সন্দেশটি হস্তে লইয়া বৃদ্ধা স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন, কিন্তু সেটি নিজে না খাইয়া অন্য কাহাকে দিলেন। ব্রাহ্মণীর বড় নিষ্ঠা, স্বপাকে এক বেলা আহার, দরিদ্র বটে কিন্তু কাহারও নিকট পরিগ্রহ করেন না, কাহারও ছোঁয়া খান না। রাসমণি কৈবর্ত্ত, রামকৃষ্ণদেব তাঁহার অন্ন ভোজন করেন, হয়ত রামকৃষ্ণ কৈবর্ত্তের ব্রাহ্মণ। বৃদ্ধা কুলীন ব্রাহ্মণের মেয়ে, কেমন করিয়া কৈবর্ত্তের দ্রব্য খাইবেন? এই জন্য সেই সন্দেশটি অপর একজনকে খাইতে দিলেন।

সন্ধ্যার আগেই বৃদ্ধা আপনার ঘরে বসিয়া ইষ্ট জপ করিতে বসিলেন। ইষ্ট-মূর্ত্তি ধ্যান করিয়া জপ করেন আর মনটি পিছলিয়া দক্ষিণেশ্বরে রামকৃষ্ণের কাছে হাজির হয়, তাঁহার মিষ্ট কথা শুনিতে থাকে, তাঁহার সহিত নানা কথা কয়। ব্রাহ্মণী ভাবিলেন, এ কি বিপদ! কোথায় ইষ্ট মন্ত্র জপ করিব, ইষ্ট মূর্ত্তিরই চিন্তা করিব, তাহা না করিয়া মন রামকৃষ্ণ পরমহংসের কাছে গিয়া উপস্থিত হয়। বৃদ্ধা মনকে ধিক্কার দিলেন, ইষ্টদেবের চিন্তাই করিতে বলিলেন; আবার জপ আরম্ভ করিলেন, ক্ষণিক পরে আবার মন সেই রামকৃষ্ণের বালক মূর্ত্তির কাছে বসিয়া তাঁহার অমৃতময় কথা শুনিতে গেল। ব্রাহ্মণী ইষ্ট মন্ত্রের বেড়া বাঁধিয়া মনকে আটক করিলেন, ভাবিলেন, আর ভয় নাই, বার বার অমন অন্যায় হইবে না। কিছুক্ষণ সন্তুষ্টচিত্তে জপ করিয়া বৃদ্ধা দেখেন, চোর মন আবার পলাইয়াছে, মনের উপর ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে অনেক তিরস্কার করিলেন কিন্তু সে রাত্রে আর জপ করা হইল না, ভাবিলেন, সন্ধ্যার সময় একটু নিদ্রা যাইলে মনটা শান্ত হইবে, পরে গভীর রাত্রে ইষ্টমন্ত্র জপ করিবেন। এই ভাবিয়া বৃদ্ধা নিদ্রিতা হইলেন।

গভীর নিশীথে আবার জাগ্রত হইলেন, যেন কি দুঃস্বপ্ন দেখিয়াছেন। "কি বিপদ। দক্ষিণেশ্বরের সাধু কে? স্বপ্নেও যে তাকে এড়াতে পারি নে!" এই বলিয়া বৃদ্ধা গঙ্গা জলে আচমন করিয়া আবার জপ করিতে বসিলেন। গ্রীষ্মকাল জ্যোৎস্না রাত্রি, জানেলায় স্পষ্ট জ্যোৎস্না দেখা যাইতেছে, চন্দ্রালোক দর্শন করিয়া ব্রাহ্মণী মনকে অনেক শান্ত করিয়াছেন। কিন্তু ক্ষণিকক্ষণ জপের পরেই আবার চিদাকাশে সেই মূর্ত্তির আবির্ভাব। কেন এমন হইতেছে, কত সাধু শান্ত দেখিয়াছেন, কিন্তু এমন করিয়া জপের ব্যাঘাত কেহই উৎপাদন করে নাই। ভাবিলেন, আর দক্ষিণেশ্বরে যাইবেন না, এবং এই প্রকার চিন্তা করিতে করিতে ভাগীরথীর তীরে আসিয়া উপবিষ্টা হইলেন ও জপ করিতে লাগিলেন। বৃদ্ধা জপে সিদ্ধ, দিবা নিশি জপ করেন একবার মাত্র দুইটি অন্ন প্রস্তুত করিয়া ইষ্টদেবতার ভোগ দেন, আর অন্য সময় ক্রমাগত নাম জপ করেন, প্রায় বালিকা বয়স হইতেই তাঁহার এই অনুষ্ঠান। কিন্তু আজি সেই জপে ব্যাঘাত উপস্থিত। দক্ষিণেশ্বরের সাধু কিছুতেই মন স্থির হইতে দেয় না, জপ করিলেই সেই মূর্ত্তির উদয়। জপ করা হইল না। মনকে ধিক্কার দিতে দিতে রাত্রি প্রভাত হইল, দৈনিক কার্য্য সম্পন্ন করিয়া মনে করিলেন, "না, আজ আর দক্ষিণেশ্বরে যাব না।" কিন্তু মনের ভিতর হইতে কে যেন বলিতে লাগিল, "তা হোক, একবার যাই, কি আশ্চর্য্য সাধু, আহা, বাছার আমার দোষ কি? হয়ত পূর্ব্ব জন্মের কে ছিল, তাই এত মন টান্‌ছে।" আবার ভাবিলেন, "না, ছিঃ। তিন কাল গিয়েছে, কবে আছি, কবে নেই, ভগবানের ধ্যানে ব্যাঘাত, আমার গোপালের দর্শন না পেলে আবার জন্মাতে হবে আমার গোপালকে ভুলে থাকব? না যাব না।" অন্তরে এইরূপ দ্বন্দ্ব লইয়া ভগবানের ভোগ রাঁধিলেন, তাহা ইষ্টদেবতাকে নিবেদন করিলেন। পরে প্রসাদ পাইয়া একটু বিশ্রাম করিতেছেন, এমন সময়ে জনৈক প্রতিবেশীর কন্যা আসিয়া সম্বাদ দিলেন, সকলে খড়দহে শ্যামসুন্দর দর্শনে যাইতেছেন। ব্রাহ্মণীও তাঁহাদের সঙ্গে গমন করিলেন। তথায় শ্যামসুন্দর দর্শন করিয়া প্রাঙ্গনে উপস্থিত হইলেন, দেখিলেন, একজন সন্ন্যাসী বসিয়া ঈশ্বরীয় কথা কহিতেছেন। কথা প্রসঙ্গে তিনি বলিলেন, "প্রসাদ পেলে তখনি তাহা ধারণ কর্‌বে, প্রসাদে কোনও বিচার চলে না, তাই শ্রীক্ষেত্রে কোন জাত বিচার নেই, প্রসাদ যে দেবে, নিতেই হবে।" ব্রাহ্মণীর বক্ষে শেল বিঁধিল। তিনি বুঝিলেন, তবে ভগবানের প্রসাদ সে সাধু দিয়াছিলেন, তাহা কৈবর্ত্তর ব্রাহ্মণের হাতের দ্রব্য ভেবে অন্যকে দিয়াছি। বিষম অপরাধ হইয়াছে ভাবিয়া বৃদ্ধা পর দিন কিছু মিষ্টান্ন লইয়া দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত

হইবা মাত্র রামকৃষ্ণদেব বালগোপালের ভাবে বিভোর হইয়া মাতৃ সম্বোধনে ব্রাহ্মণীর নিকট আসিয়া কহিলেন, "কৈ মা, কি এনেছ মা, বড় ক্ষিদে পেয়েছে।" ব্রাহ্মণীর চক্ষে জল আসিল, ভাবিল, "এই কি গোপাল, আমি যে এমনি করেই তাঁকে খাওয়াতে চাই," এবং অঞ্চল হইতে মিষ্টান্ন লইয়া "গোপাল গোপাল" বলিয়া রামকৃষ্ণদেবের মুখে তুলিয়া দিলেন, তিনিও বালকের মত তাহা পরম পরিতোষের সহিত ভক্ষণ করিলেন। তাহার পর দুইজনে একত্রে বসিয়া ঈশ্বরীয় কথা কহিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণীর প্রাণ ক্রমে আকুল হইয়া উঠিতে লাগিল, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবা, তুমি কে, আমায় বলে দাও। আমার প্রাণ বড়ই আকুল হয়েছে।" রামকৃষ্ণদেব কহিলেন, "মা তোমার কি মনে হয়?" ব্রাহ্মণী কহিলেন, "বাবা, আমি মনে করি, তুমি আমার গোপাল এসেছ। জীব উদ্ধার কর্‌তে এসেছ।"

রামকৃষ্ণদেব ঈষৎ ভাবযুক্ত হইয়া কহিলেন, "ঐ কথা সেই ব্রাহ্মণীও বোলত, আবার বৈষ্ণবচরণও বলে।" ব্রাহ্মণীর আর আনন্দের সীমা রহিল না, যেন বহু দিনের বাঞ্ছিত বস্তু হাতে পাইয়া মাতিয়া উঠিলেন, বলিলেন, "বাবা, তাই আমি গোপালের ধ্যান করি, জপ করি, আর তোমায় দেখি। পোড়া কপাল, আমি কি ছাই, তা জানি বাবা। কাল তাই তুমি আমায় প্রসাদ দিলে আর আমার কুবুদ্ধি হল ভাবলুম, কৈবর্ত্তর বামুনের হাতে শেষ দশাটায় খাব, তাই অনুককে দিলুম।" এই বলিতে বলিতে সজল নয়নে রামকৃষ্ণদেবকে খাওয়াইয়া যে কণিকাগুলি তাঁহার হস্তে লাগিয়াছিল, তাহা আপনার মস্তকে ও জিহ্বায় স্পর্শ করিলেন। এই দিন হইতে রামকৃষ্ণদেবকে তিনি গোপাল বলিয়া ডাকিতেন এবং রামকৃষ্ণদেব তাঁহাকে গোপালের মা বলিয়া ডাকিতেন। বিদায় কালে ব্রাহ্মণীকে কহিলেন, "গোপালের মা, তোমার হাতে তরকারী খেতে বড় ইচ্ছে হচ্ছে। এবার যখন আস্‌বে, মিষ্টি এন না, ব্যঞ্জন রেঁধে এন।" ব্রাহ্মণী দরিদ্রা, আত্মীয়েরা কিছু সামান্য অর্থ সাহায্য করেন, তাহাতেই তাঁহার দিনপাত হয়। বাড়ী আসিয়া গোপালের জন্য ব্যঞ্জন রাঁধিবার যোগাড় করিলেন, উচ্ছে আলু ও শাক। পরদিন উহার চচ্চড়ি রাঁধিয়া লইয়া গেলেন। রামকৃষ্ণদেবের নিকট উপস্থিত হইবা মাত্র তিনি বালকের মত অতি তৃপ্তির সহিত তাহা ভোজন করিলেন।

গোপালের মা অতি বৃদ্ধা, প্রতিদিন কামারহাটি হইতে দক্ষিণেশ্বর গমন করিতে পারেন না। এক দিন বেলা অধিক হইয়াছে ভাবিয়া ঠাকুরের ভোগ রাঁধিবার জন্য ব্যস্তভাবে বাগান হইতে শুষ্ক কাষ্ঠ সংগ্রহ করিতে যাইতেছেন, বাহিরে আসিয়া দেখেন, একটি সুন্দর অষ্টমবর্ষীয় বালক কিছু কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া

তাঁহাকে মাতা সম্বোধন পূর্ব্বক তাঁহার হস্তে আনিয়া দিল। বৃদ্ধা বালকের হস্ত হইতে তাহা গ্রহণ করিয়া আপন ঘরের মুখ্যে রাখিলেন। আরও কতকগুলি আনিবার জন্য বাহির হইলে আর সে বালককে দেখিতে পাইলেন না। "ছেলেটী কে? ঠিক যেন আমার গোপাল মনে হয়," এই ভাবিয়া আবার কাষ্ঠ আহরণ করিতে লাগিলেন। বালক আবার দৃশ্যমান হইয়া "মা, এই যে আমি, বড় খিদে পেয়েছে মা, কিছু খাবার দে মা" বলিয়া বৃদ্ধার অঞ্চল ধরিয়া টানিতে লাগিল। বৃদ্ধা অবাক্ হইয়া বালকের মুখ পানে তাকাইয়া রহিলেন, বলিলেন, "বাবা গোপাল, আমার ঘরে ক্ষীর ননী নেই বাবা, তোমায় দেব এমন জিনিষ আমার কি আছে বাপ?" বলিতে বলিতে বৃদ্ধা গদগদ হইয়া অশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন। গোপাল ছাড়ে না, বলে, "মা বড় ক্ষিদে পেয়েছে, তুই আমায় যা হয় কিছু খেতে দে মা।" বৃদ্ধা ঘরে আসিয়া হাঁড়ির মধ্যে দুই চারি খানি বাতাসা ছিল, তাহাই গোপালকে দিলেন। গোপাল মহা সন্তোষে তাহা খাইতে খাইতে বলিল, "চল মা, আমরা আরও কাঠ কুড়িয়ে আনি।" দুইজনে আরও কাষ্ঠ আহরণ করিয়া বৃদ্ধার রন্ধনের সমস্ত আয়োজন হইলে পর বালক কহিল, "মা, এখন আমি আসি, তোর রান্না হোক— আবার আসব এখন।" এই বলিয়া ঘরের বাহিরে চলিয়া গেল। বৃদ্ধা ব্রাহ্মণী চক্ষের জল মুছিতে মুছিতে কহিতে লাগিলেন, "আমার গোপাল কত খেলাই জানে। দক্ষিণেশ্বরে এক রকম, আমার ঘরে এক রকম, কিন্তু সেই একই চেহারা। আবার এস বাপ আমার, আমি আজ থেকে তোমার জন্যে ভাল করে তরকারী রাঁধব, খাবি ত বাবা?" ইত্যাকার আপনাপনি বলিতে বলিতে রন্ধন করিলেন। গোপালের জন্য ভোগ দিতে বসিলেন, চক্ষু মুদিয়া ধ্যানে ভোগের কল্পনার আবশ্যক হইবার পূর্ব্বেই ঘরের দ্বারে, "মা, আমি এসেছি" বলিয়া গোপাল আসিয়া ভোগ খাইতে লাগিল। ব্রাহ্মণী সজল নয়নে দেখিতে ও প্রেমে বিভোর হইতে লাগিলেন।

এই সময় প্রতাপ চন্দ্র হাজরা নামে একজন রাসমণির উদ্যানে আসিয়া বাস করিতে আরম্ভ করিলেন। জপ তপ সাধন ভজনে তাঁহার বড়ই প্রবল বাসনা, কিন্তু রামকৃষ্ণদেব বলিতেন, "এখানে মেকি চলে না।" হাজরার গৃহে কিছু অর্থের অনাটন, মনে বিশ্বাস—রামকৃষ্ণদেবের মত সাধন ভজন করলে আর দশ জন ভক্ত হইয়া তাঁহার ঘরের অভাব গুলি মোচন করিয়া দেয়। রামকৃষ্ণদেব তাঁহাকে বলিতেন, "আলে গর্ত্ত থাকলে ক্ষেতে যতই জল সেচন কর, সবই সেই গর্ত্ত দিয়ে বেরিয়ে যায়। বাসনা থাকতে যতই জপ তপ কর না কেন, কিছুই হয় না।"

হাজরা সে কথায় কাণ দেন না, দিবা নিশি জপ করেন, আবার মধ্যে মধ্যে রামকৃষ্ণ-দেবের ব্রহ্মচারী ভক্তদিগকে বিপরীত উপদেশও করেন। রামকৃষ্ণদেব কিন্তু তাঁহাকে জপ করিতে দেখিলেই আস্তে আস্তে কাছে গিয়া মালাটী কাড়িয়া পলায়ন করিতেন, হাজরা মহা বিরক্ত হইয়া মালার জন্য তাঁহার পশ্চাদ্ধাবমান হইতেন। তিনি মনে মনে জানিতেন, রামকৃষ্ণদেব অপেক্ষা তিনি উন্নত, তাঁহার কাছে আবার শিক্ষা কি করিবেন?

রামকৃষ্ণদেবের নিকট প্রায় প্রতি দিনই সহস্র সহস্র লোক গমন করেন। এই সমস্ত লোকেরা প্রত্যেকে আপনাপন মনের আকাঙ্ক্ষানুযায়িক তাঁহার কৃপা লাভ করিয়াছেন। ভবনাথ, কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়, অধরচন্দ্র সেন প্রভৃতি অনেক অন্তরঙ্গ ভক্তগণ তাঁহার নিকট আগমন করিয়াছেন। ভবনাথের নিবাস বরাহনগর, বয়ঃক্রম ষোল বা সতর বৎসর, তাঁহার বাড়ীর অপর সকলেই রামকৃষ্ণ-দেবকে পাগল বলিয়াই বিশ্বাস করেন। ভবনাথ ছেলেমানুষ, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নিকট গমনাগমন করিলে ভবনাথের অনিষ্ট হইতে পারে, ইহাই তাঁহার বাড়ির সকলের ধারণা, সুতরাং তাঁহার নিকট যাইতে দেন না। কিন্তু ভবনাথ লুকাইয়া দক্ষিণেশ্বরে গমন করেন। ক্রমে তিনি রামকৃষ্ণদেবের প্রতি এতই আকৃষ্ট হইয়া পড়িলেন যে, কখন কখন তাঁহার নিকট রাত্রিবাসও করেন এবং তাহার জন্য গৃহে অশেষ প্রকারে লাঞ্ছিতও হন। কিন্তু তথাপি তাঁহার রামকৃষ্ণদেবের প্রতি ভাল-বাসার কোনও বৈলক্ষণ্য ঘটিল না।

একদিন রামকৃষ্ণদেব তাঁহার অন্তরঙ্গ ভক্তগণ পরিবেষ্টিত হইয়া বসিয়া আছেন, এমন সময় সুরেন্দ্র, রামচন্দ্র, মনোমোহন এবং ক্রমে অন্যান্য লোকও আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নানা কথার পর রামকৃষ্ণদেব বলিলেন, "দেখ, ভক্তি যদি দেখতে হয়ত এই সুরেন্দ্রকে দেখ, এর মত ভক্তি কারুর নেই।" মনোমোহন জানিতেন, তাঁহার মত ভক্ত কেহই নাই, কারণ, ইতিপূর্ব্বে যখন সুরেন্দ্র রামকৃষ্ণদেবের নিকটে গমন করেন নাই, তখন একদিন রামকৃষ্ণদেব বলিয়াছিলেন, মনোমোহনের বড় ভক্তি। মনোমোহন অদ্য সুরেন্দ্রের প্রতি রামকৃষ্ণদেবের এপ্রকার উক্তি শুনিয়া ভাবিলেন, রামকৃষ্ণদেব তাঁহাকে সুরেন্দ্র অপেক্ষা কম ভক্ত নির্দ্দেশ করিতেছেন। ভক্ত মনোমোহন বড়ই ক্ষুণ্ণ হইলেন, ভাবিলেন, "তবে ঠাকুর, আমার আর এখানে মিছে আসা। ভক্তি বল, বিশ্বাস বল, প্রেম বল, সবই ত তোমার দেওয়া। তুমি আমায় ভক্তি যদি না দিলে ত কেন মিছে এখানে আসি? আর আসব না।" মনোমোহন মিত্র এই অভিমান করিয়া দক্ষিণেশ্বরে যাওয়া বন্ধ করিলেন। প্রতি

রবিবারেই আসিতেন, এক রবিবার তিনি আগমন না করায় রামকৃষ্ণদেব তাঁহার প্রতিবেশীদের নিকট তাঁহার অনুপস্থিতির কারণ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। রামকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হ্যাঁগা, মনোমোহন কেন আসেনি?" রামচন্দ্র কহিলেন, "বোধ হয়, শরীরটা ভাল নেই।" রামকৃষ্ণদেব অমনি ব্যস্ত হইয়া কহিলেন, "দেখ খবরটা নিও, সে কেমন আছে, আর এখানে বলে পাঠিও।" রামচন্দ্র দক্ষিণেশ্বর হইতে প্রত্যাগমন করিয়া সম্বাদ পাইলেন, মনোমোহন ভাল আছেন, কোন প্রকার শারীরিক অসুস্থতা নাই। রামকৃষ্ণদেব এই সম্বাদ পাইয়া একজন লোক দ্বারা তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। মনোমোহনের অভিমান আরও বাড়িয়া গেল। "তুমি ভক্তের ঠাকুর, আমার কে? তুমি বলে থাক, 'মানুষ এক পা ভগবানের কাছে অগ্রসর হলে ভগবান দশ পা এগিয়ে আসেন।' সব মিছে কথা, তোমার কাছে সব সমানও নয়, ছোট বড়ও আছে। তা থাক্ আমি যেমন তেমনি থাকি, ঘরে থাকি, তোমার কাছে গিয়ে কি হবে?" এই রূপ চিন্তা যতই করেন, ততই রামকৃষ্ণদেবের উপর তাঁহার ক্রোধ বাড়িয়া যায়। রামকৃষ্ণদেব আরও দুই এক জন লোক পাঠাইলেন। মনোমোহন দেখিলেন, কলিকাতায় থাকিলে তাঁহার নিকট রামকৃষ্ণদেবের ভক্তগণ আসিয়া বিরক্ত করেন। তিনি কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার কোন্নগরের বাটীতে গিয়া তথা হইতে রেলযোগে কলিকাতায় কার্য্যস্থলে গতায়াত করিতে লাগিলেন। দিন দিন তাঁহার ভগবানের উপর ক্রোধ বাড়িতে লাগিল, মনকে বুঝাইতে লাগিলেন যে, ভগবান জীবের জন্য লালায়িত হন না, যদি হইতেন, তাহা হইলে তিনি গৃহে বসিয়াই তাঁহার দর্শন লাভ করিতেন। ক্রমে ক্রোধ যন্ত্রণায় পরিণত হইলে ভাবিলেন, "এও ত বড় জ্বালা, ও চিন্তাই ত্যাগ করে দেও মন, কেউ কারুর জন্যে লালায়িত হয় না। আমার জন্যে আমি ছাড়া আর কে তেমন ভাবে?" কিন্তু মন বুঝে না। যতই চেষ্টা করেন, ততই অভিমান বাড়িয়া যায়। হয়ত কোন কার্য্যে ব্যাপৃত আছেন, মন সেই বিষম অভিমানের চিন্তা করিতে আরম্ভ করিল, কত বার চেষ্টা করিয়া মনকে ফিরাইলেন, কিন্তু ক্ষণিক পরে দেখিলেন, হস্তের কার্য্য কিছুমাত্র অগ্রসর হয় নাই, সেই চিন্তাই করিতেছেন। চমক ভাঙ্গিয়া গেল, আবার কার্য্যে মন দিলেন। দিন দিন তাঁহার এই অন্যমনস্ক অবস্থা বাড়িতে লাগিল। যে কার্য্য করেন, সেই কার্য্যের মধ্য হইতেই শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপদেশগুলি একে একে ফুটিয়া বাহির হইতে থাকে, অমনি অভিমান হৃদয় জুড়িয়া বসে আর ভগবানের উপর ক্রোধ হয়, আবার সেই চিন্তা। চিন্তার হস্ত হইতে এড়াইবার জন্য যে কার্য্য অবলম্বন করেন, সেই কার্য্যের ভিতর হইতেই শ্রীরামকৃষ্ণ উদয়

হন। একদিন সকালে গঙ্গাস্নান করিতেছেন, পতিতপাবনী মোক্ষপ্রদায়িনী ভাগীরথীর যে গুণকীর্ত্তন রামকৃষ্ণদেবের নিকট শুনিয়াছিলেন, তাহা মনে পড়িল। অমনি সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার পতিতপাবন মূর্ত্তিও মনে উদয় হইল। মনোমোহন তৎক্ষণাৎ সমস্ত ভ্রান্ত বলিয়া মন হইতে তাহা জঞ্জালবৎ বিদূরিত করিতে প্রয়াস করিলেন। এমন সময় ঈষৎ দূরে একখানি নৌকা তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল, মনে হইল, একজন পরিচিত লোক তাহার মধ্য হইতে তাঁহাকে দেখাইয়া দিয়া অপর একজনের সহিত কথা কহিতেছেন, নৌকাখানিও যেন তাঁহারই দিকে আসিতেছে। একটু পরেই দেখিলেন, নিরঞ্জন সেই পরিচিত ব্যক্তি এবং অপর ব্যক্তি শ্রীরামকৃষ্ণদেব। মনোমোহনের রোমাঞ্চ হইল। নিরঞ্জন নৌকার বাহিরে আসিয়া বলিলেন, "মশাই, আপনি যান না কেন ? এই দেখুন, উনি আপনার জন্যে ব্যস্ত হয়ে আপনাকে নিয়ে যেতে এসেছেন।" দারুণ গ্রীষ্ম, রামকৃষ্ণদেব পাখার বাতাস খাইতেছিলেন, মনোমোহনের নিকটস্থ হইয়া ভাবে মগ্ন হইলেন, সর্ব্বাঙ্গ স্থির হইল। মনোমোহন অনিমেষ নয়নে তাঁহার প্রতি তাকাইয়াছিলেন, নিরঞ্জনের কথায় তাঁহার চক্ষে বারিধারা বহিতে লাগিল, তিনি ভাবিলেন, "আমার জন্যে ইনি এত কষ্ট কোরে আমাকে নিতে এসেছেন ! কি অন্যায়ই করেছি, এঁকে কত কষ্টই দিয়েছি ! মনোমোহনের সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল। নিরঞ্জন নৌকা হইতে লাফাইয়া মনমোহনকে ধরিলেন। রামকৃষ্ণদেব প্রকৃতিস্থ হইয়া বাহিরে আসিলেন, বলিলেন, "নিরঞ্জন, ওকে ধরে নৌকায় তুলে আন।" নিরঞ্জন মনোমোহনকে বিভোরাবস্থায় নৌকায় তুলিলেন। মনোমোহনের চক্ষের জলে তাঁহার বক্ষস্থল সিক্ত হইতে লাগিল। রামকৃষ্ণদেব কহিলেন, "মনোমোহন, তোমার জন্যে অস্থির হয়ে ছিলুম তাই তোমাকে নিতে এলুম।".

মনোমোহন তাঁহার চরণে প্রণাম করিয়া কহিলেন, "ঠাকুর, আমার বড়ই অভিমান হয়েছিল।" আর বলিতে পারিলেন না, আবার চক্ষে জল পড়িতে লাগিল, রামকৃষ্ণদেবও সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন, নৌকা দক্ষিণেশ্বরে চলিয়া গেল।

ক্রমশঃ।

অমরনাথ ভ্রমণ।

জনৈক ব্রহ্মচারী।] [পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।

প্রত্যাগমনকালে অনেক প্রকার নূতন নূতন ফুল সংগ্রহ করিলাম, দেখিতে যেন হীরা জহরত খচিত অপূর্ব্ব মনোমুগ্ধকর ভূষণ। সেইস্থান আমাদের বড়ই নির্জ্জন বোধ হইতেছিল। মনে হইতেছিল, যদি কিছুদিন এইদেশে থাকা যায়, তাহা হইলে আমাদের মনশ্চাঞ্চল্যের উপশম হইতে পারে। কেবল মনে হইতেছিল, এই গম্ভীর নিস্তব্ধ বিজন প্রদেশে বুঝি কোন মহাপুরুষ কোথায় মহাধ্যানে নিমগ্ন রহিয়াছেন। উভয়েই ঈদৃশ ভাবে নিমগ্ন হইয়া বিচরণ করিতে করিতে ঠিক সন্ধ্যার সময় আশ্রয়স্থানে আসিলাম।

পরদিন পূর্ণিমা অল্পক্ষণ (প্রায় আট ঘটিকা পর্য্যন্ত) থাকায় ঐ সময়ের মধ্যেই অমরনাথ দর্শন করিতে হইবে, এই জন্য আমরা শীঘ্র শয়ন করিলাম। দেখিতে দেখিতে রাত্রি ১২টা বাজিয়া গেল। চিত্তে অমরনাথ দর্শনের উদ্বেগ থাকায় নিদ্রা আর হইল না। যাত্রী সকলেও দর্শন আকাঙ্ক্ষায় উদ্বিগ্ন হইয়াছিল। ছড়ি রাত্রি দুইটার সময় রওনার কথা ছিল কিন্তু একটার সময় হইতেই যাত্রিগণ প্রস্তুত হইয়া ছড়ির নিকট অপেক্ষা করিতে লাগিল। সুতরাং আর বিলম্ব না করিয়া দুইটার পূর্ব্বেই ছড়ি রওনা হইয়া গেল। আমিও ছড়ির সঙ্গে যাত্রা করিলাম।

পঞ্চতরণী হইতে অমরনাথ দর্শনের যাতায়াতের দুইটী পথ আছে—এক ভৈরব-ঘাটের উপর দিয়া, অন্যটী নীচে দিয়া। যাহারা ভৈরবঘাটীর পর্ব্বত অতিক্রম করিতে অসমর্থ হয় (কারণ উহা অতিক্রমণ কালে কোন প্রকারের যানই কার্য্যকর হয় না, নিজ সামর্থ্যের উপরই কেবল নির্ভর করিতে হয়) তাহারা নীচের পথেই যাতায়াত করে। তবে ভৈরবঘাটী হইয়া ভৈরবনাথ দর্শন করিয়া যাওয়াই বিধি আছে। ফিরিবার সময় নীচের রাস্তায় আসিতে হয়।

ছড়ি রওনা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সকল লোক অতীব উৎসাহে "অমরনাথ কি জয়" ধ্বনি করিতে করিতে দ্রুতবেগে পর্ব্বতারোহণ করিতে লাগিল, মনে হইতে লাগিল, যেন বাঁধ ভাঙ্গিয়া হু হু করিয়া জল চলিতেছে। কিন্তু সেই দুরারোহ

পর্ব্বতের শত হস্ত ঊর্দ্ধে উঠিতে না উঠিতেই লোকের শ্বাসকষ্ট আরম্ভ হইল। উৎসাহ উদ্যম যেন কোথায় চলিয়া গেল। সকলেরই যেন বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল, কাহারও মুখে কথা নাই, চতুর্দ্দিকেই কেবল শ্বাস টানিবার শব্দ। যাত্রিগণ পর্ব্বতের উচ্চতার দিকে যতই দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে লাগিল, ততই যেন আরও হতাশ হইয়া পড়িতে লাগিল।

পর্ব্বতগাত্র ক্রমোন্নত ও তৃণাচ্ছাদিত, চলিবার ভাল পথ না থাকিলেও কোন দিকে পড়িয়া যাইবার বিশেষ ভয় ছিল না। দশ বার ধাপ আরোহণ করিয়াই দাঁড়াইতে হয়, নতুবা শ্বাস টানা দায় হয়, এবং শতাধিক ধাপ চলিয়া বসিয়া না বিশ্রাম করিলে আর চলিবার সামর্থ্য থাকে না। আমিও এইরূপ উঠিয়া, বসিয়া, দাঁড়াইয়া জনস্রোতের সহিত পর্ব্বতের উচ্চ হইতে উচ্চতর প্রদেশে আরোহণ করিতে লাগিলাম। যতই উর্দ্ধে উঠি, ততই অধিকতর উচ্চ পর্ব্বত আমাদের সম্মুখে দণ্ডায়মান দেখিতে পাই। পথপ্রদর্শক ছড়িওয়ালারা যেদিকে যাইতেছে, সেইদিকেই যাইতেছি ; কতখানি আসিলাম, কতখানি আরও চড়িতে হইবে, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। কিয়ৎকাল বিশ্রামের পর সমস্ত পথশ্রান্তি বিদূরিত হইল এবং পুনরায় শীত অনুভব করিতে লাগিলাম।

আমরা চলিতে চলিতে পর্ব্বতোপরি একখণ্ড সমভূমি পাইলাম। তাহার চারিদিকেই তুষারাচ্ছাদিত শৃঙ্গমালা। এই পর্ব্বতবেষ্টিত সমভূমিতে দণ্ডায়মান হইয়া প্রকৃতির কি অদৃষ্টপূর্ব্ব অনির্ব্বচনীয় শোভা দর্শন করিলাম। পূর্ণিমার রাত্রি, সুনির্ম্মল আকাশে, পূর্ণ শশধর নক্ষত্রকুলকে প্রভাহীন করিয়া, তুষারাদ্রির উপর স্বীয় শুভ্র জ্যোৎস্না প্রতিফলিত করিয়া দিগ্ দিগন্ত উদ্ভাসিত করিতেছে। যেদিকে দৃষ্টিপাত করি, সেইদিকেই যেন হীরকখচিত অভ্রভেদী প্রাচীর এবং তদুপরি নক্ষত্রাদি পরিশোভিত সুবিমল আকাশ, যেন অমরগণের রজতস্তম্ভময় সুবিশাল সভাগৃহের মনিমানিক্যখচিত চন্দ্রাতপ বলিয়া মনে হইল। শ্রান্তি-বশতঃ আমার মানসিক শক্তির তাদৃশ স্ফূর্ত্তি না থাকিলেও মধ্যে মধ্যে চতু-র্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া নয়ন পরিতৃপ্ত করিতে লাগিলাম।

রাত্রি প্রভাত হইয়া আসিল, আমরাও আমাদের চড়াইয়ের সর্ব্বোচ্চ সীমা ভৈরবনাথে পৌঁছিলাম। তখন যেন শরীরের সমস্ত শক্তি অপগত হইয়াছে বলিয়া বোধ হইল, আর এক পদও উচ্চে উঠিবার সামর্থ্য নাই। সেই-খানেই সংজ্ঞারহিতের মত কিছুক্ষণ বসিয়া রহিলাম এবং যখন শুনিলাম, এই স্থান হইতে নামিতে হইবে, তখন যেন শরীরে প্রাণ আসিল। ভৈরবনাথের ছড়ি

তাঁহাতে পূর্ব্বেই চড়াল হইয়াছিল, আমি বিশ্রামান্তে দর্শন করিয়া অবরোহণ করিতে আরম্ভ করিলাম। সিন্দুরলিপ্ত একখণ্ড প্রস্তর ভৈরবনাথের মূর্ত্তিস্বরূপে পূজিত হয়। এই ভৈরবনাথ পর্ব্বতশৃঙ্গ সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে প্রায় ১৮০০০ ফিটের অধিক উচ্চ হইবে। ইহার সহস্রাধিক ফিট নিম্নে অমরনাথের গুহা অবস্থিত। তাহা এখান হইতে দেখিতে পাওয়া যায়।

এই পর্ব্বতের নাম যে কেন "হিমালয়" হইয়াছে তাহা এইস্থান হইতে উত্তমরূপে বোধগম্য হয়। এখান হইতে যতদূর পর্য্যন্ত দৃষ্টি চলে, সর্ব্বত্রই তুষারাচ্ছাদিত পর্ব্বতমালা। হিম যেন গিরীন্দ্রের চিরসহচর হইয়া বাস করিতেছে। ভৈরবনাথ হইতে কৈলাস দেখা যায়. লোকে বলে, কিন্তু আমি তাহার বিশেষ কিছুই নির্ণয় করিতে পারি নাই। তবে সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ বিশাল গম্বুজাকৃতি চিরতুষারাবৃত এক পর্ব্বতশৃঙ্গ দেখিতে পাইলাম মাত্র। দেখিলে মনে হয়, যেন অমরভবনের একটী গম্বুজ অম্বর ভেদ করিয়া দণ্ডায়মান আছে।

সূর্য্যোদয় হইলে আমি ভৈরব গিরিশৃঙ্গ হইতে নামিতে আরম্ভ করিলাম। এখানকার প্রাকৃতিক ভাব, শান্ত ও গম্ভীর। এই পর্ব্বত হইতে নামাও অত্যন্ত কঠিন, এক মাইল প্রায় খাড়া নামিতে হয়। পর্ব্বতের সমস্ত মৃত্তিকাও যেন ভস্মের মত, একস্থানে পা রাখিলে অন্যস্থানে সরিয়া যায়। পথের কোন প্রকার নিদর্শন ছিল না। তবে যেখানে যেখানে অত্যন্ত ঢালু ছিল, সেখানে সেখানে মুসলমানেরা* সেই সময় কাটিয়া গর্ত্ত গর্ত্ত করিয়া দিতেছিল। বসিয়া, শুইয়া, হামাগুড়ি দিয়া নানারূপে নামিতে হয়, কিন্তু অমরনাথের কৃপায় এমন কঠিন পথেও কাহারও কোন বিপদ ঘটে নাই। ভৈরবনাথের অল্প নিম্নেই গর্ভযোনি নামক সঙ্কীর্ণ পর্ব্বতগহ্বর আছে, উহার মধ্য দিয়া পার হইতে হয়। প্রবাদ আছে, যে পার না হইতে পারে, সে জারজ বলিয়া প্রতিপন্ন হয়।

নামিবার সময় যদিও কাহারও শ্বাসের কষ্ট ছিল না, তথাপি দেহভার ঠিক রাখিয়া পূর্ব্বকথিত প্রকারে নামিতে হইতেছিল, সুতরাং নামিতেও কষ্ট কম হয় নাই। কৈলাস নামে অভিহিত গম্বুজাকৃতি শৃঙ্গের দিক হইতে আসিয়া একটি নদী অমরগুহার নিম্নদেশ দিয়া চলিয়া গিয়াছে। ঐ নদীর সর্ব্বস্থানই তুষারাবৃত দেখিতে পাইলাম। আমরা অতিশয় পরিশ্রান্ত হইয়া নীচে আসিলাম এবং ঐ নদী পার হইয়া যখন অমরগুহার নিকটবর্ত্তী হইলাম, তখন বেলা প্রায় ৭॥০ টা হইবে।

* মেলার সহিত কতকগুলি মুসলমান পথনির্ম্মাতা যায়।

অমরগুহার ঠিক সম্মুখে বিশালকায় ভৈরবঘাটীর পর্ব্বত। অমরগুহাও তাদৃশ এক পর্ব্বতগাত্রে অবস্থিত। এই পর্ব্বতের মধ্যস্থ ব্যবধানই গুহার সম্মুখস্থ বিস্তৃত স্থান। আমি গুহার নিম্নে একস্থানে বিশ্রামের জন্য উপবেশন করিলাম।

গুহা দর্শন করিয়া আমার মনে বড়ই আনন্দ উপস্থিত হইল। প্রথমতঃ, গুহাটি আমি পূর্ব্বে কল্পনাবলে যেমন অনুমান করিয়াছিলাম, ঠিক সেইরূপ স্থানে ও সেইভাবে অবস্থিত দেখিতে পাইলাম। দ্বিতীয়তঃ, গুহার বিশাল বিস্তৃত দ্বার দেখিয়া মনে হইল, যেন পাপী তাপী সকলকেই শান্তি দিবার জন্য উহা সকলকেই আপন শান্তিময় অন্তরে আহ্বান করিতেছে। সূর্য্যদেব উদয় হইয়াছেন বটে কিন্তু তাঁহার তাপ এখানকার প্রচণ্ড শীত নিবারণে সমর্থ নহে, এখানকার শীত যেন সূর্য্যদেবের প্রখরতাও শীতল করিয়া দিতেছে।

নদীগর্ভ হইতে গুহাটি অনেক উচ্চে অবস্থিত। ইহার নিকটেই একটী ধারা বা ঝরণা অমরগঙ্গা রূপে প্রবাহিতা হইয়া কৈলাস হইতে যে নদী আসিয়াছে, কিছুদূরে তাহার সহিত মিলিত হইয়াছে। যাত্রিগণ ক্রমশঃ এখানে আসিয়া উপস্থিত হইতেছে এবং অমরগঙ্গায় স্নান ও সর্ব্বাঙ্গে ভস্ম লেপন করিয়া, আহৃত পার্ব্বত্যপুষ্পাদি লইয়া অমরনাথ দর্শনের জন্য গুহাভিমুখে আরোহণ করিতেছে।

অমরকথায় আছে, উলঙ্গ হইয়া দর্শনেই অধিক ফল। দেখা গেল, যাত্রীদের মধ্যে পুরুষেরা সামান্য কাপড় বা ভূর্জ্জপত্রের কৌপীন পরিয়া ও স্ত্রীলোকেরা কাপড় পরিয়াই (দুই একজন মাত্র ভূর্জ্জপত্র পরিয়া) দর্শন যাইতেছে। সাধুদের মধ্যে দুই একজনকে মাত্র সম্পূর্ণ উলঙ্গ হইয়া দর্শন করিতে যাইতে দেখিলাম। স্নানের সময় প্রায় সকল লোকই উলঙ্গ হইয়া থাকে। আমি আর অপেক্ষা না করিয়া স্নানের জন্য প্রস্তুত হইলাম, এবং পরিধেয় সমস্ত বস্ত্র উন্মুক্ত করিয়া স্নান করিলাম। স্নানান্তে কিন্তু আর আমার উন্মুক্তগাত্রে থাকা সম্ভব হইল না। শরীর যেরূপ কম্পিত হইতেছিল, তাহাতে গায়ে কাপড় না দিয়া থাকা উচিত বোধ হইল না।

বস্ত্রাদি পরিধান করিয়া অমরগুহায় আরোহণ করিতে লাগিলাম। ক্রমে উপরে উঠিয়া গুহাতে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, লম্বা চৌড়ায় ও উচ্চতায় গুহাটী বেশ প্রশস্ত এবং উহার মধ্যে আলোকেরও কোন প্রকার অভাব নাই। গুহার মধ্যবর্ত্তী স্থান সমুদয়ই সুস্পষ্ট দৃষ্টিগোচর হইতেছিল এবং ৪।৫ শত লোক উহার মধ্যে দাঁড়াইতে পারে, এমন স্থান ছিল।

গুহার ঠিক মধ্যস্থলে শ্বেত উজ্জ্বল ও স্বাভাবিক, তুষারনির্ম্মিত অমরনাথের মূর্ত্তি দৃষ্টিগোচর হইতেছিল। [illegible] সেই মূর্ত্তি পতিত হওয়ামাত্রেই চমকিত হইলাম এবং হৃদয় [illegible] হইল। মূর্ত্তি [illegible]—নিম্নের পরিধি প্রায় ২৫০ হস্ত হইবে; বিরাট খাড়া হইয়া পরে ক্রমোন্নত ভাবে পর্ব্বতগাত্রে মিলিয়াছে। দেখিলেই বোধ হয় যেন, গৌরীপট্ট সহিত শিবলিঙ্গ। এইরূপ স্বাভাবিক মূর্ত্তি বড়ই আশ্চর্য্যজনক। গুহাতে অন্য অন্য স্থানে অল্প অল্প বরফ আছে কিন্তু আর কোথাও ঐরূপ শিবলিঙ্গ হয় নাই।

অমরকথায় আছে, অমরনাথের এই বরফ মূর্ত্তি পূর্ণিমাতে পূর্ণ হয় এবং অমাবস্যাতে গলিয়া যায়। এই কথার মূলে কতদূর সত্য নিহিত আছে, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। শ্রাবণ মাসের এই পূর্ণিমার দিনেই যাত্রী সকল দর্শন করিতে আসে। সেই দিন ব্যতীত এখানে আর লোকসমাগম হয় না। তখনও ৭।৮ ঘণ্টার মধ্যে দর্শন করিয়া যাত্রী সকল ফিরিয়া যায়। কোনও লোককে রাত্রিবাস করিতে দেওয়া হয় না। কারণ, এখানে সহসা তুষারপাতে প্রাণনাশের সম্ভাবনা আছে। অপর সময়ে কদাচিৎ দুই একজন যাত্রী গিয়াও ঐরূপ মূর্ত্তি দর্শন করিয়াছে বলিয়া শুনা যায়। মূর্ত্তি কথন বড় ও কথন বা ছোট হয়। শুনিলাম [illegible] খুব [illegible] যাছিল এবং অনেকে বলিল, মূর্ত্তি যে [illegible] দেখিয়াছে।

অবস্থানুযায়ী [illegible] দি। আমি প্রণত হইলাম এবং অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া মূর্ত্তি দর্শন করিলাম। শত শত লোক পূজা দিতেছে, সাষ্টাঙ্গে প্রণাম ও ঐ মূর্ত্তিকে আলিঙ্গন করিতেছে। একদল কাশ্মিরী পণ্ডিত দুইএকজন স্ত্রীলোক সহিত হস্তবাদ্যসহ গান করিতে করিতে আসিয়া অমরনাথ মূর্ত্তির উপর (সকলেই) শয়ন করিয়া পড়িল। কিছুক্ষণ সেইরূপ ভাবে থাকিয়া সকলেই এক সঙ্গে উঠিয়া বলিতে লাগিল, "আমরা ঈশ্বর দর্শন পাইয়াছি" এবং পূর্ব্ববৎ গান করিতে করিতে পশ্চাদ্দিকে চলিয়া গেল। ইহাদের ভাব দেখিয়া মনে এক অপূর্ব্ব আনন্দ হইল।

আমি গুহার চতুর্দ্দিকে বেশ করিয়া দেখিলাম, বিশেষ আর কিছুই দেখিবার ছিল না। তবে অমর মূর্ত্তির দুইপার্শ্বে আরও দুইটি দেবমূর্ত্তি দেখা যাইতেছিল, উহারাও বরফনির্ম্মিত। একটিকে গণেশ ও অন্যটিকে গৌরী দেবী বলে। কিন্তু ঐ মূর্ত্তিদ্বয়ে উহাদের কোন সাদৃশ্য নাই। গুহার সর্ব্বস্থানেই ফোঁটা ফোঁটা জল চুয়াইয়া পড়িতেছিল। খুব সম্ভব, ঐ জলেই ঐস্থানে ঐ সকল মূর্ত্তি হই-

য়াছে। পুজাদি যাহা কিছু চড়ে, তাহা রক্ষার জন্য সরকারি দুইজন কর্ম্মচারী পুলিশ ও মোহান্তজী মূর্ত্তিপার্শে সর্ব্বদা উপস্থিত থাকেন। গুহার একদিকে মুসলমানেরা খনন করিয়া অমর বিভূতি বাহির করিতেছিল ও যাত্রীদিগের নিকট পয়সা লইয়া উহা বিক্রয় করিতেছিল। এই ভস্ম যে গুহাতেই পাওয়া যায়, তাহা নয়। এই স্থানের পাহাড়ে ঐরূপ ভস্ম সর্ব্বত্রই পাওয়া যায।

কিছু ভস্ম সেখান হইতে লইলাম এবং মোহান্তজীর প্রদত্ত অমরনাথ প্রসাদ গ্রহণপূর্ব্বক প্রণাম করিয়া প্রত্যাবর্ত্তনের উদ্যোগ করিলাম। গুহার বিশাল মুখে দণ্ডায়মান হইয়া নীচের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে বড়ই আনন্দ অনুভূত হয়। যাহা হউক, পুনরায় বাবাকে হৃদয়ের সহিত শেষ প্রণাম করিয়া সমস্ত পরিচিত বন্ধুবান্ধবদিগের কল্যাণ প্রার্থনা করিলাম, পরে গুহা হইতে নামিয়া আসিলাম।

নীচে আসিয়া দেখিলাম, বহুতর লোক পায়রা দেখিবার জন্য উদ্‌গ্রীব ভাবে অবস্থান করিতেছে। প্রবাদ আছে, যাহার পায়রা দর্শন না হয়, তাহার অমরনাথ দর্শন পূর্ণ হয় না। আমারও দেখিবার উৎকণ্ঠা হইল, উর্দ্ধদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া পর্ব্বতগাত্রে দেখিলাম, দুইটি পাযরা উড়িয়া অন্য পর্ব্বতে পড়িল। দ্বিতীয়বার উড়িবার কালে আমি তিনটা দেখিতে পাইলাম, পরে অন্য যাত্রীর মুখে ৭টা দর্শনের কথা শুনিলাম। ইহা দ্বারা কেবল দুইটি পাযরা বরাবর সেখানে থাকে, এ প্রবাদটি অসত্য বলিয়া প্রতিপন্ন হইল। এবং সকলগুলিও বরাবর সেখানে থাকে কি না তদ্বিষয়েও বিশেষ কিছু নিশ্চয় করিতে পারিলাম না। তবে সেই সময় পায়রাগুলি সেখান হইতে অন্য কোথাও উড়িয়া যাইতেছে না। এদিক ওদিক উড়িয়া বসিতেছে মাত্র।

অমরগঙ্গা যেখানে আসিয়া একটি নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে, সেই সঙ্গমস্থানে বসিয়া অমরপ্রসাদের দ্বারা জলযোগ করিলাম। এইস্থানে অনেকক্ষণ বসিয়া রহিলাম এবং দূর হইতে দূরতর, উচ্চ হইতে উচ্চতর তুষারমণ্ডিত পর্ব্বতশৃঙ্গের সৌন্দর্য্য প্রাণ ভরিয়া দেখিয়া লইলাম। পরে প্রকৃতি দেবীর উদ্দেশ্যে প্রণাম পূর্ব্বক নদীর উপর দিয়া পঞ্চতরণীর দিকে রওনা হইলাম। সেখান হইতে দুই চারিটি শিলাও সংগ্রহ করিয়া লইয়াছিলাম।

অমরনাথ দর্শন হইয়া গেলে যাত্রীদের প্রত্যাবর্ত্তনের আর কোনও নিয়ম থাকে না। যাহার যখন ইচ্ছা চলিয়া যাইতে থাকে। নদীর দুইধারে উচ্চ পর্ব্বত, নদীগর্ভ তুষারপূর্ণ, সেই তুষারের উপর দিয়াই চলিলাম। এই নদী পঞ্চ-

তরণীর সহিত অন্যূন ৫ মাইল নীচে আসিয়া মিলিত হইয়াছে। মিলন স্থানের নাম সঙ্গম। অমর গুহা হইতে সঙ্গম পর্য্যন্ত ৫ মাইল বরফের উপর দিয়াই আসিলাম। সঙ্গম দক্ষিণদিকে রাখিয়া কিছু উপর হইতেই অন্য রাস্তায় পড়াওয়ের দিকে গেলাম। এখান হইতে সঙ্গম দেখা যাইতেছিল।

বরফের উপর দিয়া চলিতে হইলে বিশেষ সাবধান হইয়া চলা উচিত। কেন না, অনেক সময় পা পিছলাইয়া যায়। যতক্ষণ নদীর বরফের উপর দিয়া আসিতেছিলাম, ততক্ষণ আর অধিক চড়াই উতরাই ছিল না। নদী ছাড়িয়া অন্য রাস্তায় পড়িলে আবার আরম্ভ হইল। সঙ্গম হইয়া পঞ্চতরণী নদী উপর দিয়া পড়াওয়ের দিকে যাইতে পারিতাম। কোন কোন লোক সেদিক দিয়াও যাইতেছিল, কিন্তু অধিকাংশ লোকই এই রাস্তায় যাইতেছিল।

যাহাহউক আমি অত্যন্ত পরিশ্রান্ত ক্লিষ্ট ও ক্ষুধার্ত্ত হইয়া পঞ্চতরণী পড়াওয়েতে পৌঁছিলাম। তখন আবার আমার শিরঃপীড়া উপস্থিত হওয়ায় কিছু দেখিবার, এমন কি দাঁড়াইবার বা বসিবার সামর্থ্য পর্য্যন্ত রহিল না। তাম্বুর মধ্যে আসন বিছাইয়া বস্ত্রাদির মধ্যে মুখ রাখিয়া শয়ন করিয়া রহিলাম। বহুক্ষণ চেতনারহিতের ন্যায় থাকিয়া নিদ্রিত হইয়া পড়িয়াছিলাম। আমাদের সঙ্গীরা আসিয়া আহারাদি প্রস্তুত বলিয়া আমাকে ডাকিল।

সমস্ত যাত্রীর দর্শন হইয়া গেলে মোহান্তজী লোকজন সহিত ফিরিয়া আসিলেন। অমরনাথে যত দ্রব্যাদি পূজা চড়িয়াছিল, জজবাহাদুরের হুকুম মত পুলিসের হেপাযতে সমস্ত লইয়া রাখা হইয়াছিল। সন্ধ্যার পূর্ব্ব সময়ে মোহান্তজী আবার সেই সমস্ত দ্রব্য ভাগ করিয়া লইতে জজের নিকট গেলেন। যে সকল দ্রব্য অমরনাথে চড়ে, তাহার তিন ভাগ হয়। এক ভাগ মোহান্তজী পান, দ্বিতীয় ভাগ পাণ্ডা বা পূজারিগণ পায় ও তৃতীয় ভাগ মুসলমানেরা পথ প্রস্তুত করিয়া দেয় বলিয়া পাইয়া থাকে। এবার এক এক অংশে কাপড় ও ধাতু ছাড়া নগদ দুই শত সতের টাকা হইয়াছিল। অনেক লোক ঐ দিন বৈকালেই পঞ্চতরণী ত্যাগ করিল, আমরা সেদিন সেখানেই থাকিলাম।

নিরুদ্বেগে রাত্রি যাপন করিলাম, কোন্ দিক্ দিয়া রাত্রি প্রভাত হইয়াছে কিছুই জানিতে পারি নাই। প্রাতঃকালে শয্যা ত্যাগ করিয়া তাম্বুর বাহিরে আসিয়া দেখিলাম, উপত্যকা ভূমি ও পর্ব্বতসমূহ একেবারে সাদা হইয়া গিয়াছে। বরফ পড়াতে কোথাও আর সে হরিৎ বর্ণের ঘাস ও সুরঞ্জিত ফুল দেখা

যাইতেছে না। আমাদের তাম্বুর উপর এক আঙ্গুল পুরু হইয়া-মিছরির মতন তুষারকণিকা সকল জমা হইয়া গিয়াছে। দেখিয়া বড়ই আশ্চর্য্য হইলাম।

দুই দিনের ঘর বাড়ী ভাঙ্গিয়া সমস্ত লোক যাইবার জন্য উদ্যোগী হইয়াছে। দেখিতে দেখিতে মেলার পট্টাবাস ভাঙ্গিয়া গেল, ক্রমে লোক পঞ্চতরণী পার হইয়া সার বাঁধিয়া চলিতে লাগিল। আমাদের তাম্বুর বরফ লাঠির আঘাতে ঝাড়িয়া ফেলা হইল এবং দ্রব্যাদি ভারবাহকদিগকে দিয়া আমরাও রওনা হইলাম। প্রশস্তবক্ষা পঞ্চতরণীর মধ্যস্থলে আসিয়া একবার চতুর্দ্দিক্‌ দেখিবার ইচ্ছা হইল। দেখিলাম, যাবতীয় পর্ব্বত মালা পাদ হইতে শিখর পর্য্যন্ত তুষারাবৃত হইয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে। দর্শন মাত্রেই মনে হইল, যেন সর্ব্বাঙ্গে ভস্ম মাখিয়া মহাযোগেশ্বরগণ স্থির ধীর নিস্পন্দ ভাবে অনন্ত কাল সমাধিনিমগ্ন রহিয়াছেন।

পঞ্চতরণীর প্রশস্ত গর্ভমধ্যে আসিয়া প্রকৃতির নয়নারাম দৃশ্য হৃদয়ে অঙ্কিত করিয়া রাখিবার জন্য পশ্চাৎ দিকে অমরনাথ পর্ব্বতে দৃষ্টিপাত করিলাম। এই চিরশান্তিপ্রদ অভিমত প্রদেশ ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতেছি ভাবিয়া হৃদয় অত্যন্ত ব্যাকুল হইল; এমন কি, হৃদয়বেগ সম্বরণ করিতে না পারিয়া অশ্রুবর্ষণ করিতে হইল।

পঞ্চতরণী নদী পার হইয়া আবার আমরা ক্রমোন্নত পথে আরোহণ করিতে লাগিলাম। হত্যারাতালাও পর্য্যন্ত এই ক্রমোচ্চতার শেষ হইয়াছে। শরীর অসুস্থ থাকায় মোহান্তজীর প্রদত্ত ঘোটকে আরোহণ করিয়া তাঁহার সহিত এক সঙ্গেই আসিতে লাগিলাম। কিন্তু পথিমধ্যে দুইটী স্ত্রীলোককে চলিতে অসমর্থ দেখিয়া আমরা উভয়েই ঘোড়া দুইটী তাহাদিগকে চড়িবার জন্য ছাড়িয়া দিলাম। এবং হত্যারাতালাও পর্য্যন্ত পদব্রজেই চলিলাম।

পঞ্চতরণী হইতে হত্যারাতালাও প্রায় ৭।৵ মাইল পথ হইবে। আমরা বেলা প্রায় বারটার সময় সেখানে আসিলাম। তুষারাবৃত উচ্চ পর্ব্বত সমূহ পরিবেষ্টিত অতি উচ্চে স্থিত একটী সরোবরের নাম হত্যারাতালাও। তুষারাবৃত পর্ব্বতোপরি মধ্যাহ্নসূর্য্যের কিরণ পতিত হইয়া চক্ষুর অত্যন্ত পীড়া জন্মাইতেছিল। সরোবরের জল অতিশয় স্বচ্ছ ও নির্ম্মল, কিন্তু তীরে নামিবার কোন উপায় নাই। কথিত আছে কোন সময়ে বহুসংখ্যক সাধু সরোবরতটে বিশ্রাম জন্য উপবেশন করিয়া উচ্চ শঙ্খনাদ করায় খুনী বরফ পাত হইয়া সকলেই মারা

যায়। এই জন্য ঐ সরোবরের নাম হত্যারাতালাও হইয়াছে। আগে এই সরোবরের নাম অমৃততালাও ছিল।

হত্যারাতালাও হইতে অবরোহণের প্রথম সীমা। এই স্থান হইতে অনেক দূর খাড়া নামিয়া যাইতে হয়। নিম্নে অনেক পর্ব্বতশৃঙ্গ দেখিতে পাওয়া যায়। এস্থানে বায়ু ভাল নয় এবং বেগে প্রবাহিত হয় বলিয়া যাত্রীদের অনেক প্রকার পীড়া হইয়া থাকে। এখানে আসিলেই শিরঃপীড়া, মূর্চ্ছা, ভেদ ও বমন হইয়া থাকে। অমরনাথ ভ্রমণে আর একটী কষ্টের প্রবাদ আছে যে, কোন কোন ফুলের গন্ধে মূর্চ্ছা ও শিরঃপীড়া হয়। আমি কিন্তু তাহার বিশেষ কিছু বোধ করিতে পারি নাই। ঐরূপ পীড়া উপস্থিত হইলে অম্ল দ্রব্য মুখে রাখিলে বা তীব্র গন্ধ আঘ্রাণ করিলে পীড়া দূর হয়। লঘু ও শীতল বায়ু ঐ সকল পীড়ার কারণ বলিয়া আমার মনে হইল।

হত্যারাতালাওয়ের নামাই অত্যন্ত কঠিন। সাধারণ পাদুকা পরিয়া নামা যায় না। কাশ্মীর দেশেই এক প্রকার ঘাসের পাদুকা পাওয়া যায়, তাহাই পরিয়া নামিতে হয়। আমরা ঘুরিয়া ঘুরিয়া নামিতে লাগিলাম ও অতি কষ্টে নীচে আসিলাম। অমরনাথ যাইতে যত উচ্চে আরোহণ করিয়াছিলাম, যেন সবটা নামিয়া আসিয়াছি বোধ হইল। নামিবার সময় হইতেই আমার শিরঃপীড়া আরম্ভ হইয়াছিল, নীচে আসিয়া আর স্থির থাকিতে পারিলাম না। বস্ত্রাদির দ্বারা মুখ আবৃত করিয়া মুখ গুঁজিয়া পড়িয়া রহিলাম। কিছুক্ষণ পরে অনেক পরিমাণে সুস্থ বোধ করিলাম।

উক্ত সরোবরের নীচে আসিয়া যাত্রিগণ বিশ্রাম ও কিছু জলযোগ করিয়া চন্দনবাড়ীতে যায় ও সেই দিন সেই খানেই রাত্রি বাস করিয়া থাকে। হালুইকরের দোকান পূর্ব্ব হইতেই এই স্থানে আসিয়াছিল, প্রায় সকলেই পুরি খরিদ করিয়া আহার করিয়া রওনা হইতেছিল। আমরাও ঐরূপে উদর-দেবতাকে শীতল করিয়া যাত্রা করিলাম। মোহান্তজী আপন ঘোড়া আমাকে দিয়া পদব্রজে গেলেন। আমার শরীর যেরূপ অসুস্থ হইয়াছিল, ঘোড়া না হইলে যাইতে পারিতাম না।

এই পর্ব্বতপাদ হইতে একটী ছোট নদী বাহির হইয়া গিয়া লম্বোদরী গঙ্গার সহিত চন্দনবাড়ীর নিকট মিলিত হইয়াছে। উহারই কিনারে কিনারে চলিয়াছি। নদীর উপর সকল স্থানেই বরফ জমা ছিল। পারাপারের জন্য আমাদের অনেক স্থানে তাহা সেতুর কার্য্য করিতেছিল।

সংকীর্ণ গিরিশঙ্কট পথে ঘোটক আরোহণে চলা যে কত বিপদ্ জনক, তাহা সহজেই অনুমেয় কিন্তু কাশ্মীরদেশীয় ঘোটক পার্ব্বতীয় দেশে চলিতে বড়ই পটু। পাথর ও বরফের উপর দিয়া চলিতে উহার প্রায় কখনও পদ স্খলন হয় না। চড়াই ওৎরাইয়ে তাহারা এমন সতর্ক যে, আরোহীর বিশেষ কষ্ট হয় না। অবশেষে চন্দনবাড়ীর নিকট আর একটী পর্ব্বত অবরোহণ করিয়া সন্ধ্যার প্রাক্কালে চন্দনবাড়ীতে আসিয়া পৌঁছিলাম।

এই দিন আমি ও মোহান্তজী আহার করিতে বসিলে একটী বঙ্গদেশীয় স্ত্রীলোক বিপদাপন্না হইয়া আমাদের নিকট উপস্থিত হইলেন। আমরা তাঁহাকে আশ্রয় ও আহারীয় দানে সুস্থ করিলাম। তিনি সাধুবেশে ছিলেন সুতরাং তাঁহার পরিচয় লওয়া হয় নাই।

পরদিন চন্দনবাড়ী হইতে পহেলগ্রাম পর্য্যন্ত আমার ঘোড়ায় যাওয়া ঘটিয়াছিল। আসিবার সময় রাস্তা খারাপ ছিল, কিন্তু যাইবার সময় বর্ষা না থাকায় রাস্তা পরিষ্কার ছিল। আমরা অল্প সময়ের মধ্যেই পহেলগ্রামে আসিলাম। ঘোড়া মোহান্তজীকে দিয়া পহেলগ্রাম হইতে পদব্রজে চলিতে লাগিলাম।

এখন আর শীত নাই, চলিতে গরম বোধ হইতেছে। আমরা যখন পহেলগ্রামে আসিলাম, তখন যেন বোধ হইল বিশাল এক বরফগুহার মধ্য হইতে বাহির হইলাম। শীতে শরীর পুড়িয়া যাইবার মত হইয়াছিল। শরীরের যে সকল স্থান অনাবৃত ছিল, সেই সকল স্থানের চর্ম্ম কিছু দিন পরে শুষ্ক হইয়া উঠিয়া গেল। সকল যাত্রীরই ঐরূপ দশা হইয়াছিল।

পূর্ব্বদিন যাত্রিগণ প্রায় এক সঙ্গেই ছিল, অদ্য আর তাহার কিছুই নাই, যাহার যেখানে ইচ্ছা অবস্থান করিতেছে। কে কোথায় থাকিতেছে, তাহার কিছুই ঠিক নাই। আমরাও বেলা ৪।৫ টার সময় ঠিক আবেশ মোকামের নীচে ময়দানে তাম্বু লাগাইলাম। সে দিন তথায় প্রবল বায়ু থাকাতে অর্দ্ধসিদ্ধ ভাত খাইয়া কাটাইতে হইল।

পরদিন বেলা ৮।৯ টার মধ্যেই মটনে আসিয়া পৌঁছিলাম। মটন হইতে অর্দ্ধমাইল দূরে রাস্তার কিনারেই দুইটী গুহা দেখিলাম। একটী গুহার মধ্যে একটী শিবমন্দির আছে। উহা অতি প্রাচীন বলিয়া অনুমান হইল। অন্য একটী গুহা পর্ব্বতের মধ্যে অনেক দূর পর্য্যন্ত চলিয়া গিয়াছে। তাহাতে একটী সাধুর সমাধি আছে। আলোক লইয়া তাহার মধ্যে প্রায় একরশি গিয়াছিলাম। সেই গুহামধ্যে দর্শনযোগ্য বিশেষ কিছুই নাই।

আমরা [illegible] একদিন থাকিয়া তৎপর দিন শ্রীনগরের দিকে রওনা হইলাম। এইস্থান হইতে মেলা আরম্ভ হইয়াছিল এবং এইখানে আসিয়া ভাঙ্গিয়া গেল। এখন যাহার যে দিকে অভিরুচি, সে সেই দিকে চলিয়া গেল। আমরা আবার খানাবল আসিয়া নৌকা আরোহণ করিলাম এবং তাহার পরদিন বেলা ১১।১২টার সময় পুনরায় শ্রীনগরে পৌঁছিলাম। খানাবল হইতে শ্রীনগর পর্য্যন্ত ১৫।১৬ জন লোক যাইতে পারে, এমন নৌকার ভাড়া দুই বা আড়াই টাকা মাত্র।

সমাপ্ত।

ধ্রুবতারা।

(শ্রীগিরিশচন্দ্র ঘোষ।)

ঈশ্বর সম্বন্ধে যেরূপ মতভেদ, এরূপ মতভেদ বোধ হয় আর কোনও বিষয়ে নয়। ঈশ্বর আছেন কি না, তিনি সাকার বা নিরাকার এবং কোন্ সাকার মূর্ত্তি তাঁহার স্বরূপ মূর্ত্তি, অজ্ঞানতা বশতঃ ইহা লইয়া বাদানুবাদ নিরন্তরই চলিতেছে। ম্যাক্সমূলার বলেন যে, প্রধানতঃ আটি প্রকার ধর্ম্ম প্রচলিত আছে। অধিক থাকুক বা না থাকুক, দেখা যায়, প্রত্যেক ধর্ম্মাবলম্বীর মধ্যে নানাপ্রকার সম্প্রদায় ও প্রতি সম্প্রদায়ই যেন বিরোধী ধর্ম্মাবলম্বী। প্রতি সম্প্রদায়ই অপর সম্প্রদায়ের জন্য নরক বন্দোবস্ত করিযাছেন। হিন্দু ধর্ম্মেও এইরূপ বিরোধ, আবার এক সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তির উপাসনা লইয়া পরস্পরে এইরূপই বিরোধ। কিরূপে ভগবান্ রামকৃষ্ণ পরমহংস এই সকল বিরোধ মীমাংসা করিযাছেন, তাহা যিনি পরমহংসদেব সম্বন্ধে কোন কথা কিছু শুনিযাছেন, তাঁহার অগোচর নাই। কিন্তু সে বিষয় উপস্থিত আমাদের আলোচ্য নয়। পরমহংসদেব সকল প্রকার উপসনার কথাই বলিযাছেন, তাঁহার মতে মনুষ্যমাত্রেই স্বীয় আধ্যাত্মিক অবস্থা অনুসারে উপাসনা করিয়া থাকে এবং অকপটচিত্তে যেরূপই উপাসনা করে, সেই উপাসনাই প্রশস্ত। মনুষ্যের আধ্যাত্মিক অবস্থা সম্বন্ধে যাহা তিনি বলিতেন ও সে কথা আমরা যেরূপ বুঝিযাছি, বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমি তাহাই প্রকাশ করিবার চেষ্টা পাইব।

ঈশ্বর লাভের উপায় সম্বন্ধে বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন অভিপ্রায় প্রকাশিত করেন। কেহ মনে করেন, ঈশ্বর কি সহজে পাওয়া যায়? একজন বড়লোকের দেখা

করিতে হইলে কত লোকের উমেদারী, কত প্রকার পরিশ্রম, কত লোকের কত প্রকার স্তবস্তুতি করিতে হয়। এই সকল উমেদারী ও পরিশ্রমের ফলে সেই বড়লোকের দেখা পাইবে কি না সন্দেহ, কিন্তু এরূপ কষ্ট ব্যতীত যে দেখা পাইবে না, ইহা নিশ্চিত। কেহ মনে করেন, ঈশ্বর নির্গুণ, শত উপাসনা করো, কিছুতেই কিছু হইবে না। আপনাকে নির্গুণ অবস্থায় লইয়া যাইবার চেষ্টা করো, বহু সাধনার পর সেই নির্গুণ অবস্থা প্রাপ্ত হইবে। কেহ মনে করেন, তাঁহার উপাসনার প্রথা সকল রহিয়াছে, সেই প্রথা অনুসারে কার্য্য করে, পুষ্প নৈবেদ্য প্রভৃতি দিয়া অর্চ্চনা করো, শুদ্ধরূপে মন্ত্র সকল উচ্চারণ করো, এই সকল কার্য্য করিতে করিতে যদি ত্রুটি না হয়, তাঁহার কৃপাদৃষ্টি পড়িলেও পড়িতে পারে। কেহ বা বলেন, ও সকল বাহ্য পূজায় কি ঈশ্বরের তৃপ্তি হয়? ও সকল বাহ্য পূজা নিম্ন অধিকারীর নিমিত্ত। তাঁহার নাম করো, ধ্যান করো, কীর্ত্তন করো, ক্রমে ক্রমে উন্নতি হইতে থাকিবে। কেহ বলেন, অতি শুদ্ধাচারে থাকিতে হইবে, প্রত্যহ স্নান করিয়া শুচি হও, সকাল বিকাল সন্ধ্যাহ্নিক করো, হবিষ্যান্ন আহার করো, আগে দেহশুদ্ধি করো, তারপর সে কথা। কেহবা বলেন, প্রাণায়াম করিয়া আগে মন স্থির করো, নেতি ধৌতি করিয়া দেহ শুদ্ধ করো, উপাসনার কথা পরে। কেহ তাঁহাদের কথায় আপত্তি করিয়া বলেন যে, সংসারে থাকিয়া নানা সাংসারিক কার্য্য করিয়া ওসকল কার্য্য কিরূপে হইবে? তাহার উত্তরে যোগপন্থী বলেন,—"সত্যই তো, তাহা হইবার নয়, অতএব সন্ন্যাস আশ্রম অবলম্বন করো।" সে কথার প্রত্যুত্তরে তাহার প্রতিবাদী বলেন, "কেন, গার্হস্থ্য ধর্ম্ম কি ধর্ম্ম নয়? গার্হস্থ্য ধর্ম্মে কি হয় না? এই বাদ প্রতিবাদের অন্তর্ভূত একটী কথা আছে, হওয়া কাহার নাম, এ কথা তাহাদের উপলব্ধি হয় নাই। 'নিয়তই ঈশ্বরে মনোনিবেশ' তাহার নাম যদি হওয়া হয়, সংসারে যে, সে পক্ষে পদে পদে বিঘ্ন, তাহার আর সন্দেহ নাই।

যাহাই হউক, এই তো বাদানুবাদ। ঈশ্বরের সহিত আমাদের কি সম্বন্ধ, ইহা স্থির করিতে না পারাতেই এই সকল বাদানুবাদ উপস্থিত হয়। ঈশ্বর বহুদূরে, এইরূপ ধারণাই এই বাদানুবাদের মূল। কিন্তু যে ভাগ্যবান্ গুরুকৃপায় বুঝিয়াছেন যে, ঈশ্বর মঙ্গলময়, তিনি দূরে নাই, আমার অন্তরের অন্তরে আছেন, অসহায় বাল্যকালে যে মাতৃস্নেহ পাইয়াছি, সে ঈশ্বরেরই স্নেহ; সাকার মাতৃমূর্ত্তি হইতে আমার উপর আসিয়া পড়িয়াছিল, তাঁহারই কৃপায় চলিতেছি,

বলিতেছি, তাঁহার কৃপায় ডুবিয়া আছি, তিনি কোলে লইতে চান, আমরাই দূরে যাইতেছি, আমার কি মঙ্গল, আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে স্থির করিতে পারিতেছি না, তিনি নিয়ত মঙ্গল বিধান করিতেছেন এরূপ ভাগ্যবানের পূজাপদ্ধতি স্বতন্ত্র। তিনি যখন পুষ্প চন্দন লইয়া পূজা করিতে বসেন তিনি কি হয় না হয়, তাহার প্রতি দৃষ্টি [illegible] না। ফুলগুলি সুন্দর আমার মার পাদপদ্মে দিব না? এই ভাবিয়া পূজা করিতে বসেন। সুন্দর সুমিষ্ট ফল সুস্বাদু আহার্য্য, সেই সকল [illegible] তিনি স্বয়ং বড় ভাল বাসেন, তিনি তাহার মাকে আনিয়া দেন। তাঁহার মনে নিশ্চিতই ধারণ, তিনি শুদ্ধ মন্ত্র উচ্চারণ করুন বা না করুন, মা তাঁহার ফলমূল আদি গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি মার গুণানুকীর্ত্তন করেন, কেন না তাঁর প্রাণ টলিয়া উঠে, না করিলে মহা অশান্তি জন্মে। তাঁহার নিকট অপরাধ নাই, পাপ নাই, তিনি অপার স্নেহময়ী মায়ের সন্তান। তিনি নিজেকে যত ভাল বাসেন তার শতগুণে মা তাঁহাকে ভালবাসেন। এ মার কেন দেখা পাইতেছি না বলিয়া কাঁদিয়া অস্থির হন।

এইরূপ ভাগ্যবান্ ব্যক্তির অবস্থা অতি প্রার্থনীয়। গুরুর কৃপায় এই প্রার্থনীয় অবস্থায় যাঁহার দৃষ্টি পড়ে, এই প্রার্থনীয় অবস্থা যিনি চান, তাঁহার ও কঠোর পন্থা নয়। সেই [illegible] নিকট প্রার্থনাই একমাত্র পন্থা। হয় তো তিনি ভাবেন আমার মন [illegible] এরূপ প্রার্থনা করিতেও পারি না। এই [illegible] বালক [illegible] সহজ উপায়ই করিয়াছেন। তোমার এ [illegible] নিকট জানাও, যতটুকু পারো জানা [illegible] সিন্ধু বলিয়া তোমার এই প্রার্থনা পূর্ণ করিবেন। [illegible] দুর্ব্বল তিনি জানেন [illegible] একবার শরণাগত হইলে, তিনি শরণাগতকে পরিত্যাগ করিবেন না তিনি শরণাগত দীনের পরিত্রাণপরায়ণ। এই বালক [illegible] দীন নয়, কেহ এরূপ সাংসারিক হীন অব [illegible] এইরূপ তাঁহার মনের অবস্থা ঈশ্বরকে জানা [illegible]।

হয় তো শাস্ত্রাভিমানী বলিবেন [illegible] লেই যদি হইত, তাহা হইলে কেহ কি প্রার্থনা করে [illegible] তাহা আমরা বিচার করিতে বসি নাই, কিন্তু আমাদের [illegible] সংসারে আপনার অসহায় অবস্থা, আপনার হীনতা, আপনার দুর্ব্বলতা কিছুমাত্র উপলব্ধি করিয়াছেন, তিনি এই মহাবাক্য তাঁহার জীবনের ধ্রুবতারা করিবেন সন্দেহ নাই

এবং সেই ধ্রুবতারার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া সংসারসমুদ্রে নির্ভয়ে তাঁহার জীবনতরণী সঞ্চালন করিতে পারিবেন। সন্দেহের ঝটিকা উদয় হইলে, অন্ধকারে দিক্ নির্ণয় করিতে না পারিলে, সেই ধ্রুবতারার প্রতি লক্ষ্য করিলেই সেই ধ্রুবতারা দেখিতে পাইবেন, দেখিতে পাইবেন, সেই উজ্জ্বল তারকার অলক্ষিত প্রভাবে ভীষণ তরঙ্গ মাঝে তাঁহার ক্ষুদ্র তরণী খানি অটুট রাখিয়াছে, দেখিতে দেখিতে ঝটিকা শান্ত হইয়া যাইবে, আবার নির্ব্বিঘ্নে চলিবেন। যদি কেহ আমাদের ন্যায় হীন, আমাদের ন্যায় দুর্ব্বলচিত্ত থাকেন, তাঁহার সকাশে আমার সবিনয় নিবেদন, একবার এই মহাবাক্য হৃদয়ে স্থান দেন, এই মহাবাক্যের প্রভাব দিন দিন উপলব্ধি করিবেন। নিরাশ হৃদয়ে আশা আসিয়া বসিবে, বলবান আশা কোনরূপ সংসার তাড়নায় তাহা টলাবে না। যাহা বলিতেছি, যদি না উপলব্ধি করিতাম, এরূপ দৃঢ়বাক্যে প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হইতাম। একবার সেই ধ্রুবতারার প্রতি যাহার দৃষ্টি পড়িবে, তিনিও ক্রমে এইরূপ দৃঢ়বাক্যে রামকৃষ্ণদেবের কথামৃতের অতুল প্রভাব প্রকাশ করিবেন ও হৃদয় উচ্ছ্বাসে "জয় রামকৃষ্ণ' বলিয়া করতালি দিবেন।

রামকৃষ্ণ মিশন দুর্ভিক্ষমোচন কার্য্য।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব বারের মত এবারও সেবকগণের পত্র হইতে উদ্ধৃত করিয়া পাঠকবর্গের গোচরার্থ স্থানীয় অবস্থা ও কার্য্যবিবরণ প্রদত্ত হইল।

২রা এপ্রিল।

"পূর্ব্বগ্রামসমূহ পুনরায় পরিদর্শন করিয়া নূতন টিকিট বিলি করা হইয়াছে। তদনুসারে গত কল্য চাউল ও মাড়িয়া এবং শতাধিক লোককে কাপড় বিতরণ করা হইল। *গ্রামসমূহের অবস্থা পূর্ব্বাপেক্ষা ভীষণতর বোধ হইল।* কলেরা, জ্বর, বসন্ত খুব বাড়িয়াছে, অন্নকষ্ট ত আছেই। অনেকে চাকরির সন্ধানে স্ত্রীপুত্রাদি ছাড়িয়া রেঙ্গুন ও আসামে চলিয়া গিয়াছে। কেহ কেহ বা একেবারে নিরুদ্দেশ। নরা নামক গ্রামটি খুব বড় ও উহাতে বহু লোকের বাস ছিল। পূর্ব্বোক্ত কারণে সকলে চলিয়া যাওয়াতে এক্ষণে উহাতে দুইটি মাত্র পরিবার বাস করিতেছে। নওগাঁ গ্রামটি কলেরায় উজাড় হইতে বসিয়াছে। ভয়ে রোগীর সেবা করিতে কেহই আসে না। সলোমনপুর গ্রামে দেখিলাম,

নিমপাতা বাটিয়া অল্প মাত্র খুদের সহিত জাল দিয়া খাইতেছে। কোন কোন স্থানে কেয়াফলের রস খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হইতেছে। বুড়িবর গ্রামে একটি স্বামিপরিত্যক্তা স্ত্রীলোক তাহার একমাসের শিশুসন্তানকে পরিত্যাগ করিয়া পলাইয়াছে।"

৯ই এপ্রেল।

"দুর্ভিক্ষানল ক্রমেই প্রবলতর হইতেছে। দুর্ভিক্ষাক্রান্ত স্থানের পরিসর দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। গভর্ণমেণ্ট রিলিফের কার্য্য কিছু কিছু চলিতেছে বটে, এবং আরও রিলিফের কায খুলিবার প্রস্তাব হইতেছে বটে, কিন্তু তাহাতে ইহাদের দারুণ কষ্টের কিছুমাত্র লাঘব হইবে না। কারণ, বৃদ্ধগণ উক্ত কার্য্যে সম্পূর্ণ অসমর্থ, স্ত্রীলোকগণও ঐ কার্য্য করিতে যাইবে না। বাড়ীতে যদি বালক বা যুবক থাকে, এবং তাহারা যদি সারাদিন হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করিয়া নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ কায অর্থাৎ ২০ ফুট লম্বা, ২০ ফুট চওড়া, ৬ ইঞ্চি গভীর পাথরের ন্যায় শক্ত মাটি খুঁড়িতে পারে, তবে /১০, /১৫ বা ৵৫ হিসাবে পাইবে। যে সংসারে এরূপ কর্ম্মক্ষম লোকের অভাব, তাহাদের কথা লেখা বাহুল্য মাত্র। চাউল ও মাণ্ডিয়া ত দিন দিন মহার্ঘ্য ও দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিতেছে। চাউল এখন টাকায় /৫॥০ সের এবং মাণ্ডিয়া /৮ সের দরে বিক্রয় হইতেছে। ২।৪ দিবসের পর তাহাও পাওয়া যাইবে না। নয় পয়সা দশ পয়সা সাহায্যে একটি পরিবারের কি হইবে? পাটপুর নামক স্থানের অনেকে স্ত্রীপুত্রাদি পরিত্যাগ করিয়া নিরুদ্দেশ হইয়াছে। বড়দণ্ডা নামক স্থানের অধিকাংশ গৃহস্থ সপরিবারে স্থানান্তরে গিয়াছে। গলনাসী নামক গ্রামের একটী পরিবারে দেখিলাম, মেণ্ডী নামক এক প্রকার লতা খাইতেছে। ইহাদের এখনকার প্রধান খাদ্য দনাশাকও ক্রমেই দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিয়াছে। অন্নাভাবের জন্য দুষ্প্রাপ্য ফলমূল খাওয়াতে বালক বালিকাগণ অতিশয় কৃশ হইয়া পড়িয়াছে। তাহাদের হাত পা শুকাইয়া গিয়া পেট অস্বাভাবিক রূপে বাহির হইয়া পড়িয়াছে।"

১৩ই এপ্রেল।

"পারিকুদ হইতে প্রায় ৬ মাইল দূরবর্ত্তী তিতিপ নামক স্থানে একটী নূতন কেন্দ্র খোলা হইয়াছে। এদিক্‌কার অবস্থা ফতেপুর অঞ্চলেরই মত, তবে এদিকে কোন টেষ্ট ওয়ার্ক খোলা হয় নাই বলিয়া এদিক্‌কার দুরবস্থা কিছু বেশী। দুই একটী পরিবারে শুনিলাম, শুধু অন্নাভাবে একজন দুইজন করিয়া

চারিজন অবধি মারা গিয়াছে। এতদ্ব্যতীত অখাদ্য ভোজন জনিত কলেরা ও রক্তামাশয় প্রভৃতি রোগে মৃত্যুসংখ্যা ত যথেষ্ট। দুই দিন পরিদর্শন করিয়া যে কয়েকটী গ্রামে টিকিট বিলি করা হয়, তাহাতেই মাণ্ডিয়া ও নিকৃষ্ট খুদ বিতরণ করা হয়।"

১৬ই এপ্রিল।

"গতকল্য ফতেপুরেও আবার বিতরণ হয়। চাউলাভাবে এবার নিকৃষ্ট খুদ দেওয়া হইল। আগামীবারে চাউল বিতরণের চেষ্টা করা যাইবে। আজ কাল রাত্রিতে শয়ন মুস্কিল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। রুগ্ন, শীর্ণ, কঙ্কালসার ছোট বড় মূর্ত্তিগুলি রাত্রিতেও ক্ষুধার জ্বালায় ঘরের চতুর্দ্দিকে হৃদয়বিদারক ক্রন্দন করিয়া আপনাপন দুঃখকষ্ট জানাইতেছে। ঘরের বাহির হইলেই চতুর্দ্দিকে ঘেরিয়া 'বাবু, আজ ৪ দিন কিছুই খাই নাই,' 'আর পারি না,' 'এবার মরিব' প্রভৃতি কাতর বাক্যে কর্ণ বধির করিয়া দেয়। আজ ৪।৫ দিন হইল, রাত্রি ৮টার সময় হঠাৎ একটী ৭।৮ বৎসরের বালক আসিয়া বলে যে, ২ দিন তাহার আহার জোটে নাই। আমরা তাহাকে রাখিয়া পেট ভরিয়া খাওয়াইয়া শোয়াইয়া রাখিলাম। বালকটী রাত্রে আমাদের অসাক্ষাতে রান্নাঘরে ঢুকিয়া হাঁড়িতে যে ভাত ছিল সব খাইয়া পলায়ন করিল।

এবারকার বিতরণের পর প্রায় ৫০ জন অতিরিক্ত লোককে ৴।০ পোয়া হিসাবে খুদ ও মাণ্ডিয়া দেওয়া হয়। পূর্ব্বে যেরূপ মুষ্টিভিক্ষা দেওয়া যাইত, ইহা সেইরূপ নয়। মুষ্টিভিক্ষা দেওয়ার দরুণ প্রতি সপ্তাহেই অতিরিক্ত লোকের সংখ্যা এত বেশী হইয়া যায় যে, উদ্বৃত্ত চাউল ও মাণ্ডিয়ায় তাহার সঙ্কুলান অসম্ভব হইয়া উঠে। এই জন্য মুষ্টিভিক্ষার প্রথা পূর্ব্ব হইতে উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে। যাহারা ৭।৮ মাইল বা ততোধিক দূরবর্ত্তী স্থানসমূহ হইতে আসিয়াছিল, এবার সেই সব লোকদিগকেই উক্ত সাহায্য দেওয়া হইয়াছে।

এখানে ক্লোরোডাইন ও কুইনাইনের সাহায্যে আমরা ১০।১২টী রোগীকে আরোগ্য করিয়াছি। তন্মধ্যে কলেরারোগী ৪টী, রক্তামাশয় রোগী ২টী এবং জ্বর ও অন্যান্য পীড়াক্রান্ত ৫।৬টী।"

৩০শে এপ্রেল।

"আরও গ্রাম বাড়াইতে হইবে। ২।৩টী গৃহস্থ স্থানীয় দোকানে তাহাদের সরকারী চাঁদার টিকিট খানি পর্য্যন্ত বন্ধক দিয়া দুই এক দিন খাইয়াছে। এখন প্রায় দেড়মাস অতীত হইতে চলিল, কিন্তু এখন পর্য্যন্তও তাহারা ২য়

বার পায় নাই। তিতিপ কেন্দ্রের পারলাগ্রামের নন্দ বিশে যাসি তাহার ৫।৬টী অল্পবয়স্ক শিশুকে লইয়া আমাদের নিকট সাহায্যার্থে আসিয়া এতই দুর্ব্বল হইয়া পড়িল যে, সে দিন তাহার গ্রামে ফিরিয়া যাইতে পারিল না। পর দিবস আমাদের প্রদত্ত চাউল ও মাণ্ডিয়া অপক্কাবস্থায়ই সকলে চিবাইতে চিবাইতে অতিকষ্টে গ্রামাভিমুখে অগ্রসর হইল।"

৮ই মে।

"এখানকার প্রায় সমুদয় লোকই কৃষিজীবী। অতি অল্পসংখ্যক লোকই কৃষি ভিন্ন অন্য উপায়ে জীবিকা নির্ব্বাহ করে। বৃষ্টির উপরই ফসল সম্পূর্ণ রূপে নির্ভর করে। এ বৎসর অনাবৃষ্টির দরুন ফসল মোটেই জন্মায় নাই। ইহার পূর্ব্বে দুই বৎসরও মাত্র আট আনা রকম ফসল জন্মিয়াছিল। জ্যৈষ্ঠ মাস হইতে এ অঞ্চলে বর্ষা আরম্ভ। যদি সে সময় বৃষ্টি হয়, তাহা হইলে এক আনা লোকের কষ্ট দূর হইবে। কারণ, তখন শাকপাতা অল্পাদিক পরিমাণে পাওয়া যাইবে এবং মৎস্য অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়ার দরুণ লুনিয়া এবং কল্লাদের (জেলেদের) অন্নকষ্ট দূর হইয়া যাইবে। এই সময় অর্থাৎ বর্ষাকালে মান্দুদ অঞ্চলে তিন প্রকার যথা সুঁয়া, মাণ্ডিয়া ও ধান্য এবং পারিবুদ অঞ্চলে শুধু ধান্য বপন করা হয়। আষাঢ় মাসে সুঁয়া ও মাণ্ডিয়া বপন হয়; ভাদ্র মাসে সুঁয়া এবং আশ্বিন মাসে মাণ্ডিয়া কাটা হয়। এই দুইটী ফসল অতি অল্প লোকেই চাষ করিয়া থাকে। ধান্য আষাঢ় মাসে বপন করা হয় এবং কার্ত্তিকের শেষে কাটিতে আরম্ভ করা হয়। আষাঢ়ের পর শ্রাবণ হইতে পুনরায় চারি আনা লোকের কষ্ট দূর হইবে। কারণ, যাহারা ঐ রূপ চাষ করে, স্থানীয় মহাজনগণ তাহাদের জমি দেখিয়া ভাবী ফসলের আশায় ২।৪ টাকা কর্জ্জ দিয়া থাকে। অন্যান্য লোকও বোঝা প্রভৃতি কার্য্যে নিযুক্ত হওয়ায় তাহাদের কষ্টের কিঞ্চিৎ লাঘব হয়। গভর্ণমেণ্টও এখন হইতেই তাগাবি অর্থাৎ অগ্রিম কিছু কিছু কর্জ্জ দিবার বন্দোবস্ত করিতেছেন। কিন্তু উহা অতি সামান্য। যদি প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি হয় তবেই এই বালুকাময় জমিতে আগামী বৎসর ধান্য হইতে পারে, কিন্তু চিল্কার লোনা জল প্রবেশ করিলে শস্য সমুদয়ই নষ্ট হইয়া যাইবে। আজ বৈশাখের পঁচিশ দিন হইল, এ পর্য্যন্ত এক ফোঁটা বৃষ্টি হয় নাই।

দিন দিনই চাউল ও মাণ্ডিয়ার বাজার দর বৃদ্ধি হওয়ায় যে সকল লোক টেষ্টওয়ার্কে কায করিয়া নিজের ভিন্ন পরিবারের দ্বিতীয় ব্যক্তির ভরণ পোষণে

অসমর্থ, তাহাদের সকলকে সাহায্য করা আমাদের এই আয়ের মধ্যে অসম্ভব বলিয়া তাহাদিগকে বাজার দর অপেক্ষা কমদরে চাউল ও মাণ্ডিয়া বিক্রয়ের চেষ্টা করিতেছি। এ অঞ্চলের হাড়ি ও বাউরি জাতীয় স্ত্রীলোকগণ ভিন্ন অপর স্ত্রীলোক নিজেদের গৃহস্থালী ব্যতীত অপর কোন কায করে না। তাহাদিগকে আমরা বেশী পয়সা, নূতন কাপড় প্রভৃতি দিয়াও বহুচেষ্টা করিয়াও কোন কার্য্য করাইতে পারি নাই।"

পূর্ব্বপ্রেরিত সেবকগণ স্থানীয় অতিরিক্ত অস্বাস্থ্যতার দরুণ ক্রমাগত ম্যালেরিয়া রোগাক্রান্ত হইয়া অতিশয় দুর্ব্বল হইয়া পড়ায় তাঁহাদের সাহায্যার্থ আর দুইজন সেবককে পাঠান হয়। তাঁহাদের মধ্যে একজনের পত্রের কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল :—

২৯শে এপ্রেল।

"গতকল্য উড়িষ্যাদেশের শেষসীমায় অবস্থীত নন্দরা, কোদাকুল ও পাইকারাপুর নামক তিনটী গ্রাম পরিদর্শন করিতে গিয়াছিলাম। নন্দরা গ্রামে যাইয়া তথাকার আবালবৃদ্ধবনিতার কঙ্কাল বিশিষ্ট শরীর দেখিয়া স্তম্ভিত হইলাম। অধিকাংশ ঘরে দনা ও মেথি শাক, কদাচ দুই এক ঘরে মাণ্ডিয়ার জাউ দৃষ্ট হইল। কাহারও ঘরে তামা পিতলের কোনও পাত্র দেখিতে পাইলাম না, সব ঘরেই মাটির বাসন। কাহারও ঘরে কাপড় দেখিলাম না। প্রায় সকলেই ছিন্ন তিন হাতি গামছা পরিয়া লজ্জা নিবারণ করিতেছে। অনেকের বস্ত্র এত ছিন্ন যে, তাহারা লজ্জা নিবারণের জন্য দৌড়িয়া আড়ালে পলায়ন করিল। একটী ১৯।২০ বৎসরের যুবককে জীর্ণ শীর্ণ অবস্থায় মৃত শয্যায় শায়িত দেখিলাম। কোদাকুল গ্রামে পৌঁছিয়া দেখিলাম, গ্রামখানি ছোট, গ্রামবাসী সকলেই জেলে। খড়ের ঘর, কাহারও ঘরে ছাউনি নাই। ২২টার সময় পাইকারাপুরে পৌঁছিয়া প্রথমতঃ জনপ্রাণীর সাড়াশব্দ পাইলাম না। তার পর আমাদের আগমনবার্ত্তা জানিতে পারিয়া সকলেই নিজেদের দুঃখকাহিনী বলিতে লাগিল। বালক বালিকার কঙ্কালসার শরীর দেখিলে অতি নিষ্ঠুরেরও হৃদয় বিদীর্ণ হয়। কাহারও বস্ত্র নাই, সকলেরই খড়ের ঘর, কাহারও ঘরে ছাউনি নাই, অনেকের ঘর ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। এখানকার ৪।৫টী পরিবারের লোক নিরুদ্দেশ, কেহ বা রেঙ্গুনে গিয়াছে শুনিলাম।"

বিতরণের রিপোর্ট।

২৪শে মার্চ্চ।

১৬ই মার্চ্চের মত।

১লা এপ্রেল।

গ্রাম	পরিবার	লোকসংখ্যা	সাহায্যপরিমাণ।
১৬ই মার্চ্চের ২৭টী গ্রাম	২৭৩	৫২৭	২৬৴০ মণ।
বীরপদ্রা	১০	১৬	৴৮২ সের।
মুণ্ডাবড়	৩	৩	৴৬ ,,
গোপালপুর	৩	৮	৴।৬ ,,
৩০	২৮৯	৫৪২	২৭৴৪ ,,

মন্তব্য—১৬ই মার্চের রিপোর্টের সহিত তুলনা করিলে বুঝা যাইবে যে, নূতনভাবে গ্রাম পরিদর্শনের ফলে গ্রাম বাড়ান হইয়াছে, কিন্তু সাহায্যপ্রাপ্ত লোকসংখ্যা যথাসাধ্য কম করা হইয়াছে। ইহার উদ্দেশ্য এই যে, অল্প টাকার ভিতর যাহাতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অভাবগ্রস্ত লোক সাহায্য পায়।

৮ই এপ্রেল।

গ্রাম	পরিবার	লোকসংখ্যা	সাহায্যপরিমাণ।
১লা এপ্রেলের ৩০টী গ্রাম	২৮৯	৫৪২	২৭৴৪ সের।
স্যাণ্ডি	১১	২৩	১৴৬ ,,
ওড়া	৯	২০	১৴০ ,,
পাট্টপুর	৫	৯	।৮ ,,
বালনসি	১	৩	৴৬ ,,
বড়দণ্ডা	৩	১১	৴॥২ ,,
সার	৩	৭	৴।৪ ,,
কস্তুরী	৬	১১	৴॥২ ,,
কানাইপুর	৩	৬	৴।২ ,,
গিলনসী	৮	২৩	১৴৬ ,,
৩৯	৩৩৮	৬৫৫	৩১৸০

তিতিপকেন্দ্র—১১ই এপ্রেল।

গ্রাম	পরিবার	লোকসংখ্যা	সাহায্য পরিমাণ। (নিকৃষ্ট খুদ ও মাণ্ডিয়া)
তিতিপ	১৫	৩১	১৷৷২ সের।
বড়িয়া	৫	৯	৴।৮ „
ফুলবাবি	৩	৬	৴।২ „
গোমাণ্ডিয়া	৩	৪	৴৮ „
নষার্গাঁ	৪	১৩	৴৷৷৬ „
দেবলপাড়া	৩	৫	৴।০ „
৬	৩৩	৬৮	৩।৬

ফতেপুর কেন্দ্র—১৫ই এপ্রেল।

৮ই এপ্রেলের মত—কেবল চাউলের পরিবর্ত্তে নিকৃষ্ট খুদ।

ঐ—২২শে এপ্রেল।

পূর্ব্ববৎ—চাউল ও মাণ্ডিয়া।

তিতিপকেন্দ্র—১৮ই এপ্রেল।

গ্রাম	পরিবার	লোক সংখ্যা	সাহায্য পরিমাণ। (খুদ ও মাণ্ডিয়া)
১১ই এপ্রিলের ৬টী	৩৩	৬৮	৩।৬ সের।
ওলণ্ডা	৮	১৬	৴৸২ „
যমুনা	৬	১২	৴৷৷৪ „
টুবকা	৫	৯	৴।৮ „
সিপিয়া	১২	২২	১৴৪ „
মরদরাজপুর	৫	৮	৴।৬ „
মারুয়া	৫	১০	৴৷৷০ „
জলন্ধরপুর	৩	৩	৴৬ „
উঠানিকুদা	৪	১০	৴৷৷০ „
আভরঘাটা	৬	৭	৴।৪ „
পাটনাসি	১	১	।২ „
ঝাড়ুকাটা	৭	৮	৴।৬ „

৫

রসি	১	১	৵২ সের।
জেনাপুর	২	৪	৵৮ „
গোলপুর	২	৪	৵৮ „
২০	১০০	১৮৩	৯৵৬ „

ফতেপুর কেন্দ্র—২৯শে এপ্রেল।

২২শে এপ্রেলের মত।

তিতিপ কেন্দ্র—২৫শে এপ্রেল।

১৮ই এপ্রেলের মত।

ফতেপুর কেন্দ্র—৬ই মে।

গ্রাম	পরিবার	লোক সংখ্যা	সাহায্য পরিমাণ।
পূর্ব্বের ৩৯টী	৩৪৩	৪৮৪	২৪৵৮ সের।
নন্দড়া	১১	২৩	১।৬ „
কাদাকুল	৪	৮	৵।৬ „
পাইকারাপুর	৬	১০	৵॥০ „
ব্রাহ্মণচু	৯	১৭	৵৸৪ „
রামলঙ্কা	৬	১১	৵॥২ „
সান্দ্রাপুর	৬	১০	৵॥০ „
কুমারপুর	৮	১৩	৵॥৬ „
৪৬	৩৮৩	৫৭৬	২৮৵৸২ „

তিতিপ কেন্দ্র—২রা মে।

২৫শে এপ্রেলের মত।

ঐ—৯ই মে।

গ্রাম	পরিবার	লোক সংখ্যা	সাহায্য পরিমাণ।
পূর্ব্বের গ্রাম ২০	১১০	১৯৮	৯৵৸৬ সের।
কালদা	৫	৮	৵।৬ „
কমলা সিদ্ধি	৩	৬	৵।২ „
বীরপত্র	১	১	৵২ „
কুমকাক	৭	১১	৵॥২ „

সান্নাপুর	৫	৯	৴৷৮	„
উবলাস পাঠারি	২	৩	৴৬	„
রইতি গোমণ্ডিষা	২	৩	৴৬	„
চনহিনা	১০	২০	১৴০	„
যোনিকুদা	৭	৯	৴৷৮	„
পবলা	৪	৮	৴৷৩	সের।
ভবানীপুর	২	২	৴৪	„
গুরুবাই	৯	১১	৴৸২	„
নয়াপাড়া	৮	১২	৴৸২	„
ওলাকুদা	৪	৭	৴৷৪	„
কুরুপাড়া	২	৪	৴৮	„
৩৫	১৮১	৩১১	১৫৴৸২	

যে সকল পাঠক ধৈর্য্যসহকারে আমাদের এই রিপোর্ট পাঠ করিবেন, তাঁহারাই বুঝিবেন, সমগ্র পবিত্র দ্বীপটীর মধ্যে সাপ্তাহিক ২৫০৲ টাকার মধ্যে যতটা পরিমাণ সাহায্য করিতে পারা যায়, করা যাইতেছে। ২৫০৲ টাকায় কুলাইতেছে না বলিয়া বিগত ১৮ই মে হইতে ৩০০৲ টাকা করিয়া পাঠান যাইতেছে। দুটী স্থানে কেন্দ্র হইয়াছে, তাহাতে ৫ জন সেবক কার্য্য করিতেছেন। এখনও প্রায় ৫ মাস এই কার্য্য চালাইতে হইবে। কিন্তু হস্তে যে টাকা আছে, তাহাতে এক মাসের কিছু অধিক মাত্র চলিবে। অতএব আমরা সাধারণের নিকট আরও অর্থ-সাহায্য প্রার্থনা করিতেছি।

সাহায্য পাঠাইবার ঠিকানা—

স্বামী ব্রহ্মানন্দ, প্রেসিডেণ্ট, মঠ, বেলুড় পোঃ (হাওড়া।)

বা কার্য্যাধ্যক্ষ, উদ্বোধন, ১৭নং বোসপাড়া লেন, বাগবাজার পোঃ, কলিকাতা।

রামকৃষ্ণ মিশন দুর্ভিক্ষফণ্ডে প্রাপ্তি স্বীকার।

(২০শে চৈত্র ১৩১৪ হইতে ১৯শে বৈশাখ ১৩১৫ পর্য্যন্ত)।

বৈশাখের উদ্বোধনে স্বীকৃত	২২৩৫।/১০॥
মাঃ ডাঃ কাঙ্কিলাল	৪৲
এন্, সি, মুখো, প্রতাপগড়	৫৲
কয়েকটী ছাত্র, রেঙ্গুন	১০৲
উইল উর্চ্চভস্কি, অষ্ট্রিয়া	২॥০
শ্রীউপেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলি, মতিহারী	২৲
বি, বসু, দেওঘর	১০৲
শ্রীকুলদাচরণ বিশ্বাস, কলিকাতা	১৲
শ্রীমতী নির্ম্মলিনী বসু, বারাকপুর	২৲
মাঃ শ্রীরাসবিহারী বসু, দেরাদুন	১॥০
বেদান্ত সমিতি, সানফ্রান্সিস্কো	৩৶০
বেদান্ত সমিতি, নিউইয়র্ক,	৭৲॥৶০
শ্রীজ্যোৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বালি	২৲
জনৈক বন্ধু, কাঁথি, (সংগৃহীত)	৪০৲
শ্রীঅপূর্ব্ব কৃষ্ণ দত্ত, আলিপুর	২৫৲
কে, পি, শঙ্কর মেনন ত্রিবাঙ্কুর	১০৲
শ্রীচিন্তাহরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বরিশাল	৫৲
এস্, এল্, শী, কলিকাতা	৯৲
শ্রীযদুপতি চট্টোপাধ্যায়, শিলিগুড়ি	২০৲
মাঃ শ্রীযতীন্দ্র কিশোর সেন গুপ্ত, উত্তরপাড়া	৬৲
মাঃ শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ দত্ত, আলিপুর	২৫৲
টি, বেঙ্কট রাও, কোকনদ	৩৲
মিস্, কে, রোগরি, কলিকাতা	৫০৲
শ্রীক্ষিতীশ্বর মিত্র ৺ রায় ঈশ্বর চন্দ্র মিত্র বাহাদুরের ফণ্ডের ম্যানেজার	৫০৲
শ্রীযদুনাথ সেন গুপ্ত, গয়া	২৲
ডাঃ. সতীশচন্দ্র বসু, পোর্টব্লেয়ার	১৴০
শ্রীমুকুন্দলাল পাল, কলিকাতা	১৲
শ্রীমতী চপলাসুন্দরী দেবী, বরিশাল	১৲
শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মিত্র, কলিকাতা	৪৲
সম্পাদক, স্বদেশী সমিতি, বাজিৎপুর, (ফরিদপুর)	৫৲
শ্রীবেচারাম লাহা, কৃষ্ণনগর	২৲
শ্রীঅম্বিকা চরণ সরকার, যশোহর	১০৲
অজ্ঞাত	।০
টি, সি, হল, ইছাপুর	১০৲
শ্রীদক্ষচরণ দাস, কলিকাতা	১০৲
রামকৃষ্ণ সেবক সমিতি, রেঙ্গুন	৩০৲
জে, পি গাঙ্গুলি, ঢাকা	৪৲
রায় কালিকা দাস দত্ত বাহাদুর, কুচবিহার	১০৲
সেক্রেটারী, কুচবিহার ফেমিন ফণ্ড	৪০৲
মিরাট রামকৃষ্ণ মিশন	৩৫৲
শ্রীরাজেন্দ্রনাথ শেঠ, কলিকাতা	৪৲
শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ ঘোষ, বাঁকুড়া	২৲
শ্রীপ্যারীমোহন সরকার, ভাগলপুর	২৲

মাঃ শ্রীকুমুদকান্ত সেন, নোয়াখালি	৩০৲
শ্রীশশিশেখর রায়, পুরী	২৲
সত্যানন্দ	১৲
শ্রীনগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, ভবানীপুর	১৲
কোয়ালপাড়া সদ্ভাব সমিতি	১০৲
শ্রীমতী চাঁচরকেশী দাসী, কলিকাতা	১০০৲
শ্রীঅটলবিহারী দাস, মিঠাপুর	৩৲
বন্দেমাতরম্ সমিতি, রংপুর	২৲
শ্রীসুশীলচন্দ্র মিত্র, আরা,	২৲
শ্রীঅজিতশরণ বসু, বর্দ্ধমান,	২।০
শ্রীজিতেন্দ্র নাথ দাসগুপ্ত, আসাম	৪৲
শ্রীনন্দকিশোর মুখোপাধ্যায়, হাওড়া	১।০
শ্রীবেণীমাধব মুখোপাধ্যায়, রংপুর	১৲
শ্রীঅমরচাঁদ মিত্র, ঢাকা,	৪৲
শ্রীহেমচন্দ্র দত্ত, জলপাইগুড়ি	৮॥০
মিরাট রামকৃষ্ণ মিশন	২০৲
শ্রীবেণীমাধব মুখোপাধ্যায়, গোয়ালিয়র	৫০৲
বি, কে, পরাঞ্জপে, মান্দ্রাজ	১৲
বি, বি, রাণাডে, মান্দ্রাজ	॥০
শ্রীশরচ্চন্দ্র সেন, কলিকাতা	৫৲
শ্রীরামহরি দাস, কলিকাতা	২৲
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ নন্দন	॥০
শ্রীব্রজনাথ দত্ত	৪৲
মেসার্স গ্রেগরী এণ্ড জোন্স	৬৲
চট্টগ্রাম মিউনিসিপাল স্কুলের ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্রগণ	২৲
জনৈক বন্ধু	॥০
জনৈক বন্ধু	৷৷০
জনৈক সহধর্ম্মী	১০৲
সেক্রেটারী, সুর্ম্মাভেলি সভা	২৫৲
জে, ভট্টাচার্য্য, কলিকাতা	১৲
শ্রীরঙ্গলাল বসাক, কলিকাতা	১০০৲
মাঃ এন্, সি, ঘোষ, বালী	১০৲
পি, এন্, দাস গুপ্ত, জলপাইগুড়ি	১০৲
শ্রীরাধাচরণ ভট্টাচার্য্য, দিনাজপুর	১৫৲
শ্রীদীনবন্ধু পৈত, ঢাকা,	৫৲
শ্রীকালীপ্রসাদ সেন, মাদারীপুর	১৲
কে, বি, মহন্বা, বোম্বাই	৯০৲
শ্রীঅশ্বিনীকুমার রায়, বগুড়া	২৲
জে, এম্ ট্রেনিং স্কুল, জয়নগর	।৶০
নারায়ণ আয়েঙ্গার, মান্দ্রাজ	১০৲
শ্রীপ্রমথনাথ দাস গুপ্ত, জলপাইগুড়ি	৪০৲
বিনায়ক বিষ্ণু বাপৎ, গুয়ারদা	৫৲
শ্রীসুখলাল মিত্র, আসাম,	২।০
রামচন্দ্র ব্রাদার্স, মিরাট	৩০৲
গৌরীপুর (আসাম) হইতে সংগৃহীত	৯০৲
কয়েকজন অন্নতুষ্ট মতাবলম্বী, বোম্বাই	১৪৲
শ্রীজগন্নাথ ধরে, মেদিনীপুর	৫৲
এস, এন্, মিত্র কলিকাতা,	১৸৶০
সেক্রেটারি, ইউ, বি, হোম, রায়পুর (আমেদাবাদ)	৯৲
কে, পদ্মনাভম্ (ত্রিবাঙ্কুর)	৫৲
মাঃ শ্রীঅক্ষয় কুমার ঘোষ (আসাম)	১০৲

শ্রীমতী মাখনবালা সরকার, মেদিনীপুর	৫৲	বি, বসু, দেওঘর	৫৲
শ্রীরাজমোহন সেন, ময়মনসিং	১০৲	শ্রীভূপতি লাল গুহ, ঢাকা	১৸৵০
এন্টিপার্টিশান প্রসেসন পার্টি	৫০৲	কে, সি, ঘোষ, কলিকাতা	১০০৲
ত্রিপুরা হিতসাধিনী সভা	৪০৲	সর্ব্বশুদ্ধ মোট	৩৭৩৫৸৵১০২

এতদ্ব্যতীত মেসার্স বটকৃষ্ণ পাল সেবকগণের ব্যবহারের জন্য ৬ বোতল এডওয়ার্ডস টনিক দিয়াছেন এবং দুর্ভিক্ষপীড়িতগণের জন্য শ্রীযুক্ত মতিলাল বসু ও শিবাজী সমিতির নিকট হইতে কতকগুলি পুরাতন বস্ত্র এবং কয়েকটী বস্ত্র ও শিবাজী সমিতি হইতে একমণ ৩৯ সের চাল পাওয়া গিয়াছে।

সংবাদ ও মন্তব্য।

স্বামী অভেদানন্দের ইংলণ্ড গমনের ফলে তথায় একটী বেদান্ত সমিতি স্থাপিত হইয়াছে। প্রতি বুধবার ভগবদ্গীতা ও বৃহস্পতিবার যোগ সম্বন্ধে বক্তৃতা হইতেছে। একটী আরম্ভ বক্তৃতার সংক্ষিপ্ত আভাস দেওয়া হইল. এচ, ডি, হার্কেন মহাশয় সভাপতি হন। তিনি বলিলেন, যখন গ্রীক ও রোমক দর্শন অতি যত্নের সহিত পাশ্চাত্য দেশে অধীত হইয়া থাকে, তখন প্রাচীন ভারতের দর্শনসমূহ যে কেন সেইরূপ আগ্রহের সহিত অধীত হয় না, তাহার কারণ কিছু বুঝা যায় না।

অভেদানন্দ স্বামী অনেক ক্ষণ ধরিয়া বুঝাইলেন যে, ভারত সভ্যতা ও দর্শনের জনীস্বরূপা আর ভারতে শত সহস্র বর্ষ পূর্ব্বে যে দর্শনশাস্ত্র প্রচারিত হইয়াছে, গ্রীক ও রোমক দর্শন প্রায় তদ্রূপ। তিনি আরও বলিলেন, যীশু খ্রীষ্টেরও উপদেশ প্রাচীন হিন্দু দর্শনের উপদেশের সদৃশ। তিনি বলিলেন, খ্রীষ্টের জন্মগ্রহণের দেড় হাজার বর্ষ পূর্ব্বে ভারত অতি সুসভ্য ছিল। উহা 'বেদান্ত' নামে সর্ব্বোচ্চ সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম ও নীতিবিজ্ঞান সমগ্র জগৎকে উপহার প্রদান করিয়াছে। তিনি আরও বলিলেন, অনেক সহস্র বর্ষ পূর্ব্ব হইতেই ডারুইনের পরিণামবাদ (Evolution theory) ভারতে পরিজ্ঞাত ছিল আর হার্ব্বার্ট স্পেন্সার যে সকল শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন, প্রাচীন শাস্ত্রগ্রন্থে তাহারও কতক কতক আভাস পাওয়া যায়। তিনি বলিলেন, পাপ আর কিছুই নহে—স্বার্থপরতামাত্র। সকল ধর্ম্ম ও দর্শনের লক্ষ্য—মানুষকে

নিঃস্বার্থ হইতে শিক্ষা দেওয়া—নিঃস্বার্থ ও ধার্ম্মিক একই কথা। ইহার পর তিনি কয়েকটী প্রাচীন দর্শনের মত বিবৃত করিলেন।

তাঁহাকে শ্রোতৃমণ্ডলের মধ্যে একজন প্রশ্ন করিলেন, "ভারত কখন এমার্সন-তুল্য ব্যক্তি প্রসব করিয়াছেন কি না?" তিনি উত্তর করিলেন, "আমেরিকা কেবল একজন এমার্সন প্রসব করিয়াছেন, ভারতে কিন্তু পাঁচ মাইল অন্তর এক একজন এমার্সন আছে।"

আশা করি, লণ্ডনে বেদান্তের ভিত্তি দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত হইবে।

স্বামী পরমানন্দ বিগত জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারি মাসে নিউইয়র্ক বেদান্ত সমিতিতে নিম্নলিখিত রবিবাসরীয় বক্তৃতাগুলি দিয়াছেন,—আত্মত্যাগ, পবিত্রতার শক্তি, ত্যাগে মুক্তি, কর্ত্তব্য ও সেবা, যোগ ও একাগ্রতা, ঈশ্বর দর্শন, আধ্যাত্মিক জীবন, সাধু কাহাকে বলে? এতদ্ব্যতীত প্রতি মঙ্গল ও বৃহস্পতিবার অপরাহ্নে গীতা ও যোগশাস্ত্র সম্বন্ধে ক্লাস হইয়া থাকে।

স্বামী ত্রিগুণাতীত ও স্বামী প্রকাশানন্দ সানফ্রান্সিসকো বেদান্ত সমিতিতে বিগত জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারি ও মার্চ্চ মাসে নিম্নলিখিত রবিবাসরীয় বক্তৃতাগুলি দিয়াছেন।—ধর্ম্মই সভ্যতার মূলভিত্তি, খ্রীষ্ট কি কোন নূতন ধর্ম্ম শিক্ষা দিয়াছিলেন? বেদান্ত কি দৃষ্টিতে সকল ধর্ম্মকে দেখেন, ধর্ম্মের সারভাগসমূহ, মানব—জগতে উঁহার স্থান, জীবনরহস্য, অতীন্দ্রিয় রাজ্যের আভাস, আধ্যাত্মিক জীবনের প্রকৃত লক্ষ্য, অবতার, শ্রীরামকৃষ্ণ—সকল অবতারের পূর্ণ পরিণতি, ঐশ্বরিক ভাবাবেশ, পূর্ণতা কি? ব্রহ্মজ্ঞান লাভের উপায়সমূহ।

বিগত ২১মে মার্চ্চ নং ১৩৬, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট ইউনিয়ন চ্যাপেল হলে বহুবাজার রামকৃষ্ণ সমিতি অনাথ ভাণ্ডারের তৃতীয় বার্ষিক সাধারণ অধিবেশন হয়। মাননীয় জষ্টিস সারদা চরণ মিত্র সভাপতি হইয়াছিলেন। অনেক গণ্য মান্য লোক সমবেত হন। শ্রোতৃবৃন্দের সংখ্যা ৩ শতের অধিক হইয়াছিল।

১৯০৭ সালের যে বার্ষিক রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে ইহার ক্রমশঃই উন্নতি হইতেছে এবং স্থানীয় নিঃস্বার্থ যুবকগণ পূর্ব্বের ন্যায়ই ইহার জন্য প্রাণপণে খাটিতেছেন দেখিয়া বিশেষ সুখী হইলাম। ভাণ্ডারের উদ্দেশ্য অতি মহৎ। উহার অধীনে যে অনাথ আশ্রমটী আছে, তাহাতে ১২টী অনাথ

বালক রীতিমত স্কুল শিক্ষা ও শিল্প শিক্ষার সঙ্গে ধর্ম্ম ও নীতিশিক্ষা পাইতেছে। এতদ্ব্যতীত অনেক অনাথা বিধবাও ইহা হইতে মাসিক সাহায্য পাইতেছেন। দেশের অবস্থা দিন দিন যেরূপ হইতেছে দেখিতেছি, তাহাতে ইহার কার্য্যক্ষেত্র বিস্তৃত হওয়া ত চাইই, এতদ্ব্যতীত ইহার আদর্শে প্রতি জেলায় জেলায় এক একটী ভাণ্ডার প্রতিষ্ঠিত হওয়া অত্যাবশ্যক বলিয়া মনে হয়। ১২ নং, সারপেণ্টাইন লেন, কলিকাতা, ভাণ্ডারের আফিসের ঠিকানা।

বারাণসী রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের ১৯০৬।৭ সালের রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার বিষয় উদ্বোধন পাঠকবর্গ সবিশেষ অবগত আছেন বলিয়া আর ইহার বিষয় বিশেষ লেখা গেল না। সম্প্রতি ইহার কার্য্যক্ষেত্র অতিশয় বর্দ্ধিত হওয়ায় একটী বাটীর বিশেষ প্রয়োজন হইয়া উঠিয়াছে। কিছুদিন হইল, রামকৃষ্ণ মিশনের প্রেসিডেণ্ট লাক্সা নামক স্থানে ক্রীত জমিতে উহার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করিয়াছেন। যাহা কিছু হস্তে আছে, তাহা লইয়াই শীঘ্র গৃহনির্ম্মাণ কার্য্য আরম্ভ হইবে। আমরা জানি, অনেকেই ইহার গৃহনির্ম্মাণ আরম্ভ হইলেই ইহার জন্য সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছেন। এইবার তাঁহাদের অবসর আসিয়াছে। রামকৃষ্ণ হোম অফ্ সারভিস, রামাপুরা, বেনারস সিটি ঠিকানায় সাহায্য প্রেরিতব্য।

স্বামী নির্ম্মলানন্দ বিগত ৭ই বৈশাখ চাংড়িপোতা হরিসভায় যাইয়া ধর্ম্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। উহা অতিশয় হৃদয়গ্রাহিণী হইয়াছিল। প্রায় ৩।৪ শত শ্রোতা উপস্থিত ছিলেন।

স্বামী সারদানন্দ বরাহনগর বালিকা বিদ্যালয়ের পুরস্কার বিতরণ সভায় আহূত হইয়া তথায় গমন করেন। তাঁহার সময়োপযোগী বক্তৃতায় সকলেই সুখী হইয়াছিলেন।

বিগত ৭ই বৈশাখ ইটালি রামকৃষ্ণ মিশনে বার্ষিক শ্রীরামকৃষ্ণোৎসব হইয়া গিয়াছে। তদুপলক্ষে অনেক ভক্ত সমাবেশ, পূজা, ভোগরাগাদি, শ্রীশ্রীত সঙ্কীর্ত্তনাদি এবং দরিদ্র 'দেবদেবী' গণের সেবা হয়।

বৃন্দাবন রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের প্রথম বার্ষিক রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। এটী এক্ষণে শৈশবাবস্থায়। সহৃদয় জনসাধারণ তাঁহাদের সাহায্যের দ্বারা ইহাকে পুষ্টাবয়ব করিতে পারিলে কালে ইহা একটী প্রয়োজনীয় ও লোকহিতকর আশ্রম হইয়া দাঁড়াইবে। বিশেষতঃ বৈষ্ণব মাত্রেরই এই সেবাশ্রমে বিশেষ সাহায্য করা কর্ত্তব্য। সাহায্য পাঠাইবার ঠিকানা—শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর চন্দ্র, কালা বাবুর কুঞ্জ, বংশীবট, মথুরা পোঃ, বৃন্দাবন।

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

স্বামী বিবেকানন্দের স্বদেশ প্রীতি। বিবেকানন্দ সমিতি কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত। মূল্য ৵০ আনা। ৯১।২ মেছুয়া বাজার ষ্ট্রীট, নববিভাকর প্রেস, কলিকাতায় প্রাপ্তব্য।

এই উৎকৃষ্ট প্রবন্ধটী কলিকাতা বিবেকানন্দ সমিতিতে পঠিত ও পরে উদ্বোধনে প্রকাশিত হয়। এক্ষণে উক্ত সমিতি কর্ত্তৃক ক্ষুদ্র পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হইয়া প্রচারিত হইতেছে। পুস্তিকাখানি খুব সময়োপযোগী, সন্দেহ নাই।

অশ্রু। শ্রীভোলানাথ মজুমদার প্রণীত। ২০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, শ্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের দোকানে প্রাপ্তব্য। মূল্য ॥০ আনা।

ভাবতগাথা। উক্ত গ্রন্থকার প্রণীত। মূল্য ৵০ আনা।

প্রথম খানি আধ্যাত্মিক ও দ্বিতীয়টী স্বদেশপ্রীতি বিষয়ক উৎকৃষ্ট কবিতা-সমূহের সমষ্টি।

হোমশিখা। শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত প্রণীত। শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পুস্তকাগারে প্রাপ্তব্য।

এখানি অতি উচ্চাঙ্গের কাব্য। আমরা আদ্যোপান্ত আনন্দের সহিত ইহা পাঠ করিয়াছি। ইচ্ছা হয়, প্রতি ছত্র উদ্ধৃত করি। স্থানাভাবে এই লোভ সম্বরণ করিতে হইল। আমরা পাঠকগণকে এই কাব্যখানি ক্রয় করিয়া পাঠ করিতে অনুরোধ করি। প্রার্থনা করি, ইঁহার লেখনী দিন দিন আরও তেজস্বিনী হউক।

নূতন গ্রন্থ।—THE UNIVERSE AND MAN.

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ প্রণীত। ১৬৪ পৃষ্ঠা। উদ্বোধন আফিসে প্রাপ্তব্য। মূল্য ১৲ টাকা ⁄০ আনা। ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে স্বামী বিবেকানন্দ প্রথমে মান্দ্রাজে ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের বাণী প্রচার করেন। মান্দ্রাজের লোক স্বামীজির কথায় এরূপ মুগ্ধ ও উৎসাহিত হন যে, তাঁহাকে তাঁহারা চিকাগো ধর্ম্মমহাসভায় প্রেরণ করেন। সেই সময়ে স্বামীজির দৃঢ় বিশ্বাস হয় যে, মান্দ্রাজ রামকৃষ্ণ মিশনের একটী প্রধান কেন্দ্র হইবে।

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের উপর এই ভার অর্পিত হয় এবং তিনি ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দ হইতে এখানে বাস করিয়া নিয়মিতভাবে বক্তৃতা ও ক্লাস করিতে আরম্ভ করেন। এই সকল বক্তৃতার অধিকাংশই পরে ব্রহ্মবাদিন্ পত্রে মুদ্রিত হয় এবং Pastoral Sri Krishna ও Sri Krishna the King-maker নামক পৃথক্ পুস্তিকাকারে মুদ্রিত হয়। মান্দ্রাজসহর ব্যতীত তিনি মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সির অন্যান্য অনেক স্থলেও মধ্যে মধ্যে বক্তৃতা করিয়া বেড়ান। এই সকল বক্তৃতার ফলে অনেক নূতন নূতন সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এইগুলি সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে রামকৃষ্ণ মিশনের সহিত সংশ্লিষ্ট।

১৯০৭ সালের নবেম্বর মাসে স্বামীজির স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ ময়লাপুরে যে নূতন মঠ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহাতেই স্বামী প্রথমে এই পুস্তকে সন্নিবদ্ধ বক্তৃতাগুলি প্রদান করেন। বক্তৃতাগুলির নাম এই,—(১) The Message of Sri Ramakrishna (শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশ) (২) The Universe (জগৎ), (৩) Space and Time (দেশকাল), (৪) The Self-Imposed Struggle (স্বেচ্ছারোপিত দ্বন্দ্ব), (৫) বেদান্ত, (৬) ভক্তি। বক্তৃতাগুলিতে বেদান্তের জটিল তত্ত্ব সমূহ বুঝাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে, অথচ পুস্তকখানির ভাষা অতীব প্রাঞ্জল, বুঝাইবার প্রণালীও অতি মনোরম। ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণ জগৎ ও মানবের তত্ত্বসম্বন্ধে যে সকল অপূর্ব্ব সমাধান করিয়া গিয়াছেন, গ্রন্থে বেদান্তের তত্ত্ব দিয়া তাহাই বুঝাইবার প্রয়াস এবং আমাদের ধারণা, গ্রন্থকার এই চেষ্টায় কৃতকার্য্য হইয়াছেন।

পুস্তকখানির ছাপা কাগজ প্রভৃতি খুব উৎকৃষ্ট। তবে আমাদের মতে গ্রন্থখানিতে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের এবং স্বামী বিবেকানন্দের চিত্রদ্বয় সন্নিবেশিত হইলে আর কোন ত্রুটি থাকিত না। আশা করি, দ্বিতীয় সংস্করণে এই ত্রুটি আর থাকিবে না। আমরা ধর্ম্মপিপাসু সকলকেই এই গ্রন্থখানি পাঠে অনুরোধ করি।

স্বামী বিবেকানন্দের পত্র।

ওঁ নমো ভগবতে রামকৃষ্ণায়।

প্রাণাধিকেষু,

এক্ষণে বহুত খবরের কাগজ ইত্যাদি এককাট্টা হইয়া গেল। আর পাঠাইবার আবশ্যক নাই। হুজুগ এক্ষণে ভারতের মধ্যেই চলুক। বোধ করি, তোমরা এতদিনে কলিকাতায় আসিয়া থাকিবে। ——র পত্র শেষ। তার পর আর কোনও সংবাদ নাই।

—কলিকাতায় থাকিয়া কাগজ পত্র ছাপাইতেছে, সে বড ভাল কথা, কিন্তু এখানে আর পাঠাইবার আবশ্যক নাই। নিত্য নিত্য হাঙ্গামে কোনও ফল নাই। কিন্তু এই যে দেশময় একটা হুজুক উঠিয়াছে, ইহার আশ্রয়ে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়। অর্থাৎ স্থানে স্থানে branch স্থাপন করিবার প্রযত্ন কর। ফাঁকা আওয়াজ না হয়। মান্দ্রাজবাসীদের সহিত যোগদান করিয়া স্থানে স্থানে সভা প্রভৃতি স্থাপন করিতে হইবে। যে খবরের কাগজ বাহির হইবার কথা হইতেছিল, তাহার কি হইল? খবরের কাগজ চালাইবার তোমাদের ভাবনা কি? আমরা জানি না, এমন লোক যে অল্প। চিঠি লিখে ইত্যাদি করে সকলের ঘাড়ে গতিয়ে দাও, তারপর গড় গড় করে চলে যাবে। বাহাদুরি দেখাও দেখি। দাদা, মুক্তি নাই বা হল, দুচারবার নরককুণ্ডে গেলেই বা। এ কথা কি মিথ্যে?

মনসি বচসি কাযে পুণ্যপীযূষপূর্ণঃ।
ত্রিভুবনমুপকারশ্রেণীভিঃ প্রীয়মানঃ।
পরগুণপরমাণুং পর্ব্বতীকৃত্য কেচিৎ।
নিজ হৃদি বিকসন্তঃ সন্তি সন্তঃ কিয়ন্তঃ॥ (১)

নাইক হল তোমাদের মুক্তি। কি ছেলেমানসি কথা! রাম রাম। আবার নেই নেই বললে সাপের বিষ কম হয়ে যায় কি না। ও কোন্ দিশি বিনয়—আমি কিছু জানি না—আমি কিছুই নই—ও কোন দিশী বৈরিগ্যি আর বিনয়, হে বাপ্,—ও রকম দীনাহীনা ভাবকে দূর করে দিতে হবে। আমি জানিনি ত কোন্

(১) কতকগুলি সাধু আছেন, যাঁহারা কায়মনোবাক্যে পুণ্যরূপ অমৃত পূর্ণ হইয়া নানারূপ উপকার করিয়া ত্রিভুবনকে প্রীত করিয়া পরের গুণ পরমাণু তুল্য অল্প হইলেও উহাকে পাহাড়ের মত বাড়াইয়া নিজ হৃদয়ের বিকাশ সাধন করেন।

শালা জানে ? তুমি জাননা ত এতকাল রয়েছ কি ? ও সব নাস্তিকের কথা—লক্ষীছাড়ার বিনয়। আমরা সব কর্তে পারি, সব কর্ব, যার ভাগ্যে আছে সে আমাদের সঙ্গে হুহুঙ্কারে চলে আস্বে, আর লক্ষীছাড়াগুলো বেড়ালের মত কোনে বসে মেউ মেউ কর্বে।—লিখছেন, আর কেন, হুজ্জুক খুব হল, ঘরে ফিরে এস।—কে মরুক বর্তুম, যদি একটা ঘর করে আমায ডাকৃতে পারতিস। ও সব আমি দশবৎসর দেখে দেখে পাকা হয়ে গেছি। কথায় আর চিঁড়ে ভেজে না। যার মনে সাহস, হৃদয়ে ভালবাসা আছে, সে আমার সঙ্গে আসুক, বাকি কাউকে আমি চাই না—মার কৃপায় আমি একা এক লাখ আছি—বিশ লাখ হব। * * * আমার দেশে যাওয়া অনিশ্চিত। সেখানেও ঘোরা, এখানেও ঘোরা—তবে এখানে পণ্ডিতের সঙ্গ, সেখানে মূর্খের সঙ্গ—এই স্বর্গ নরকের ভেদ। এদেশের লোকে এককাট্টা হয়ে কাজ করে আর আমাদের সকল কায বৈরিগ্যি (অর্থাৎ কুড়েমি) হিংসা প্রভৃতির মধ্যে পড়ে চুরমার।

—মধ্যে মধ্যে এক দিগ্‌গজ পত্র লেখেন—তা আমি অর্দ্ধেক পড়িতেই পারি না—ইহা আমার পক্ষে পরম মঙ্গল। কারণ, অধিকাংশ খবরই এই ঢৌলের যথা "অমুক—র দোকানে বসে অমুক—আপনার বিরুদ্ধে এই সকল কথা বলিতেছিল আর তাহাতে আমি অসহ্য বোধে তাহার সহিত কলহ করিলাম" ইতি। আমার পক্ষ সমর্থনের জন্য তাহাকে অনেক ধন্যবাদ। কিন্তু আমার সম্বন্ধে কে কি বলিতেছে, ইহা সবিশেষ শুনিবার বিশেষ বাধা এই যে, "স্বল্পশ্চ কালো বহবশ্চ বিঘ্নাঃ।" * * *

একটা organized society চাই,- ঘরকন্না দেখুক,—টাকাকড়ি বাজার-পত্রের ভার নিক,—সেক্রেটারি হক অর্থাৎ চিঠিপত্র সব লেখা ইত্যাদি। একটা ঠিকানা কর—মিছে হঙ্গাম কি করছ—বুঝতে পারলে কি না। খবরের কাগজের ঢের হয়ে গেছে, এক্ষণে আর দরকার নাই। এক্ষণে তোমরা কিছু কর দিকি দেখি। যদি একটা মঠ বনাতে পার, তবে বলি বাহাদুর, নইলে ঘোঁড়ার ডিম। মান্দ্রাজের লোকদের সঙ্গে যুক্তি করে কাজ করিবে। তাদের কাজ করিবার অনেক শক্তি আছে। এবারকার মহোৎসব এমনি হুজ্জুক করে কর্বে যে, এমন আর কখনও হয় নাই। খাওয়া দাওয়া হুজ্জুক যত কম হয়, ততই ভাল। দাঁড়া প্রসাদ মালসা ভোগ যথেষ্ট।——র রামকৃষ্ণ জীবনী পাঠ করিলাম, সব ভাল, তবে বাহ্যে প্রস্রাব কেটো ন্যাড় প্রভৃতি উদাহরণ গুলি ছাপিয়াছেন কেন। কি মহাপাপ ছি ছি!

আমি একটা ইংরাজীতে রামকৃষ্ণের জীবনী (very short) লিখিয়া পাঠাইতেছি। সেটা ছাপাইয়া ও বঙ্গানুবাদ করিয়া মহোৎসবে বিক্রী করিবে, বিতরণ করিলে লোকে পড়ে না। কিঞ্চিৎ দাম চাই—খুব ধুমধামের সঙ্গে মহোৎসব করিবে। * * *

চৌরস বুদ্ধি চাই, তবে কাজ হয়। যে গ্রামে বা সহরে যাও, যেখানে দশজন লোক পরমহংসদেবকে শ্রদ্ধাভক্তি করে, সেখানেই একটা সভা স্থাপন করিবে। এত গ্রামে গ্রামে কি ভেরাণ্ডা ভাজলে নাকি? হরিসভা প্রভৃতি গুলোকে ধীরে ধীরে স্বহা করিতে হইবে। কি বোল্‌বো তোদের? আর একটা ভূত যদি আমার মত পেতুম! ঠাকুর কালে সব জুটিয়ে দেবেন। * * শক্তি থাকিলেই বিকাশ দেখাতে হবে। * * * মুক্তি ভক্তির ভাব দূর করে দে। এই একমাত্র রাস্তা আছে দুনিয়ায়—পরোপকারায় হি সতাং জীবিতং পরার্থং প্রাজ্ঞ উৎসৃজেৎ। তোমার ভাল কল্লেই আমার ভাল হয়, দোসরা আর উপায় নাই, [illegible] নাই। * * * তুই ভগবান, আমি ভগবান, মানুষ ভগবান্ দুনিয়াতে সব কচ্চে, আবার ভগবান্ কি গাছে বসে আছেন? অতএব কাযে লেগে যা।

বি—,—র জামাই, তিনি—র লিখিত এক পুস্তক পাঠিয়েছেন আর লিখছেন যে—বাবুর সাংসারিক অবস্থা অত্যন্ত খারাপ, তাই অন্ত তাঁর পুস্তকের যদি এদেশের কেহ কেহ সহায়তা করে। দাদা, সে পুঁথি হল বাঙ্গালা ভাষায়—এদেশের লোকে কি সাহায্য কর্‌বে। বি—বড়মানুষ লোকের জামাই, সে কিছু কর্ত্তে পারে না, আর আমার শ্বশুর কোনও কালে নাই আমি কি করিব রে বাপ? পুঁথি পড়ে বি—অবগত হয়েছেন যে, এ দুনিয়াতে যত লোক আছে, তারা সকলে অপবিত্র এবং তাদের প্রকৃতিতে আসলে ধর্ম্ম হবার যোটি নাই কেবল ভারতবর্ষের এক মুষ্টি ব্রাহ্মণ যাঁরা আছেন,—তাঁহাদেরই ধর্ম্ম হতে পারবে। আবার তাদের মধ্যে শ—এ—বি এঁরা হচ্ছেন চন্দ্র সূর্য্য স্বরূপ। সাবাস, কি ধর্ম্মের জোর রে বাপ! বিশেষ বাঙ্গালা দেশে ঐ ধর্ম্মটা বড়ই সহজ। অমন সোজা রাস্তা ত আর নাই। তপ জপের সার সিদ্ধান্ত এই যে, আমি পবিত্র আর সব অপবিত্র। পৈশাচিক ধর্ম্ম, রাক্ষসী ধর্ম্ম, নারকী ধর্ম্ম। যদি আমেরিকার লোকের ধর্ম্ম হতে পারে না, যদি এদেশে ধর্ম্ম প্রচার করা ঠিক নয়, তবে তাহাদের সাহায্য গ্রহণে আবশ্যক কি? এদিকে অযাচিত বৃত্তির ধুম আবার পুঁথিময় আক্ষেপ, আমায় কেউ কিছু দেয় না। বি—সিদ্ধান্ত

করেছেন যে, যখন ভারত শুদ্ধ লোক শ—আর বি—র পদপ্রান্তে ধনরাশি ফেলে দেয় না, তখন ভারতের সর্ব্বনাশ উপস্থিত।* কারণ, শ—বাবু সূক্ষ্ম ব্যাখ্যা অবগত আছেন এবং বি—তৎপাঠে নিশ্চিত অবগত হয়েছেন যে, তিনি ছাড়া এ পৃথিবীতে আর কেহই পবিত্র নাই। এ রোগের ঔষধ কি? বলি, শ—বাবুকে মালাবারে যেতে বলো। সেখানকার রাজা সমস্ত প্রজার জমি ছিনে নিয়ে ব্রাহ্মণগণের চরণার্পণ করেছেন, গ্রামে গ্রামে বড় বড় মঠ চর্ব্ব্য চোষ্য খানা আবার নগদ। * * * ভোগের সময় ব্রাহ্মণেতর জাতের স্পর্শে দোষ নাই—ভোগ সাঙ্গ হইলেই স্নান, কেন না ব্রাহ্মণেতর অপবিত্র জাতি—অন্য সময় তাদের স্পর্শ করাও নাই। সাধু সন্ন্যাসী আর ব্রাহ্মণ বদমাস্ দেশটা উৎসন্ন দিয়েছে। দেহি দেহি চুরি বদমাসি, এরা আবার ধর্ম্মের প্রচারক। পয়সা নেবে, সর্ব্বনাশ করবে, আবার বলে ছুঁয়োনা ছুঁয়োনা—আর কাজ ত ভারি—"আলুতে বেগুনেতে যদি ঠেকাঠেকি হয়, তা হলে কতক্ষণে ব্রহ্মাণ্ড রসাতলে যাবে?" "১৪ বার হাতে মাটি না করিলে ১৪ পুরুষ নরকে যায় কি ২৪ পুরুষ," এই সকল দুরূহ প্রশ্নের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করছেন আজ ২ হাজার বৎসর ধরে। এদিকে ¼ of the people are starving. ৮ বৎসরের মেয়ের সঙ্গে ৩০ বৎসরের পুরুষের বে দিয়ে মেয়ের মা বাপ আহ্লাদে আট খানা। আবার ও কাযে মানা কর্লে বলেন, আমাদের ধর্ম্ম যায়। ৮ বৎসরের মেয়ের গর্ভাধানের যাঁরা বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করেন, তাঁদের কোন্‌দেশী ধর্ম্ম? আবার অনেকে এই প্রথার জন্য মুসলমানদের ঘাড়ে দোষ দেন। মুসলমানদের দোষ বটে!! সব গৃহ্য-সূত্রগুলো পড়ে দেখ দেখি 'হস্তাৎ যোনিং ন গুহতি' যতদিন, ততদিন কন্যা। এর পূর্ব্বেই তার বে দিতে হবে। সমস্ত গৃহ্য সূত্রের এই আদেশ।

বৈদিক অশ্বমেধ যজ্ঞের ব্যাপার স্মরণ কর—"তদনন্তরং মহিষীং অশ্বসন্নিধৌ পাতয়েৎ" ইত্যাদি। আর হোতা পোতা ব্রহ্মা উদ্‌গাতা প্রভৃতিরা বেজায় মাতাল হয়ে কেলেঙ্কারি কোরত। বাবা, জানকী বনে গিয়েছিলেন, রাম একা অশ্বমেধ করলেন শুনে হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেম বাবা।

একথা সমস্ত ব্রাহ্মণেই আছে—সমস্ত টীকাকার স্বীকার করছেন। না করবার যোটী কি!

এ সকল কথা বলবার মানে এই,—প্রাচীনকালে ঢের ভাল জিনিষ ছিল, খারাপ জিনিষও ছিল। ভাল গুলি রাখতে হবে, কিন্তু আসছে যে ভারত, Future India—ancient Indiaর অপেক্ষা অনেক বড় হবে। যে দিন

রামকৃষ্ণ জন্মেছেন, সেই দিন থেকেই *modern India*—সত্যযুগের আবির্ভাব। আর তোমরা এই সত্যযুগের উদ্বোধন কর—এই বিশ্বাসে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হও।

তাইতেই যখন তোমরা বল রামকৃষ্ণ অবতার আবার তার পরই বল, আমরা কিছুই জানি না, তখনই আমি বলি Liar চোর ঝুঁঠ বেলকুল। যদি রামকৃষ্ণ পরমহংস সত্য হয় তোমরাও সত্য। কিন্তু দেখাতে হবে। * * সকলের তোমাদের ভেতর মহাশক্তি আছে, নাস্তিকের ভিতর ঘোঁড়ার ডিম আছে। যারা আস্তিক, তারা বীর; তাদের মহাশক্তির বিকাশ হবে। দুনিয়া ভেসে যাবে—"দয়া দীন উপকার"—মানুষ ভগবান্ নারায়ণ—"আত্মায় স্ত্রী পুং নপুং ব্রহ্ম ক্ষত্রাদি ভেদ নাই—ব্রহ্মাদি স্তম্ব পর্য্যন্ত নারায়ণ কীট Less manifested, ব্রহ্মা more manifested. Every action that helps a being manifest its divine nature more and more is *good*, every action that retards it is *evil*.

The only way of getting our divine nature manifested is by helping others do the same

If there is inequality in *nature* still there must be equal chance for all—or if greater for some and for some less—the weaker should be given more chance than the strong. (১)

অর্থাৎ চণ্ডালের বিদ্যাশিক্ষার যত আবশ্যক, ব্রাহ্মণের তত নহে। যদি ব্রাহ্মণের ছেলের একজন শিক্ষকের আবশ্যক, চণ্ডালের ছেলের দশ জনের আবশ্যক। কারণ, যাহাকে প্রকৃতি স্বাভাবিক প্রখর করেন নাই, তাহাকে অধিক সাহায্য করিতে হইবে। তেলা মাথায় তেল দেওয়া পাগলের কর্ম্ম। The poor, the down-trodden, the ignorant, let these be your God. (২)

মহা দঁক সামনে—সাবধান, ঐ দঁকে সকলে পড়ে মারা যায়—ঐ দঁক হচ্চে যে, হিঁদুর (এখনকার) ধর্ম্ম বেদে নাই, পুরাণে নাই, ভক্তিতে নাই, মুক্তিতে

(১) যে কোন কার্য্য জীবের ব্রহ্মভাব ধীরে ধীরে পরিস্ফুট করিবার সহায়তা করে, তাহাই ভাল। যে কোন কার্য্যে উহার বাধা হয়, তাহাই মন্দ। আমাদের ব্রহ্মভাব পরিস্ফুট করিবার একমাত্র উপায়—অপরকে ঐ বিষয়ে সাহায্য করা। যদি প্রকৃতিতে বৈষম্য থাকে, তথাপি সকলের পক্ষে সমান সুবিধা থাকা উচিত। কিন্তু যদি কাহাকেও অধিক কাহাকেও কম সুবিধা দিতেই হয়, তবে বলবান্ অপেক্ষা দুর্ব্বলকে অধিক সুবিধা দিতে হইবে।

(২) দরিদ্র, পদদলিত, অজ্ঞ—ইহারাই তোমার ঈশ্বর হউক।

নাই—ধর্ম্ম ঢুকেছেন ভাতের হাঁড়িতে। হিন্দুর ধর্ম্ম বিচারমার্গেও নয়, জ্ঞানমার্গেও নয়, ছুঁৎমার্গ, আমায় ছুঁয়োনা আমায় ছুঁয়োনা বস্। এই ঘোর বামাচার ছুঁৎমার্গে পড়ে প্রাণ খুইওনা। "আত্মবৎ সর্ব্বভূতেষু" কি কেবল পুঁথিতে থাকিবে না কি? যারা একটুকরা রুটি গরিবের মুখে দিতে পারে না, তারা মুক্তি কি দিবে! যারা অপরের নিঃশ্বাসে অপবিত্র হয়ে যায়, তারা আবার অপরকে কি পবিত্র করবে? ছুঁৎমার্গ is a form of mental disease সাবধান। All expansion is life, all contraction is death. All love is expansion, all selfishness is contraction, Love is therefore the only law of life. He who loves lives, he who is selfish is dying. Therefore love for love's sake because it is the only law of life, just as you breath to live This is the secret of বিশ্বাস, প্রেম, কর্ম্ম &c (১) শ—র যদি কিছু উপকার করিতে পার চেষ্টা করিবে। সে অতি উদার ব্যক্তি ও নিষ্ঠাবান্, তবে সঙ্কীর্ণপ্রাণ। পরদুঃখ-কাতরতা সকলের ভাগ্যে হয় না—হে প্রভো হে প্রভো। সকল অবতারের মধ্যে চৈতন্য প্রভু বড়, কিন্তু তাঁহাতে জ্ঞানের অভাব ছিল—রামকৃষ্ণাবতারে জ্ঞান, ভক্তি ও প্রেম। অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত প্রেম, অনন্ত কর্ম্ম, অনন্ত জীবে দয়া। তোরা এখনও বুঝতে পারিস নি। শ্রুত্বাপ্যেনং বেদ ন চৈব কশ্চিৎ। What the whole Hindu race has thought in ages, he *lived* in one life, His life is the living commentary to the Vedas of all the nations (২) ক্রমশঃ লোকে বুঝবে—আমার পুরাণ বোল্—struggle struggle up to light. Onward.

অসমিতি দাস—বিবেকানন্দ।

---

(১) বিস্তারই জীবন, সঙ্কীর্ণতাই মৃত্যু। যেখানে প্রেম, সেখানেই বিস্তার; যেখানে স্বার্থপরতা, সেখানেই সঙ্কোচ। অতএব প্রেমই জীবনের একমাত্র বিধি। যিনি প্রেমিক, তিনিই জীবিত, যিনি স্বার্থপর, তিনি মৃত। অতএব যে হেতু প্রেমই জীবনের একমাত্র বিধি,—যেমন নিঃশ্বাস প্রশ্বাস না লইলে বাঁচা যায় না, প্রেম ব্যতীত যখন সেইরূপ জীবনধারণই অসম্ভব, সেই হেতুই অহেতুক প্রেম প্রয়োজন।

(২) সমগ্র হিন্দুজাতি সহস্র সহস্র যুগ ধরিয়া যে চিন্তা করিয়া আসিয়াছেন, তিনি এক জীবনেই সেই সমুদয় ভাব উপলব্ধি করিয়াছেন। তাঁহার জীবন সকল জাতির শাস্ত্রের জীবন্ত টিকাস্বরূপ।

আসুরী যোনিতেই প্রক্ষেপ করিয়া থাকি, এইপ্রকার অন্বয় করিতে হইবে। ১৯।

আসুরীং যোনিমাপন্না মূঢ়া জন্মনি জন্মনি।
মামপ্রাপ্যৈব কৌন্তেয় ততো যান্ত্যধমাং গতিম্ ॥ ২০ ॥

অন্বয়। মূঢ়া আসুরীং যোনিং আপন্না হে কৌন্তেয়! জন্মনি জন্মনি মাং অপ্রাপ্যৈব তত অধমাং গতিং যান্তি। ২০।

মূলানুবাদ। তাহারা (এইরূপে) আসুরী যোনিপ্রাপ্ত হয় এবং জন্ম জন্মান্তরেও বিবেক লাভ করিতে পারে না সুতরাং আমাকে প্রাপ্ত না হইয়া তাহা অপেক্ষা (উত্তরোত্তর) আরও অধম যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে, হে কুন্তীনন্দন!। ২০।

ভাষ্য। আসুরীমিতি। আসুরীং যোনিং আপন্নাঃ প্রতিপন্নাঃ মূঢ়া জন্মনি জন্মনি অবিবেকিনঃ প্রতিজন্ম তমোবহুলাস্বেব যোনিষু জায়মানা অধোগচ্ছন্তো মূঢ়া মামীশ্বরমপ্রাপ্য অনাসাদ্যৈব হে কৌন্তেয় ততস্তস্মাদপি যান্তি অধমাং নিকৃষ্টতমাং গতিং। মামপ্রাপ্যৈবেতি। ন মৎপ্রাপ্তৌ কাচিদপ্যাশঙ্কা অস্তি অতঃ মচ্ছিষ্ট-সাধুমার্গমপ্রাপ্য ইত্যর্থঃ। ২০।

ভাষ্যানুবাদ। আসুরীং ইত্যাদি (শ্লোকের অর্থ) আসুরী যোনিকে "আপন্ন" প্রাপ্ত হয়, প্রতিজন্মেই "মূঢ়" অবিবেকী হয়, প্রতি জন্মেই তাহারা তমোবহুল যোনি-সমূহে জন্মগ্রহণ করে এবং তাহারা ক্রমে অধোগতিই প্রাপ্ত হয়। সেই মূঢ়গণ আমাকে অর্থাৎ ঈশ্বরকে প্রাপ্ত না হইয়া হে কৌন্তেয়, তাহা হইতেও অধম অর্থাৎ নিকৃষ্টতম গতিকে প্রাপ্ত হয়। "আমাকে প্রাপ্ত না হইয়া" এইরূপ যে বলা হইতেছে, তাহার তাৎপর্য্য এই যে, তাহারা মদুক্ত সাধুমার্গ প্রাপ্ত হয় না, এই কারণ আমাকে পাইবার সম্ভাবনাও তাহাদের নাই। ২০।

ত্রিবিধং নরকস্যেদং দ্বারং নাশনমাত্মনঃ।
কামঃ ক্রোধস্তথা লোভস্তস্মাদেতত্ত্রয়ং ত্যজেৎ ॥ ২১ ॥

অন্বয়। কামঃ ক্রোধঃ তথা লোভঃ (ইতি) ইদং ত্রিবিধং আত্মনো নাশনং নরকস্য দ্বারং তস্মাৎ এতৎত্রয়ং ত্যজেৎ। ২১।

মূলানুবাদ। কাম ক্রোধ এবং লোভ এই তিন প্রকার গুণই আত্মনাশের কারণ এবং নরকের দ্বার, এই কারণে এই তিনটীকে পরিত্যাগ করিবে। ২১।

ভাষ্য। সর্ব্বস্যা আসুর্য্যাঃ সম্পদঃ সংক্ষেপোঽয়ং উচ্যতে যস্মিন্ ত্রিবিধে সর্ব্ব আসুরসম্পদ্‌ভেদঃ অনন্তঃ অন্তর্ভবতি, যৎপরিহারেণ পরিহৃতশ্চ ভবতি যন্মূলং

সর্ব্বস্যানর্থস্য তদেতদুচ্যতে ত্রিবিধং ত্রিপ্রকারং নরকস্য প্রাপ্তৌ ইদং দ্বারং নাশন-মাত্মনঃ যদ্দ্বারং প্রবিশন্নেব আত্মা নশ্যতি কস্মৈচিৎ পুরুষার্থায় যোগ্যো ন ভবতি ইত্যেতদুচ্যতে দ্বারং নাশনমাত্মন ইতি। কিং তৎ কামঃ ক্রোধঃ তথা লোভঃ তস্মাদেতৎ ত্রয়ং ত্যজেৎ। যত এতদ্দ্বারং নাশনমাত্মনস্তস্মাৎ কামাদি-ত্রয়মেতৎ ত্যজেৎ ত্যাগস্তুতিরিয়ং। ২১।

ভাষ্যানুবাদ। সকল আসুরী সম্পদের সংক্ষেপ এই শ্লোকে বলা হইতেছে, আসুরী সম্পদের ভেদ অনন্ত হইলেও সকলই যাহার মধ্যে নিবিষ্ট, যাহার পরিহার করিতে পারিলে সকল প্রকার আসুর সম্পদের পরিহার করিতে পারা যায় এবং যাহা সকল প্রকার অনর্থের মূল, তাহাই এই বলা হইতেছে। "ত্রিবিধ" তিন প্রকার, নরক প্রাপ্তির দ্বার, এবং আত্মার "নাশন" যে দ্বারে প্রবিষ্ট হইলে আত্মা নাশ প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ আর কোন প্রকার পুরুষার্থের যোগ্য হইতে পারে না, তাহাকেই আত্মার নাশন বলা যায়। কি তাহা? কাম ক্রোধ এবং লোভ এই তিনটীই (তাহা অর্থাৎ নরকের দ্বার) সেই কারণে এই তিনটীকে পরিত্যাগ করিবে। যেহেতু এই কাম ক্রোধ এবং লোভ রূপ তিনটী বস্তু আত্মার নাশন, সেইহেতুই এই তিনটীকে পরিত্যাগ করিবে। এই প্রকার উক্তিদ্বারা ত্যাগেরই প্রশংসা করা হইতেছে। ২১।

এতৈর্বিমুক্তঃ কৌন্তেয় তমোদ্বারৈস্ত্রিভির্নরঃ।
আচরত্যাত্মনঃ শ্রেয়স্ততো যাতি পরাং গতিম্ ॥ ২২ ॥

অন্বয়। হে কৌন্তেয় এতৈঃ ত্রিভিঃ তমোদ্বারৈঃ বিমুক্তঃ নরঃ আত্মন শ্রেয আচরতি, ততঃ পরাং গতিং যাতি। ২২।

মূলানুবাদ। হে কুন্তীনন্দন, তমোদ্বার এই তিনটী গুণ হইতে বিমুক্তি লাভ করিয়া মনুষ্য নিজের শ্রেয়ঃ অনুষ্ঠান করিতে পারে এবং সেই অনুষ্ঠানের প্রসাদে পরমগতিকে লাভ করিতে সমর্থ হয়। ২২।

ভাষ্য। এতৈরিতি। এতৈর্বিমুক্তঃ কৌন্তেয় তমোদ্বারৈঃ তমসঃ নরকস্য দুঃখ-মোহাত্মকস্য দ্বারাণি কামাদয়ঃ তৈরেতৈঃ ত্রিভিঃ বিমুক্তোনরঃ আচরতি অনুতিষ্ঠতি। কিং? আত্মনঃ শ্রেয়ঃ যৎপ্রতিবদ্ধঃ পূর্ব্বং নাচরতি তদপগমাদাচরতি ততস্তস্মা-দাচরণাদ্ যাতি পরাং গতিং মোক্ষমপীতি। ২২।

ভাষ্যানুবাদ। এতৈঃ ইত্যাদি (শ্লোকের অর্থ) হে কুন্তীনন্দন। "তমোদ্বার" তমঃ এই শব্দের অর্থ দুঃখ এবং মোহময় নরক। সেই নরকের দ্বারই তমোদ্বার

এই পদের অর্থ। এই কাম ক্রোধ এবং লোভ তিনটীই নরকের দ্বার। এই তমোদ্বার রূপ তিনটী গুণ হইতে মুক্ত হইয়া মানব "আচরণ" অনুষ্ঠান করে। কি? আত্মার শ্রেয়ঃ। যে তিনটীর দ্বারা প্রতিবদ্ধ বলিয়া নিজের শ্রেয়ঃ আচরণ করিতে পারে না, তাহা হইতে মুক্তি লাভ করিয়া শ্রেয়ঃ আচরণ করিয়া থাকে এবং সেই আচরণের দ্বারা "পরা গতি" অর্থাৎ মোক্ষ পর্য্যন্তও লাভ করিতে সমর্থ হয়। ২২।

যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামচারতঃ।
ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্॥ ২৩॥

অন্বয়। যঃ শাস্ত্রবিধিং উৎসৃজ্য কামচারতঃ বর্ত্ততে, স সিদ্ধিং ন অবাপ্নোতি ন সুখং (অবাপ্নোতি তথা) ন পরাং গতিং অবাপ্নোতি। ২৩।

মূলানুবাদ। যে ব্যক্তি শাস্ত্রবিধিকে পরিত্যাগ করিয়া নিজের ইচ্ছানুসারেই চলিয়া থাকে, তাহার সিদ্ধি লাভ হয় না, সে সুখ পায় না এবং সে পরম গতিকেও লাভ করিতে পারে না। ২৩।

ভাষ্য। সর্ব্বস্য এতস্য অসুরসম্পৎপরিবর্জ্জনস্য শ্রেয়আচরণস্য চ শাস্ত্রং কারণং শাস্ত্রপ্রমাণাদুভয়ং শক্যং কর্ত্তুং নান্যথা, অতঃ, যঃ শাস্ত্রবিধিং কর্ত্তব্যা-কর্ত্তব্যজ্ঞানকারণং বিধিপ্রতিষেধাখ্যং উৎসৃজ্য ত্যক্ত্বা বর্ত্ততে কামচারতঃ কাম-প্রযুক্তঃ সন্ ন স সিদ্ধিং পুরুষার্থযোগ্যতাং আপ্নোতি। নাপি অস্মিন্ লোকে সুখং নাপি পরাং প্রকৃষ্টাং গতিং স্বর্গং মোক্ষং বা। ২৩।

ভাষ্যানুবাদ। এই সকল প্রকার অসুরসম্পৎ পরিবর্জ্জন এবং শ্রেয়ঃ আচরণের কারণ একমাত্র শাস্ত্রই, কারণ, শাস্ত্ররূপ প্রমাণের দ্বারাই এই উভয়ের অনুষ্ঠান করিতে পারা যায়, অন্য কোন প্রকারে হইতে পারে না। এই জন্য যে ব্যক্তি "শাস্ত্র-বিধি" কর্ত্তব্য ও অকর্ত্তব্য বুঝিবার উপায় বিধি বা প্রতিষেধরূপ শাস্ত্রকে পরিত্যাগ করিয়া "কামচারতঃ" অর্থাৎ নিজের ইচ্ছানুসারেই প্রবৃত্ত হয়, সে "সিদ্ধি" পুরুষার্থপ্রাপ্তির যোগ্যতাকে প্রাপ্ত হয় না, সে ইহলোকে সুখী হয় না, "পরা" প্রকৃষ্টা "গতি" স্বর্গ বা মোক্ষ কিছুই সে পাইতে পারে না। ২৩।

তস্মাৎ শাস্ত্রং প্রমাণং তে কার্য্যাকার্য্যব্যবস্থিতৌ।
জ্ঞাত্বা শাস্ত্রবিধানোক্তং কর্ম্ম কর্ত্তুমিহার্হসি॥ ২৪॥

অন্বয়। তস্মাৎ কার্য্যাকার্য্যব্যবস্থিতৌ তে শাস্ত্রং প্রমাণং জ্ঞাত্বা শাস্ত্র-বিধানোক্তং কর্ম্ম কর্ত্তুং ইহ অর্হসি। ২৪।

মূলানুবাদ। সেই কারণে কোন্‌টী কার্য্য এবং কোন্‌টী অকার্য্য এই প্রকার ব্যবস্থা বিষয়ে তোমার শাস্ত্রই প্রমাণ। শাস্ত্রবিধানোক্ত কর্ম্ম কি, তাহা জানিয়া তুমি অনুষ্ঠান করিতে প্রবৃত্ত হও। ২৪।

ভাষ্য। তস্মাদিতি। তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণং জ্ঞানসাধনং তে তব কার্য্যাকার্য্য-ব্যবস্থিতৌ কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যব্যবস্থায়াং অতো জ্ঞাত্বা বুদ্ধ্বা শাস্ত্রবিধানোক্তং বিধিংবিধান শাস্ত্রেণ বিধানং শাস্ত্রবিধানং কুর্য্যান্ন কুর্য্যাৎ ইত্যেবংলক্ষণং তেনোক্তং স্বকর্ম্ম যৎ তৎ কর্ত্তুমিহার্হসি। ইহেতি কর্ম্মাধিকারভূমিপ্রদর্শনার্থং ইতি। ২৪।

ইতি শ্রীশঙ্করভগবতঃ কৃতৌ শ্রীভগবদ্‌গীতাভাষ্যে সম্পদ্বিভাগ-
যোগো নাম ষোড়শোধ্যায়ঃ।

ভাষ্যানুবাদ। তস্মাদিত্যাদি (শ্লোকের অর্থ)। এই কারণে তোমার শাস্ত্রই "প্রমাণ"। জ্ঞানের সাধন, (কোন বিষয়ে?) কার্য্যাকার্য্য ব্যবস্থা অর্থাৎ কর্ত্তব্যা-কর্ত্তব্যবিভাগ বিষয়ে। এই জন্য বুঝিয়া "শাস্ত্রবিধানোক্ত" বিধান শব্দের অর্থ বিধি, শাস্ত্রের দ্বারা যে বিধান, তাহার নাম শাস্ত্রবিধান, তাহা দ্বারা উক্ত অর্থাৎ, ইহা কর্ত্তব্য ইহা কর্ত্তব্য নহে, এইভাবে শাস্ত্রবিধিদ্বারা উক্ত কর্ম্মগণের মধ্যে যেটী তোমার পক্ষে কর্ত্তব্য বলিয়া উক্ত হইয়াছে, তাহাই শাস্ত্রবিধানোক্ত কর্ম্ম। তাহাই বুঝিয়া তুমি অনুষ্ঠান করিতে উদ্যত হও। "ইহ" এই শব্দটীর অর্থ এই কর্ম্মাধিকার ভূমিতে অর্থাৎ ভারতবর্ষে। ২৪।

ইতি ভগবদ্‌গীতা ভাষ্যের অনুবাদে সম্পদ্‌বিভাগ-
যোগ নামক ষোড়শ অধ্যায়।

অথ সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ।

অর্জ্জুন উবাচ।

যে শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেষাং নিষ্ঠা তু কা কৃষ্ণ সত্ত্বমাহো রজস্তমঃ॥ ১॥

অন্বয়। হে কৃষ্ণ! যে শাস্ত্রবিধিং উৎসৃজ্য শ্রদ্ধয়া অন্বিতাঃ যজন্তে তেষাং কা নিষ্ঠা? আহো সত্ত্বং রজঃ তমঃ (বা)। ১।

মূলানুবাদ। অর্জ্জুন বলিলেন, হে কৃষ্ণ, যাহারা শাস্ত্রীয় বিধান পরিত্যাগ করিয়া শ্রদ্ধার সহিত যজন করে, তাহাদের নিষ্ঠা কিরূপ? ঐ নিষ্ঠা কি সাত্ত্বিকী কিংবা রাজসী অথবা তামসী?। ১।

ভাষ্য। তস্মাৎ শাস্ত্রং প্রমাণং তে ইতি ভগবদ্বাক্যাৎ লব্ধপ্রশ্নবীজঃ (অর্জ্জুন উবাচ) যে কেচিদ্ অবিশেষিতাঃ শাস্ত্রবিধিং শাস্ত্রবিধানং শ্রুতিস্মৃতিশাস্ত্রচোদনাং উৎসৃজ্য পরিত্যজ্য যজন্তে দেবাদীন্ পূজয়ন্তি। শ্রদ্ধয়া আস্তিক্যবুদ্ধ্যা অন্বিতাঃ সংযুক্তাঃ সন্তঃ, শ্রুতিলক্ষণং স্মৃতিলক্ষণং বা কঞ্চিৎ শাস্ত্রবিধিং অপশ্যন্তো বৃদ্ধব্যবহারদর্শনাদেব শ্রদ্ধধানতয়া যে দেবাদীন পূজয়ন্তি তে ইহ "যে শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ" ইত্যেবং গৃহ্যন্তে। যে তু পুনঃ কঞ্চিৎ শাস্ত্রবিধিমুপলভমানা এব তং উৎসৃজ্য অযথাবিধি দেবাদীন্ পূজয়ন্তি তে ইহ "যে শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য যজন্তে" ইতি ন পরিগৃহ্যন্তে। কস্মাৎ? শ্রদ্ধয়া অন্বিতত্ববিশেষণাৎ। দেবপূজাবিধিপরং কিঞ্চিৎ শাস্ত্রং পশ্যন্ত এব তদুৎসৃজ্য অশ্রদ্দধানতয়া তদ্বিহিতায়াং দেবাদিপূজায়াং শ্রদ্ধয়া অন্বিতাঃ প্রবর্ত্তন্তে ইতি ন শক্যং কল্পয়িতুং যস্মাৎ তস্মাৎ পূর্ব্বোক্তা এব "যে শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ" ইত্যত্র গৃহ্যন্তে। তেষামেবংভূতানাং নিষ্ঠা তু কা কৃষ্ণ সত্ত্বং আহো রজঃ তমঃ, কিং সত্ত্বং নিষ্ঠা অবস্থানং আহোস্বিৎ রজঃ অথবা তমঃ। এতদুক্তং ভবতি যা তেষাং দেবাদিপূজা সা কিং সাত্ত্বিকী আহোস্বিৎ রাজসী উত তামসী ইতি। ১।

ভাষ্যানুবাদ। "সেই কারণে শাস্ত্রই তোমার প্রমাণ" এই প্রকার ভগবানের বাক্য হইতেই প্রশ্নের বীজ উপলব্ধি করিয়া (অর্জ্জুন বলিলেন যে) যে কোন

ব্যক্তি "শাস্ত্রবিধিং" শাস্ত্রবিধান অর্থাৎ বেদ বা ধর্ম্মশাস্ত্রের বিধানকে পরিত্যাগ করিয়া যজন করে অর্থাৎ দেবাদির পূজা করিয়া থাকে (কি ভাবে পূজা করে ?) শ্রদ্ধাদ্বারা "অন্বিত" সংযুক্ত হইয়া (পূজা করে) এই শ্রদ্ধা শব্দটীর অর্থ আস্তিক্যবুদ্ধি। আস্তিক্যবুদ্ধিযুক্ত হইয়া যাহারা দেবাদির পূজা করে অথচ সেই পূজার প্রমাণ স্বরূপ কোন শ্রুতি বা স্মৃতিবাক্য দেখিতে পায় না, কেবল বৃদ্ধব্যবহার দেখিয়াই ঐরূপ পূজা প্রভৃতি কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, তাহারাই এইস্থানে "যাহারা শাস্ত্রবিধি পরিত্যাগ পূর্ব্বক শ্রদ্ধান্বিত হইয়া যজন করে" এই প্রকার বাক্যের দ্বারা বোধিত হইতেছে। যাহারা কিন্তু কোনপ্রকার শাস্ত্রের বিধান দেখিতে পাইয়াও তাহা পরিত্যাগ পূর্ব্বক অযথাবিধি দেবাদির পূজা করিয়া থাকে, তাহারা "যাহারা শাস্ত্রবিধি পরিত্যাগ করিয়া যজন করে" এই বাক্যের প্রতিপাদ্য নহে। কি কারণে নহে ? যে কারণে শ্রদ্ধান্বিতত্ব রূপ বিশেষণ রহিয়াছে। দেবপূজার বিধায়ক প্রত্যক্ষ শাস্ত্র দেখিতে পাইয়াও তাহাকে অশ্রদ্ধার সহিত পরিত্যাগ পূর্ব্বক যাহারা অযথাবিধি সেই শাস্ত্রবিহিত দেবপূজাদি করে, তাহারা শ্রদ্ধান্বিত হইয়া পূজা করে, এই প্রকার কিছুতেই কল্পনা করা যাইতে পারে না যে কারণে. সেই কারণেই (স্বীকার করিতে হইতেছে) যাহারা পূর্ব্বোক্ত (অর্থাৎ যাহারা কোনপ্রকার শাস্ত্র দেখিতে না পাইয়া বৃদ্ধব্যবহারাদি দেখিয়াই শ্রদ্ধার সহিত দেব-পূজাদি করে। তাহারাই "যাহারা শাস্ত্রবিধিকে পরিত্যাগ করিয়া যজন করে" এই প্রকার বাক্যের দ্বারা প্রতিপাদিত হইতেছে। যাহারা এইপ্রকার, তাহাদের নিষ্ঠা, হে কৃষ্ণ ! কি প্রকার ? উহা কি সত্ত্ব অথবা রজঃ কিংবা তমঃ ? এই কথা বলা হইতেছে যে, তাহাদের যে দেবাদিবিষয়া পূজা, তাহা কি সাত্ত্বিকী ? অথবা তাহা রাজসী কিংবা তাহা তামসী পূজা। ১।

শ্রীভগবানুবাচ।

ত্রিবিধা ভবতি শ্রদ্ধা দেহিনাং সা স্বভাবজা।
সাত্ত্বিকী রাজসী চৈব তামসী চেতি তাং শৃণু॥ ২ ॥

অন্বয়। দেহিনাং সা স্বভাবজা শ্রদ্ধা সাত্ত্বিকী রাজসী তামসী ইতি ত্রিবিধা ভবতি তাং (শ্রদ্ধাং) শৃণু। ২।

মূলানুবাদ। প্রাণিগণের নিজ নিজ স্বভাবজাত শ্রদ্ধা ত্রিবিধ হইয়া থাকে। যথা সাত্ত্বিকী শ্রদ্ধা, রাজসী শ্রদ্ধা এবং তামসী শ্রদ্ধা। সেই শ্রদ্ধা (কি প্রকার, তাহা বিস্তৃতভাবে বলিতেছি) শ্রবণ কর। ২।

ভাষ্য। সামান্যবিষয়োঽয়ং প্রশ্নঃ নাপ্রবিভজ্য প্রতিবচনমর্হতীতি—(শ্রীভগবানুবাচ) ত্রিবিধা ত্রিপ্রকারা, ভবতি শ্রদ্ধা। যস্যাং নিষ্ঠায়াং ত্বং পৃচ্ছসি দেহিনং সা স্বভাবজা। জন্মান্তরকৃতো ধর্ম্মাদিসংস্কারো মরণকালে অভিব্যক্তঃ স্বভাব উচ্যতে ততো জাতা স্বভাবজা, সাত্ত্বিকী সত্ত্বনির্বৃত্তা দেবপূজাদিবিষয়া রাজসী রজোনির্বৃত্তা যক্ষরক্ষঃপূজাদি বিষয়া তামসী তমোনির্বৃত্তা প্রেতপিশাচাদিপূজাবিষয়া এবং ত্রিবিধা তামুচ্যমানাং শ্রদ্ধাং শৃণু। ২।

ভাষ্যানুবাদ। এই প্রশ্নটী সামান্য সাধারণ ভাবের বিষয়বিভাগ না করিয়া ইহার উত্তর দেওয়া যাইতে পারে না। এই কারণে (বিষয় বিভাগ পূর্ব্বক শ্রীভগবান্ বলিতেছেন যে) শ্রদ্ধা "ত্রিবিধ," তিন প্রকারের হইয়া থাকে, যে নিষ্ঠার (শ্রদ্ধার) বিষয় তুমি জিজ্ঞাসা করিতেছ, তাহা প্রাণিগণের "স্বভাবজ", পূর্ব্বজন্মে যে সকল ধর্ম্মাদি বিষয়ে সংস্কার উৎপন্ন হয় এবং যাহা পূর্ব্ববর্ত্তী দেহের বিনাশকালে সমুদ্বোধিত হয়, সেই সংস্কারবিশেষই স্বভাব। সেই স্বভাব হইতে যাহা উৎপন্ন হয়, তাহাই স্বভাবজ। (তিনপ্রকার কিরূপ, তাহাই বলিতেছেন যে) "সাত্ত্বিকী" সত্ত্বগুণ হইতে উৎপন্ন অর্থাৎ দেবপূজা প্রভৃতিতে যে শ্রদ্ধা তাহাই সাত্ত্বিকী শ্রদ্ধা, "রাজসী" রজোগুণ হইতে উৎপন্ন যক্ষ রাক্ষস প্রভৃতির পূজা বিষয়ে যে শ্রদ্ধা তাহাই রাজসী শ্রদ্ধা, "তামসী" তমোগুণ হইতে উৎপন্ন প্রেত পিশাচাদির পূজাবিষয়ে যে শ্রদ্ধা, তাহাই তামসী শ্রদ্ধা। এই ত্রিবিধ শ্রদ্ধা। সেই শ্রদ্ধা বিষয়ে আমি যাহা বলিতেছি, তাহা শ্রবণ কর। ২।

সত্ত্বানুরূপা সর্ব্বস্য শ্রদ্ধা ভবতি ভারত।
শ্রদ্ধাময়োঽয়ংপুরুষো যোযচ্ছ্রদ্ধঃ স এব সঃ॥ ৩॥

অন্বয়। হে ভারত সর্ব্বস্য শ্রদ্ধা সত্ত্বানুরূপা ভবতি, অয়ং পুরুষঃ শ্রদ্ধাময়ঃ যো যচ্ছ্রদ্ধঃ স সএব। ৩।

মূলানুবাদ। হে ভারত, সকলেরই শ্রদ্ধা (নিজ নিজ) সত্ত্বের (অন্তঃকরণের) অনুরূপ হয়, এই পুরুষ শ্রদ্ধাময়, যে যাদৃশ শ্রদ্ধাসমন্বিত, সে তাহারই অনুরূপ হইয়া থাকে। ৩।

ভাষ্য। সেয়ং ত্রিবিধা শ্রদ্ধা সত্ত্বানুরূপা বিশিষ্টসংস্কারোপেতান্তঃকরণানুরূপা সর্ব্বস্য প্রাণিজাতস্য শ্রদ্ধা ভবতি ভারত। যদ্যেবং ততঃ কিং স্যাদিত্যুচ্যতে শ্রদ্ধাময়ঃ শ্রদ্ধাপ্রায় অয়ং পুরুষঃ সংসারী জীবঃ। কথং যোযচ্ছ্রদ্ধঃ যা শ্রদ্ধা যস্য জীবস্য স যচ্ছ্রদ্ধঃ স এব তচ্ছ্রদ্ধানুরূপ এব স জীবঃ। ৩।

ভাষ্যানুবাদ। সকল প্রাণীরই এই ত্রিবিধ শ্রদ্ধা সত্ত্বানুরূপ হইয়া থাকে। সত্ত্বশব্দের অর্থ—বিশিষ্ট সংস্কার যুক্ত অন্তঃকরণ। যাহার অন্তঃকরণে যেরূপ সংস্কার প্রবল, সেই সংস্কারের অনুরূপই তাহার শ্রদ্ধা হইয়া থাকে, হে ভারত! যদি এই প্রকার হইল, তবে ফলে কি দাঁড়াইতেছে? তাহার উপর বলা হইতেছে যে, এই "পুরুষ" সংসারী জীব "শ্রদ্ধাময়" শ্রদ্ধাপ্রায় অর্থাৎ যাহার যেরূপ শ্রদ্ধা, সে পুরুষ সেই শ্রদ্ধারই অনুরূপ হইয়া থাকে। ৩।

যজন্তে সাত্ত্বিকা দেবান্ যক্ষরক্ষাংসি রাজসাঃ।
প্রেতান্ ভূতগণাংশ্চান্যে যজন্তে তামসা জনাঃ॥ ৪॥

অন্বয়। সাত্ত্বিকা দেবান্ যজন্তে রাজসা যক্ষরক্ষাংসি যজন্তে অন্যে তামসা জনাঃ প্রেতান্ ভূতগণান্ চ যজন্তে। ৪।

মূলানুবাদ। সাত্ত্বিকগণ দেবগণের পূজা করিয়া থাকে, রাজসগণ যক্ষ ও রাক্ষসগণের পূজা করে, অন্য তামসগণ প্রেত ও ভূতগণের পূজা করে। ৪।

ভাষ্য। ততশ্চ কার্য্যেণ লিঙ্গেন দেবাদিপূজয়া—সত্ত্বাদিনিষ্ঠা অনুমেয়া ইত্যাহ যজন্তে পূজয়ন্তি সাত্ত্বিকাঃ সত্ত্বনিষ্ঠা দেবান্, যক্ষরক্ষাংসি রাজসাঃ প্রেতান্ ভূতগণাংশ্চ সপ্তমাতৃকাদীংশ্চ অন্যে যজন্তে তামসা জনাঃ। ৪।

ভাষ্যানুবাদ। সেইকারণে দেবপূজাদিরূপ যে সকল কার্য্য, তাহা দ্বারা লোকের সাত্ত্বিকী প্রভৃতি শ্রদ্ধার অনুমান করিয়া লইতে হয়। যাহারা সাত্ত্বিক অর্থাৎ সত্ত্বনিষ্ঠ, তাহারা দেবগণের যজন অর্থাৎ পূজন করিয়া থাকে। "রাজস" রজোনিষ্ঠগণ যক্ষ ও রাক্ষসগণের পূজা করে, "তামস" তমোনিষ্ঠগণ প্রেতগণ ভূতগণ এবং সপ্তমাতৃকা প্রভৃতির পূজা করে। ৪।

অশাস্ত্রবিহিতং ঘোরং তপ্যন্তে যে তপো জনাঃ।
দম্ভাহঙ্কারসংযুক্তাঃ কামরাগবলান্বিতাঃ॥ ৫॥
কর্শয়ন্তঃ শরীরস্থং ভূতগ্রামমচেতসঃ।
মাং চৈবান্তঃশরীরস্থং তান্ বিদ্ধ্যাসুরনিশ্চয়ান্॥ ৬॥

অন্বয়। যে অচেতসঃ দম্ভাহঙ্কারসংযুক্তাঃ কামরাগবলান্বিতাঃ অচেতসঃ জনাঃ শরীরস্থং ভূতগ্রামং অন্তঃশরীরস্থং মাং চ কর্শয়ন্তঃ অশাস্ত্রবিহিতং ঘোরং তপঃ তপ্যন্তে তান আসুরনিশ্চয়ান বিদ্ধি॥ ৫-৬॥

মূলানুবাদ। যাহারা বিবেকহীন এবং দম্ভ ও অহঙ্কারযুক্ত, যাহারা কাম রাগজনিত বলের আধার, যাহারা শরীরস্থ ভূতসমূহ এবং অন্তঃশরীরস্থিত আমাকে কৃশ করিয়া অশাস্ত্রবিহিত ঘোর তপস্যার অনুষ্ঠান করে, তাহাদের নিশ্চয় আসুর ইহা জানিও। ৫-৬।

ভাষ্য। এবং কার্য্যতো নির্ণীতাঃ সত্ত্বাদিনিষ্ঠাঃ শাস্ত্রবিধ্যুৎসর্গে তত্র কশ্চিদেব সহস্রেষু দেবপূজাদিতৎপরঃ সত্ত্বনিষ্ঠোভবতি. বাহুল্যেন তু রজোনিষ্ঠাস্তমোনিষ্ঠাশ্চৈব প্রাণিনোভবন্তি। কথং, অশাস্ত্রবিহিতং ন শাস্ত্রবিহিতং অশাস্ত্রবিহিতং ঘোরং পীড়াকরং প্রাণিনামাত্মনশ্চ তপঃ তপ্যন্তে নির্ব্বর্ত্তয়ন্তি যে তপঃ জনাঃ তে চ দম্ভাহঙ্কারসংযুক্তা দম্ভশ্চ অহঙ্কারশ্চ দম্ভাহঙ্কারৌ তাভ্যাং সংযুক্তা দম্ভাহঙ্কারসংযুক্তাঃ কামরাগবলান্বিতাঃ কামশ্চ রাগশ্চ কামরাগৌ তৎকৃতং বলং তেন অন্বিতাঃ কামরাগবলৈর্বা অন্বিতাঃ। কর্শয়ন্ত ইতি—কর্শয়ন্তঃ কৃশীকুর্ব্বন্তঃ শরীরস্থং ভূতগ্রামং করণসমুদায়ং অচেতসঃ অবিবেকিনঃ মাং চৈব তৎকর্ম্মবুদ্ধিসাক্ষিভূতং অন্তঃশরীরস্থং কর্শয়ন্তঃ মদনুশাসনাকরণমেব মৎকর্শনং তান্ বিদ্ধি আসুরনিশ্চয়ান আসুরো নিশ্চয়ো যেষাং তে আসুরনিশ্চয়াঃ তান্ পরিহরণায় বিদ্ধি ইত্যুপদেশঃ। ৫ ৬।

ভাষ্যানুবাদ। সত্ত্ব প্রভৃতি গুণের নিষ্ঠা এই ভাবে কার্য্যের দ্বারা নির্ণীত হইল। যদিও শাস্ত্র সামান্যভাবে সকলকেই বিহিত কার্য্য করিবার জন্য উপদেশ দেন বটে, তাহা হইলেও, বহু সহস্র ব্যক্তির মধ্যে হয়ত কোন একজন সত্ত্বনিষ্ঠ হইয়া বিহিত দেবপূজা প্রভৃতি কর্ম্মে তৎপর হয়, অধিকাংশ প্রাণীই রজোনিষ্ঠ বা তমোনিষ্ঠ হইয়া থাকে, কিপ্রকারে (রজোনিষ্ঠ এবং তমোনিষ্ঠ ব্যক্তিগণ বিপরীতাচরণ করে ? তাহাই দেখান হইতেছে যে) 'অশাস্ত্রবিহিত' যাহা শাস্ত্রে বিহিত হয় নাই (তাহাকে অশাস্ত্রবিহিত কহা যায) "ঘোর" অন্যান্য প্রাণিগণের এবং নিজের পীড়াকর, এইরূপ তপস্যাই তাহারা করিয়া থাকে। (তাহারা কিরূপ ?) "দম্ভাহঙ্কারসংযুক্ত" দম্ভ এবং অহঙ্কার এই দুইটীর সহিত যাহাদের নিত্য সম্বন্ধ, তাহারাই দম্ভাহঙ্কারসংযুক্ত, (এবং তাহারা) "কামরাগবলান্বিত" কাম ও রাগ এই দুইটীকে বুঝাইবার জন্য কামরাগ এই শব্দটী প্রযুক্ত হইয়াছে, সেই কামরাগজনিত যে বল তাহার দ্বারা যাহারা অন্বিত, তাহাদিগকে কামরাগবলান্বিত বলা যায়। অথবা কাম, রাগ, এবং বল, এই তিনটী যাহাদের আছে, তাহারাই কামরাগবলান্বিত। কর্শয়ন্ত ইত্যাদি শ্লোকের অর্থ এই যে, কর্শন করা অর্থাৎ কৃশ করা, তাহারা নিজ শরীরের মধ্যে অবস্থিত ভূত-

সমূহকে (বৃথা ক্লেশের দ্বারা) কৃশ করিয়া থাকে। তাহারা "অচেতা" অর্থাৎ বিবেক-শূন্য ও তাহারা শরীরের মধ্যে অন্তঃকরণ বৃত্তির সাক্ষিস্বরূপে অবস্থিত আমাকেও কর্ষন করে, আমার উপদেশানুসারে কার্য্য না করিলেই আমার কর্ষন করা হয়। এই প্রকার যাহারা করিয়া থাকে, তাহাদিগকে আসুর নিশ্চয় বলিয়া জানিবে। অসুরের ন্যায় যাহাদের নিশ্চয়, তাহাদিগকেই আসুর নিশ্চয় কহা যায়, তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিবার জন্যই, তাহাদের স্বরূপ জানিয়া রাখ। ইহাই ভগবানের উপদেশ ৫-৬।

আহারস্ত্বপি সর্ব্বস্য ত্রিবিধো ভবতি প্রিয়ঃ।
যজ্ঞস্তপস্তথা দানং তেষাং ভেদমিমং শৃণু॥ ৭

অন্বয়। সর্ব্বস্য আহারঃ ত্রিবিধঃ প্রিয়ঃ ভবতি যজ্ঞোপি (ত্রিবিধঃ প্রিয়ো ভবতি) তথা তপঃ দানং চ (ত্রিবিধং প্রিয়ং ভবতি) তেষাং ইমং ভেদং শৃণু। ৭।

মূলানুবাদ। সকল মনুষ্যেরই স্বপ্রকৃতিভেদে আহার যজ্ঞ তপস্যা এবং দান ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের হয় (অর্থাৎ সাত্ত্বিকের আহারাদি সাত্ত্বিক হয়, রাজসপ্রকৃতি এবং তামসপ্রকৃতি পুরুষের আহারাদি যথাক্রমে রাজস ও তামসই হইয়া থাকে)। সেই তাহাদের প্রিয় ত্রিবিধ আহারাদির বিশেষ পরিচয় দিতেছি, শ্রবণ কর। ৭।

ভাষ্য। আহারাণাঞ্চ রস্যস্নিগ্ধাদিবর্গত্রয়রূপেণ ভিন্নানাং যথাক্রমং সাত্ত্বিক-রাজসতামসপুরুষপ্রিয়ত্বদর্শনমিহ ক্রিয়তে, রস্যস্নিগ্ধাদিষু আহারবিশেষেষু আত্মনঃ প্রীত্যতিরেকেণ লিঙ্গেন সাত্ত্বিকত্বং রাজসত্বং তামসত্বং চ বুদ্ধা রজস্তমো-লিঙ্গানাং আহারাণাং পরিবর্জ্জনার্থং সত্ত্বলিঙ্গানাঞ্চ উপাদানার্থং। তথা যজ্ঞাদীনা-মপি সত্ত্বাদিগুণভেদেন ত্রিবিধত্বপ্রতিপাদনমিহ রাজসতামসান্ বুদ্ধা কথং নু নাম পরিত্যজেৎ সাত্ত্বিকানেব অনুতিষ্ঠেদিত্যেবমর্থং। আহারস্ত্বপি সর্ব্বস্য ভোক্তু-স্ত্রিবিধো ভবতি প্রিয় ইষ্টস্তথা যজ্ঞস্তথা তপঃ তথা দানং তেষামাহারাদীনাং ভেদ-মিমং বক্ষ্যমাণং শৃণু। ৭।

ভাষ্যানুবাদ। রস্য ও স্নিগ্ধ প্রভৃতি আহার তিন ভাগে বিভক্ত, যথাক্রমে সাত্ত্বিক রাজস ও তামস আহার সত্ত্বনিষ্ঠ রজোনিষ্ঠ এবং তমোনিষ্ঠ মনুষ্যের "প্রিয়" ইষ্ট হইয়া থাকে। ইহাই দেখান হইতেছে, সেই রস্য ও স্নিগ্ধ প্রভৃতি ত্রিবিধ আহারের মধ্যে, সাত্ত্বিক আহারে যাহার অতিশয় প্রীতি দেখিতে পাওয়া যায়, সেই ব্যক্তিকে সত্ত্বনিষ্ঠ বলিয়া বুঝিতে হইবে, এইরূপ রাজস এবং তামস আহারে প্রীতির আধিক্য দেখিয়া যথাক্রমে রজোনিষ্ঠ এবং তমোনিষ্ঠ পুরুষকেও চিনিয়া লইতে

পারা যায়। সাত্ত্বিক প্রভৃতি ত্রিবিধ আহারের স্বরূপ বুঝিয়া রাজস এবং তামস আহারকে পরিবর্জ্জন করিতে হইবে, সাত্ত্বিক আহারের উপাদান করিতে হইবে। এই ত্রিবিধ যজ্ঞ তপঃ এবং দানের মধ্যে যাহা রাজস এবং তামস, তাহার পরিত্যাগ করিতে হইবে, আর যাহা সাত্ত্বিক, তাহারই অনুষ্ঠান করিতে হইবে। ইহার জন্যই বলিতেছেন যে, সকলপ্রকার ভোক্তারই ত্রিবিধ আহার (নিজ নিজ প্রকৃতি অনুসারে, "প্রিয়" ইষ্ট হয়। সেইরূপ ত্রিবিধ যজ্ঞ তপস্যা এবং দানও ত্রিবিধ ব্যক্তির প্রিয় হইয়া থাকে, সেই আহার প্রভৃতির ভেদ আমি যাহা বলিতেছি, তাহা তুমি শুন। ৭।

আয়ুঃসত্ত্ববলারোগ্যসুখপ্রীতিবিবর্দ্ধনাঃ।
রস্যাঃ স্নিগ্ধাঃ স্থিরা হৃদ্যা আহারাঃ সাত্ত্বিকপ্রিয়াঃ ॥ ৮ ॥

অন্বয়। আয়ুঃসত্ত্ববলারোগ্যসুখপ্রীতিবিবর্দ্ধনাঃ রস্যাঃ স্নিগ্ধাঃ স্থিরাঃ হৃদ্যাঃ চ আহারাঃ সাত্ত্বিকপ্রিয়া ভবন্তি। ৮।

মূলানুবাদ। আয়ুঃ বুদ্ধি বল আরোগ্য সুখ ও প্রীতির বৃদ্ধি যাহা দ্বারা হয়, যাহা রসযুক্ত, যাহা স্নিগ্ধ, যাহার ফল বহুকাল থাকে, এবং যাহা হৃদয়ের তৃপ্তিকর, সেইরূপ আহারই সাত্ত্বিকগণের প্রিয় হয়। ৮।

ভাষ্য। আয়ুরিতি। আয়ুশ্চ সত্ত্বঞ্চ বলঞ্চ আরোগ্যং চ সুখং চ প্রীতিশ্চ তাসাং বিবর্দ্ধনা আয়ুঃসত্ত্ববলারোগ্যসুখপ্রীতিবিবর্দ্ধনাঃ তে চ রস্যাঃ রসোপেতাঃ স্নিগ্ধাঃ স্নেহবন্তঃ স্থিরাশ্চিরকালস্থায়িনো দেহে হৃদ্যা হৃদয়প্রিয়া আহারাঃ সাত্ত্বিকপ্রিয়াঃ সাত্ত্বিকস্যেষ্টাঃ। ৮।

ভাষ্যানুবাদ। যে আহার, আয়ুঃ সত্ত্ব বল আরোগ্য সুখ এবং প্রীতিকে বাড়াইয়া থাকে, তাহাকে "আয়ুঃসত্ত্ববলারোগ্যসুখপ্রীতিবিবর্দ্ধিন" কহা যায়। সেইরূপ আহার এবং "রস্য" সরস "স্নিগ্ধ" স্নেহদ্রব্যমিশ্রিত, "স্থির" দেহে যাহার ফল বহুকাল থাকে, তাহাই স্থির, এই সকল গুণযুক্ত আহার "সাত্ত্বিকপ্রিয়" সাত্ত্বিকের ইষ্ট হইয়া থাকে। ৮।

কট্বম্ললবণাত্যুষ্ণতীক্ষ্ণরূক্ষবিদাহিনঃ।
আহারা রাজসস্যেষ্টা দুঃখশোকাময়প্রদাঃ ॥ ৯ ॥

অন্বয়। কট্বম্ললবণাত্যুষ্ণতীক্ষ্ণরূক্ষবিদাহিনঃ দুঃখশোকাময়প্রদা আহারাঃ রাজসস্য ইষ্টাঃ। ৯।

মূলানুবাদ। অতি কটু অতিশয় অম্ল অতিশয় লবণযুক্ত অত্যন্ত উষ্ণ তীক্ষ্ণ রুক্ষ দাহকর ও দুঃখশোকাময়প্রদ আহার রাজস ব্যক্তির ইষ্ট হইয়া থাকে। ৯।

ভাষ্য। কটুঃ অম্লঃ লবণঃ অত্যুষ্ণঃ অতিশব্দঃ কট্বাদিষু সর্ব্বত্র যোজ্যঃ। অতিকটুঃ অতিতীক্ষ্ণইত্যেবং কট্বম্ললবণাত্যুষ্ণতীক্ষ্ণরুক্ষবিদাহিনঃ আহারা রাজসস্যেষ্টাঃ দুঃখশোকাময়প্রদাঃ দুঃখং চ শোকঞ্চ আময়ঞ্চ প্রযচ্ছন্তীতি দুঃখশোকাময়প্রদাঃ। ৯।

ভাষ্যানুবাদ। "কট্বম্ললবণাত্যুষ্ণতীক্ষ্ণরুক্ষবিদাহী" এই শব্দটীর মধ্যে যে অতি শব্দটী আছে, তাহা যে কেবল উষ্ণ শব্দের সহিত অন্বিত, তাহা নহে, কটু প্রভৃতি শব্দগুলির সহিতও উহার অন্বয় করিতে হইবে অর্থাৎ অতিকটু অতিশয়-অম্ল অতি লবণ অত্যুষ্ণ তীক্ষ্ণ রুক্ষ এবং বিদাহকর যে আহার, তাহাই "কট্বম্ল-লবণাত্যুষ্ণতীক্ষ্ণরুক্ষবিদাহী" এই প্রকার আহার, রাজস মনুষ্যেরই ইষ্ট হয়, তাহা ছাড়া "দুঃখশোকাময়প্রদ" আহারও রাজস মনুষ্যেরই ইষ্ট, যাহার সেবনে দুঃখ শোক এবং ব্যাধি উৎপন্ন হয়, তাহাকেই "দুঃখশোকাময়প্রদ" কহা যায়। ৯।

যাতযামং গতরসং পূতি পর্য্যুষিতঞ্চ যৎ।
উচ্ছিষ্টমপি চামেধ্যং ভোজনং তামসপ্রিয়ম্॥ ১০॥

অন্বয়। যৎ যাতযামং গতরসং পূতি পর্য্যুষিতং চ উচ্ছিষ্টং অপি চ (যৎ) অমেধ্যং (তৎ) ভোজনং তামসপ্রিয়ং। ১০।

মূলানুবাদ। যাহা মন্দপক্ক নীরস দুর্গন্ধযুক্ত পর্য্যুষিত (গত রাত্রিতে পক্ক) উচ্ছিষ্ট এবং অপবিত্র, সেইপ্রকার ভোজনই, তামসজীবের প্রিয় হইয়া থাকে। ১০।

ভাষ্য। যাতযামমিতি। যাতযামং মন্দপক্কং নির্বীর্যাস্য গতরসেনোক্তত্বাৎ গতরসং রসবিযুক্তং পূতি দুর্গন্ধং পর্য্যুষিতং পক্কং সদ্ যদ্রাত্র্যন্তরিতম্ চ যদুচ্ছিষ্টমপি চ ভুক্তশিষ্টমপি অমেধ্যমযজ্ঞার্হং ভোজনমীদৃশং তামসপ্রিয়ং। ১০।

ভাষ্যানুবাদ। যাতযামং ইত্যাদি (শ্লোকের অর্থ)। "যাতযাম" এই শব্দটীর অর্থ (এইস্থলে) মন্দপক্ক। (যাতযামশব্দের বাচ্যার্থ নির্ব্বীর্য্য হইলেও এইস্থানে ইহার নির্ব্বীর্য্যরূপ অর্থ গ্রহণ করা যাইতে পারে না) কারণ, গতরস বলিলেই নির্ব্বীর্য্যরূপ অর্থ আপনাআপনিই প্রতীত হইয়া থাকে। "গতরস" রসহীন (সুতরাং নির্ব্বীর্য্য) "পূতি" দুর্গন্ধযুক্ত, পর্য্যুষিত" যাহা পক্ক হইয়া একরাত্রিকে

অতিবাহিত করিয়াছে, তাহাই পর্য্যুষিত "উচ্ছিষ্ট" অপরের ভুক্তাবশিষ্ট এবং "অমেধ্য" যজ্ঞে দিবার উপযুক্ত যাহা নহে তাহাই অমেধ্য, এইরূপ ভোজনই তামসপ্রকৃতিসম্পন্ন ব্যক্তির প্রিয় হইয়া থাকে। ১০।

অফলাকাঙ্ক্ষিভির্যজ্ঞো বিধিদৃষ্টো য ইজ্যতে।
যষ্টব্যমেবেতি মনঃ সমাধায স সাত্ত্বিকঃ ॥ ১১ ॥

অন্বয়। যষ্টব্যমেব ইতি মনঃ সমাধায অফলাকাঙ্ক্ষিভির্যঃ বিধিদৃষ্টঃ যজ্ঞ ইজ্যতে স (যজ্ঞঃ) সাত্ত্বিকঃ। ১১।

মূলানুবাদ। যজ্ঞ করাই আমার কার্য্য, এইপ্রকারে চিত্তকে সমাহিত করিয়া, ফলের প্রতি কামনা পরিহার পূর্ব্বক, লোকে যে শাস্ত্রবিহিত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করে, সেই যজ্ঞই সাত্ত্বিক। ১১।

ভাষ্য। অথেদানীং যজ্ঞঃ ত্রিবিধ উচ্যতে অফলাকাঙ্ক্ষিভিঃ অফলার্থিভিঃ বিধিদৃষ্টঃ শাস্ত্রচোদনাদৃষ্টঃ যো যজ্ঞঃ ইজ্যতে নির্ব্বর্ত্ত্যতে, যষ্টব্যমেব যজ্ঞস্বরূপ-নির্ব্বর্ত্তনমেব কার্য্যমিতি মনঃ সমাধায নানেন পুরুষার্থঃ মম কর্ত্তব্য ইত্যেবং নিশ্চিত্য স সাত্ত্বিকো যজ্ঞ উচ্যতে। ১১।

ভাষ্যানুবাদ। তাহার পর এক্ষণে ত্রিবিধ যজ্ঞ বলা হইতেছে। "অফলাকাঙ্ক্ষী" যাঁহাদের ফলবিষয়ে কামনা নাই, তাঁহারাই অফলাকাঙ্ক্ষী, তাঁহারা "বিধিদৃষ্ট" শাস্ত্রবিধানের দ্বারা অনুজ্ঞাত যে যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন (কি ভাবে করেন?) "যষ্টব্য" অর্থাৎ যাগের যাহা প্রকৃত স্বরূপ, তাহারই অনুষ্ঠান মাত্র আমার কর্ত্তব্য, এই ভাবে, মনকে সমাহিত করিয়া, (যে যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন) তাহাই, সাত্ত্বিক যজ্ঞ বলিয়া কথিত হয়। ১১।

অভিসন্ধায তু ফলং দম্ভার্থমপি চৈব যৎ।
ইজ্যতে ভরতশ্রেষ্ঠ তং যজ্ঞং বিদ্ধি রাজসং ॥ ১২ ॥

অন্বয়। ফলং অভিসন্ধায় অপি চৈব দম্ভার্থং বা যৎ ইজ্যতে হে ভরতশ্রেষ্ঠ তং যজ্ঞং রাজসং বিদ্ধি। ১২।

মূলানুবাদ। ফল লাভ করিব এইপ্রকার কামনায়, কিংবা ধার্ম্মিক বলিয়া খ্যাতিলাভের ইচ্ছায়, যে যজ্ঞ করা যায়, হে ভরতশ্রেষ্ঠ! সেই যজ্ঞই, রাজস যজ্ঞ ইহা বুঝিবে। ১২।

ভাষ্য। অভিসন্ধায়েতি। অভিসন্ধায় উদ্দিশ্য ফলং দম্ভার্থমপি চ এব যদিজ্যতে ভরতশ্রেষ্ঠ তং যজ্ঞং বিদ্ধি রাজসম্। ১২।

ভাষ্যানুবাদ। অভিসন্ধায় ইত্যাদি (শ্লোকের অর্থ) অভিসন্ধান করিয়া অর্থাৎ ফল লাভ হউক এইপ্রকার কামনা করিয়া কিংবা "দম্ভার্থ" আমি ধার্ম্মিক ইহা লোকে জানুক এইপ্রকার কামনা করিয়া, যে যজ্ঞের অনুষ্ঠান করা যায়, হে ভরতশ্রেষ্ঠ! সেই যজ্ঞকে, রাজস যজ্ঞ বলিয়া বুঝিবে। ১২।

বিধিহীনমসৃষ্টান্নং মন্ত্রহীনমদক্ষিণম্।
শ্রদ্ধাবিরহিতং যজ্ঞং তামসং পরিচক্ষতে॥ ১৩॥

অন্বয়। বিধিহীনং অসৃষ্টান্নং মন্ত্রহীনং অদক্ষিণং শ্রদ্ধাবিরহিতং চ যজ্ঞং তামসং পরিচক্ষতে। ১৩।

মূলানুবাদ। যাহার যথাবিধি অনুষ্ঠান হয় না, যাহাতে অন্নের উৎসর্গ হয় না, যাহা দক্ষিণাহীন, এবং শ্রদ্ধাবিরহিত, সেই যজ্ঞকে তামস যজ্ঞ বলা যায়। ১৩।

ভাষ্য। বিধিহীনমিতি। বিধিহীনং যথা চোদিতং বিপরীতং অসৃষ্টান্নং ব্রাহ্মণেভ্যঃ ন সৃষ্টং ন দত্তমন্নং যস্মিন্ যজ্ঞে সোঽসৃষ্টান্নঃ তমসৃষ্টান্নং মন্ত্রহীনং স্বরতো বর্ণতশ্চ বিযুক্তং মন্ত্রহীনং অদক্ষিণমুক্তদক্ষিণাবহিতং শ্রদ্ধাবিরহিতং তামসং পরিচক্ষতে তমোনির্বৃত্তং কথয়ন্তি। ১৩।

ভাষ্যানুবাদ। বিধিহীনং ইত্যাদি (শ্লোকের অর্থ)। "বিধিহীন" শাস্ত্রে যে ভাবে কর্ম্ম করিতে বিধান আছে, তাহার বিপরীত হইলেই বিধিহীন হয়। "অসৃষ্টান্ন" অর্থাৎ যে যজ্ঞে ব্রাহ্মণগণের উদ্দেশে অন্নদান করা হয় না, সেই যজ্ঞকে অসৃষ্টান্ন বলা যায়। "মন্ত্রহীন" যে যজ্ঞে মন্ত্রের স্বর ও বর্ণ ঠিকভাবে পঠিত হয় না, তাহাই মন্ত্রহীন, যে যজ্ঞে শাস্ত্রকথিত দক্ষিণা দেওয়া হয় না, সেই যজ্ঞ "অদক্ষিণ", এবং "শ্রদ্ধাবিরহিত" আস্তিক্য বুদ্ধি পূর্ব্বক যাহার অনুষ্ঠান হয় না, তাহা শ্রদ্ধাবিরহিত। এইপ্রকার যজ্ঞকে "তামস" তমোগুণের কার্য্য বলিয়া (পণ্ডিতগণ) নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। ১৩।

দেবদ্বিজগুরুপ্রাজ্ঞপূজনং শৌচমার্জ্জবম্।
ব্রহ্মচর্য্যমহিংসা চ শারীরং তপ উচ্যতে॥ ১৪॥

অন্বয়। দেবদ্বিজগুরুপ্রাজ্ঞপূজনং শৌচং আর্জ্জবং ব্রহ্মচর্য্যং অহিংসা চ শারীরং তপ উচ্যতে। ১৪।

মূলানুবাদ। দেবতা ব্রাহ্মণ গুরু এবং পণ্ডিতের পূজা, শৌচ, সরল ব্যবহার, ব্রহ্মচর্য্য, এবং অহিংসা, এই কয়টীকে শারীর তপস্যা বলা যায়। ১৪।

ভাষ্য। অথেদানীং তপস্ত্রিবিধমুচ্যতে দেবাশ্চ দ্বিজাশ্চ গুরবশ্চ প্রাজ্ঞাশ্চ দেবদ্বিজগুরুপ্রাজ্ঞাঃ তেষাং পূজনং দেবদ্বিজগুরুপ্রাজ্ঞপূজনং শৌচং আর্জ্জবং ঋজুত্বং ব্রহ্মচর্য্যমহিংসা চ শরীরনির্ব্বর্ত্ত্যং শারীরং শরীরপ্রধানৈঃ সর্ব্বৈরেব কার্য্যকরণৈঃ কর্ত্ত্রাদিভিঃ সাধ্যং শারীরং তপ উচ্যতে। পঞ্চৈতে তস্য হেতব ইতি হি বক্ষ্যতি। ১৪।

ভাষ্যানুবাদ। অতঃপর এইক্ষণে তপস্যা (যে) ত্রিবিধ (তাহা) বলিতেছেন। দেবতা ব্রাহ্মণগণ গুরুজন ও প্রাজ্ঞ, ইঁহাদের পূজনই "দেবদ্বিজগুরুপ্রাজ্ঞ-পূজন," শৌচ, "আর্জ্জব" সরলতা ব্রহ্মচর্য্য এবং অহিংসা এই কয়টী শারীর তপস্যা, কারণ, এইগুলির অনুষ্ঠান শরীর অথবা শরীরপ্রধান যে সকল্ কার্য্য করণ ও কর্তৃপ্রভৃতি, তাহাদের দ্বারাই নিষ্পাদিত হইযা থাকে। পরে ভগবান্ই বলিতেছেন, তাহার হেতু এই পাঁচটী। ১৪।

অনুদ্বেগকরং বাক্যং সত্যং প্রিয়হিতঞ্চ যৎ।
স্বাধ্যায়াভ্যসনঞ্চৈব বাঙ্ময়ং তপউচ্যতে॥ ১৫॥

অন্বয়। অনুদ্বেগকরং সত্যং প্রিয়হিতঞ্চ যদ্‌বাক্যং (তৎ) স্বাধ্যায়াভ্যসনং চ এব বাঙ্ময়ং তপ উচ্যতে। ১৫।

মূলানুবাদ। যাহাদ্বারা কাহাকেও উদ্বিগ্ন হইতে হয না, যাহা প্রিয় ও হিত, এবং যাহা সত্য, এইরূপ বাক্য এবং বেদের অভ্যাসকে, বাঙ্ময় তপস্যা বলা যায়। ১৫।

ভাষ্য। অনুদ্বেগেতি। অনুদ্বেগকরং প্রাণিনামদুঃখকরং বাক্যং সত্যপ্রিয়-হিতং যৎ প্রিয়হিতে দৃষ্টাদৃষ্টার্থে। অনুদ্বেগকরত্বাদিভিঃ ধর্ম্মৈঃ বাক্যং বিশেষ্যতে। বিশেষণধর্ম্মসমুচ্চয়ার্থশ্চশব্দঃ। পরপ্রত্যায়নার্থং প্রযুক্তস্য বাক্যস্য সত্যপ্রিয়-হিতানুদ্বেগকরত্বানামন্যতমেন দ্বাভ্যাং ত্রিভির্বা হীনতা যদি স্যাং ন তদ্ বাঙ্ময়ং তপঃ। তথা সত্যবাক্যস্য ইতরেষামন্যতমেন দ্বাভ্যাং ত্রিভির্বা হীনতায়াং ন বাঙ্ময়তপস্ত্বং। তথা হিতবাক্যস্যাপীতরেষামন্যতমেন দ্বাভ্যাং ত্রিভির্বা বিযুক্তস্য ন বাঙ্ময়তপস্ত্বং। কিং পুনস্তৎ তপঃ? যৎ সত্যং বাক্যং অনুদ্বেগকরং প্রিয়হিতঞ্চ যৎ তৎ পরমং তপোবাঙ্ময়ম্। যথা শান্তোভব বৎস স্বাধ্যায়ং যোগং চ অনুতিষ্ঠ তথা তে শ্রেয়োভবিষ্যতি। স্বাধ্যায়াভ্যসনঞ্চৈব যথাবিধি বাঙ্ময়ং তপ উচ্যতে। ১৫।

ভাষ্যানুবাদ। অনুদ্বেগ ইত্যাদি (শ্লোকের অর্থ)। "অনুদ্বেগকর" প্রাণিগণের যাহা দ্বারা কোনপ্রকার দুঃখ হয় না, তাহাই অনুদ্বেগকর। প্রিয় ও হিত, যে বাক্যের দ্বারা ঐহিক এবং পারত্রিক প্রিয় এবং হিত হয়, সেই বাক্যকে প্রিয়হিত বাক্য বলা যায়। এই অনুদ্বেগকরত্বপ্রভৃতি ধর্ম্ম কয়টীর দ্বারা বাক্য বিশেষিত হইতেছে। অনুদ্বেগকরত্ব প্রিয়ত্ব হিতত্ব এবং সত্যত্ব এই চারিটী ধর্ম্মের সহিত বাক্যের সম্বন্ধ থাকাই চাই, ইহাই বুঝাইবার জন্য "চ" এই সমুচ্চয়বাচক শব্দটীর প্রয়োগ করা হইয়াছে। এই চারিটী ধর্ম্মের একটী দুইটী বা তিনটীর সহিত যে বাক্য যুক্ত নহে, সেই বাক্য পরকে বুঝাইবার জন্য প্রযুক্ত হইলেও তাহা বাঙ্ময় তপঃ হইতে পারে না, ইহাই তাৎপর্য্য। দৃষ্টান্ত এই যে, যদি বাক্য সত্য হয়, অথচ তাহা উদ্বেগকর অথবা অহিত কিংবা অপ্রিয় হয়, তাহা হইলে ঐ বাক্যকে বাঙ্ময় তপঃ বলা যাইবে না। আবার যদি, বাক্য হিত ও অনুদ্বেগকর হয় কিন্তু সত্য না হয়, তাহা হইলেও ঐবাক্য বাঙ্ময় তপঃ হইতে পারে না। এই প্রিয় বাক্যও যদি ঐ কয়টী ধর্ম্মের মধ্যে কোন একটী দুইটী বা তিনটী ধর্ম্মের সহিত যুক্ত না হয়, তাহা হইলে ঐ হিতবাক্যকে বাঙ্ময় তপঃ বলা যাইতে পারে না। কিরূপ হইলে বাক্য বাঙ্ময় তপঃ হয়? (তাহার নিদর্শন) যে বাক্য, সত্য অনুদ্বেগকর প্রিয় এবং হিত, (অর্থাৎ এই চারিটী বিশেষণ যে বাক্যে নিত্য বিদ্যমান থাকে) সেই বাক্যই বাঙ্ময় তপ এবং "স্বাধ্যায়াভ্যসন" অর্থাৎ যথাবিধি বেদাভ্যাসও বাঙ্ময় তপঃ বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। ১৫।

মনঃপ্রসাদঃ সৌম্যত্বং মৌনমাত্মবিনিগ্রহঃ।
ভাবসংশুদ্ধিরিত্যেতৎ তপোমানসমুচ্যতে ॥ ১৬ ॥

অন্বয়। মনঃপ্রসাদঃ, সৌম্যত্বং, মৌনং, আত্মবিনিগ্রহঃ, ভাবসংশুদ্ধিঃ ইত্যেতৎ মানসং তপঃ উচ্যতে। ১৬।

মূলানুবাদ। চিত্তের প্রসন্নতা, সৌম্যতা, মৌন, আত্মবিনিগ্রহ এবং ভাবসংশুদ্ধি এই কয়টীকে মানস তপ কহা যায়। ১৬।

ভাষ্য। মনইতি। মনঃপ্রসাদঃ মনসঃ প্রশান্তিঃ স্বচ্ছতাপাদনং মনসঃ প্রসাদঃ। সৌম্যত্বং যৎ সৌমনস্যমাহুঃ—মুখাদিপ্রসাদকার্য্যানুমেয়া অন্তঃকরণস্য বৃত্তিঃ। মৌনং বাক্‌সংযমোঽপি মনঃসংযমপূর্ব্বকোভবতীতি কার্য্যেণ কারণমুচ্যতে মনঃসংযমো মৌনমিতি আত্মবিনিগ্রহো মনোনিরোধঃ সর্ব্বতঃ সামান্যরূপ আত্মবিনিগ্রহঃ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ চরিত।

শ্রীগুরুদাস বর্ম্মন্।] [পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।

মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত, জাতিতে বৈদ্য, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের শ্যামবাজার শাখা-বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকের কার্য্য করেন, বাটীতে কিন্তু বড়ই অশান্তি, পরিবার মধ্যে অবনিবনাওয়ের দরুণ মনে অতিশয় কষ্ট, কখন মনে করেন, এরূপ ভাবে জীবন যাপন অপেক্ষা আত্মহত্যা শ্রেয়। বিদ্বান্ লোক, তাহার উপর ইংরাজি পড়া বিদ্বান্, আবার তাহার উপর তখন নাস্তিক শাস্ত্র পাঠে ঈশ্বরবাদ খণ্ডন করিয়া নিরীশ্বরবাদ প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিলে পাণ্ডিত্যের পরিচয় যথেষ্ট হয়, এরূপ একটা ঢেউ প্রায় সমস্ত শিক্ষিত মণ্ডলীর মধ্যে বিস্তৃত হইতেছে, মাষ্টার মহাশয় সেই পাশ্চাত্য ঢেউয়ে গা ঢালিয়া দিয়া আপনাকে খুব শ্রেষ্ঠ ও উন্নত মনে করিতেছেন, কিন্তু গৃহে দারুণ অশান্তি, গৃহে টিকিতে পারেন না। তাই স্বগৃহ ছাড়িয়া তাঁহার ভগিনীপতি বরাহনগরের ঈশান কবিরাজের বাটীতে দিন কয়েকের জন্য বাস করিতে গেলেন। তথায় যাইয়া একটু শান্তিবোধ করিলেন।

মহেন্দ্রনাথের বয়ঃক্রম তখন প্রায় ত্রিশ বৎসর, দেখিতে সুশ্রী, আয়ত রক্তিম লোচন, সুন্দর মুখে ঘোর কৃষ্ণবর্ণ লম্বমান শ্মশ্রুজাল, বরাহনগরে যাইয়া দুই চারি দিন পরে এক রবিবারে তত্রস্থ জনৈক পরিচিত ব্যক্তির সহিত এ বাগান ও বাগান বেড়াইতে বেড়াইতে নানা গল্প করিতেছেন আর সঙ্গীকে বাগানের শোভা দেখাইয়া বলিতেছেন, "আচ্ছা, এর চেয়ে আরও ভাল কোন বাগান এখানে আছে?" সঙ্গী কহিলেন, "আছে, রাণী রাসমণির বাগান, যেখানে রামকৃষ্ণ পরমহংস থাকেন।" মাষ্টার রামকৃষ্ণদেবের নাম আরও বার কয়েক শ্রবণ করিয়াছিলেন কিন্তু সাধু সন্ন্যাসী পরমহংস, সেকেলে বুজরুকী, কুসংস্কার বইত নয়, মাষ্টার একপ্রকার নিরীশ্বরবাদী, পরমহংসের কথা শুনিয়া তাঁহার বিশেষ কিছু কৌতুহল হইল না। তবে রাসমণির বাগানবাড়ী বড়ই সুন্দর শুনিয়া উহা দেখিবার জন্য আগ্রহ হইল। সঙ্গীকে বলিলেন—'তবে চল, রাসমণির বাগান দেখে আসি'। এই বলিয়া দুইজনে বাগানে উপস্থিত হইলেন এবং এক এক করিয়া সমস্ত স্থান দেখিয়া বিমোহিত হইয়া উহার প্রশংসা করিতে লাগিলেন। বসন্তকাল। বেল, যুঁই, চামেলি প্রভৃতি প্রাণমাতান ফুল চারিদিকে প্রস্ফুটিত, বাগানের কোলেই ভাগীরথী প্রবাহিত, মাষ্টারের মনে কবিতার ভাব জাগিয়া উঠিল, অমনি দূর হইতে দৃষ্টি

পড়িল একটী ঘরে অনেকগুলি ভদ্রলোক একত্রে বসিয়া আছেন। শুনিলেন, রামকৃষ্ণ পরমহংসের কাছে বহু লোক আগমন করেন আর তাঁহার ঈশ্বরীয় কথায় মুগ্ধ হন। এতক্ষণে মাষ্টারের মনে পরমহংসকে দেখিবার জন্য কৌতুহল জন্মিল, ভাবিলেন, সাধু কি বলেন, শুনিতে হইবে। এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে তাঁহার ঘরের সম্মুখে যাইয়া দাঁড়াইলেন, দেখিলেন, ঘরটী জনাকীর্ণ, সকলেই চিত্রার্পিতের মত একদৃষ্টে রামকৃষ্ণদেবের মুখপানে তাকাইয়া তাঁহার কথা শ্রবণ করিতেছেন। রামকৃষ্ণদেব তখন বলিতেছিলেন, 'যখন একবার ভগবানের নাম করলেই রোমাঞ্চ কি অশ্রুপাত হয়, তখনই ভগবান্ লাভের আর দেরি নেই জেন। ভগবান্ লাভ হলে, সমস্ত কর্ম্ম ত্যাগ হয়ে যায়, সন্ধ্যা আহ্নিক পূজা আর কিছুই কোরতে হয় না। সন্ধ্যা গায়ত্রীতে লয় হয়, গায়ত্রী ওঙ্কারে লয় হয়। তখন ওঙ্কার জপলেই হয়।' সরল ভাষায় গভীর ভাবপূর্ণ কথা শুনিয়াই মহেন্দ্রনাথের পাণ্ডিত্যাভিমান চলিয়া গেল, ভাবিলেন, "এমন সুন্দর কথা ত কখন শুনিনি।" বই পড়িয়া যে সকল সন্দেহ নাস্তিক্য ভাব প্রভৃতি হৃদয়ে সঞ্চিত হইয়াছিল, এক্ষণে সেগুলি যেন ভুলিয়া গেলেন। কেবল মাত্র এই কয়টী কথা শুনিয়াই তাঁহার সমস্ত সুন্দর বোধ হইতে লাগিল, মন মুগ্ধ হইয়া গেল, সে স্থান হইতে আর নড়িতে পারিলেন না। কিন্তু সন্ধ্যা আগতপ্রায়, দর্শকেরা সকলেই রামকৃষ্ণদেবের কথাবসানে গাত্রোত্থান করিয়া স্ব স্ব স্থানে যাইবার উদ্যোগ করিতেছেন দেখিয়া মাষ্টার দেবালয়গুলি দর্শনান্তে বাহিরে আসিয়া বাগানে অপরাপর স্থান দর্শন করিতে লাগিলেন। এদিকে সায়ংসন্ধ্যার আরাত্রিক আরম্ভ হইল এবং সঙ্গে সঙ্গে নহবৎখানায় নহবৎ বাজিয়া উঠিল, মাষ্টার মহাশয়ের হৃদয়ে কবিতার পূর্ণোচ্ছ্বাস উদয় হইল। তাঁহার সঙ্গীটী তাঁহাকে এই দেবালয় সংক্রান্ত অনেক কথা বলিতে লাগিলেন। মাষ্টার মহাশয় যাহা শুনিতেছেন, যাহা দেখিতেছেন, সকলই যেন তাঁহাকে এক অপূর্ব্ব প্রীতি প্রদান করিতেছে। সন্ধ্যার আরাত্রিকের পর মহেন্দ্রনাথ আবার রামকৃষ্ণদেবের প্রকোষ্ঠের নিকট আসিলেন, দেখিলেন, দ্বার ভেজান রহিয়াছে, মন্দিরের দাসী বৃন্দে দ্বারের নিকট দণ্ডায়মানা এবং ঘরের ভিতর হইতে ধুনার সৌরভ আসিতেছে। মাষ্টারের ইচ্ছা—ঘরে প্রবেশ করেন কিন্তু তিনি একজন ইংরাজী শিক্ষিত ব্যক্তি। বিনা অনুমতিতে কাহারও ঘরের রুদ্ধদ্বার খুলিবেন, ইহা মার্জ্জিত ইংরাজ নীতিবিরুদ্ধ, তাই গৃহে প্রবেশ না করিয়া দ্বারদেশে দণ্ডায়মানা বৃন্দেকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'হ্যাঁগা, এই ঘরেই সাধুটী আছেন?"

বৃন্দে। "হ্যাঁ, এই ঘরে আছেন।"

মাষ্টার। "ইনি এখানে কতদিন আছেন?"

বৃন্দে। "অনেক দিন আছেন।"

মাষ্টার মহাশয়ের ধারণা, বই না পড়িলে কি মানুষ মানুষ হয়? নিশ্চয় সাধুটী খুব বিদ্বান্, তাই বৃন্দেকে জিজ্ঞাসিলেন, "আচ্ছা, ইনি বুঝি খুব বইটই পড়েন?"

বৃন্দে। "আর বাবা বইটই, ওঁর সবই মুখে মুখে।"

মাষ্টার আরও মুগ্ধ, বৃন্দের কথা বিশ্বাসও করিতে পারেন না, অবিশ্বাসও করিতে পারেন না, কৌতূহল আরও বাড়িয়া গেল, বৃন্দেকে বলিলেন, "হ্যাঁগা, আমরা তাঁর কাছে যাব, তুমি কি তাঁকে একবার খবর দেবে?"

বৃন্দে। "কেন? তোমরা যাওনা বাবা, ঘরে গিয়ে বোস।" মহেন্দ্র বৃন্দের কথায় আশ্বস্ত হইয়া দ্বার খুলিয়া দেখিলেন, রামকৃষ্ণদেব একাকী উপবিষ্ট। ধুনা দেওয়া হইয়াছে বলিয়া ঘরের সমস্ত দ্বার রুদ্ধ। তাঁহারা ঘরে প্রবেশ করিয়াই করজোড়ে প্রণাম করিলেন, রামকৃষ্ণদেব তাঁহাদের বসিতে বলিয়া মহেন্দ্রনাথের আনুপূর্ব্বিক সমস্ত পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। সন্ধ্যার সময় রামকৃষ্ণদেব ভাবে মগ্ন থাকেন সুতরাং কথা কহিতে মাঝে মাঝে ভাবান্তর হইতে লাগিল, যেন মাঝে মাঝে অন্যমনস্ক হইতেছেন। মাষ্টার তাঁহার ভাবাবস্থার বিষয় কিছুই জ্ঞাত নহেন, তাই ভাবিলেন, রামকৃষ্ণদেব বুঝি এখন সন্ধ্যা করিবেন। সন্ধ্যা করিবার সময় রামকৃষ্ণদেবের নিকট তাঁহার উপস্থিতি অনধিকার প্রবেশ সুতরাং এইরূপ নীতিবিরুদ্ধ কার্য্য পাছে হয়, এইভয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কি এখন সন্ধ্যা কোর্‌বেন?"

রামকৃষ্ণদেব অল্প ঘোরের অবস্থাতেই কহিলেন, 'না, সন্ধ্যা, না, এমন কিছু নয়।" আর দুই একটী কথা বার্ত্তার পর মাষ্টার প্রণাম পূর্ব্বক বিদায় লইলেন রামকৃষ্ণদেব কহিলেন, 'আবার এস।"

পুস্তক পাঠ না করিয়া এত জ্ঞানের কথা—বড়ই আশ্চর্য্য ব্যাপার। মাষ্টার মহাশয় মনে করিলেন, আবার আসিবেন, বড়ই আকৃষ্টবোধ করিলেন। মনে করিলেন, কাল কি পরশু আবার আসিবেন।

দুই এক দিন পরেই এক দিন প্রাতঃকালে মহেন্দ্রনাথ রামকৃষ্ণদেবের নিকট উপস্থিত হইলেন। রামকৃষ্ণদেব তাঁহাকে দেখিয়া সহাস্যবদনে কহিলেন, "তুমি এসেছ, এই খানে বোস।" মহেন্দ্র দেখিলেন, রামকৃষ্ণদেব একটু তোতলা, কিন্তু সেই তোতলামিই যেন তাঁহার কথার মিষ্টতা সম্পাদনের এক অমূল্য উপকরণ।

রামকৃষ্ণদেব। "হ্যাঁগা, তুমি এখানে কোথায় আছ?"

মহেন্দ্র। "আজ্ঞে, এখানে দিদির বাড়ী আছি—ঈশেন কোবরেজের বাড়ী।

রামকৃষ্ণদেব। "ও, ঈশেন কোবরেজের বাড়ী? হ্যাগা, কেশব কেমন আছে? তার বড় অসুখ হযেছিল।"

মাষ্টার। "আমিও শুনেছিলুম বটে, এখন বোধ হয ভাল আছেন।"

রামকৃষ্ণদেব। "আমি আবার মার কাছে কেশবের জন্য ডাব চিনি মেনে-ছিলুম। শেষ রাত্রে ঘুম ভেঙ্গে যেত, আর মার কাছে কেশবের জন্যে কাঁদতুম, বোলতুম, মা, কেশবের অসুখ ভাল করে দে, কেশব না থাকলে আমি কোলকেতা'য গিয়ে কার সঙ্গে কথা কব।" এই প্রকার নানা কথার পর রামকৃষ্ণদেব হঠাৎ কহিলেন, "হ্যাগা, তোমার বিয়ে হযেছে?"

প্রশ্নে মাষ্টারের মন একটু আশঙ্কিত হইল, তিনি বলিলেন, "আজ্ঞে হ্যা।"

রামকৃষ্ণদেব। ওরে রামলাল, যাঃ, বিয়ে কোরে ফেলেছে।"

মহেন্দ্রের আশঙ্কা বাড়িল, তিনি মহা অপরাধীর মত অবনতমস্তকে বসিয়া রহিলেন, ভাবিলেন, বিবাহ করা কি এতই অন্যায।

রামকৃষ্ণদেব আবার জিজ্ঞাসিলেন, "ছেলে হযেছে?"

মাষ্টারের মুখে যেন আর কথা সরে না, ধীরে ধীরে অত্যন্ত অপরাধীর ন্যায় বলিলেন, 'আজ্ঞে হ্যা, হযেছে।"

রামকৃষ্ণদেব আবার বলিযা উঠিলেন, "ওরে যাঃ, ছেলেও হযে গেছে।"

মহেন্দ্রনাথ যেন মহা অপরাধে তিরস্কৃতের ন্যায় নির্বাক্ হইযা রহিলেন। রামকৃষ্ণদেব আবার কহিলেন, "দেখ, তোমার লক্ষণ টক্ষণ বেশ ছেল—আচ্ছা, তোমার বউ কেমন?"

মহেন্দ্রনাথ। 'আজ্ঞে ভাল, তবে অজ্ঞান।"

রামকৃষ্ণদেব একটু ব্যঙ্গ করিযা কহিলেন, "আর তুমি বুঝি জ্ঞানী"। মাষ্টারের বিদ্যাভিমান চূর্ণ হইতে লাগিল। তিনি আশ্চর্য্য হইযা বিনীতভাবে নিস্তব্ধ রহিলেন। ঠাকুর রামকৃষ্ণ আবার কহিলেন, "তুমিই কি জ্ঞানী?" মাষ্টার ভাবিতেছেন, এত লেখাপড়া করিয়া যে কত জ্ঞান উপার্জ্জন করিয়াছেন, তাহা কি জ্ঞান নহে? মহা সন্দেহ উপস্থিত হইল, ঠাকুর রামকৃষ্ণের কথায় স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে, সে জ্ঞান জ্ঞান নহে। যাহা হউক্, রামকৃষ্ণদেব মাষ্টার মহাশয়কে অনেক ঈশ্বরীয় কথা বলিলেন এবং অনেক উপদেশ দিলেন।

ক্রমশঃ।

স্বামী বিবেকানন্দের পত্র।

4th October '95
c/o E. T. Sturdy
High view
Caversham
Reading

অভিন্নহৃদয়েষু,

তুমি অবগত আছ যে, আমি এক্ষণে ইংলণ্ডে। প্রায় একমাস যাবৎ এস্থানে থাকিয়া পুঃ আমেরিকা যাত্রা করিব। আগামী গ্রীষ্মকালে পুঃ ইং আসিব। এক্ষণে ইং বিশেষ কিছু হইবার আশা নাই, তবে প্রভু সর্ব্বশক্তিমান্। ধীরে ধীরে দেখা যাউক।

তাঁহার এক্ষণে আসা অসম্ভব। অর্থাৎ Sturdy সাহেবের টাকা, সে যে প্রকার লোক চায়, সেই প্রকার আনাইতে হইবে। উক্ত মিঃ Sturdy আমার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন এবং বড়ই উদ্যমী ও সজ্জন। থিয়োসফির হাঙ্গামায় পড়িয়া বৃথা সময় নষ্ট করিয়াছে বলিয়া বড়ই আপশোস।

প্রথমতঃ, এরূপ লোক চাই, যাহার ইং এবং সং বিশেষ বোধ।—শীঘ্রই ইং শিখিতে পারিবেন, এস্থানে আসিলে সত্য বটে, কিন্তু আমি এদেশে শিখিতে লোক এখনও আনিতে পারি না, যাহারা শিখাইতে পারিবে, তাহাদের প্রথম চাই। দ্বিতীয় কথা এই যে, যাহারা সম্পদে-বিপদে আমায় ত্যাগ করিবে না, তাদের আমি বিশ্বাস করি। অত্যন্ত বিশ্বাসী লোক চাই, তারপর গোড়াপত্তন হয়ে গেলে যার ইচ্ছা গোলমাল কর, ভয় নাই। দাদা, না হয় রামকৃষ্ণ পরমহংস একটা মিছে বস্তুই ছিল, না হয় তাঁর আশ্রিত হওয়া একটা বড় ভুল কর্ম্মই হয়েছে, কিন্তু এখন উপায় কি? একটা জন্ম নয় বাজেই গেল, মরদের বাত কি ফেরে? দশ স্বামী কি হয়? তোমরা যে যার দলে যাও, আমার কোনও আপত্তি নাই, কিছু মাত্রও নাই, তবে এ দুনিয়া ঘুরে দেখ্‌ছি যে, তাঁর ঘর ছাড়া আর সকল ঘরেই "ভাবের ঘরে চুরী"। তাঁর জনের উপর আমার একান্ত ভালবাসা, একান্ত বিশ্বাস। কি করিব? একঘেয়ে বল বল্‌বে, কিন্তু ঐটী আমার আসল কথা। যে তাঁকে আত্মসমর্পণ

করেছে, তার পায়ে কাঁটা বিঁধলে আমার হাড়ে লাগে, অন্য সকলকে আমি ভালবসি। আমার মত অসাম্প্রদায়িক জগতে বিরল, কিন্তু ঐটুকু আমার গোঁড়ামি মাফ ক'রবে। তাঁর দোহাই ছাড়া কার দোহাই দেব? আস্‌ছে জন্মে না হয় বড় গুরু দেখা যাবে, এ জন্ম এ শরীর সেই মূর্খ বামুন কিনে নিয়েছে।

পেটের কথা খুলে বলুম দাদা, রাগ কোরো না। আমি তোমাদের গোলাম যতক্ষণ তোমরা তাঁর গোলাম—একচুল তার বাইরে গেলে তোমরা আর আমি এক সমান। ও সব থিয়োসফি ব্রাহ্মসমাজ আর্য্যসমাজ ফমাজ যত দেখছ, দেশে বিদেশে, সব যে তিনি গিলে রেখেছেন দাদা—"ময়ৈবৈতে নিহতাঃ পূর্ব্বমেব নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচিন্।" আজ বা কাল ও সব তোমাদের অঙ্গে মিশিয়ে যাবে যে। হায় রে অল্প বিশ্বাস! তাঁর কৃপায় "ব্রহ্মাণ্ডম্ গোষ্পদায়তে।" নিমকহারাম হয়ো না, ও পাপের প্রায়শ্চিত্ত নেই। নাম যশ যৎকরোষি যজ্জুহোষি যত্তপস্যসি যদশ্নাসি &c. সব তাঁর পায়ে সঁপে দেও। আমাদের আর কি চাই? তিনি শরণ দিয়েছেন, আবার কি চাই? ভক্তি নিজেই যে ফলস্বরূপা—আবার চাই কি? হে ভাই, যিনি খাইয়ে পরিয়ে বুদ্ধি বিদ্যে দিয়ে মানুষ কর্লেন, যিনি আত্মার চক্ষু খুলে দিলেন, যাঁকে দিন রাত দেখ্‌লে যে জীবন্ত ঈশ্বর, যাঁর পবিত্রতা অব প্রেম আর ঐশ্বর্য্য রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, যীশু, চৈতন্য প্রভৃতিতে এক কণা মাত্র প্রকাশ, তাঁর কাছে নিমকহারামি!!! তোর বুদ্ধ কৃষ্ণ প্রভৃতি তিন ভাগ গল্প বই ত নয়, আর [redacted] ঠাকুরের দয়া ভোল। বুদ্ধ কেষ্ট যীশু জন্মেছিলেন কি না, তার কোনও প্রমাণ নাই। আর সাক্ষাৎ ঠাকুরকে দেখেও তোদের মাঝে মাঝে মতিভ্রম হয়! ধিক্ তোদের জীবনে!! আর আমি কি বলিব? দেশে বিদেশে নাস্তিক পাষণ্ডে তাঁর ছবি পূজা কর্‌ছে আর তোদের মতিভ্রম হয় সময়ে সময়ে!!! তোদের মত লাখ লাখ তিনি নিঃশ্বাসে তৈরি করে নেবেন। তোদের জন্ম ধন্য, কুল ধন্য দেশ ধন্য যে, তাঁর পায়ের ধূলো পেয়েছিস। আমি কি করিব, আমাকে কাজেই গোঁড়া হতে হচ্চে। আমি যে তাঁর জন ছাড়া আর কোথাও পবিত্রতা ও নিঃস্বার্থতা দেখ্‌তে পাচ্ছি না। সকল জায়গাতেই যে ভাবের ঘরে চুরি। কেবল তাঁর ঘর ছাড়া। তিনি যে রক্ষে কচ্ছেন, দেখ্‌তে পাচ্ছি যে। ওরে

পাগল, পয়ীর মত মেয়ে সব, লাখ লাখ টাকা এ সকল তুচ্ছ হয়ে যাচ্ছে, এ কি আমার জোরে! না, তিনি রক্ষে কচ্ছেন। তাঁর জন ছাড়া যে আমি কাউকেও একটা টাকা একটা মেয়ে মানুষের কাছে বিশ্বাস করি নি। যার তাঁকে বিশ্বাস নাই, আর—তে ভক্তি নাই, তার ঘোড়ার ডিমও হবে না, সাদা বাঙ্গালা বলুম মনে রেখ।

* * * হ—দুরবস্থা জানিয়েছেন এবং শীঘ্রই স্থানছাড়া হতে হবে বল্‌ছেন। লেক্‌চার চেয়েছেন—লেক্‌চার ফেক্‌চার এখনও কিছু নাই, তবে কিছু টাকা এখনও গাঁটে আছে—তাহাকে পাঠিয়ে দেব, ভয় নাই। পত্রপাঠ পাঠিয়ে দিতাম, কিন্তু সন্দেহ হচ্চে যে, আমার টাকা মারা গেছে—সে জন্য পাঠাই নাই। দ্বিতীয়তঃ, কোন্ ঠিকানায় পাঠাইব, তা ত জানি না। মান্দ্রাজীরা দেখ্‌ছি, কাগজ বার কর্ত্তে পার্লে না। বিষয়বুদ্ধি হিন্দুজাতির যে একেবারেই নাই। যে সময়ে যে কাজ প্রতিশ্রুত হও, ঠিক সেই সময়ে তা করা চাই, নতুবা লোকের বিশ্বাস চলে যায়। টাকা কড়ির কথা পত্রপাঠ জবাব দিতে হয়।—মহাশয় যদি রাজি হন, তা হলে তাঁকে কলিকাতার এজেণ্ট হতে বলবে, কারণ, তাঁর উপর আমার পূর্ণ বিশ্বাস এবং তিনি এ সকল বিষয় অনেক বুঝেন, ছেলেমানুষী হুড়দঙ্গলের কাজ নয়। একটা Centre ঠিকানা তাঁকে কর্ত্তে বলবে, যে ঠিকানা—ঘড়ি ঘড়ি বদ্‌লাবেনা ও যে ঠিকানায় আমি কলকেতার সমস্ত চিঠিপত্র পাঠিয়ে দিব।

ইতি

বিবেকানন্দ।

প্রায়শ্চিত্ত।

[শ্রীগিরীশ চন্দ্র ঘোষ।]

নীলকান্ত সান্যাল বড় জবর এটর্ণি ছিলেন। অনেকের জুচ্চুরী মকদ্দমা জিতাইয়াছেন, অনেকের সর্ব্বনাশ করিয়াছেন, অনেক বড় ঘর নষ্ট করিয়াছেন; জুচ্চুরী মকদ্দমা তাঁহার একচেটে। উকীল পাড়ায় তাঁর নাম ছিল—বারেন্দ্র গুয়োটা। তাঁহার পিতা একজন প্রকৃত বৈষ্ণব ছিলেন; মিথ্যা কথা বড় ঘৃণা করিতেন, তিনি জানিলে সান্যাল মহাশয় ওকালতি শিক্ষা করিতে পারিতেন না। তবে উকীল হইলেন কিরূপে? নীলকান্তের বড় তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, যদিচ

এনট্রান্স এক্‌জামিন দিয়া সেরা জলপানি পাইয়াছেন, কিন্তু তাঁহার পিতার দৈন্যদশা বশতঃ তাঁহার পড়া শুনা চলিল না। উমাচরণ বাবু নামে একজন উকীল তাঁহার তীক্ষ্ণ বুদ্ধির বড় প্রশংসা করিতেন, তিনি তাঁহার আফিসে তাঁহাকে কর্ম্ম দিলেন, উপস্থিত ত্রিশ টাকা বেতন, কিন্তু নীলকান্তের এমনি তীক্ষ্ণ বুদ্ধি যে, এফ্, এ, বি, এ, এম্, এ, চাকরি করিতে করিতে অনায়াসে পাস করিলেন। ক্রমে উমাচরণ বাবুর আর্টিকেল ক্লার্ক থাকিয়া এটর্ণিশিপ এক্‌জামিন দিয়া উমাচরণের পার্টনার হন।

উমাচরণ বাবুর সকল কাজ কর্ম্মই নীলকান্ত বাবু করিতেন। মক্কেলেরা উকীল হইবার পূর্ব্বেই উমাচরণ বাবু অপেক্ষা নীলকান্ত বাবুকে পছন্দ করিত। উকীল হইয়া নীলকান্ত বাবু দেশে গিয়া পিতাকে সুসংবাদ দিলেন। বৃদ্ধ বৈষ্ণব এই সংবাদে আহ্লাদিত হওয়া দূরে থাক, একেবারে হতাশ হইয়া পড়িলেন। বৃদ্ধ বলিলেন, "বাবা, তোমার ওকালতির পয়সা আমি খাইতে পারিব না। যদি আমায় অন্ন দিতে চাও, অন্য চাকরী বাকরী করো, ওকালতী ছাড়িয়া দাও।" নীলকান্ত বাবু বড় সে কথা গ্রাহ্য করিলেন না। যখন তিনি আর্টিকেল ক্লার্ক ছিলেন, তখনই তাঁহার আয় দু হাজার টাকার কম নয়। কলিকাতায় বাড়ীঘরদোর বিষয় আশয় করিয়াছেন। বাপকে বলিতেন, তাঁর গঙ্গাস্নানের নিমিত্ত একটু কুঁড়ে করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার বাপের একটী পৈত্রিক বিগ্রহ ছিল, বৃদ্ধ তাঁহার সেবা করিতেন, এই জন্য কলিকাতায় আসিতে পারেন নাই।

নীলকান্ত কলিকাতায় জমীজরাত করিয়াছেন। দেশে একটু চাসবাস আছে, তাতে ঠাকুর সেবা চলে। বৃদ্ধ, পুত্র কলিকাতায় কি করে না করে, বড় সংবাদ জানিতেন না। কিন্তু যেদিন শুনিলেন উকীল হইয়াছে, সেইদিন হইতে সংবাদ লইতেন, তিনি ওকালতী ছাড়িয়াছেন কি না। ছয় মাস গত হইল, তথাপি ওকালতী ছাড়েন নাই, এ খবর পাইয়া বৃদ্ধ পুত্রকে পত্র লিখিলেন যে, তোমার আর আমাকে টাকা পাঠাইতে হইবে না। চাসের আয়ে আমার ঠাকুরসেবা চলিবে। ধূমধাম করিয়া রাস, দোল, ঝুলন প্রভৃতি যে সব উৎসব হইত, বৃদ্ধ বন্ধ করিয়া দিলেন।

নীলকান্তর পিতৃভক্তির অভাব ছিল না। পিতাকে বুঝাইবার নিমিত্ত দেশে গেলেন। পিতা বলিলেন, বাপু, সামান্য টাকার কথা কি বলিতেছ, যদি ওকালতী

না ছাড়ো, তোমার হাতের পিণ্ডও আমি লইব না। নীলকান্ত একরূপ পিতার উপর রাগ করিয়াই কলিকাতায় চলিয়া আসিলেন।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, নীলকান্ত একটু বিষয় আশয় করিয়াছিলেন। কলিকাতায় যথায় বাড়ী করিয়াছেন, সেই পল্লীতেই কতক জায়গা জমী ছিল। সেই জায়গায় এক মাগী রেওতের নামে পল্লীর দুই একটী ভদ্রলোক আসিয়া অভিযোগ করিল যে, সে মাগী বড় বজ্জাত, নিতাই ঘোষের ছেলেকে একশো বাপন্ত করিয়াছে। তিনি মাগীকে ডাকাইলেন। মাগী বলিল, "হাঁ, রাগের মাথায় কি বলিয়াছি। আমি গরীব লোক, ভাড়াটে রাখিয়া খাই, এক নূতন ভাড়াটে ছুঁড়ি আসিয়াছে, পয়সা কড়ির যুরোদ নাই—সেই ভাড়াটে ছুঁড়ির উপর রাগ করিয়া ভুতো রোজ আমার খোলার চালে ঢিল ফেলে।" পল্লীর এক ভদ্রলোক উত্তর করিল, "ভুতো ঢিল ফেলে বলে, তার বাপন্ত চোদ্দপুরুষন্ত কেন করলে বাছা?" মাগী দজ্জাল, উত্তর করিল, "কেন করবো না বাবু? বাপের দেখেই তো ছেলে শেখে। তিনি যেমন গুণ্ডামী করে মাগীদের দোর ঠেঙ্গিয়ে বেড়ান, ছেলের শাসন নাই, ছেলেও তেমনি ধিঙ্গী হয়েছে।" নীলকান্ত বাবু মাগীকে শাসিত করিয়া পাড়ার লোকদের শান্ত করিলেন, কিন্তু সেই মাগীর কথা তাঁর মনে আঁচড় দিল। ভাবিলেন, কথাটা সত্য, অনেক স্থলে পিতার দোষে পুত্র মন্দ হয়।

এদিকে তাঁর বুড়া বাপ, তাঁর নিকট এক পয়সা লন নাই, এমন কি, পিতাপুত্রের চিঠিপত্রও চলে না। তিনি পত্র লিখিলে বুড়া সে পত্র খোলেন না। তার অন্ন খাওয়া পাপের জন্য বৃদ্ধ প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছেন, এ সব কথা ভাবেন। কিন্তু আবার মনে হয়, ওকালতিতে বিস্তর আয়, এ কাজ কি ক'রে ছাড়া যায়। আর দু'চার বছর কাজ করে কিছু সংস্থান হ'লে তারপর যা হয়। হঠাৎ সংবাদ আসিল, পিতার মৃত্যু হইয়াছে। বিগ্রহটী পৈতৃক জমীর সহিত বৃদ্ধ গুরুকে দিয়াছেন। পীড়ার সংবাদ পুত্রের নিকট পাঠান নাই; সুতরাং একেবারে মৃত্যু সংবাদ আসিয়া পঁহুছিল। এদিকে প্রথম পক্ষের স্ত্রীর সন্তান ছিল না। নীলকান্ত দ্বিতীয়বার বিবাহ করিয়াছেন, গৃহিণী গর্ভবতী, যখন পূর্ণগর্ভা, তখন তাঁহার পিতার মৃত্যু সংবাদ আসিল। পিতৃশ্রাদ্ধ ধূমধাম করিয়া করিবেন, শ্রাদ্ধের দিন পিণ্ড দিতে বসেন, এমন সময় তাঁহার গৃহিণী পুত্র প্রসব করিলেন। পিতার মৃত্যুর পাঁচদিন পরে মৃত্যুসংবাদ আসিয়াছিল। ভাবিয়াছিলেন, আর পাঁচ ছয়টা দিন কোনও রূপে কাটিয়া যাইবে। ইহার ভিতর প্রসব হইবে না।

কিন্তু শুভ অশৌচ হইয়া শ্রাদ্ধে ব্যাঘাত হইল। শ্রাদ্ধে ব্যাঘাত হওয়ায় তাঁহার মনে বড়ই আঘাত লাগিল। মনে পড়িল, তাঁহার পিতা বলিয়াছিলেন, "তোর অর্ঘ গ্রহণ করা দূরে থাক, তোর পিণ্ড গ্রহণ করিব না।" লোকে তাঁহাকে বারেন্দ্র শুয়োটা বলিত, তাহাও তিনি শুনিয়াছেন। রেওত মাগী বলিয়া গিয়াছিল, "পুত্রের দোষে পিতাকে অকথ্য গালি খাইতে হয়।" পিতার আদর্শ, পুত্র গ্রহণ করে। পুত্রের চরিত্রের জন্য পিতার দায়িত্ব। তিনি অনেক ভাবিতে লাগিলেন। শ্রাদ্ধের একরূপ ব্যাঘাত হওয়ায় তাঁহার মনে দারুণ অশান্তি জন্মিল। তিনি ওকালতি ছাড়িয়া দিলেন। পিতার তেজস্বী চরিত্রের ছবি উজ্জ্বলরূপে তাঁহার সম্মুখে উদয় হইল। ভাবিলেন, আমি যে উকীল হইয়া জাল জুচ্চুরী করিয়াছি, তাহাতে ধার্ম্মিক পিতার অতিশয় কষ্ট হইয়াছিল, এসকলের প্রায়শ্চিত্ত কি? যদি আমার পুত্র জীবিত থাকে এবং তাহাকে সম্পূর্ণ ধার্ম্মিক করিতে পারি, তাহা হইলে হয়তো আমার কতক প্রায়শ্চিত্ত হয়।

ওকালতি ত্যাগ করিয়া তিনি মাষ্টারি করিতে লাগিলেন, যে সকল সম্পত্তি করিয়াছিলেন, এমন কি, বাড়ী পর্য্যন্ত বিক্রয় করিয়া যে অর্থ হইল, সেই অর্থে যাহাকে যাহাকে ঠকাইয়াছেন মনে পড়িল, তাহা সমপরিমাণে সেই সকল ব্যক্তিকে ফিরতি করিয়া দিলেন। পুত্রের প্রতি তাঁহার বিশেষ যত্ন। যেরূপ যত্ন, তাহার চরিত্রের প্রতিও সেইরূপ বিশেষ লক্ষ্য। কোনরূপে মিথ্যাকথা না শেখে, কোনরূপে ক্ষুদ্র পিপীলিকা পর্য্যন্ত মারিয়া নিষ্ঠুর না হয়, জুজু কুনো বুড়ো প্রভৃতি কেহ ভয় না দেখায়, লোককে যাতে সম্মান করিতে শেখে, সাবধানে এইরূপ ব্যবস্থা করিলেন। তাহার পর ক্রমে বিদ্যাশিক্ষা দিতে লাগিলেন। বালকও তীক্ষ্ণবুদ্ধি, পাঠে বিশেষ উন্নতি লাভ করিতে থাকিল। এমন কি, দ্বাদশ বর্ষ বয়সে অদ্বিতীয় প্রতিভার পরিচয় সকলে পাইল। চরিত্রও অতি উন্নত, সুসাহসী, দয়াবান। এই সময়ে নীলকান্তের জীবনে একটী কঠোর সমস্যা উপস্থিত হইল। দেবেন্দ্র বাবু তাঁহার বড় ভাজকে ঠকাইবার নিমিত্ত নীলকান্ত বাবুর দ্বারা জাল উইল করাইয়াছিলেন। নীলকান্ত সেই উইলের সাক্ষী। কিন্তু সেই জাল উইল প্রস্তুতের পূর্ব্বে তাঁহার মুমূর্ষু ভ্রাতা নরেন্দ্র বাবু, যাঁহার উইল বলিয়া সেই জাল উইল প্রস্তুত হইয়াছে, তিনি কোনও এক ইংরাজ উকিলের দ্বারা উইল প্রস্তুত করান। তখন সে সাহেব বাগানে থাকে, বোটে করিয়া আফিসে আনাগোনা করে। হঠাৎ ঝড় ওঠায় বোট ডুবিয়া যায়। আসল উইল সাহেবের

এক ভিড্ বাক্সোয় ছিল, তাহাও ডুবিয়া যায়। সুতরাং সে উইল হওয়া না হওয়া সমান হইল। দেবর দেবেন্দ্র বাবু জাল উইলেরই প্রবেট লইলেন। ধনাঢ্য পরেশ বাবুর বাগান, গঙ্গার উপরেই ছিল। গঙ্গায় চড়া পড়ায়, সেই চরও বাবুর বাগানের সীমাভুক্ত হইল। চরে বালি কাটিতে কাটিতে একটী বাক্স পাওয়া গেল। এ সেই বাক্স, যাহাতে উইল ছিল। যেদিন বাক্সটি পাওয়া যায়, সেইদিন কোন কারণে, পরেশ বাবুর স্ত্রীকে কমিশনে একজামিন করিবার নিমিত্ত বড় বড় কাউন্সিলি উকিল তাঁহার বাগানে ছিল। কৌতূহল বশতঃ বাক্স তাঁহাদের সম্মুখেই ভঙ্গ করা হয়। পার্চমেণ্ট কাগজে একখানি উইল পাওয়া গেল। মৃত নরেন্দ্র বাবু, পাছে তাঁহার ভাই দেবেন্দ্র কোনরূপ ফন্দী-বাজী করিয়া তাঁহার উইল নামঞ্জুর করিয়া দেন, সেই নিমিত্ত এক কাউন্সিলির দ্বারা সেই উইল সংশোধিত করান। সেই কাউন্সিলিই সেইদিন বাগানে উপস্থিত। তাঁহারই সম্মুখে উইল পাওয়া গেল। পরেশ বাবু উইল হইয়াছে জানিতেন। নরেন্দ্র বাবু তাঁহার বন্ধু ছিল, তিনি স্বয়ং সেই উইলের সাক্ষী ছিলেন। দেবেন্দ্র বাবু যিনি বিষয়ের অধিকারী হইয়াছেন, তাঁহার সহিত ইঁহার মনান্তর। একদিন নাকি বেগুণ লইয়া দাঙ্গা হওয়ায়, দেবেন্দ্র বাবু পরেশ বাবুকে চাবকাইয়া দিয়াছিলেন। পরেশ বাবু ভাবিলেন, হয় তো এতদিনে দিন পাইয়াছি, এই উইল লইয়াই দেবেন্দ্রের সর্ব্বনাশ করিব। প্রকৃত উইলের যে বড় ডাক্তার সাক্ষী, তিনিও জীবিত। উকিল সাহেবের দু'জন কেরাণী সাক্ষীও জীবিত। উইল করার পর যে সকল বড় বড় ডাক্তার দেখিতেন, তাঁহারাও জীবিত। একজন না একজন ডাক্তার সে সময়ে বাড়ীতে দিন রাতই থাকিত। তাহারা দেখিয়াছিল, উইল করার পরদিন হইতে নরেন্দ্র বাবুর সংজ্ঞা ছিল না, ও তিনদিন পরে তাঁহার মৃত্যু হয়। পুনর্ব্বার উইল করা অসম্ভব। পরেশ বাবু এই সকল সংবাদ অনুসন্ধান করিয়া বাহির করিলেন। ভাল উকিলের দ্বারা জানিলেন, মকদ্দমা চলিতে পারে। ভাজ ঠাকরুণ দেবেন্দ্রের তাড়নায় ভিন্ন বাড়ীতে আছেন, তিনি পরেশ বাবুর অর্থসাহায্যের ভরসা পাইয়া মকদ্দমায় প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু নীলকান্ত বাবুর সাক্ষীর উপর মকদ্দমা বিশেষ নির্ভর। নীলকান্ত বাবুও পাকা করিয়া উইল করিয়াছেন, ইংরাজ ডাক্তারও তাহার সাক্ষী আছে, কিন্তু সে ডাক্তার মৃত বা কলিকাতায় নাই। তাহার উপর সেই জাল উইল ত্রয়োদশ বৎসর মাতব্বর হইয়া আছে। হঠাৎ তাহা টলাইয়া দেবার যো নাই। ভাজঠাকুরুণও সাদাসিদে অলবড়ে ছিলেন,

লজ্জা সরম কম ছিল, দেবেন বাবুর মোসাহেবেরা তাঁর চরিত্রদোষ রটনা করিত। নিন্দাপ্রিয় লোকেরাও কতক বিশ্বাস করিত। জাল উইলে সেই চরিত্রদোষের কথা স্পষ্টরূপে আছে। এতদিন পরে আসল উইল সাব্যস্ত করা নিতান্ত সহজ নয়। তবে একবার কপাল ঠুকিয়া দেখা যাক বলিয়া এই মকদ্দমা রুজু হইয়াছে।

নীলকান্ত বাবু বিষম সমস্যায় পড়িলেন। মিথ্যা কথা কহিবেন না মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, কিন্তু সত্য কথা বলিতে গেলে দ্বীপান্তর যাইতে হয়। তিনি দ্বীপান্তরিত হইবার ভয় ও দেবেন্দ্র বাবুর লক্ষ টাকা প্রলোভন উপেক্ষা করিয়া স্থির করিলেন—সত্য কথাই বলিব। কিন্তু এই নিদারুণ দুশ্চিন্তায় তাঁহার সঙ্কট পীড়া উপস্থিত হয়। পীড়িত অবস্থায়ও সাক্ষী দিতে গেলেন। সত্য কথা বলিলেন। তাঁহার সংশোধিত চরিত্র সম্বন্ধে ভাল ঠাকরুণের কাউন্সিলি এরূপভাবে জজের নিকট বলিলেন এবং সকলেই তাঁর সত্যানুরাগে একপ মুগ্ধ হইলেন যে, তাঁহার বিরুদ্ধে জালের অভিযোগ রহিল না। জজ সাহেবও নীলকান্ত বাবুর চরিত্রের এই পরিবর্ত্তন পূর্ব্ব হইতেই জানিতেন। গৃহে ফিরিয়া আসিয়া শয্যাগত হইলেন। ক্রমে পীড়া সঙ্কট হইয়া উঠিল, জীবনের আশা রহিল না। এক একবার আবল্যের মত হইত, আর বলিতেন, "বাবা, এখনও কি প্রায়শ্চিত্ত হয় নাই?" একদিন প্রাতে দেখা গেল, তাঁর বদন হর্ষোৎফুল্ল,—বন্ধুবান্ধবের মনে একটু আশার সঞ্চার হইল। আশাপ্রদ কথা তাঁহার নিকট বলিলেন। তিনি কেবল একটু মৃদু হাস্য করিলেন। ডাক্তার বন্ধুবান্ধব সকলে চলিয়া গেল, গৃহিণীকেও স্থানান্তরে যাইতে বলিলেন। পুত্রকে ডাকিলেন, বলিলেন, 'বাবা বিজয়, তোমার বয়স বারো বৎসর মাত্র, আমি যাহা বলিতেছি, তাহা তোমার ন্যায় বালককে কেহ বলে না, কিন্তু তুমি এই বালক বয়সে তাহা শুনিবার যোগ্য। আমার কিছুই সংস্থান নাই। তোমার জন্য কিছু রাখিয়া যাইতে পারিব না। তবে আমার এক ভরসা, তোমায় এক অমূল্য রত্ন প্রদান করিয়াছি।—ধর্ম্মানুরাগ তুমি ধার্ম্মিক, ধর্ম্মবলে সংসারযাত্রা তোমার সহজেই নিষ্পন্ন হইবে। ধর্ম্মের উপর ভরসা রাখিও। তোমার প্রতি গুরুতর ভার অর্পিত। তোমার গর্ভধারিণীর কেহই নাই, সে ভার তোমাকেই বহন করিতে হইবে, কিন্তু ভীত হইও না, ধর্ম্মচ্যুত হইও না, ধর্ম্মই তোমাকে রক্ষা করিবে।" বালক অবিরল ধারায় রোদন করিতেছিল। মুমূর্ষু বলিল—"রোদন সংবরণ

করো, আমার জীবনবৃত্তান্ত শোন।” আদ্যোপান্ত সমস্ত ঘটনা বর্ণন করিলেন। বলিলেন, “শুনিয়া থাকিবে, আমি এক একবার বলিতাম, ‘বাবা, এখনো কি প্রায়শ্চিত্ত হয় নাই?’ আমার প্রায়শ্চিত্ত হইয়াছে। আজ প্রাতে পিতা আমার নিকট আসিয়াছিলেন, বিস্মিত হইও না—সত্য। আজ আমায় মার্জ্জনা করিয়াছেন, তোমায় আশীর্ব্বাদ করিয়াছেন, তাঁর আশীর্ব্বাদে তুমি নির্ব্বিঘ্নে কালাতিপাত করিবে।” নীলকান্তের মৃত্যু হইল। লোকে দেখিল, যেন সুখনিদ্রায় মগ্ন রহিয়াছে।

সংকার করিয়া বিজয় ঘরে আসিল, কিন্তু পিতৃসম্পত্তি কিছু না থাকাতেও তাহার কোন অভাব রহিল না। নীলকান্ত সত্য সাক্ষ্য দেওয়ায় সকলের মনে বিস্ময় জন্মিয়াছিল, সকলেই তাঁর চরিত্রের শত ধন্যবাদ দিয়াছিল। যে বিধবা যথার্থ উইল বলে সম্পত্তি পুনঃ প্রাপ্ত হন, তিনি বিজয়ের একরূপ অভিভাবিকা মাতা হইয়া দাঁড়াইলেন। সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় বিজয় কালে একজন পণ্ডিতাগ্রগণ্য হইল, অতি কর্ম্মক্ষম বলিয়া লোকে জানিল, তিনি সকলকে উপদেশ দিতেন,—“ধর্ম্মবল অপেক্ষা বল নাই।”

সংযম ও তপস্যা।

(ব্রহ্মচারী হেমচন্দ্র লিখিত।)

জীবজগতে কেবল মনেরই আধিপত্য দেখিতে পাওয়া যায়। কীটাণুকীট হইতে আরম্ভ করিয়া শ্রেষ্ঠতম জীব মনুষ্য পর্য্যন্ত এই সংকল্পবিকল্পাত্মক মনের বশীভূত হইয়া ক্রমাগত চলিয়া যাইতেছে। কোথায় যাইতেছে, তাহা জানে না; কি জন্য যাইতেছে, তাহা ভাবিয়া দেখিবার অবকাশ পায় না। মধ্যে মধ্যে এক একবার চমক ভাঙ্গিলেও বিচার করিয়া দেখিবার জন্য অপেক্ষা না করিয়া কার্য্য-কারণশৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া ঘাতপ্রতিঘাতের হিল্লোলে হাবুডুবু খাইতে খাইতে আবার অগ্রসর হয়। সকলেরই উদ্দেশ্য সুখলাভ। সেই চেষ্টায়ই সে ক্রমাগত চলিতেছে। কিন্তু উদ্দেশ্য সিদ্ধ হওয়া দূরে থাকুক, তাহার কিছু আভাস পর্য্যন্ত পায় না। অধিকন্তু নানাদিক্ হইতে নানাপ্রকারের দুঃখ আসিয়া তাহাকে জর্জ্জরীভূত করিয়া ফেলে। এ অবস্থায় পড়িয়া অভাগা জীব যদি ঠিক পথে চলিতেছে কি না সন্দিহান হয়, মন অমনি ভ্রুকুটী কটাক্ষপাতে মোহিত করিয়া পুনরায় তাহাকে সেই পথে লইয়া যায়।

এক্ষণে উপায় কি? এইরূপ বারবার প্রতারিত হইতে হইতে উপায় আপনা-আপনি বাহির হইয়া পড়ে। এতক্ষণ জীব মন ব্যতীত আর কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া তাহারই বাক্য বেদবাক্য জ্ঞানে বিনা ওজর আপত্তিতে পালন করিতেছিলেন। এক্ষণে মনের উপর বিশ্বাস হারাইলেন, কারণ, আপনার ভিতর আর একজনকে দেখিলেন, যিনি মনের অপেক্ষা অধিক বিশ্বাসের পাত্র। মন কিন্তু পূর্ব্বের মত আদেশ জারি করিতে বিরত হইল না। জীব তখনও মনের আদেশ প্রতিপালন করিতেছেন বটে, কিন্তু প্রভুবাক্যজ্ঞানে নহে, মধ্যে মধ্যে একটু বিচার করিয়া ভালমন্দ বাহির করিবার চেষ্টায় আছেন এবং যতটুকু পারেন বুঝিয়া মন্দ পরিত্যাগ করিয়া ভাল গ্রহণ করিতেছেন। মনেরও বিরাম নাই, ক্রমাগত হুকুম চালাইতেছেন। শেষ জীব একগুঁয়ে হইয়া মনকে তুচ্ছ করিতে লাগিলেন। এখান হইতেই সংযমবাদের সূত্রপাত হইল।

অতএব দেখা যাইতেছে যে, সংযমবাদটী কাহারও কল্পিত নহে, উহা স্বাভাবিক ও মানুষের প্রকৃতিসঙ্গত। সংযমের পূর্ব্বে জীব পশু ছিলেন, এখন মানুষ বলিয়া গণ্য হইতে লাগিলেন। সুতরাং মনুষ্যপদবাচ্য হইতে হইলে প্রথমে বর্ণপরিচয়ের ন্যায় সংযম শিক্ষা করিতে হইবে। মনের উচ্ছৃঙ্খল গতিকে শৃঙ্খলিত করতঃ যথানিয়মে চালিত করিয়া ধীরে ধীরে "অতীন্দ্রিয় রাজ্যে" লইয়া যাইতে পারিলে আধ্যাত্মিক ব্যাপার সমুদয় ক্রমে হৃদয়ঙ্গম হইতে থাকে। তখন বিচারবুদ্ধি প্রবল হইয়া জীবকে ধর্ম্মরাজ্যে প্রবেশ করিবার অধিকার দেয়। যে শক্তিদ্বারা মনের এই উন্মার্গগামী উচ্ছৃঙ্খল বৃত্তিকে নিয়মিত করিতে পারা যায়, তাহাকে সংযম কহে। আমাদের সমাজে প্রচলিত অনেক বারব্রত এই সংযম শিক্ষারই সোপানমাত্র। সংযমী হইতে হইলে কতকগুলি নিয়ম প্রতিপালন করিতে হইবে, পূর্ব্ব কদভ্যাস সকল একেবারে ছাড়িয়া দিয়া তাহাদের স্থানে নূতন অভ্যাস প্রবর্ত্তিত করিতে হইবে। সঙ্গে সঙ্গে কৃচ্ছ্রব্রতাদির অনুষ্ঠানের দ্বারা মানসিক প্রবৃত্তিগুলিকে খর্ব্ব করিতে হইবে। তখনই মনের অধিকার ছাড়াইয়া বুদ্ধিরাজ্যে প্রবেশ করিবার অধিকার হয় এবং বিচার বুদ্ধি অগ্রসর হইয়া সেই সাধককে আলিঙ্গন করিয়া সমভিব্যাহারে লইয়া বিবেকবৈরাগ্যাদির সহিত আলাপ করিয়া দেয়। পরে তপস্যা আরম্ভ হইল। প্রকৃত প্রস্তাবে সংযমশিক্ষা একটী তপস্যা এবং উহা সংযমশিক্ষার পূর্ব্বক্ষণ হইতে আরম্ভ হইয়া সত্বস্ত প্রাপ্তিকাল পর্য্যন্ত সঙ্গে সঙ্গে থাকিবে। যে উপায় দ্বারা মনকে সংযত করিয়া বুদ্ধিরাজ্য অতিক্রম করতঃ আধ্যাত্মিক রাজ্যে প্রবেশ করিতে পারা যায়, তাহাকে তপস্যা বলিতেছি।

লৌকিক বিদ্যাশিক্ষা করিতে হইলে যেমন প্রথমে বর্ণপরিচয়ের পর ভাষাশিক্ষা করিয়া পরে উচ্চ উচ্চ বিষয় আলোচনা করিতে হয়, পরাবিদ্যা শিখিতে হইলেও সেইরূপ কৃচ্ছ্র ব্রতাদি পালন করিয়া সংযম আয়ত্ত করতঃ গভীর তত্ত্ব সকলের গবেষণা দ্বারা লক্ষ্য স্থির হইলে তপস্যা দ্বারা সেই লক্ষ্য বস্তু লাভ করিতে হয়। এই সাধনগুলির আবার পরস্পর এইরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ যে, উহাদের মধ্যে কোন একটিকে উপেক্ষা করিলে অপর গুলিকে আয়ত্ত করাও অত্যন্ত কঠিন হইয়া দাঁড়ায়। অবশ্য এইগুলি উদ্দেশ্য নহে, উপায় মাত্র—কিন্তু উপায়াবলম্বন না করিলে উদ্দেশ্য লাভের সম্ভাবনা কোথায়? উপায় ছাড়িয়া একেবারে উদ্দেশ্যের অভিমুখে ধাবিত হইতে পারা দূরে থাকুক, প্রথমে উপায়কেই উদ্দেশ্য জ্ঞানে পূজা করিতে হইবে, পরে ঐ গুলি অভ্যস্ত হইয়া যখন স্বাভাবিক হইয়া দাঁড়াইবে, তখনই উদ্দেশ্যের দিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য করিতে হইবে।

দেশ কাল পাত্র ভেদে এই সকল উপায়ের কিছু কিছু পার্থক্য থাকিতে পারে বটে কিন্তু উহাদিগকে একেবারে পরিত্যাগ করা কখনও চলিতে পারে না। সংযম ও তপস্যা সম্বন্ধে প্রাচীন কাল হইতে যে সকল নিয়ম প্রচলিত আছে, সে গুলিকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া নিজের মনগড়া গোছ একটা কিছু করিয়া লইলে তাহাতে বিশেষ কিছু ফল হইবে বলিয়া বোধ হয় না। একান্তই যদি নূতন নিয়মের প্রয়োজন হয় তাহাও শক্তিমান্ মহাপুরুষ প্রবর্ত্তিত হওয়া চাই, এবং তাহারও সুফল প্রত্যক্ষ হওযা চাই; তবেই সেই নূতন নিয়মের ফললাভের আশা করা যাইতে পারে। লৌকিক বিষয়েও দেখা যায়, বিভিন্ন বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় নূতন নূতন গ্রন্থ প্রণীত হইতেছে বটে কিন্তু উহাদের মধ্যে কাহার গ্রন্থ প্রামাণ্য বলিয়া পরিগণিত হয়? যিনি পূর্ব্বপ্রচলিত গ্রন্থসমূহের শিক্ষা আয়ত্ত করিয়াছেন এবং গবেষণা ও পরীক্ষা বলে উহার সংশোধন ও উহাতে নূতন নূতন বিষয় সংযোজন করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

স্থির সমুদ্রে বুদ্‌বুদ্ উঠিয়া তরঙ্গাকার ধারণ করিয়াছে, জীব সেই তরঙ্গে হাবুডুবু খাইতে খাইতে ভাসিয়া যাইতেছে। এক্ষণে উজান বাহিয়া প্রতিকূল স্রোতে স্থিরত্বে যাইতে হইবে; সন্তরণপটু ব্যক্তির পরীক্ষিত কৌশল ভিন্ন উত্তীর্ণ হওয়া কি সম্ভব? এই প্রতিকূল স্রোতে গমনই সংযম ও তপস্যা।

সংযম এই শব্দটী কর্ণকুহরে প্রবেশ মাত্র সাধারণ লোকের হৃদয়ে একটা বিভীষিকা দেখা যায়, তাই উহার উপকারিতা সম্বন্ধে স্থিরভাবে সিদ্ধান্ত করিতে

অন্ধ মন অক্ষম হইয়া থাকে। তবে যখন ঐ শব্দটি অনাদিকাল হইতে প্রচলিত হইয়া শাস্ত্র মধ্যে লিখিত রহিয়াছে, তখন উহার অস্তিত্ব একেবারে উড়াইয়া দিতে না পারায় উহাকে কাটিয়া ছাঁটিয়া একপ্রকার মনোমোহন করিয়া লইবার জন্ত চেষ্টা দেখা যায়। নিজের প্রতিকূল অংশ টুকু কঠোর জ্ঞানে পরিত্যাগ করিয়া অনুকূল ভাবটুকু যথাকথঞ্চিৎ প্রতিপালন করতঃ ভগবানের কৃপার্হ হইতে তাই অনেকেরই আকাঙ্ক্ষা। কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ঐ নিয়মগুলি এইরূপ ভাবে গঠিত যে, উহার কোন একটু অংশ বাদ দিলেও সাধনা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। যে ব্যক্তি ঐ সকল নিয়ম সম্পূর্ণ রূপে পালন করিতে অসমর্থ হয়, তাহার উচিৎ ভগবানের নিকট কৃপা প্রার্থনা করা। ভগবান্ অবশ্যই সেই কৃপাপ্রার্থী সাধককে কৃপা করিয়া থাকেন এবং তাঁহার কৃপায় শক্তিমান হইয়া সে ক্রমে ঐ সকল নিয়ম প্রতিপালন করিতে নিশ্চিত সক্ষম হয়। কঠোর এই শব্দটীও আপেক্ষিক মাত্র। একজন যাহাকে অতিশয় কঠোর বলিয়া বোধ করে, অপরে হয়ত তাহাতেই আরাম বোধ করিয়া থাকে। ২।৪ জন রুগ্ন ও দুর্ব্বলের অনুরোধে একটা সাধারণ নিয়মের আপলাপ হইতে পারে না। তাহাদের জন্য ত বিশেষ বিধিই রহিয়াছে। সত্যদর্শী শাস্ত্রকারগণ এত অদূরদর্শী ছিলেন না যে, তাঁহারা এক প্রকার মাপের জামা প্রস্তুত করিয়া প্রত্যেক লোকের ব্যবহারের জন্য নির্দিষ্ট করিয়া গিয়াছেন। অসমর্থ অধিকারীর পক্ষে উক্ত সংযমের বিধি অপেক্ষাকৃত কোমল ভাবে ব্যবস্থিত আছে, কিন্তু তাহা বলিয়া অসমর্থতার দোহাই দিয়া চিরদিন অসংযতভাবে থাকিলে চলিবে না। যাহাতে অহাকে উত্তরোত্তর অধিকতর সমর্থ করাইয়া সাধারণ বিধির মধ্যে লইয়া যাওয়া যায়, তাহার চেষ্টা করিতে হইবে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, সংযমবাদ স্বতঃসিদ্ধ ও নিত্য। জ্ঞাতসারে হউক, অজ্ঞাতসারে হউক, স্বেচ্ছায় হউক বা অনিচ্ছায় হউক, জীবমাত্রকেই এই ব্রত অবলম্বন করিতে হয়; নতুবা তাহার দেহযাত্রা নির্ব্বাহ হয় না। অদ্য অপরিমিত ইন্দ্রিয়সেবা করিলাম, কালই তাহার বিষময়ফল ভোগ করিয়া বাধ্য হইয়া উপবাসাদির দ্বারা সংযত হইয়া প্রশমন করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম। * শাস্ত্রকারগণ দিব্য চক্ষু দ্বারা এই সকল বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া আপাতমনোরমের পরিণামবিরসতা আবিষ্কার করিলেন এবং উক্ত আপাতমনোরমের হস্ত হইতে

* বলা বাহুল্য, বাধ্য হইয়া না করিয়া স্বাধীনভাবে করিতে পারিলে অনেক বেশী ফল হয়।

নিবৃত্তিলাভের জন্য যে সকল উপায় আছে, সকলগুলিকে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া সংযমবাদ নামক এই সাধারণ বিধি প্রণয়ন করেন।

প্রথমেই আহারাদির প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হয়। প্রবল ইন্দ্রিয়দলকে দমন করিয়া স্ববশে আনিতে হইলে আহারের প্রতি বিশেষ মনোনিবেশ না করিলে হইবে না। মন ইন্দ্রিয়পথে বাহির হইয়া বিষয় সেবন করে। তেজীয়ান্ ইন্দ্রিয়-সমূহের সেই তেজকে খর্ব্ব না করিতে পারিলে মনের চঞ্চলতা নিবারণ হইবে না। আর একপ মন লইয়া তত্ত্বজ্ঞানলাভের কোন চেষ্টাই সফল হইবে না, যোগ বন্ধ না করিয়া ক্ষেত্রে জলসেচনের ন্যায় কেবল পরিশ্রম সার হইবে। সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়, ব্যাঘ্র সর্প প্রভৃতি হিংস্রজন্তুগণকে বশীভূত করিতে হইলে প্রথম ২।১ দিন তাহাদিগকে একেবারে অনাহারে রাখে। ঐরূপে তাহারা একটু নিস্তেজ হইলে কেবলমাত্র প্রাণধারণোপযোগী অল্প অল্প আহার দিয়া তাহাদিগকে শিক্ষা দিতে আরম্ভ করে। সাধনরাজ্যেও এইরূপ। উপবাসাদি দ্বারা সবল শরীরে একটু কৃশতা হইলেও উহা দুর্ব্বল হইবে না, বরং ব্রহ্মচর্য্যাদি পালন জন্য দেহে উত্তরোত্তর অধিকতর বলবীর্য্য সঞ্চিত হইবে। উপার্জ্জিত অর্থ রক্ষা করিতে না পারিলে কেবল উপার্জ্জনের দ্বারা ধনী হওয়া যায় না। অর্জ্জন অপেক্ষা অর্জ্জিত অর্থ সংরক্ষণে বেশী শক্তির প্রয়োজন হয়। ভুক্তদ্রব্যের দ্বারা যে বলটুকু হয়, সেই বলটুকুর অপব্যয় যদি হয়, তদপেক্ষা স্বল্প আহার করিয়া অভ্যন্ত বলের সঞ্চয় করা ভাল। একশত টাকা রোজকার করিয়া দেড়শত টাকা ব্যয় করিয়া পঞ্চাশ টাকা ঋণী হওয়া অপেক্ষা পঞ্চাশ টাকা রোজকার করিয়া পঁচিশ টাকা খরচ করিয়া পঁচিশ টাকা জমান ভাল।

স্থূল দেহকে অবলম্বন করিয়া সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়গণ আনন্দ অনুভব করে। তাহাতে স্থূলদেহের ক্ষয় হইতে থাকিলেও সেদিকে দৃষ্টিপাত করে না। যানারূঢ় ব্যক্তি যানবাহক বা বহনকারী জীবদিগের দুঃখের দিকে দৃষ্টিপাত করে না, বরং নিজের স্বচ্ছন্দগমনের ব্যাঘাত হইলে তাহাদিগের উপর অসন্তুষ্ট হইয়া উঠে। সুতরাং স্থূলশরীরকে রক্ষা করিবার জন্যও অন্ততঃ সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়গণের এই ভোগবাসনা রোধ করিতে হইবে। তাহা হইলেই স্থূলশরীরের পুষ্টিসাধন হইবে। সাধারণতঃ দেখিতে পাওয়া যায় যে, ভোগী লোকসকল দেহকে যত্ন করিয়া রক্ষা করিতে যাইয়া তাহাকে নষ্ট করিয়া ফেলে, তাহাদের দেহ নানাপ্রকার রোগের আকর হইয়া পড়ে। এদিকে যাহাদিগকে উপবাসাদি করার দরুণ দেহের প্রতি বীতশ্রদ্ধ ও মমতাশূন্য বলিয়া বোধ হয়, তাহারাই কিন্তু বাস্তবিক দেহকে রক্ষা করে। তাহারা একটু কৃশ হইলেও বেশ সুস্থ ও সবল থাকে।

দেহকসরতকারী পালোয়ানগণ কুস্তি ইত্যাদি করিয়া আহারের পরিমাণ ক্রমশঃ বৃদ্ধি করতঃ স্থূল দেহের পুষ্টিসাধন করে বটে, কিন্তু তাহাতে তাহাদের বুদ্ধিবৃত্তি একেবারে অকর্ম্মণ্য হইয়া যায়। ইহাদিগকেও কিন্তু অন্যান্য ভোগ-বাসনার বিশেষভাবে সংযম করিতে হয়। তাহাদিগকে ব্রহ্মচর্য্য ব্রত পালন করিতে বিশেষরূপ সচেষ্ট দেখা যায়। যদিও ইহাদের উদ্দেশ্য—কেবল দেহের উন্নতি, তথাপি ভোগবিলাসনিরত অসংযতচিত্ত ব্যক্তিদিগের অপেক্ষা এই শ্রেণীস্থ লোকদিগের দ্বারা জগতের অনেক উপকার সাধিত হইয়া থাকে। প্রথমোক্ত ব্যক্তিদিগের দ্বারা জগতের উপকার হওয়া দূরে থাকুক, নিজ নিজ আসুরিক প্রবৃত্তি তৃপ্ত করিতে যাইয়া তাহারা সাধারণের কত অনিষ্ট সাধন করে! স্বার্থপরতন্ত্র হইয়া পরদুঃখকাতরতা প্রভৃতি মনুষ্যোচিত গুণগুলিকে একেবারে নষ্ট করিয়া ফেলে এবং অযথা অর্থব্যয় করিয়া জগতের দুঃখদারিদ্র্যের সংখ্যা বৃদ্ধি করে। শেষে বৃথাকার্য্যে দেহক্ষয় করিয়া হয় অকালে মৃত্যুগ্রস্ত হয়, নতুবা জরাগ্রস্ত হইয়া জগতের ভার বৃদ্ধি করিতে থাকে।

সংযতচিত্ত দেহকসরতকারী পালোয়ানদিগের দ্বারা ইহ জগতের অনেক উপকার হইলেও পরমার্থিক কার্য্য তাহাদের দ্বারা কিছু হয় না। যাঁহারা আধ্যাত্মিক উন্নতি করিতে চান, তাঁহাদের পক্ষে দেহখানিকে সাধনোপযোগী সুস্থ ও সবল করিয়া রাখিতে পারিলেই যথেষ্ট হয়। অযথা ব্যবহার করিয়া কোন প্রকার পীড়া না জন্মে, অথচ কোন প্রকারে ক্ষয় প্রাপ্ত না হয়। দেহের সঙ্গে মনের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, দেহকে সুস্থ ও সবল রাখিতে পারিলে মনও সুস্থ ও সবল থাকিতে পারে। এই সুস্থ ও সবল দেহ লাভ করিতে হইলে আবার সংযমের বিশেষ আবশ্যক। দেহের প্রকৃত অভাব সকল সময়ে ঠিক অনুভব করিতে না পারিয়া অনেক সময় প্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া পড়িতে হয়। এই কারণেই চিত্তকে সংযত রাখিয়া একটু কঠোরতার দিকে ঝুঁকিয়া থাকিতে হয়। একটী দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝান যাইতেছে। খেলা করা বালকের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। বিদ্যা উপার্জ্জন কালে সেই প্রবৃত্তিকে যে একেবারে লোপ করিতে হইবে, তাহা নহে। তাহাকে সময় মত পড়িতে হইবে, এবং সময় মত খেলাও করিতে হইবে। কিন্তু প্রথম হইতেই যদি তাহাকে ঐকথা বলা যায়, তবে সে খেলায় এরূপ উন্মত্ত হইবে যে, আর তাহার বিদ্যা শিখিবার অভ্যাস হইবে না। এই কারণেই তাহার অভিভাবকেরা তাহাকে খেলিতে দেখিলেই শাসন করে। ইহাতে প্রথমতঃ বালকের একটু ক্লেশ হয় বটে, কিন্তু তাহার যখন বিদ্যার একটু রসাস্বাদ হয়, তখন তাহাকে আর কেহ শাসন করে না।

সাধনের সময় যে কঠোর ভাবের দিকে ঝুঁকিয়া থাকার কথা বলা হইয়াছে, তাহারও তাৎপর্য্য এই।

শরীরযাত্রানির্ব্বাহোপযোগী আহার বিহার ব্যতীত শাস্ত্রচর্চ্চা, সৎসঙ্গ প্রভৃতি দ্বারাও সংযম অভ্যাসের বিশেষ সহায়তা হইয়া থাকে। আমার বিবেচনায় কিন্তু আহারাদি সংযমই মুখ্য, কারণ, আহার সংযম না করিতে পারিলে অন্য কোন বিষয় প্রতিপালন করা কঠিন হইয়া পড়িবে—আহারসংযমাভাবে মন স্বভাবতঃই বিপরীত মার্গে বিচরণ করিতে থাকিবে, উহাকে স্থির করা কখনই সম্ভব হইবে না। বন্দুকে বারুদ ঠাসিয়া কতক্ষণ সাবধান হইয়া চলা যাইবে। এক সময় না এক সময় উহার আওয়াজ হইয়া গুলি ছুটিয়া যাইবে, সঙ্গে সঙ্গে অনেক অপচয় হইয়া যাইবে। যাহা হউক, শাস্ত্রচর্চা অর্থাৎ স্বাধ্যায় প্রবচন বা বেদ বেদান্তাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন অধ্যাপনের দ্বারা সংযমের সহায়তা কিরূপে হয় দেখান যাইতেছে। পুস্তক লইয়া বসিলে দেহ স্থির হয়, ভাষার দিকে মনোনিবেশ করিলে মন স্থির হয় এবং ভাবের ঘরে প্রবেশ করিলে চিত্তের লয় হইয়া যায়। সৎসঙ্গে সর্ব্বদা থাকিলে মনের কুটিল ভাবের বিকাশ হইতে না পারায় অগত্যা সংযমের রাস্তায় গিয়া পড়িতে হয়। এই প্রকারে দেখা যায়, সংযম বিষয়ক যে সকল বিধি নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহা দ্বারা ধীরে ধীরে পাশবপ্রবৃত্তিনিচয়ের উচ্ছেদ সাধিত হইয়া ক্রমে চিত্তশুদ্ধি লাভ হয়। ব্রহ্মচর্য্য হইতে আরম্ভ করিয়া বারব্রত খুটিনাটি পর্য্যন্ত যেন সংযমেরই বিভিন্ন বিকাশমাত্র। শেষে বানপ্রস্থে পূর্ণাহুতি হইয়া সন্ন্যাসে প্রকৃত মনুষ্যপদবীতে উত্তীর্ণ করিয়া দেয়। যতদিন পর্য্যন্ত না সেই চরমাবস্থা লাভ হয়, ততদিন পর্য্যন্ত সংযম সঙ্গে সঙ্গে থাকিবে। প্রথমাবস্থায় যেরূপ চেষ্টা করিয়া সংযম করিতে হয়, পরে আর তাহা করিতে হয় না। উহা ক্রমশঃ সহজ ভাবে পরিণত হয়।

মানবের ঐহিক পারত্রিক উন্নতি কায়িক মানসিক ও বাচিক ভেদে যত প্রকার হইতে পারে, সংযমই সকলের মূলীভূত কারণ। যেখানেই কোন শক্তির বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার মূলদেশ অনুসন্ধান করিলে সংযমের সহিত সাক্ষাৎকার হয়। এই সংযমের তারতম্যানুসারে শক্তির হ্রাসবৃদ্ধি হয় এবং সেই কারণেই পাত্রের ভেদাভেদ দৃষ্ট হইয়া থাকে। যিনি যে পরিমাণ সংযম অভ্যাস করিয়া আয়ত্ত করিয়াছেন, তিনি সেই পরিমাণে শক্তিমান্, সুতরাং উন্নতির দিকে সেই পরিমাণে অগ্রসর। সকলেই প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে এই সংযম অভ্যাস করিতেছেন। অর্থাৎ কেহ বা জ্ঞাতসারে উহা অভ্যাস করিতেছেন, কেহ কেহ বা কেবল উন্নতি লাভের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া অগ্রসর হইতেছেন। উভয়েরই কিন্তু সংযম অভ্যাস

হইয়া যাইতেছে। যাঁহারা অজ্ঞাতসারে সেই পথে চলিয়াছেন, তাঁহাদিগকে বিভিন্ন অবস্থা ও নানাবিধ বাধাবিঘ্নের ঘাতপ্রতিঘাতে অনেক শক্তির অপচয় করিয়া সংযমের পথে গিয়া পড়িতে হয়। প্রথম হইতেই সংযমের রাস্তা পাইলে ইঁহারা অপেক্ষাকৃত অধিক উন্নতিলাভে সমর্থ হইতেন, সন্দেহ নাই। প্রতিকূলস্রোত রোধ করিতে যে শক্তিটুকুর প্রয়োজন হয়, অনুকূল স্রোত পাইলে সেই শক্তিটুকু দ্বারা গতির অনেক সাহায্য হইতে পারে।

আমরা বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের একটু ঐতিহাসিক আভাস আলোচনা করিয়া এই বিষয় আর একটু বিশদভাবে বুঝিবার চেষ্টা করিব।

আর্য্যগণ যখন প্রথমে ভারতবর্ষে পদার্পণ করেন, তখন কৃষিকর্ম্ম ও পশুপালন মৃগয়া প্রভৃতি উপায় অবলম্বন করিলেন। ক্রমশঃ তাঁহারা সংসারে আধিব্যাধি মৃত্যুর আধিপত্য দেখিয়া উহার অনিত্যতা উপলব্ধি করিতে পারিয়া নিত্যবস্তুর অনুসন্ধানে বদ্ধপরিকর হইলেন। ইঁহারা অনন্যকর্ম্মা হইয়া ধ্যানচিন্তায় সমুদয় সময় অতিবাহিত করিতে আরম্ভ করিলেন। অগত্যা তাঁহাদিগের দেহরক্ষার জন্য যে সকল বিষয় অত্যাবশ্যকীয়, তাহা অপর সকলে পূরণ করিতে লাগিলেন। কালক্রমে প্রথমোক্ত মননশীল লোকসকল স্বতন্ত্র একটী সম্প্রদায় হইয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহাদিগের সন্তান সন্ততি সকল বংশপরম্পরায় পিতৃপিতামহাদির কার্য্যই চর্চ্চা করিতে লাগিলেন এবং ব্রাহ্মণ নামধারী জাতির গঠন করিলেন। পরে আর্য্যদিগের বংশ বিস্তারের সহিত বহু পরিবারের উৎপত্তি হইলে স্বার্থ লইয়া পরস্পর বিবাদ হইতে লাগিল এবং কাটাকাটি মারামারি লাঠালাঠি প্রভৃতি দস্যুজনোচিত ব্যবহারে সকলে উৎপীড়িত হইলে ব্রাহ্মণদিগের পরামর্শে ব্রাহ্মণেতর লোকদিগের মধ্যে ক্ষত্রিয়নামধারী আর একটী সম্প্রদায় গঠিত হইল। ইঁহারাও উপার্জ্জনের চিন্তা পরিত্যাগ পূর্ব্বক অনন্যমনে দৈহিক বল ও শক্তি সংগ্রহ করিয়া আর আর সকলকে রক্ষা করতঃ রাজা প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। অবশিষ্ট লোক সকল বৈশ্যনামধারী থাকিয়া কৃষি গোরক্ষা বাণিজ্যাদি দ্বারা অর্থ সঞ্চয় করিয়া নিশ্চিন্তমনে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। এই তিনপ্রকার কার্য্যে অশক্ত লোকসকল শূদ্র নামে অভিহিত হইয়া দৈহিক পরিশ্রম দ্বারা সকল রকম কার্য্য সম্পন্ন করিয়া দিতে লাগিলেন।

ব্রাহ্মণগণ অনন্যকর্ম্মা হইয়া ধ্যান চিন্তা দ্বারা অনিত্য সংসার মধ্যে নিত্য বস্তুর অনুসন্ধান করিতে করিতে অনেক তত্ত্বের আবিষ্কার করতঃ উহাদিগকে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া শাস্ত্র আখ্যা দিলেন। প্রবৃত্তি মার্গের কোলাহলে জ্ঞানাতন হইয়া

তাহার হস্ত এড়াইবার জন্য চিত্ত সংযম করিয়া মনের যথেচ্ছ গতি রোধ করিলেন ও তৎক্ষণাৎ দিব্য চক্ষু দ্বারা আর একটী পথ দেখিতে পাইয়া নিবৃত্তি মার্গ নাম দিয়া সেই পথের পথিক হইলেন। নিবৃত্তিমার্গ অনুসরণে একটু শান্তি অনুভব করিয়া, উহাতে অননুভূতপূর্ব্ব অনির্ব্বচনীয় বিমল আনন্দের আভাস পাইয়া তদনুসরণে ধাবমান হইলেন। ক্রমশঃ নিবৃত্তিমার্গের চরম সীমা আত্যন্তিক নিবৃত্তির নিকট উপস্থিত হইয়া নিরতিশয় সুখ প্রাপ্ত হইলেন। তথা হইতে অনন্তধামে দৃষ্টি-নিক্ষেপ করিয়া যাহা পাইলে আর কিছু পাইবার আবশ্যক করে না, যাহাকে দেখিলে আর কিছু দেখিবার আবশ্যক করে না, তাহাকে দেখিলেন ও পাইলেন। জীবের প্রকৃতিগত ধর্ম্ম এই যে, কোন একটী ভাল বস্তু পাইলে সে অপরকে তাহা না দেখাইয়া থাকিতে পারে না। যতক্ষণ সে একটী মনোমুগ্ধকর উপাদেয় বস্তু পাইয়া নিজে তৃপ্তি লাভ করিতে না পারে, ততক্ষণ সে গম্ভীরবেশ ধারণ পূর্ব্বক স্বার্থপরতন্ত্র হইয়া বেড়ায়। পরে অভীপ্সিত বস্তু লাভ মাত্র পূর্ণকাম হইয়া বালকের ন্যায় দৌড়িয়া আর আর সকলকে দেখাইতে যায়, নিজে ভোগ করিবার ইচ্ছা থাকে না। সেই প্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া ব্রাহ্মণগণ অপর সাধারণকে উক্ত পরম সুখ দেখাইয়া তাহার অংশভাগী করাইতে ইচ্ছুক হইলেন। অপর সাধারণে কিন্তু প্রবৃত্তিমার্গের কোলাহলে বধিরশ্রবণ হইয়া ব্রাহ্মণের কোন কথাই শুনিতে পাইল না। কেহ কেহ বা শুনিতে পাইল, কিন্তু সংসারে যে সুখের ক্ষণিক আভাস এক আধটু পাইয়া উন্মত্তের ন্যায় দিগ্‌ভ্রান্ত হইয়া অকারণ মরীচিকামধ্যস্থ পিপাসু ব্যক্তির ন্যায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, তাহা বুঝিতে পারিল না। ব্রাহ্মণগণ তাহাদের সেই অস্থির চিত্তের চঞ্চলতা দূর করিবার জন্য তাহারা যে সকল বিষয়ে ব্যাপৃত আছে, তাহাদের মধ্য হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়া তাহাদের মনোভাবগুলিকে শ্রেণীবদ্ধ করতঃ তদনুযায়ী স্থূল স্থূল বিষয় লইয়া প্রত্যেক শ্রেণীর জন্য স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র কতকগুলি কর্ত্তব্যের নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন এবং পুরাণাদি প্রণয়ন করিয়া তাহাতে উৎসাহ দিতে লাগিলেন। অনেকেই তাহা ধারণা করিয়া তাহার উপকারিতা উপলব্ধি করিতে পারিয়া তাহার বশবর্ত্তী হইলেন, কেহ কেহ বা অংশত বুঝিতে না পারিয়া বা বুঝিবার জন্য চেষ্টা না করিয়া অন্ধের মত অনুসরণ করিল। কেহ কেহ বা নিজের অপেক্ষা শক্তিমান কোন লোককে যাইতে দেখিয়া, কেহ কর্ত্তব্য জ্ঞানে কেহ বা বাধ্য হইয়া তৎপশ্চাৎ ধাবমান হইল। বাকি সব কোন দিকে না যাইয়া পূর্ব্ববৎ বিচরণ করিতে লাগিল। যেমন প্রায়ই ঘটিয়া থাকে, অনেকে আবার তার্কিক বুদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়া ঐ সকল নিয়ম একেবারে অস্বীকার করিয়া

বিরোধী হইয়া উঠিল। এই সকল বিশৃঙ্খলতা দূর করিবার জন্য ব্রাহ্মণগণ ঐ সকল বিধি রাজশক্তির সহায়তা অবলম্বন করিয়া পরিচালিত করিতে লাগিলেন।

এস্থলে ইহা বলা আবশ্যক যে, ব্রাহ্মণগণ স্বেচ্ছাপরতন্ত্র হইয়া কোন বিশেষ স্বার্থসিদ্ধির অভিলাষে যোপার্জ্জিত মহাশক্তির অপব্যয় বা অযথাপ্রয়োগ করিয়া তাহার অবমাননা করিতে যান নাই। সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ থাকিয়া লোকহিতব্রতে ব্রতী হইয়া দেহ মনকে তপঃ ও জ্ঞান করিয়া জীবন উৎসর্গ করিয়া গিয়াছেন। নতুবা এ মহাশক্তির অবতারণা হইত না। তাঁহারা যে সকলের শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করিলেন, ইহা কোনরূপ কৌশলে বা জোর করিয়া নহে। লোকে তাঁহাদের সদ্‌গুণরাশি দেখিয়া তাঁহাদিগকে আপনি মানিতে লাগিল। তাঁহাদের সৎ উদ্দেশ্য ও তাঁহাদের প্রবর্ত্তিত বিধিসকলের উপকারিতা উপলব্ধি করিয়া লোকে তাঁহাদের নিকট অবনতমস্তক হইয়া পড়িয়াছেন। প্রাণের কথার যে উত্তর দিতে পারে, হৃদয়ের গ্রন্থি ভেদ করিয়া সকল সন্দেহ নাশ করিয়া গভীর প্রশ্ন সকল মীমাংসা করিয়া দিতে যে পারে, তাহার নিকট কাহার না মস্তক অবনত হয়? এটা যে স্বাভাবিক নিয়ম! স্মৃত্যুক্ত বিধানানুসারে চারিবর্ণের প্রত্যেক বর্ণই স্ব স্ব অধিকারানুসারে কতকগুলি বিধি নিষেধের অধীন। এই অধিকার তাহাদিগের নিজ নিজ শক্তি ও গুণানুসারে প্রদত্ত হইয়াছে। এই বর্ণবিভাগ গুণগত, বংশগত নহে কিন্তু কালসহকারে ঐ ঐ অধিকার পুত্রপৌত্রাদি ক্রমে বিস্তৃত হইয়া বংশগত হওয়ায় অতি সংকীর্ণভাব ধারণ করিয়াছে এবং প্রত্যেকেই নিজ নিজ কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব বিস্মৃত হইয়া প্রাপ্য অধিকার লইয়া ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। ইহাদিগের মধ্যে ব্রাহ্মণদিগের উপর গুরুতর দায়িত্বের সহিত যে প্রভুত্ব অর্পিত ছিল, তাঁহারা সেই দায়িত্ব বিস্মৃত হইয়া কেবল প্রভুত্ব লইয়া টানাটানি করিয়া ঘোর স্বার্থপর ও অত্যাচারী বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছেন। ফলে আদানপ্রদান সামঞ্জস্য না থাকায় এমন সনাতন ধর্ম্মটী রসাতলে যাইবার উপক্রম হইয়াছে এবং বীতশ্রদ্ধ সাধারণের নিকট তাঁহাদিগের 'যেচে মান কেঁদে সোহাগ' হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

শূদ্রগণ অনেক অধিকারে বঞ্চিত থাকায় আপাততঃ উহা সম্পূর্ণ পক্ষপাতিত্বমূলক মনে হইতে পারে কিন্তু একটু অনুধাবন করিয়া দেখিলে ঐ ধারণা অমূলক বলিয়া বোধ হয়। আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়ে বালকগণকে একটা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হইলে তদপেক্ষা উচ্চতর বিষয়ে প্রবেশাধিকার দেওয়া হয় না। প্রবৃত্তিমার্গবিচরণশীল অসংযতচিত্ত ব্যক্তিই শূদ্র নামে অভিহিত। তাহারা উচ্চাধিকার পাইলে সেই অধিকারের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে পারিবে না। সেবাধর্ম্ম দ্বারা মলিন চিত্তের একটু

প্রকাশ হইলে ক্রমশঃ আপনা আপনি উচ্চাধিকার আসিয়া যাইবে। সামান্য একজন অজ্ঞব্যক্তিকে উচ্চ বিচারাসনে বসিবার অধিকার দিলে বিচারবিভ্রাট ঘটিয়া কত নিরীহ লোকের প্রাণ নষ্ট ও প্রকৃত দোষী লোক নিষ্কৃতি লাভ করিয়া একটা বিড়ম্বনা ঘটাইবে মাত্র। সেই জন্য সর্ব্বোচ্চ বিচারাসনে সকলের বসিবার অধিকার নাই। তাহা পক্ষপাতিত্ব নহে, বরং যোগ্য পাত্র হইবার একটী প্রলোভন মাত্র। এইরূপ অপর তিন বর্ণের অধিকারও সীমাবদ্ধ। তাহারা যে চিরকাল ঐ সীমার ভিতর থাকিবে, এরূপ কোন বিধি নাই। বিগতস্পৃহ হইয়া নিজ নিজ অধিকারে উত্তীর্ণ হইলে অপেক্ষাকৃত উচ্চতর বিষয়ের আলোচনা; তৎপরে তপস্যা দ্বারা মুক্তি লাভ। এই বিষয়ের সমর্থনে অনেক দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করা যাইতে পারে।

স্মৃত্যুক্ত সংযমের প্রথমাবস্থা ব্রহ্মচর্য্য। ইহার প্রধান ও প্রথম লক্ষ্য দেহ ও মনের গঠন করা। কায়মনোবাক্যে মৈথুন ত্যাগকেই ব্রহ্মচর্য্য বলে। মৈথুন শব্দের শব্দার্থ—দ্বিতীয় কোন বস্তুর সহিত মনের সংযোগ হইয়া মনের মত্ততা আনয়ন করা। এই জন্য ব্রহ্মচারী যাহাতে অতিরিক্ত উল্লাস আনয়ন করে, এমন সকল বিষয় সর্ব্বান্তঃকরণে পরিত্যাগ করিবেন। শরীরের রেতঃ ধারণ করাই ইহার তাৎপর্য্য। ভুক্ত দ্রব্য পরিপাকানন্তর রক্ত মাংস মেদ অস্থি মজ্জা প্রভৃতিতে পর্য্যায়ক্রমে পরিণত হইয়া শেষ রেতঃ উৎপন্ন হয়। দেহ ও মনের বলাধান করিতে হইলে রেতোধারণ অত্যাবশ্যক। এক্ষণে ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা করিতে হইলে যে সকল নিয়ম প্রতিপালন করিতে হয়, তাহা পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, প্রত্যেকটীর লক্ষ্য উপরোক্ত কয়েকটী বিষয়। সংযমই উহাদের মূল।

প্রথম বয়সে ইন্দ্রিয়দিগের পূর্ণতেজ থাকে। তাহাদিগকে অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল করিয়া রাখিয়া আয়ত্ত করিবার জন্য একাহারের ব্যবস্থা। দিনরাত্রির মধ্যে একবার মাত্র দেহরক্ষা উপযোগী আহার করিবে। কিন্তু কি পরিমিত আহারে ঠিক দেহ রক্ষা হয়, দুর্ব্বলতা আসে না, তাহা পূর্ণতেজশালী ইন্দ্রিয়-পরিবেষ্টিত বালকমন অবধারণ করিতে সম্পূর্ণ অক্ষম। এই জন্য হবিষ্যান্নের ব্যবস্থা অর্থাৎ স্বাদগন্ধবিহীন অনুগ্র অথচ তেজস্কর আহার। অত্যন্ত ক্ষুধা না হইলে উহা গলাধঃকরণ করা যায় না এবং ক্ষুন্নিবৃত্তি হইয়া গেলে তাহার উপর একগ্রাসও উদরস্থ হইবে না। দৈহিক অভাব পূরণের ইচ্ছাই ক্ষুধা কিন্তু সুস্বাদু উপাদেয় আহার পাইলে লোভের বশবর্ত্তী হইয়া লক্ষ্যভ্রষ্ট

হইয়া স্বভাবের অতিরিক্ত আহার হইয়া পড়ে। আহার সংযত না হইলে মনের যথেচ্ছগতি নিবারিত হইবে না। মনের যথেচ্ছগতি রোধ না হইলে মন পূর্ণ গঠিত হইবে না সুতরাং পূর্ণশক্তিবিশিষ্ট না হওয়ায় অধ্যয়নাদি উপস্থার ব্যাঘাত জন্মাইবে। অতিরিক্ত আহার দ্বারা পাকযন্ত্র দুর্ব্বল হইলে যেমন দেহের পীড়া জন্মে, সেইরূপ অতিরিক্ত রেতঃ সঞ্চয় হইলে মনের বিকার হয়। এজন্য জীর্ণ করিবার ক্ষমতা সত্ত্বেও অল্প আহার ব্যবস্থা অর্থাৎ যে পরিমাণ রেতঃ সে ধারণা করিতে পারে, যাহাতে মনশ্চাঞ্চল্য না হয়, সেই পরিমাণ রেতঃ যে আহার্য্যের দ্বারা উৎপন্ন হইয়া দেহগঠনে সব ব্যয়িত হইয়া যায়, সেই পরিমাণ আহার করা কর্ত্তব্য।

ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা দেহ ও মনের পূর্ণ গঠন হইলে পর সংসার আশ্রমে আসিয়া বৃদ্ধি শুদ্ধি করিয়া লইতে হয়। মন স্বভাবতঃ যে সকল বিষয় লইয়া মত্ত হইতে চায়, সংসারে বিভিন্ন অবস্থার মধ্য দিয়া পরীক্ষা করতঃ সেই সকল বিষয়ের দোষ দর্শন করা কর্ত্তব্য। ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমে শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন ও গুরূপদেশাদি দ্বারা বাচনিক যে শিক্ষা হইল, গার্হস্থ্য আশ্রমে কার্য্যতঃ তাহার প্রয়োগ করিয়া দেখিলে তাহা সুদৃঢ় হইয়া যায়। সেজন্য প্রত্যেক বিষয়ের কিছু কিছু আস্বাদন করা কতক বা দূর হইতে অপরের দৃষ্টান্ত দেখিয়া সদসৎ নিত্যানিত্য বিচার পূর্ব্বক দোষ দর্শন করতঃ বীতরাগ হইলে বিবেক বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া বানপ্রস্থ ধর্ম্ম অবলম্বন করিবার বিধি। তথায় বিবেকবুদ্ধি প্রবল হইলে ভগবৎসত্তার উপলব্ধি হয়। তখন সন্ন্যাস আশ্রমে গিয়া ভগবানে আত্মসমর্পণ করিয়া দেহের প্রারব্ধ ভোগ কাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া থাকিতে হয়। এইরূপে দেখা গেল, চারি আশ্রমের যাহা কিছু কর্ত্তব্য অবধারিত আছে, তাহার প্রত্যেকটী সংযমের উপর উপস্থাপিত। সংযম কেমন ধীরে ধীরে জীবের মানোবৃত্তিকে প্রস্ফুটিত করিতে করিতে পূর্ণ বিকাশ করিয়া দিল।

সুপুত্র নচিকেতার তিনটী বর।

পূর্ব্বকালে গৌতমগোত্রসম্ভূত বাজশ্রবা নামে এক ঋষি ছিলেন। তিনি তাঁহার সর্ব্বমেধ যজ্ঞের দক্ষিণা প্রদান কালে সর্ব্বস্ব দান করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন।

তাঁহার নচিকেতা নামে এক পুত্র ছিল। নচিকেতা বড়ই সাধু বালক। প্রথম বয়সেই তাহার আস্তিক্য বুদ্ধি জন্মিয়াছে। কিপ্রকারে পিতার সেই বিশ্বজিৎ যজ্ঞ সাঙ্গ হইবে, নচিকেতা অনুক্ষণ তাহাই চিন্তা করিতেছে। নচিকেতা দেখিতে পাইল যে, দক্ষিণার জন্য কতকগুলি গাভী আনা হইয়াছে। কিন্তু উহা-দিগকে দেখিয়া তাহার তৃপ্তি হইল না। সে শ্রদ্ধালুমনে ভাবিতে লাগিল, "হায়, পিতৃদেব আজ কি নিস্ফল দানেই ব্রতী হইয়াছেন। গাভীগুলি এত জরা-জীর্ণ যে, দেখিলে বোধ হয় যেন, তাহারা এজন্মের শোধ তৃণাহার ও জল পান শেষ করিয়াছে। এজন্মের শোধ যেন তাহাদের দুগ্ধদোহন শেষ হইয়াছে! গাভীগুলি নিরিন্দ্রিয় এবং একেবারে অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছে। পিতৃদেবও এসকল গাভীই দান করিতেছেন। এরূপ শুষ্কদানে কিন্তু দাতার কোনও ফল নাই। ফল ত দূরের কথা, শুনিয়াছি, অনেক নিরানন্দ নরক আছে, না জানি এবম্বিধ দাতাকে সেই অশ্রদ্ধেয় লোকেরই বা অধিবাসী হইতে হয়। যাহা হউক, আমি তাঁহার পুত্র, আপনাতে ও পুত্রে কোন প্রভেদ নাই। আমি পিতার অধোগতি কখনই স্বচক্ষে দেখিতে পারিব না, অবশ্য ইহার প্রতিকার করিব। আমার প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করিতে হয়, তাহাও ভাল, আমাকে আত্মবলি দিতে হয়, তাহাও শ্লাঘ্য; তথাপি পিতার যজ্ঞ ব্যর্থ হইতে দিব না।" এরূপ চিন্তা করিতে করিতে পিতৃপ্রাণ নচিকেতার হৃদয় ব্যাকুল হইল। দেখিতে দেখিতে এক দিব্য-জ্যোতিঃ তাহার হৃদয়-মন্দির আলোকিত করিল। সে অকস্মাৎ দেখিল, সম্মুখে অতল নিবিড়ান্ধকার নিরয়, তাহার পিতা যেন সেই স্থানেই প্রবেশ করিতেছেন। দেখিবামাত্র নচিকেতার গাত্র ভয়ে রোমাঞ্চিত হইল; কিন্তু তাহার হৃদয় উৎসাহে পূর্ণ হইল। কিন্তু সে ত নিতান্ত বালক, কে তাহার কথায় কর্ণপাত করিবে, কে তাহার কাতর হৃদয়ে শান্তি প্রদান করিবে? অনেক চিন্তায় আকুলিত হইয়া, নচিকেতা অগত্যা পিতৃসন্নিধানে উপস্থিত হইল।

এক্ষণে পিতৃপ্রেমে তাহার হৃদয় পরিপূর্ণ হইল, কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইল। সে বহুকথা বলিলে, পাছে তাহার পিতা তাহাকে ধৃষ্ট বলিয়া মনে করেন, এই ভয়ে গদ্‌গদ্‌কণ্ঠে মিতাক্ষরে সে বলিল, "পিতঃ, আপনি আপনার এ অধম সন্তান সম্পত্তিকে কোন্ পাত্রসাৎ করিবেন, বলিয়া দাসকে চরিতার্থ করুন।" নচিকেতার আশঙ্কাই ফলবতী হইল। নচিকেতার কথার তাৎপর্য্য বুঝিতে না পারিয়া, পিতা নিরুত্তর রহিলেন। নচিকেতা মনে করিল, পিতা তাহার

কথায় বাল্য-চাপল্য বোধে উপেক্ষা করিতেছেন। কিন্তু, যে পুত্রের হৃদয় একবার পিতৃপ্রেমে বিহ্বল হইয়াছে, যাঁহার হৃদয় পিতৃভক্তিময়, সে কি যৎকিঞ্চিৎ ভয়েই পরাঙ্মুখ হইবে? পিতৃভক্তির এমনি মাহাত্ম্য যে, নচিকেতার হৃদয় সবল হইল। পিতাকে নিরুত্তর দেখিয়া নচিকেতা যেন এবার দ্বিগুণ উৎসাহিত হইল এবার পিতৃপ্রেম তাহার ক্ষুদ্র হৃদয়কে প্লাবিত করিয়া ফেলিল, এক্ষণে তাহার প্রেমোচ্ছ্বাস বাষ্পাকারে চক্ষে উদিত হইল। তথাপি পিতৃ-সন্নিধানে সে অচল ও অক্ষুব্ধ রহিল। এবং ক্ষণেক চিন্তার পরে দুর্দ্ধর্ষ নচিকেতা পুনরায় পিতাকে পূর্ব্ব প্রশ্নই জিজ্ঞাসা করিল। এবার পিতা একটু ক্রুদ্ধ হইলেন। তিনি মনে করিলেন, "নাঃ—নচিকেতা দুর্বৃত্ত, কুমার-স্বভাব নহে, বালক হইয়াও পুনঃ পুনঃই একপ চাপল্য প্রকাশ করিতেছে। যাহা হউক, এবারও তিনি মনের মধ্যে ক্রোধকে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিলেন। কিন্তু নচিকেতা হৃদয়ের আবেগে যখন তৃতীয়বার পিতাকে ঐ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন, তখন পিতা আর ক্রোধ সম্বরণ করিতে না পারিয়া বলিয়া ফেলিলেন, "তোকে যমের হাতে দিব।",

পিতার এই বাক্যবাণে নচিকেতা মর্ম্মাহত হইল, এবং একান্তে বসিয়া পরিবেদনা করিতে লাগিল। "পুত্র তিন প্রকার, উত্তম, মধ্যম ও অধম। যে পুত্র পিতা আজ্ঞা করিবার পূর্ব্বেই পিতার ইচ্ছা পূর্ণ করে, সে উত্তম পুত্র; যে পুত্র পিতার আজ্ঞা প্রাপ্ত মাত্র উহা প্রতিপালন করে, সে মধ্যম পুত্র; আর যে পুত্র পিতৃআজ্ঞা লঙ্ঘন করে, তাহাকে অধম পুত্র কহে। অন্যপ্রকারেও পুত্র দ্বিবিধ, জ্ঞানলাভ দ্বারা এবং জন্মলাভদ্বারা। আমি পিতার এই উভয় জাতীয় পুত্রের মধ্যেই উত্তম বৃত্তি পালন করিয়াছি। আর যদি আমি কদাচিৎ মধ্যম শ্রেণীভুক্তই হইয়া থাকি, এই শ্রেণীর মধ্যে শ্রেষ্ঠই হইয়াছি। কই, এ সেবকের চরিত্রে অধম বৃত্তি ত কুত্রাপি লক্ষিত হয় নাই। তথাপি পিতৃদেব বলিলেন, 'আমাকে তিনি মৃত্যুহস্তে অর্পণ করিবেন।" তবে কি আমা দ্বারা যমরাজের কোন ইষ্ট সাধন হইবে? না, না, তাহা অসম্ভব। অদ্য নিশ্চয়ই তিনি আমার প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া একপ আদেশ করিয়াছেন। যাহা হউক, 'আজ্ঞা গুরুণাং হ্যবিচারণীয়া' পিতৃআজ্ঞা অবিচারিত-ভাবেই আমাকে পালন করিতে হইবে।"

ইতিমধ্যে পিতাও স্বীয় অবিমৃশ্যকারিতার কথা ভাবিতে লাগিলেন। ক্রোধবশে তিনি নিতান্ত অন্যায় কার্য্য করিয়াছেন, ইহা তাঁহার বিলক্ষণ জ্ঞান

হইল। তাঁহার চিন্তা-জ্বরের সন্তাপ ক্ষণে ক্ষণে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তিনি বারংবার আপনাকে ধিক্কার করিতে লাগিলেন,—"হায়, আমার মুখ হইতে কি দারুণ বাক্যই নিঃসৃত হইয়াছে!"

পিতার এরূপ অনুতাপ দেখিয়া কোমলমতি নচিকেতা আরও দুঃখিত হইল, এবং পুত্রবিচ্ছেদচিন্তায় পিতাকে অধীর দেখিয়া তাহার নিজ দুঃখ তিরোহিত হইল, পিতৃদুঃখই তাহার হৃদয় অধিকার করিল। পিতৃদেবকে নানাপ্রকার সান্ত্বনা পূর্ব্বক নচিকেতা বলিতে লাগিল,—"পিতঃ! আপনি এরূপ দুঃখিত হইবেন না; স্বীয় বাক্যের লঙ্ঘন চিন্তাকে মনেও স্থান দিবেন না। আপনার পূর্ব্বপুরুষগণ নিরবচ্ছিন্ন সত্য রক্ষা দ্বারা জগতে যে অক্ষয়কীর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন, তাহা একবার ভাবিয়া দেখুন, তাঁহাদের বৃত্তিই আপনার অনুসরণ করা কর্ত্তব্য। তদ্ভিন্ন অন্যান্য মহাপুরুষগণ অতীত এবং বর্ত্তমানযুগে যেরূপ কার্য্য অনুষ্ঠান করিয়াছেন ও করিতেছেন, সে সমুদয়ও স্মরণ করুন। কহ, কি অতীতে, কি বর্ত্তমানে, তাঁহাদের চরিত্রে ত কখনই মিথ্যাচরণ লক্ষিত হয় নাই। মিথ্যাচার বড়ই ঘৃণিত। মিথ্যাচার অসাধুর কার্য্য। আরও, মিথ্যা ব্যবহারদ্বারা যদি কেহ অজর অমর হইত, তবেও এক কথা ছিল। কিন্তু, সংসার অন্যরূপ। আমাদের চক্ষের উপরেই মানুষ জরাগ্রস্ত হইতেছে, এবং চক্ষের উপরেই মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে। মৃত্যুতেই বা তাহাদের নিস্তার কোথায়? মৃত্যুর পরেই শস্যের ন্যায় অহরহঃ তাহাদের পুনরায় জন্ম হইতেছে। সুতরাং এই নশ্বর সংসারে থাকিয়া মিথ্যাচরণের প্রয়োজন কি? নিজ সত্য রক্ষা করুন, অক্ষুব্ধচিত্তে আমাকে যমালয়ে প্রেরণ করুন।" নচিকেতা কর্ত্তৃক এরূপ পুনঃ পুনঃ অনুরুদ্ধ হইয়া, অবশেষে ঋষি, পুত্র নচিকেতাকে যমালয়ে যাইতে অনুমতি করিলেন। নচিকেতাও যমালয়ে প্রস্থান করিল।

নচিকেতা যমপুরীতে আসিয়া দেখিল, যমরাজ বাড়ীতে নাই, তিনি প্রবাসে গিয়াছেন। যমের অনুপস্থিতিকালে নচিকেতা যমগৃহে জলস্পর্শও করিল না, এবং এভাবে তাহার তিনদিন কাটিয়া গেল। অনন্তর যমরাজ গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। আসিবামাত্র তাঁহার অমাত্য তাঁহার নিকট নিবেদন করিলেন,, "মহারাজ, অতিথি যেন সাক্ষাৎ অগ্নি। আপনার গৃহে এক অতিথি ত্রিরাত্রি অনশনে যাপন করিয়াছেন। অবিলম্বে পাদ্যার্ঘ্যদ্বারা তাঁহার শান্তি করুন। নতুবা ঘোর প্রত্যবায় হইবে। যে ব্যক্তির গৃহে, অতিথি অভুক্ত থাকিয়া বাস করে,

তাহার সমস্ত সুকৃতিই অতিথি অপহরণ করিয়া থাকে।" তাই অগ্রে যম অতিথি সৎকার করিলেন, পশ্চাৎ তাহাকে কৃতাঞ্জলিপুটে বলিতে লাগিলেন, "ব্রহ্মন্, আপনি নমস্য হইয়াও আমার গৃহে অনশনে ত্রিরাত্রি যাপন করিয়াছেন, আপনাকে নমস্কার করি, আশীর্ব্বাদ করুন, আমার মঙ্গল হউক। আপনার নিজগুণে আমার সমস্ত অপরাধ আপনি ক্ষমা করিয়াছেন, তাহা আমি জানি। তথাপি আমার একান্ত বাসনা যে, আপনার উপোষিত ত্রিরাত্রির এক এক রাত্রি প্রতি এক একটী বর আমি প্রদান করি। আপনি প্রকাশ করিয়া বলুন, আপনার প্রসাদার্থ আমি সেই সকল বর প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত হইলাম।"

পিতৃভক্ত নচিকেতা উত্তর করিল, "ভগবন্। আমাকে বর প্রদান করিতে আপনি যদি একান্তই ইচ্ছুক হইয়া থাকেন, তবে নিবেদন করি, এই মুহূর্ত্তেই আমার পিতৃদেবের পুত্রশোক দূর হউক। আহা, আমি বিনাপরাধে যমালয়ে আসিয়া কতই যে কষ্ট পাইতেছি মনে করিয়া তিনি নিতান্ত দুঃখেই কালাতিপাত করিতেছেন। তাঁহার হৃদয় সুস্থ হউক। আর আপনি আমায় ফিরিয়া যাইতে অনুমতি করিলে, আমি যখন পিতৃসন্নিধানে পুনরায় উপস্থিত হইব, তখন 'এই আমার সেই মৃতসঞ্জীবিত প্রিয়পুত্র নচিকেতা!' এরূপ স্মরণ করিয়া সুপ্রসন্নচিত্তে, তিনি যেন আমাকে অভিনন্দন করেন, আপনি তাহাও করুন। ইহাই আমার প্রথম বর প্রার্থনা।"

নচিকেতার পিতৃভক্তি দেখিয়া যমরাজ অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন—"পুত্রের প্রধান কর্ত্তব্যই পিতার সৌমনস্য বিধান। নচিকেতা সর্ব্বাগ্রে তাহাই করিল। নচিকেতা বড়ই পুণ্যবান, সে সমস্ত সুখের অধিকারী, পিতৃ আশীর্ব্বাদে তাঁহার সমস্তই সৌভাগ্যদ্বারই উন্মুক্ত।" এরূপ ভাবিয়া নচিকেতাকে শত শত ধন্যবাদ দিতে দিতে বলিলেন, "তথাস্তু, আপনার পিতা অদ্যাবধি আপনার প্রতি নিত্য সন্তুষ্ট হইলেন। এক্ষণে আপনি দ্বিতীয় বর প্রার্থনা করুন।"

পিতার চিত্ত-শান্তিকর বরলাভ করিয়া নচিকেতা হর্ষে উৎফুল্ল হইল। এত দিনে তাহার সংসার যাত্রা সফল হইল, সে ভাবিতে লাগিল—

পিতা ধর্ম্মঃ পিতা স্বর্গঃ পিতা হি পরমং তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ॥

"পিতাই পুত্রের ধর্ম্ম, পিতাই পুত্রের স্বর্গ, পিতাই পুত্রের তপস্যা, পিতা সন্তুষ্ট হইলেই পুত্রের প্রতি সমস্ত দেবতা সন্তুষ্ট হইবেন।" আমি পিতার

কুসন্তান জন্মিয়াছিলাম, আমারই কথায় তিনি বিরক্ত হইয়াছিলেন, আমারই মৃত্যুতে তিনি দিবারাত্র অশান্তিতে কালক্ষয় করিতেছিলেন, আমি জন্মগ্রহণ না করিলে তাঁহার এরূপ মহা কষ্টের কারণ হইত না। যাহা হউক, এক্ষণে পিতৃদেব চিত্তপ্রসাদ লাভ করিলেন, স্বর্গের সমস্ত দেবতা প্রসন্ন হইলেন, পুনরায় দেখা হইলে, তিনি আমাকে পূর্ব্ববৎ স্নেহালিঙ্গন প্রদান করিবেন।" এরূপ ভাবিতে ভাবিতে নচিকেতার নেত্রদ্বয় আনন্দাশ্রুসিক্ত হইল। সে আবার বলিল—

মাতা গুরু, পিতা গুরু, গুরু জ্যেষ্ঠ ভাই।
এর চেয়ে অধিক গুরু ভজিলে সে পাই॥

মাতা পিতা এবং জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ইঁহাদের কি অপূর্ব্ব মহিমা! দুঃশীলের প্রতিও ইঁহারা সদা অনুরক্ত। বস্তুতঃ গুরুজনে ভক্তি আর দেবতাতে ভক্তি একই পদার্থ, একই আকাশ যেন ঘটাবচ্ছিন্ন ও পটাবচ্ছিন্ন হইয়াছে মাত্র। গুরুজনে যেন সাক্ষাৎ দেবতা এবং তাঁহাদের আশীর্ব্বাদ ও দেবতার বরে কোন প্রভেদ নাই। ভক্তি দ্বারাই চিত্তশুদ্ধি হয়, সংসারে ভক্তিই এক মাত্র আশ্রয়ণীয়। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যেন একখানি জাল। তন্মধ্যে এক একটী জীব এক একটী গ্রন্থি। পূজ্যব্যক্তি দেবতাই হউন আর মনুষ্যই হউন, এক মনে তাঁহাকে ডাকিলে, একনিষ্ঠ হইয়া তাঁহার সেবা করিলে, তিনি অবশ্যই আমার প্রতি আকৃষ্ট হইবেন। দয়া বল, অনুকম্পা বল, সহানুভূতি বল, সকলই এই জালের আকর্ষণী সূত্র মাত্র। সংসারে এক প্রকার লোক আছে, ইংরাজীতে তাহাদিগকে Nil Admirariর দল বলে। আর বাঙ্গলায় তাহাদিগকে বিশ্বনিন্দুক বলা যাইতে পারে। তাহারা অন্যের চরিত্রে অণুমাত্রও গুণ খুঁজিয়া পায় না। আর বিধাতার যত গুণ আছে, সে সমুদয় তাহাদিগের মধ্যে ঢালিয়া তাহাদিগকেই যেন তিনি গুণের সাগর করিয়া রাখিয়াছেন। আহা, নচিকেতার কি অপূর্ব্ব চিত্তশুদ্ধি! আর সেই চিত্তশুদ্ধি তাহার পিতৃভক্তিরই অমৃতময় ফল মাত্র। পিতৃভক্তিই চিত্তশুদ্ধির অতি সহজ উপায়। তাহার ফলও হাতে হাতে পাওয়া যায়। নচিকেতা দ্বিতীয় ও তৃতীয় বরে সেই ফলই যমরাজের নিকট প্রার্থনা করিতেছে।

নচিকেতা বলিল, "মৃত্যুদেব। আমি শুনিয়াছি, অমরাপুরীকে রোগ শোক স্পর্শ করিতে পারে না। তথায় দেবতাগণ অজর ও অমর—আশ্চর্য্য! আপনার যমদণ্ডও তথায় কুণ্ঠিত হয়। তথাকার লোক কেবল আনন্দই উপভোগ করিয়া থাকে। এমন যে এক অতি স্পৃহনীয় স্বর্গ, মানুষ কি উপায়ে অনায়াসে তাহা

লাভ করিতে পারে, আপনি আমাকে তাহাই উপদেশ দিয়া কৃতার্থ করুন। ইহাই আমার দ্বিতীয় বর প্রার্থনা।"

এক্ষণে যমরাজ নচিকেতার ভাব সম্পূর্ণ বুঝিতে পারিয়া বিস্মিত হইলেন। তিনি দিব্য-চক্ষে দেখিলেন, নচিকেতার ভক্তিমন্দিরের ভিত্তি অত্যন্ত সুদৃঢ়, এবং সেই মন্দির পিতৃভক্তিতেই অবস্থাপিত, এক্ষণে সে কর্ম্মযোগ দ্বারা মন্দির নির্ম্মাণ করিবে, পরে সেই মন্দিরেই সে জ্ঞানপ্রতিমা প্রতিষ্ঠিত করিবে। তাই যম সন্তুষ্টচিত্তে বলিতে লাগিলেন,—'নচিকেতা। কর্ম্ম বড় ভয়ানক পদার্থ। সংসার অনাদি, সেখানে লোক জন্মজন্মান্তরের কর্ম্মপাশে বদ্ধ হইয়া দরিদ্রতা, ব্যাধি, জরা, মৃত্যু প্রভৃতি যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে। লোকে যাহাকে পুণ্য বলিয়া মনে করে, তাহাও একটী কর্ম্মপাশ বটে। পুণ্যফলে লোক ইন্দ্রিয়সুখের অধিকারী হয় সত্য কিন্তু তাহাতে তাহার অধোগতি ভিন্ন উন্নতি হয় না। সে সুখের উপর কেবলই সুখ চাহে। আর, কৈবল্যধামে যাইতে হইলে, পাপ ও পুণ্য উভয়কেই অতিক্রম করিতে হইবে। কোনও ভয় নাই—শ্রবণ কর—একটী কৌশল আছে। যাহার যাহা কর্ত্তব্য, ঈশ্বরে নির্ভর রাখিয়া তাহার সেই কার্য্য সাধন করার নামই কর্ম্মযোগ। ইহা অপেক্ষাকৃত সহজ। দেখ, প্রত্যহ প্রতিমুহূর্ত্তে স্বভাবতঃই অনিচ্ছাসত্ত্বেও আমরা কার্য্য করিয়া থাকি। তদুপরি যদি কেবল ঈশ্বরে নির্ভরতাটুকু অভ্যাস করিতে পারি, তবেই আমাদের কর্ম্মযোগ সম্পূর্ণ হইল। কিন্তু 'যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি' এ কথাটী কেবল মুখে না বলিয়া হৃদয়ে এইভাবের অনুশীলন চাই। আমিত্ব টুকু ঘুচান চাই। Let not your right hand know what your left hand is doing.' 'দোষের বেলা দেবতা, আর গুণের বেলা আমি' বলিলে চলিবে না। নামের উদ্দেশে কর্ম্ম করার তুল্য অধম কর্ম্ম আর নাই। আত্মসুখ কামনা না করিয়া, ভগবৎপ্রীতি কামনা করা চাই। এই কর্ম্ম-যোগেরই অন্য নাম নিষ্কাম ধর্ম্ম। যে ব্যক্তি আপনাকে ভুলিয়া ভগবৎপ্রীতিকামনার কার্য্য করে, সেই প্রকৃত কর্ম্মযোগী। ভগবানের কথা ব্যর্থ হইবার নহে। তিনি বলিয়াছেন,—'স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ' এই ধর্ম্মের আংশিক অনুষ্ঠানও জীবকে মহাভয় হইতে ত্রাণ করিয়া থাকে। আর যদি কর্ম্মযোগী অকস্মাৎ যোগভ্রষ্টই হয়, তথাপি পরজন্মে পবিত্র রাজর্ষি কুলে তাহার জন্ম হইয়া থাকে।

'শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোঽভিজায়তে।'

নচিকেতা! ভগবানের নিজ-বাক্য কয়টী স্মরণ রাখিও, তিনি স্বয়ংই তাঁহার ভক্তবৃন্দকে অভয় দিয়া বলিতেছেন,—

'মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু।'
'মচ্চিত্তঃ সর্ব্বদুঃখানি মৎপ্রসাদাৎ তরিষ্যতি।'
'কৌন্তেয়! প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি।'

'অর্জ্জুন! তোমার প্রাণমন আমাতেই সমর্পণ কর। তুমি সকল কর্ম্মে আমারই ভজনা করিও, সর্ব্বদা আমাকে নমস্কার করিও। তুমি সর্ব্বদা স্মরণ রাখিও, যে ভক্ত নিজেকে আমাতে ঢালিয়া দেয়, সে আমার কৃপায়ই সকল বিপদ্ হইতে রক্ষা পায়। আমার হ'য়ে তুমি ইহাও প্রতিজ্ঞা করিতে পার যে, আমার ভক্তের নাশ নাই।' একথা বলিতে বলিতে যমরাজ ভগবৎপ্রেমে বিহ্বল হইলেন, নেত্র বাষ্পায়মান হইল, কণ্ঠ রুদ্ধ হইল, তিনি নীরব হইলেন কিয়ৎক্ষণ পরে যম প্রকৃতিস্থ হইলেন, নচিকেতা যমরাজের শ্রুতিবাক্যগুলি আবৃত্তি করিল। নচিকেতার মেধাশক্তি দেখিয়া যম বিস্মিত হইলেন, এবং তাহাকে তৎক্ষণাৎ আরও একটী বর প্রদান করিলেন যে, ঐ কর্ম্ম-যজ্ঞের অগ্নি নচিকেতার নামেই ধরাতলে প্রতিষ্ঠিত হইবে। কর্ম্মযোগীর এরূপ সুখ্যাতি লাভ নিষ্কাম কর্ম্মের অপ্রধান অথচ সুনিশ্চিত ফল বটে। সুতরাং যাঁহারা সংসারে নাম কিনিতে চান, তাঁহারাও স্মরণ রাখিবেন,—কর্ম্মযোগীর নামে অনায়াসেই সুখ্যাতি হইয়া থাকে কিন্তু তিনি তাহা ইচ্ছা করেন না। অনন্তর যম নচিকেতাকে একটী রত্নময়ী মালা উপহার দিলেন। ইহাও আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। কর্ম্মযোগী ধন চান না; তবু যেন মা দশভুজা দশ হস্তেই তাঁহাকে ধন প্রদান করিয়া থাকেন। তার পর যম বলিলেন, 'নচিকেতা, এক্ষণে আপনি আপনার তৃতীয় বর প্রার্থনা করুন, কারণ, তাহা প্রদত্ত না হওয়া পর্য্যন্ত আপনার নিকটে আমাকে ঋণবান্ই থাকিতে হইবে।"

মীমাংসা দর্শন দুই খণ্ডে বিভক্ত। পূর্ব্ব মীমাংসা ও উত্তর মীমাংসা, অথবা কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড। ইতিপূর্ব্বে কর্ম্মকাণ্ডেই কথাবার্তা চলিতেছিল। সংসার বীজ উৎপাটনের জন্য এক্ষণে জ্ঞানকাণ্ড আরব্ধ হইতেছে। কর্ম্মকাণ্ড আলোচনান্তেই জ্ঞানকাণ্ড আরম্ভ হওয়া অত্যন্ত স্বাভাবিক। কারণ, সংসার-বিতৃষ্ণ ব্যক্তিরই তত্ত্বজ্ঞানে অধিকার জন্মিয়া থাকে। যাহা হউক, নচিকেতা তত্ত্বজ্ঞানের প্রকৃত অধিকারী হইয়াছে কি না, তত্ত্বজ্ঞানের নিন্দা ও ধনযৌবনাদির প্রশংসাচ্ছলে, মৃত্যুদেব এক্ষণে তাহাই পরীক্ষা করিবেন। অতএব নচিকেতার তৃতীয় প্রশ্নের উত্তরে তাহাই আক্ষিপ্ত হইবে। নচিকেতা তৃতীয় বর প্রার্থনা ক্রমে বলিল, 'দেব, আপনি যমরাজ। মানুষের মৃত্যু হইলে আপনিই তাহাকে স্থানান্তরে

লইয়া যান। তাই আপনাকে জিজ্ঞাসা করি, মানুষ মরিবা কি হয় ? বলুন, এবিষয়ে লোকের বিশেষ সন্দেহ আছে। কেহ বলেন, 'জীবের শরীর-ব্যতিরিক্ত লোকান্তরগামী আত্মানামক কোন পদার্থই নাই।' আবার কেহ বলেন, 'প্রেত-লোক সম্বন্ধী আত্মা যথার্থই আছে'। এ বিষয়ে উদাসীন হইয়াও থাকিতে পারি না। এই তত্ত্বজ্ঞানের অধীনই পরম পুরুষার্থ। অথচ এবিষয়ে কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণও নাই, অনুমান নির্ণয়ও নাই। শুদ্ধ আপ্ত-বাক্যই প্রমাণ। আর আপনিই এবিষয়ে পূর্ণপ্রজ্ঞ। বলুন দেখি, মৃত্যুর পরে আপনি জীবকে কোথায় লইয়া যান ? ইহাই আমার তৃতীয় বর।"

যমরাজ উত্তর করিলেন, 'অতিথে, আপনি যে ধর্ম্ম আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহা অতি সূক্ষ্ম। সে বিষয়ে দেবতাগণও সন্দিহান। পূর্ব্বে পূর্ব্বে গুরুর নিকটে অনেক মেধাবী এই সূক্ষ্ম বিষয়ের বিবরণ বহুবার শ্রবণ করিয়াছেন পুনঃ পুনঃ শুনিয়াও তাহা সম্যক্‌রূপে তাঁহারা জানিতে পারেন নাই। যে উত্তর, এরূপ সন্দেহাত্মক, তাহা আপনার জানিয়া প্রয়োজন কি ? আপনি এমন একটী বর প্রার্থনা করুন, যাহার ফল অবশ্যম্ভাবী হইবে ; এক্ষণে আমি অধমর্ণ ও আপনি উত্তমর্ণ। ঋণগ্রহীতা ঋণদাতার নিকটে যেরূপ অনুরোধ উপরোধ করিতে পারে, আপনাকে আমি সেইরূপই অনুরোধ করিতেছি। অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাকে ক্ষমা করুন। নচিকেতা বলিল, "আপনি বলিলেন, তত্ত্বজ্ঞানে দেবতাদেরই সন্দেহ, উহা পণ্ডিতদেরও দুর্জ্ঞেয়, কিন্তু আমি আপনাকে ছাড়িব না। এবিষয়ে আপনিই উৎকৃষ্ট প্রমাণ। দেয় বস্তু দাতার উপযুক্তই হইয়াছে। ইহাতে আর কালবিলম্বের প্রয়োজন কি ? এই তৃতীয় প্রশ্নের উত্তর আপনাকে দিতেই হইবে, ইহাই আমার তৃতীয় বর।"

নচিকেতার এরূপ নির্বন্ধ দেখিয়াও যমরাজ দৃঢ়তার সহিত নচিকেতাকে পুনরায় প্রলোভন দেখাইতে প্রবৃত্ত হইলেন। যম বলিলেন, "দেব। আপনি স্ত্রী পুত্র কন্যা চান, ধন সমৃদ্ধি চান, পরমায়ু চান, এমন কি, যদি সাম্রাজ্যও চান, তাহাও আমি আপনাকে দিতে প্রস্তুত আছি। অপ্সরা চান, রথ চান, অশ্ব চান, যাহা কিছু আপনার ইচ্ছা হয়, সমস্ত দেবভোগ্য বিলাসের সামগ্রীই আপনি প্রার্থনা করিতে পারেন। আমি তাহাই অকাতরে আপনাকে প্রদান করিব। দেখুন, এ সমুদয় যৎকিঞ্চিৎ পদার্থ নহে। মাদৃশ লোকের অনুগ্রহ ব্যতিরেকেও ইহারা সুলভ নহে—আমি সে সমুদয়ই আপনাকে বর প্রদান করিতে পারি। এমন কি, আমি আপনাকে সমুদয় স্বর্গ-সুখের অধিপতি করিতেও প্রস্তুত আছি,

তথাপি আপনি এই মৃত্যুতত্ত্ব সম্বন্ধীয় বর প্রার্থনা হইতে নিবৃত্ত হউন।” তদুত্তরে নচিকেতাও মহাহ্রদের ন্যায় অক্ষুব্ধভাবে বলিতে লাগিল—“যমরাজ, যে সমুদয় উপভোগের সামগ্রী আপনি আমাকে দিতে চাহিলেন, সে সকলই চাকচিক্যময় বটে, কিন্তু উহারা সকলই ক্ষণিক। উহারা আজ আছে ত কাল নাই। আরো দেখুন, অপ্সরাদির উপভোগে মানুষের ধর্ম্ম, জ্ঞান, যশ ও তেজের ক্ষয়ই হইয়া থাকে। আপনি আমাকে স্বর্গরাজ্যের অধীশ্বর করিতে চাহিলেও আমি তাহাতে বীতরাগ। দেখুন, যিনি সর্ব্বলোকপিতামহ স্বয়ং ব্রহ্মা, তাঁহার আয়ুই অনন্ত-কালের তুলনায় অত্যল্প। সে তুলনায়, আমাদের আয়ু ত নিমেষ-মাত্রই হইবে। সুতরাং এ সকল আপনার আছে, আপনারই থাকুক। তদ্দ্বারা আমার কোনও প্রয়োজন নাই। আরো দেখুন, মানুষ সুখভোগে কখনই পরিতৃপ্ত হয় না। সেই লবণ-সমুদ্রে যতই আমরা জলপান করিতে থাকি, ততই আমাদের তৃষ্ণা বৃদ্ধি পাইতে থাকে। আপনার মত মহাপুরুষ সন্দর্শনের ঐহিক ফলও বিপুল, ইহাই আমার দৃঢ় বিশ্বাস। কিন্তু, এবিষয়ে আমার অদৃষ্টে যাহা আছে, তাহাই হউক। কেবল তত্ত্বজ্ঞান লাভই নচিকেতার তৃতীয় বর প্রার্থনা জানিবেন। আমি ইহা বিলক্ষণ জানি যে, আপনার মত মহাপুরুষের নিকটেই যদি তত্ত্বজ্ঞান লাভ না করিতে পারি, তবে কুত্রাপি পারিব না। সকলেই ত পর পর সমৃদ্ধি আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকে। আমি স্বয়ং জরামরণপ্রবণ থাকিয়া অবিবেকীর ন্যায় ধনজনাদি তুচ্ছ পদার্থের প্রার্থনা কখনই করিতে পারিব না। আপনার অপ্সরাদি-লাভেও আমি প্রলোভিত হইতেছি না। উহারা সকলেই অনবস্থিত। লোক কখন যে সে সকল সুখে বঞ্চিত হয়, তাহার নিশ্চয় নাই। এমতাবস্থায় জানিয়া শুনিয়াও কোন্ ব্যক্তি উহাতে প্রলুব্ধ হইবে? আপনার প্রলোভন সব আপনি রাখিয়া দিন। আমি মোক্ষজ্ঞানই পাইতে চাই। সেই বর ভিন্ন অনিত্যবিষয়ক বর নচিকেতার মনেও স্থান পাইবে না।”

মৃতব্যক্তির গতি দুই প্রকার। ‘শ্রেয়ঃ’ গতি ও ‘প্রেয়ঃ’ গতি। তন্মধ্যে ‘শ্রেয়ঃ’ গতি তত্ত্বজ্ঞানের অনুচর এবং প্রশংসনীয়। ‘প্রেয়ঃ’ গতি অজ্ঞানের অনুচর কিন্তু লোকের বড়ই প্রিয়। এই শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ কর্ত্তৃক সকল লোকই যেন পরিবেষ্টিত। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই দুইপক্ষের উভয়কেই কেহ যুগপৎ আলিঙ্গন করিতে পারে না। একটীকে ছাড়িতেই হইবে। কিন্তু এসংসারে বিদ্যা এবং অবিদ্যা দুর্বিবেকভাবে মিশ্রিত। প্রসিদ্ধি আছে, কোন হংসের নিকটে একত্র দুগ্ধ ও জল মিশ্রিত করিয়া দিলে, সে দুগ্ধ পান করে এবং জলীয় ভাগ পরিহার পূর্ব্বক চলিয়া

যায়। এরূপ যে ব্যক্তি ধীমান্, তিনি শ্রেয়ঃ প্রেয়ঃ মিশ্রণ হইতে অনায়াসেই শ্রেয়ঃ ভাগ আত্মসাৎ করিয়া বিমুক্ত হইতে পারেন। আর, যাঁহারা অজ্ঞানাবৃত হইয়া ধনজনের লালসা করেন, তাঁহারা তৃষ্ণাজালে আবদ্ধ হইয়া নানা যোনি প্রাপ্ত হন। ইহা বড়ই আশ্চর্য্য যে, অনেকে পরমার্থতত্ত্ব জানিয়া শুনিয়াও এই দেহকেই, 'আমি অমুকের পুত্র অমুক, আমি বাহা হইতেও ছোট নহি' এরূপ ভাবিয়া থাকেন। যাহা হউক, ব্রহ্মজ্ঞান অনুশীলন বড় কঠিন ব্যাপার। কোথায় বা তত্ত্বগ্রাহী সুনির্ম্মল চিত্তদর্পণ, আর কোথায় বা আমরা তমোমললিপ্তস্বভাব মনুষ্য। আত্মতত্ত্ব আমাদের পক্ষে ঘোর অমাবস্যা রজনী। সুতরাং নচিকেতার তৃতীয় প্রশ্নের উত্তরে যমরাজ যে উত্তর দিলেন, তদ্বিষয়ে আমি আর হস্তক্ষেপ করিলাম না। এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে, ভক্তিযোগ ও কর্ম্মযোগ দ্বারা চিত্ত শুদ্ধি হইলে, চিত্তে আপনা হইতেই আত্মার সচ্চিদানন্দরূপ দেখা যায় এবং তখন জ্ঞেয় জ্ঞাতার পার্থক্য একেবারে ঘুচিয়া গিয়া একেতেই পরিণত হয়। তৃতীয় প্রশ্নের উত্তরে যমরাজ সাধু নচিকেতার নিকটে ব্রহ্মবিদ্যা ও যোগবিধি সবিস্তার বর্ণনা করিলেন এবং নচিকেতা দ্বন্দ্বাতীত ও নিষ্কাম হইয়া মোক্ষ মার্গ অনুসরণ করিলেন।

ভারতীয় সাহিত্য রত্নাকরের কত স্থানে নচিকেতার ন্যায় কত রত্ন লুক্কায়িত থাকিয়া দীপ্তি পাইতেছে, ভাবিলে হৃদয় আনন্দে আপ্লুত হয়, এবং ইহাই আমাদের পুণ্যক্ষেত্র জন্মভূমি, একথা স্মরণ করিয়া গৌরবে বক্ষঃ স্ফীত হয়। ধন্য মুনিবর বাল্মীকি যিনি, শ্রীরামচন্দ্রের পিতৃভক্তি ভারতে প্রচার করিয়া ভারতের অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়াছেন। আর ধন্য শ্রুতি কঠোপনিষদ্, যিনি নচিকেতার উপাখ্যানচ্ছলে পিতৃভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া, ভারতসন্তানগণের কর্ত্তব্যদ্বার উদ্ঘাটন করিয়াছেন। সন্তানের প্রথম কর্ত্তব্য পিতৃভক্তি,—তাই এস্থলে বর্ত্তমান অবস্থার উপরে দৃষ্টি রাখিয়া, পিতৃভক্তি সম্বন্ধে দু একটী কথা বলা আমরা অসঙ্গত মনে করি না। নব্য সম্প্রদায়ের মনে এতদিন বিশ্বাস ছিল যে, তাহারাই তাহাদের পিতা মাতা অপেক্ষা অধিক বুদ্ধিমান্ ও সহৃদয় কিন্তু সে বিশ্বাস বোধ হয় ইদানীং বহুপরিমাণে ঘুচিয়াছে। তাঁহারা নব্য সম্প্রদায়ের মত শিক্ষিত না হইতে পারেন, কিন্তু একথা নিশ্চয় যে, তাঁহারা অভিজ্ঞ ও দূরদর্শী। তাঁহারা সংসারতাড়নে বড় শক্ত হইয়াছেন, পরিবার ভরণ-পোষণের ভার তাঁহাদের উপরেই ন্যস্ত। হ'তে পারে, পিতা মাতা ইংরাজী জানেন না বলিয়া, বাহ্য সভ্যতাকে একটু সন্দিগ্ধচিত্তে দেখিয়া থাকেন। কিন্তু, 'সর্ব্বতো জয়মন্বিচ্ছেৎ পুত্রাদ্ ইচ্ছেৎ পরাজয়ম্' এজন্য পিতা মাতা পুত্রের নিকটে পরাজয় স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত নহেন, পুত্র

তাঁহাদের অপেক্ষা বড় হউক, ইহাই তাঁহাদের একান্ত সুখ। সুতরাং সন্তান কোন নূতন বিষয় পিতা মাতাকে ভালরূপে বুঝাইয়া বলিলে, নিশ্চয়ই তাঁহারা সানন্দে তাহা গ্রহণ করেন। বর্ত্তমান যুগে ইহার দৃষ্টান্ত ঘরে ঘরেই দেখিতে পাওয়া যায়। নব্য সম্প্রদায়ের আরো একটী কথা মনে রাখা কর্ত্তব্য। তাহারা যে পথই অনুসরণ করুক না কেন, তাহাতে তাহাদের আশু কোন ক্ষতি বৃদ্ধি নাই, কারণ স্বভাবসুন্দর তরুণ হৃদয় সর্ব্বাবস্থাতেই সন্তুষ্ট থাকে। কিন্তু, ক্ষতি-বৃদ্ধি বৃদ্ধ পিতা মাতারই বটে। তবেই দেখা যায় যে, বৃদ্ধেরাই যথার্থ সহিষ্ণু। যে স্থলে, সন্তান দয়ার্দ্র হইয়া দরিদ্রকে অকাতরে দান করে, সে স্থলেও সে পিতার শ্রমলব্ধ ধনই বিতরণ করিতেছে। সন্তান বড় হইয়া যখন স্বোপার্জিত ধন একপ অম্লানচিত্তে দান করিতে পারিবে, তখনই সে সাধুবাদার্হ হইবে। 'যাহার কোন দায়িত্ব নাই সে বড় দাতা। আর যাহার স্বার্থ বলিতে কোন স্বার্থ নাই সে বড় স্বার্থত্যাগী!' একথা কোন বিবেচকই বলিবেন না। পরের গোশালে গোদানের মত পরধনে পোদ্দারী কার্য্যে বীরত্বের মাত্রা খুবই অল্প। বালক নিজ শক্তির পরিমাণ না বুঝিয়া আপনাকে খুব উন্নত ভাবিয়া পরের দ্বারে রোগীর শুশ্রূষাকার্য্যে নিযুক্ত হইয়া নিজ শরীরকে পীড়িত করিয়া ফেলিল। তখন আবার তাহার সেবা করিতে গিয়া পিতারই কায়িক, আর্থিক এবং মানসিক দণ্ড হইবে। তাই, সর্ব্বথা পিতৃআজ্ঞা প্রতিপালন করাই সন্তানের কর্ত্তব্য। যে বালক নিতান্তই স্বাধীন-চেতাঃ, তাহারও উচিত যে, সে পিতা মাতার মন যুক্তি দ্বারা স্ববশে আনয়ন করে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত বালক তাহা না পারিবে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাহার অবনতমস্তকে পিতৃ-বশে থাকাই শ্রেয়ঃ। তুমি পরিবারবর্গের স্বচ্ছন্দতা খর্ব্ব করিয়া সমাজের শ্রীবৃদ্ধি করিতে চাও, পরিবারবর্গকে বুঝাইয়া বল—পরিবারবর্গ তাহাতে অম্লানচিত্তে সম্মত হইবে। এ প্রণালীতেই বরং তোমার ইষ্টসিদ্ধি সুকর হইবে। তবে, বালক বালিকাগণের ত্যাগ করিবার উপ-যুক্ত কোন বস্তু নাই, একথা আমরা স্বীকার করিতে পারি না। ভোগবিলাসিতা প্রভৃতি কুৎসিত প্রবৃত্তি ত্যাগ করিতে পারিলেই তাহারা যথার্থ ত্যাগী এবং ধন্য। যে প্রকারেই হউক, 'আজ্ঞা গুরূণাং হ্যবিচারণীয়া' ইহাই বালকবালিকাদের মূল মন্ত্র হওয়া উচিত।

শ্রীদেবেন্দ্র কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যারত্ন ; এম্, এ,
রাজসাহী কলেজ।

রামকৃষ্ণ মিশন দুর্ভিক্ষ মোচন কার্য্য।

এখন ফতেপুর ও তিতিপকেন্দ্রে পূর্ব্বের ন্যায়ই কার্য্য হইতেছে। বিবেচনামত এক আধটী গ্রাম ও লোকসংখ্যা বাড়ান হইতেছে। চতুর্দ্দিকে, বিশেষতঃ কৃষ্ণপ্রসাদ নামক স্থানে কলেরার প্রকোপ অতিশয় বৃদ্ধি পাওয়ায় তথায় দুইজন সেবক যাইয়া চিকিৎসা দ্বারা অনেকগুলি লোককে মৃত্যুমুখ হইতে উদ্ধার করেন। এই কলেরা দুর্ভিক্ষেরই ফলমাত্র। সেবকগণের পত্রে আমরা দুর্ভিক্ষ উপশমের কোন সংবাদ পাইতেছি না, বরং উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে শুনিতেছি।

তিতিপকেন্দ্র হইতে ৩০শে মে যে পত্র পাওয়া গিয়াছে তাহার কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত হইল,—"এখানে দিন দিন দুর্ভিক্ষ ভীষণ হইতে ভীষণতর হইতেছে। প্রথম গ্রাম পরিদর্শনের সময় যাহাদিগকে সাহায্য প্রাপ্তির অনুপযুক্ত বিবেচনা করিয়াছিলাম, এখন পুনরায় পরিদর্শনে গিয়া দেখি, তাহাদের যারপরনাই কষ্ট হইতেছে। তাহাদের পূর্ব্বে বলদ গাভী শকট ইত্যাদি ছিল, এখন সে সমস্তই বিক্রয় হইয়া গিয়াছে। ঘরে ঘরে অস্থিচর্ম্মসার বালক বালিকা দেখিতে পাইলাম এখন সাহায্যপ্রাপ্ত ব্যক্তির সংখ্যা অন্ততঃ একশত বাড়াইতেই হইবে। কলেরাতে এক একটী গ্রাম উৎসন্ন হইয়া যাইতেছে, উপার্জ্জনকারীর মৃত্যু হওয়াতে সমগ্র পরিবারবর্গ অনাথ হইয়া পড়িতেছে। একটী ঘটনা শুনুন। ফুলবাড়ী গ্রামে নারায়ণ সাহা নামে একটী বৃদ্ধ ছিল, বয়স ৮০ বৎসর, একটী চক্ষুহীন, স্ত্রীপুত্র পৌত্রাদি মিলিয়া ৭টী লোক। তাহার একমাত্র পুত্র মাটি কাটিয়া প্রত্যহ নয় পয়সা উপার্জ্জন করে ও সে সরকার হইতেও মাসিক ১৸০টাকা সাহায্য পায়। আমাদের নিকট সাহায্যপ্রার্থী হওয়ায় আমরা তাহাকে যথাসাধ্য সাহায্য করিতেছিলাম, তাহাতেও তাহার পর্য্যাপ্ত হইতেছিল না. ইতিমধ্যে কলেরায় সে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। আরও দুই একটী হৃদয়বিদারক ঘটনা শুনুন। চম্পা বেওয়া—টুবকা গ্রামের একটী বিধবা, তাহার একটী অবিবাহিতা কন্যা ও পুত্র। পুত্রটী পীড়িত ও অকর্ম্মণ্য। সরকারী চাঁদা পাইত, কিছুদিন পরে তাহা বন্ধ হইয়া যায়। আমরা এই পরিবারকে সাহায্য করিতে লাগিলাম। একদিন ইহাকে একখানা পুরাতন বস্ত্র দিয়াছিলাম। দ্বিতীয় বার পরিদর্শনের সময় ইহাদের বাটীতে উপস্থিত হওয়ামাত্র ছেলেটী আসিয়া আমার নিকট কাঁদিতে লাগিল। ছেলেটী বলিল, "একদিন মা চাঁদা লইয়া আসিয়া কহিল, বাবাজী আমাকে একখানা কাপড় দিয়াছে।"

আমি বলিলাম, "দিয়াছে, তুমিই পরিবে।" যাহা হউক, অনেক কাঁদাকাটার পর জানিলাম, কলেরায় মায়ের কাল হইয়াছে, কাপড়খানি মায়ের সঙ্গেই গিয়াছে। তাহাদেব বস্ত্র মোটেই ছিল না, ভগ্নীটী বস্ত্রাভাবে বাহির হইতে পারিল না। আমরা তাহাদের সাহায্যের বন্দোবস্ত করিয়া দিলাম ও কন্যাটীকে একখানি নূতন কাপড় দিলাম। বিহারী নায়ক, নিবাস মবদরাজপুর, স্ত্রী এবং চারিটী অল্পবয়স্ক সন্তান। বিহারী মাটী কাটিয়া প্রত্যহ ৵৫ উপার্জ্জন করে। ইহার উপর আমাদের সাহায্যে কোনরূপে দিনপাত করিতেছিল। তাহার কলেরায় মৃত্যু হওয়ায় তাহাদিগের সাহায্যের হার বাড়াইয়া দিতে হইয়াছে। তাহাদের পরিধানে এত ছিন্ন বস্ত্র যে, বাহির হইতে পারে না। আমরা কাপড় দিলাম। যেমন অন্নাভাব, বস্ত্রাভাবও তেমনি। আমাদের কাছে এখন আর কাপড় নাই, শীঘ্র কিছু কাপড় পাঠাইবার চেষ্টা করিবেন।'

ফতেপুর ও তিতিপকেন্দ্রে প্রায় পূর্ব্বেরই মত সাহায্য প্রদত্ত হইতেছে বলিয়া উহার বিস্তৃত বিবরণ আর দেওয়া হইল না। কৃষ্ণপ্রসাদকেন্দ্র হইতে কলেরার চিকিৎসা রিপোর্ট প্রদত্ত হইল।

	গ্রাম।	রোগী সংখ্যা।	রোগমুক্ত।	মৃত।
১।	কৃষ্ণপ্রসাদ	২৭	১৭	১০
২।	হিপিহ	৬	৩	৩
৩।	শান আড়	১৯	১৫	৪
৪।	বড় আড়	৬	৪	২
৫।	গোপালপুর	১ (রক্তামাশয়)	১	০
	৫টী গ্রাম	৫৯	৪০	১৯

এক্ষণে কৃষ্ণপ্রসাদ অঞ্চলে কলেরা কিছু কম পড়িয়াছে কিন্তু এই অঞ্চলে অন্যত্র কলেরার অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব। ঔষধাদি কিছু কিছু এখান হইতে পাঠান হইয়াছে।

মুর্শিদাবাদ অঞ্চলে আর একটী নূতন কেন্দ্র খোলা হইয়াছে। তাহার বিস্তৃত বিবরণ আগামী সংখ্যায় দেওয়া যাইবে। এখনও যথেষ্ট অর্থ, বস্ত্র ও ঔষধ সাহায্যের প্রয়োজন।

রামকৃষ্ণ মিশন দুর্ভিক্ষফণ্ডে প্রাপ্তি স্বীকার।

(২১শে বৈশাখ হইতে ১৬ই জ্যৈষ্ঠ পর্য্যন্ত।)

জ্যৈষ্ঠের উদ্বোধনে স্বীকৃত ৩৭৩৫৸/১১ পাই	
রেঙ্গুন রামকৃষ্ণ সেবক সমিতি	১৫৲
মাঃ শ্রীভবেন্দ্র নারায়ণ বড়ুয়া (গৌরীপুর)	১৩৫৲
শ্রীবীরেন্দ্র কৃষ্ণ ঘোষ, (বোম্বাই)	৫০৲
শ্রীবিপিন বিহারী দে, (ঢাকা)	২৲
এফ, এস হ্যামিলটন, পূর্ণিয়া	১০০৲
এ, ই, শর্ম্মা, ইন্দোর	৪৫৲
মাঃ ডাঃ এস, সি, বসু, ভবানীপুর	৩৸/০
শ্রীকামিনীকুমার চক্রবর্ত্তী, মকরচঙ্গ	১৲
শ্রীমতী পদ্মময়ী গুহ, ময়মনসিংহ	৫৲
এক, এন, আয়াঙ্গার, পাঁচমহল	৩০৲
মাঃ শ্রীমতিলাল বসু	৶০
মাঃ কার্য্যাধ্যক্ষ, উদ্বোধন	৫।৶৯
শ্রীমতী চাঁচরকেশী দাসী, বড়বাজার	১০০৲
শ্রীমতী চন্দ্রশশী দাসী, বড়বাজার	২০০৲
মেসার্স গ্রেগরি জোন্সের কেরাণীগণ	২।০
মর্টন ইনষ্টিটিউশনের ছাত্রগণ	৩১।৩
১।৪, শঙ্কর ঘোষের লেন, মেস	২৲
জিয়াগঞ্জ করোনেশন ইনষ্টিটিউসন	৩৩।০
গোলাপচাঁদ দেবচাঁদ জহুরী, সুরাট	১০৲
এম, এন, সরকার, কাঁথি	২৸৵০
কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের ছাত্রবৃন্দ	৫৫৲
কানাড়া ইয়ংম্যান্‌স ইউনিয়ন, বোম্বাই	৬২৲
পুরুলিয়া জিলা স্কুলের ছাত্রগণ	৫০৲
বঙ্গাক রাঘবিয়া, কোকনদ	৮০৲
শ্রীশরচ্চন্দ্র চট্টো, ডিব্রুগড়	২০৲
ডি, এন, গাঙ্গুলি, রেঙ্গুন	৯০৲
মিরাট রামকৃষ্ণ মিশন	৭৫৲
মাঃ শ্রীগৌরাঙ্গ প্রসাদ চট্টো, মুঙ্গের	৫০৲
শ্রীকান্তিভূষণ বন্দ্যো, নদীয়া	২৲
শ্রীবসন্তকুমার দাস, বরিশাল	৮৲
স্বদেশী সমিতি, বালি	১০৲
শ্রীসুরেন্দ্র নাথ সরকার, বরিশাল	১৲
রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সমিতি, বোম্বাই	২৭৩৲
এম, গোপাল রাও, কানাড়া	৫৲
শ্রীকালিদাস ঘোষ, দিল্লী	৫৵০
শ্রীদুর্গামোহন ভট্টাচার্য্য, ত্রিপুরা	৭৷৴০
শ্রীললিত চন্দ্র চৌধুরী, কুমিল্লা	১০৲
এস সেতুরাম রাও, কলিকাতা	১০৲
কে, বসাক এণ্ড কোং, ঐ	২১৲
পি, এল, ভাসেযানি, হায়দারাবাদ	২৬৫৷৵০
শ্রীগোপাল চন্দ্র গুহ, কুচবিহার	১০৲
মাঃ ৩টি রামকৃষ্ণ শিষ্য সেবক, ত্রিপুরা	১০৲
শ্রীসত্যচরণ ঘোষ, কলিকাতা	১৲
শ্রীনির্ম্মলকৃষ্ণ মিত্র, ঐ	৫৲
শ্রীললিত মোহন মুখো, ঐ	১৲
মাঃ শ্রীসুরেশ চন্দ্র বসু (কলিকাতা)	২৬৸৶৬
শ্রীশরচ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, মজঃফরপুর	৫৲
শ্রীহেমচন্দ্র দে, চাকবাটা	১০৲
শ্রীপীতাম্বর দাস, মহিষাদল	৫৲
কার্ণমুথম্‌, পোর্টব্লেয়ার	১৮৲
শ্রীশরচ্চন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শিলং	৪০৲
জনৈক বাঙ্গালী, পোর্টব্লেয়ার	১০০৲
মাড়োয়ারি যুবক সমিতি, ভগলপুর	২৬৲
শ্রীননীগোপাল প্রামাণিক	১৸৵০
শ্রীসুরেশ চন্দ্র সাহা, কলিকাতা	২৲
জনৈক বন্ধু, কলিকাতা	৫০৲
গৌরিপুর বোর্ডিংএর ছাত্রগণ	২৸৴০
শ্রীকুমুদবন্ধু বসু, ঢাকা	২০৲

মাঃ শ্রীবিলাস চন্দ্র চক্রবর্ত্তী	৷৷০
শিবাজী সমিতি, কলিকাতা	২৪৶৬
শ্রীউপেন্দ্র নাথ সাহা, ঐ	১৲
" গোপীবল্লভ সাহা, ঐ	৫৲
" বিনয়কৃষ্ণ সাহা, ঐ	১৲
" প্রভাস চন্দ্র দত্ত, ঐ	১৲
" গদাধর আঢ্য, ঐ	১৲
" ব্রজনাথ দত্ত, ঐ	২৲
" অক্ষয়কুমার মণ্ডল, ঐ	১৲
অদ্বৈত চন্দ্র মল্লিকের লেন বারোয়ারির বক্রী	৩৷৷০
শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস, মেদিনীপুর	১৲
কয়েকটি বন্ধু, শিবাজী সমিতি ও শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ দত্তের নিকট প্রাপ্ত চাউল বিক্রী	২১৷৷৶০
চেলেরাম জ্ঞানচাঁদ, হায়দারাবাদ	৫০৲
সার এস সুব্রহ্মণ্যায়, মান্দ্রাজ	৫৲
বঙ্গবাসী কলেজস্থ প্রথম শ্রেণীর কতিপয় ছাত্র, চক্রধরপুর	৩৲
পি, কে, বন্দ্যো, হাওড়া	৪৲
শ্রীমতী নির্ম্মলিণী বসু, বারাকপুর	১৷৷০
" অনাথ বন্ধু সেন, জলপাইগুড়ি	২৷৷০
" যতীন্দ্রমোহন দাস, ঢাকা	২৲
ডাঃ অবিনাশ চন্দ্র বন্দ্যো, এলাহাবাদ	১০৲
ভিঃ ভিঃ কে,	২০৲
এস, ভি, কেল, রত্নগিরি	২৫৲
মিঃ থিওডোর স্প্রিংম্যান, জার্ম্মানি	১২৲
পি এ তাণ্ড রাজু, কোলেঙ্গোদ	১৷০
মেথুমল পি, কে, নানশাপরো	২৫৲
কে, সুব্রহ্মণ্যম্, সিঙ্গাপুর	১৲
শ্রীহেমচন্দ্র দাস, দেরাদুন	৫৲
জি, সি, পাল, শিবপুর	১৸৶০
শ্রীহীরালাল পাল, নারায়ণগঞ্জ	১৲
জনৈক বন্ধু, সিন্ধু	৫৲
শ্রীযতীন্দ্রনাথ মুখো, সাতক্ষীরা	৪৲
বড়বাজার লোহাপটির বারোয়ারি হইতে প্রাপ্ত	১৪০০৲
শ্রীকেদার নাথ বসু, কলিকাতা	৷৷●
সেক্রেটারি, টেম্পল রিডিং ক্লব, পোর্টব্লেয়ার	২৫৲
শ্রীসত্য চরণ নাগপুর	৫৲
আস্কারাণ তেওয়ারি, শিবপুর	৬৲
শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ	৫৲
শ্রীরামলাল ঘোষ, হাওড়া	৫৲
মাঃ কে নরসিংহাচার্য্য, মালয়	৫০৲
মামুদনগর সমিতি, টাঙ্গাইল	৩৸৵০
শ্রীসত্য চরণ রায়, কলিকাতা	২৲
শ্রীমণীন্দ্র চন্দ্র দে, চট্টগ্রাম	৫৲
বালিগঞ্জ সেবক সমিতি	৫০৲
চাউল বিক্রী	৪৸৵৯
ত্রিকম দাস রাওজী, কলিকাতা	৫৲
শ্রীকালিদাস দে, হুগলি	১৲
শ্রীদুর্গামোহন বন্দ্যো, ময়মনসিংহ	৫৲
	৭৫৬৮।৵৭

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত ব্যক্তি ও সমিতিসমূহের নিকট হইতে বস্ত্র ঔষধাদি সাহায্য পাওয়া গিয়াছে, শিবাজী সমিতি, কলিকাতা (বস্ত্র), মেসার্স বটকৃষ্ণ পাল—(৩ বোতল এডওয়ার্ডস টনিক, একটী কলেরা বাক্স, এক শিশি রুবিনির ক্যাম্ফর ও কলেরা চিকিৎসাসম্বন্ধীয় একখানি পুস্তক), পাবিবু দের রাজা (কলেরার হোমিও-প্যাথিক ঔষধ), ঘোষ ব্রাদার্স, কটক (ঔষধ), মুখী কেয়াল সঙ্গ নারায়ণ দাস বণিক্

ও জমিদার, হায়দ্রাবাদ (কাপড়)! বৈশাখ মাসের উদ্বোধনে সদানন্দ পট্টনায়কের নামে যে ৫০ শিশি ক্লোরোডাইনের দান প্রাপ্তি স্বীকার করা হইয়াছিল, তাহার স্থলে এক শিশি হইবে।

অর্থাদি সাহায্য স্বামী ব্রহ্মানন্দ, প্রেসিডেণ্ট, মঠ, বেলুড় পোঃ (হাওড়া) অথবা কার্য্যাধ্যক্ষ, উদ্বোধন, বাগবাজার পোঃ, কলিকাতা ঠিকানায় প্রেরিতব্য।

কি করি?

[পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।]

মন—ভেবেছিলাম, যখন ভাল মন্দ ঠিক করে উঠতে না পারি, তখন কি করব তাই জিজ্ঞাসা করব, কিন্তু এখন তার আগে আরো দুটো কথা উঠছে। আগেত মেনে নিয়েছি যে, যেটা মন্দ বলে বেশ বুঝতে পারছি, সেটা না করাই উচিত; কিন্তু দেখ্‌তে পাচ্চি যে, বুঝে সুঝেও সেই মন্দটা ছাড়তে পাচ্ছি না; আর অতীতেও ত অনেক মন্দ কাজ করে গেছি, তার উপায়।

বিচার বুদ্ধি—অতীতের ভাল ও মন্দ কার্য্যের ফলস্বরূপ আজ তুমি ঠিক যা তাই দাঁড়িয়েছ। আবার বর্ত্তমানে যেমন যেমন করবে, ভবিষ্যতেও তাই দাঁড়াবে।

মন—তা'ত বুঝলুম, এখন পূর্ব্বকৃত মন্দকার্য্যের হাত থেকে কিসে রক্ষা পাওয়া যায়?

বিচার—এ'ত বড় আবদারের কথা। আগুনে হাত দিবে আর হাত পুড়বে না? তবে এই টুকু করতে পার, নির্ব্বোধ বালকের মত হায় কি হোলো। হায় কি হোলো। বলে দৌড়াদৌড়ি করে বাড়ী শুদ্ধ লোককে ব্যতিব্যস্ত না করে বুদ্ধিমানের মত ঔষধ লাগিয়ে নিজের কাজ কর্ম্মে মন দাও, একটু একটু জ্বালা করে, সে টুকু সহ্য করে থাক।

মন—সে কি মশাই? যা যা করে ফেলেছি ভগবান্ যদি সুদ সুদ্ধ ১৬ আনা ঘাড়ে চাপিয়ে দেন, তবে আর তাঁহাকে ডেকে ফল কি?

বি—তিনি কি করেন না করেন, তোমার বুঝিবার শক্তি কোথায়? আর যে অত হিসাব করে তাঁহাকে ডাকে, সে সুধু নিজের হীন স্বার্থের অনুগামী 'ভগবানের স্বীয় ইচ্ছানুযায়ী কার্য্য হইতে থাক্, আমি যেন তাঁহার সর্ব্বকর্ত্তৃত্ব

অনুভব করিয়া ধন্য হই', এই ভাবই কি শ্রেষ্ঠ নয় ? আমার দুঃখকষ্ট পাওয়া যদি ভগবানের অভিপ্রেত হয়, তবে নিশ্চয়ই সেই দুঃখকষ্ট যে আমার মঙ্গল-দায়ক, সে বিষয়ে কি সন্দেহ আছে ? ভগবান্‌কে যদি ডাকতে হয়, এই বলে ডাক্‌বে যে, 'হে ভগবান্, আমাকে যতদূর দুঃখ কষ্ট বা সুখ সমৃদ্ধি দিতে হয় দেও কিন্তু যেন ঐ দুঃখ কষ্টের মধ্যে অথবা সুখ সমৃদ্ধির মধ্যে তোমাকে ডাকিতে না ভুলি'।

মন—আচ্ছা, তাই না হয় করা গেল, কিন্তু সমস্ত দিন ত আর তা করা যায় না, ভাবনা চিন্তায় যখন ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠি, তখন কি করি ?

বি—দেখ, ভাবনা চিন্তা তাড়াবার এক উপায় হচ্ছে—সৎকার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া। কখন কি অসৎকার্য্য করে ফেলেছ, তার ফল কি ফলবে, এ সব না ভেবে দুটো গরিব দুঃখীর খাবার যোগান, অথবা নিজের পাড়া প্রতিবেশী অথবা নিজের ভাই ভগ্নীদের একটু যত্ন করা ঢের ভাল।

মন—কৈ, সে প্রবৃত্তি কই ? বরং একটু আমোদ প্রমোদে ভুলে থাকতেই ইচ্ছা হয়।

বি—এইবার ঠিক রোগ বুঝেছ। ঐ প্রবৃত্তিটাই আমাদের সর্ব্বনাশের মূল। মানুষের যদি নিজে করবার কিছু থাকে, তবে ঐ প্রবৃত্তিটাকে ভালদিকে পরিচালিত করা, আর সকলই অকর্ম্ম। যাহাকে পুরুষকার বলে, তাহা কেবলমাত্র ঐ প্রবৃত্তি-টাকে ভালদিকে ফিরাইবার ক্ষমতা। মন্দকার্য্য করিব না বলিয়া বসিয়া থাকা যায় না, মহা উদ্যমের সহিত সৎকার্য্য করিতে হইবে।

মন—তাই না হয় বলে দেওনা, কিসে সৎপ্রবৃত্তি হয়।

বি—শাস্ত্রে বলে, সাধুসঙ্গ পূজা ব্রতাদি দান তীর্থদর্শন ইত্যাদি সদনুষ্ঠানে সৎপ্রবৃত্তি হয়। তোমার নিজ জীবনের একটা ঘটনা মনে করে দেখ, বেশ বুঝতে পারবে। তোমার চির কালটা বেশী রাত্রি জাগিবার অভ্যাস ছিল বলে সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠতে পারতে না। মনিব নূতন নিয়ম করলে, তোমাকে ভোরের বেলায় এসে কাজে লাগতে হবে। তোমার প্রায়ই দেরি হয়ে যেতো, গালমন্দ খেতে, এমন কি, চাকরি টেকা দায় হয়ে উঠলো। তারপর একদিন একটী সাধু তোমায় রোজ একটা স্তোত্র পাঠ করতে বলেন। তোমার সেটা বেশ ভাল লাগল। কিন্তু দিনের মধ্যে স্তোত্র পাঠের আর সময় হয়ে উঠে না, মনে করলে যে, সকাল সকাল উঠে যদি পাঠ করা হয় ত বেশ হয়। সেই হ'তে প্রত্যহ ভোরে উঠে পাঠ আরম্ভ করলে, আর সকালে উঠা কষ্টকর

রইল না;..এমন কি, অর্দ্ধঘণ্টা কাল পাঠ করেও মনিবের কার্য্যে ঠিক সময়ে যেতে আর বিলম্ব হোত না। সত্য কি না?

মন—ঠিক বলেছ, সেই সাধুজীর কথায় আমার এমন শ্রদ্ধা জন্মে গেল যে, সকালে উঠে স্তোত্র পাঠ না করলে যেন সমস্ত দিনটা খুঁৎ খুঁৎ করতুম।

বি—তবেই বোঝো, সাধু সঙ্গের কত প্রভাব। আবার দেখ, যখন সংসারের কাজকর্ম্ম নিয়ে আছ, তখন ভগবান্‌কে এক মনে ডাকবার ইচ্ছাও সব সময়ে আসে না কিন্তু কোনও দিন কোনও দেবালয়ে বা পবিত্র নির্জ্জন স্থানে গেলে কেমন আপনা আপনি ভগবৎপ্রসঙ্গ এসে তাঁহার দিকে টেনে নিয়ে যায়—এরকমও বোধ হয় সময়ে সময়ে অনুভব করে থাকবে?

মন—হাঁ, আগে বুঝতে পারতুম না। ঠাকুর দেবতার স্থানে গেলে যে একটা উদ্দীপনা হয় বলে, সেটা বুঝতেই পারতুম না—এখন একটু একটু হয়।

বি—এই রকম যত বেশী এগুবে, ততই দেখতে পাবে যে, মন্দ বৃত্তিগুলি আপনা আপনি পেছিয়ে যাবে। সৎ প্রবৃত্তি সকলেরই কিছু না কিছু আছে, কিন্তু মন্দ প্রবৃত্তিগুলির প্রশ্রয় দেওয়া নিতান্ত সহজসাধ্য বলে সৎপ্রবৃত্তিটা যেন চাপা পড়ে থাকে। মানুষের কাজ হচ্ছে—সেই সৎ প্রবৃত্তিটাকে যে কোন উপায়ে হোক জাগিয়ে রাখা, ক্রমে বাড়ান।

মন— আচ্ছা, এই সংসারে অন্নবস্ত্রের সংস্থানেই যদি সমস্ত জীবন ব্যয় হতে থাকে, তবে সৎপ্রবৃত্তির অনুযায়ী চলিবার উপায় কোথা? সকাল সন্ধ্যা অর্থোপার্জ্জনের জন্য ছুট্‌ছি, এর মধ্যে সৎপ্রবৃত্তি আসে কোত্থেকে আর তাহার অনুযায়ী কাজ করবারই বা সময় কোথায়?

বি—ওটা মহা ভুল। সৎপ্রবৃত্তির বিকাশ সকল অবস্থায় ও সকল সময়েই হ'তে পাবে। অভাব সময়ের বা অবস্থার নহে, অভাব হচ্ছে সেই প্রবৃত্তি পরিচালনের। এই দেখনা, যখন জামাইবাড়ী তত্ত্ব করতে হবে, তখন কত যত্ন করে কত আগ্রহে প্রত্যেক জিনিষটা বেছে বেছে সুন্দর করে সাজিয়ে পাঠাও, ও সেই তত্ত্ব বেয়াই মশাই পছন্দ করেছেন কি না জানবার জন্য কতই উৎকণ্ঠিতচিত্তে অবস্থান কর। এদিকে দেবতা পূজার সময় নৈবিদ্যের থালাতে যত কম দরের জিনিষ দিয়ে সাজান যায়, তাই অম্লানবদনে কর, ফুল বিল্বপত্র যা পাওয়া যায় তাই দিয়ে কাজ সেরে নেও। দেবতারা কি তোমার বেয়াই মশায় অপেক্ষা হীন? যদি বল, দেবতারা ত আর মুখ দিয়ে খান না—তবে রূপপূজা না করাই ভাল, নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনা করনা কেন? সংসারে থেকেও স্বার্থত্যাগের উপায়ের

অভাব নাই। নিজের স্বার্থ ছেড়ে প্রথমতঃ নিজের পরিবারবর্গের স্বার্থ দেখা, দ্বিতীয়তঃ বন্ধু বান্ধবদের, তৃতীয়তঃ দেশের লোকের ও সর্ব্বশেষে সমগ্র জগতের স্বার্থে নিজের স্বার্থ বিলীন হওয়াই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অবস্থা। ইহা অপেক্ষা আর কি সংপ্রবৃত্তি চাও ?

মন—সাধুসঙ্গ ও সংকর্ম্মাদির অনুষ্ঠানে সংপ্রবৃত্তি হয়, তা না হয় স্বীকার করলাম কিন্তু সাংসারিক কাজকর্ম্মে যে আবার অসংভাবাপন্ন হই, তাহার প্রতীকার কি ?

বি—যতই সাধুসঙ্গে ও সংকার্য্যে আসক্তি বাড়বে, ততই সংসারিক বিষয়ে আসক্তি কমে যাবে। একেবারে যে শেষে সাধু হতেই হবে, এমন কথা বলা হচ্ছেনা, তবে যে ব্যক্তি ভগবানে সর্ব্বস্ব সমর্পণ করতে সমর্থ হয়, তার পক্ষে কি সংসার কি সন্ন্যাস !

মন—আমার কথার ঠিক উত্তর পেলাম না। আমাকে এই সংসারে এখন থাকতে হচ্ছে ; যখন সন্ন্যাসী হব, তখন আর বোধ হয় তোমাকে এসব কথা জিজ্ঞাসা করবার দরকার হবে না। এখন সংসারে রয়েছি, দেখছি যে, প্রত্যহই আমাকে অসং কার্য্য করতে ও অসং চিন্তা করতে হচ্ছে। সাধুসঙ্গ ও সংকাজে যদি ১ মিনিট লিপ্ত হ'তে চেষ্টা করি, অমনি হতভাগা প্রবৃত্তিটা এসে টেনে নিয়ে খানায় ফেলে। সাধুসঙ্গ ত আর রাস্তায় ঘাটে যেখানে সেখানে মেলে না আর সংকার্য্য করতে গেলেও কিছু না কিছু স্বার্থত্যাগ করতে হয়। এ দিকে দেখ, চারিদিকে সংসারে প্রলোভন, অসংকার্য্য কেমন আপাতমধুর ও অনায়াসলভ্য, মাসের মধ্যে ১ দিন সাধুসঙ্গ করলেম ত ২৯দিন সংসারে ঘুরছি।

বি। সুধু তাই কি, মাসের মধ্যে একদিনও কি সাধুসঙ্গে থাকতে পার ? আর যদি থাকই, তবে সেই সঙ্গে থেকেও সাংসারিক ভাবনা থেকে কতটুকু এড়াতে পার বল দেখি ?

মন। তাই ত তাহলে ত বড় গোলযোগ দেখতে পাচ্ছি, এত দেখ্‌ছি সব গুলিয়ে যাচ্ছে।

বি। সাধুসঙ্গের প্রভাব পেলে তখন আর এক রকমে কথা কবে। যংকিঞ্চিং সাধুসঙ্গও যদি করে থাক ত বুঝে থাকবে যে, নিজের অশান্তিটা যেন হুস্‌ করে চলে যায়। কেন যায়, সব সময়ে ঠিক করে বলা যায় না। সকলেই কিন্তু বলে থাকে, 'আহা বেশ সময়টা কাটলো ;" দ্বিতীয়তঃ, নূতন দিকে দৃষ্টি পড়ে, আগে যে বিষয়ের বিন্দুমাত্র খোঁজ খবর ছিল না অথবা যে সব

জিনিস ভাববার অনুপযুক্ত মনে করতাম, সেই সেই জিনিস নূতন আলোতে দেখতে পাওয়া যায়। মানুষের এমন সব ধাঁধাঁ থাকে যে, তাহার হাত থেকে নিষ্কৃতির উপায় থাকতে পাবে, এমন মনেই হয় না, কিন্তু সাধুসঙ্গে থাকতে থাকতে সেই সব ধাঁধাঁ যেন নিতান্ত সামান্য বলে বোধ হয়।

মন। কথা গুলো লাগছে বটে। সাধুসঙ্গে যে কি লাভ হয়, যারা সাধু-সঙ্গ না করেছে, তাদের কিছুতেই বোঝান যাবে না। এই দেখ, কতকগুলি নীচ আমোদ প্রমোদ আগে বড় মিষ্ট লাগতো; পয়সা খরচ হতো এই মাত্র বাধা ছিল কিন্তু এখন হাতে পয়সা এলেও সে সব আমোদ আর ততটা ভাল লাগে না। তার মানে আর কিছুই নয়, ঐ সব নীচ আমোদের চেয়ে অন্য বিষয়ে বেশী আনন্দ পাওয়া যায়। এ নিজে না বুঝলে কার সাধ্য বুঝায়?

বি। এই রকমে ভগবানকে ভালবাসতে শেখা যায়। তখন সংসারের দুঃখ যন্ত্রণা অন্য চক্ষে দেখা যায়। সাধারণতঃ ভগবানের রাজ্যে এত দুঃখ কষ্ট এইটাই লোকে দেখতে পায়, কিন্তু ভগবান যে কতদূর দয়াময়, তাহা বুঝিতে পারে সেই, যে তাঁহাকে একটু ভাল বাসতে পেরেছে। তুমি সারা জীবন মাথা খুঁড়লেও জগতের দুঃখ কষ্ট একবিন্দু কমবেশী করতে পারবে না, কিন্তু তাঁকে যদি এক কণাও ভালবাসতে পার ত দেখবে যে, এই দুঃখ কষ্টের মধ্যেই অপার শান্তি ও আনন্দ বিরাজ করছে। তোমার এক কাজ হচ্ছে, তাঁকে পাওয়া আর যা কিছু সব বাজে কাজ।

মন—তা হলে তাঁকে লাভ করবার পথে যত কিছু অন্তরায় আছে, সে সব ত বিষম বাধা, সেগুলাকে না ছাড়লে তাঁকে লাভ করা দুঃসাধ্য হবে।

বি—এ কথাটা ঠিক ঘোড়া ডিঙ্গিয়ে ঘাস খাওয়া হচ্ছে। তাঁকে পাবার জন্য যদি ঠিক ঠিক অনুরাগ আসে ত বাধা বিপত্তি কোথায় উড়ে যায়, তা দেখে নিজেই আশ্চর্য্য হয়ে যাবে ও তাঁর অপার করুণা অনুভব করে গদগদ কণ্ঠে তাঁর স্তব করতে থাকবে। তুমি কি মনে করেছ যে, তোমার চেষ্টা দ্বারা এই সব সাংসারিক ঝঞ্ঝাটের সুবন্দোবস্ত করে তারপর সুবিধামত ভগবান্‌কে ডাকতে আরম্ভ করবে? এ সব বাতুলের কথা।

অবশ্য প্রথম প্রথম ভগবানে অনুরাগ হবার আগে বাধা বিপত্তির সঙ্গে যুদ্ধ করিতে হবে বৈকি। যেটা নিজের অথবা স্বীয় আত্মীয় জনের স্বার্থ জড়িত, তার হানি স্বীকার করেও ভগবান্ লাভ হবে এই আশার উপর নির্ভর করে থাকা একটু শক্ত বৈ কি? কিন্তু ভেবে দেখ, অর্থ উপার্জ্জনের জন্য মানুষে

তার চেয়ে ঢের শক্ত কাজ করে থাকে। প্রাণপণ করে সমস্ত জীবন খেটে গোটাকতক ছেলেমেয়ে ও হাজার কতক টাকা রেখে যাওয়াই কি এত ভাল কাজ হলো! একটা পরীক্ষা পাস করিতে ছেলেরা যতটা আগ্রহ প্রকাশ করে, তার শতাংশের এক অংশও ভগবান্ লাভের জন্য করে না! একদিন এক মুহূর্ত্তের জন্য যদি কেহ ভগবান্‌কে ডেকে থাকে, তার অনেকটা কাজ এগিয়েছে।

মন—কেন মশাই, কতলোকে ত আজীবন ভগবান্ আরাধনা করে! কত কত স্থানে এখনও হিন্দুরা প্রত্যহ পূজা আরাধনাতে দিবসের বেশীভাগ ব্যয় করে কিন্তু তারাই ত দেশের মধ্যে সব চেয়ে দুঃখী ও অপদস্থ হয়ে আসছে!

বি—বাপু, একটা অতি অসম্বদ্ধ কথা হলো। যারা দিবসের বেশী ভাগ ভগবচ্চর্চ্চায় ব্যয় করে বলছ, তাদের একবার দেখে এসো, তারা ভগবান্‌কে ডাকে কুৎসিৎ স্বার্থ, অহঙ্কার বা মানখ্যাতি লাভের জন্য। ভগবান্‌কে প্রাণ খুলে শুধু ডাকবার জন্য ডাকে, এমন লোক অতি বিরল। আর ভগবান্‌কে ভাল বাসে, এমন লোক আরো বিরল। সেই রকম কোনও লোককে যদি জীবনে একবারও দেখে থাক ত বুঝ্‌বে যে, তারা কি আনন্দে আছে ও বোধ হবে যে, তেমন লোক হওয়া বড় বড় বিদ্যাদিগ্‌গজ বা লক্ষপতি হওয়া অপেক্ষা অনেক প্রার্থনীয়।

মন—বিদ্যা উপার্জ্জন বা অর্থ উপার্জ্জন অপেক্ষা ভগবৎপ্রেম লাভ করা যে কোটি গুণে শ্রেষ্ঠ, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। আশ্চর্য্য এই যে, এত লোক যে নানা বিদ্যা আলোচনায় ও ব্যবসা বাণিজ্যাদিতে জীবন উৎসর্গ করছে, ইহারা ত সকলেই মহাভ্রমে পড়েছে, আর আমিও যে অর্থ উপার্জ্জনের জন্য দিবসের অধিকাংশ সময় ব্যয় করছি, আমিও মহাভ্রমে পড়েছি।

বি—সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। আবার এর মধ্যে এক মজা আছে। তুমি ভাব্‌ছ, তুমিই বুঝি এই ভ্রমটা করেছ, যেন তুমি চেষ্টা করলে এই ভ্রমটা কাটিয়ে ফেল্‌তে পারতে। তুমি কে, এইটা ভেবে দেখ দেখি। সেই সর্ব্বনিয়ন্তা ভগবান্ যিনি তোমাকে ও এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে সৃজন পালন করছেন, তাঁর ইচ্ছা না হলে কি তুমি এক পাও এগুতে পার? তিনিই দশ জনকে দিয়ে দশটা কাজ করিয়ে নিচ্ছেন। কারও দ্বারা বিদ্যার উন্নতি করাচ্ছেন, কারো দ্বারা অবিদ্যার খেলা দেখাচ্ছেন, কারো দ্বারা অর্থ সংগৃহীত হচ্ছে রাজ্যপ্রতিষ্ঠিত হচ্ছে আবার কারো দ্বারা তার ধ্বংশ করাচ্ছেন। তোমাকে এখন অর্থ-উপার্জ্জন ও পরিবার প্রতিপালন করাচ্ছেন

ও সেইসঙ্গে তোমাকে জানাচ্ছেন "আমাকে লাভ করা অপেক্ষা আর উৎকৃষ্ট জিনিস কিছুই হতে পারে না।" অমনি তোমার মনে হলো, তাইতো এসব কি ভুল করছি। মজা দেখ্‌ছে, তিনিই ভুলে ফেলেছেন আবার তিনিই বলে দিচ্ছেন যে, ভুল কর্‌ছিস্‌।

মন—তাই ত! এ ত বাস্তবিকই ভারি মজা দেখ্‌ছি, তাহ'লে তিনি ত এ ভুলটা ছাড়িয়ে যাতে তাঁকে পাই, সেই পথে আমাকে নিয়ে যেতে পারেন।

বি—নিশ্চয়ই পাবেন; আবার ঐ ভুলটা আরো দৃঢ় করে দিয়ে ঘোর-পাক্‌ খাওয়াতেও পারেন।

মন—কিন্তু তিনি যে দয়াময়, দীননাথ, ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু; তিনি এ ক্ষুদ্র অধমকে আর ঘোরপাক্‌ না খাইয়ে তাঁর কাছে টেনে নেবেন, কেমন না?

বি—ঐ ত গোল কর্‌ছ—তুমি ক্ষুদ্র অধম হয়ে যে আবার তাঁকে হুকুম কর্‌ছো। তিনি তোমাকে টেনেই নেন আর ফেলেই দেন, তোমার সে বিষয় ভেবে মাথা ঘামাবার কি দরকার? তুমি যে তোমার ক্ষুদ্র তুমিত্বটা ছাড়্‌তে পাচ্ছ না। বলি, তুমি আর কোথায়? তিনি যা ইচ্ছা করুন। তোমাকে রাজাই করুন বা মেথরই করুন, তোমার তাতে কি আসে যায়? তুমি একবার ভেবে নেও না যে, তিনিই সব, তাঁহা ছাড়া কিছুই হ'তে পারে না, বাস্‌, আর কথাতে কাজ কি।

মন—বহুত আচ্ছা, কুচ্‌ পরোয়া নেহি হ্যায়। সুধু আর একটা কথা বলে দিয়ে তুমি যথা ইচ্ছা চলে যাও। এই ভাব্‌টা সর্ব্বদাই মনে রাখ্‌তে পারি কি করে?

বি—দিবারাত্র তাঁকে স্মরণ কর। যখন যে কাজ কর, যে ভাবে থাক, অনবরত ইষ্টমন্ত্রের মত বল্‌তে থাক, "হে জগৎপতি, তোমার ইচ্ছায় সকলই হচ্ছে, হতে থাক্‌।" যখনই যে কার্য্য করবে, জান্‌বে, তিনি করাচ্ছেন তাঁর উদ্দেশ্য সাধনের জন্য, তোমার সুখ দুঃখের জন্য নয়। যখনি নিজে কর্‌ছো মনে করবে, তখনি ভুলে যাবে, তখনি নিরানন্দ হবে। আবার যখনি নিরানন্দ মনে আস্‌বে, তখনি জান্‌বে যে, নিজের মনে করে কাজ কর্চ্ছি, তাঁকে ভুলে গেছি। তাঁকে মনে রাখ বগল বাজাও, ও আনন্দে রহো।

জনৈক জিজ্ঞাসু।

ইথে কি সংশয় ?

——(:০:)——

অবিরাম জীবন সংগ্রাম—ধরাধাম পূর্ণ কোলাহলে।
আপনায় রাখিতে বজায়—ব্যস্ততায় জীবজন্তু চলে ॥
প্রকৃতিরে মুহু লঙ্ঘিবারে—ধরাপরে তাণ্ডব অপার।
ধন জন, আহার শয়ন, অহমিকা সর্ব্বমূলাধার ॥
ভোগ ত্যাগ, তপোযজ্ঞযাগ, অনুরাগ গার্হস্থ্য সন্ন্যাসে।
ভীমবল, আমিত্ব কেবল, নিয়ত চঞ্চল, সুখ আশে ॥
দ্রুত চলে, দৃষ্টি চক্রবালে, জীবকুল ইন্দ্রধনু আশে।
যত ধায়, তত স'রে যায়, বর্ণ ছটা পুরব আকাশে ॥
তবু ভ্রম—নহে উপশম—মহোদ্যম হৃদয়ে সবার।
মৃগপ্রায়, ছুটিছে সবায়, পিছু পিছু মৃগ তৃষ্ণিকার ॥
ধ্বংস লীলা, ঘোষে শূন্যশিলা, তবু হেলা ভাবিতে মরণ।
[illegible], তবু প্রাণে আশ—হা হুতাশ ছাড়িতে জীবন ॥
এ বন্ধন, কেন সংঘটন—ভাবি মন অবশ আকুল।
তপোধ্যান—দর্শনবিজ্ঞান—নাহি পান এ অজ্ঞতামূল ॥
অন্ধকারে আগতি সংসারে অন্ধকারে নিগম সবার।
অন্ধকার—আকাশবিস্তার—ব্যাপি আছে এ বিশ্ব সংসার ॥
বিবস্বান্—খদ্যোত সমান—[illegible] আঁধার বিস্তারে।
জ্যোতিধারা—কোটি চন্দ্রতারা—পথহারা গভীর আঁধারে ॥
মৃতপ্রায়—অঘোর নিদ্রায়—জীবজন্তু সবি অচেতন।
উলঙ্গিনী, তৃষাকুহকিনী—তাহে কত দেখায় স্বপন ॥
ঠিক যাই মুখে সবে বলে নেশাঘোরে মাতালের প্রায়।
ওঠে পড়ে, অবশ শরীরে, সদা কাম-কাঞ্চন থানায় ॥
অভিমান—"আমি বুদ্ধিমান্" প্রতিজীবে অভ্রান্ত ধারণা।
সুচতুর, বায়স প্রচুর বিষ্ঠা লোভে উড়ে ফুল্লমনা ॥
এই ত সংসার—নিরাধার—ব্যবহার জ্ঞানের আশ্রয়।
দৃশ্যজাল—বাড়ায়ে জঞ্জাল—চিরকাল জীবে প্রতারয় ॥

হোন বেধা, বাসব সুমেধা, হরিহর স্থিতি অন্তকারী।
দৃশ্যজালে, মোহিত সকলে অহমিকা চক্রে ঘুরি ঘুরি॥
দিক্‌পাল, হোন মহাকাল, রক্ষা নাই কাহারো হেথায়।
মন ল'য়ে ভাসে ধেয়ে ধেয়ে মহাসত্তা সমুদ্রের গায়॥
সংঘটন—মৃত্যুর মরণ যবে ব্রহ্ম হৃদে স্বপ্রকাশ—
চন্দ্র সূর্য্য—এত তেজবীর্য্য—চিতা তার অনন্ত আকাশ॥
ভূলোক দ্যুলোক চলাচল মরু মেরু স্থাবর জঙ্গম।
বাসনায় বদ্ধ অন্ধআঁখি নতু কেবা কবিত কবম॥
বাসনা বিলীন—কর্ম্মহীন—অকবম ব্রহ্মেতে মিলায়।
গতাগতি,—সুকৃতি দুষ্কৃতি—কোটিকল্পে অন্তের না যায়॥
সুখাস্বাদ, উগরে বিষাদ—আলো সুধু আঁধার বাড়ায়।
দুঃখে মৃত্যু চায়—পুনরায় আগতির সূক্ষ্মবীজ তায়॥
অখণ্ডন—জনমে মরণ,—মরণে জনম সুনিশ্চয়।
বার বার জন্মমৃত্যু তার—বাসনার নাহি যার ক্ষয়॥
সুস্থদেহ—স্বর্ণময় গেহ—ইন্দ্রতুল্য বিভবসম্ভার।
প্রাণ ঢেলে—বিলাস হিল্লোলে—মত্ত যেই বহে অনিবার॥
মুষ্টিতরে, ফেরে দ্বারে দ্বারে, জীর্ণ কন্থা সম্বল যাহার—
বৃক্ষতল বিশ্রামের স্থল—উভয়ে প্রভেদ কিবা আর?
মোহ কুহকিনী—একাকিনী—ভিন্নভাবে উভয়ে নাচায়।
বুঝে শুনে—তবু এতদিনে—মন কেন আমারে মজায়॥
না মানি পূবব কর্ম্মভোগ—সে অদৃষ্ট আমারি রচনা।
পৌরুষ সহায়ে এইবার—ঘুচাইব মনের কল্পনা॥
দৃশ্যজাল, হও বিদূরিত, ছাড় মন। দেহাত্মবিভ্রম।
'আমি ব্রহ্ম' এ সিদ্ধান্তে কেন—বাদী হয়ে পথে তুমি মম?
গুরুপদে বিক্রীত শরীর, শোন্। তোরে আর নাহি ভয়।
এ জনমে লভিব নির্ব্বাণ পণ প্রাণ—ইথে কি সংশয়?

শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

বাগ্বিষয়স্যৈব মনসঃ সংযমঃ মৌনমিতি বিশেষঃ। ভাবসংশুদ্ধিঃ পরৈর্ব্যবহার-কালে অমায়াবিত্বং ভাবসংশুদ্ধিরিত্যেতং তপোমানসমুচ্যতে। ১৬।

ভাষ্যানুবাদ। মনইত্যাদি (শ্লোকের অর্থ)। "মনঃপ্রসাদ," মনের প্রশান্তি অর্থাৎ মনের স্বচ্ছতা সম্পাদনই মনঃপ্রসাদ শব্দের অর্থ। "সৌম্যত্ব" যাহাকে লোকে সৌমনস্য কহিয়া থাকে। মুখের প্রসন্নতা প্রভৃতি কার্য্যের দ্বারা অন্তঃকরণের যে বৃত্তিবিশেষ অনুমিত হয়, তাহাই সৌম্যত্ব। "মৌন" বাক্‌সংযম, মনঃসংযম হইলেই বাক্‌সংযম হইতে পারে, এই কারণে, কার্য্য বাক্‌সংযম রূপ মৌনের দ্বারা এই স্থানে কারণস্বরূপ যে মনঃসংযম, তাহারই গ্রহণ করা যাইতেছে, সুতরাং এখানে মৌন শব্দের অর্থ মনঃসংযম। "আত্মবিনিগ্রহ" ইহার অর্থ অন্তঃকরণের নিরোধ, সকল প্রকার বিষয় হইতে যে সামান্যতঃ মনোনিরোধ, তাহাই এই স্থলে আত্মবিনিগ্রহ শব্দের অর্থ, আর বাগ্‌বিষয়ে যে বিশেষ ভাবে মনঃসংযম, তাহাই মৌনশব্দের অর্থ। (সুতরাং আত্মবিনিগ্রহ এবং মৌন এই দুইটী শব্দের অর্থ এক নহে)। "ভাবসংশুদ্ধি" পরের সহিত ব্যবহার কালে অকপটতাই ভাবসংশুদ্ধি শব্দের অর্থ। এই কয়টীকে মানস তপঃ কহা যায়। ১৬।

শ্রদ্ধয়া পরয়া তপ্তং তপস্তৎ ত্রিবিধং নরৈঃ।
অফলাকাংক্ষিভির্যুক্তৈঃ সাত্ত্বিকং পরিচক্ষতে ॥ ১৭ ॥

অন্বয়। অফলাকাংক্ষিভিঃ যুক্তৈঃ পরয়া শ্রদ্ধয়া তপ্তং তৎ ত্রিবিধং তপঃ সাত্ত্বিক পরিচক্ষতে। ১৭।

মূলানুবাদ। ফলের অভিলাষ পরিত্যাগ করিয়া, সমাহিতচেতা ব্যক্তিগণ পরম শ্রদ্ধার সহিত যে পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ তপস্যার অনুষ্ঠান করেন, তাহাকে সাত্ত্বিক (তপঃ) বলা যায়। ১৭।

ভাষ্য। যথোক্তং কায়িকং বাচিকং মানসং চ তপস্তপ্তং নরৈঃ সত্ত্বাদিভেদেন কথং ত্রিবিধং ভবতীত্যুচ্যতে—শ্রদ্ধয়া আস্তিক্যবুদ্ধ্যা পরয়া প্রকৃষ্টয়া তপ্তমনুষ্ঠিতং তপস্তং প্রকৃতং ত্রিবিধং ত্রিপ্রকারং নরৈরনুষ্ঠাতৃভিঃ অফলাকাঙ্ক্ষিভিঃ ফলাকাংক্ষারহিতৈঃ যুক্তৈঃ সমাহিতৈঃ যদীদৃশং তপঃ, তং সাত্ত্বিকং সত্ত্বনির্বৃত্তং পরিচক্ষতেকথয়ন্তি শিষ্টাঃ। ১৭।

ভাষ্যানুবাদ। এই যে পূর্ব্বোক্ত কায়িক বাচিক এবং মানস রূপ ত্রিবিধ তপ, ইহা সত্ত্বাদি গুণভেদে কিরূপে সাত্ত্বিকাদি ত্রিবিধ হইতে পারে, এক্ষণে তাহাই বলা হই-তেছে। "শ্রদ্ধা" আস্তিক্যবুদ্ধি পর অর্থাৎ প্রকৃষ্ট, সেই প্রকৃষ্ট আস্তিক্য বুদ্ধির সহিত

যাহার অনুষ্ঠান করা যায়, সেই প্রকৃত তপঃ ত্রিবিধ—অর্থাৎ তিন প্রকার (কেন তিন প্রকার? যেহেতু) দেহ বাক্ এবং মনের দ্বারা সম্পাদিত (হয়) ফলাকাংক্ষা পরিত্যাগ করিয়া, সমাহিতচিত্ত ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক এই ত্রিবিধ তপস্যা অনুষ্ঠিত হইলে, ইহাকে শিষ্টগণ সাত্ত্বিক তপঃ বলিয়া থাকেন। ১৭।

সৎকারমানপূজার্থং তপো দম্ভেন চৈব যৎ।
ক্রিয়তে তদিহ প্রোক্তং রাজসং চলমধ্রুবম্॥ ১৮॥

অন্বয়। যৎ তপঃ দম্ভেন সৎকারমানপূজার্থং এব চ ক্রিয়তে তৎ ইহ চলং অধ্রুবং রাজসং প্রোক্তং। ১৮।

মূলানুবাদ। দম্ভের সহিত সৎকার মান ও পূজা লাভ করিবার জন্য যে তপস্যার অনুষ্ঠান করা যায়, তাহা চল অর্থাৎ অনিত্য, এইরূপ তপস্যাকে রাজস তপস্যা বলা যায়। ১৮।

ভাষ্য। সৎকারেতি। সৎকারমানপূজার্থং সৎকারঃ সাধুকারঃ সাধুরয়ং তপস্বী ব্রাহ্মণ ইত্যেবমর্থং মানো মাননং প্রত্যুত্থানাভিবাদনাদিভিঃ, পূজা পাদ-প্রক্ষালনার্চ্চনাশয়িতৃত্বাদিস্তদর্থং চ তপ সৎকারমানপূজার্থং, দম্ভেন চৈব যৎ ক্রিয়তে তপস্তদিহ প্রোক্তং কথিতং রাজসং চলং কাদাচিৎকফলত্বেন অধ্রুবং। ১৮।

ভাষ্যানুবাদ। সৎকার ইত্যাদি শ্লোকের অর্থ। "সৎকারমানপূজার্থ" "সৎকার" শব্দের অর্থ সাধুকার। এই ব্যক্তি সাধু তপস্বী ব্রাহ্মণ, এই প্রকার প্রশংসাই সৎকার। "মান" অর্থাৎ মানন—আসিতে দেখিয়া উঠিয়া দাঁড়ান ও অভিবাদন করা প্রভৃতিই মান। "পূজা" পাদপ্রক্ষালন অর্চনা ও ভোজন করান প্রভৃতি এই পূজা, এই সৎকার, মান ও পূজা লাভ করিবার জন্য দম্ভের সহিত যে তপস্যার অনুষ্ঠান করা যায় তাহাকে রাজস তপঃ বলা যায়। ঐ রাজস তপঃ চল, উহার ফল যে হেতু অনিয়ত, এই কারণে উহা অধ্রুব। ১৮।

মূঢ়গ্রাহেণাত্মনো যৎ পীড়য়া ক্রিয়তে তপঃ।
পরস্যোৎসাদনার্থং বা তত্তামসমুদাহৃতম্॥ ১৯॥

অন্বয়। মূঢ়গ্রাহেণ আত্মন, পীড়য়া, পরস্য উৎসাদনার্থং বা যৎ তপঃ ক্রিয়তে তৎ তামসং উদাহৃতম্। ১৯।

মূলানুবাদ। সদসদ্বিবেক পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিজের দেহকে পীড়িত করিয়া যে তপঃ অনুষ্ঠিত হয়, কিংবা পরের উৎসাদনার্থ যে তপঃ অনুষ্ঠিত হয়, তাহাই রাজস তপঃ বলিয়া কীর্ত্তিত হয়। ১৯।

ভাষ্য। মূঢ়েতি। মূঢ়গ্রাহেণ অবিবেকনিশ্চয়েন আত্মনঃ পীড়য়া ক্রিয়তে যৎ তপঃ পরস্য উৎসাদনার্থং বিনাশার্থং বা তৎ তামসং তপঃ উদাহৃতম্। ১৯।

ভাষ্যানুবাদ। মূঢ় ইত্যাদি শ্লোকের অর্থ। "মূঢ়গ্রাহ" বিবেকনিশ্চয়ের অভাব (অর্থাৎ) সদসদ্বিবেকের অভাব বশতঃ কিংবা পরের উৎসাদন বা বিনাশের জন্য যে তপঃ অনুষ্ঠিত হয়, তাহাই তামস তপঃ বলিয়া কীর্ত্তিত হয়। ১৯।

দাতব্যমিতি যদ্দানং দীয়তেঽনুপকারিণে।
দেশে কালে চ পাত্রে চ তদ্দানং সাত্ত্বিকং স্মৃতম্॥ ২০॥

অন্বয়। দাতব্যং ইতি (এবং নিশ্চিত্য) দেশে কালে পাত্রে চ (বিদ্যমানে সতি) অনুপকারিণে যদ্দানং দীয়তে তৎ সাত্ত্বিকং দানং স্মৃতম্। ২০।

মূলানুবাদ। দেওয়া কর্ত্তব্য এই প্রকার নিশ্চয়পূর্ব্বক দেশ কাল ও পাত্র সন্নিধানে অনুপকারী জনকে যে দান দেওয়া যায়, তাহাই সাত্ত্বিক দান বলিয়া স্মৃতিতে উক্ত হইয়াছে। ২০।

ভাষ্য। ইদানীং দানভেদ উচ্যতে। দাতব্যমিত্যেবং মনঃ কৃত্বা যদ্দানং দীয়তে অনুপকারিণে প্রত্যুপকারাসমর্থায়, সমর্থায় অপি নিরপেক্ষং দীয়তে। দেশে পুণ্যে কুরুক্ষেত্রাদৌ কালে সংক্রান্ত্যাদৌ পাত্রে চ ষড়ঙ্গবিদ্বেদপারগে ইত্যাদৌ তদ্দানং সাত্ত্বিকং স্মৃতম্। ২০।

ভাষ্যানুবাদ। এইক্ষণে দানের ভেদ বলা হইতেছে। অবশ্য দিতেই হইবে এই প্রকার মনে করিয়া—"অনুপকারীকে" অর্থাৎ প্রত্যুপকার করিতে অসমর্থ ব্যক্তিকে যে দান করা যায়। ঐ ব্যক্তি যদি প্রত্যুপকার করিতে সমর্থও হয়, তাহা হইলে তাহার কাছে কোন প্রকার প্রত্যুপকার লাভের অপেক্ষা না করিয়াও যে দান করা যায় (এবং যদি) "দেশে" অর্থাৎ পুণ্য কুরুক্ষেত্র প্রভৃতি স্থানে, কালে অর্থাৎ সংক্রান্তি প্রভৃতি পুণ্যকালে এবং পাত্রে অর্থাৎ ষড়ঙ্গবিদ্ ও বেদপারগ প্রভৃতি গুণবান্ ব্রাহ্মণে ঐ দান অনুষ্ঠিত হয়, তাহা সাত্ত্বিক দান বলিয়া ধর্ম্মশাস্ত্রে কথিত হয়। ২০।

যৎ তু প্রত্যুপকারার্থং ফলমুদ্দিশ্য বা পুনঃ।
দীয়তে চ পরিক্লিষ্টং তদ্দানং রাজসং স্মৃতম্ ॥ ২১ ॥

অন্বয়। যৎ তু প্রত্যুপকারার্থং ফলমুদ্দিশ্য বা পরিক্লিষ্টং চ দীয়তে তদ্ রাজসং দানং স্মৃতম্। ২১।

মূলানুবাদ। (এই জীবনেই) কোনপ্রকার প্রত্যুপকার পাইবার জন্য, অথবা (পরলোকে) স্বর্গাদি ফল লাভ করিবার জন্য, অত্যন্ত ক্লেশের সহিত যে দান করা যায়, তাহাই রাজস দান বলিয়া শাস্ত্রে কথিত হয়। ২১।

ভাষ্য। যত্ত্বিতি। যত্তু দানং প্রত্যুপকারার্থং কালে তু অয়ং মাং প্রত্যুপকরিষ্যতি ইত্যেবমর্থং ফলং বা অস্য দানস্য ভবিষ্যতি অদৃষ্টং ইতি তদুদ্দিশ্য পুনর্দীয়তে চ পরিক্লিষ্টং খেদসংযুক্তং তদ্রাজসং স্মৃতম্। ২১।

ভাষ্যানুবাদ। যত্তু ইত্যাদি শ্লোকের অর্থ। যে দান প্রত্যুপকারের জন্য—সময়বিশেষে এই ব্যক্তি আমার প্রত্যুপকার করিবে এই প্রকার আশায়, অথবা ফলকে লাভ করিবার জন্য অর্থাৎ ঐ দান করিলে যে অদৃষ্ট হয় তাহা পাইবার জন্য, খেদের সহিত যে দান কৃত হয়, তাহাই রাজস দান বলিয়া স্মৃতিশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। ২১।

অদেশকালে যদ্দানমপাত্রেভ্যশ্চ দীয়তে।
অসৎকৃতমবজ্ঞাতং তত্তামসমুদাহৃতম্ ॥ ২২ ॥

অন্বয়। অদেশকালে অপাত্রেভ্যঃ অসৎকৃতং অবজ্ঞাতং (চ) যদ্দানং দীয়তে তৎ তামসং উদাহৃতম্। ২২।

মূলানুবাদ। অবিহিত দেশে এবং অবিহিত কালে অপাত্রগণের উদ্দেশে অসৎকৃত এবং অবজ্ঞাপূর্ব্বক যে দান, তাহাই তামস দান বলিয়া পরিকীর্ত্তিত। ২২।

ভাষ্য। অদেশেতি। অপুণ্যে দেশে ম্লেচ্ছাশুচ্যাদিসংকীর্ণে অকালে পুণ্যহেতুত্বেনাপ্রখ্যাতে সংক্রান্ত্যাদিবিশেষরহিতে অপাত্রেভ্যশ্চ মূর্খতস্করাদিভ্যঃ দেশাদিসম্পত্তৌ চাসৎকৃতং প্রিয়বচনপাদপ্রক্ষালনাপূজাদিরহিতমবজ্ঞাতং পাত্রপরিভবযুক্তং যদ্দানং তত্তামসমুদাহৃতম্। ২২।

ভাষ্যানুবাদ। অদেশ ইত্যাদি শ্লোকের অর্থ। "অদেশে" অপুণ্যদেশে, (যে দেশ) অন্ত্যজাতি এবং অন্যান্য অশুচি দ্রব্য পরিপূর্ণ (তাহাই) অদেশ (শব্দের অর্থ)। "অকাল" পুণ্যের হেতু বলিয়া যে কাল প্রসিদ্ধ নহে অর্থাৎ সংক্রান্তি প্রভৃতি বিশেষহীন, সেই কালই অকাল, এই অদেশে এবং অকালে অপাত্রগণকে অর্থাৎ মূর্খ তস্কর প্রভৃতিকে যে দান করা হয়, তাহাই তামস দান বলিয়া পরিকীর্ত্তিত। (অন্য প্রকার তামস দান বলিতেছেন) শোভন দেশ বা পুণ্যকাল হইলে কি হয়?

ঐ দান যদি অসংকৃত হয় অর্থাৎ প্রিয় বচন ও পাদপ্রক্ষালনাদি পূর্ব্বক না হয় অথবা, অবজ্ঞাত অর্থাৎ পাত্রকে অবজ্ঞা করিয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলেও ঐ প্রকার দানকে তামস বলা যায়। ২২।

ওঁ তৎসদিতি নির্দ্দেশো ব্রহ্মণস্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ।
ব্রাহ্মণাস্তেন বেদাশ্চ যজ্ঞাশ্চ বিহিতাঃ পুরা॥ ২৩॥

অন্বয়। ব্রহ্মণঃ ওঁ তৎ সৎ ইতি ত্রিবিধঃ নির্দ্দেশঃ স্মৃতঃ তেন পুরা ব্রাহ্মণা বেদা যজ্ঞাশ্চ বিহিতাঃ। ২৩।

মূলানুবাদ। ব্রহ্মের তিনটী নির্দ্দেশ অর্থাৎ নাম বলিয়া (ব্রহ্মবিদ্‌গণ) স্মরণ করিয়া থাকেন, যথা ওঁ, তৎ, এবং সৎ। এই তিন প্রকার নির্দ্দেশের দ্বারা পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ যজ্ঞ ও বেদ সকল নির্ম্মিত হইয়াছে। ২৩।

ভাষ্য। যজ্ঞদানতপঃপ্রভৃতীনাং সাদ্‌গুণ্যকরণায় অয়মুপদেশ উচ্যতে ওঁ ইতি তৎসদিতি নির্দ্দেশঃ নির্দ্দিশ্যতে অনেন ইতি নির্দ্দেশঃ ত্রিবিধঃ নাম নির্দ্দেশঃ ব্রহ্মণঃ স্মৃতঃ চিন্তিতো বেদান্তেষু ব্রহ্মবিত্তিঃ। ব্রাহ্মণাস্তেন নির্দ্দেশেন ত্রিবিধেন বেদাশ্চ যজ্ঞাশ্চ নির্ম্মিতাঃ পুরা পূর্ব্বমিতি নির্দ্দেশস্তুত্যর্থমুচ্যতে। ২৩।

ভাষ্যানুবাদ। যজ্ঞ দান ও তপস্যা প্রভৃতির পরিপূর্ণতা সাধন করিবার জন্য এই উপদেশ উক্ত হইতেছে। নির্দ্দেশ এই শব্দটীর অর্থ এই যে, যাহার দ্বারা কোন বস্তু নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে, তাহাকেই নির্দ্দেশ বলা যায় (ফলে দাঁড়াইতেছে যে) নির্দ্দেশ শব্দের অর্থ নাম, ব্রহ্মের নাম তিনটী, যথা ওঁ তৎ এবং সৎ। বেদান্তসমূহে ব্রহ্মবিদ্‌গণ এই তিনটীকেই ব্রহ্মের নাম বলিয়া চিন্তা করিয়া থাকেন। সেই এই ত্রিবিধ নির্দ্দেশের দ্বারাই ব্রাহ্মণগণ বেদসমূহ ও যজ্ঞ সকল পূর্ব্বকালে নির্ম্মিত হইয়াছে। এই প্রকার কথন দ্বারা ঐ ত্রিবিধ নির্দ্দেশের স্তুতি করা হইতেছে। ২৩।

তস্মাদোমিত্যুদাহৃত্য যজ্ঞদানতপঃক্রিয়াঃ।
প্রবর্ত্তন্তে বিধানোক্তাঃ সততং ব্রহ্মবাদিনাম্॥ ২৪॥

অন্বয়। তস্মাৎ ব্রহ্মবাদিনাং বিধানোক্তা যজ্ঞদানতপঃক্রিয়াঃ ওঁ ইতি উদাহৃত্য সততং প্রবর্ত্তন্তে। ২৪।

মূলানুবাদ। সেই কারণে ব্রহ্মবাদিগণের বেদবিহিত যজ্ঞ দান এবং তপস্যা-সমূহ সর্ব্বদা ওঁ এই শব্দটীর উচ্চারণের পরই প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। ২৪।

ভাষ্য। তস্মাৎ ওঁ ইতি উদাহৃত্য উচ্চার্য্য যজ্ঞদানতপঃক্রিয়াঃ যজ্ঞাদিস্বরূপাঃ ক্রিয়াঃ প্রবর্ত্তন্তে বিধানোক্তাঃ শাস্ত্রচোদিতাঃ সততং সর্ব্বদা ব্রহ্মবাদিনাং ব্রহ্মবদনশীলানাম্। ২৪।

ভাষ্যানুবাদ। সেই কারণে ওঁ এই শব্দটীকে উচ্চারণ করিয়া "যজ্ঞ দান তপঃক্রিয়া' অর্থাৎ যজ্ঞাদি ক্রিয়া—(যাহা) "বিধানোক্ত" শাস্ত্রবিহিত (তাহা) প্রবৃত্ত হইয়া থাকে (কাহাদিগের?) ব্রহ্মবাদিগণের অর্থাৎ যাহারা ব্রহ্মবদনশীল তাহাদিগের। ২৫।

তদিত্যনভিসন্ধায় ফলং যজ্ঞতপঃক্রিয়াঃ।
দানক্রিয়াশ্চ বিবিধাঃ ক্রিয়ন্তে মোক্ষকাঙ্ক্ষিভিঃ॥ ২৫॥

অন্বয়। তৎ (ইতি উচ্চার্য্য) ফলং অনভিসন্ধায় চ মোক্ষকাঙ্ক্ষিভিঃ যজ্ঞতপঃক্রিয়া বিবিধা দানক্রিয়াশ্চ ক্রিয়ন্তে। ২৫।

মূলানুবাদ। তৎ এই শব্দটীর উচ্চারণ করিয়া এবং ফলাকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করিয়া মোক্ষকামব্যক্তিগণ যজ্ঞ তপস্যা প্রভৃতি ক্রিয়া এবং বিবিধ দানক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। ২৫।

ভাষ্য। তদিতি। তদিতি অনভিসন্ধায় তদিতি ব্রহ্মাভিধানং উচ্চার্য্য অনভিসন্ধায় চ কর্ম্মণঃ ফলং যজ্ঞতপঃক্রিয়াঃ যজ্ঞক্রিয়াঃ তপঃক্রিয়াশ্চ যজ্ঞতপঃক্রিয়াঃ, দানক্রিয়াশ্চ বিবিধাঃ ক্ষেত্রহিরণ্যাদিলক্ষণাঃ ক্রিয়ন্তে নির্ব্বর্ত্ত্যন্তে মোক্ষকাঙ্ক্ষিভিঃ মোক্ষার্থিভিঃ মুমুক্ষুভিঃ। ২৫।

ভাষ্যানুবাদ। তদিতি শ্লোকের অর্থ। "তদিতি অনভিসন্ধান করিয়া' ইহার তাৎপর্য্য এই যে, "তৎ" এই ব্রহ্মবাচক শব্দটীর উচ্চারণ পূর্ব্বক কর্ম্মের ফলাকাঙ্ক্ষা পরিহার করিয়া "মোক্ষকাঙ্ক্ষিগণ" মোক্ষার্থী অর্থাৎ মুমুক্ষুগণ যজ্ঞক্রিয়া তপস্যাক্রিয়া এবং বিবিধ ক্ষেত্র হিরণ্য প্রভৃতির দান ক্রিয়া সম্পাদন করিয়া থাকেন। ২৫।

সদ্ভাবে সাধুভাবে চ সদিত্যেতৎ প্রযুজ্যতে।
প্রশস্তে কর্ম্মণি তথা সচ্ছব্দঃ পার্থ যুজ্যতে॥ ২৬॥

অন্বয়। সদ্ভাবে সাধুভাবে চ সৎ ইতি এতৎ প্রযুজ্যতে। তথা প্রশস্তে কর্ম্মণি সচ্ছব্দঃ হে পার্থ যুজ্যতে। ২৬।

মূলানুবাদ। হে পার্থ সৎ এই শব্দটী সদ্‌ভাব এবং সাধুভাবকে বুঝাইবার জন্য প্রযুক্ত হয়। এবং যে কর্ম্ম প্রশস্ত তাহাও বুঝাইবার জন্য সৎ এই শব্দটীর প্রয়োগ হইয়া থাকে। ২৬।

ভাষ্য। ওঁতচ্ছব্দযোর্বিনিয়োগউক্তঃ। অথেদানীং সচ্ছব্দস্য বিনিয়োগঃ কথ্যতে। সদ্‌ভাবে অসতঃ সদ্‌ভাবে তথা অবিদ্যমানস্য পুত্রস্য জন্মনি তথা সাধুভাবে অসদ্‌বৃত্তস্য অসাধোঃ সদ্‌বৃত্ততা সাধুভাবঃ তস্মিন্ সাধুভাবে চ সদিত্যেদভিধানং ব্রহ্মণঃ প্রযুজ্যতে তত্র উচ্যতে অভিধীয়তে। প্রশস্তে কর্ম্মণি বিবাহাদৌ চ তথা সচ্ছব্দঃ পার্থ যুজ্যতে ইত্যেতৎ। ২৬।

ভাষ্যানুবাদ। ওঁ এবং তৎ এই দুইটী শব্দের বিনিয়োগ দর্শিত হইয়াছে, এক্ষণে সৎ এই শব্দটির বিনিয়োগ কথিত হইতেছে। সদ্‌ভাব শব্দের অর্থ—অসতের সদ্‌ভাব, যেমন পুত্র ছিল না, পুত্র হইলে পুত্রের সদ্‌ভাব হইয়াছে বলা যায়। সাধুভাব শব্দের অর্থ অসাধু ব্যক্তির সচ্চরিত্র হওয়া—এই সদ্‌ভাব এবং সাধুভাবকে বুঝাইবার জন্য সৎ এই শব্দটী প্রযুক্ত হয় অর্থাৎ উক্ত হয় বা অভিহিত হয়। এবং কোন প্রকার প্রশস্ত কর্ম্ম অর্থাৎ বিবাহাদিতেও সৎ এই শব্দটীর প্রয়োগ হইয়া থাকে। হে পার্থ! ইহাই হইল তাৎপর্য্য। ২৬।

যজ্ঞে তপসি দানে চ স্থিতিঃ সদিতি চোচ্যতে।
কর্ম্ম চৈব তদর্থীয়ং সদিত্যেবাভিধীয়তে॥ ২৭॥

অন্বয়। যজ্ঞে তপসি দানে চ স্থিতিঃ সদিতি (শব্দেন) উচ্যতে চ। তদর্থীয়ং কর্ম্ম চ এব সদিত্যেব অভিধীয়তে। ২৭।

মূলানুবাদ। যজ্ঞ তপ এবং দানে স্থিতি বুঝাইতে হইলে সৎ এই শব্দটী উক্ত হইয়া থাকে। ঈশ্বরার্থ কর্ম্মকে বুঝাইবার জন্যও সৎ এই শব্দটী কথিত হইয়া থাকে। ২৭।

ভাষ্য। যজ্ঞে যজ্ঞকর্ম্মণি যা স্থিতিঃ তপসি যা স্থিতিঃ দানে চ যা স্থিতিঃ সা চ সদিত্যুচ্যতে বিদ্বদ্ভিঃ। কর্ম্ম চৈব তদর্থীয়ং অথবা যস্যাভিধানত্রয়ং প্রকৃতং তদর্থীয়ং যজ্ঞদানতপোর্থীয়ং ঈশ্বরার্থীয়মিত্যেতৎ। সদিত্যেব অভিধীয়তে। তদেতৎ যজ্ঞতপআদিকর্ম্ম অসাত্ত্বিকং বিগুণমপি শ্রদ্ধাপূর্ব্বকং ব্রহ্মণোঽভিধানত্রয়প্রয়োগেণ—সগুণং সাত্ত্বিকং সম্পাদিতং ভবতি। ২৭।

ভাষ্যানুবাদ। যজ্ঞে অর্থাৎ যজ্ঞকর্ম্মে যে স্থিতি (পূর্ণতা) তপস্যাতে যে স্থিতি এবং দানে যে স্থিতি, তাহারই নাম সৎ, ইহা পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন। এবং

তদর্থীয় অর্থাৎ ওঁ তৎ সৎ এই তিনটী শব্দের প্রতিপাদ্য যে পরমেশ্বর তাঁহার জন্য যে যজ্ঞ প্রভৃতি কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, সেই সকল কর্ম্মই তদর্থীয় কর্ম্ম। সৎ এই শব্দটীর দ্বারা তদর্থীয় কর্ম্মও অভিহিত হইয়া থাকে। এই প্রকার বলিবার তাৎপর্য্য এই যে যজ্ঞ প্রভৃতি কর্ম্ম যদি অসাত্ত্বিক কিম্বা অঙ্গবিগুণ হয়, তাহা হইলে এই তিনটী শব্দের প্রয়োগ করিবে, তাহা হইলে ঐ সকল কর্ম্ম সগুণ এবং সাত্ত্বিক হইবে। ২৭।

অশ্রদ্ধয়া হুতং দত্তং তপস্তপ্তং কৃতঞ্চ যৎ।
অসদিত্যুচ্যতে পার্থ ন চ তৎ প্রেত্য নো ইহ॥ ২৮॥

অন্বয়। হে পার্থ যৎ অশ্রদ্ধয়া হুতং দত্তং তপঃ (বা) তপ্তং (অন্যৎ বা যৎ) কৃতং তৎ অসৎ ইত্যুচ্যতে ন তৎ প্রেত্য ইহ চ নো ভবতি। ২৮।

মূলানুবাদ। হে পার্থ—অশ্রদ্ধার সহিত যে হোম করা যায়, যে দান করা যায়, যে তপস্যার অনুষ্ঠান অথবা যাহা কিছু করা যায়, তাহা সকলই অসৎ বলিয়া কথিত হয়। সেই অসৎ কর্ম্ম ইহকালে বা পরকালে ইষ্টফলপ্রদ হয় না। ২৮।

ভাষ্য। তত্র চ সর্ব্বত্র শ্রদ্ধাপ্রধানতয়া সর্ব্বং সংপাদ্যতে যস্মাৎ তস্মাৎ অশ্রদ্ধয়া হুতং হবনং কৃতং দত্তঞ্চ ব্রাহ্মণেভ্যঃ অশ্রদ্ধয়া তপস্তপ্তং অনুষ্ঠিতমশ্রদ্ধয়া তথা অশ্রদ্ধয়ৈব কৃতং স্তুতিনমস্কারাদি, তৎ সর্ব্বমসদিত্যুচ্যতে। মৎপ্রাপ্তিসাধন-মার্গবাহ্যত্বাৎ পার্থ! ন চ তৎ বহ্বায়াসমপি প্রেত্যফলায় নো অপি ইহার্থং সাধুভি-র্নিন্দিতত্বাৎ। ২৮।

ইতি শ্রীশঙ্করভগবতঃ কৃতৌ গীতাভাষ্যে শ্রদ্ধাত্রয়বিভাগযোগোনাম
সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ।

ভাষ্যানুবাদ। তাহাতে বক্তব্য এই যে, যে কর্ম্মসকল শ্রদ্ধাপ্রধান তাহাই সফল হইয়া থাকে যে কারণে, সেই কারণেই অশ্রদ্ধার সহিত যে হোম করা হয়, অশ্রদ্ধার সহিত যে দান করা হয়, অশ্রদ্ধার সহিত যে তপস্যার অনুষ্ঠান করা হয় কিংবা অশ্রদ্ধায় যে স্তুতি বা নমস্কারাদি করা হয়, তাহা সমুদয়ই অসৎ বলিয়া উক্ত হয়॥ কারণ, ঐ সকল অশ্রদ্ধাবিহিত কর্ম্ম মৎপ্রাপ্তি যে সাধন মার্গ—তাহার বিপরীত ঐ সকল কর্ম্ম বহু আয়াসের সহিত অনুষ্ঠিত হইলেও পরলোকে বা ইহলোকে ফলের জনক হয়না, কারণ, ঐ প্রকার অশ্রদ্ধাবিহিত কর্ম্ম সাধুজনবিগর্হিত।

ইতি ভগবদ্গীতা ভাষ্যানুবাদের শ্রদ্ধাত্রয়বিভাগযোগ
নামক সপ্তদশ অধ্যায়।

অথ অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ।

অর্জ্জুন উবাচ।

সন্ন্যাসস্য মহাবাহো তত্ত্বমিচ্ছামি বেদিতুম্।
ত্যাগস্য চ হৃষীকেশ পৃথক্কেশিনিষূদন ॥ ১ ॥

অন্বয়। হে মহাবাহো হৃষীকেশ। (হে) কেশিনিষূদন। সন্ন্যাসস্য ত্যাগস্য চ তত্ত্বং পৃথক্ বেদিতুমিচ্ছামি। ১।

মূলানুবাদ। অর্জ্জুন কহিলেন—হে মহাবাহো হৃষীকেশ, হে কেশিনিষূদন, আমি সন্ন্যাস এবং ত্যাগের তত্ত্ব কি, তাহা বিবিক্তভাবে জানিতে চাহিতেছি। ১।

ভাষ্য। সর্ব্বস্যৈব গীতাশাস্ত্রস্যার্থোঽস্মিন্নধ্যায়ে উপসংহৃত্য সর্ব্বশ্চ বেদার্থো বক্তব্য ইত্যেবমর্থোঽয়মধ্যায় আরভ্যতে। সর্ব্বেষু হি অতীতেষু অধ্যায়েষু উক্তোঽর্থোঽস্মিন অধ্যায়েঽবগম্যতে। অর্জ্জুনস্তু সন্ন্যাসত্যাগশব্দার্থযোরেব বিশেষং বুভুৎসুরুবাচ।

সন্ন্যাসস্য সন্ন্যাসশব্দার্থস্য ইত্যেতৎ। হে মহাবাহো তত্ত্বং তস্য ভাবস্তত্ত্বং যাথাত্ম্যমিত্যেতৎ ইচ্ছামি বেদিতুং জ্ঞাতুং ত্যাগস্য চ ত্যাগশব্দার্থস্য ইত্যেতৎ হৃষীকেশ পৃথক্ ইতরেতরবিভাগতঃ। কেশিনিষূদন কেশিনামা হয়চ্ছদ্মা অসুরস্তং নিষূদিতবান্ বাসুদেবস্তেন তন্নাম্না সংবোধ্যতে অর্জ্জুনেন। ১।

ভাষ্যানুবাদ। সকল গীতাশাস্ত্রের অর্থ এবং সকল বেদের অর্থ উপসংহার করিয়া এই অধ্যায়ে বলিতে হইবে, এই কারণে এই অধ্যায়ের আরম্ভ করা হইতেছে। (কেন এই প্রকার বলিতেছি তাহার কারণ এই যে) অতীত অধ্যায়সমূহে যে অর্থ উক্ত হইয়াছে—তাহা সকলই (সংক্ষিপ্ত ভাবে) এই অধ্যায়ে (পুনর্ব্বার) কথিত হইয়াছে, এইরূপ বুঝা যাইতেছে। অর্জ্জুন কিন্তু আপাততঃ সংন্যাস ও ত্যাগ এই দুইটী শব্দের অর্থগত কি বিশেষ, তাহাই জানিবার ইচ্ছায় বলিতেছেন যে——"সংন্যাসের" সংন্যাসশব্দার্থের—ইহাই এইস্থানে তাৎপর্য্য, "তত্ত্ব" তাহার স্বভাব এই অর্থে তত্ত্ব শব্দটী প্রযুক্ত হইয়া থাকে, সেই তত্ত্ব অর্থাৎ যাথার্থ্য—স্বরূপ কি? তাহা হে মহাবাহো, আমি জানিতে ইচ্ছা করি এবং "ত্যাগের" ত্যাগ শব্দার্থেরও কি তত্ত্ব? তাহাও হে হৃষীকেশ, "পৃথক্" পরস্পর বিভক্তভাবে জানিতে ইচ্ছা করি। হে

মূলানুবাদ। কতকগুলি মনীষী বলিয়া থাকেন যে—কর্ম্ম সদোষ এই কারণে উহা পরিত্যাজ্য, আবার কেহ কেহ বলেন যে, যজ্ঞ দান এবং তপস্যারূপ কর্ম্ম পরিত্যাজ্য নহে। ৩।

ভাষ্য। ত্যাজ্যং দোষেতি। ত্যাজ্যং ত্যক্তব্যং দোষঃ অস্যাস্তীতি দোষবৎ কিং তৎ কর্ম্মবন্ধহেতুত্বাৎ সর্ব্বমেব। অথবা দোষোযথা রাগাদিস্ত্যাজ্যস্তে তথা ত্যাজ্যমিত্যেকে প্রাহুঃ মনীষিণঃ পণ্ডিতাঃ সাংখ্যাদিদৃষ্টিমাশ্রিতা অধিকৃতানাং কর্ম্মিণামপি ইতি। তত্রৈব যজ্ঞদানতপঃ কর্ম্ম ন ত্যাজ্যমিতি—চাপরে। কর্ম্মিণ এবাধিকৃতান্ অপেক্ষ্য এতে বিকল্পা ন তু জ্ঞাননিষ্ঠাব্যুত্থায়িনঃ সন্ন্যাসিনোঽপেক্ষ্য জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং নিষ্ঠা যথা পুরা প্রোক্তা ইতি কর্ম্মাধিকারাৎ অপোদ্ধৃতা যে ন তান্ প্রতি চিন্তা। ননু কর্ম্মযোগেন যোগিনামিত্যধিকৃতাঃ পূর্ব্বং বিভক্তনিষ্ঠা অপীহ সর্ব্বশাস্ত্রার্থোপসংহারপ্রকরণে যথা বিচার্য্যন্তে তথা সাংখ্যাঅপি জ্ঞাননিষ্ঠা বিচার্য্যন্তামিতি। ন, তেষাং মোহ-দুঃখনিমিত্তত্যাগানুপপত্তেঃ। ন কায়ক্লেশনিমিত্তানি দুঃখানি সাংখ্যা আত্মনি পশ্যন্তি ইচ্ছাদীনাং ক্ষেত্রধর্ম্মত্বেনৈব দর্শিতত্বাৎ। অতস্তে ন কায়ক্লেশদুঃখভয়াৎ কর্ম্মপরিত্যজন্তি। নাপি তে কর্ম্মাণি আত্মনি পশ্যন্তি। যেন নিয়তং কর্ম্ম মোহাৎ পরিত্যজেয়ুঃ। গুণানাং কর্ম্মৈবৈ কিঞ্চিৎ করোমীতি হি তে সন্ন্যস্যন্তি। "সর্ব্ব-কর্ম্মাণি মনসা সংন্যস্য" ইত্যাদিভির্হি তত্ত্ববিদঃ সন্ন্যাসপ্রকার উক্তঃ। ৩।

ভাষ্যানুবাদ। ত্যাজ্যং দোষেত্যাদি শ্লোকের অর্থ। "ত্যাজ্য" ত্যক্তব্য "দোষবদ্" দোষ যাহার আছে, তাহা দোষবৎ (কর্ম্ম যেহেতু দোষবৎ) এই জন্য তাঁহারা ক্লেশভয়ে যে (দুঃখজনক) কর্ম্মকে পরিত্যাগ করিবেন, তাহা সম্ভবপর নহে। আরও এক কথা এই যে, তাঁহারা কর্ম্মের সহিত আত্মার কোন সংবন্ধই দেখিতে পান না, যে কারণ মোহ বশতঃ তাঁহারা নিয়ত কর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইবেন। কর্ম্ম গুণসমূহেরই ধর্ম্ম (আত্মার ধর্ম্ম নহে।) সুতরাং আমি কিছুই করিনা এই প্রকার বুদ্ধিতেই তাঁহারা কর্ম্মসন্ন্যাস করিয়া থাকেন। "মনের দ্বারা সর্ব্ব কর্ম্মের সন্ন্যাস করিয়া" ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা তত্ত্ববিদ্গণের সন্ন্যাস কি প্রকার, তাহা বলা হইয়াছে।

ভাষ্য। তস্মাদ্ যেঽন্যেঽধিকৃতাঃ কর্ম্মণি অনাত্মবিদঃ, যেষাং চ মোহাৎ ত্যাগঃ সম্ভবতি, কায়ক্লেশভয়াচ্চ ত এব তামসাস্ত্যাগিনো রাজসাশ্চেতি নিন্দ্যন্তে, কর্ম্মিণামনাত্মজ্ঞানাং কর্ম্মফলত্যাগস্তুত্যর্থং। সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী মৌনী,

অথ অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ।

অৰ্জ্জুন উবাচ।

সন্ন্যাসস্য মহাবাহো তত্ত্বমিচ্ছামি বেদিতুম্।
ত্যাগস্য চ হৃষীকেশ পৃথক্কেশিনিষূদন ॥ ১ ॥

অন্বয়। হে মহাবাহো হৃষীকেশ। (হে) কেশিনিষূদন। সন্ন্যাসস্য ত্যাগস্য চ তত্ত্বং পৃথক্ বেদিতুমিচ্ছামি। ১।

মূলানুবাদ। অৰ্জ্জুন কহিলেন—হে মহাবাহো হৃষীকেশ, হে কেশিনিষূদন, আমি সন্ন্যাস এবং ত্যাগের তত্ত্ব কি, তাহা বিবিক্তভাবে জানিতে চাহিতেছি। ১।

ভাষ্য। সৰ্ব্বস্যৈব গীতাশাস্ত্রস্যার্থোঽস্মিন্নধ্যায়ে উপসংহৃত্য সৰ্ব্বশ্চ বেদার্থো বক্তব্য ইত্যেবমৰ্থোঽয়মধ্যায় আরভ্যতে। সৰ্ব্বেষু হি অতীতেষু অধ্যায়েষু উক্তোঽর্থোঽস্মিন্ অধ্যায়েঽবগম্যতে। অৰ্জ্জুনস্তু সন্ন্যাসত্যাগশব্দার্থয়োরেব বিশেষং বুভুৎসুরুবাচ।

সন্ন্যাসস্য সন্ন্যাসশব্দার্থস্য ইত্যেতৎ। হে মহাবাহো তত্ত্বং তস্য ভাবস্তত্ত্বং যাথাত্ম্যমিত্যেতৎ ইচ্ছামি বেদিতুং জ্ঞাতুং ত্যাগস্য চ ত্যাগশব্দার্থস্য ইত্যেতৎ হৃষীকেশ পৃথক্ ইতরেতরবিভাগতঃ। কেশিনিষূদন কেশিনামা হয়চ্ছদ্মা অসুরস্তং নিষূদিতবান্ বাসুদেবস্তেন তন্নাম্না সংবোধ্যতে অৰ্জ্জুনেন। ১।

ভাষ্যানুবাদ। সকল গীতাশাস্ত্রের অর্থ এবং সকল বেদের অর্থ উপসংহার করিয়া এই অধ্যায়ে বলিতে হইবে, এই কারণে এই অধ্যায়ের আরম্ভ করা হইতেছে। (কেন এই প্রকার বলিতেছি, তাহার কারণ এই যে) অতীত অধ্যায়সমূহে যে অর্থ উক্ত হইয়াছে—তাহা সকলই (সংক্ষিপ্ত ভাবে) এই অধ্যায়ে (পুনৰ্ব্বার) কথিত হইয়াছে, এইরূপ বুঝা যাইতেছে। অৰ্জ্জুন কিন্তু আপাততঃ সংন্যাস ও ত্যাগ এই দুইটী শব্দের অর্থগত কি বিশেষ, তাহাই জানিবার ইচ্ছায় বলিতেছেন যে—"সংন্যাসের" সংন্যাসশব্দার্থের—ইহাই এইস্থানে তাৎপর্য্য, "তত্ত্ব" তাহার স্বভাব এই অর্থে তত্ত্ব শব্দটী প্রযুক্ত হইয়া থাকে, সেই তত্ত্ব অর্থাৎ যাথার্থ্য—স্বরূপ কি? তাহা হে মহাবাহো, আমি জানিতে ইচ্ছা করি এবং "ত্যাগের" ত্যাগ শব্দার্থেরও কি তত্ত্ব? তাহাও হে হৃষীকেশ, "পৃথক্" পরস্পর বিভক্তভাবে জানিতে ইচ্ছা করি। হে

মূলানুবাদ। কতকগুলি মনীষী বলিয়া থাকেন যে—কর্ম্ম সদোষ এই কারণে উহা পরিত্যাজ্য, আবার কেহ কেহ বলেন যে, যজ্ঞ দান এবং তপস্যারূপ কর্ম্ম পরিত্যাজ্য নহে। ৩।

ভাষ্য। ত্যাজ্যং দোষেতি। ত্যাজ্যং ত্যক্তব্যং দোষঃ অস্যাস্তীতি দোষবৎ কিং তৎ কর্ম্মবন্ধহেতুত্বাৎ সর্ব্বমেব। অথবা দোষোযথা রাগাদিস্ত্যাজ্যতে তথা ত্যাজ্যমিত্যেকে প্রাহুঃ মনীষিণঃ পণ্ডিতাঃ সাংখ্যাদিদৃষ্টিমাশ্রিতা অধিকৃতানাং কর্ম্মিণামপি ইতি। তত্রৈব যজ্ঞদানতপঃ কর্ম্ম ন ত্যাজ্যমিতি—চাপরে। কর্ম্মিণ এবাধিকৃতান অপেক্ষ্য এতে বিকল্পা ন তু জ্ঞাননিষ্ঠাব্যুত্থায়িনঃ সন্ন্যাসিনোঽপেক্ষ্য জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং নিষ্ঠা ময়া পূর্ব্বা প্রোক্তা ইতি কর্ম্মাধিকারাৎ অপোদ্ধৃতা যে ন তান প্রতি চিন্তা। ননু কর্ম্মযোগেন যোগিনামিত্যধিকৃতাঃ পূর্ব্বং বিভক্তনিষ্ঠা অপীহ সর্ব্বশাস্ত্রার্থোপসংহারপ্রকরণে যথা বিচার্য্যন্তে তথা সাংখ্যাঅপি জ্ঞাননিষ্ঠা বিচার্য্যন্তামিতি। ন, তেষাং মোহদুঃখনিমিত্তত্যাগানুপপত্তেঃ। ন কায়ক্লেশনিমিত্তানি দুঃখানি সাংখ্যা আত্মনি পশ্যন্তি ইচ্ছাদীনাং ক্ষেত্রধর্ম্মত্বেনৈব দর্শিতত্বাৎ। অতস্তে ন কায়ক্লেশদুঃখভয়াৎ কর্ম্মপরিত্যজন্তি। নাপি তে কর্ম্মাণি আত্মনি পশ্যন্তি। যেন নিয়তং কর্ম্ম মোহাৎ পরিত্যজেয়ুঃ। গুণানাং কর্ম্মণৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি হি তে সন্ন্যস্যন্তি। সর্ব্বকর্ম্মাণি মনসা সংন্যস্য' ইত্যাদিভিঃ তত্ত্ববিদঃ সন্ন্যাসপ্রকার উক্তঃ। ৩।

ভাষ্যানুবাদ। ত্যাজ্যং দোষেত্যাদি শ্লোকের অর্থ। "ত্যাজ্য' ত্যক্তব্য "দোষবদ্" দোষ যাহার আছে, তাহা দোষবৎ (কর্ম্ম যেহেতু দোষবৎ) এই জন্য তাঁহারা ক্লেশভয়ে যে (দুঃখজনক) কর্ম্মকে পরিত্যাগ করিবেন, তাহা সম্ভবপর নহে। আরও এক কথা এই যে, তাঁহারা কর্ম্মের সহিত আত্মার কোন সংবন্ধই দেখিতে পান না, যে কারণ মোহ বশতঃ তাঁহারা নিয়ত কর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইবেন। কর্ম্ম গুণসমূহেরই ধর্ম্ম (আত্মার ধর্ম্ম নহে।) সুতরাং আমি কিছুই করিনা এই প্রকার বুদ্ধিতেই তাঁহারা কর্ম্মসন্ন্যাস করিয়া থাকেন। "মনের দ্বারা সর্ব্ব কর্ম্মের সন্ন্যাস করিয়া" ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা তত্ত্ববিদ্গণের সন্ন্যাস কি প্রকার, তাহা বলা হইয়াছে।

ভাষ্য। তস্মাদ্ যেঽন্যেঽধিকৃতাঃ কর্ম্মণি অনাত্মবিদঃ, যেষাং চ মোহাৎ ত্যাগঃ সম্ভবতি, কায়ক্লেশভয়াচ্চ ত এব তামসাস্ত্যাগিনো রাজসাশ্চেতি নিন্দ্যন্তে, কর্ম্মিণামনাত্মজ্ঞানাং কর্ম্মফলত্যাগস্তুত্যর্থং। সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী মৌনী,

সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ। অনিকেতঃ স্থিরমতিরিতি গুণাতীতলক্ষণে চ পরমার্থ-সন্ন্যাসিনো বিশেষিতত্বাৎ। বক্ষ্যতি চ জ্ঞানস্য যা পরা নিষ্ঠা ইতি। তস্মাজ্‌ জ্ঞাননিষ্ঠাঃ সন্ন্যাসিনো নেহ বিবক্ষিতাঃ। কর্ম্মফলত্যাগ এব সাত্ত্বিকত্বেন গুণেন তামসত্বাদ্যপেক্ষয়া সন্ন্যাস উচ্যতে, ন মুখ্যঃ সর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাসঃ। সর্ব্ব-কর্ম্মসন্ন্যাসাসম্ভবাচ্চ ন হি দেহভৃতা ইতি হেতুবচনান্মুখ্য এবেতিচেৎ মন, হেতুবচনস্য স্তুত্যর্থত্বাৎ। যথা ত্যাগাচ্ছান্তিরনন্তরং ইতি কর্ম্মফলত্যাগ-স্তুতিরেব, যথোক্তানেকপক্ষানুষ্ঠানাশক্তিমন্তমর্জ্জুনমজ্ঞং প্রতিবিধানাৎ। তথেদ-মপি ন হি দেহভৃতা শক্যমিতি কর্ম্মফলত্যাগস্তুত্যর্থং বচনং। ন সর্ব্ব-কর্ম্মাণি মনসা সন্ন্যস্য নৈব কুর্ব্বন্ ন কারয়ন্নাস্তে ইত্যস্য পক্ষস্যাপবাদঃ কেনচিদ্দর্শয়িতুং শক্যঃ। তস্মাৎ কর্ম্মণি অধিকৃতান্ প্রত্যেবৈষ সন্ন্যাসত্যাগ-বিকল্পঃ। যে তু পরমার্থদর্শিনঃ সাংখ্যাস্তেষাং জ্ঞাননিষ্ঠায়ামেব সর্ব্বকর্ম্ম-সন্ন্যাসলক্ষণায়াং অধিকারো নান্যত্রেতি ন তে বিকল্পার্হাঃ। তথোপপাদিত-মস্মাভিঃ "বেদাবিনাশিনং" ইত্যস্মিন প্রদেশে তৃতীয়াদৌ চ। ৩।

ভাষ্যানুবাদ। সেই কারণে যাহারা জ্ঞানী নহে, যাহাদের কর্ম্মেই অধিকার আছে। যাহারা অনাত্মজ্ঞ এবং যাহাদের মোহবশতঃ বা কায়ক্লেশভয়েকর্ম্ম-পরিত্যাগ সম্ভবপর, সেই সকল তামস এবং রাজস ত্যাগিগণই এই স্থানে নিন্দিত হইতেছে। এই প্রকার নিন্দার দ্বারা অনাত্মজ্ঞ কর্ম্মিগণের কর্ম্মফল-ত্যাগেরই স্তুতি করা হইতেছে। 'সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী, মৌনী, সকল প্রকারেই সন্তুষ্ট, অনিকেত, ও স্থিরমতি" ইত্যাদি শব্দের দ্বারা যে গুণা-তীতের লক্ষণ প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহাতেই পরমার্থ সন্ন্যাসীর প্রকৃত অবস্থা অর্থাৎ বন্ধের কারণ (সুতরাং দোষবৎ)। এই কারণে সকল কর্ম্মই পরিত্যাজ্য। অথবা "দোষবৎ' এই শব্দটীর এই প্রকার অর্থ—রাগাদি দোষের ন্যায় অর্থাৎ রাগাদি দোষ যেরূপ ত্যাজ্য সেইরূপ বন্ধের হেতু বলিয়া সকল কর্ম্মই পরিত্যাজ্য, এইরূপ কোন কোন পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন। অর্থাৎ তাঁহারা সাংখ্য দৃষ্টিকে আশ্রয় করিয়া—অধিকৃত কর্ম্মিগণের পক্ষেও কর্ম্ম পরিত্যাজ্য ইহা বলিয়া থাকেন। তাহার মধ্যে আবার কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, যজ্ঞ দান এবং তপস্যা রূপ কর্ম্ম পরিত্যাজ্য নহে। এই যে পৃথক্ পৃথক্ কল্পের উল্লেখ করা হইতেছে, ইহা জ্ঞান-নিষ্ঠ সন্ন্যাসিগণের জন্য নহে, কিন্তু বিহিত কর্ম্মে অধিকৃত যেসকল কর্ম্মী তাহাদের জন্যই এইরূপ নানাবিধ বিকল্প দেখান হইতেছে। 'যাহারা সাংখ্য অর্থাৎ জ্ঞাননিষ্ঠ

কর। ত্যাগ এই শব্দটীর অর্থাৎ—ত্যাগ এবং সন্ন্যাস এই দুইটী শব্দের যে অর্থ তাহা, অর্থাৎ যাহা পূর্ব্বে দর্শিত হইয়াছে, সেই ত্যাগ ও সন্ন্যাস শব্দের অর্থ বস্তুতঃ একই ইহা মনে করিবা বলিতেছেন যে, হে পুরুষব্যাঘ্র, হে ভরতবংশীয়গণের মধ্যে সাধুশ্রেষ্ঠ! তামসাদি প্রকার ভেদে সেই ত্যাগ এক হইলেও শাস্ত্রসমূহে ত্রিবিধ বলিযা কীর্ত্তিত হইয়াছে। যে ব্যক্তি কর্ম্মে অধিকৃত এবং অনাত্মজ্ঞ, তাহাব পক্ষেই শাস্ত্রে সেই ত্যাগ ত্রিবিধ বলিয়া কীর্ত্তিত হইযাছে—কিন্তু পরমার্থদর্শীব পক্ষে সেই ত্যাগ একই রূপ সুতবাং এই ত্যাগতত্ত্ব দুর্জ্ঞেয। অন্য কেহ এই তত্ত্ব নিরূপণ করিতে সমর্থ নহে, এই কারণে—ঈশ্বরের নিকটে পরমার্থশাস্ত্রার্থ বিষয়ে যাহা প্রকৃষ্ট নিশ্চয তাহা শ্রবণ কর। ৪।

যজ্ঞোদানং তপঃ কর্ম্ম ন ত্যাজ্যং কার্য্যমেব তৎ।
যজ্ঞোদানং তপশ্চৈব পাবনানি মনীষিণাম্ ॥ ৫ ॥

অন্বয। যজ্ঞঃ দানং তপঃ—(ইতি ত্রিবিধং) কর্ম্ম ন ত্যাজ্যং তৎ কার্য্যমেব। মনীষিণাং যজ্ঞঃ দানং তপঃ চ (ইত্যেতানি কর্ম্মাণি) পাবনানি। ৫।

মূলানুবাদ। যজ্ঞদান এবং তপস্যারূপ ত্রিবিধ কর্ম্ম পরিত্যাজ্য নহে, কিন্তু কর্ত্তব্য, কারণ, এই ত্রিবিধ কর্ম্ম মনীষিগণেব পবিত্রতার প্রতি হেতু। ৫।

ভাষ্য। যজ্ঞোদানং তপ ইত্যেতৎ ত্রিবিধং কর্ম্ম ন ত্যাজ্যং ন ত্যক্তব্যং কার্য্যং করণীযমেব তৎ। কস্মাদ যজ্ঞোদানং তপশ্চৈব পাবনানি বিশুদ্ধিকারণানি মনীষিণাং ফলানভিসন্ধীনামিত্যেতৎ। ৫।

ভাষ্যানুবাদ। যজ্ঞদান এবং তপস্যা এই ত্রিবিধ কর্ম্ম ত্যাজ্য অর্থাৎ ত্যক্তব্য নহে কিন্তু "কার্য্য" করণীয। কেন?—(যেহেতু) যাঁহারা মনীষী অর্থাৎ যাঁহাদের কর্ম্মফলে স্পৃহা নাই, তাঁহাদের এই যজ্ঞদান এবং তপস্যা রূপ ত্রিবিধ কর্ম্ম—'পাবন' চিত্তশুদ্ধির উপায়। ৫।

এতান্যপি তু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলানি চ।
কর্ত্তব্যানীতি মে পার্থ নিশ্চিতং মতমুত্তমম্ ॥ ৬ ॥

অন্বয়। হে পার্থ—সঙ্গং ফলানি চ ত্যক্ত্বা এতানি কর্ম্মাণি অপিতু কর্ত্তব্যানি ইতি মে উত্তমং নিশ্চিতং মতং। ৬।

সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ। অনিকেতঃ স্থিরমতিরিতি গুণাতীতলক্ষণে চ পরমার্থ-সন্ন্যাসিনো বিশেষিতত্বাৎ। বক্ষ্যতি চ জ্ঞানস্য যা পরা নিষ্ঠা ইতি। তস্মাজ্‌জ্ঞাননিষ্ঠাঃ সন্ন্যাসিনো নেহ বিবক্ষিতাঃ। কর্ম্মফলত্যাগ এব সাত্ত্বিকত্বেন গুণেন তামসত্বাদ্যপেক্ষয়া সন্ন্যাস উচ্যতে, ন মুখ্যঃ সর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাসঃ। সর্ব্ব-কর্ম্মসন্ন্যাসাসম্ভবাচ্চ ন হি দেহভৃতা ইতি হেতুবচনান্মুখ্য এবেতিচেৎ মন, হেতুবচনস্য স্তুত্যর্থত্বাৎ। যথা ত্যাগাচ্ছান্তিরনন্তরং ইতি কর্ম্মফলত্যাগ-স্তুতিরেব, যথোক্তানেকপক্ষানুষ্ঠানাশক্তিমন্তমর্জ্জুনমজ্ঞং প্রতিবিধানাৎ। তথেদ-মপি ন হি দেহভৃতা শক্যমিতি কর্ম্মফলত্যাগস্তুত্যর্থং বচনং। ন সর্ব্ব-কর্ম্মাণি মনসা সন্ন্যস্য নৈব কুর্ব্বন্ ন কারয়ন্নাস্তে ইত্যস্য পক্ষস্যাপবাদঃ কেনচিদ্দর্শয়িতুং শক্যঃ। তস্মাৎ কর্ম্মণি অধিকৃতান্ প্রত্যেবৈষ সন্ন্যাসত্যাগ-বিকল্পঃ। যে তু পরমার্থদর্শিনঃ সাংখ্যাস্তেষাং জ্ঞাননিষ্ঠায়ামেব সর্ব্বকর্ম্ম-সন্ন্যাসলক্ষণায়াং অধিকারো নান্যত্রেতি ন তে বিকল্পার্হাঃ। তথোপপাদিত-মস্মাভিঃ "বেদাবিনাশিনং" ইত্যস্মিন্ প্রদেশে তৃতীয়াদৌ চ। ৩।

ভাষ্যানুবাদ। সেই কারণে যাহারা জ্ঞানী নহে, যাহাদের কর্ম্মেই অধিকার আছে। যাহারা অনাত্মজ্ঞ এবং যাহাদের মোহবশতঃ বা কায়ক্লেশভয়েকর্ম্ম-পরিত্যাগ সম্ভবপর, সেই সকল তামস এবং রাজস ত্যাগিগণই এই স্থানে নিন্দিত হইতেছে। এই প্রকার নিন্দার দ্বারা অনাত্মজ্ঞ কর্ম্মিগণের কর্ম্মফল-ত্যাগেরই স্তুতি করা হইতেছে। "সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী, মৌনী, সকল প্রকারেই সন্তুষ্ট, অনিকেত, ও স্থিরমতি" ইত্যাদি শব্দের দ্বারা যে গুণা-তীতের লক্ষণ প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহাতেই পরমার্থসন্ন্যাসীর প্রকৃত অবস্থা অর্থাৎ বন্ধের কারণ (সুতরাং দোষবৎ)। এই কারণে সকল কর্ম্মই পরিত্যাজ্য। অথবা "দোষবৎ" এই শব্দটির এই প্রকার অর্থ—রাগাদি দোষের ন্যায় অর্থাৎ রাগাদি দোষ যেরূপ ত্যাজ্য সেইরূপ বন্ধের হেতু বলিয়া সকল কর্ম্মই পরিত্যাজ্য, এইরূপ কোন কোন পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন। অর্থাৎ তাঁহারা সাংখ্য দৃষ্টিকে আশ্রয় করিয়া—অধিকৃত কর্ম্মিগণের পক্ষেও কর্ম্ম পরিত্যাজ্য ইহা বলিয়া থাকেন। তাহার মধ্যে আবার কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, যজ্ঞ দান এবং তপস্যা রূপ কর্ম্ম পরিত্যাজ্য নহে। এই যে পৃথক্ পৃথক্ কল্পের উল্লেখ করা হইতেছে, ইহা জ্ঞান-নিষ্ঠ সন্ন্যাসিগণের জন্য নহে, কিন্তু বিহিত কর্ম্মে অধিকৃত যেসকল কর্ম্মী তাহাদের জন্যই এইরূপ নানাবিধ বিকল্প দেখান হইতেছে। 'যাহারা সাংখ্য অর্থাৎ জ্ঞাননিষ্ঠ

কর। ত্যাগ এই শব্দটীর অর্থাৎ—ত্যাগ এবং সন্ন্যাস এই দুইটী শব্দের যে অর্থ তাহা, অর্থাৎ যাহা পূর্ব্বে দর্শিত হইয়াছে, সেই ত্যাগ ও সন্ন্যাস শব্দের অর্থ বস্তুতঃ একই ইহা মনে করিয়া বলিতেছেন যে, হে পুরুষব্যাঘ্র, হে ভরতবংশীয়গণের মধ্যে সাধুশ্রেষ্ঠ। তামসাদি প্রকার ভেদে সেই ত্যাগ এক হইলেও শাস্ত্রসমূহে ত্রিবিধ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। যে ব্যক্তি কর্ম্মে অধিকৃত এবং অনাত্মজ্ঞ, তাহার পক্ষেই শাস্ত্রে সেই ত্যাগ ত্রিবিধ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে—কিন্তু পরমার্থদর্শীর পক্ষে সেই ত্যাগ একই রূপ সুতরাং এই ত্যাগতত্ত্ব দুর্জ্ঞেয়। অন্য কেহ এই তত্ত্ব নিরূপণ করিতে সমর্থ নহে, এই কারণে—ঈশ্বরের নিকটে পরমার্থশাস্ত্রার্থ বিষয়ে যাহা প্রকৃষ্ট নিশ্চয় তাহা শ্রবণ কর। ৪।

যজ্ঞোদানং তপঃ কর্ম্ম ন ত্যাজ্যং কার্য্যমেব তৎ।
যজ্ঞোদানং তপশ্চৈব পাবনানি মনীষিণাম্ ॥ ৫ ॥

অন্বয়। যজ্ঞঃ দানং তপঃ—(ইতি ত্রিবিধং) কর্ম্ম ন ত্যাজ্যং তৎ কার্য্যমেব। মনীষিণাং যজ্ঞঃ দানং তপঃ চ (ইত্যেতানি কর্ম্মাণি) পাবনানি। ৫।

মূলানুবাদ। যজ্ঞদান এবং তপস্যারূপ ত্রিবিধ কর্ম্ম পরিত্যাজ্য নহে, কিন্তু কর্ত্তব্য, কারণ, এই ত্রিবিধ কর্ম্ম মনীষিগণের পবিত্রতার প্রতি হেতু। ৫।

ভাষ্য। যজ্ঞোদানং তপ ইত্যেতৎ ত্রিবিধং কর্ম্ম ন ত্যাজ্যং ন ত্যক্তব্যং কার্য্যং করণীয়মেব তৎ। কস্মাদ যজ্ঞোদানং তপশ্চৈব পাবনানি বিশুদ্ধিকারণানি মনীষিণাং ফলানভিসন্ধীনামিত্যেতৎ। ৫।

ভাষ্যানুবাদ। যজ্ঞদান এবং তপস্যা এই ত্রিবিধ কর্ম্ম ত্যাজ্য অর্থাৎ ত্যক্তব্য নহে কিন্তু "কার্য্য" করণীয়। কেন?—(যেহেতু) যাঁহারা মনীষী অর্থাৎ যাঁহাদের কর্ম্মফলে স্পৃহা নাই, তাঁহাদের এই যজ্ঞদান এবং তপস্যা রূপ ত্রিবিধ কর্ম্ম—"পাবন" চিত্তশুদ্ধির উপায়। ৫।

এতান্যপি তু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলানি চ।
কর্ত্তব্যানীতি মে পার্থ নিশ্চিতং মতমুত্তমম্ ॥ ৬ ॥

অন্বয়। হে পার্থ—সঙ্গং ফলানি চ ত্যক্ত্বা এতানি কর্ম্মাণি অপিতু কর্ত্তব্যানি ইতি মে উত্তমং নিশ্চিতং মতং। ৬।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ চরিত।

শ্রীগুরুদাস বর্ম্মন্।] [পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।

একদিন যোড়াসাঁকোস্থ একটী হরিসভায় রামকৃষ্ণদেব ভাগবত পাঠ শুনিতে গমন করেন। রামদয়াল চক্রবর্ত্তীও তথায় উপস্থিত হইলেন। ইনি বাগবাজার বসুপাড়ায় বলরাম বসুর বাটীতে বাস করেন এবং বহুদিন ধরিয়া রামকৃষ্ণদেবের নিকট যাতায়াত করিতেছেন। ইনিই পূর্ব্বে পত্র লিখিয়া কটক হইতে বসুজ মহাশয়কে কলিকাতায় আনয়ন করেন ও পরদিন সঙ্গে লইয়া শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নিকট গমন করেন। রামদয়াল দেখিলেন—পণ্ডিতেরা ভাগবত পাঠ করিতেছেন, শ্রোতাগণ তাহা শ্রবণ করিতেছেন। সভামধ্যে কয়েকজন ভক্ত রামকৃষ্ণদেবকে ঘেরিয়া বসিয়া কখন ঐ পাঠ শুনিতেছেন এবং কখন বা শ্রীরামকৃষ্ণদেব মৃদুস্বরে যাহা বলিতেছেন, তাহা শ্রবণ করিতেছেন। রামদয়াল ঐ দলের নিকটে বসিয়া নিবিষ্টচিত্তে ভাগবৎ পাঠ শুনিতে লাগিলেন। হঠাৎ তাঁহার দৃষ্টি রামকৃষ্ণদেবের প্রতি আকৃষ্ট হইল এবং তাঁহার দুই একটী কথাও তাঁহার শ্রবণগোচর হইল। শুনিলেন, পণ্ডিতেরা, শ্রীভাগবত পাঠ করিয়া যে সমস্ত কথাগুলি তদ্দণ্ডে বলিতেছিলেন, কিন্তু বিশদরূপে বুঝাইতে পারিতেছিলেন না, রামকৃষ্ণদেব সেই সমস্ত কথার নিগূঢ় তত্ত্বই দুই চারি কথায় অতি সহজে বলিতেছেন। রামদয়াল ভাগবত পাঠের সময় রামকৃষ্ণদেবকে পাঠ শ্রবণ না করিয়া অন্যমনস্ক হইয়া অপরের সহিত কথা কহিতে দেখিয়া প্রথমে একটু বিস্মিত হইয়াছিলেন। এখন ভাগবত পাঠক যাহা বলিতেছেন সেই সকল কথার গূঢ় তত্ত্বই তাঁহার মুখ হইতে শুনিয়া মুগ্ধ হইলেন এবং ভাবিলেন বৈরাগ্য ভক্তি বিশিষ্ট জীবন ও খালি পাণ্ডিত্যে কতই প্রভেদ। শ্রীভগবানের কথার মর্ম্ম বুঝা খালি ব্যাকরণের কর্ম্ম নয়। অতঃপর শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রতি তাঁহার ভক্তি শতগুণ বাড়িয়া গেল।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে জনৈক ভক্ত এই সভাতেই প্রথম দর্শন করেন। ইহার পূর্ব্বে একদিন তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নিকট শুনিয়াছিলেন, দক্ষিণেশ্বরে একজন সাধু আছেন, তাঁহার মহাপ্রভুর মত হরিনাম কীর্ত্তণ করিতে করিতে ভাব হয়; ভগবানের কথা কহিতে কহিতে তিনি সমাধিস্থ হন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "এক দিন তাঁকে দেখ্‌তে যাবি?"

ভক্ত বলিযাছিলেন, "যাব।" ঐ ভক্তটীর সহপাঠী রাখালের সঙ্গে বডই প্রণয় ছিল এবং তিনি ইহাও শুনিযাছিলেন যে রাখাল মধ্যে মধ্যে দক্ষিণেশ্বরে যান। পব দিন বিদ্যালযে গিযা রাখালকে জিজ্ঞাসা কবিলেন, 'ভাই, দক্ষিণেশ্বরে নাকি একজন সাধু আছেন?"

রাখাল বলিলেন, "আছেন। তুমি তাঁকে দেখতে যাবে?"

ভক্ত। "যাব। তুমি তাঁকে দেখেছ? কেমন লোক?"

রাখাল। "হ্যা দেখেছি। একদিন গিয়ে দেখে এস না।"

ভক্ত। 'আচ্ছা, কাল কি তিনিই যোড়াসাঁকো পালেদেব বাড়ী ভাগবৎ শুনতে এসেছেলেন?"

রাখাল। "তা হতে পাবে। যেখানে ভাবৎ চর্চ্চা হয়, তিনি সেইখানেই যান। আসছে শনিবাবে তাঁব কাছে যাবে?"

ভক্ত সম্মত হইলেন, দুই জনে একত্রে তাঁহাকে দর্শন করিতে যাইবেন স্থিব কবিলেন। শনিবাবে বিদ্যালযেব ছুটী হইলে দুইজনে একত্রে আহিবীটোলাব ঘাটাভিমুখে যাত্রা কবিলেন, তথা হইতে নৌকা কবিযা দক্ষিণেশ্বরে গমন কবিবেন, এই বাসনা। পথে যাইতে যাইতে রাখাল কহিলেন, "আজ সেখানে থাকবে?" সহপাঠী মনে কবিলেন, যাচ্ছি সাধু মানুষেব কাছে, হযত একটী কুঁড়ে ঘরে থাকেন," তাই জিজ্ঞাসিলেন, "থাববাব জাযগা হবে ত?"

রাখাল কহিলেন, "তা, হতে পাবে।"

ভক্ত ভাবিলেন, কলিকাতা হইতে একটু দূরে গমন কবিতেছেন সুতবাং রাত্রে প্রত্যাগমন অসম্ভব হইতেও পাবে, কিন্তু সাধু ভিক্ষা করিয়া আহাব করেন— তিনি কি আহার কবিবেন? এই ভাবিয়া রাখালকে পুনবায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "হ্যাঁ হে, সেখানে কি খাওযা যাবে? দোকান টোকান আছে ত?"

রাখাল অন্তরে হাসিযা বলিলেন, "তা যা হয এক রকম হবে এখন।"

আহিরীটোলার কাছাকাছি আসিযা তাঁহাদেব রামদয়াল চক্রবর্ত্তীব সহিত সাক্ষাৎ হইল। তিনিও সেই দিন রামকৃষ্ণদেবের জন্য নানাবিধ উত্তম ভোজ্য-দ্রব্য লইযা দক্ষিণেশ্বরে গমন করিতেছেন। তিনজনে এক নৌকায যাত্রা কবিলেন। দক্ষিণেশ্বরে পঁহুছিতে সন্ধ্যা হইল। তথায উপস্থিত হইযা ভক্ত দেখিলেন, সুন্দর বাঁধা ঘাট, তাহাব দুই পার্শ্বে ফুলের বাগানে বসন্তের সুগন্ধি ফুল ফুটিযা রহিযাছে; সম্মুখে সারি সারি দেবালয, উত্তরে প্রকাণ্ড উদ্যান ও অট্টালিকা— কুটীর নহে। তিন জনে রামকৃষ্ণদেবের প্রকোষ্ঠে গিযা দেখিলেন, তথায কেহই